দুনিয়ার মজদুর এক হও

# ব্রিটেন প্রসঙ্গে

ভ. ই. লেনিন

V. I. Lenin

**Briten Prasange**

প্রথম প্রকাশকাল : ফাল্গুন, ১৩৭৪

প্রকাশক :

মৈত্রালী মুখোপাধ্যায়

বিংশ শতাব্দী, ৭৫/সি, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

সোভিয়েত গ্রন্থ—On Britain-এর বাংলা সংস্করণ

অনুবাদ : বিংশ শতাব্দী

মুদ্রণ : বিংশ শতাব্দী প্রিন্টার্স, ৫১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯

দাম : তিরিশ টাকা

## সূচীপত্র


অর্থনৈতিক রোমান্টিকতার বৈশিষ্ট্য থেকে ১

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের করণীয় কাজ থেকে ১৭

সমীক্ষা। জে. এ. হবসন : আধুনিক পুঁজিবাদের উদ্ভব ইংরাজী থেকে অনূদিত ২০

কৃষিতে পুঁজিবাদ থেকে। ( কাউৎস্কির পুস্তক এবং মিঃ বুলগাকভের প্রবন্ধ ) ২২

কি করতে হবে? থেকে ২৯

বৃটিশ শ্রমিক প্রতিনিধি কমিটির সম্পাদকের কাছে চিঠি ৩৮

বৃটিশ শ্রমিক প্রতিনিধি কমিটির সম্পাদকের কাছে চিঠি ৩৯

"বৃটিশ শ্রমিক আন্দোলন এবং ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সম্পর্কে মন্তব্য ৪১

জোহানিস বেকার জোসেফ ডিয়েটজেন, ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, কার্ল মার্কস এবং অন্যান্য কর্তৃক ফ্রিডরিক সোর্জ এবং অন্যান্যদের কাছে লিখিত পত্রাবলীর রুশ অনুবাদের ভূমিকা ৪২

আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী কংগ্রেসের স্টুটগার্ট অধিবেশন ৬৪

১৯০৫-১৯০৭ সালের প্রথম রুশ বিপ্লবে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের কৃষি কর্মসূচী ৭২

ট্রেড ইউনিয়ন নিরপেক্ষতা ৭৮

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে রাশিয়ার কৃষি বিষয়ক প্রশ্ন থেকে ৯১

বিশ্ব রাজনীতির দাহ্য পদার্থ ৯৪

বৃটিশ ও জার্মান শ্রমিকবৃন্দের শান্তির জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শন ১০২

আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক ব্যুরোর সভা থেকে ১০৬

বৃটিশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অধিবেশন ১১৪

প্রাচীন সত্য যা চির নবীন ১২১
মার্কস সম্পর্কে হিণ্ডম্যান ১২৭
স্তলিপিন ও নারোদনিক কৃষি কর্মসূচীর একটি তুলনা থেকে ১৩৬
বৃটেন ১৩৭
বৃটেনে উদার শ্রমনীতির ওপর বিতর্ক ১৩৯
আমেরিকায় ১৪৮
১৯১২ সালের বৃটিশ আন্দোলন ১৫০
বৃটিশ শ্রমিক পার্টির অধিবেশন ১৫২
"কে লাভের জন্য দাঁড়ায় ?" ১৫৪
বৃটেনে ( সুবিধাবাদের দুঃখজনক ফল ) ১৫৬
সভ্য ইউরোপ ও বর্বর এশিয়া ১৫৮
একটি বিরাট কারিগরি সাফল্য ১৬০
বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টির অধিবেশন ১৬২
যুদ্ধোপকরণ ও পুঁজিবাদ ১৬৫
ক্ষমতাবান বুর্জোয়া মহাজন এবং রাজনীতিবিদ ১৬৭
অস্ট্রেলিয়ায় ১৬৯
বৃটিশ সুবিধাবাদীদের স্বরূপ উদ্ঘাটন ১৭২
ডাবলিনে শ্রেণী সংগ্রাম ১৭৫
ডাবলিনে গণহত্যার এক সপ্তাহ পরে ১৮১
হ্যারি কোয়েলচ্ ১ ৪
সভ্য বর্বরতা ১৮৮
উদারনৈতিকবৃন্দ এবং বৃটেনের ভূমি সমস্যা ১৯০
বৃটিশ উদারনৈতিকবৃন্দ এবং আয়ারল্যাণ্ড ১৯৪
বৃটেনে শাসনতান্ত্রিক সংকট ১৯৮
জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থেকে ২০২
মিথ্যা পতাকা তলে থেকে ২১২
লণ্ডন অধিবেশন সম্পর্কে ২২১
গৃহযুদ্ধ সম্পর্কিত শ্লোগানের ব্যাখ্যা ২২৪
বুর্জোয়া লোকহিতৈষীবৃন্দ এবং বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি ২২৬
দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন থেকে ২২৯

বৃটিশ শান্তিবাদ এবং বৃটিশদের তত্ত্বের প্রতি বিরূপতা ২৩৬
সমাজতন্ত্র এবং যুদ্ধ থেকে ( যুদ্ধের প্রতি আর. এস. ডি. এল. পি.-র দৃষ্টিভঙ্গী ) ২২৪
বিপ্লবী প্রোলেতারিয়েত এবং জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ২৪৯
সমাজতান্ত্রিক প্রচার লীগের সম্পাদকের কাছে লেখা চিঠি ২৫৮
সুবিধাবাদ ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন ২৬৩
সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর থেকে ( একটি জনপ্রিয় খসড়া ) ২৭৪
আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনার সংক্ষিপ্তসার থেকে ৩০৯
মার্কসবাদের ব্যঙ্গানুকরণ এবং সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিবাদ থেকে ৩১০
নিরস্ত্রীকরণের শ্লোগান থেকে ৩১৫
সাম্রাজ্যবাদ এবং সমাজতন্ত্রে ফাটল ৩১৬
আমাদের বিপ্লবে প্রোলেতারিয়েতের কর্তব্য থেকে ৩৩২
আর. এস. ডি. এল. পি. (বি)-র ৭ম ( এপ্রিল ) অনুষ্ঠিত সারা রাশিয়া অধিবেশনে বর্তমানে পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রদত্ত প্রতিবেদন থেকে, ২৪শে এপ্রিল (৭ই মে) ১৯১৭ ৩৪৩
যুদ্ধ ও বিপ্লব থেকে, ১৯১৭ সালের ১৪ই ( ১৭শে ) মে তারিখে প্রদত্ত ভাষণ ৩৪৫
রাষ্ট্র ও বিপ্লব থেকে ৩৫৭
"বামপন্থী" ছেলেমানুষী এবং পাতি-বুর্জোয়া মনোবৃত্তি থেকে ৩৬২
মস্কোয় ট্রেড ইউনিয়নসমূহ ও কারখানা কমিটিগুলি চতুর্থ অধিবেশনে বর্তমান পরিস্থিতির ওপর বিতর্কের জবাব থেকে ২৮শে জুন, ১৯১৮ ৩২৭
কেন্দ্রীয় পরিচালক কমিটি, মস্কো সোভিয়েত, মস্কোর কারখানা কমিটি এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সারা রাশিয়া যুক্ত অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ থেকে, ২৯শে জুলাই ১৯১৮ ৩৭০
ওয়ারশ বিপ্লবী বাহিনীর সভায় ভাষণ, ২রা ১৯১৮ ( সংবাদপত্রের বিবরণ ) ৩৮১
আমেরিকান শ্রমিকদের প্রতি লেখা চিঠি থেকে ৩৮৪
কারিগরি বিদ্যালয়ের যাদুঘরে প্রদত্ত ভাষণ থেকে, ২৩শে আগস্ট, ১৯১৮ ৩৯১

প্রেসনিয়া জেলা শ্রমজীবীদের সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ থেকে, ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯১৮ ৩৯৪
পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের অধিবেশনে পেশ করা লিখিত প্রশ্নের জবাব থেকে, ১২ই মার্চ, ১৯১৯ ৩৯৬
পেত্রোগ্রাদ গুবের্নিয়ার কৃষি শ্রমিকদের প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশনে খামার শ্রমিকদের ইউনিয়ন সংগঠন সম্পর্কে প্রদত্ত ভাষণ থেকে, ১৩ই, ১৯১৯ ৩৯৮
তৃতীয় আন্তর্জাতিক এবং ইতিহাসে তার স্থান ৩৯৯
তৃতীয় আন্তর্জাতিকের কর্তব্য ( তৃতীয় আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গে র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ) ৪০৯
সিলভিয়া প্যাঙ্কহার্স্টের কাছে লেখা চিঠি ৪৩৩
বুর্জোয়া দলত্যাগীদের কেমন করে কাজে লাগায় থেকে ৪৪১
সোভিয়েতসমূহের সপ্তম সারা রাশিয়া কংগ্রেসে সারা রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি এবং গণ কমিশারগুলির প্রতি দেন উপদেষ্টা পরিষদের প্রতিবেদন থেকে, ৫ই ডিসেম্বর, ১৯১৯ ৪৪২
শ্রমজীবী কসাকদের প্রথম সারা রাশিয়া কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণ থেকে, ১লা মার্চ, ১৯২০ ৪৫৬
আপস সম্পর্কে ৪৫৯
তৃতীয় সারা রাশিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণ থেকে, ৭ই এপ্রিল, ৪৬৩
বামপন্থী কমিউনিজম একটি শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা থেকে ৪৬৫
বৃটিশ শ্রমিকদের কাছে লেখা চিঠি ৫০৩
কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের প্রাথমিক কর্তব্যের উপর থেকে ৫০৯
বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টির যুগ্ম অস্থায়ী কমিটির চিঠির জবাব ৫১৫
আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিবেদন এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের প্রতি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রাথমিক কর্তব্য, ১৯শে জুলাই, ১৯২০ ৫১৬
কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা সম্পর্কে প্রদত্ত ভাষণ, ২৩শে জুলাই, ১৯২০ ৫৩১

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্ন সম্পর্কে কমিশনের প্রতিবেদন, ২৬শে জুলাই, ১৯২০ ৫৪৫
একজন বিদেশী সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ২০শে জুলাই, ১৯২০ ৫৫২
কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে বৃটিশ শ্রমিক পার্টিকে যোগদান প্রসঙ্গে প্রদত্ত ভাষণ, ৬ই আগস্ট ১৯২০ ৫৫৪
রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) নবম সারা রাশিয়া অধিবেশনে প্রদত্ত আর. সি. পি. (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক প্রতিবেদন থেকে, ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯২০ (সংবাদপত্রের বিবরণ) ৫৬২
চর্মশিল্প শ্রমিকদের কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণ থেকে, ২রা অক্টোবর, ১৯২০ ৫৬৪
উইলিয়াম পলের সঙ্গে আলোচনার প্রতিলিপি ৫৬৮
উয়েজেদ, ভোলস্ত ও মস্কো গুবের্নিয়ার গ্রাম পরিচালক সমিতিসমূহের চেয়ারম্যানদের অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ থেকে ১৫ই অক্টোবর, ১৯২০ ৫৭২
জি. ভি. চিচেরিনের কাছে চিঠি, ১৯শে নভেম্বর, ১৯২০ ৫৭৫
বৃটেনের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে সি. সি., আর. সি. পি. (বি)-র পলিটব্যুরোর জন্য খসড়া সিদ্ধান্ত ৫৭৬
সোভিয়েতসমূহের অষ্টম কংগ্রেসে আর. সি. পি. (বি) গোষ্ঠীর কাছে প্রদত্ত সুবিধা সম্পর্কে প্রতিবেদন থেকে, ২১শে ডিসেম্বর, ১৯২০ ৫৭৭
সোভিয়েতসমূহের অষ্টম সারা রাশিয়া কংগ্রেসে অভ্যন্তরীণ ও বিদেশ-নীতি সম্পর্কে সারা রাশিয়া কেন্দ্রীয় ও কার্যনির্বাহক কমিটি এবং গণ-কমিশনারসমূহের সভায় প্রদত্ত প্রতিবেদন থেকে, ২২শে ডিসেম্বর, ১৯২০ ৫৮৩
কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসে আর.সি.পি-র থিসিস সম্পর্কে প্রতিবেদনের জন্যে একটি প্রবন্ধ থেকে ৫৮৫
কমরেড টমাস বেলের প্রতি ৫৮৭
বৃটিশ শ্রমিক পার্টির নীতি ৫৯০
এফ. আর. ম্যাকডোনাল্ডের কাছে একটি খসড়া জবাবসহ এস. এস. লিংভিসভের কাছে লেখা চিঠি, ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯২২ ৫৯২
জি. ভি. চিচেরিনের কাছে চিঠি, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২২ ৫৯৪

জি. ভি. চিচেরিনের কাছে চিঠি, ৮ই মার্চ, ১৯২২ ৫২৭

লেসলি উর্কুহার্টের সঙ্গে চুক্তি প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে আর. সি. পি. (বি) সি. সি.-র পলিটব্যুরোর সদস্যদের জন্যে জে. ভি. স্তালিনের কাছে চিঠি, ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯২২ ৫৯৭

ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানের প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষক মাইকেল ফার্বম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ৫৯৯

টীকা ৬০৪

# অর্থনৈতিক রোমাণ্টিকতার[১] বৈশিষ্ট্য থেকে

*দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ*

## রোমাণ্টিকদের চরিত্র
## পুঁজিবাদের সমালোচনা

## ইংলণ্ডের শস্যশুল্ক রোমাণ্টিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের দ্বারা যেভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে

সমকালীন অর্থনীতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে রোমাণ্টিকতার তত্ত্ব এবং আধুনিক তত্ত্বের[২] তুলনার ক্ষেত্রে আমরা ওদের বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার একটা তুলনা সংযোজন করব। এই ধরনের একটা তুলনা খুবই আগ্রহোদ্দীপক হবে কারণ একদিকে এই *বাস্তব* সমস্যাটি হল বৃহত্তম সমস্যাসমূহের অন্যতম, পুঁজিবাদের মৌল সমস্যা এবং অপরদিকে এই সব বিরুদ্ধ তত্ত্বের প্রখ্যাত প্রবক্তারা এই বিষয়ে তাঁদের অভিমত প্রকাশ করেছেন।

আমরা ইংলণ্ডের *শস্য আইনের* এবং তা রদ[৩] করার কথা উল্লেখ করছি। প্রথম শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি এই সমস্যা কেবলমাত্র ইংরেজ নয় মহাদেশীয় অর্থনীতিবিদদের মধ্যেও গভীর আগ্রহের সঞ্চার করেছিল। সকলেই অনুভব করেছিলেন যে শুল্কনীতি সম্পর্কে কোনক্রমেই এটা সুনির্দিষ্ট কোন সমস্যা নয়, এটা ছিল অবাধ বাণিজ্য, অবাধ প্রতিযোগিতা ও "পুঁজিবাদের বিধিলিপি" সম্পর্কে একটি সাধারণ সমস্যা। সমস্যাটা ছিল পুঁজিবাদের প্রাসাদকে

ঐশ্বর্যমণ্ডিত করার জন্যে অবাধ প্রতিযোগিতাকে পরিপূর্ণরূপে সক্রিয় করে তোলা, "ভাঙনকে" সম্পূর্ণ করার জন্যে পথের প্রতিবন্ধক দূর করা, যে "ভাঙন" ইংলণ্ডে শুরু হয়েছিল গত শতাব্দীর শেষদিকে বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের দ্বারা এবং সেই বাধার অপসারণ যা *কৃষির ক্ষেত্রে* "ভাঙন" প্রতিরোধ করেছিল। আমরা যে দুজন মহাদেশীয় অর্থনীতিবিদদের সম্পর্কে বলতে চাই তাঁরা এই দৃষ্টিভঙ্গীতেই সমস্যাটিকে দেখেছিলেন।

সিসমণ্ডি তাঁর নউভিউক্স প্রিন্সিপেস গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে একটি পরিচ্ছেদ সংযোজন করেছিলেন যেখানে "খাদ্যশস্যের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রক আইন-সমূহ" সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।

সর্বাগ্রে তিনি সমস্যাটির গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। "ইংলণ্ডের জনসাধারণের অর্ধাংশ আজ শস্য আইন রদের দাবী জানাচ্ছে, এর সমর্থকদের বিরুদ্ধে চরম বিরক্ত হয়ে ওরা এই দাবী জানাচ্ছে, কিন্তু অপর অর্ধাংশ এই আইন চালু রাখার দাবী জানায় এবং যারা এর রদ দাবী করে তাদের বিরুদ্ধে সরবে রোষ বর্ষণ করে।"

সমস্যাটিকে পরীক্ষা করতে গিয়ে সিসমণ্ডি উল্লেখ করেন যে ইংলণ্ডীয় কৃষক স্বার্থ চেয়েছিল শস্যশুল্ক ওদের (রিমিউনারেটিং প্রাইস) লাভজনক দাম* পেতে নিশ্চয়তা বিধান করুক। বৃহৎ উৎপাদকদের স্বার্থ অবশ্য শস্য আইন রদ করার দাবী করেছিল কারণ বিদেশী বাজার ছাড়া কারখানা-গুলির অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব ছিল না, এ ছাড়া ইংলণ্ডের রপ্তানী বাণিজ্য বিকাশের পথে আইন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যা আমদানীকে সংকুচিত করেছিল: "কারখানা মালিকরা আরও বলেছিলেন যে বাজারে অত্যধিক পরিমাণে পণ্য জমে যাওয়ার কারণও ঐ শস্য আইন। মহাদেশের ধনী ব্যক্তিরা তাদের পণ্য কিনতে পারছিল না কারণ ওরা নিজেদের শস্য বিক্রির বাজার পাচ্ছিল না।"**

* মূল পাঠে ঐ শব্দগুলো ইংরাজীতেই আছে।—সম্পাদক

** ইংরেজ বৃহৎ উৎপাদকদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা একপেশে মনে হতে পারে যারা সংকটের গভীরতর কারণ ও তার অবশ্যম্ভাবিতাকে অস্বীকার করেন যখন বাজারের বিস্তার যৎসামান্য। তৎসত্ত্বেও এর মধ্যে পরম সত্য ধারণাটি নিহিত আছে যে বিদেশে বিক্রয় করে উৎপাদন অব্যাহত

"বিদেশী শস্যের জন্যে বাজার উন্মুক্ত করে দিলে ইংরেজ ভূম্যধিকারীরা সম্ভবতঃ অনিবার্য ধ্বংসের মুখে পড়বে এবং খাজনার পরিমাণ অত্যন্ত নীচে নেমে আসবে। এটা নিঃসন্দেহে একটা বিরাট বিপর্যয়। কিন্তু তা হলেও এটা একটা অবিচার নয়।" সিসমণ্ডি অত্যন্ত সাদাসিধে ভাবে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে ভূম্যধিকারীরা যে পরিমাণে "সমাজের" ( পুঁজিবাদী ? ) সেবা করেন জমির খাজনাও সেই পরিমাণ হওয়া উচিত ইত্যাদি। সিসমণ্ডি আরও বলেন, "কৃষকরা তাদের পুঁজি সরিয়ে নেবে অথবা অন্ততঃপক্ষে কৃষি থেকে আংশিক-ভাবে বিচ্ছিন্ন হবে।

সিসমণ্ডির এই যুক্তি ( তিনি নিজে এই যুক্তিতে খুশী ) রোমান্টিকতার প্রধান ত্রুটিকে উন্মোচিত করে যা বাস্তবক্ষেত্রে চালু অর্থনৈতিক বিকাশের পদ্ধতির প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টি দেয় না। আমরা লক্ষ্য করেছি যে সিসমণ্ডি নিজে ইংলণ্ডের পুঁজিবাদী কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধি ও ক্রমোন্নতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। কিন্তু এর কারণ অনুশীলন করার পরিবর্তে তিনি তাড়াহুড়ো করে এই পদ্ধতির নিন্দা করেছেন। এই তাড়াহুড়ো অর্থাৎ নিষ্পাপ সদিচ্ছাগুলোকে ইতিহাসে চাপিয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষাই এই ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে যে সিসমণ্ডি কৃষির ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী বিকাশের সাধারণ ঝোঁককে এড়িয়ে যান এবং শস্য আইন বাতিল সহ এই *পদ্ধতির অবশ্যম্ভাবী ত্বরণ,* অর্থাৎ ক্রমাবনতির বদলে কৃষির পুঁজিবাদী উন্নতি যার সম্পর্কে সিসমণ্ডি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

সিসমণ্ডি নিজের কাছে সত্য ছিলেন। যে মুহূর্তে তিনি এই পুঁজিবাদী সমাজের অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্যের মুখোমুখি হলেন সেই মুহূর্তেই তিনি সাদাসিধেভাবে একে "খণ্ডন" করতে লাগলেন, যে কোন মূল্যে প্রমাণ করার চেষ্টা করতে লাগলেন যে "ইংরেজ পিতৃভূমি" কর্তৃক অনুসৃত পথ সঠিক ছিল না।

রাখতে মোটামুটিভাবে বিদেশ থেকে অনুরূপ পরিমাণের আমদানীর দাবী করে।

আমরা ইংরেজ বৃহৎ উৎপাদকদের এই ব্যাখ্যা সেই সব অর্থনীতি-বিদদের দৃষ্টির সামনে মেলে ধরছি যারা পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদন অব্যাহত রাখার সমস্যাকে মুছে ফেলেন: "ওরা বিদেশে বিক্রি করবে" এই জ্ঞানগর্ভ মন্তব্য দিয়ে।

দিন মজুর কি করবে?…কাজ বন্ধ হয়ে যাবে, মাঠগুলো চারণভূমিতে পরিণত হবে…এইসব ৫৪০০০ পরিবার যারা কাজ থেকে বঞ্চিত হবে তাদের কি হবে?* যদি ধরেও নেওয়া যায় যে ওরা যে কোন ধরনের শ্রমশিল্পের কাজের উপযোগী তাহলেও বর্তমান সময়ে এমন কোন শিল্প আছে কি যে এদের কর্মে নিযুক্ত করতে সক্ষম?…এমন কোন সরকার কি দেখা যাবে যে তার শাসনাধীন জাতির অর্ধাংশকে স্বেচ্ছায় এই রকম একটা সংকটের মুখে ফেলবে?……যাদের কাছে কৃষকদের এইভাবে উৎসর্গ করা হয়েছে তারা কি কিছু পরিমাণও এর দ্বারা উপকৃত হবে? অন্ততঃপক্ষে এইসব কৃষক হল ইংরেজ বৃহৎ উৎপাদকদের নিকটতম ও অত্যন্ত বেশী নির্ভরযোগ্য গ্রাহক। এদের ভোগ বন্ধ হয়ে গেলে শিল্পের ওপর একটি প্রবল ধাক্কা আসবে যা বৃহত্তম বাজার বন্ধ হওয়ার চাইতেও বেশী বিপর্যয়কর হতে পারে। "স্বদেশী বাজারের বিপজ্জনক সংকোচন" দৃশ্যপটে গোচরীভূত হচ্ছে। "যে কৃষকেরা সংখ্যায় জাতির অর্ধাংশ সেই সমগ্র ইংরেজ কৃষকশ্রেণীর ভোগের পরিমাণ শূন্য হলে বৃহৎ উৎপাদকেরা কি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে? ধনী ব্যক্তিদের ভোগ বন্ধ হলে কারখানাগুলো কি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কৃষি থেকে যাদের আয়ের অঙ্ক প্রায় শূন্যে নেমে যাবে?" রোমান্টিক মতবাদীরা স্বর্গ থেকে মর্তে বিচরণ করেন এই কথা প্রমাণ করার জন্য যে ওদের নিজেদের শিল্প বিকাশের ও সম্পদের অন্তর্নিহিত বৈপরীত্য নিতান্তই ওদের ভুল ও অদূরদর্শিতাকেই প্রকট করে।

"পুঁজিবাদের বিপদ" সম্পর্কে বৃহৎ উৎপাদকদের "প্রত্যয় উৎপাদনের" জন্যে সিসমণ্ডি পোলিশ ও রুশ দানাশস্যের মধ্যে বিপজ্জনক প্রতিযোগিতার কথা প্রচার করেন। তিনি সম্ভাব্য সবরকম যুক্তিকে গ্রহণ করেন, এমনকি

* পুঁজিবাদী যে সঠিক নয় তা প্রমাণ করার জন্যে সিসমণ্ডি তৎপরতার সঙ্গে একটি কাছাকাছি হিসাব করেন (যেমন আমাদের রুশ রোমান্টিক মতবাদী মিঃ ভি. ভি. যা করতে এত অনুরাগী)। তিনি বলেন ছ লক্ষ পরিবার কৃষিতে নিযুক্ত আছে। যখন মাঠগুলোকে চারণভূমিতে পরিণত করা হয় তখন এই সংখ্যার $\frac{1}{10}$ অংশও "আহ্বানযোগ্য" বলে বিবেচিত হবে না।…এই লেখক কর্তৃক প্রদর্শিত সামগ্রিকভাবে জটিল পদ্ধতির উপলব্ধি যত কম হয় তত বেশী উৎসাহ ভরে শিশুসুলভ "পরীক্ষাভিত্তিক" হিসাবের দিকে ঝুঁকে পড়েন।

তিনি ইংরেজদের গর্বের বিষয়কেও স্পর্শ করতে চান। ইংলণ্ডের সম্মানের পরিণতি কি হবে যখন, রুশ সম্রাট তাঁর ইচ্ছামত সময়ে ইংলণ্ডের কাছ থেকে কিছু সুযোগ বা অন্য কিছু আদায় করে নিতে চাইবেন বাল্টিক বন্দরসমূহ বন্ধ করে ইংলণ্ডকে অনাহারে রেখে? পাঠক স্মরণ করুন কেমন করে সিসমণ্ডি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, "অর্থশক্তির সমর্থকরা" ভ্রান্ত ছিলেন, এই যুক্তিতে যে বিক্রয়ের সময় অতি সহজেই প্রতারণা করা যায়...সিসমণ্ডি এই যুক্তি উত্থাপন করে পুঁজিবাদী পদ্ধতির খামারের তাত্ত্বিক ভাষ্যকারদের খণ্ডন করতে চেয়েছিলেন যে ধনী কৃষকরা দরিদ্র কৃষকদের প্রতিযোগিতার কাছে দাঁড়াতে পারে না (পূর্বে উদ্ধৃত) এবং অবশেষে স্পষ্টতঃই প্রত্যয়সিদ্ধ হয়ে তাঁর প্রিয় সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছান যে তিনি প্রমাণ করতে পেরেছেন যে "ইংরেজ পিতৃভূমি" কর্তৃক অনুসৃত পথ ছিল একটা "ভুল পথ"। ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত আমাদের দেখায় যে এই পদ্ধতি (অর্থভিত্তিক অর্থনীতির, যার বিপরীতে সিসমণ্ডি l'habitude de se fournir soi-me'me, "নিজের জন্যে ব্যবস্থা করার অভ্যাস") বিপদ মুক্ত নয়। অর্থনীতির ঐ ব্যবস্থাটিই (যেমন পুঁজিবাদী খামার) খারাপ যা দাঁড়িয়ে আছে একটা বিপজ্জনক ভিত্তির ওপর এবং এই ভিত্তিকেই পরিবর্তন করার চেষ্টা করতে হবে।" একটি সুনির্দিষ্ট আর্থব্যবস্থার মধ্যে সুনির্দিষ্ট স্বার্থসমূহের সংঘাতের ফলে সৃষ্ট বাস্তব সমস্যা এইভাবে নিষ্পাপ সদিচ্ছার বন্যায় ডুবে গেল। কিন্তু স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল এই সমস্যাটিকে এমন তীব্রভাবে তুলে ধরেছে যে, কেউ যদি এই রকম একটি "সমাধানের" মধ্যে নিজেকে সীমিত রাখেন (রোমান্টিক মতবাদীরা যেমন অন্যান্য সমস্ত সমস্যার ক্ষেত্রে করেন) তাহলে তা অসম্ভব হয়ে উঠবে।

সিসমণ্ডি হতাশ হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, "কি করতে হবে?" ইংলণ্ডের বন্দর উন্মুক্ত করা হবে না বন্ধ করে দেওয়া হবে? ইংলণ্ডের পল্লী অঞ্চলের শ্রমিকদের অনাহারের মুখে নিক্ষেপ করা হবে অথবা বৃহৎ উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকদের বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেওয়া হবে। এটা নিঃসন্দেহে একটি ভয়ঙ্কর প্রশ্ন; ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা আজ যে পরিস্থিতিতে এসে পৌঁছেছেন তা এমন সঙ্কটজনক যা রাষ্ট্রনায়করা পূর্বে খুব কমই সম্মুখীন হয়েছেন। সিসমণ্ডি বারবার এই "সাধারণ সিদ্ধান্তে" ফিরে আসছেন যে পুঁজিবাদী খামার পদ্ধতি "বিপজ্জনক" এবং "সমগ্র কৃষি ব্যবস্থাকে ফাটকাবাজীর নিয়ন্ত্রণাধীন করা

বিপজ্জনক।" কিন্তু ইংলণ্ডে ক্রমে ক্রমে এবং কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন কেমন করে সম্ভব যার ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামারের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে ( remettraient en honneur ) যখন কারখানায় নিযুক্ত জাতির অর্ধাংশ অনাহারক্লিষ্ট এবং ওরা যে ব্যবস্থার দাবী জানায় তার ফলে কৃষিতে নিযুক্ত জাতির অপর অর্ধাংশ অনাহারের সম্মুখীন হয়—আমি জানি না।

আমার মনে হয় শস্য আইন বিশেষভাবে সংশোধিত হওয়া উচিত, কিন্তু যারা এই আইনকে সম্পূর্ণ বাতিল করার দাবী করেন আমি তাদের পরামর্শ দিচ্ছি তারা যেন নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো যত্ন সহকারে অনুশীলন করেন এবং তারপর কৃষির ক্রমাবনতি ও দেশী বাজারের পরিসর সংকোচন সম্পর্কে অভিযোগগুলো বিবেচনা করেন।

এইভাবে বাস্তবের সঙ্গে প্রথম সংঘাতেই রোমান্টিকতা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। সে নিজের কাছে দারিদ্র্যের প্রমাণ পত্র দাখিল করতে এবং নিজেই এর প্রাপ্তি স্বীকার করতে বাধ্য। স্মরণ করুন কত সহজে এবং সরল পথে রোমান্টিকতা "তত্ত্বগত"ভাবে সমস্ত সমস্যার "সমাধান" করে দিয়েছিল। সংরক্ষণ হল অবিজ্ঞজনোচিত, পুঁজিবাদ হল সর্বনাশা ভুল, ইংলণ্ড যে পথে অনুসরণ করছে তা ভুল এবং বিপজ্জনক, উৎপাদনকে অবশ্যই ভোগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে হবে, সেই সঙ্গে শিল্প ও বাণিজ্যকে কৃষির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে হবে, যন্ত্রপাতি তখনই সুবিধাজনক যখন ওরা মজুরীর বৃদ্ধি ঘটায় অথবা শ্রমদিনের সংকোচন ঘটায়; উৎপাদনের উপায়সমূহের সঙ্গে উৎপাদক-দের বিরোধিতা থাকা উচিত নয়, বিনিময় উৎপাদনের চাইতে এগিয়ে যাবে না, ফাটকাবাজীর সৃষ্টি করবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। রোমান্টিকতা প্রতিটি বিরোধিতার মোকাবিলা করেছিল অনুভূতি জাগানো উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করে; প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছিল উপযুক্ত নিষ্পাপ সদিচ্ছা দিয়ে এবং বর্তমান জীবনের বাস্তব ঘটনাবলীর আঁটা এইসব লেবেলকে বলত সমস্যার "সমাধান"।

এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে এইসব সমাধান এত হৃদয়গ্রাহী ও সহজ; এগুলো কেবল একটি মাত্র ঘটনাকে অস্বীকার করেছিল—অর্থাৎ প্রকৃত স্বার্থ; যার সংঘাত সৃষ্টি করেছিল পরস্পর বিরোধিতা। যখন পরস্পর বিরোধিতার বৃদ্ধি পেয়ে রোমান্টিক মতবাদীদের প্রচণ্ড সংঘর্ষসমূহের সুনির্দিষ্ট

একটির মুখোমুখি করে তুলল, ইংলণ্ডের পার্টিসমূহের মধ্যেকার সংঘর্ষে যেমন ঘটেছিল যা শস্য আইন প্রণয়নের পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল, তখন আমাদের রোমান্টিক মতাদর্শী ব্যক্তিটি তাঁর মস্তক প্রায় খুইয়েছিলেন। স্বপ্ন ও সদিচ্ছার অস্পষ্টতার মধ্যে তিনি বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিলেন, তিনি সাধারণ "সমাজের" উপযোগী করে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নীতিবাক্য রচনা করেছিলেন (কিন্তু ইতিহাসগতভাবে নির্ধারিত যে কোন সমাজ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অনুপযোগী), কিন্তু যখন তিনি তাঁর কাল্পনিক জগৎ থেকে বাস্তব জীবনের ঘূর্ণী জলে এবং স্বার্থ সংঘাতের মধ্যে এসে পড়লেন তখন বাস্তব সমস্যা সমাধানের কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠি তাঁর কাছে ছিল না। অবাস্তব প্রস্তাব উপস্থাপনার এবং অবাস্তব সমাধানে পৌঁছনোর অভ্যাস সমস্যাকে নিতান্তই একটি সূত্রে পরিণত করেছিল: জনসংখ্যার কোন্ অংশটিকে বিনষ্ট করতে হবে, কৃষিজীবী না শিল্পশ্রমিক? অবশ্য রোমান্টিক মতবাদীরা এই সিদ্ধান্তে না এসে পারেন নি যে, কোন অংশকেই বিনষ্ট করা উচিত নয় এবং "ঐ পথ থেকে ফিরে আসা প্রয়োজন"……কিন্তু, প্রকৃত বিরোধ তাঁকে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল যে তাঁর পক্ষে আর সদিচ্ছার অস্পষ্টতার মধ্যে ফিরে আসা সম্ভব হয় নি এবং রোমান্টিক মতবাদীকে একটি জবাব দিতে বাধ্য হতে হয়েছিল। সিসমণ্ডি দুটি জবাব দিয়েছিলেন: প্রথম—"আমি জানি না"; দ্বিতীয়—"একদিকে একে স্বীকৃতি না দিয়ে উপায় নেই। অপরদিকে একে মেনে নিতেই হবে।"

১৮৪৮ সালের ৯ই জানুয়ারী ব্রুসেলসের একটি জনসভায় কার্ল মার্কস "অবাধ বাণিজ্য* সম্পর্কে একটি ভাষণ" দান করেন। রোমান্টিক মতবাদীরা যারা ঘোষণা করেছিলেন যে "অর্থশাস্ত্র হিসাবের বিজ্ঞান নয়, নৈতিকতার বিজ্ঞান," বিপরীতভাবে তিনি স্পষ্টতঃই সরল ও পরিমিত সুদকষাকেই তাঁর ব্যাখ্যার শেষ বিন্দু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। শস্য আইনের সমস্যাকে জাতির দ্বারা নির্বাচিত ব্যবস্থা সম্পর্কিত অথবা প্রণয়ন বিষয়ক ব্যাপার হিসাবে গ্রহণ

* 'Discours sur le libre—echange' আমরা "Rede uber die Frage des Freihandels"-এর জার্মান অনুবাদ ব্যবহার করছি।

করার পরিবর্তে ( সিসমণ্ডি যেমন দেখতেন ), বক্তা একে বৃহৎ উৎপাদক ও ভূম্যধিকারীদের স্বার্থের সংঘাত হিসাবে উপস্থাপন করে শুরু করলেন এবং দেখালেন ইংরেজ বৃহৎ উৎপাদকেরা কেমন করে বিষয়টাকে সমগ্র জাতির সমস্যা হিসাবে খাড়া করার চেষ্টা করছিল, শ্রমজীবীদের আশ্বাস দিতে চেষ্টা করেছিল যে জাতীয় কল্যাণের জন্যে কাজ করছে। রোমান্টিক মতবাদীরা যারা সমস্যাটিকে সংস্কারকালীন সময়ে আইন প্রণেতারা অবশ্যই যা মনে মনে চিন্তা করেন সেই আকারে সমস্যাটিকে উপস্থাপিত করেন, বিপরীতভাবে বক্তা সমস্যাটিকে পরিণত করলেন ইংরেজ সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রকৃত স্বার্থের সংঘাত হিসাবে। তিনি দেখালেন যে সমগ্র সমস্যাটি সৃষ্টি হয়েছে বৃহৎ উৎপাদকদের জন্যে কাঁচামাল সস্তা করার প্রয়োজনীয়তা থেকে। তিনি ইংরেজ শ্রমিকদের বিশ্বাসহীনতাকে বর্ণনা করেন যারা এই সব "আত্মত্যাগী সজ্জনদের অর্থাৎ বাওয়ারিং, ব্রাইট এবং তাদের সহযোগীদের, চরম শত্রু হিসাবে মনে করে..."

বৃহৎ উৎপাদকেরা বিপুল ব্যয়ে বিশাল বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করেছে যার মধ্যে শস্য আইন-বিরোধী লীগ কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারী বাসস্থান করেছে, তারা ইংলণ্ডের সর্বত্র একটি প্রচারক বাহিনী পাঠিয়েছে অবাধ বাণিজ্যের বাণী প্রচার করতে, ওরা হাজার হাজার পুস্তিকা ছাপিয়ে বিনা মূল্যে বন্টন করেছে শ্রমিকদের নিজেদের স্বার্থ সম্পর্কে অবহিত করে তোলার জন্যে, ওরা সংবাদপত্রকে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে পাওয়ার জন্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছে ওরা বিশাল প্রশাসনিক ব্যবস্থা সংগঠন করে অবাধ বাণিজ্যের আন্দোলন পরিচালনার জন্যে এবং ওরা জনসভায় বাগ্মিতা সম্পর্কে ওদের যা কিছু সক্ষমতা তা প্রদর্শন করে। এই রকম একটি সভায় একজন শ্রমিক চীৎকার করে বলে উঠেছিল: "জমির মালিকদের যদি আমাদের হাড় বিক্রি করতে হয় তাহলে তোমরা বৃহৎ উৎপাদকরা হবে তার প্রথম ক্রেতা, সেই হাড়কে কলে পেষাই করে ময়দায় পরিণত করার জন্য।" ইংরেজ শ্রমিকরা ভূম্যধিকরী ও পুঁজিবাদী শিল্প মালিকের মধ্যেকার বিরোধের গুরুত্বকে খুব ভালভাবেই উপলব্ধি করেছে। ওরা খুব ভাল ভাবেই জানে যে মজুরি ছাঁটাইয়ের জন্যই রুটির দাম কমানো হয়েছে এবং যে পরিমাণে খাজনা কমবে ঠিক সেই পরিমাণে শিল্প থেকে মুনাফা বৃদ্ধি পাবে।"

তাই দেখা যায় সিসমণ্ডি সমস্যাটিকে যেভাবে উত্থাপন করেছেন তার থেকে সমস্যাটির উপস্থাপন পদ্ধতিটিই সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। বক্তা নিজে যে লক্ষ্যসমূহের কথা বলেছেন তা হল প্রথমতঃ সমস্যাটির প্রতি ইংরেজ সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী তাদের স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা। দ্বিতীয়তঃ ইংরেজদের সামাজিক অর্থনীতির সাধারণ ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে সংস্কার সাধনের গুরুত্বের উপর আলোকপাত করা।

শেষোক্ত বিষয়ে বক্তার অভিমত সিসমণ্ডির মতামতের সঙ্গে মিলে যায়; এর মধ্যে তিনিও কোন নির্দিষ্ট সমস্যাকে দেখতে পান না, সাধারণভাবে পুঁজিবাদের বিকাশ ছাড়া, যেটা খুবই সাধারণ অর্থাৎ একটি ব্যবস্থা হিসাবে "অবাধ বাণিজ্যের" বিকাশ। "ঊনবিংশ শতাব্দীতে অবাধ বাণিজ্যের বৃহত্তম সাফল্য হল ইংলণ্ডের শস্য আইন বাতিল।"* ......"শস্য আইন বাতিলের ফলে অবাধ প্রতিযোগিতা অর্থাৎ বর্তমান সামাজিক আর্থব্যবস্থাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"* তাই আলোচ্য বিষয়টি নিজেই এইসব লেখকদের সামনে উপস্থিত হয় পুঁজিবাদের আরও বিকাশ আকাঙ্ক্ষিত কিনা অথবা বিলম্বিত হবে এই প্রশ্ন নিয়ে; এবং "ভিন্ন ভিন্ন পথের" অনুসন্ধান করা হবে কিনা ইত্যাদি।

আমরা জানি যে এই প্রশ্নের উত্তরে ওদের হাঁ-সূচক বক্তব্য বাস্তবিকই "পুঁজিবাদের বিধিলিপি" সম্পর্কে সাধারণ মৌল সমস্যার সমাধান স্বরূপ এবং ইংলণ্ডের শস্য আইনের মতো কোন সুনির্দিষ্ট সমস্যা নয়, কারণ এখানে যে দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে অন্যান্য দেশের সম্পর্ক অনুযায়ী অনেক

* Die Lage der arbeitenden Klasse in England (1845)৬ এই রচনাটি, শস্য আইন বাতিল (১৮৮৬) হবার পূর্বেই অবিকল একই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে লিখিত হয়েছিল। অথচ পাঠে যে যে বক্তব্য আলোচিত হয়েছে সেই বক্তব্য বলা হয়েছিল শস্য আইন বাতিল হবার পর। কিন্তু আমাদের কাছে সময়ের এই পার্থক্যের কোন গুরুত্বই নেই। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে সিসমণ্ডি কর্তৃক উপস্থাপিত পূর্বে উদ্ধৃত যুক্তির সঙ্গে ১৮৪৮ সালে তৎকর্তৃক প্রদত্ত ভাষণের তুলনা করলেই যথেষ্ট হবে যদি আমরা উভয় লেখকের ক্ষেত্রে সমস্যার উপাদানসমূহের সম্পূর্ণ অভিন্নতা দেখতে চাই। সিসমণ্ডির সঙ্গে পরবর্তীকালের জার্মান অর্থনীতিবিদদের তুলনা করার চিন্তাটি আমরা গ্রহণ করেছি Handworterbuch deo stoatswissenschaften, B. V. Art, "Sismondi" Von

পরে প্রয়োগ করা হয়েছে। লেখকবৃন্দ জার্মানী ও আমেরিকা* সম্পর্কে ১৮৪০ সালে এই অভিমতই পোষণ করতেন এবং ঘোষণা করেছিলেন যে ঐ দেশের পক্ষে অবাধ প্রতিযোগিতা হল প্রগতিশীল; জার্মানী প্রসঙ্গে তাঁদের মধ্যে একজন ষাটের দশকে লিখেছিলেন যে দেশ কেবলমাত্র পুঁজিবাদের জন্যই দুঃখভোগ করছে না, পুঁজিবাদের অসম্পূর্ণ বিকাশের জন্য কষ্ট পাচ্ছে।

আমরা যে বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করছিলাম তাতেই ফিরে যাওয়া যাক। আমরা বক্তার মৌল দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলাম, বক্তা সমস্যাটিকে ইংরেজ সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী স্বার্থের একটির মধ্যে সীমায়িত করেছেন। সামাজিক অর্থনীতির কাছে শস্য আইন বাতিলের গুরুত্বের বিশুদ্ধ তত্ত্বগত সমস্যার উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও আমরা সেই একই বিরাট পার্থক্য দেখতে পাই। তাঁর কাছে এটা অবাস্তব প্রশ্ন নয় ইংলণ্ডের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত এবং কোন্ পথ সে অবলম্বন করবে (প্রশ্নটি উপস্থাপিত হয়েছে সিসমণ্ডি কর্তৃক যিনি ভুলে গেছেন যে ইংলণ্ডের একটি অতীত ও বর্তমান আছে যা তার পথ নির্দিষ্ট করে দেবে)। না, তিনি চটপট বর্তমানকালের সামাজিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে প্রশ্নটিকে উত্থাপন করেন; তিনি নিজেকেই জিজ্ঞাসা করেন: শস্য আইন বাতিলের পর এই ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে পরবর্তী কার্যক্রম কি হবে?

এই প্রশ্নের মধ্যে যে অসুবিধা জড়িয়ে আছে তা হল শস্য আইন বাতিল কি ভাবে কৃষির ওপর প্রভাব বিস্তার করবে। কারণ শিল্পের ক্ষেত্রে এর প্রভাব সকলের কাছেই পরিষ্কার ছিল।

শস্য আইন বাতিলের কৃষিরও শ্রীবৃদ্ধি হবে তা প্রমাণ করার জন্যে শস্য আইন বিরোধী লীগ** শস্য আইন বাতিলের ফলে ইংলণ্ডের কৃষির উপর কি সু-প্রভাব পড়বে এই বিষয়ে তিনটি শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্যে তিনটি পুরস্কার

Lippert, Seite 679 থেকে। তাঁর রচিত প্রায় সমজাতীয় রচনা এতই রোমাঞ্চকর ও আকর্ষণীয় যে মিঃ লিপার্টের বিশ্লেষণ তৎক্ষণাৎ তার নীরসতা অর্থাৎ "বিষয়মুখীনতা" হারিয়ে ফেলে এবং আকর্ষণীয়, প্রাণবন্ত এমন কি প্রদীপ্ত হয়ে উঠে।

* তুলনা: Neue Zeit, সাম্প্রতিক কালে Westphalisches Dampfboot[৭] নামক পত্রিকায় আবিষ্কৃত হয় মার্কসের প্রবন্ধাবলী।

** এই শব্দগুলো মূল পাঠে ইংরাজীতেই আছে।—সম্পাদক

ঘোষণা করেছিলেন। বক্তা তিনজন পুরস্কৃত ব্যক্তির অর্থাৎ হোপ, মর্স ও গ্রেগ-এর দৃষ্টিভঙ্গীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন এবং তৎক্ষণাৎ শেষোক্ত ব্যক্তিকে পৃথক পৃথক করেন যার প্রবন্ধে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে চিরায়ত অর্থনীতির সূত্রসমূহকে অনুসরণ করা হয়েছে।

গ্রেগ নিজে বৃহৎ উৎপাদকদের একজন হয়ে প্রধানতঃ বড় বড় চাষীদের জন্যে লিখতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে শস্য আইন বাতিল হওয়ার ফলে ছোট কৃষকরা কৃষি থেকে উৎখাত হবে এবং ওরা শিল্পের দিকে ঝুঁকবে, কিন্তু এর ফলে বড বড় চাষী উপকৃত হবে যারা জমিকে দীর্ঘমেয়াদী কালের জন্যে ইজারা দিয়ে খাজনা আদায় করতে সক্ষম হবে, জমিতে আরও বেশী পরিমাণ পুঁজি লগ্নী করতে পারবে, আরও বেশী যন্ত্র ব্যবহার করবে, কম সংখ্যক শ্রমিক দিয়ে কাজ চালাতে পারবে যা শস্যের দাম পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সস্তা হতে বাধ্য। জমিদারদের অবশ্য কম খাজনা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে কেননা কম উবর জমি ক্রমেই চাষের আওতার বাইরে চলে যাবে কারণ সে সস্তা আমদানীকৃত দানা শস্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারবে না। এই ভবিষ্যদ্বাণীকে সম্মান করে এবং অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত বলে কৃষির ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের খোলাখুলি সমর্থন করে বক্তা সঠিক কাজ করেছিলেন বলে প্রমাণিত হয়েছে। ইতিহাস এই ভবিষ্যদ্বাণীর সমর্থন করেছিল। "শস্য আইন বাতিল ইংলণ্ডের কৃষির ক্ষেত্রে একটা অভূতপূর্ব প্রেরণা জুগিয়েছিল…কৃষিজীবী জনসংখ্যা সুস্পষ্টরূপে হ্রাস পেয়েছিল এবং সমানতালে বৃদ্ধি পেয়েছিল কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ আরও ঘন ঘন চাষ সহ, জমিতে ঘটেছিল পুঁজির অশ্রুতপূর্ব পুঞ্জীভবন এবং গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেছিল এর কাজে, জমি থেকে বিপুল পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি ইংলণ্ডের কৃষির ইতিহাসে নজীরবিহীন, জমিদারদের খাজনাদাতার সংখ্যাধিক্য, পুঁজিবাদী কৃষকের ক্রমবর্ধমান সম্পদ বৃদ্ধি…একর প্রতি অধিকতর বিনিয়োগ এবং ফলে আরও দ্রুত খামারগুলোর কেন্দ্রীভবন ইত্যাদি ছিল নতুন পদ্ধতির আবশ্যিক শর্ত*।

* এটা লিখিত হয়েছিল ১৮৬৭ সালে।৮ খাজনার বৃদ্ধি ব্যাখ্যা করতে গেলে আধুনিক বিশ্লেষণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পার্থক্যমূলক খাজনার সূত্র মনে রাখতে হবে যেমন খাজনার বৃদ্ধি ও শস্যে মূল্য হ্রাস যুগপৎ ঘটা

অবশ্য বক্তা গ্রেগের যুক্তিকে কেবলমাত্র অত্যন্ত সঠিক বলে স্বীকার করার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি।

গ্রেগের মুখ থেকে যা বেরিয়ে এল তাহল অবাধ বাণিজ্য ব্যবসায়ীর যুক্তি যা সাধারণভাবে ইংলণ্ডীয় কৃষি বিষয় আলোচনা করছিল এবং প্রমাণ করতে চেষ্টা করছিল যে শস্য আইন বাতিল সামগ্রিকভাবে জাতির কল্যাণ করবে। আমরা পূর্বে বলেছি তারপর এটা সুস্পষ্ট যে এগুলো বক্তার অভিমত ছিল না।

তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে শস্যের খানিকটা মূল্য হ্রাস, যার গৌরব প্রচার করেছিল অবাধ বাণিজ্যের সমর্থকরা, তার অর্থ হল অবশ্যম্ভাবী রূপে মজুরী হ্রাস "শ্রমিক" রূপ পণ্যকে সস্তা করা (আরও সুনির্দিষ্টভাবে শ্রম-শক্তি), শস্যের মূল্য হ্রাস কখনই শ্রমিকদের মজুরী হ্রাসের ক্ষতিপূরণ করতে পারবে না, তার কারণ, প্রথমত: শস্যের মূল্য হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করার উদ্দেশ্যে রুটির খাতে খরচ বাঁচানো কঠিনতর হবে; দ্বিতীয়ত: শিল্পের উন্নতির ফলে ভোগ্য পণ্য সস্তা হয়ে যাবে, বিয়ারের বিকল্প হবে স্পিরিট, রুটির বিকল্প হবে আলু, পশম ও লিনেনের বিকল্প হবে তুলো এবং এই সবের দ্বারা শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তার ও জীবনধারণের মান নামিয়ে আনা হবে। তাই আমরা দেখি যে আপাত-

সম্ভব। "যখন ১৮৪৬ সালে ইংলণ্ডের শস্য শুল্ক বাতিল করা হল তখন ইংরেজ বৃহৎ উৎপাদকরা বিশ্বাস করেছিল যে ওরা এইভাবে ভূম্যধিকারী অভিজাতদের ভিখারীতে পরিণত করেছে পারবতে কিন্তু ওরা আরও ধনী হয়েছিল। কেমন করে এটা ঘটল? খুব সরলভাবে। প্রথম ক্ষেত্রে কৃষকরা চুক্তি থাকার ফলে এখন বছরে একর প্রতি ৮ পাউণ্ডের স্থলে ১১ পাউণ্ড বিনিয়োগ করতে বাধ্য। দ্বিতীয়ত: নিম্নকক্ষে জমিদার গোষ্ঠীর শক্তিশালী প্রতিনিধিত্ব থাকায় তাঁরা সরকারী অনুদানের বড় একটা অংশ নিজেদের অনুকূলে মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছিলেন জলনিকাশী প্রকল্প এবং তাঁদের জমির স্থায়ী উন্নয়নমূলক কাজের জন্য। যেহেতু সব চাইতে অনুর্বর মাটি পুরোপুরি অপসরণ করা যায় নি কিন্তু তাহলেও একে অন্য কাজে লাগানো হয়েছিল—অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাময়িক ভাবে—পুঁজির বর্ধিত বিনিয়োগের ফলে খাজনা বৃদ্ধি পেল এবং ফলে ভূম্যধিকারী অভিজাতরা পূর্বের চাইতে অধিকতর বিত্তবান হয়ে উঠল" (*দাস ক্যাপিটাল*, III. ২, ২০৯)।

দৃষ্টিতে বক্তা ঠিক সিনমণ্ডির মতোই সমস্যার উপাদানসমূহকেও প্রতিষ্ঠিত করেন : তিনিও স্বীকার করেন যে ক্ষুদ্র কৃষকদের সর্বনাশ ও শিল্পে ও কৃষিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের দারিদ্র্যই হবে অবাধ বাণিজ্যের অবশ্যম্ভাবী ফল। এইখানেই আমাদের নারদনিকেরা যারা উদাহরণ দিতে সুদক্ষ তারাও "অনুচ্ছেদ" উদ্ধৃত করে থেমে যায় এবং পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয়ে ঘোষণা করে যে ওরা সম্পূর্ণ "একমত"। কিন্তু এই সব পদ্ধতি শুধু দেখায় যে ওরা উপলব্ধি করে না, প্রথমতঃ সমস্যার উপস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশাল ফারাক, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি ; দ্বিতীয়তঃ ওরা এই বিষয়টিকে উপেক্ষা করে যে একমাত্র এখানেই নতুন তত্ত্ব ও রোমান্টিকতার মৌল পার্থক্যের শুরু : রোমান্টিক মতবাদীরা যথার্থ পরিবর্তনসমূহের বাস্তব সমস্যা থেকে ফিরে যান স্বপ্নে অথচ বাস্তববাদী প্রতিষ্ঠিত ঘটনাকে বিচারের মান হিসাবে গ্রহণ করেন সুনির্দিষ্ট বাস্তব সমস্যার সমাধানের জন্যে।

আগামী দিনে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির দিকে অংগুলি নির্দেশ করে বক্তা বলে চলেন :

"এর পরই অর্থনীতিবিদরা তোমাদের বলবেন :

"বেশ, আমরা স্বীকার করলাম যে শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, যা নিশ্চয়ই অবাধ বাণিজ্যের আওতায় হ্রাস পাবে না, তা শীগগিরই মজুরিকে হ্রাসপ্রাপ্ত পণ্যমূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করবে। কিন্তু অপরদিকে পণ্যের কম দাম, ভোগের বৃদ্ধি ঘটবে, অধিকতর ভোগ চাইবে অধিকতর উৎপাদন যার ফলে জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং শ্রমিকদের জন্যে বৃহত্তর চাহিদার ফলে মজুরি বৃদ্ধি পাবে।"

যুক্তির সমগ্র ধারাটি এই : অবাধ বাণিজ্য উৎপাদনশীল শক্তিসমূহের বৃদ্ধি ঘটায়। যদি শিল্প, সম্পদ ও উৎপাদন ক্ষমতা বাড়তে থাকে অর্থাৎ এক কথায় উৎপাদনশীল পুঁজি শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের মূল্য বৃদ্ধি করে, ফলস্বরূপ মজুরির পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। *শ্রমিকের জন্যে অত্যন্ত অনুকূল পরিস্থিতি হল পুঁজির পরিমাণগত বৃদ্ধি ?* *এটা অবশ্যই মেনে নিতে হবে।* (বাঁকা অক্ষর আমাদের) পুঁজি যদি অপরিবর্তনীয় থাকে তাহলে শিল্প শুধু নিশ্চল থাকবে না ক্ষয়প্রাপ্তও হবে এবং এই ক্ষেত্রে শ্রমিকই সর্বপ্রথম ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পুঁজিপতির আগে সে দেওয়ালে গিয়ে দাঁড়ায়। এই ক্ষেত্রে যেখানে পুঁজি বেড়েই চলে, যে অবস্থায় আমরা বলেছি শ্রমিকদের পক্ষে শ্রেষ্ঠতম,

সেখানে তার ভাগ্য কি হবে? সে একই ভাবে দেওয়ালে গিয়ে দাঁড়াবে—"ইংরেজ অর্থনীতিবিদদের দেওয়া তথ্য উদ্ধৃত করে বক্তা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে চলেন কেমন করে পুঁজির কেন্দ্রীভবন শ্রম বিভাগের সৃষ্টি করে যা শ্রম-শক্তিকে সস্তা করে তোলে, দক্ষ শ্রমিকের বিকল্প অদক্ষ শ্রমিক দিয়ে, কেমন করে যন্ত্র, শ্রমিকদের উৎখাত করে, কেমন করে বৃহৎ পুঁজি, ক্ষুদ্র শিল্প-মালিক এবং ক্ষুদ্র শস্যাকারীর সর্বনাশ করে এবং সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধি করে, যা বেকারের সংখ্যাকে আরও বৃদ্ধি করে, তাঁর বিশ্লেষণ থেকে তিনি যে সিদ্ধান্তে আসেন তা হল কেবল পুঁজির বিকাশ ঘটানো ছাড়া অবাধ বাণিজ্যের আর কোন গুরুত্ব নেই।

এইভাবে বক্তা সমস্যা সমাধানের জন্যে একটা মান খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়েছিলেন যা প্রথম দৃশ্যে অনুমিত হয়েছিল একটা আশাহীন উভয় সংকটের মধ্যে নিয়ে যাবে যা সিসমণ্ডিকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল: অবাধ বাণিজ্য এবং তার নিয়ন্ত্রণ উভয়ই সমভাবে শ্রমিকদের সর্বনাশ করে। মান হল উৎপাদনশীল শক্তিসমূহের বিকাশসাধন। তৎক্ষণাৎ এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল যে সমস্যাটির মোকাবিলা করা হয়েছিল ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে: পুঁজিবাদকে একটা বিমূর্ত সমাজের সঙ্গে তুলনা করার পরিবর্তে, যা করা উচিত ছিল, (অর্থাৎ মূলগতভাবে একটা উদ্ভট কল্পনার সঙ্গে) লেখক তাকে তুলনা করেছেন সামাজিক অর্থনীতির আগের স্তরগুলোর সঙ্গে, পুঁজিবাদের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের তুলনা করেছেন যেহেতু তারা পরপর একে অপরের স্থান দখল করছে এবং এই ঘটনাকে প্রতিষ্ঠিত করছে যে সমাজের উৎপাদনশীল শক্তিসমূহের বিকাশ ঘটে পুঁজিবাদের বিকাশের জন্যে। অবাধ বাণিজ্যের সমর্থকদের যুক্তির ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক সমালোচনা প্রয়োগ করে রোমান্টিক মতবাদীদের স্বাভাবিক ভুলগুলিকে তিনি এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন যারা স্বীকারই করতে চান নি যে যুক্তিসমূহের কোন গুরুত্ব আছে, "স্নানের জলের সঙ্গে শিশুকেও ছুঁড়ে ফেলে দাও;" তিনি ওদের অক্ষত শাঁসকে তুলে আনতে পেরেছিলেন অর্থাৎ বিরাট কারিগরি উন্নতির সন্দেহাতীত বিষয়টিকে। আমাদের নারদনিকেরা ওদের বৈশিষ্ট্যযুক্ত বুদ্ধিসহ অবশ্য এই সিদ্ধান্তে আসতে পারত যে এই লেখক যিনি খোলাখুলিভাবে ক্ষুদ্র উৎপাদকের বিরুদ্ধে বৃহৎ পুঁজির পক্ষাবলম্বন করেছেন তিনি ছিলেন "অর্থশক্তির একজন সমর্থক," আরও বেশী এই জন্যে যে তিনি

মহাদেশীয় ইউরোপকে সম্বোধন করেছিলেন এবং ইংরেজদের জীবনধারা থেকে যে সিদ্ধান্ত তিনি আহরণ করেছেন তার প্রয়োগ করেছেন তাঁর স্বদেশে যেখানে তখন বৃহদাকার যন্ত্রশিল্প সবেমাত্র তার কুণ্ঠিত পদক্ষেপ ফেলতে শুরু করেছে। কিন্তু তবুও সুস্পষ্টভাবে এই দৃষ্টান্ত (পশ্চিম ইউরোপীয় ইতিহাসের ভুরি ভুরি সমজাতীয় উদাহরণ) তাদের সেই বিষয়টি অনুশীলন করতে সাহায্য করতে পারত যা ওরা মোটেই বুঝতে পারে না (সম্ভবতঃ ওরা তা চায়ও না) যেমন এটা স্বীকার করা, যে ক্ষুদ্র উৎপাদনের তুলনায় বৃহৎ পুঁজি হল প্রগতিশলী, যা কৈফিয়ত প্রদানের থেকে বহু বহু দূরে।

সিসমণ্ডির পুস্তক থেকে উপরে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটি মনে করলেই যথেষ্ট হবে এবং এই বক্তব্যকে সুনিশ্চিত হতে হবে যে, তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ এবং সর্বপ্রকার "কৈফিয়ত প্রদানকারীদের" প্রতি বিরুদ্ধতার দৃষ্টিকোণ থেকে শেষোক্তটি শ্রেষ্ঠতর। বক্তা সেই সব স্ব-বিরোধিতার বর্ণনা করেছেন যা বৃহৎ পুঁজির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে আরও বেশী নিখুঁত, সম্পূর্ণ, সোজাসুজি, ও সুস্পষ্টভাবে রোমান্টিক মতবাদীরা যা করেছিলেন তার চাইতে অনেক বেশী পরিমাণে। কিন্তু তিনি কখনও এই বিকাশের জন্যে ভাবপ্রবণ শব্দ উচ্চারণ করে বিলাপ করতে নীচে নেমে আসেন নি। তিনি কখনও সম্ভাব্য "বিকল্প পথ" সম্বন্ধে কোথাও একটি শব্দও উচ্চারণ করেন নি। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে এইসব শব্দের সাহায্যে জনসাধারণ কেবলমাত্র ঐ ঘটনাকেই আড়াল করে যা তাঁরা নিজেরাই সমস্যা থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন, বাস্তব ক্ষেত্রে যে সমস্যার তাঁরা সম্মুখীন অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক বিকাশ এবং নির্দিষ্ট স্বার্থ যা এই বিকাশ থেকে উদ্ভূত হয়।

উপরোক্ত পরিপূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক মান একজন নিষ্ঠাবান বাস্তববাদী হলেও তাঁকে এই সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম করেছিল।

বক্তা বললেন, "ভদ্রমহোদয়রা এটা কল্পনা করবেন না যে অবাধ বাণিজ্যের সমালোচনা করার সময় আমাদের সংরক্ষণ পদ্ধতির প্রতি সমর্থনের ইচ্ছা আমাদের খুব কমই থাকে।" তিনি দেখাতে লাগলেন যে সমকালীন সমাজ অর্থনীতির অধীনে অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ উভয়েই দাঁড়িয়ে থাকে একই ভিত্তির উপর, সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে প্রাচীন অর্থনৈতিক জীবনের ভাঙনের পদ্ধতি এবং পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের প্রাচীন আধা

পিতৃতান্ত্রিক সম্পর্ক যা পুঁজিবাদের মাধ্যমে ইংলণ্ডে এবং মহাদেশে বাহিত হয়ে এসেছে এবং এই সামাজিক ঘটনার উল্লেখ করেছে যে, কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে অবাধ বাণিজ্য ভাঙনকে দ্রুততর করে।* উপসংহারে তিনি এই শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন :

"একমাত্র এই অর্থেই ভদ্রমহোদয়গণ, আমি অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে ভোট দিই।"[১]

১৮৯৭ সালের বসন্তকালে লিখিত
প্রথম প্রকাশিত হয় *নোভোয়ে স্লোভো*
পত্রিকার ৭-১০ সংখ্যায়
এপ্রিল-জুলাই ১৮৯৭ সাল।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ২,
পৃঃ ২৫২ ৬৫

* শস্য আইন বাতিলের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব "ডায় লজ" পুস্তকের লেখক কর্তৃক পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত হয়েছিল [শস্য আইন] বাতিল হবার আগেই (উক্ত স্থানে, পৃঃ ১৭৯) তিনি বিশেষ জোর দিয়েছিলেন উৎপাদকদের সচেতনতার ওপর যে প্রভাব আসবে তার ওপর।

# রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের করণীয় কাজ থেকে

একমাত্র প্রলেতারিয়েতই রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক সংস্কার জন্যে অগ্রণী যোদ্ধা হতে পারে। প্রথমতঃ এর কারণ হল রাজনৈতিক নিপীড়ন সব চাইতে বেশী ভোগ করতে হয় প্রলেতারিয়েত শ্রেণীকে যার অবস্থান নিপীড়নের পরিবর্তন ঘটাতে কোন সুযোগ দেয় না—উচ্চতর কর্তৃত্বের কাছে এর কোন প্রবেশাধিকার নেই, এমন কি কর্মচারীদের কাছেও না এবং জনমতের ওপরও কোন প্রভাব নেই। দ্বিতীয়তঃ একমাত্র প্রলেতারিয়েত শ্রেণীই রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় পূর্ণ গণতান্ত্রিক অবস্থা সৃষ্টি করতে সক্ষম, যেহেতু এর দ্বারা ব্যবস্থাটি শ্রমিকশ্রেণীর হাতে ন্যস্ত হবে। সেই জন্যেই শ্রমজীবী শ্রেণীর গণতান্ত্রিক ক্রিয়া কর্মের সঙ্গে অন্যান্য শ্রেণী ও গোষ্ঠীর গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষা মিশে গেলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়বে, রাজনৈতিক সংগ্রামও দুর্বল হবে, একে কম দৃঢ়তা সম্পন্ন করে তুলবে, কম সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এবং খুব সম্ভব মিটমাটের দিকেই যাবে। অপরদিকে শ্রমজীবী শ্রেণী যদি গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার অগ্রণী যোদ্ধা হিসাবে দাঁড়ায় তাহলে এর ফলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠবে, রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকে জোরদার করবে, কারণ শ্রমজীবী শ্রেণী অন্যান্য সমস্ত গণতান্ত্রিক ও বিরোধী রাজনৈতিক উপাদানগুলির মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করবে, উদারনৈতিকদের রাজনৈতিক দিক থেকে আমূল পরিবর্তনকামীদের দিকে ঠেলে দেবে এবং আমূল পরিবর্তনকামীদের বর্তমান সমাজের সমগ্র রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে সম্পর্কের স্থায়ী ফাটলের দিকে নিয়ে যাবে। আমরা আগেই বলেছি যে রাশিয়ার সমস্ত সোশ্যালিস্টদের সোশ্যাল ডেমোক্রাট হতে হবে। আমরা এখন যুক্ত করছি: সমগ্র রাশিয়ার সত্যিকারের এবং নিষ্ঠাবান গণতান্ত্রিকদের সোশ্যাল ডেমোক্রাট হওয়া উচিত।

আমরা ব্যাখ্যা করে দেখাব নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে আমরা কি বোঝাতে চাই। সিভিল সার্ভিসের কথাই ধরুন, একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর ব্যক্তিসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী আমলাতন্ত্র, যারা প্রশাসনিক কাজে দক্ষতা অর্জন করেছে তারা জনসাধারণের তুলনায় একটা সুবিধাজনক স্থান অধিকার করে আছে। এদের আমরা সর্বত্রই দেখতে পাই, স্বৈরতন্ত্রী ও আধা এশীয় রাশিয়া থেকে মার্জিত, স্বাধীন ও সভ্য ইংলণ্ড পর্যন্ত, বুর্জোয়া সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসাবে।

সরকারী কর্মচারীদের তুলনায় জনসাধারণের সম্পূর্ণ অধিকারবিহীনতা এবং সুবিধাভোগী আমলাতন্ত্রের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণবিহীনতা রাশিয়ার পশ্চাদপদতা এবং তার স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইংলণ্ডে প্রশাসনের ওপর শক্তিশালী জনপ্রিয় নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী করা হয় কিন্তু সেখানেও সেটা পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থেকে অনেক দূরে, সেখানে আমলাতন্ত্র মাত্র গুটি কয়েক সুবিধাই রক্ষা করে না, প্রভু হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং জনগণের সেবক থাকে নি এমন ঘটনা বিরল নয়। এমন কি ইংলণ্ডেও আমরা দেখি শক্তিশালী সামাজিক গোষ্ঠী আমলাতন্ত্রের সুবিধাভোগী অবস্থানকে সমর্থন করছে এবং তার পূর্ণ গণতন্ত্রীকরণে বাধা দিচ্ছে! কেন? কারণ এর সম্পূর্ণ গণতন্ত্রীকরণ হল একমাত্র প্রলেতারিয়েত শ্রেণীরই স্বার্থ, বুর্জোয়াদের সবচেয়ে প্রগতিশীল অংশটি আমলাতন্ত্রের কতকগুলি বিশেষাধিকার সমর্থন করে এবং সমস্ত উচ্চ-পদাধিকারীদের নির্বাচনের বিরোধিতা করে, নির্বাচন সংক্রান্ত যোগ্যতার পূর্ণ বিলোপ সাধনের বিরোধিতা করে, সরকারী প্রশাসকদের সরাসরিভাবে জনগণের নিকট দায়ী করার বিরোধিতা করে ইত্যাদি, কারণ এই অংশটি উপলব্ধি করে যে প্রলেতারিয়েত শ্রেণী, বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবার জন্যে এই গণতন্ত্রীকরণের সুযোগ গ্রহণ করবে। রাশিয়াতেও ঘটনাটি ছিল একই। রুশ জনসাধারণের মধ্যে বহু এবং অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন অংশ সর্বময়, দায়িত্বজ্ঞানহীন, কলুষিত, বর্বর, অজ্ঞ ও পরনির্ভরশীল রুশ আমলাতন্ত্রের বিরোধিতা করে। কিন্তু একমাত্র প্রলেতারিয়েত শ্রেণী ছাড়া এই সমস্ত অংশের একটিও আমলাতন্ত্রের সম্পূর্ণ গণতন্ত্রীকরণে সম্মতি দেবে না, কারণ এই সব অংশ (বুর্জোয়া, পাতি-বুর্জোয়া ও সাধারণ বুদ্ধিজীবী) কোন না কোন প্রকারে আমলাতন্ত্রের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা, কারণ এই সমস্ত অংশগুলোর সঙ্গে রুশ আমলাতন্ত্রের নাড়ীর যোগ রয়েছে। কে না জানে যে পবিত্র রাশিয়াতে

আমূল সংস্কারপন্থী বুদ্ধিজীবী অথবা সমাজতন্ত্রী বুদ্ধিজীবীর পক্ষে রাজকীয় সরকারের কর্মচারিতে পরিণত হওয়া কত সহজ, একজন কর্মচারী এই চিন্তা করে খুশী হয় যে সে অফিস রুটিনের আওতার মধ্যে "সৎকাজ" করছে, একজন কর্মচারী যিনি এই "সৎকর্মের" পক্ষে ওকালতি করেন তাঁর রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার সমর্থনে, তাঁর বশ্যতা চাবুকের সরকারের প্রতি? একমাত্র প্রলেতারিয়েতই খোলাখুলিভাবে স্বৈরতন্ত্রের ও রুশ আমলাতন্ত্রের বিরোধী. একমাত্র প্রলেতারিয়েতই অভিজাত বুর্জোয়া সমাজের এই সব অংশের সংগে কোন সম্বন্ধ নেই এবং একমাত্র প্রলেতারিয়েতই এদের বিরুদ্ধে আপসহীন বিরুদ্ধতা রক্ষা করে চলতে এবং দৃঢ়পণ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে সক্ষম।

১৮৯৭ সালে নির্বাসনে থাকা কালে লিখিত
জেনেভায় পুস্তিকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯৮ সালে।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ২, পৃঃ ৩৩৬-৩৭

## সমীক্ষা

### জে. এ. হবসন্ : আধুনিক পুঁজিবাদের উদ্ভব
### ইংরাজী থেকে অনুদিত
### সেন্ট পিতার্সবার্গ, ১৮৯৮, প্রকাশক : ও. এন্. পোপোভা
### দাম : ১ রুবল ও ৫০ কোপেক

সঠিকভাবে বলতে গেলে হবসনের গ্রন্থ আধুনিক পুঁজিবাদের উদ্ভব সম্বন্ধীয় পর্যালোচনা নয়, কতকগুলো ছবি, যার প্রধান ভিত্তি হল ইংলণ্ডের নথি যা অত্যন্ত সাম্প্রতিককালের শিল্প বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাই পুস্তকের শিরোনাম কতকটা বিস্তৃত : লেখক কৃষিকে মোটেই স্পর্শ করেন নি এবং তাঁর শিল্প অর্থনীতির পর্যালোচনাও অসম্পূর্ণ। প্রখ্যাত লেখক সিডনী ও বিয়েট্রিস ওয়েবের মতো হবসনও ইংলণ্ডীয় সামাজিক চিন্তা জগতের অগ্রগামী গোষ্ঠীর একজন প্রতিনিধি। "আধুনিক পুঁজিবাদের" প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্লেষণমূলক, তিনি একটি উচ্চতর সামাজিক অর্থনীতির দ্বারা এর পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ স্বীকার করেন এবং পরিবর্তন সাধনের সমস্যাটিকে নিয়ে আলোচনা করেন অবিকল একজন ইংরেজ সংস্কারবাদী ব্যবহারিকের মতো। প্রধানত: সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসে অভিজ্ঞতা বলে এসে পৌঁছান ইংলণ্ডীয় কারখানা আইন সংক্রান্ত সাম্প্রতিককালের ইতিহাস, ইংলণ্ডের শ্রমিক আন্দোলন, ইংলণ্ডীয় পৌরসভাগুলির ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদির প্রভাবাধীনে। হবসনের ঘন সংবদ্ধ ও অখণ্ড তাত্ত্বিক মতামত ছিল না যা তাঁর সংস্কারবাদী কার্যসূচীর ভিত্তিস্বরূপ হতে পারত এবং সুনির্দিষ্ট কোন সংস্কার সমস্যাকে ব্যাখ্যা করতে পারত। তিনি সবচাইতে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন যখন তিনি সর্বাধুনিক অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানের নথি বর্গভুক্ত করেন ও বর্ণনা দেন। অপরদিকে যখন তিনি অর্থনীতির সাধারণ তত্ত্বগত সমস্যার আলোচনা করেন তখন তিনি অত্যন্ত দুর্বল বলে প্রমাণিত হন। রুশ পাঠকদের এটা দেখা অদ্ভুত মনে হবে যে

একজন লেখক যাঁর এত সুবিস্তৃত জ্ঞান এবং ব্যবহারিক আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে যা পূর্ণ সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্য তিনি অসহায়ের মতো "পুঁজি" কি, "সঞ্চয়ের" ভূমিকা কি, ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। হবসনের এই দুর্বল দিকটি সম্বন্ধে পূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এই ঘটনার দ্বারা যে তিনি জন স্টুয়ার্ট মিলকে অর্থনীতি বিষয়ে মার্কসের চাইতে শ্রেষ্ঠতর বলে মানেন। মার্কসের কথা তিনি দুই একবার উদ্ধৃত করলেও তার কিছুই বোঝেন নি অথবা জানেন না। বুর্জোয়া ও বৃত্তিগত অর্থনীতির স্ববিরোধিতা থেকে মুক্ত হবার প্রয়াসে হবসন যে বিশাল অংকের অনুৎপাদক শ্রমের অপচয় ঘটিয়েছেন তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ না করে পারা যায় না। তাঁর শ্রেষ্ঠতম কাজ হল তিনি সেই সব সমাধানের নিকটবর্তী হয়েছেন যা মার্কস বহু পূর্বেই দিয়ে গেছেন। তাঁর জঘন্যতম কাজ হল এই যে তিনি ভ্রান্ত মতামত ধার করেছেন যা "আধুনিক পুঁজিবাদের" প্রতি তাঁর নিজস্ব মতামতের তীব্র বিরোধী। চরম দুর্ভাগ্যজনক হল তাঁর পুস্তকের সপ্তম পরিচ্ছেদটি: "যন্ত্রপাতি ও শিল্পে মন্দা"। এই পরিচ্ছেদে হবসন সংকটের তত্ত্বগত সমস্যার বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছেন, পুঁজিবাদী সমাজে সামাজিক পুঁজি ও শুল্ক এবং পুঁজিবাদী পুঞ্জীভবনের। পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদন ও ভোগের অনুপাতহীনতা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির সন্ত্রাসমূলক চরিত্র, "সঞ্চয়" সম্পর্কে পণ্ডিতি যুক্তির পাহাড়ের তলায় চাপা পড়ে যায় (হবসন পুঞ্জীভবন ও "সঞ্চয়ের" মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন)। সর্ব-প্রকার ক্রুশোবাদের মধ্যে—ধরা যাক, একটি মানুষ সাবেকি হাতিয়ার নিয়ে কাজ করছে, সে একটা যন্ত্র আবিষ্কার করল…খাদ্য বাঁচাল ইত্যাদি এবং এই ধরনের অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে।

হবসন নকশা আঁকতে খুব পছন্দ করেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর বক্তব্যকে চিত্রানুগ করবার জন্যে যোগ্যতার সঙ্গে তার ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ২০৭ পৃষ্ঠায় (সপ্তম পরিচ্ছেদ) চিত্রে প্রদত্ত "উৎপাদন কৌশল" সম্পর্কে তাঁর ধারণা পাঠকের হাসিরই উদ্রেক করতে পারে যে পাঠক পুঁজিবাদী "উৎপাদনের" প্রকৃত "কৌশল" সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। হবসন এখানে উৎপাদনের সঙ্গে উৎপাদনের সামাজিক ব্যবস্থাকে গুলিয়ে ফেলেন এবং পুঁজি কি, এর গঠনের উপাদান কি কি, এবং কোন কোন শ্রেণীতে পুঁজিবাদী সমাজ অপরিহার্যরূপে বিভক্ত ইত্যাদি প্রশ্ন সম্পর্কে একটি অত্যন্ত অস্পষ্ট ধারণা

প্রকাশ করেন। অষ্টম পরিচ্ছেদে তিনি বৃত্তি অনুযায়ী অধিবাসীদের গঠনের ওপর এবং সময়ের গতির সঙ্গে এই গঠনের পরিবর্তনসমূহের ওপর কতকগুলো আগ্রহোদ্দীপক নথির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু "যন্ত্রপাতি ও শ্রমের চাহিদা" সম্বন্ধে তাঁর তত্ত্বগত যুক্তির বৃহৎ ত্রুটি হল এই যে তিনি "পুঁজিবাদী অত্যধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি"র তত্ত্বকে অথবা সংরক্ষিত সৈন্যবাহিনীকে অস্বীকার করেন। হবসনের পুস্তকের আরও সুলিখিত পরিচ্ছেদগুলো হল সেইগুলো যার মধ্যে তিনি আধুনিক শহর ও আধুনিক শিল্পে নারীর স্থান সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছেন। নারী শ্রমিকের সংখ্যাবৃদ্ধি সম্পর্কে পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে এবং যে জঘন্যতম পরিবেশে এই নারী শ্রমিকদের কাজ করতে হয় তার বর্ণনা দিয়ে হবসন ন্যায়সংগতভাবেই এই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন যে, "এইসব অবস্থার উন্নতি বিধানের একমাত্র আশা নিহিত আছে কারখানা শ্রমিকদের নিয়ে গৃহ শ্রমিকদের স্থানচ্যুত করার মধ্যে যা নিয়ে যাবে "ঘনিষ্ঠতর সামাজিক মেলামেশা" ও "সংগঠনের" মধ্যে। অনুরূপ-ভাবে শহরের গুরুত্বের প্রশ্নে হবসন মার্কসের সাধারণ অভিমতের নিকটবর্তী হন যখন তিনি স্বীকার করেন যে শহর ও পল্লীর মধ্যে বিরোধিতা সমষ্টিগত সমাজব্যবস্থার পরিপন্থী। হবসনের সিদ্ধান্তসমূহ আরও বেশী প্রত্যয় উৎপাদক হতে পারত যদি তিনি এই প্রশ্নেও মার্কসের শিক্ষাকে অস্বীকার না করতেন। হবসন তখন সম্ভবত: আরও সুস্পষ্টরূপে জোর দিয়েছিলেন ইতিহাসগতভাবে শহরসমূহের প্রগতিশীল ভূমিকা এবং যৌথ অর্থনৈতিক সংগঠনের অধীনে শিল্প ও কৃষির মিলন ঘটানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর। হবসনের পুস্তকের শেষ পরিচ্ছেদ, "সভ্যতা ও শিল্পোন্নতি" সম্ভবত: উৎকৃষ্ট-তম রচনা। এই পরিচ্ছেদে লেখক বেশ কিছু সংখ্যক উপযুক্ত যুক্তির দ্বারা ক্রমবর্ধমান সরকারী নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি আধুনিক শিল্প ব্যবস্থার সংস্কারের এবং "শিল্পের সামাজিকীকরণে"র প্রয়োজনীয়তাকে প্রমাণ করেছেন। যে পদ্ধতির দ্বারা এই সংস্কারগুলো সাধিত হতে পারে সেই পদ্ধতির প্রতি হবসনের খানিকটা আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর মূল্যায়ন করতে গিয়ে ইংলণ্ডের ইতিহাস ও ইংরেজ জীবনধারার সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহকেও স্মরণ রাখতে হবে : গণতন্ত্রের উচ্চতর বিকাশ, সমরবাদের অনুপস্থিতি, সংগঠিত ট্রেডইউনিয়নগুলির অমিত শক্তি, ইংলণ্ডের বাইরে ক্রমবর্ধমান ইংলণ্ডীয় পুঁজির বিনিয়োগ যা ইংরেজ নিয়োগকারী ও শ্রমিকের মধ্যে বিরোধিতাকে দুর্বল করে দেয় ইত্যাদি।

উনবিংশ শতাব্দীতে সামাজিক আন্দোলন প্রসঙ্গে তাঁর বিখ্যাত পুস্তকে অধ্যাপক ডব্লিউ. সমবার্ট অপরাপর বিষয়ের মধ্যে লক্ষ্য করেন "ঐক্যের প্রতি-ঝোঁক" (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শিরোনাম) অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দেশের সামাজিক আন্দোলনের একটা ঝোঁক, বিভিন্ন আকারের এবং দৃষ্টিভঙ্গীর, ঐক্যবদ্ধতার দিকে এবং তার সঙ্গে মার্কসবাদী চিন্তা-ভাবনা ছড়িয়ে দেবার ঝোঁক। ইংলণ্ড প্রসঙ্গে সমবার্ট এই ঘটনার মধ্যে লক্ষ্য করেন যে ইংলণ্ডীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলো ক্রমেই "বিশুদ্ধ ম্যানচেস্টার দৃষ্টিভঙ্গী"কে বর্জন করছে। হবসনের পুস্তক প্রসঙ্গে আমরা এই কথা বলতে পারি যে জীবনের চাহিদার চাপে, যা ক্রমবর্ধমানরূপে মার্কসের "ভবিষ্যদ্বাণী"র সঙ্গে মিলে যায়, প্রগতিশীল ইংরেজ লেখকবৃন্দ উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন যে ঐতিহ্যগত বুর্জোয়া অর্থনীতি সঠিক নয়, তাঁরা নিজেদের এর কুসংস্কার থেকে মুক্ত করছেন এবং অনিচ্ছুকভাবে মার্কসবাদের দিকে এগোচ্ছেন।

হবসনের পুস্তকের অনুবাদে গুরুতর ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে।

১৮৯৯ সালের এপ্রিল মাসে লিখিত
১৮৯৯ সালের মে মাসে প্রকাশিত
*নাচালো* নামক পত্রিকার ৫ম সংখ্যায়
প্রকাশিত হয়।

সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ৪,
পৃঃ ১০০-০৩

## কৃষিতে পুঁজিবাদ থেকে
### ( কাউৎস্কির পুস্তক এবং মিঃ বুলগাকভের প্রবন্ধ )[১০]

কৃষিক্ষেত্রে বৃহদাকার উৎপাদনের উন্নততর কারিগরি মান প্রদর্শন করার পর ( পরবর্তীকালে মিঃ বুলগাকভের প্রতিবাদ পর্যালোচনা করার সময় আমরা আরও বিশদভাবে কাউৎস্কির যুক্তিসমূহকে উপস্থাপন করব ), কাউৎস্কি জিজ্ঞাসা করেন : "বৃহদাকার উৎপাদনের সুবিধার বিপরীতে ক্ষুদ্রাকার উৎপাদন কি দিতে পারে ?" এর জবাবে তিনি বলেন : "যে ভাড়াটে শ্রমিকের বিপরীত, সেই শ্রমিকের অধিকতর অধ্যবসায় ও অধিকতর যত্ন তার নিজের জন্যই কাজ করে এবং ছোট স্বাধীন কৃষকের প্রয়োজনসমূহের নীচু স্তর হল কৃষিজীবী শ্রমিকের প্রয়োজনসমূহের স্তরের চাইতে আরও নীচু" ( এস-১০৬ ), এবং ইংলণ্ড, জার্মানী ও ফ্রান্সের কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে কতকগুলো উল্লেখযোগ্য প্রামাণিক ঘটনা যুক্ত করে কাউৎস্কি "ক্ষুদ্রাকার উৎপাদনে, অত্যধিক খাটুনি, ও প্রয়োজন অনুপাতে কম ভোগ" সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ রাখেন নি। সবশেষে তিনি উল্লেখ করেন যে বৃহদাকার উৎপাদনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ লাভ করে কৃষকদের সংগঠন গড়ে তোলার প্রচেষ্টার মধ্যে : যৌথ উৎপাদনই হল বৃহদাকার উৎপাদন।" সাধারণভাবে বুর্জোয়া আদর্শবাদীদের এবং বিশেষ করে রুশ নারদনিকদের ক্ষুদ্র খামারীদের সংগঠন সম্পর্কে হৈ-চৈ ( যেমন মিঃ কাবলুকভ লিখিত উপরোক্ত পুস্তক ), সকলেরই জানা। তাই এই সব সংগঠন সম্পর্কে কাউৎস্কি কৃত চমৎকার বিশ্লেষণ হল আরও গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য ক্ষুদ্র কৃষকদের সংগঠন হল অর্থনৈতিক প্রগতির ক্ষেত্রে একটি যোগসূত্র বিশেষ, কিন্তু ওরা পুঁজিবাদের দিকে সংক্রমণকেই প্রকাশ করে (Fortschritt zum Kapitalismus) সমষ্টিগত দিকে নয় যার সম্পর্কে প্রায়শঃই চিন্তা করা হত এবং জোর দেওয়া হত ( এস-১১৮ )। সংগঠনগুলি হ্রাস পায় না বরং কৃষিক্ষেত্রে ক্ষুদ্রাকার উৎপাদনের ওপরে বৃহদাকার উৎপাদনের শ্রেষ্ঠত্বকেই

(Vorsprung) জোরদার করে, কারণ বড় কৃষকরা সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অধিকতর সুযোগ লাভ করে এবং এইসব সুযোগের অধিকতর সদ্ব্যবহার করে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে কাউৎস্কি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে এই মত পোষণ করেন যে সাম্প্রদায়িক ও যৌথ বৃহদাকার উৎপাদন পুঁজিবাদী বৃহদাকার উৎপাদনের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। ইংলণ্ডে রবার্ট ওয়েবের[১১]* অনুগামীদের দ্বারা যৌথ কৃষির যে পরীক্ষা হয়েছিল তিনি সেই সম্পর্কে এবং উত্তর আমেরিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ কমিউনের সম্পর্কে আলোচনা করেন। কাউৎস্কি বলেন এইসব পরীক্ষা অখণ্ডনীয়ভাবে প্রমাণ করে যে শ্রমিকদের পক্ষে যৌথভাবে আধুনিক বৃহদাকার কৃষি খামার চালিয়ে নিয়ে যাওয়া খুবই সম্ভব কিন্তু এই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে গেলে "বেশ কিছু সংখ্যক সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবাদী অবস্থার" প্রয়োজন। ক্ষুদ্র উৎপাদকের (কারিগর ও কৃষক) যৌথ উৎপাদনে পরিবর্তন, সংহতি ও শৃঙ্খলার অত্যন্ত নীচু মানের বিকাশ, বিচ্ছিন্নতা ও "সম্পত্তি মালিকের খ্যাপামীর," দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় যা লক্ষিত হয়েছিল শুধুমাত্র পশ্চিম ইউরোপীয় কৃষকদের মধ্যেই নয়, এর সঙ্গে যোগ করা যাক রুশ কমিউনভুক্ত কৃষকদেরও (স্মরণ করুন এ. এন. এঙ্গেলহার্ডট এবং জি. উসপেনস্কি[১২])। কাউৎস্কি সুনির্দিষ্টভাবে ঘোষণা করেন "এটা আশা করা অবাস্তব যে আধুনিক সমাজের কৃষকরা সাম্প্রদায়িক উৎপাদকে পরিবর্তিত হবে"। (এস-১২৯)

কাউৎস্কি কর্তৃক উদ্ধৃত ওয়েস্ট ফালিয়ার পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদের সম্পর্কে অনুসন্ধানকারী বলেন যে ক্ষুদ্র কৃষকেরা তাদের সন্তানদের এত বেশী খাটায় যার ফলে ওদের দৈহিক গঠন বাধাপ্রাপ্ত হয়; বেতনের বদলে কাজের এইরকম খারাপ দিক নেই। লিংকন শায়ারের ক্ষুদ্র চাষী সংসদীয় কমিশনের কাছে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছিল, সেই কমিশন ইংলণ্ডের কৃষির

* ১২৪-২৬ পৃষ্ঠায় কাউৎস্কি রালাহাইনের কৃষি কমিউনের বর্ণনা দেন, সেই স্থানের মিঃ ড. ইওনিও ঘটনাক্রমে "রুশকোয়ে বোগাৎস্তভ"-এর এই বছরের দ্বিতীয় সংখ্যায় তাঁর রুশ পাঠকদের বলছেন।

অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছিলেন (১৮৯৭). "আমি একটি পরিবারকে গড়ে তুলেছি এবং খাটিয়ে খাটিয়ে তাদের প্রায় শেষ করে এনেছি।" অপর একজন বলেছিল: "আমি ও আমার সন্তানেরা বেশ কিছুদিন ধরে দৈনিক ১৮ ঘণ্টা করে কাজ করে আসছি এবং গড়ে বছরে প্রতিদিন ১০-১২ ঘণ্টা করে।" তৃতীয় ব্যক্তি বলেছিল: "আমরা শ্রমিকদের চাইতেও বেশী পরিশ্রম করি; বলতে গেলে ক্রীতদাসের মতো" মিঃ রীড সেই কমিশনের কাছে সেইসব জেলার ক্ষুদ্র চাষীদের অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন যেখানে সঠিক অর্থে কৃষি বলতে যা বোঝায় তারই প্রাধান্য আছে নিম্নোক্তভাবে: "যে একটি মাত্র পথে তিনি সম্ভবতঃ সাফল্য অর্জন করতে পারেন তা হল এই, দুটি কৃষি শ্রমিকের কাজ করে একজনের খরচে বেঁচে থাকা...তার পরিবার প্রসঙ্গে, ওরা আরও অশিক্ষিত এবং কৃষিজীবী শ্রমিকের সন্তানদের চাইতে আরও বেশী পরিশ্রম করে" (কৃষি সম্পর্কে রাজকীয় কমিশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদন, পৃঃ ৩৪, ৩৫৮, কাউৎস্কি কর্তৃক উদ্ধৃত, এস-১০৯) মিঃ বুলগাকভ কি দৃঢ়তার সঙ্গে বলবেন যে প্রায়ই একটি দিনমজুর দুটি কৃষকের কাজ করে? বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যসূচক হল কাউৎস্কি উদ্ধৃত নিম্নোক্ত ঘটনাটি যেখানে দেখানো হয়েছে যে "কৃষকের অনাহারে থাকার কৌশল (Hunger Kurest) ক্ষুদ্র উৎপাদনের অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের দিকে নিয়ে যেতে পারে।" বাদেনের দুটি কৃষক খামারের মধ্যে লাভের তুলনা বৃহত্তরটির ক্ষেত্রে ৯৩৩ মার্ক ঘাটতি দেখায় এবং অপরটির ক্ষেত্রে ১৯১ মার্ক উদ্বৃত্ত দেখায়, যা আকারে প্রথমটির অর্ধেক। কিন্তু প্রথম খামারটি যা পুরোপুরি চালিত হয়েছিল ভাড়াটে শ্রমিক দিয়ে তাকে শেষোক্তটি উপযুক্তভাবে খাওয়াতে হয়েছিল এবং এতে খরচ পড়েছিল প্রায় জন প্রতি প্রতিদিন ১মার্ক (প্রায় ৪৫ কোপেক), অথচ ক্ষুদ্রকায় খামারটি চালিত হয়েছিল পুরোপুরিভাবে পরিবারের লোকজনের সাহায্যে (স্ত্রী ও ছ'টি পরিণত বয়সের সন্তান) যাদের ভরণ পোষণের খরচ পড়েছিল দিন মজুরের জন্যে যা ব্যয় হয়েছে তার অর্ধেক মাত্র: দৈনিক ৪৮টি জার্মান তাম্রমুদ্রা (Pfennings)। যদি ছোট কৃষক পরিবারকে বড় কৃষক কর্তৃক ভাড়া করা শ্রমিকদের খাওয়ান হত তাহলে ছোট কৃষকের ঘাটতি হত ১২৫০ মার্ক। "তার উদ্বৃত্তটা এসেছিল শস্যপূর্ণ ভাণ্ডার থেকে নয়, এসেছিল তার শূন্য উদর থেকে।"

এই ধরনের আরও কত যে অসংখ্য দৃষ্টান্ত আবিষ্কার করা যেতে পারে

যা কৃষক ও মজুরি শ্রমিকের• ভোগ ও কাজের হিসাব সহ ছোট ও বড় খামারের লাভ সম্পর্কে তুলনামূলক ছিল। অপর একটি ছোট খামারের অধিকতর লাভের হিসাব ( ৪.৬ হেক্টার ) একটি বড় খামারের (২৬.৫ হেক্টার) সঙ্গে তুলনা করে একটি বিশেষ পত্রিকায় হিসাব দেখানো হয়েছিল। কিন্তু কেমন করে অধিকতর মুনাফা অর্জিত হল?—কাউৎস্কির জিজ্ঞাসা। এই রকমই দাঁড়ায় যে ছোট খামারী সহায়তা পেয়েছে তার সন্তানদের এবং সময়ে সময়ে সহায়তা পেয়ে ওরা হাঁটতে শুরু করেছিল; অথচ বড় খামারীকে তার সন্তানদের জন্যে অর্থব্যয় করতে হয়েছিল ( ইস্কুল, ব্যায়ামাগার )। ছোট খামারে ৭০ বছর বয়সের চাইতে বেশী বয়সের মানুষও "পূর্ণ কর্মীর স্থান পায়"। একটি সাধারণ দিনমজুর, বিশেষতঃ একটা বড় খামারে, তার কাজ নিয়েই থাকে এবং নিজের মনে ভাবে: "কাজের সময়টা যদি শেষ হয়ে আসত"। ক্ষুদ্র খামারী অবশ্য যে কোন অবস্থাতেই সমস্ত কর্মব্যস্ত মরশুমেও নিজের মনে ভাবে: "দিনটা যদি আরও ২।১ ঘন্টা বড় হত"। একটি কৃষি বিষয়ক পত্রিকায় এই প্রবন্ধের লেখক বলেছেন ছোট ছোট উৎপাদক শিক্ষামূলকভাবে কর্মব্যস্ত মরশুমে ওদের সময়ের সদ্ব্যবহার করে:

"ওরা তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠে, ঘুমোতে যায় দেরী করে, খুব তাড়াতাড়ি কাজ করে অথচ বড় খামার কর্তৃক নিযুক্ত শ্রমিকরা খুব ভোরে উঠতে চায় না, দেরী করে ঘুমোতে যেতে চায় না এবং ঐ সময় ছাড়া অন্য সময়ে বেশী পরিশ্রম করতে চায় না।" খামারী একটি নীট আয় করতে সক্ষম হয় যা তার সরল জীবনযাপনের জন্যে সম্ভব: সে একটা মাটির ঘরে থাকে যা প্রধানতঃ তার পরিবারবর্গের দ্বারাই তৈরী হয়েছে, প্রায় ১৭ বছর আগে তার স্ত্রীর বিয়ে হয়েছে কিন্তু একজোড়া মাত্র জুতোর ক্ষয় হয়েছে; সাধারণতঃ সে খালি পায়ে অথবা কাঠের চপ্পল পরে হাঁট চলা করে এবং পরিবারের প্রয়োজনীয় সমস্ত কাপড় বোনে। তাদের খাদ্য তালিকায় থাকে আলু, দুধ এবং কখনও সখনও হেরিং। একমাত্র রবিবার গৃহস্বামী তামাকের পাইপ দিয়ে ধূমপান করেন। "এই সব মানুষ উপলব্ধি করতে পারে নি যে ওরা

• তুলনীয় ভি. ইলিন কৃত "রাশিয়াতে পুঁজিবাদের বিকাশ" পৃঃ ১১২, ১৭৫, ২০১।[১০]

সত্যিই একটা সরল জীবনযাপন করছিল এবং নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে কোন অসন্তোষ প্রকাশ করে নি......এই অনাড়ম্বর জীবনধারা অনুসরণ করে ওরা প্রতি বছর ওদের খামার থেকে কিছুটা উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করে।"

এপ্রিল ৪(১৬) এবং মে ৯(২১) এর মধ্যে ১৮৯৯ সালে লিখিত। ১৯০০ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে "*জিজন্*" নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ৪, পৃঃ ১২০-২২, ১২৯-৬১

## কি করতে হবে? থেকে

১৮৭৪ সালে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনে তত্ত্বের গুরুত্ব প্রসংগে এঙ্গেলস কি বলেছিলেন তা উদ্ধৃত করা যাক। এঙ্গেলস আমাদের কাছে যেভাবে পরিচিত সেইভাবে দুটি আকারের মহান সোশ্যাল ডেমোক্রাসির (রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাকৃতি দেন না, তিনি স্বীকৃতি দেন তিনটিকে, যেমন প্রথম দুটির সঙ্গে তত্ত্বগত লড়াইকে সমপর্যায় ভুক্ত করে। জার্মান শ্রমজীবী আন্দোলনের কাছে তাঁর সুপারিশ যা ব্যবহারিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী ছিল, তা আজকের দিনের সমস্যা ও বিতর্কমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে এতই শিক্ষাপ্রদ যে আমরা আশা করতে পারি আমরা যদি Der deutsche Bauernkrieg* নামক তাঁর গ্রন্থের মুখবন্ধ থেকে একটি দীর্ঘ অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করি তাহলে পাঠক বিরক্ত বোধ করবেন না, যা বহুদিন পূর্ব থেকেই পুস্তকপঞ্জীর ক্ষেত্রে অসাধারণ ও দুর্লভ বলে স্বীকৃত হয়েছে।

"জার্মান শ্রমিকদের অবশিষ্ট ইউরোপীয় শ্রমিকদের চাইতে দুটো গুরুত্ব-পূর্ণ সুবিধা আছে। প্রথমত: ওরা ইউরোপের অত্যন্ত বেশী তাত্ত্বিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত; এবং ওরা তত্ত্বের মূল অর্থকে রক্ষা করেছে যা জার্মানীর তথাকথিত শিক্ষিত শ্রেণী প্রায় হারিয়ে ফেলেছে। জার্মান দর্শন ব্যতিরেকে, যা এর পূর্বেই ছিল, বিশেষ করে হেগেলের, জার্মান বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র—যা একমাত্র বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র যার অস্তিত্ব আছে, তা কোনদিনই সৃষ্টি হতে পারত না। শ্রমিকদের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে এই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র এই ঘটনাটির মতো ওদের রক্ত-মাংসে মিশে যেতে পারত না। এটা কি

* ডিটার আবড্রুক, লিপজিগ, ১৮৭৫, কৃত Verlag der Genossenschaftsbuchdruckerei. (জার্মানীর কৃষক যুদ্ধ, ৩য় মুদ্রণ, কো-অপারেটিভ পাবলিশার্স, লিপজিগ, ১৮৭৫।—সম্পাদক।)

অপরিমেয় সুবিধা তা লক্ষ্য করা যায় একদিকে তত্ত্বের প্রতি উদাসীনতা থেকে যেটা হল, কেন ইংরেজ শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলন স্বতন্ত্র ইউনিয়নগুলোর এমন চমৎকার সংগঠন থাকা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে চলে, তার কারণ—অপরদিকে প্রুধোঁবাদ যে মৌলিক ক্ষতিসাধন করেছে এবং বিভ্রান্তি এনেছে ফরাসী ও বেলজিয়ামে, বাকুনিন যাকে আরও বেশী করে বিকৃত করেছেন স্পেনীয় ও ইতালীয়দের মধ্যে।

দ্বিতীয় সুবিধাটি হল এই, কালক্রমানুসারে বলছি, জার্মানরা শ্রমিক আন্দোলনে সবশেষে যোগ দিতে আসছিল। ঠিক যেমন জার্মান তত্ত্বগত সমাজতন্ত্র কখনই ভুলবে না যে এটা সেন্ট সাইমন, ফুরিয়ার এবং ওয়েনের কাঁধে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে—এই তিন ব্যক্তি যারা ওদের সর্বপ্রকার উদ্ভট ও আকাশকুসুম চিন্তা সত্ত্বেও সর্বকালের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদদের মনে ঠাঁই করে নিয়েছেন, যাদের প্রতিভা অসংখ্য বিষয় অনুমান করে নিয়েছিল, যার সত্যতা বৈজ্ঞানিকভাবে আমাদের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে—তাই জার্মানীর খাঁটি শ্রমজীবীদের আন্দোলনের কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে এর বিকাশ ঘটেছে ইংরেজ ও ফরাসী আন্দোলনের কাঁধে চেপে এবং বড় বেশী দাম দিয়ে কেনা অভিজ্ঞতাকে শুধু কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছিল এবং এখন ভুলগুলোকে এড়িয়ে যেতে পারে ; যা ওদের সময়ে এড়িয়ে যাওয়া যেত না। ইংরেজ ট্রেড ইউনিয়ন ও ফরাসী শ্রমিকদের রাজনৈতিক আন্দোলনের দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে এবং বিশেষ করে প্যারিস কমিউন সে অভূতপূর্ব প্রেরণা যুগিয়েছিল তা ব্যতিরেকে এখন আমরা কোথায় থাকতাম ?"

"এটা অবশ্যই জার্মান শ্রমজীবীদের কৃতিত্ব যে ওরা বিরল উপলব্ধির সাহায্যে ওদের অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে পেরেছিল যতদিন থেকে শ্রমজীবীদের আন্দোলন চলছে তার মধ্যে এই সর্বপ্রথম সংগ্রামে ত্রিমুখী করে পরিচালনা করা হল—তত্ত্বগত, রাজনৈতিক, বাস্তব অর্থনৈতিক (পুঁজিপতিদের প্রতিরোধ করা ) সংগতিপূর্ণ, পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করে একটা ধারাবাহিক পদ্ধতিতে। সুস্পষ্টভাবে এটা ছিল যেন একটা এককেন্দ্রিক আক্রমণ যার মধ্যে জার্মান আন্দোলনের সামর্থ ও অপরাজেয় মনোভাব নিহিত থাকে।

"এই সুবিধাজনক অবস্থার জন্যই, একদিকে ইংরেজদের সংকীর্ণ চিত্ত বিশিষ্টতা এবং অপরদিকে ফরাসী আন্দোলনের বলপূর্বক দমনের ফলে

জার্মান শ্রমিকরা সেই মুহূর্তের জন্যে প্রলেতারীয় সংগ্রামের পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কতদিন ধরে ওরা এই সাম্মানিক পদ অধিকার করে থাকবে তা পূর্বাহ্নেই বলা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা আশা করতে পারি যে যতক্ষণ ওরা এই পদ অধিকার করে থাকবে ততক্ষণ উপযুক্ত হিসাবেই থাকবে। কিন্তু এই অবস্থা দাবী করে সংগ্রাম ও আন্দোলনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বহুগুণ বেশী প্রচেষ্টা নিয়োগের। বিশেষ করে এটা হল নেতৃবৃন্দের কর্তব্য সমগ্র তত্ত্বগত প্রশ্ন সম্পর্কে আরো সুস্পষ্ট অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করা এবং ক্রমেই নিজেদের পুরনো বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ঐতিহ্যগত শব্দাবলীর প্রভাব মুক্ত করা এবং প্রতিনিয়ত স্মরণ রাখা, যে সমাজতন্ত্র বিজ্ঞানে পরিণত হওয়ার ফলে দাবী করে একে অনুসরণ করতে হবে একটি বিজ্ঞান হিসাবে অর্থাৎ একে অনুশীলন করতে হবে। শ্রমিকদের দায়িত্ব হবে আরও সুস্পষ্ট-রূপে অর্জিত উপলব্ধিকে ব্যাপক শ্রমজীবী শ্রেণীর মধ্যে আরও বর্ধিত উৎসাহ নিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া এবং ট্রেড-ইউনিয়ন সংগঠন ও পার্টির বন্ধনকে আরও সুসংহত করা......"

"জার্মান শ্রমিকরা যদি এইভাবে এগিয়ে যায় তাহলে ওরা যে প্রকৃতই আন্দোলনের অগ্রণী-বাহিনী হিসাবেই অগ্রসর হবে তা নয় এটা মোটেই এই আন্দোলনের স্বার্থে নয় যে বিশেষ কোন দেশের শ্রমিকরা আন্দোলনের পুরোভাগে থাকবে—তবে ওরা সংগ্রাম ক্ষেত্রে একটা সম্মানজনক স্থান অধিকার করবে; এবং ওরা সংগ্রামের জন্যে সশস্ত্র হয়ে দাঁড়াবে, যখন অপ্রত্যাশিত গুরুতর বিপদ অথবা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ওদের কাছ থেকে দাবী করবে অধিকতর সাহস, দৃঢ়তা ও শক্তির"।[১৫]

এঙ্গেলসের বক্তব্য ভবিষ্যদ্বাণীর মতো স্বতঃপ্রমাণিত হয়েছিল। বছর কয়েকের মধ্যেই জার্মান শ্রমিকরা অপ্রত্যাশিতভাবে সমাজতন্ত্রীদের[১৬] বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব আইনের আকারে বিপজ্জনক বিচারের সম্মুখীন হলেন। ওরা সেইসব বিচারেরও মুখোমুখি হয়েছিলেন সশস্ত্র লড়াইয়ের জন্য এবং জয়ী হয়ে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন।

রুশ প্রলেতারিয়েতকে পরিমাণহীন আরও গুরুতর বিচারের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। তাকে লড়াই করতে হবে একটা দানবের সঙ্গে যার সঙ্গে তুলনা করলে একটি নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমাজতন্ত্র বিরোধী আইনকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলে মনে হয়। ইতিহাস আমাদের আশু কর্তব্যের সম্মুখীণ করেছে যা

যে কোন দেশের প্রলেতারিয়েত যে সব আশু কর্তব্যের সম্মুখীন হয়েছে তার মধ্যে সব চাইতে বেশী বিপ্লবী। এই কর্তব্য পালন, অত্যন্ত কঠিন প্রাচীরের ধ্বংসসাধনে, কেবল মাত্র ইউরোপীয়ই নয় (এখন বলা যেতে পারে) এশীয় প্রতিক্রিয়াও রুশ প্রলেতারিয়েতকে আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের অগ্রণী বাহিনীতে পরিণত করবে। এই সম্মানজনক পদবীর অর্জনের অধিকার আমাদের আছে যা আমাদের পূর্বসুরীরা পূর্বেই অর্জন করেছেন অর্থাৎ ৭০ দশকের বিপ্লবীরা, যদি আমরা আমাদের আন্দোলনকে যা হাজার গুণ বেশি প্রশস্ত ও গভীর, অনুপ্রাণিত করে তুলতে পারি একই রকম একান্তভাবে, দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা দিয়ে।

মার্তিনভের[১৭] বক্তব্যের মধ্যে কোন বাস্তব ও প্রকৃত অর্থ যুক্ত হয় যখন সোশ্যাল-ডেমোক্রাসীর সামনে কর্তব্য হিসাবে তুলে ধরেন "অর্থনৈতিক সংগ্রামকে একটা রাজনৈতিক চরিত্র দিতে চান?" অর্থনৈতিক সংগ্রাম হল নিয়োগকারীদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের যৌথ সংগ্রাম তাদের শ্রমশক্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, আরও ভাল শর্তে উন্নততর জীবনধারণ ও আরও ভাল কাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য। এই সংগ্রাম আবশ্যক রূপেই একটি ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রাম কারণ কর্মক্ষেত্রের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন শিল্পে উল্লেখযোগ্য তারতম্য থাকে এবং ফলে এই অবস্থার উন্নতির জন্য সংগ্রাম পরিচালিত হতে পারে শিল্পগত সংগঠনের ভিত্তিতে (পশ্চিমা দেশগুলতে ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে রাশিয়াতে অস্থায়ী শিল্প সংঘের মাধ্যমে এবং প্রচার পত্রের মাধ্যমে)। "অর্থনৈতিক সংগ্রামকে রাজনৈতিক চরিত্র" দেওয়ার অর্থ হল এই সব শিল্প থেকে দাবী আদায় করে সন্তুষ্ট হওয়ার জন্যে চেষ্টা করা; প্রতিটি পৃথক পৃথক শিল্পে "আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার দ্বারা কর্ম-ক্ষেত্রের অবস্থার উন্নতি বিধান। (মার্তিনভ যেমন তাঁর প্রবন্ধে পরবর্তী কালে ৪৩ পৃষ্ঠায় দেখিয়েছেন) এটা স্পষ্টতই সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলো যা করে থাকে এবং সব সময় করে এসেছে। মিঃ ওয়েব ও শ্রীমতী ওয়েবের বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক (নির্ভেজাল সুবিধাবাদী) রচনাগুলো পড়ুন, আপনি দেখতে পাবেন যে বহুদিন পূর্বেই ব্রিটীশ ট্রেড ইউনিয়নগুলো স্বীকার করেছে এবং বহুদিন থেকেই "অর্থনৈতিক সংগ্রামকে রাজনৈতিক চরিত্রদান" করার কাজে ব্রতী আছে," ওরা বহুদিন থেকেই ধর্মঘটের অধিকারের জন্যে লড়াই করছে,

ট্রেড ইউনিয়ন ও সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে সব আইনগত বাধা আছে তা অপসারণের চেষ্টা করছে, নারী ও শিশুদের জন্যে আইনগত রক্ষা কবচের চেষ্টা করছে এবং স্বাস্থ্য ও কারখানা সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা করছে।

"অর্থনৈতিক সংগ্রামকে রাজনৈতিক চরিত্রদান" সম্পর্কে গালভরা বুলি, যা "ভয়ংকর ভাবে" গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ও বিপ্লবী বলে শোনায়, তা প্রকৃতপক্ষে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক রাজনীতিকে ট্রেড ইউনিয়ন রাজনীতিতে নামিয়ে আনার চেষ্টাকে পর্দার অন্তরালে রাখার কাজ করে। ইস্ক্রার[১৮] একদেশ-দর্শিতার সংশোধনের আড়ালে, যার সম্বন্ধে অভিযোগ করা হয় জীবনে* বিপ্লব ঘটানোর উপরে মতান্ধতার বিপ্লব ঘটানোকে স্থান দেয় বলে, আমাদের সামনে এমন ভাবে অর্থনৈতিক সংস্কার আন্দোলনকে তুলে ধরা হয় যেন বিষয়টা একেবারে নতুন। সত্যি ঘটনার ক্ষেত্রে "অর্থনৈতিক সংগ্রামকে রাজনৈতিক চরিত্রদান"-এর অর্থ হল অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্যে সংগ্রাম ছাড়া আর কিছু নয়। মার্তিনভ নিজেই হয়ত এই সরল সিদ্ধান্তে আসতে পারতেন যদি তিনি তাঁর বক্তব্য সম্বন্ধে একটু চিন্তা করতেন। ইস্ক্রার দিকে তাঁর ভারী ভারী কামানকে সজ্জিত করে তিনি বলেন, "অর্থনৈতিক শোষণ, বেকারী ও দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে সুনির্দিষ্ট দাবী সরকারের কাছে উত্থাপন করতে আমাদের পার্টি সক্ষম ছিল এবং পারত।" (র‍্যাবোচিয়ে দাইয়েলো, দশম খণ্ড, পৃঃ ৪২-৪৩) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে সুনির্দিষ্ট দাবী—এর অর্থ কি সামাজিক সংস্কারের জন্যে দাবী নয়? আমরা পুনরায় নিরপেক্ষ পাঠককে জিজ্ঞাসা করি: আমরা কি র‍্যাবোচিয়ে দাইয়েলো-পন্থীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছি (আজকাল ব্যবহৃত পদবীর আমাকে কি মার্জনা করা হবে!) ওদের গুপ্ত বের্নস্তাইনপন্থী বলে সম্বোধন

* র‍্যাবোচিয়ে দাইয়েলো, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৬০: এটা হল মার্তিনভের প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি[১১] আমাদের বর্তমান কালের বিশৃঙ্খল আন্দোলনের কাছে "ডজন ডজন কর্মসূচীর চাইতে প্রকৃত আন্দোলনের প্রতিটি পদক্ষেপ অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ"। প্রকৃত-পক্ষে কুখ্যাত বের্নস্তিনীয় বুলি: "আন্দোলনই সব কিছু, শেষ লক্ষ্য কিছুই নয়"-এর রুশ ভাষায় অনুবাদ মাত্র।

করে যখন ইস্ক্রার সঙ্গে মতবিরোধের সময় ওরা অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্যে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার তত্ত্ব উপস্থাপন করে?

বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাসী সর্বদাই সংস্কারের জন্যে লড়াইকে তার ক্রিয়াকর্মের অন্তর্ভুক্ত রেখেছে। কিন্তু সে "অর্থনৈতিক" বিক্ষোভকে কাজে লাগায় কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবস্থার জন্যই নয় (প্রাথমিক ভাবে) সরকারের কাছে এই দাবী উত্থাপন করতেও যে এটা আর স্বৈরতন্ত্রী সরকার নয়। অধিকন্তু তিনি সরকারের কাছে এই দাবী উত্থাপন করাকে তাঁর কর্তব্য বলে মনে করেন তবে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সংগ্রামের ভিত্তিতেই নয় সাধারণভাবে জনগণের এবং রাজনৈতিক জীবনের সর্বপ্রকার প্রকাশের ভিত্তিতেও। এক কথায় সমগ্রের কাছে ক্ষুদ্রাংশ হিসাবে তিনি সংস্কারমূলক সংগ্রামকে স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের জন্যে বিপ্লবী সংগ্রামের কাছে খাটো করে দেখেন। মার্তিনভ অবশ্য নতুন আকারে স্তর সম্পর্কিত তত্ত্বের পুনরুজ্জীবন ঘটান এবং রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্যে পুরোপুরি একটি অর্থনৈতিক উন্নতির পথ বাতলে দিতে চেষ্টা করেন। যখন বিপ্লবী আন্দোলন চলছে উচ্চতর স্তরে, সংস্কারের জন্যে সংগ্রামের তথাকথিত বিশেষ দায়িত্বের কথা বলে এই মুহূর্তে অগ্রসর হয়ে তিনি পার্টিকে পেছনের দিকে টানেন এবং এইভাবে একদিকে অর্থনীতিবিদ ও অপরদিকে উদারনৈতিক সুবিধাবাদীদের ক্রীড়নকে পরিণত হন।

আমাদের সেই ধরনের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পাঠচক্রকে গ্রহণ করা যাক যা গত কয়েক বছরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এবং এদের কার্যাবলী পর্যালোচনা করা যাক। "শ্রমিকদের সঙ্গে এদের সংযোগ আছে" এবং এই নিয়েই ওরা সন্তুষ্ট, প্রচার-পত্র বিলি করছে যার মধ্যে, কারখানার অবিচার, পুঁজিপতিদের প্রতি সরকারী পক্ষপাতিত্ব ও পুলিশী নির্যাতন সম্পর্কে কঠোর নিন্দাবাদ করা হয়েছে। শ্রমিকদের সভায় আলোচনাগুলো অধিকাংশ সময়েই এইসব বিষয়বস্তুর সীমা ছাড়িয়ে যায় না, তবে কখনও সখনও যায়। খুব কম সময়েই বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস, সরকারের স্বরাষ্ট্র নীতি ও পররাষ্ট্র নীতির, রাশিয়া ও ইউরোপের অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশ, আধুনিক সমাজে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও বক্তৃতা করা হয়। ধারাবাহিক ভাবে সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে পরিচিত হওয়া ও যোগাযোগের বিস্তার

ঘটানোর কথা স্বপ্নেও কেউ ভাবে না। প্রকৃতপক্ষে আদর্শ নেতা, এই ধরনের অধিকাংশ চক্রের সদস্যবৃন্দ যাকে আদর্শ রূপেই দেখেন, তিনি যতটা সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক নেতা তার চাইতে বহুগুণ বেশী ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদকের প্রকৃতি বিশিষ্ট। যে কোন সম্পাদকের কাছে, ধরুন ইংরেজ, ট্রেড ইউনিয়ন সর্বদাই শ্রমিকদের সাহায্য করে অর্থনৈতিক সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যেতে, তিনি কারখানাগুলোর অবিচার ও অনাচারগুলোকে তুলে ধরতে সহয়তা করেন, আইন ও ব্যবস্থাসমূহের অবিচারকে ব্যাখ্যা করেন যা ধর্মঘট ও অবস্থান করার স্বাধীনতাকে খর্ব করে (অর্থাৎ সর্বত্র এবং সকলকে জানিয়ে যে কোন একটি কারখানায় ধর্মঘট চলছে) সালিশী আদালতের বিচারকের পক্ষপাতিত্ব ব্যাখ্যা করেন যে বিচারক বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত ইত্যাদি ইত্যাদি। এক কথায় প্রতিটি ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক, "নিয়োগকারী ও সরকারের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সংগ্রাম" পরিচালনায় সাহায্য করেন এবং পরিচালনা করেন। এটা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে [পোষণ] করা যায় না যে এখনও এটা সোশ্যাল ডেমোক্রাসী নয়, ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের আদর্শ হবে না, সেটা হবে জনস্বার্থ যা প্রতিটি নিপীড়ন ও নির্যাতনের প্রকাশ ঘটলেই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে সক্ষম: যেখানেই তার প্রকাশ ঘটুক না কেন, যে কোন স্তর অথবা শ্রেণীর মানুষের ওপর এর প্রভাব পড়ুক না কেন; যে এই সব প্রকাশকে সাধারণ সূত্রে গ্রথিত করতে পারে এবং পুলিশী নির্যাতন ও পুঁজিবাদী শোষণের একটি চিত্র তুলে ধরতে পারে, যে প্রতিটি ঘটনার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে, যত ছোটই সে হোক না কেন, তার সমগ্র সমাজতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা এবং গণতান্ত্রিক দাবীর সামনে তুলে ধরার জন্যে যাতে প্রত্যেকের কাছে প্রোলেতারিয়েতের মুক্তির জন্যে সংগ্রামের বিশ্ব ঐতিহাসিক গুরুত্ব সুস্পষ্ট করে তোলা যায়, দৃষ্টান্তস্বরূপ [রবার্ট নাইটের মত একজন নেতার তুলনা করুন। (সুপরিচিত সম্পাদক ও বয়লার উৎপাদক সমিতির নেতা, ইংলণ্ডের অত্যন্ত শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়নগুলোর অন্যতম) উইলহেলম লিবকনেটের সঙ্গে এবং ওদের মধ্যে মার্তিনভ ইস্ক্রার সঙ্গে বিতর্কে যে বিরোধিতার সন্ধান পেয়েছেন তার প্রয়োগ করতে চেষ্টা করুন। আপনি দেখবেন আমি মার্তিনভের নিবন্ধের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছি—রবার্ট নাইট আরও অধিক পরিমাণে নিযুক্ত করেছেন জনসাধারণকে সুস্পষ্ট কোন কাজে

যুক্ত হতে আহ্বান জানাতে (মার্তিনভ পৃঃ ৩৯) অথচ উইলহেলম অধিক পরিমাণে নিযুক্ত করেছেন বর্তমান পদ্ধতির সামগ্রিক অথবা আংশিক প্রকাশের ব্যাখ্যা দিতে, (৩-৩৯) রবার্ট নাইট "সূত্রান্বিত করেছিলেন প্রোলেতারিয়েত শ্রেণীর আশু দাবীকে এবং উপায়ের ইংগিত করেছিলেন যার দ্বারা তাদের অর্জন করা যায়" (৪০) অথচ এই কাজ করার সময় উইলহেল্‌ম লিবকনেট "নানা ধরনের বিরুদ্ধে স্তরের কার্যাবলীকে এক যোগে পরিচালিত করাকে আটকে রাখেন নি।" "ওদের জন্যে একটি সক্রিয় কর্মসূচীর নির্দেশ দিয়েছেন"* (৪১) ; রবার্ট নাইট যতদূর সম্ভব চেষ্টা করেছেন "অর্থনৈতিক সংগ্রামকে একটা রাজনৈতিক চরিত্র দিতে" (৪২) সরকারের কাছে, কতকগুলো স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি সহ, সুনির্দিষ্ট দাবী পেশ করতে তিনি চমৎকার সাফল্য লাভ করে-ছিলেন(৪৩) অথচ লিবকনেট অধিকতর নজর দিয়েছিলেন একপেশে ভাবে প্রকাশ করার দিকে (৪০), রবার্ট নাইট অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন "একঘেয়ে দৈনন্দিন সংগ্রামের অগ্রগতির প্রতি"(৬১), অথচ লিবকনেট গুরুত্ব দিয়েছিলেন "চমৎকার ও সম্পূর্ণ চিন্তার প্রচারের" প্রতি (৬১) লিবকনেট যে পত্রিকার নির্দেশক ছিলেন তাকে তিনি পরিবর্তিত করেছিলেন "বিপ্লবী বিরোধীপক্ষের মুখপত্রে, যা আমাদের দেশের অবস্থাকে প্রকাশ করেছে, বিশেষ করে রাজনৈকি পরিস্থিতিকে, যে পর্যন্ত যে অধিবাসীদের বহু বিচিত্র স্তরের স্বার্থকে প্রভাবিত করেছে" (৬৩) অথচ রবার্ট নাইট "শ্রমজীবী শ্রেণীর স্বার্থে কাজ করেছেন, প্রোলেতারীয় সংগ্রামের সঙ্গে অত্যন্ত নিকট সম্পর্ক রেখে" (৬৩) যদি "নিকট এবং আঙ্গিক সম্পর্কের" অর্থ হয় স্বতঃ-স্ফূর্ততার বশ্যতা, যা আমরা পূর্বে পরীক্ষা করেছি ক্রচেভস্কি ও মার্তিনভের দৃষ্টান্ত নিয়ে—এবং "তার প্রভাবের ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রিত করেছি" অবশ্য মার্তি-নভের মত সুনিশ্চিত হয়েছি যে "এই রকম করে তিনিই ঐ প্রভাবকে গভীরতর করেছেন" (৬৩)। এককথায় আপনি দেখবেন স্বেচ্ছাকৃতভাবে মার্তিনভ সোশ্যাল-ডেমোক্রাসিকে ট্রেড ইউনিয়নবাদে নামিয়ে আনেন, অবশ্য যদিও তিনি এই রকম করেন, তিনি যে সোশ্যাল ডেমোক্রাসির ভাল চান না

* উদাহরণস্বরূপ, ফ্রাঙ্কো প্রাশিয়ান যুদ্ধের সময় লিবকনেট সমগ্র গণতন্ত্রের জন্যে একটি কর্মসূচীর নির্দেশ দেন ; ১৮৪৮ সালে মার্কস ও এঙ্গেলস যা করেছিলেন তার চাইতেও বেশী পরিমাণে।

সেই কারণে নয়, সহজ কারণ হল তিনি একটু তাড়াহুড়ো করে প্লেখানভকে উপলব্ধি করার কষ্ট স্বীকার না করে, তাঁকে গভীর জ্ঞানের অধিকারী রূপে পরিণত করতে চান।

১৯০১ সালের শরৎ ও
১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারীর মধ্যে লিখিত।
পৃথক রচনা হিসাবে স্টুটগার্টে
প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০২ সালের মার্চ মাসে।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ৫,
পৃঃ ৩৭০-৭৩, ৪০৪-০৬, ৪২২-২৪

# ব্রিটিশ শ্রমিক প্রতিনিধি কমিটির: সম্পাদকের কাছে চিঠি

মার্চ ২৩, ১৯০৫

প্রিয় মহাশয়,

আপনার দানের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি ৮০ পাউণ্ডের (২,০০৮ ফ্রাংক) একটি চেক পেয়েছি এবং আপনার উপদেশ মত সেন্ট পিতার্সবার্গে আমাদের রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির কাছে ৬০ পাউণ্ড (১,৫০৬ ফ্রাংক) পাঠিয়ে দিয়েছি। আমি ৯০ পাউণ্ডের দ্বিতীয় চেকটিও পেয়েছি (ফ্রাংকের হিসাবে সেই অর্থ এখনও পাওয়া যায় নি)। ৫০ পাউণ্ড পাঠানো হবে জানুয়ারী মাসের ৯ (২২) তারিখে নিহত সেন্ট পিতার্স-বার্গের (শ্রমিক) কর্মরত মানুষের বিধবা স্ত্রী ও অনাথ শিশুদের সাহায্যকল্পে।

আপনার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ

*ভি-এল্. আউলিয়ানফ*

(*ভ্পেরিয়দ-এর সম্পাদক*)

3. Rue de la Colline. 3. Geneve.
Switzerland.

লণ্ডনে প্রেরিত
ব্রিটিশ এলাই নামক পত্রিকার ৩৩ সংখ্যায়
প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালের ১৮ই
আগস্ট মূল ইংরাজী থেকে মুদ্রিত।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ৩৬,
পৃঃ ১৪৪

# ব্রিটিশ শ্রমিক প্রতিনিধি কমিটির সম্পাদকের কাছে চিঠি

মে ২০, ১৯০৫

প্রিয় মহাশয়,

ধন্যবাদের সঙ্গে আমি ২৫ পাউণ্ডের প্রাপ্তি স্বীকার করছি যার থেকে আপনার শর্ত অনুযায়ী ৫ পাউণ্ড দান করা হবে ত্রাণকার্যের জন্যে। আপনার দান বিষয়ক সব কিছু আমাদের পত্রিকা ভ্পেরিয়দ-এ প্রকাশিত হয়েছে সেইগুলো আপনার কাছে পাঠালাম। এখন পুনরায় আমি এই পত্রিকার সংখ্যাগুলো পাঠাচ্ছি যেখানে দান সম্পর্কে উল্লেখ আছে এবং এই উল্লেখ করা অংশগুলো নীল পেন্সিলে দাগ দিয়ে রেখেছি।

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির সেন্ট পিতার্সবার্গ কমিটিকে আমরা ইতিপূর্বে লিখেছি যে কিছু সংখ্যক শ্রমজীবীদের সভায় এল. আর. সি. থেকে প্রাপ্ত দান সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন দাখিল করা প্রয়োজন। যেহেতু আমাদের পার্টির সংগঠনের সঙ্গে সবরকম যোগাযোগই গোপন রাখা হয় তাই একটা জবাব পেতে অবশ্যই কিছু সময় লাগবে। এই সপ্তাহে কিছু সংখ্যক রুশ কমরেড পিতার্সবার্গে যাবেন এবং আমি ওদের আমার অনুরোধ পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছি। ওরা সেন্ট পিতার্সবার্গে প্রতিবেদনটি যথাশীঘ্র দাখিলের জন্যে এবং আপনাকে জানানোর জন্যে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ২২. ৪. ০৫ তারিখ থেকে আপনার চিঠিও সেন্ট পিতার্সবার্গ কমিটিতে পাঠানো হবে।

প্রিয় মহাশয়; আমি আশা করি যে আপনি শীঘ্রই আমাদের পিতার্সবার্গ

কমরেডদের কাছ থেকে রুশ রাজধানীতে শ্রমিকদের সামনে পেশ করা প্রতিবেদনের উল্লেখসহ একটা চিঠি পাবেন।

আমার দুর্বল ইংরাজী জ্ঞানের জন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

দয়ায় অভিভূত, ধন্যবাদ সহ।

আপনার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ

*ভি-এল. আউলিয়ানফ*

( ড্ *পেরিয়দ*-এর সম্পাদক )

Vl. Oulianoff
3, Rue ne la Colline. 3,
Geneve. Switzerland.

লণ্ডনে প্রেরিত

*বৃটিশ এলাই*-এর ৫৩তম সংখ্যায়

প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালের ১৮ই আগস্ট,

মূল ইংরাজী থেকে মুদ্রিত।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ৩৬,

পৃঃ ১৪৭

# "বৃটিশ শ্রমিক আন্দোলন এবং ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সম্পর্কে"[১] মন্তব্য

১

এইভাবেই ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল : টাফ ভেল রেলপথ, ধর্মঘটের ফলে ক্ষয়ক্ষতির জন্যে রেলশ্রমিক ইউনিয়নকে অভিযুক্ত করেছিলেন। রেলশ্রমিকদের তীব্র প্রতিরোধ সত্বেও বুর্জোয়া বিচারকেরা পুঁজিপতিদের ক্ষতির পক্ষেই রায় দিয়েছিলেন। ট্রেড ইউনিয়নসমূহকে ধর্মঘটের ফলে পুঁজিপতিদের ক্ষতিপূরণ দানের জন্যে আদালতের হুকুমনামা প্রকৃতপক্ষে ধর্মঘটের অধিকার বিলোপকেই বোঝায়। বিচারকবৃন্দ যাঁরা বুর্জোয়াদের সেবকরূপে কাজ করেন, তাঁরা ভালভাবেই জানেন কেমন করে শাসনতন্ত্রের দ্বারা সুনিশ্চিত করা স্বাধীনতাসমূহকে বাতিল করতে হয় যখন ব্যাপারটা পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে সংগ্রাম রূপে দেখা দেয়।

২

দুর্ভাগ্যবশতঃ বৃটিশ শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে সেবা করার প্রতিশ্রুতি দেয়; কেমন করে সমাজতন্ত্র থেকে শ্রমিক আন্দোলনের বিচ্ছিন্নতা প্রয়োজনীয়রূপে অগভীর ও বুর্জোয়া চরিত্র যুক্ত হয়ে পড়ে তার দুঃখদায়ক উদাহরণে পরিণত হতে।

*প্রলেতারি* ২৩তম সংখ্যা
অক্টোবর ৩১ (১৮), ১৯০৫

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ৯,
পৃঃ ৪১৩

# জোহানিস বেকার, জোসেফ ডিয়েটজেন, ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস, কার্ল মার্কস এবং অন্যান্য কর্তৃক ফ্রিডরিক সোর্জ এবং অন্যান্যদের কাছে লিখিত পত্রাবলীর রুশ অনুবাদের ভূমিকা

মার্কস, এঙ্গেলস, ডিয়েটজেন, বেকার এবং গত শতাব্দীর আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ কর্তৃক সংগৃহীত পত্রাবলী এখানে রুশ জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করা হচ্ছে যা আমাদের উন্নত মার্কসবাদী সাহিত্যের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় সম্পূরক স্বরূপ।

এখানে আমরা সমাজতন্ত্রের ইতিহাসের জন্য এবং মার্কস ও এঙ্গেলসের কার্যাবলীর পুরোপুরি আলোচনার জন্য এই সমস্ত পত্রাবলীর গুরুত্বের উপর বিশদ আলোচনা করব না। বিষয়টির এইদিক সম্বন্ধে ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই। আমরা শুধু এইটুকু মন্তব্য করব যে মুদ্রিত পত্রসমূহকে উপলব্ধি করতে গেলে আন্তর্জাতিক ইতিহাসের প্রধান প্রধান রচনার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে, যেমন (দ্রষ্টব্য, Jaeckh, The International-এর রুশ অনুবাদ *য়্নানিয়ে* সংস্করণে) এবং জার্মান ও মার্কিন শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন (ফ্রঞ্জ মেহরিঙ্ "জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির ইতিহাস" এবং মরিস হিলকুইট-এর "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রের ইতিহাস" ইত্যাদি)।

এইসব চিঠিপত্রের আদান প্রদান সম্পর্কে মোটামুটি একটা রূপরেখা অথবা এইসব চিঠিপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ঐতিহাসিক কালপর্বের মূল্যায়নের চেষ্টা করারও কোন আগ্রহ আমাদের নেই। মেহরিং এই কাজটিকে চমৎকারভাবে সম্পাদন করেছেন তাঁর "Der Sorgesche Briefwechsel" নামক নিবন্ধে (Neue zeit, 25 Jahrg. Nr 1 und 2)* যা সম্ভবত: বর্তমান অনুবাদের সঙ্গে যুক্ত হবে প্রকাশের দ্বারা অথবা পৃথক একটি রুশ প্রকাশনা হিসাবে প্রকাশিত হবে।

* "সোর্জ-পত্রাবলী" Neue zeit, ২৫ বর্ষ নং ১ ও ২।—সম্পাদক

বর্তমান বিপ্লবী কালপর্বে রুশ সমাজতন্ত্রীদের কাছে সেই শিক্ষাসমূহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যা জঙ্গী প্রোলেতারিয়েতের পক্ষে তিরিশ বছরের সময় কালের মধ্যে (১৮৬৭-৯৫) অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত, মার্কস ও এঙ্গেলসের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়ে। তাই এটা আশ্চর্যজনক নয় যে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সাহিত্যের প্রথম প্রচেষ্টা সোর্জের লেখা মার্কস ও এঙ্গেলসের পত্রাবলীর সঙ্গে পরিচিত করে তোলাটাও রুশ বিপ্লবের ক্ষেত্রে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক কৌশলের চরম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল (প্লেখানভের *সোভরেমেন্নায়া ঝিজন্* এবং মেনশেভিক *ওটকলিকি*)। আমরা আমাদের পাঠকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে চাই বিশেষ করে প্রকাশিত পত্রালাপের মূল্যায়নের প্রতি যা রুশ শ্রমিক পার্টির বর্তমান কর্তব্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের চিঠিপত্রে প্রায়শ:ই বৃটিশ, মার্কিন ও জার্মান শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনের কঠিন সমস্যাগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এটা স্বাভাবিক, কারণ ওরা জার্মান ছিল যারা ঐ সময় ইংলণ্ডে বসবাস করত এবং ওদের আমেরিকান কমরেডের সঙ্গে পত্রালাপ করত। মার্কস ফরাসী শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলন সম্পর্কে বহুবার এবং বিশদভাবে নিজের অভিমত প্রকাশ করেছেন এবং বিশেষ করে প্যারিস কমিউন সম্পর্কে, জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাট কুগেলম্যানের কাছে* লিখিত তাঁর চিঠিপত্রে।

বৃটিশ, আমেরিকান ও জার্মান শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলন সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলস যা বলেছিলেন তার তুলনামূলক আলোচনা অত্যন্ত শিক্ষণীয় বিষয় হবে। এই ধরনের তুলনাগুলো খুব বেশী গুরুত্ব অর্জন করে যখন আমরা স্মরণ করি যে একদিকে জার্মান ও বৃটিশ এবং অন্যদিকে আমেরিকা, শ্রেণীগতভাবে পুঁজিবাদী বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের এবং বুর্জোয়াদের রাষ্ট্রের সমগ্র রাজনৈতিক জীবনের উপর। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ

* ড: কুগেলম্যানের কাছে লেখা কার্ল মার্কসের চিঠিপত্র দেখুন. এন. লেনিন কর্তৃক সম্পাদিত রুশ অনুবাদ, সম্পাদক কর্তৃক লিখিত মুখবন্ধ সহ, সেণ্ট পিতাস'বার্গ, ১৯০৭ (দ্রষ্টব্য, সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ১২, পৃ: ১০৪-১২—সম্পাদক)।

প্রভুত্ব কায়েম রাখার ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির প্রতিনিধিত্ব করে ; ঐ সব থেকে এখানে আমাদের কাছে আছে বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিকতার একটি নমুনা, সামনে তুলে ধরার ও ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উপর জোর দেওয়ার সামর্থ্য ও বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের উপর প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যার ভিন্ন ভিন্ন দিক। শ্রমিক পার্টির কার্যকরী নীতি ও কৌশলের দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের কাছে আছে একটা সরল পথ যে পথে *কমিউনিস্ট ইস্তাহারের* জনকবৃন্দ ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাতীয় শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনের ভিন্ন ভিন্ন স্তর অনুযায়ী লড়াকু প্রোলেতারিয়েতের কর্তব্য নির্দেশ করেছেন।

বৃটিশ ও আমেরিকান সমাজতন্ত্রের যে দিকটা সম্বন্ধে মার্কস ও এঙ্গেলস তীব্র সমালোচনা করেন তা হল শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলন থেকে ওদের বিচ্ছিন্নতা। বৃটেনের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন[২২] ও আমেরিকান সমাজতন্ত্রীদের ওপর ওদের অসংখ্য মন্তব্যের বোঝা হল এই অভিযোগ যে ওরা মার্কসবাদকে একটা মতান্ধতায় পরিণত করেছে, একটা "অনড় ( Starre ) রক্ষণশীলতায়", ওরা এটাকে একটা "ধর্ম বিশ্বাসের মত মনে করে, কর্মক্ষেত্রে প্রদর্শক[২৩] হিসাবে নয়," ওরা তত্ত্বগতভাবে অসহায় কিন্তু জীবন্ত ও শক্তিশালী ব্যাপক শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে অক্ষম, যে আন্দোলন ওদের পাশাপাশি চলছে। "আমরা যদি ১৮৬৪ থেকে ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত একমাত্র তাদের সঙ্গেই এক সঙ্গে কাজ করার জিদ ধরতাম যারা খোলা-খুলিভাবে আমাদের মঞ্চ ব্যবহার করেছিলেন," এঙ্গেলস এই মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ২৭ তারিখে লিখিত তাঁর চিঠিতে, "আজ আমরা কোথায় থাকতাম ?" পূর্ববর্তী চিঠিতে ( ডিসেম্বর ২৮,১৮৮৬ ) মার্কিন শ্রমজীবী শ্রেণীর ওপর হেনরি জর্জের চিন্তার প্রভাবের প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন :

আগামী নভেম্বরে প্রকৃত শ্রমজীবী শ্রেণীর পার্টির পক্ষে ১০ অথবা ২০ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের ভোট নীতিগত দিক থেকে অভ্রান্ত মঞ্চের পক্ষে লক্ষ লক্ষ ভোটের চাইতে "বর্তমানের পক্ষে অসংখ্য গুণ বেশী মূল্যবান।"

এই অনুচ্ছেদগুলো অত্যন্ত আগ্রহোদ্দীপক। আমাদের দেশে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা আছেন যাঁরা তড়িঘড়ি করে "শ্রমিক কংগ্রেস" নামক ধারণার অথবা লারিনের "প্রশস্ত শ্রমিক পার্টি"[২৪] ধাঁচের কিছু একটার সমর্থনে ওদের

কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন "বাম গোষ্ঠীর" সমর্থনে নয় কেন? আমরা এঙ্গেলসের অতি দ্রুত "ব্যবহারকারীদের" জিজ্ঞাসা করতে চাই। চিঠিপত্র ও উদ্ধৃতিসমূহ একটা সময়ের উল্লেখ করে যখন আমেরিকান শ্রমিকরা নির্বাচনে হেনরি জর্জের পক্ষে ভোট দিয়েছিল। শ্রীমতী উইসচনেওয়েৎস্কি নামে একজন আমেরিকান মহিলা যিনি একজন রুশের সঙ্গে পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ ছিলেন এবং এঙ্গেলসের রচনা অনুবাদ করেছিলেন, এঙ্গেলসের জবাব থেকে দেখা যাবে যে তিনি তাঁকে হেনরি জর্জের সম্পর্কে একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা দিতে বলেছিলেন। এঙ্গেলস (২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৮৬) লিখেছিলেন যে এখনও এর জন্যে উপযুক্ত সময় আসে নি; প্রধান বিষয়টা ছিল এই যে শ্রমিক পার্টির নিজেকে সংগঠিত করে তোলার কাজ শুরু করা উচিত, এমন কি একটা পুরোপুরি কর্মসূচী ভিত্তিক না হলেও। পরবর্তীকালে শ্রমিকরা নিজেরাই বুঝতে পারবেন কি ভুল তাঁদের হয়েছিল, "তাঁদের নিজেদের ত্রুটি বিচ্যুতি থেকেই তাঁরা শিক্ষা গ্রহণ করবেন" কিন্তু "যে কোন মঞ্চ থেকে এবং যে কোন কারণে শ্রমিক পার্টির জাতীয় সংহতি বাধাপ্রাপ্ত অথবা বিলম্বিত হলে আমি একে একটা গুরুতর ভুল বলেই বিবেচনা করব।"

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে হেনরি জর্জের তত্ত্বের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র এবং অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে এঙ্গেলসের একটা সঠিক উপলব্ধি ছিল যে সম্পর্কে তিনি বহুবার বলেছেন। সোর্জের সঙ্গে চিঠিপত্রের আদান প্রদানের মধ্যে ১৮৮১ সালের ২০শে জুন মার্কস কর্তৃক লিখিত একটি আগ্রহোদ্দীপক চিঠিও আছে যার মধ্যে তিনি হেনরি জর্জকে চিত্রিত করেছিলেন চূড়ান্ত বুর্জোয়া আদর্শবাদী হিসাবে। মার্কস লিখেছেন, "তত্ত্বগতভাবে এই ব্যক্তিটি পুরোপুরি পশ্চাৎপদ (total arrear) কিন্তু তা সত্ত্বেও এঙ্গেলস এই সমাজতন্ত্রী প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিটির সঙ্গে নির্বাচনে যুক্ত হতে ভয় পান নি, যতক্ষণ পর্যন্ত সাধারণ মানুষ ব্যাপক জনগণের মধ্যে "তাঁদের নিজেদের ত্রুটি বিচ্যুতির ফলাফল প্রচার করেছিলেন" (১৮৮৬ সালের ২৯শে নভেম্বর তারিখে এঙ্গেলসের লেখা চিঠি)।

ঐ সময় আমেরিকান শ্রমিকদের একটি সংগঠন "শ্রমিকদের নাইটগণ"[২৬] সম্পর্কে সেই একই চিঠিতে এঙ্গেলস লিখেছিলেন: "শ্রমিকদের নাইটগণ" দুর্বলতম [আক্ষরিক অর্থে—অত্যন্ত জঘন্য faulste] দিকটি ছিল ওদের রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা...যে সমস্ত রাষ্ট্র সবেমাত্র আন্দোলনে যুক্ত হচ্ছে সেই

সব প্রতিটি রাষ্ট্রের প্রথম মহান পদক্ষেপের গুরুত্ব সব সময়ই হল স্বাধীন রাজনৈতিক পার্টি হিসাবে শ্রমিক সংগঠন, যে ভাবেই হোক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না, যতক্ষণ পর্যন্ত এটা সুস্পষ্টরূপে একটা শ্রমিক পার্টি থাকবে।"

এটা পরিষ্কার যে এর থেকে, অর্থাৎ সোশ্যাল ডেমোক্রাসি থেকে পার্টি-হীন শ্রমিক কংগ্রেসে উল্লম্ফনের সমর্থনে কিছুই অনুমান করা যাবে না। মার্কসবাদকে "মতান্ধতা" "রক্ষণশীলতা" ও "সাম্প্রদায়িকতায়" পর্যবসিত করা সম্পর্কে এঙ্গেলসের অভিযোগকে যাঁরাই এড়িয়ে যান না কেন, তাঁদের এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতেই হবে যে, চূড়ান্ত "সমাজতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীল-দের" সঙ্গে যুক্তভাবে নির্বাচনী অভিযান কখনও কখনও অনুমোদনযোগ্য।

কিন্তু এর মধ্যে যা আরও বেশী আগ্রহোদ্দীপক তাহল আমেরিকা ও রাশিয়ার সামন্তরালের ওপর অধিকতর মনোযোগ না দেওয়া ( আমাদের বিরোধীদের জবাব দেবার জন্যে ওদের প্রসঙ্গ আমাদের উল্লেখ করতে হয়েছিল ) তুলনামূলকভাবে ব্রিটিশ ও আমেরিকান শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের ওপর আমরা যতটা মনোযোগ দিই সেই তুলনায়। বৈশিষ্ট্যগুলো হল এই : প্রোলেতারিয়েতের সামনে কোন বৃহৎ, সমগ্র জাতি বিষয়ক ও গণতান্ত্রিক কার্যের অনুপস্থিতি; প্রোলেতারিয়েত পুরোপুরি বুর্জোয়া রাজনীতির অধীন; সাম্প্রদায়িক ভাবে গোষ্ঠীগত বিচ্ছিন্নতা, প্রোলেতারিয়েত শ্রেণী থেকে আগত গুটি কয়েক সমাজতন্ত্রী; নির্বাচনে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে সমাজতন্ত্রীদের সামান্যতম সাফল্যও নেই। যিনিই এইসব মৌল শর্তগুলো ভুলে যান এবং "আমেরিকান ও রুশ সমান্তরাল থেকে প্রশস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে প্রস্তুত হন তিনিই সব চাইতে বেশী অগভীর জ্ঞানের পরিচয় দেন।

এঙ্গেলস যদি এই পরিস্থিতির মধ্যে শ্রমজীবীদের অর্থনৈতিক সংগঠনের ওপর এত জোর দিয়ে থাকেন তাহলে এর কারণ হল অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সমূহ আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল এবং এগুলো প্রোলেতারিয়েত শ্রেণীকে খাঁটি সমাজতান্ত্রিক দায়িত্ব পালনে অসুবিধার সম্মুখীন করেছিল।

এঙ্গেলস ন্যূনতম কর্মসূচী সহ হলেও একটি স্বাধীন শ্রমিক পার্টির গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছিলেন কারণ তিনি সেই সব দেশের কথা বলে-

ছিলেন যেখানে পূর্বে শ্রমিকদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার কোন আভাসও ছিল না এবং যেখানে রাজনীতির ক্ষেত্রে শ্রমিকরা বুর্জোয়াদের পেছনে পেছনেই ছুটত এবং এখনও তাই করছে।

মার্কসের ঐতিহাসিক পদ্ধতিকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করার সামিল হবে যদি এই সব যুক্তি থেকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলিকে ঐ সব রাষ্ট্র অথবা ঐতিহাসিক পরিস্থিতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হয় যেখানে উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা তাদের পার্টি তৈরী করার পূর্বেই প্রলেতারিয়েতরা পার্টি গঠন করেছে, যেখানে বুর্জোয়া রাজনীতিবিদদের পক্ষে ভোটদানের প্রথা প্রলেতারিয়েতদের কাছে সম্পূর্ণ অজানা এবং যেখানে আশু কর্তব্য হল সমাজতন্ত্রী নয় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক।

আমাদের বক্তব্য পাঠকের কাছে আরও পরিষ্কার হয়ে উঠবে যদি আমরা বৃটিশ ও আমেরিকান আন্দোলন সম্পর্কে এঙ্গেলসের অভিমতকে জার্মান আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর অভিমতের সঙ্গে তুলনা করি।

গভীর আগ্রহোদ্দীপক এইসব অভিমত বহুল পরিমাণে ছড়িয়ে আছে প্রকাশিত চিঠিপত্রের মধ্যেও। এইসব অভিমতের মধ্যে দিয়ে টকটকে লাল রংয়ের সূতোর মত সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন হুঁশিয়ারী, শ্রমজীবীদের মধ্যে দক্ষিণ-পন্থীদের বিরুদ্ধে, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের মধ্যে সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন সংগ্রাম (কখনও কখনও যেমন ১৮৭৭-৭৯ সালে ঘটেছিল মার্কসের সঙ্গে একটি সাংঘাতিক লড়াই)।

প্রথমতঃ পত্রসমূহ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এর সমর্থন সংগ্রহ করা যাক এবং তারপর এই ঘটনাটির মূল্যায়ন করা যাক।

সকলের আগে Hochberg কোম্পানী সম্পর্কে মার্কসের মতামত অবশ্যই আমরা উল্লেখ করব। Der Sorgesche Briefweehsel নামক প্রবন্ধে ফ্রাঞ্জ মেহরিং মার্কসের এবং এঙ্গেলসের পরবর্তীকালের সুবিধাবাদ বিরোধী আক্রমণের তীব্রতা হ্রাস করতে গিয়ে আমাদের মতে বাড়াবাড়ি করে ফেলে-ছিলেন। বিশেষ করে Hochberg কোম্পানী প্রসঙ্গে মেহরিং তাঁর অভিমত-কেই দৃঢ়তার সঙ্গে পোষণ করেন যে লাসেল ও লাসেল ভক্তদের[২৬] সম্পর্কে মার্কসের বিচার ভুল ছিল। কিন্তু আমরা পুনরায় বলছি যে এখানে আমাদের কাছে যা আগ্রহের বিষয়, তা নির্দিষ্ট সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে মার্কসের আক্রমণ সঠিক অথবা বাড়াবাড়ি তার ঐতিহাসিক মূল্যায়ন নয়,

আমাদের কাছে আগ্রহের বিষয় হল সাধারণভাবে সমাজতন্ত্রের মধ্যে সুনির্দিষ্ট ঝোঁক সম্পর্কে নীতিগত ভাবে মার্কসের মূল্যায়ন।

জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের লাসেলপন্থী ও ড্যুরিং-এর মধ্যে আপস সম্পর্কে অভিযোগ করার সময় ( ১৮৭৭ সালের ১৯ অক্টোবরের চিঠি ) মার্কস, অপরিণত বুদ্ধি সম্পূর্ণ ছাত্র গোষ্ঠী ও অবিজ্ঞানী ডিপ্লোমাধারী ডাক্তারদের সঙ্গে আপসেরও নিন্দা করেছেন ( জার্মানীতে ডাক্তার হল একটা কেতাবী ডিগ্রী যা আমাদের প্রার্থী অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর স্নাতকের সমতুল্য ) ঐ ডাক্তাররা সমাজতন্ত্রকে একটা উচ্চতর আদর্শগত রূপ দিতে চান অর্থাৎ এর বস্তুগত ভিত্তিকে পরিবর্তন করতে চান ( যা সেই ব্যক্তির কাছ থেকে গভীর বিষয়গত অনুশীলন দাবী করে যিনি একে ব্যবহার করতে চান ) বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বের দাবী সহ এর আধুনিক পৌরাণিক কাহিনী দিয়ে Dr. Hochberg কর্তৃক প্রকাশিত "Zukunft" এই প্রবণতার প্রতিনিধি স্বরূপ যে পার্টির মধ্যে "এই পথকে কিনে এনেছে" —আমার ধারণা, একটা মহত্তম উদ্দেশ্য নিয়েই এনেছে কিন্তু আমি এর নিন্দা করতে চাই না। তাঁর Zukunft-এর কর্মসূচীর চাইতে আরও বেশী দুঃখদায়ক অন্য কিছু অধিকতর "যুক্তি সংগত অনুমান" সহ দিবালোক কদাচিৎ প্রত্যক্ষ করেছে। ( ৭০ নং চিঠি )

প্রায় দুবছর পর অপর একটা চিঠিতে ( ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৯ ) মার্কস, তিনি এবং এঙ্গেলস অন্তরালে জে. মোস্ট-এর সমর্থন করছেন, এই কানা-ঘুসাকে খণ্ডন করেন এবং জার্মান সোশ্যাল ডেমক্রাটিক পার্টির মধ্যে সুবিধা-বাদীদের সম্পর্কে সোর্জের তাঁর মনোভাবের বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। Zu-kunft পরিচালনা করতেন Hochberg, Schramm ও এডুয়ার্ড বের্নস্তেইন। মার্কস ও এঙ্গেলস এই ধরনের প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত থাকতে অস্বীকার করেছিলেন এবং যখন নতুন পার্টি মুখপত্র প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব উত্থাপিত হল, সেই একই Hochberg এবং তাঁর আর্থিক সাহায্য নিয়ে তখন মার্কস ও এঙ্গেলস প্রথমেই তাঁদের মনোনীত ব্যক্তিকে গ্রহণ করার দাবী করলেন অর্থাৎ প্রধান সম্পাদক হিসাবে Hirsch-কে গ্রহণ করার দাবী করলেন, যাতে ডাক্তার, ছাত্র ও কাথেডার সমাজতন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত এই খিচুড়ি গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। পরে সরাসরি বেবেল, লিবকনেট এবং সোশ্যাল ডেমো-ক্রাটিক পার্টির অন্যান্য নেতৃবর্গের কাছে তিনি একটি বিজ্ঞপ্তিমূলক চিঠি

দেন যার মধ্যে ওদের সতর্ক করে দেন যে তাঁরা পার্টি ও তত্ত্বের এইরকম বিকৃতির বিরুদ্ধে খোলাখুলি ভাবে লড়াই চালাবেন যদি Hochberg Schramm ও বের্নস্তেইনপন্থা ঝোঁকের পরিবর্তন না ঘটে। ( Verlduerung—জার্মান ভাষায় এর অর্থ আরও শক্তিশালী )।

জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির এটাই ছিল সেই কালপর্ব যা মেহরিং তাঁর ইতিহাসে[২৭] "একটি বিশৃঙ্খলার" কাল বলে বর্ণনা করেছেন ( "Ein Jahr der Verwirrung")। সমাজতন্ত্র-বিরোধী আইন প্রবর্তনের পর পার্টি তৎক্ষণাৎ কোন সঠিক পথের সন্ধান পায় নি, প্রথমেই ঝুঁকে পড়েছিল "মোস্ট"-এর সন্ত্রাসবাদ এবং Hochberg ও তার সহযোগীদের সুবিধাবাদের দিকে। পরবর্তীকালে মার্কস লিখেছিলেন যে "ঐ সব ব্যক্তিবর্গ তত্ত্বের ক্ষেত্রে তুচ্ছ ও বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যকারিতাবিহীন, এরা সমাজতন্ত্রের দাঁত উপড়ে ফেলতে চায় ( যা ওরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লব্ধ জ্ঞান অনুযায়ী স্থাপন করেছে) এবং বিশেষ করে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিকে বরবাদ করতে চায় শ্রমিকদের দৃষ্টিভঙ্গার প্রসার ঘটাতে অর্থাৎ ওদের কথা অনুযায়ী মৌলিক শিক্ষার দ্বারা ওদের উদ্দীপিত করতে ওদের এলোমেলো ও অস্পষ্ট জ্ঞান দিয়ে এবং সর্বোপরি পাতি-বুর্জোয়াদের দৃষ্টিতে পার্টিকে সম্মানযোগ্য করে তুলতে। এদের জঘন্য প্রতিবিপ্লবী বাকসর্বস্বতা ছাড়া আর কিই বা বলা যেতে পারে।[২৮]

মার্কসের প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে সুবিধাবাদীরা পিছু হটল এবং ওদের দেখা মিলত কদাচিৎ। ১৮৭৯ সালের ১৯শে নভেম্বরের একটি চিঠিতে মার্কস ঘোষণা করলেন যে সম্পাদকমণ্ডলী থেকে Hochbergকে অপসারণ করা হয়েছে এবং পার্টির সমস্ত প্রভাবশালী নেতৃবর্গ যেমন বেবেল, লিবকনেট, ( Brake ) ইত্যাদি তাঁর ধারণার নিন্দা করেছেন। Sozial Demokrat, অর্থাৎ সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের পার্টি মুখপত্র ভলমারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে লাগল যিনি ঐ সময় পার্টির বিপ্লবী অংশের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এক বছর পর ( ১৮৮০ সালের ৫ই নভেম্বর ) মার্কস জানিয়েছিলেন যে Sozial Demokrat যে "জঘন্য" পথে পরিচালিত হচ্ছিল, তার বিরুদ্ধে তিনি ও এঙ্গেলস নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম করে গেছেন এবং প্রায়ই তীব্র কণ্ঠে তাঁদের অভিমত জ্ঞাপন করেছেন ( "wobei's oft scharf hergeht")। ১৮৮০ সালে লিবকনেট মার্কসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সর্বাত্মক "উন্নতি" সাধনের প্রতিশ্রুতি দেন।

শান্তি পুনঃস্থাপিত হল এবং খোলাখুলিভাবে লড়াই আর কখনও হয় নি। Hochberg সরে গেলেন এবং বার্নস্টেইন একজন বিপ্লবী সোশ্যাল ডেমোক্রাটে পরিণত হলেন—অন্ততঃপক্ষে ১৮৯৫ সালে এঙ্গেলসের মৃত্যুকাল পর্যন্ত।

১৮৮২ সালের ২০শে জুন এঙ্গেলস সোর্জকে লিখেছিলেন এবং এই সংগ্রামকে অতীতের বিষয় বলে উল্লেখ করেছিলেন : "সাধারণভাবে জার্মানীর ঘটনাবলী এমন চমৎকারভাবে এগোচ্ছে। একথা সত্যি যে পার্টির শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা একটা প্রতিক্রিয়াশীল···ঝোঁক সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ওরা নিদারুণভাবে অসফল হয়েছিল। সর্বত্র সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের যে ভর্ৎসনার সম্মুখীন হতে হয় তা গত তিন বছর পূর্বের তুলনায় ওদের দৃঢ়-সংকল্প বিপ্লবীতে পরিণত করেছে···এইসব ব্যক্তিবর্গ [পার্টির শিক্ষিত ব্যক্তিরা] যেন তেন প্রকারেণ সমাজতন্ত্র-বিরোধী আইনের বাতিল চেয়ে-ছিলেন, নরম হয়ে, হীনভাবে তোষামোদ করে ও বিনীতভাবে ; কারণ এর দ্বারা তাঁদের সাহিত্যকর্ম থেকে উপার্জনের পদ কিছুটা বন্ধ হয়েছিল। যে মুহূর্তে আইন রদ হবে······ফাটলটা খোলাখুলিভাবে দেখা দেবে এবং Vie-reck ও Hochberg পন্থীরা একটি পৃথক দক্ষিণপন্থী দল গঠন করবে যেখানে ওরা সময়ে সময়ে ওদের মুখোমুখি হতে পারবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ওরা পেছনের দিকে অবতরণ করে।

সমাজতন্ত্র-বিরোধী আইন গৃহীত হওয়ার পর মুহূর্তেই আমরা একথা ঘোষণা করেছিলাম যখন Hochberg ও Schramm বর্ষপঞ্জীতে প্রকাশ করেছিলেন, যাকে বলা যায় পার্টি'র কার্যাবলী সম্পর্কে অত্যন্ত অ-গৌরব-জনক মন্তব্য এবং দাবী করেছিলেন পার্টির কার্যাবলীর আরও সুসংস্কৃত, মার্জিত ও চমৎকার ব্যবহার। [ "gebildetes এর পরিবর্তে jebildetes—এঙ্গেলস এখানে, বার্লিনের জার্মান লেখকবৃন্দ যার ওপর জোর দেন, সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন ]

১৮৮২ সালে বের্নস্টেইনের মতবাদ[২৯] সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী, ১৮৯৮ এবং তৎপরবর্তী বছরগুলোতে চমৎকারভাবে মিলে গিয়েছিল।

এর পর বিশেষ করে মার্কসের মৃত্যুর পর, অতিরঞ্জিত না করেও বলা যেতে পারে যে এঙ্গেলস বিরামহীনভাবে চেষ্টা চালিয়ে গেছেন, জার্মানরা যাকে বিকৃত করেছিল তাকে সোজা করে তুলতে।

১৮৮৪ সালের সমাপ্তি। জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, পাতি-বুর্জোয়া সংস্কারযুক্ত রাইখস্টাগের ডেপুটিরা নিন্দিত হয়েছিলেন জাহাজ শিল্পে অনুদানের সপক্ষে ভোট দেওয়ার জন্যে ("Dampfersubvention," মেহরিং-এর ইতিহাস দেখুন)। এঙ্গেলস সোর্জকে জানিয়েছিলেন যে তাঁকে এই বিষয় নিয়ে বহু লেখালেখি করতে হয়। (১৮৮৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের চিঠি)৩০

১৮৮৫ সাল। "Dampfersubvention"-এর সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর অভিমত জ্ঞাপন করতে গিয়ে এঙ্গেলস (৩রা জুন) লিখেছিলেন যে "এটা প্রায় ভাঙ্গনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।" সোশ্যাল-ডেমোক্রাট ডেপুটিদের ফিলিস্তিনবাদ একটা "অতিকায়" রূপ ধারণ করেছিল। "একটি পাতি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রী সংসদীয় গোষ্ঠীর উদ্ভব জার্মানীর মত রাষ্ট্রে অবশ্যম্ভাবী"। এঙ্গেলস মন্তব্য করেছিলেন।

১৮৮৭ সাল। এঙ্গেলস সোর্জের চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন, সোর্জ লিখেছিলেন যে পার্টি ভিয়েরেকের মত ডেপুটিদের নির্বাচিত করে নিজের সম্মান হানি ঘটাচ্ছে, (Hochberg ধরনের একজন সোশ্যাল-ডেমোক্রাট) এঙ্গেলস তাঁকে জানিয়েছিলেন যে এ বিষয়ে কিছু করণীয় নেই, কেন না, শ্রমিক পার্টি রাইখস্টাগের জন্যে ভাল ডেপুটি খুঁজে পায় নি। "দক্ষিণপন্থী ভদ্রলোকেরা একথা জানেন যে ওদের এখনও সহ্য করা হচ্ছে তার একমাত্র কারণ হল সমাজতন্ত্র বিরোধী আইন এবং যেদিন পার্টি পুনরায় ক্রিয়া-কর্মের স্বাধীনতা ফিরে পাবে সেদিনই ওদের পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করা হবে।"

সাধারণভাবে এটা আরও বেশী গ্রহণযোগ্য যে পার্টি অন্য দিক দিয়ে হওয়ার চাইতে তার সংসদীয় বীরদের চাইতে শ্রেষ্ঠতর হবে' (৩রা মার্চ, ১৮৮৭)। লিবকনেট একজন আপসপন্থী ব্যক্তি—এঙ্গেলস অভিযোগ করে-ছিলেন যে সে মতাদ্বৈধতাকে সবসময় সুস্পষ্ট করে তুলবার মত ভাষা প্রয়োগ করে। কিন্তু যখন এটা একটা ভাঙ্গনের মুখে আসে তখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের মুহূর্তে সে আমাদের সঙ্গী হয়।

১৮৮৯ সাল। প্যারিসে আজ দুটো আন্তর্জাতিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক কংগ্রেস রয়েছে। সুবিধাবাদীরা (নেতৃত্বে আছেন ফরাসী সম্ভাব্যতাবাদী)৩১ বেরিয়ে এসেছে বিপ্লবী সোশ্যাল ডেমোক্রাট থেকে। এঙ্গেলস (যখন তাঁর

বয়েস ছিল ৬৮ বৎসর ) তখন একজন তরুণের আকুলতা নিয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বেশ কিছু সংখ্যক চিঠিও তিনি লিখেছিলেন ( ১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারী থেকে ২০শে জুলাই পর্যন্ত )। কেবলমাত্র ওরাই নয়, জার্মানদের মধ্যে লিবকনেট ও বেবেল সহ অন্যান্যদেরও কষাঘাত করা হয়েছিল তাদের আপসকামী মনোভাবের জন্যে।

সম্ভাব্যতাবাদীরা ফরাসী সরকারের কাছে নিজেদের বিক্রি করে দিয়েছিলেন, এঙ্গেলস ১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারী এই কথা লিখেছিলেন। তিনি এই বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন যে ব্রিটিশ সোশ্যাল-ডেমো-ক্রাটিক ফেডারেশনের ( এস. ডি. এফ ) সদস্যবৃন্দ সম্ভাব্যতাবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন।" "এই অধঃপতিত কংগ্রেসের সঙ্গে ছুটোছুটি ও লেখালেখি করতে করতেই আমার সময় ব্যয় হয়ে যাচ্ছে, অন্য কিছু করার আমার ফুরসৎ নেই।" ( ১৮৮৯ সালের ১১ই মে )। এঙ্গেলস রোষান্বিত হয়ে লিখেছিলেন, সম্ভাব্যতাবাদীরা কর্মব্যস্ত কিন্তু আমাদের লোকেরা ঘুমিয়ে আছে। এখন Auer ও Schippel-এর লোকেরাও দাবী করছে আমরা যেন সম্ভাব্যতা-বাদী কংগ্রেসে যোগ দিই। কিন্তু অবশেষে এটা লিবকনেটের চোখ খুলে দিয়েছে। বের্নস্তেইনের সঙ্গে একযোগে এঙ্গেলস সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে পুস্তিকা রচনা করেছিলেন ( ঐ পুস্তিকাগুলিতে বের্নস্তেইন স্বাক্ষর করলেও এঙ্গেলস ওগুলিকে "আমাদের পুস্তিকা" বলে উল্লেখ করেছিলেন )।

"এস. ডি. এফ-কে বাদ দিলে সমগ্র ইউরোপে সম্ভাব্যতাবাদীদের একটিও সমাজতান্ত্রিক সংগঠন নেই ( ১৮ই জুন, ১৮৮৯ )। ফলে ওরা যুক্ত হচ্ছে অ-সমাজতন্ত্রী ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে" ( এগুলি ওদের অবগতির জন্যে যারা আমাদের দেশে প্রশস্ত শ্রমিক পার্টি ও শ্রমিক কংগ্রেস ইত্যাদির জন্যে ওকালতি করে )। "আমেরিকার কাছ থেকে ওরা পাবে একজন শ্রমিকের নাইটকে", প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বাকুনিনপন্থীদের বিরুদ্ধে যে লড়াই করেছিল সেই একই ব্যক্তি : শুধুমাত্র এই পার্থক্যটুকু সহ সন্ত্রাসবাদীদের পতাকার পরিবর্তন হয়েছিল সম্ভাব্যতাবাদীদের পতাকা দিয়ে : ছোটখাট রেহাই-এর জন্যে বুর্জোয়াদের কাছে নীতি বিক্রয় বিশেষ করে নেতৃবর্গের ভাল মাইনের চাকরীর জন্যে শহর ও শ্রমিক বিনিময় কেন্দ্রগুলিতে )"। ব্রাউস. ( সম্ভাব্যতাবাদীদের ) এবং হিণ্ডম্যান ( এস. ডি. এফ.-এর নেতা যে এস.

ডি. এফ: সম্ভাব্যতাবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে) "কর্তৃত্ব ব্যঞ্জক মার্কস-বাদ"-কে আক্রমণ করেছিল এবং "নতুন আন্তর্জাতিকের প্রাণকেন্দ্র" প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল।

"জার্মানদের সরলতা সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা নেই। এই বিষয়ের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে এমন কি বেবেলের কাছে ব্যাখ্যা করতেও আমাকে প্রচুর খাটতে হয়েছে" (৮ই জুন, ১৮৮৯)। দুটি কংগ্রেস যখন বৈঠকে বসল, যখন বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা সম্ভাব্যতাবাদীদের চাইতে সংখ্যায় বহুগুণ বেশী হয়েছিল (সম্ভাব্যতাবাদীরা ট্রেড ইউনিয়নবাদীদের সঙ্গে অর্থাৎ অস্ট্রিয়ানদের একাংশ এস.ডি.এফ.-এর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল) তখন এঙ্গেলস খুশি হয়েছিলেন। (১৭ই জুলাই ১৮৮৯)। তিনি এইজন্যে খুশি হয়েছিলেন যে লিবকনেট এবং অন্যান্যদের ভাবপ্রবণ আপসকামী প্রস্তাব ও পরিকল্পনা সফলতা অর্জন করে নি। (২০শে জুলাই ১৮৮৯)। এটা আমাদের ভাবপ্রবণ ভ্রাতৃবৃন্দের পক্ষে উপযুক্ত ব্যবহারই বটে, কারণ বন্ধুত্বের সদিচ্ছা পূর্ণমাত্রায় তাদের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও তাদের কোমলতম স্থানে পদাঘাত করা হয়েছিল। এর দ্বারা ওরা হয়ত কিছুদিনের জন্যে রোগ মুক্ত হয়ে উঠবে"।

......মেহরিং সঠিক ছিলেন যখন তিনি বললেন (Der Sorgesche Brief wechsel) মার্কস ও এঙ্গেলসের "ভাল ব্যবহার" সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা নেই: "যদি ওরা প্রতিটি আঘাত হানার বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা না করে থাকে তাহলে যে কটা আঘাত ওরা সহ্য করেছে তার জন্যে অনুযোগও করে নি। যদি ওরা ভেবে থাকে যে ওদের ছুঁচ আমার পুরানো, মোটা ও পাকা চামড়া ভেদ করতে পারবে তাহলে ওরা ভুল করেছে," এঙ্গেলস একবার এই কথা লিখেছিলেন। মেহরিং, মার্কস ও এঙ্গেলস সম্পর্কে বলেছিলেন যে ওঁরা অনুমান করে নিয়েছিলেন অন্যান্যদের মধ্যেও সেই অভেদ্যতা আছে যে অভেদ্যতা ওঁরা নিজেরা অর্জন করেছেন।

১৮৯৩ সাল। ফেবিয়ানদের বিশুদ্ধতা প্রকাশ পেয়েছিল বের্নস্তেইন সমর্থকদের প্রতি মন্তব্যের সময় (কারণ বের্নস্তেইন কি ইংলণ্ডে ফেবিয়ানদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তাঁর সুবিধাবাদের উদ্ভব ঘটান নি?) ইংলণ্ডের ফেবিয়ানরা হল কর্মজীবনে উন্নতি ঘটাতে প্রয়াসী একটি গোষ্ঠী যাদের সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতা সম্পর্কে যথেষ্ট উপলব্ধি আছে কিন্তু ওরা

সম্ভবতঃ এই সুবৃহৎ কাজকে কেবলমাত্র অমার্জিত প্রোলেতারিয়েতের হাতে ছেড়ে দিতে রাজী নয় এবং তাই নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে চায় শীর্ষস্থানে। বিপ্লব ভীতিই হল ওদের মৌলিক নীতি। ওরা হল সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষায় শিক্ষিত। ওদের সমাজতন্ত্র হল পৌর সমাজতন্ত্র সমগ্র জাতি নয়, উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিক হবে গোষ্ঠী, অন্ততঃপক্ষে সাময়িকভাবে।

ওদের এই সমাজতন্ত্রকে উপস্থাপন করা হয় বুর্জোয়া উদারনীতিবাদের চরম কিন্তু অবধারিত ফলাফল হিসাবে; তাই ওদের কৌশল, প্রতিদ্বন্দ্বী উদারনৈতিকদের চূড়ান্ত বিরোধিতা নয়, কৌশল হল সমাজতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের দিকে ওদের ঠেলে দেওয়া অর্থাৎ ওদের সঙ্গে ছল চাতুরী করা, উদারনীতির সঙ্গে সমাজতন্ত্রের মিশ্রণ ঘটানো—উদারনৈতিকদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রী প্রার্থী খাড়া করানোর জন্য নয়, উদারনৈতিকদের সঙ্গে ওদের বেঁধে ফেলা, উদার-নৈতিকদের উপর ওদের জোর করে চাপিয়ে দেওয়া অথবা ওদের নেওয়ার মধ্যে জোচ্চুরি করা। ওরা অবশ্য উপলব্ধি করতে পারবে না যে এইসব করার ফলে ওরা নিজেরা প্রতারণার দিকেই যায় এবং নিজেরা প্রতারিত হয় অথবা সমাজতন্ত্র সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলা হয়।

প্রচুর পরিশ্রম করে বহু জঞ্জালের মধ্যে ওরা কিছু প্রচারধর্মী লেখা ছাপাতে সক্ষম হয়েছে, এটা প্রকৃতপক্ষে ইংরেজদের দ্বারা এই বিষয়ে প্রকাশিত সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। কিন্তু যে মুহূর্তে ওরা শ্রেণীসংগ্রাম গোপন করার সুনির্দিষ্ট কৌশল নিয়ে অগ্রসর হয় সেই মুহূর্তেই সব কিছুই ঘোলাটে হয়ে যায়। তাই মার্কস ও আমাদের সকলের প্রতি ওদের অন্ধ বিদ্বেষের কারণ হল শ্রেণীসংগ্রাম।

"এইসব ব্যক্তির মধ্যে অবশ্য বহু বুর্জোয়া অনুগামী আছে এবং সেইজন্য টাকাও আছে*।

## কেমন করে প্রাচীনেরা সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির মধ্যে বুদ্ধিবাদী সুবিধাবাদের মূল্য নিরূপণ করেছিলেন

১৮৯৪ সাল। কৃষক প্রশ্ন। ১৮৯৪ সালের ১০ই নভেম্বর এঙ্গেলস লিখেছিলেন "মংাদেশে সফলতা আরও সফলতার ক্ষুধাকে জাগিয়ে তুলছে

* এফ.এ. সোর্জের কাছে লেখা এঙ্গেলসের চিঠি, ১৮ই জানুয়ারী, ১৮৯৩।—সম্পাদক

এবং আক্ষরিক অর্থে কৃষকদের পাকড়াও করছে এবং এটাই রীতি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রথমে ফরাসীরা নানটিস থেকে লাফর্গের মাধ্যমে ঘোষণা করে কেবলমাত্র এটাই নয় যে, ত্বরান্বিত করাটাই আমাদের কাজ নয়……ছোট কৃষকদের সর্বনাশ, যা পুঁজিবাদ আমাদের জন্য রেখে যাচ্ছে, কিন্তু ওরা যুক্ত করে যে সুদখোর ও জমিদারদের হাত থেকে রক্ষা করব। কিন্তু আমরা এই ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারি না, এর প্রথম কারণ এটা নির্বুদ্ধিতা এবং দ্বিতীয় কারণ, এটা অসম্ভব। পরে অবশ্য ফ্রাঙ্কফোর্টে ভলমার এসে উপস্থিত হন এবং সমগ্র কৃষককুলকে ঘুষ দিয়ে বশীভূত করতে চান যদিও আপার বাভেরিয়ার যে কৃষকদের সঙ্গে তার বোঝা পড়া করতে হবে তারা রাইনল্যাণ্ডের ঋণ-জর্জর ক্ষুদ্র কৃষক নয়, ওরা হল মাঝারি ও সম্পন্ন কৃষক যারা নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে কৃষক খামারীদের শোষণ করে এবং শস্য ও বলদ বিক্রি করে দেয়। নীতিকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেওয়া ছাড়া এটা কিছুতেই করা যায় না।।"

১৮৯৪ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর,……"বাভেরিয়রা, যারা অত্যন্ত বেশী সুবিধাবাদীতে পরিণত হয়েছে এবং প্রায় একটি অতি সাধারণ গণপার্টিতে পরিণত হয়েছে (অর্থাৎ নেতৃবর্গের অধিকাংশ) যারা সাম্প্রতিক কালে পার্টিতে যোগ দিয়েছে তাদের অধিকাংশ) তারা সামগ্রিক বাজেটের সপক্ষে বাভেরিয় ডায়েটে ভোট দিয়েছিল, বিশেষ করে ভলমার কৃষকদের মধ্যে একটা আন্দোলনের সূত্রপাত করেন এবং তাঁর লক্ষ্য ছিল যে সমস্ত ব্যক্তি ২৫ থেকে ৮০ একর পর্যন্ত জমির মালিক (১০ থেকে ৩০ হেক্টর) এবং যারা মজুরি শ্রমিক ব্যতিরেকে চাষ আবাদের কাজ চালাতে পারে না—সেই সব আপার বাভেরিয় সম্পন্ন কৃষকদের আস্থা অর্জন, খামারের কাজে নিযুক্ত কৃষকদের পরিবর্তে।"

এইভাবে আমরা লক্ষ্য করি যে গত দশ বছরেরও বেশী সময় ধরে মার্কস ও এঙ্গেলস সুসম্বদ্ধভাবে ও অবিরাম জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সুবিধাবাদী অংশের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন এবং বুদ্ধিবাদী ফিলিস্তিনবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে পাতি-বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গীর উপর আক্রমণ চালিয়েছেন। এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা সাধারণ মানুষের জানা আছে যে জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাসিকে মার্কসবাদী প্রলেতারীয় নীতি ও কৌশলের আদর্শরূপে গণ্য করা হয় কিন্তু ওরা জানে না যে মার্কসবাদের

প্রতিষ্ঠাতাদের কি নিরবচ্ছিন্ন লড়াই চালাতে হয়েছিল পার্টির "দক্ষিণপন্থীদের" বিরুদ্ধে (এঙ্গেলসের ভাষায়)। এটা মোটেই আকস্মিক ঘটনা নয় যে এঙ্গেলসের মৃত্যুর অল্প কিছু দিন পরেই এই গোপন লড়াই খোলাখুলি লড়াইয়ে পরিণত হল। এটা হল বিগত কয়েক দশক ধরে জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাসির ঐতিহাসিক বিকাশের অবশ্যম্ভাবী ফল।

এখন আমরা সুস্পষ্টরূপে এঙ্গেলসের (এবং মার্কসের) সুপারিশ, নির্দেশ, সংশোধন, ভীতি প্রদর্শন ও আকুল আবেদনের দুটি ধারাকে উপলব্ধি করতে পারছি। বৃটিশ ও আমেরিকান সমাজতন্ত্রীদের কাছে তাঁদের সবচেয়ে বেশী জোরদার আবেদন ছিল শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে একীভূত হয়ে যাওয়ার এবং এর দ্বারা তাদের সংগঠন থেকে সংকীর্ণ ও গোঁড়া সাম্প্রদায়িক মনোভাবের উচ্ছেদ সাধনের। জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের তাঁরা ফিলিস্তিনবাদ ও "সংসদীয় মূর্খামি" (১৮৭৯ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে লেখা চিঠিতে মার্কসের ভাষায়) এবং পাতি-বুর্জোয়া বুদ্ধিবাদী সুবিধাবাদের খপ্পরে না পড়ার জন্যে অবিরাম সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

এটা কি বৈশিষ্ট্যসূচক নয় যে আমাদের সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক খোশ গল্পের প্রথম ধরনের সুপারিশ সম্পর্কে মুরগীর ডাক শুরু করে দেওয়া উচিত ছিল দ্বিতীয়টির সম্পর্কে মুখবন্ধ করে নিশ্চুপ থেকে? মার্কস ও এঙ্গেলসের চিঠিপত্রের এই একপেশে মূল্যায়ন কি রুশ সোশ্যাল ডেমো-ক্রাটদের "একদেশদর্শিতার" শ্রেষ্ঠ ইঙ্গিত নয়?

এই মুহূর্তে যখন আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে গভীর ক্রিয়াশীলতা ও দোদুল্যমানতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, যখন চূড়ান্ত সুবিধাবাদের "সংসদীয় মূর্খামি," ও ফিলিস্তিন সংস্কারবাদ বিপ্লবী সিণ্ডিকেলইজমের[৩৩] একটি চরম-পন্থী স্তরকে জাগিয়ে তুলছে—তখন বৃটিশ, আমেরিকান ও জার্মান সমাজতন্ত্রের কাছে মার্কস ও এঙ্গেলসের "সংশোধন"-গুলো অসাধারণ গুরুত্ব অর্জন করছে।

যে সব দেশে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি নেই, সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক সংসদ-সদস্য নেই, যেখানে সংবাদপত্রে অথবা নির্বাচনে কোন সুসম্বদ্ধ ও অবিচল ধারার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক নীতি অনুসৃত হয় না সেই সব দেশে মার্কস ও এঙ্গেলস সমাজতন্ত্রীদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, যে কোন উপায়ে তাঁরা যেন সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাবাদ থেকে নিজেদের মুক্ত

রাখেন এবং শ্রমজীবীদের আন্দোলনে সামিল হয়ে প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা জাগিয়ে তোলেন। কারণ উনবিংশ শতাব্দীর গত তিরিশ বছরে প্রলেতারিয়েত শ্রেণী আমেরিকা অথবা বৃটেনে কোন প্রকার রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে নি। এইসব রাষ্ট্রে যেখানে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ও ঐতিহাসিক কর্তব্য প্রায় অস্তিত্ববিহীন ছিল সেখানে রাজনৈতিক মঞ্চ পুরোপুরি দখল করেছিল জন্য কতক বিজয়ী ও আত্মসন্তুষ্ট বুর্জোয়া যারা বিশ্বের সর্বত্র শ্রমিকদের প্রতারণা করতে, নীতি ভ্রষ্ট করতে ও ঘুষ বশীভূত করতে অতুলনীয় ছিলেন। মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক বৃটিশ ও আমেরিকান শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি এই সব সুপারিশ সম্পর্কে ভাবলে দেখা যাবে রুশ পরিস্থিতিতে এগুলোকে সহজে ও সরাসরি মার্কসবাদ হিসাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, পদ্ধতিগত সুস্পষ্টতা অর্জনের জন্যে নয়, সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রসমূহে শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনের বাস্তব ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য অনুশীলনের জন্যে নয়, নগণ্য, গোষ্ঠীগত ও বুদ্ধিবাদী কলঙ্কগুলো মুছে ফেলার জন্যে।

অপরদিকে যে রাষ্ট্রে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এখনও চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয়নি, যেখানে সামরিক একনায়কতন্ত্র সংসদীয় আকারের সৌষ্ঠব যুক্ত (Critique of the Gotha Programme[৩৪]-এ মার্কস-ব্যবহৃত ভাষা) এবং এখনও বর্তমান, যেখানে প্রলেতারিয়েত শ্রেণী বহুদিন পূর্ব থেকেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত এবং একটি সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করে আসছে—এই রকম একটি রাষ্ট্রে, মার্কস ও এঙ্গেলস সব চাইতে বেশী যে বিষয়টি সম্পর্কে আশংকা বোধ করেছিলেন তা হল শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনের দায়িত্ব ও পরিসরের সংসদায় বিকৃতি ও ফিলিস্তিন ধাঁচে ক্ষতি সাধনের।

সর্বোপরি মার্কসবাদের এই দিকটার উপর জোর দেওয়া ও সুস্পষ্ট করে তোলা হল আমাদের কর্তব্য, বিশেষ করে রাশিয়ার অভ্যন্তরে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সময়, কারণ আমাদের দেশের "চমৎকার" বিশাল অর্থশালী উদারনৈতিক বুর্জোয়া সংবাদ পত্রগুলো প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর কাছে ঢক্কা নিনাদ করে "আদর্শ" আনুগত্য, সংসদীয় বৈধতা ও প্রতিবেশী জার্মান শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনে শালীনতা ও নরম পন্থার কথা প্রচার করছে।

রুশ বিপ্লবের বুর্জোয়া বিশ্বাসঘাতকদের অর্থের লোভে এই মিথ্যাচার আকস্মিক ঘটনা নয় অথবা ক্যাডেট[৩৫] শিবিরে অতীতের অথবা সুনির্দিষ্ট

কোন ভাবী মন্ত্রীর নীচতার জন্যেও নয়। রুশ উদারনৈতিক ভূম্যধিকারী এবং উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের গভীর অর্থনৈতিক স্বার্থ থেকেই এর সৃষ্টি বলে অনুমান করা যায়। এই মিথ্যাও "জনসাধারণকে হতভম্ব করে দেওয়ার" বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষেত্রে ("Massenverdummung" ১৮৮৬ সালে ২৯শে নভেম্বর তারিখে লেখা এঙ্গেলসের চিঠির বক্তব্য) মার্কস ও এঙ্গেলসের পত্রাবলী রুশ সমাজতন্ত্রীদের কাছে অপরিহার্য হাতিয়ার রূপে কাজ করবে।

উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের অর্থের লোভে মিথ্যাচার জনসাধারণের সামনে তুলে ধরে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের আদর্শ "শালীনতার" কথা। এইসব সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের নেতৃবর্গ যারা মার্কসবাদী তত্ত্বের জনক তারা আমাদের বলেন:

"ফরাসীদের বিপ্লবী ভাষা ও কার্যাবলী ভিয়েরেক ও তাঁর তাঁবেদারদের প্রতারণাকে (জার্মান রাইখস্ট্যাগের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক গোষ্ঠীর সুবিধাবাদী সমাজতন্ত্রীরা) অত্যন্ত দুর্বল করে দিয়েছে" (ফরাসী চেম্বারে একটি শ্রমিক গোষ্ঠী গঠন ও ডেকাজেভিল ধর্মঘট[৩৬] প্রসঙ্গে এই কথা বলা হয়েছিল যার ফলে ফরাসী আমূল পরিবর্তনকামীরা ফরাসী প্রলেতারিয়েত শ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল)। শেষে সমাজতান্ত্রিক বিতর্কে কেবলমাত্র লিবকনেট ও বেবেলই বক্তব্য রেখেছিলেন এবং উভয়ের বক্তব্যই বেশ ভাল হয়েছিল। এই বিতর্ক থেকে আমরা পুনরায় আমাদের সুন্দর সমাজের সামনে উপস্থিত করতে পারি যা কোনক্রমেই ওদের সকলের পক্ষে সম্ভব না। সাধারণভাবে এটা একটা উত্তম জিনিস যে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে জার্মানদের নেতৃত্ব, বিশেষ করে রাইখস্ট্যাগে এতগুলো ফিলিস্তিন মতবাদীদের পাঠানোর পর (যা অবশ্য সত্যিই এড়িয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না) একটা বোঝাপড়ার মুখোমুখি হয়েছে। জার্মানীতে শান্তির সময় সব কিছুই ফিলিস্তিনীয় হয়ে দাঁড়ায়, সেই জন্যে ফরাসী প্রতিযোগিতার খোঁচা অতি অবশ্য প্রয়োজন...।" (১৮৮৬ সালের ২৯শে এপ্রিলের চিঠি)

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিকে এই সব পাঠ থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে যা প্রধানতঃ জার্মানরা সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির আদর্শের প্রভাবাধীন রয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির চিঠিপত্রের কোন নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদ

থেকে আমাদের এই শিক্ষা দেওয়া হয় নি, এটা আমরা পেয়েছি প্রলেতারিয়েতের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার বন্ধুসুলভ খোলাখুলি সমালোচনার সমগ্র সত্তা ও সারাংশের দ্বারা, এমন একটি সমালোচনা যার কাছে কূটনীতি ও তুচ্ছ বিষয়গুলো ছিল অপরিচিত।

মার্কস ও এঙ্গেলসের চিঠিপত্রগুলোর মধ্যে এই তেজস্বিতা কি পরিমাণ ছিল তার আন্দাজ পাওয়া যাবে নিম্নলিখিত আপেক্ষিকভাবে সুনির্দিষ্ট কিন্তু অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অনুচ্ছেদগুলো থেকে।

১৮৮৯ সালে অদক্ষ ও অশিক্ষিত শ্রমিকদের একটি নতুন আন্দোলন (গ্যাসকর্মী ও ডককর্মী ইত্যাদি) বৃটেনে গড়ে উঠতে থাকে, এই আন্দোলন ছিল নতুন ও বিপ্লবী সত্তার বিশিষ্টতাপূর্ণ। এঙ্গেলস এই আন্দোলন দেখে খুশী হয়েছিলেন। তিনি মার্কসের কন্যা তুসির ভূমিকা সম্পর্কে সোৎসাহে উল্লেখ করেছিলেন, যে শ্রমিকদের মধ্যে এই আন্দোলন পরিচালনা করেছিল। ১৮৮৯ সালের ৭ই ডিসেম্বর লণ্ডন থেকে লিখেছিলেন, "এখানকার জঘন্যতম বিষয়টি হল বুর্জোয়া "সম্মানবোধ" যা শ্রমিকদের মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করেছে, অসংখ্য স্তরে বিভক্ত সমাজ, প্রত্যেকেই বিনা প্রতিবাদে স্বীকৃত, প্রত্যেকেরই নিজস্ব অহমিকা আছে আর তার সঙ্গে আছে ওদের "শ্রেষ্ঠতর" ও "উচ্চতর"দের প্রতি জন্মগত শ্রদ্ধা যা এত প্রাচীন এবং দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত যে বুর্জোয়ারা এর ফলে অতি সহজেই ওদের টোপ গেলাতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমি মোটেই সুনিশ্চিত নই যে জন বার্নস, লর্ড মেয়র, কার্ডিনাল ম্যানিং-এর জনপ্রিয়তার সঙ্গে তুলনায় এবং তাঁর শ্রেণীর কাছে জনপ্রিয়তার চাইতে সাধারণভাবে বুর্জোয়া হিসাবে গোপনে বেশী গর্ববোধ করেন কিনা। এবং সর্বশ্রেষ্ঠ—একজন পূর্বতন লেফটেনান্ট, বহু বছর পূর্বে বুর্জোয়াদের সঙ্গে চক্রান্ত করেছিল, বিশেষ করে রক্ষণশীল উপাদানসমূহের সঙ্গে, যাজকদের চার্চ কংগ্রেসে সমাজতন্ত্র প্রচার করেছিল। এমন কি টমম্যান যাকে আমি ওদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে সম্মান করি, তিনিও এই কথা উল্লেখ করতে ভালবাসেন যে তিনি লর্ড মেয়রের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজে বসবেন। যদি কেউ এর সঙ্গে ফরাসীদের তুলনা করেন, তাহলে তিনি বুঝতে পারবেন বিপ্লব মোটামুটি কি ভাল করে।"

কোন মন্তব্যের প্রয়োজন নেই।

আরেকটি দৃষ্টান্ত। ১৮৯১ সালে ইউরোপীয় যুদ্ধের বিপদ ছিল।

এঙ্গেলস এই বিষয় নিয়ে বেবেলের সঙ্গে পত্রালাপ করেছিলেন এবং তাঁরা একমত হয়েছিলেন যে রাশিয়া যদি জার্মানী আক্রমণ করে তাহলে জার্মান সমাজতন্ত্রীরা অবশ্যই অকুতোভয়ে রুশদের বিরুদ্ধে অথবা রুশদের যে কোন বন্ধু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। জার্মানী যদি ধ্বংস প্রাপ্ত হয় তাহলে আমরাও শেষ হয়ে যাব, খুব জোর সংগ্রামটা এত ভয়ংকর হবে যে জার্মানী কেবমাত্র বিপ্লবী পন্থায় নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে যাতে খুব সম্ভবতঃ আমাদের বাধ্য হতে হবে শিরস্ত্রাণ ধারণ করতে এবং ১৭৯৩ সালের অবস্থা পুনঃ স্থাপন করতে," ( ২৪শে অক্টোবর ১৮৯১ সালের চিঠি )

সেই সব সুবিধাবাদীর এটা লক্ষ্য করা উচিত যারা বাড়ির ছাদ থেকে চীৎকার করে বলেছিলেন যে ১৯০৫ সালের রুশ শ্রমিক পার্টির "জ্যাকো-বিন"দের মত ভবিষ্যৎ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ছিল না। এঙ্গেলস বেবেলের কাছে সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের অস্থায়ী সরকারে অংশ গ্রহণের সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি উপযুক্ত প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টিসমূহের কর্তব্য সম্পর্কে এই ধরনের মতামত তুলে ধরে মার্কস ও এঙ্গেলস একটি রুশ বিপ্লবে এবং এর সর্বজনীন গুরুত্বের ওপর স্বাভাবিক আস্থা রেখেছিলেন। প্রায় ২০ বছর সময় কালের মধ্যে রুশ বিপ্লব সম্পর্কে আকুল প্রত্যাশা আমরা লক্ষ্য করি এই পত্রালাপের মধ্যে।

১৮৭৭ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখ লেখা মার্কসের চিঠিটার কথাই ধরা যাক। তিনি প্রাচ্যের সংকট সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহী: "রাশিয়া অনেক দিন ধরেই একটা অগ্ন্যুৎপাতের দ্বারদেশে অবস্থান করছে, এর সব রকম উপাদানই তৈরী···নির্ভীক তুর্কীরা যে আঘাত হেনেছে তারা দ্বারা এই বিস্ফোরণকে কয়েক বছর এগিয়ে দিয়েছে। এই বিস্ফোরণ শুরু হবে Secundum artem (কৌশলের নিয়ম অনুযায়ী), কেউ কেউ তখন নিয়মতান্ত্রিকতা নিয়ে খেলা করবেন, etpuis it y aura un beau tapage [ এবং তারপর একটা চমৎকার সোরগোল শুরু হবে ] "প্রকৃতিমাতা যদি আমাদের প্রতি বিরূপ না হন তাহলে আমরা মজাটা দেখবার জন্যে তখনও বেঁচে থাকব।" ( মার্কসের বয়স তখন ৫৯ )

প্রকৃতি-মাতা "মজা দেখার জন্যে" মার্কসকে বেঁচে থাকতে দেন নি বা দেখতে সম্মতিদান করেন নি। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন "নিয়ম-

তান্ত্রিকতা নিয়ে খেলা” প্রসঙ্গে এবং এটা যেন প্রথম ও দ্বিতীয় রুশ ডুমা’র সম্পর্কে তাঁর গতকালের লেখা বলে মনে হয় এবং আমরা জানি “নিয়মতান্ত্রিকতা নিয়ে খেলা”র বিরুদ্ধে জনগণের প্রতি হুঁশিয়ারীই ছিল বয়কট কৌশলের “জীবন্ত প্রাণ” যাকে উদারনৈতিকরা ও সুবিধাবাদীরা এত তীব্র ঘৃণা করেছে।

অথবা ১৮৮০ সালের ৫ই নভেম্বর মার্কস লিখিত চিঠির বিষয় ধরা যাক। রাশিয়াতে ক্যাপিটালের সাফল্যের জন্যে তিনি খুশি হয়েছিলেন এবং নারদনায়া ভোলয়া সংগঠনের সদস্যদের অংশকে নতুন জেগে ওঠা সাধারণ পুনর্বণ্টন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নিয়ে গিয়েছিলেন। মার্কস সঠিকভাবেই ওদের মতামতের মধ্যে সন্ত্রাসের উপাদানকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তখন কিছুই না জেনে এবং সাধারণ পুনর্বণ্টন নারদনিকদের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটে পরিণত হবার ভবিষ্যৎ ক্রমবিকাশ সম্পর্কে জানার কোন সুযোগ না থাকায় মার্কস তাঁর মর্মভেদী বক্রোক্তিতে ওদের জর্জরিত করেছিলেন :

“এইসব ভদ্রলোক সর্বপ্রকার রাজনৈতিক বিপ্লবী ক্রিয়াকর্মের বিরোধী। রাশিয়াকে সন্ত্রাসমূলক কমিউনিস্ট নাস্তিক স্বর্ণযুগে ডিগবাজী খেতে হবে। ইত্যবসরে ওরা তৈরী হচ্ছে মতান্ধতা সহ একটা উল্লম্ফনের জন্যে যার তথাকথিত principes courent la rue depuis le feu Bakounine.”

এর থেকে আমরা বুঝতে পারি কেমন করে মার্কস ১৯০৫ সালের রাশিয়ার গুরুত্বকে এবং পরবর্তী বছরগুলোর সোশ্যাল-ডেমোক্রাটের রাজনৈতিক বিপ্লবী ক্রিয়াকর্মকে* উপলব্ধি করেছিলেন।

১৮৮৭ সালে ৬ই এপ্রিল তারিখে লেখা এঙ্গেলসের একটি চিঠি আছে : “অপরদিকে মনে হয় রাশিয়াতে যেন একটা সংকট আসন্ন। সাম্প্রতিক কালের

* স্মরণশক্তি যদি আমায় প্রবঞ্চনা না করে, তাহলে বলতে পারি যে ঘটনাক্রম প্লেখানভ অথবা ভি. আই. জাসুলিচ ১৯০০-০৩ সালে আমাকে এঙ্গেলসের কাছ থেকে প্লেখানভের কাছে আমাদের মতবিরোধ ও রাশিয়ার আসন্ন বিপ্লব সম্পর্কে একটা চিঠির অস্তিত্বের কথা বলেছিলেন। এটা জানা খুবই আগ্রহোদ্দীপক। সত্যি সত্যিই এরকম কোন চিঠি ছিল কিনা, এখনও তার অস্তিত্ব আছে কিনা এবং তা মুদ্রিত করে প্রকাশ করার সময় হয়েছে কিনা।

সহায়কবৃন্দ সমস্ত পরিকল্পনাকেই বানচাল করে দেয়……" ১৮৮৭ সালের ৯ই এপ্রিলের চিঠিতেও সেই একই কথা…সৈন্যবাহিনী ভরে আছে অসন্তুষ্ট ও চক্রান্তকারী অফিসারে (এই সময় এঙ্গেলস নারদনায়া ভোলয়া সংগঠনের বিপ্লবী সংগ্রামের জন্যে উৎসাহিত হয়েছিলেন, তিনি তাঁর আশাকে অফিসারদের ওপর স্থাপন করেছিলেন, তখনও তিনি রুশ সৈনা ও নাবিকদের বিপ্লবী তেজ দেখতে পান নি যা উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮ বছর পরে……) আমার মনে হয় না বিষয়গুলি আরও এক বছর স্থায়ী হবে, রাশিয়াতে একবার শুরু হলে (বিপ্লব) কেবলই আনন্দ ধ্বনি!

১৮৮৭ সালের ২৩শে এপ্রিল তারিখে লিখিত একটি চিঠি: "জার্মানীতে হত্যার পর হত্যা চলছে (সমাজতন্ত্রীদের)। এই রকম মনে হচ্ছে যেন বিসমার্ক সব কিছুই প্রস্তুত রাখতে চান যাতে যে মুহূর্তে রাশিয়াতে বিপ্লব শুরু হবে; যা এখন মাস কয়েকের ব্যাপার মাত্র জার্মানী তৎক্ষণাৎ সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারে (Losgescblagen werden)।

মাসগুলো অত্যন্ত বেশী দীর্ঘ বলে প্রমাণিত হল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ফিলিস্তিনবাদীদের দেখা পাওয়া যাবে যারা ভ্রূ কুঞ্চন করে এবং কপাল কুঁচকে নির্মমভাবে এঙ্গেলসের "বিপ্লববাদে"র নিন্দা করবে অথবা অসংযত-ভাবে প্রাচীন নির্বাসিত বিপ্লবীদের প্রাচীন অবাস্তবতার প্রতি হাসবে।

হ্যাঁ মার্কস ও এঙ্গেলস বারবার বহু ভুল করেছেন বিপ্লবের সময় নিরূপণে, বিপ্লবের সাফল্য সম্পর্কে তাঁদের আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে (যেমন ১৮৪৮ সালে জার্মানীতে) জার্মান "সাধারণতন্ত্রের" আসন্ন সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁদের বিশ্বাসে ("সাধারণতন্ত্রের জন্যে মৃত্যুবরণ", এঙ্গেলস ঐ সময়ের জন্যে লিখে-ছিলেন, তাঁর মনোভাবকে স্মরণ করেছিলেন রাইখ শাসনতন্ত্রের জন্যে সামরিক অভিযানে অংশ গ্রহকারী রূপে (১৮৪৮-৪৯ সালে)। ১৮৭১ সালে ওরা ভুল করেছিল যখন ওরা দক্ষিণ ফ্রান্সে বিপ্লব সৃষ্টি করতে চেয়েছিল" যার জন্যে (বেকার লিখছেন: "আমরা" তাঁর নিজেকে এবং ঘনিষ্ঠতম বন্ধু বান্ধবদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে, ১৮৭১ সালের ২১শে জুলাই লিখিত ১৪নং চিঠি) মানবিক দিক থেকে ওদের সম্ভাব্য সব কিছুর ঝুঁকি নিতে হয়েছিল এবং ত্যাগ করতে হয়েছিল।" ঐ একই চিঠিতে লেখা আছে: "মার্চ ও এপ্রিলে যদি আমাদের হাতে আরও অধিক পরিমাণ উপকরণ থাকত তাহলে আমরা সমগ্র দক্ষিণ ফ্রান্সকে জাগিয়ে তুলতে পারতাম এবং প্যারী কমিউনকে রক্ষা

করতে পারতাম।" কিন্তু এই সব ভুল—অর্থাৎ সর্বোচ্চ বিপ্লবী চিন্তা-নায়কদের ভুল, যাঁরা সমগ্র বিশ্বের প্রোলেতারিয়েত শ্রেণীকে নগণ্য, অতি সাধারণ ও তুচ্ছ কর্তব্যাকর্তব্যের স্তর থেকে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন এবং করেওছিলেন, তাঁরা হাজারগুণ বেশী মহৎ ও চমৎকার এবং সরকারী উদারনৈতিকতার গতানুগতিক জ্ঞানের চাইতে ঐতিহাসিক দিক থেকে অধিকতর মূল্যমান ও সত্য, যা বিপ্লবী গর্বের গর্বকে তুলে ধরে, প্রশংসা, চেঁচামেচি ও আবেদন করে, প্রচার করে বিপ্লবী সংগ্রামের অকার্যকারিতা এবং প্রতি বিপ্লবী "নিয়মতান্ত্রিক" উদ্ভট কল্পনার মোহনীয়তাকে……

রুশ শ্রমজীবী শ্রেণী ওদের স্বাধীনতা অর্জন করবে এবং ওদের বিপ্লবী ক্রিয়াকর্মের দ্বারা সমগ্র ইউরোপের প্রেরণা যোগাবে, ভুলে ভরা থাকলেও,—ফিলিস্তিনবাদীরা তাদের বিপ্লবী নিষ্ক্রিয়তার অভ্রান্ততা নিয়ে গর্ববোধ করুক।

এপ্রিল ৬ (১৯) ১৯০৭ সালে লিখিত
*"ফ্রেডরিখ সোর্জ এবং অন্যান্যদের কাছে জোহানিজ বেকার জোসেফ ডিয়েটজেন ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস, কার্ল মার্কস এবং অন্যান্যদের লেখা চিঠিপত্র*
এই নামে পুস্তকাকারে ১৯০৭ সালে প্রকাশিত হয়।
প্রকাশক: পি. জি. ডগ্ স্ট্রিট
পিতার্সবার্গ

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ১২,
পৃ: ৩৬১-৭৮

# আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী কংগ্রেসের স্টুটগার্ট অধিবেশন

এই বছরের আগস্ট মাসে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী কংগ্রেসের স্টুটগার্ট অধিবেশনের বৈশিষ্ট্য ছিল এর বিশালতা ও প্রতিনিধিত্বমূলক গঠন: পাঁচটি মহাদেশ থেকে সর্বমোট ৮৮৬ জন প্রতিনিধি এসেছিলেন। প্রোলেতারিয় সংগ্রামে চমৎকার আন্তর্জাতিক সংহতি প্রদর্শন ছাড়াও কংগ্রেস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল সমাজতান্ত্রিক পার্টি সমূহের কৌশলগুলি ব্যাখ্যা প্রদান করতে। বহুসংখ্যক প্রশ্নে এই কংগ্রেস সাধারণ প্রস্তাব গ্রহণ করেছে যার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এতকাল সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল পৃথক পৃথক সমাজতান্ত্রিক পার্টির ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর। ক্রমেই অধিকতর সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্রে যে নীতিভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন, সেটাইল হল লক্ষণীয় প্রমাণ যে সমাজতন্ত্র এখন একটি একক আন্তর্জাতিক শক্তিতে গড়ে উঠছে।

এই সংখ্যার৩৮ অন্যত্র স্টুটগার্ট সিদ্ধান্তসমূহের পূর্ণ পাঠ পাওয়া যাবে আমরা প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব প্রধান বিতর্ক-মূলক কেন্দ্র বিন্দুটিকে এবং কংগ্রেসের মধ্যে বিতর্কের চরিত্রটিকে তুলে ধরার জন্যে।

ঔপনিবেশিক প্রশ্ন আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে এই প্রথমবার গুরুত্ব পেয়েছে তা নয়। আজ পর্যন্ত যতগুলো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তার সব কটাতেই বুর্জোয়া ঔপনিবেশিক নীতিকে লুঠ ও হিংসাত্মক নীতি বলে একবাক্যে নিন্দা করা হয়েছে। এখন অবশ্য কংগ্রেস কমিশন এমনভাবে গঠিত যাতে সুবিধাবাদীদের নেতা রূপে পরিচিত হলাণ্ডের ভ্যানকলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল। খসড়া সিদ্ধান্তের মধ্যে এই মর্মে একটি বাক্য সংযোজিত হল যে কংগ্রেস নীতিগতভাবে সর্ব প্রকার ঔপনিবেশিক নীতির নিন্দা করে নি কারণ সমাজ-তন্ত্রের অধীনে ঔপনিবেশিক নীতি মার্জিতকরণের ভূমিকা পালন করতে

পারে। কমিশনের অন্তর্গত সংখ্যালঘিষ্ঠরা (জার্মানীর লেডেবুর; পোলিশ ও রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা সহ অন্যান্যরা) এই ধরনের কোন চিন্তার অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। বিষয়টিকে কংগ্রেসে উপস্থাপনা করা হল যেখানে দুটি চিন্তাধার অনুগামীদের সংখ্যা প্রায় সমান সমান থাকায় অত্যন্ত উত্তপ্ত বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল।

সুবিধাবাদীরা ভ্যানকলকে সমর্থন করেছিল। অধিকাংশ জার্মান প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে বলবার সময় বের্নস্তেইন ও ডেভিড "সমাজতন্ত্রী ঔপনিবেশিক নীতি" গ্রহণ করার দাবী জানিয়েছিলেন এবং চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে ওদের, ঊষর, নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী, সংস্কারের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে অক্ষমতা কার্যকরী ঔপনিবেশিক কার্যসূচীর অভাব ইত্যাদির জন্যে রোষ বর্ষণ করেছিলেন। ঘটনাক্রমে ওদের বিরোধিতা করলেন কাউৎস্কি, যিনি কংগ্রেসের কাছে অধিকাংশ জার্মান প্রতিনিধিবৃন্দের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত ঘোষণার দাবী জানালেন। তিনি সঠিকভাবেই উল্লেখ করেছিলেন যে সংস্কারের জন্যে সংগ্রাম বর্জন করার কোন প্রশ্নই নেই, এটা বিপ্লবের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে যা কোন বিরোধের সৃষ্টি করে নি। আলোচ্য বিষয়টি হল আমরা আধুনিক বুর্জোয়া লুণ্ঠন ও হিংসার রাজত্বের প্রতি কোন দাক্ষিণ্য দেখাবো কি না। কংগ্রেসকে বর্তমান কালের ঔপনিবেশিক নীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে হয়েছিল যার ভিত্তি ছিল প্রাচীনকালের অধিবাসীর পুরোদস্তুর ক্রীতদাসত্ব। বুর্জোয়ারা প্রকৃতপক্ষে উপনিবেশগুলোতে দাসব্যবস্থার প্রচলন করছিল এবং স্থানীয় জনসাধারণের উপর নজীরহীন নির্যাতন ও হিংসাত্মক পীড়ন চালাচ্ছিল এবং ওদের "সুসভ্য" করে তুলছিল মদের নেশা ও সিফিলিস রোগের বিস্তার ঘটিয়ে। সেই পরিস্থিতিতে আশা করা হচ্ছিল সমাজতন্ত্রীরা নীতিগতভাবে ঔপনিবেশিক নীতি গ্রহণের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে এড়িয়ে যাওয়ার মত বক্তব্য রাখবেন! এটা বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পুরোপুরি সরে আসাই বোঝাত। প্রলেতারিয়েত শ্রেণীকে বুর্জোয়া আদর্শবাদের এবং বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদের অধীন করার দিকে এটা একটা নির্ধারক পদক্ষেপ হতে পারত যা এখন ঔদ্ধত্য সহকারে মাথা চাড় দিচ্ছে।

কংগ্রেস, কমিশনের প্রস্তাব দশজনের অনুপস্থিতি সুইজারল্যাণ্ড) নিয়ে ১২৮-১০৮ ভোটে নাকচ করে দিয়েছিল। এটা এখানে উল্লেখ করা উচিৎ যে এই প্রথবার স্টুটগার্টে প্রতিটি জাতির জন্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট ভাগ

করে দেওয়া হয়েছিল যা ২০ থেকে ( রাশিয়া সহ বড় বড় জাতি ) ২-এর মধ্যে ( লুক্সেমবার্গ ) ওঠা নামা করছিল। ছোট ছোট জাতির যুক্তভাবে ভোট, যা, হয় কোন ঔপনিবেশিক নীতি অনুসরণ করে না অথবা এরজন্যই ক্ষতিগ্রস্ত, তা অন্যান্য জাতির ভোটের তুলনায় অনেক বেশী ভারী ছিল যেখানে প্রলেতারিয়েতের মধ্যে পর্যন্ত কিছু পরিমাণে সাম্রাজ্য বিস্তারের লোভ সংক্রামিত হয়েছি।

ঔপনিবেশিক প্রশ্নে এই ভোটের অসীম গুরুত্ব আছে। প্রথমতঃ এটা সমাজতান্ত্রিক সুবিধাবাদকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে, যা বুর্জোয়া স্তুতিবাদের কাছে হার মানে। দ্বিতীয়তঃ এটা ইউরোপীয় শ্রমিক আন্দোলনের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করেছে, এটা এমন একটা জিনিস যা প্রলেতারীয় স্বার্থের ক্ষতি সাধন করতে পারে না এবং এই জন্যেই এর প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া উচিত। মার্কস প্রায়ই সিসমণ্ডির একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তির উদ্ধৃতি দিতেন। এই উক্তির মধ্যে আছে : প্রাচীন বিশ্বের প্রলেতারিয়েত সমাজের খরচে বেঁচে থাকত : আধুনিক সমাজ বেঁচে থাকে প্রলেতারিয়েতের খরচে।

সম্পত্তিহীন কিন্তু কর্মহীন শ্রেণী শোষকদের উৎখাত করতে অক্ষম। একমাত্র প্রলেতারিয়েত যারা সমগ্র সমাজকে ধরে রেখেছে, কেবলমাত্র তারাই সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে পারে। যাইহোক, সুবিস্তৃত ঔপনিবেশিক নীতির ফলে ইউরোপীয় প্রলেতারিয়েত শ্রেণী আংশিক ভাবে নিজেদের এমন একটা অবস্থায় দেখতে পায় যখন শ্রমটা তার নয়, শ্রমটা হল উপনিবেশগুলোতে প্রকৃতপক্ষে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ স্থানীয় অধিবাসীদের ; যারা সমগ্র সমাজকে বাঁচিয়ে রেখেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বৃটিশ বুর্জোয়ারা বৃটিশ শ্রমিকদের কাছ থেকে যত পায় তার চাইতে বেশী মুনাফা অর্জন করে বহু লক্ষ ভারতীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে। কোন কোন রাষ্ট্রে এটাই প্রলেতারিয়েতের মধ্যে উগ্র উপনিবেশবাদ সংক্রামিত করার জন্য বস্তুগত ও অর্থ নৈতিক ভিত্তি-রূপে গণ্য হয়। অবশ্য এটা একটা সাময়িক ঘটনা হতে পারে কিন্তু অপকারিতা সম্বন্ধে অবশ্যই ভালভাবে উপলব্ধি করতে হবে, এর কারণগুলোকেও জানতে হবে যাতে সমস্ত রাষ্ট্রের প্রলেতারিয়েতকে সংহত করা যায় এই ধরনের সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যে। এই সংগ্রাম অবশ্যই জয়যুক্ত হবে ; যেহেতু পুঁজিবাদী জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে "সুবিধা ভোগী" জাতিসমূহ এখন ক্রম ক্ষীয়মান অংশ।

নারীর ভোটাধিকারের প্রশ্নে কংগ্রেসের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন মত-বিরোধ ছিল না। মাত্র একজন যিনি সীমাবদ্ধ নারী ভোটাধিকারের পক্ষে সমাজতন্ত্রী অভিযানের জন্যে উপলক্ষ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছিলেন (সার্বজনীন ভোটাধিকারের বিরোধী রূপে) তিনি অত্যন্ত সুবিধাবাদী বৃটিশ ফেবিয়ান সমাজ থেকে আগত একজন মহিলা প্রতিনিধি, কেউই তাঁকে সমর্থন করে নি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সরল : বৃটিশ বুর্জোয়া মহিলারা তাঁদের নিজেদের জন্যে ভোটাধিকার আশা করেন কিন্তু বৃটেনের মহিলা শ্রমিকদের মধ্যে এর বিস্তার চান না।

কংগ্রেসের সঙ্গে একই সঙ্গে একই ভবনে প্রথম আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী মহিলা অধিবেশনও শুরু হয়। এই অধিবেশন ও কংগ্রেস কমিশন এই উভয় অধিবেশনেই খসড়া প্রস্তাব নিয়ে জার্মান ও অস্ট্রিয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে একটি আকর্ষণীয় বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল সার্বজনীন ভোটাধিকারের জন্যে অভিযানের মধ্যে অস্ট্রিয়ানরা নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের দাবীকে খাটো করতে চেয়েছিলেন, বাস্তব কার্যকারিতার দিক থেকে তাঁরা সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন পুরুষ ভোটাধিকারের ওপর। ক্লারা জেট্‌কিন এবং অন্যান্য জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা যথার্থভাবেই অস্ট্রিয়ানদের কাছে উল্লেখ করেছিলেন যে তাঁরা সঠিকভাবে কাজ করছেন না এবং নারী পুরুষকে ভোটাধিকার দেওয়া হোক এই দাবীকে জোরদার করে তুলতে অসমর্থ হয়ে তাঁরা গণ-আন্দোলনকেই দুর্বল করে তুলছেন। স্টুটগার্ট প্রস্তাবের সমাপ্তিসূচক কথাগুলো (সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবী একই সঙ্গে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যেই তুলে ধরা উচিত) নিঃসন্দেহে অস্ট্রীয় শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে অত্যধিক "ব্যবহারিকতার" ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

সমাজতন্ত্রী পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে প্রস্তাবটি রাশিয়ার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্টকহোমের আর. এস. ডি. এল. পি. কংগ্রেস[৩৯] পার্টিবিহীন ইউনিয়নস্বরূপে নথিভুক্ত হল অর্থাৎ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থন করল যা সব সময়ই আমাদের পার্টিবিহীন গণতন্ত্রীরা বের্নস্তেইনের অনুগামী ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা[৪০] উচ্চে তুলে ধরেছেন। অপরদিকে লণ্ডন কংগ্রেস[৪১] একটি পৃথক নীতি উপস্থাপন করেছে যাকে বলা যায় পার্টিসমূহের সঙ্গে অধিকতর সমঝোতা এমন কি কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে

পার্টির ইউনিয়নরূপে ওদের স্বীকৃতিদান সহ। স্টুটগার্টে রুশ অংশের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক উপশাখার মধ্যে (প্রতিটি রাষ্ট্রের সমাজতন্ত্রীরা আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে একটি পৃথক অংশ গঠন করেন) এই প্রশ্নে মতদ্বৈধতা দেখা যায় (এই প্রশ্নে কোন ভাঙ্গন দেখা দেয় নি) প্লেখানভ নিরপেক্ষতার নীতিকে তুলে ধরেন)। ভয়নভ, একজন বলশেভিক, লণ্ডন কংগ্রেসের নিরপেক্ষতাবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী ও বেলজিয়ান প্রস্তাব সমর্থন করেন (ডি. ক্রকারের প্রতিবেদনে কংগ্রেসের নথিপত্রে প্রকাশিত হয় যা শীঘ্রই রুশ ভাষায় প্রকাশিত হবে)। ক্লারা জেট্‌কিন তাঁর পত্রিকা Die Gleichheit-এ যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে নিরপেক্ষতার সপক্ষে প্লেখানভের যুক্তি ফরাসীদের যুক্তির মতই অসন্তোষজনক। স্ট্যুটগার্ট প্রস্তাব—কাউৎস্কি যথার্থই বলেছেন—যে কেউ যদি কষ্ট স্বীকার করে যত্নসহকারে পড়েন তাহলে দেখতে পাবেন যে এর দ্বারা "নিরপেক্ষতার" নীতির সমাপ্তি সাধন করা হয়েছে। এর মধ্যে নিরপেক্ষতা অথবা পার্টিবিহীন নীতি সম্পর্কে একটি কথাও নেই। বিপরীতপক্ষে এ সুনির্দিষ্টভাবে স্বীকার করে যে ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক পার্টির মধ্যে আরও নিকটতর ও জোরদার সম্পর্ক গড়ে ওঠার প্রয়োজনীয়তা আছে।

ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে লণ্ডন আর.এস.ডি.এল.পি. কংগ্রেসের প্রস্তাবকে স্ট্যুটগার্ট প্রস্তব আকারে একটা দৃঢ় তত্ত্বগত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। স্ট্যুটগার্ট প্রস্তাবে এই সাধারণ নীতির উল্লেখ করে যে, প্রতিটি রাষ্ট্রে ইউনিয়নগুলিকে অবশ্যই স্থায়ীভাবে নিকট সম্পর্কযুক্ত করতে হবে, সমাজতান্ত্রিক পার্টির সঙ্গে। লণ্ডন প্রস্তাব বলে যে, রাশিয়াতে পার্টি ইউনিয়নগুলির অনুকূল অবস্থার অধীনে গড়ে ওঠা উচিত এবং পার্টি সদস্যদের লক্ষ্যসাধনে অবশ্যই কাজ করা উচিত।

আমরা লক্ষ্য করি যে স্ট্যুটগার্ট নিরপেক্ষতা নীতির খারাপ দিকটি এই ঘটনার দ্বারা উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল যে জার্মান প্রতিনিধিবর্গের অর্ধাংশের ট্রেড ইউনিয়ন সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর গোঁড়া সমর্থক ছিল। তাই দৃষ্টান্তস্বরূপ এসেনে, জার্মানরা ভ্যানকলের বিরোধিতা করেছিল (এসেনে ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব ছিল না যেটা ছিল তা নিরঙ্কুশভাবে পার্টির কংগ্রেস) অথচ স্ট্যুটগার্টে ওরা তাঁকে সমর্থন করেছিল। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনে সুবিধাবাদীনের হাতের পুতুলে পরিণত হয়ে

জার্মানীতে নিরপেক্ষতার পক্ষে ওকালতির জন্যে প্রকৃতই ফল খারাপ হয়েছিল। এই ঘটনাটিকে উপেক্ষা করা উচিত নয়, বিশেষ করে রাশিয়াতে, যেখানে প্রলেতারিয়েতর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পরামর্শদাতারা সংখ্যায় এত অধিক, যারা এর ওপর চাপ সৃষ্টি করেন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে নিরপেক্ষ রাখার জন্যে।

দেশত্যাগী ও দেশে আগমনকারীদের বিষয়ে রচিত কমিশনের প্রস্তাবের কয়েকটা কথার মধ্যেও সংকীর্ণ কারিগরী স্বার্থ রক্ষার জন্যে অনুন্নত দেশ থেকে শ্রমিকদের আগমন রোধ করার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় (চীন থেকে কুলিদের আগমন ইত্যাদি) অভিজাততন্ত্রের সেই একই চিন্তা কয়েকটি "সুসভ্য" দেশের শ্রমিকদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায় যারা তাদের সুবিধাভোগী অবস্থান থেকে কিছু সুযোগ আদায় করে এবং সেইজন্যে আন্তর্জাতিক শ্রেণীগত সংহতির প্রয়োজনীয়তার কথা ভুলে যাওয়ার ঝোঁক প্রদর্শন করে। কিন্তু কংগ্রেসের কেউই এই চাতুরী ও পাতিবুর্জোয়া সুলভ সংকীর্ণতাকে সমর্থন করেন নি। প্রস্তাবটি বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক দাবী সমূহকে পুরোপুরি মেনে নিয়েছে।

আমরা এখন শেষ পর্যায়ের দিকে যাচ্ছি এবং মনে হয় এটাই কংগ্রেসের সবচাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব অর্থাৎ সমরবাদ বিরোধী প্রস্তাবটি। কুখ্যাত হার্ভে যে ফ্রান্স ও ইউরোপে এত সোরগোল সৃষ্টি করেছিলেন, সে সাদাসিধে প্রস্তাবের আকারে এই আধা সন্ত্রাসমূলক পন্থার প্রচার করেছিল যে প্রতিটি যুদ্ধের "জবাব" দিতে হবে একটা ধর্মঘট ও একটা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে। একদিকে সে বুঝতে পারেনি যে যুদ্ধ হল পুঁজিবাদের অপরিহার্য এবং প্রলে-তারিয়েত শ্রেণী বিপ্লবী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ থেকে সরে থাকতে পারে না, কেন না এই ধরনের যুদ্ধ সম্ভব এবং পুঁজিবাদী সমাজে বাস্তবিকই ঘটেছে। অপর দিকে সে বুঝতে পারেনি যে যুদ্ধের "প্রত্যুত্তর" দেওয়ার সম্ভাবনা নির্ভর করে যুদ্ধ সৃষ্ট পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্যের উপর। এই সব পরিস্থিতির ওপর সংগ্রামের পন্থা বাছাই করা নির্ভর করে, অধিকন্তু সংগ্রাম গড়ে উঠবে (এখানে আমরা তৃতীয় ভুল ধারণা অথবা হার্ভে-এর মতবাদের সংকীর্ণতা লক্ষ্য করি) শুধুমাত্র যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি স্থাপন করে নয়, পুঁজিবাদের স্থানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্বারাও। যুদ্ধের প্রতিরোধ করাই যে একমাত্র আবশ্যকীয় কাজ তা নয়, যুদ্ধের দ্বারা সৃষ্ট সংকটকে কাজে লাগাতে হবে বুর্জোয়াদের উৎখাতকে

ত্বরান্বিত করার জন্যে। অবশ্য এই সব আধা সন্ত্রাসবাদী হার্ভ-এর মতবাদের অবাস্তবতার মধ্যে নিহিত আছে একটি নিটোল ও কার্যকরী উদ্দেশ্য : সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করা যার ফলে এটা সংগ্রামের সংসদীয় পন্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, যাতে ব্যাপক জনসাধারণ উপলব্ধি করতে পারে সংকটের সঙ্গে যুক্ত বিপ্লবী ক্রিয়াকর্মের প্রয়োজনীয়তা যা যুদ্ধের সঙ্গে অবশ্যম্ভাবীরূপে সংশ্লিষ্ট, যাতে শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট বোধ জন্মে এবং মেকি বুর্জোয়া দেশাত্মবোধের কথা ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

বেবেলের প্রস্তাবে একটা ত্রুটি ছিল (গিসডির প্রস্তাবের মূল বিষয়বস্তুর সংগে মিলিয়ে জার্মানরা পেশ করেছিল)—এটা প্রোলেতারিয়েতের কার্যকরী কার্যসমূহকে উল্লেখ করতে সক্ষম হয়নি। এর ফলে বেবেলের রক্ষণশীল প্রস্তাব সমূহকে সুবিধাবাদীর চশমা দিয়ে দেখা সম্ভব করেছিল এবং ভলমার তড়িঘড়ি এই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করলেন।

সেইজন্যে রোসা লুক্সেমবার্গ ও রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাট প্রতিনিধিরা বেবেলের প্রস্তাবের সংশোধনমূলক প্রস্তাব পেশ করেন। এই সব সংশোধনীতে বলা হয়েছিল (১) সমরবাদ হল শ্রেণী নির্যাতনে প্রধান অস্ত্র (২) যুবকদের মধ্যে প্রচারের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হয়েছিল (৩) এই বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল যে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা শুধুমাত্র যুদ্ধ শুরু হওয়া প্রতিরোধ করার অথবা যে সব যুদ্ধ চলছে তাদের স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বন্ধ করার চেষ্টাই করবেন না, তাঁরা যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট সংকটকে কাজে লাগাবেন বুর্জোয়াদের উৎখাত ত্বরান্বিত করার জন্যে।

উপ-কমিশন (সমরবাদ বিরোধী কমিশন কর্তৃক নির্বাচিত) বেবেলের প্রস্তাবের মধ্যে এইসব সংশোধনী লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তার ওপর জরেস একটা চমৎকার প্রস্তাব দিয়েছিলেন : সংগ্রামের পদ্ধতিগুলির ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে (ধর্মঘট, অভ্যুত্থান) প্রস্তাবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রোলেতারিয়েত শ্রেণীর ক্রিয়াকর্মের ঐতিহাসিক নজির তুলে ধরা উচিত, ইউরোপের বিক্ষোভ প্রদর্শন থেকে শুরু করে রুশ বিপ্লব পর্যন্ত। নতুন করে খসড়া প্রণয়নের ফল হল আরেকটা প্রস্তাব যা সত্যিই প্রয়োজনাতিরিক্ত দীর্ঘ, কিন্তু তাহলেও চিন্তার দিক থেকে সম্পদশালী এবং সুস্পষ্টভাবে প্রোলেতারিয়েতের কর্তব্যসমূহকে সূত্রায়িত করে। এর দ্বারা যুক্ত হয় রক্ষণশীলদের কঠোরতা

অর্থাৎ একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত মার্কসবাদী বিশ্লেষণ শ্রমজীবী পার্টির করণীয় অত্যন্ত দৃঢ় ও বিপ্লবী কার্যাবলীর সুপারিশ সহ। এই প্রস্তাবকে "a la voilmar" বলে ব্যাখ্যা করা যায় না এমন কি একে হার্ভে-এর সংকীর্ণ মতবাদের কাঠামোর মধ্যেও স্থাপন করা যায় না।

সব দিক থেকে বিবেচনা করলে স্টুটগার্ট কংগ্রেস বেশ কয়েকটা প্রধান প্রধান প্রশ্নে আন্তর্জাতিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনের সুবিধাবাদী ও বিপ্লবী অংশগুলোকে তীব্র মতবিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল এবং এইসব বিতর্কের বিষয়কে বিপ্লবী মার্কসবাদের মূল ধারণার আলোকে সমাধান করেছিল। প্রতিটি প্রচারকের কাছে এর প্রস্তাবসমূহ ও বিতর্কের প্রতিবেদন সারগ্রন্থরূপে পরিগণিত হওয়া উচিত। স্টুটগার্টে যে কাজ সমাধা হল তা সমস্ত রাষ্ট্রের প্রোলেতারিয়েতের বিপ্লবী সংগ্রামের ঐক্য ও কৌশলগত ঐক্যকে বিশেষভাবে উন্নত করবে।

১৯০৭ সালের আগস্টের শেষ ও
সেপ্টেম্বরের শুধু এই সময়ের মধ্যে লেখা
১৯০৭ সালের ২০শে অক্টোবর
প্রোলেতারির ১ নং সংখ্যায়
প্রকাশিত হয়।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ১৩,
পৃঃ ৭৫-৮১

# ১৯০৫-১৯০৭ সালের প্রথম রুশ বিপ্লবে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কৃষি কর্মসূচী

*চতুর্থ পরিচ্ছেদ*

## কৃষি কর্মসূচীর প্রশ্নে রাজনৈতিক ও কৌশলগত দিক সম্পর্কে বিবেচনা

### ৭। জমির ওপর পৌর নিয়ন্ত্রণ এবং পৌর সমাজতন্ত্র

মেনশেভিকরা নিজেরাই এই দুটি শব্দকে সমগোত্রীয় শব্দে পরিণত করেছিল যারা স্টকহলমে৪২ কৃষি কর্মসূচী গ্রহণ করাতে সক্ষম হয়েছিল। প্রধান প্রধান মেনশেভিকদের মধ্যে দুটি মাত্র নাম আমরা উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করি যেমন কস্ত্রভ ও লারিন। স্টকহলমে কস্ত্রভ বলেছিলেন, "কিছু কিছু কমরেড মনে হয় পৌর মালিকানার কথা প্রথম শুনছেন. আমি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে পশ্চিম ইউরোপের সমগ্র রাজনৈতিক ঝোঁকটাকেই [ সুস্পষ্টভাবে। ] "পৌর সমাজতন্ত্র" বলা হয় [ ইংলণ্ড ] যারা পৌর মালিকানাভুক্ত এলাকার সম্প্রসারণের পক্ষে ওকালতি করেন যা আমাদের কমরেডরাও সমর্থন করেছেন। বহু পৌরসভাই প্রকৃত ভূসম্পত্তির মালিক এবং এটা আমাদের কর্মসূচীর পরিপন্থী নয়। আমাদের অধিকারভুক্ত করার সম্ভাবনা আছে [!] বিনামূল্যে পৌরসভার জন্যে প্রকৃত ভূসম্পত্তি [!!] এবং আমাদের উচিৎ এই সুযোগ গ্রহণ করা। অবশ্য বাজেয়াপ্ত করা জমি পৌর মালিকানাভুক্ত হওয়া উচিত।"

"বিনামূল্যে ভূসম্পত্তি অর্জনের সম্ভাবনা" সম্পর্কে সরল ধারণাটিকে এখানে চমৎকারভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু একটি বিশেষ ঝোঁক

হিসাবে এই পৌর সমাজতন্ত্রের ঝোঁককে দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করে, যা ইংলণ্ডের বৈশিষ্টসূচক, বক্তা এটা চিন্তা করার জন্যে থামেন নি, কেন এটা একটা চরম সুবিধাবাদী ঝোঁক। এঙ্গেলস সোর্জের কাছে লিখিত তাঁর পত্রে কেন এই ইংরেজ ফেবিয়ানদের চরম বুদ্ধিবাদী সুবিধাবাদের বর্ণনা দেবার সময় ওদের পৌর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রকল্পগুলোর পাতি-বুর্জোয়া চরিত্রের ওপর জোর দিয়েছিলেন ?[৪৩]

বস্ত্রভের সঙ্গে একই সুরে লারিন মেনশেভিক কর্মসূচী প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন : "সম্ভবতঃ কোন কোন অঞ্চলে জনগণের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলো নিজেরাই এইসব বিশাল বিশাল ভূসম্পত্তি দেখা শোনা করতে পারবেন যেমন ঘোড়ায় টানা ট্রামগাড়ী অথবা কসাইখানাগুলো পৌর পরিষদের দ্বারা পরিচালিত হয়। তারপর ঐ সব জায়গা থেকে অর্জিত সমস্ত লাভ সমগ্র অধিবাসীর* হাতে তুলে দেওয়া হবে"—স্থানীয় বুর্জোয়াদের হাতে নয়, তাই না লারিন ভাই ?

পশ্চিম ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রের ফিলিস্তিনীয় নায়কের ফিলিস্তিনীয় অলীক কল্পনা এখন ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বুর্জোয়ারা যে ক্ষমতায় আছে তা ভুলে যাওয়া হয়েছে, অনুরূপভাবে কেবলমাত্র শহরে অধিবাসীদের মধ্যে প্রলেতারীয় অধিবাসীর উচ্চ শতকরা হারের দ্বারা শ্রমিকশ্রেণীর জন্যে পৌর প্রশাসনের কাছ থেকে যৎসামান্য উপকার আদায় করা কি সম্ভব ! কিন্তু এর সবই হল প্রসঙ্গক্রমে। "পৌর সমাজতন্ত্রের" ভূসম্পত্তিকে পৌর মালিকানাধীন করার প্রতারণামূলক প্রধান চিন্তা নিম্নোক্ত বিষয়টির মধ্যে নিহিত আছে।

ইংরেজ ফেবিয়ানদের মত পশ্চিমের বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা পৌর সমাজতন্ত্রকে একটি বিশেষ "প্রবণতার" স্তরে উন্নীত করেন, তার সুস্পষ্ট কারণ হল এ সামাজিক শান্তি ও শ্রেণী সমঝোতার স্বপ্ন দেখে এবং জনসাধারণের মনোযোগকে সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল প্রশ্ন থেকে এবং রাষ্ট্রের গঠন সংক্রান্ত সামগ্রিক প্রশ্ন থেকে পরিচালিত করে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মত তুচ্ছ প্রশ্নের দিকে। প্রথম শ্রেণীভুক্ত প্রশ্নাবলীর পরিসরের মধ্যে শ্রেণী বিরোধিতা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়; অর্থাৎ সেই ক্ষেত্র যা আমরা পূর্বে দেখিয়েছি,

The Peasant Question and Social-Democracy. p-66.

তা বুর্জোয়াদের শ্রেণী শাসনের মূল ভিত্তিকেই প্রভাবিত করে। তাই এই ক্ষেত্রে ফিলিস্তিনীয় প্রতিক্রিয়াশীল অবাস্তবতা, অর্থাৎ টুকরো টুকরো সমাজতন্ত্র নিয়ে আসা সুনিশ্চিতরূপে আশাহীন। মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় কম গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় প্রশ্নসমূহের প্রতি, অবশ্য বুর্জোয়াদের শ্রেণীশাসনের প্রশ্নের দিকে নয়, প্রশাসনের মূল হাতিয়ারগুলোর দিকে নয়, ধনী বুর্জোয়াদের দ্বারা ছুঁড়ে ফেলা "জনসাধারণের প্রয়োজনের" জন্যে রুটির টুকরো ভাগ বাঁটোয়ারার প্রশ্নের দিকে। স্বাভাবিক ভাবেই মনোযোগ যখন এই সব প্রশ্নের ওপরই আকর্ষিত হয় যেমন সামান্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় (বুর্জোয়াদের মোট উদ্বৃত্তমূল্য এবং মোট সরকারী ব্যয়ের তুলনায়) যা বুর্জোয়ারা নিজেরাই জনস্বাস্থ্যের জন্য পৃথক করে রাখতে ইচ্ছুক (The Housing Question-এ এঙ্গেলস উল্লেখ করেছেন যে বুর্জোয়ারা নিজেরাই শহরে[৪৪] মারামারি রোগবিস্তার সম্পর্কে ভীত) অথবা শিক্ষার জন্যে (উচ্চতর কারিগরী স্তরের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সক্ষম করে তুলবার জন্যে বুর্জোয়ারা অবশ্যই শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দান করবে!) ইত্যাদি এই ধরনের অতি সাধারণ প্রশ্নের ক্ষেত্রে "সামাজিক শান্তি" সম্পর্কে ও শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষতিকারক দিক ইত্যাদি সম্পর্কে বক্তব্য তুলে ধরা সম্ভব। কি ধরনের শ্রেণীসংগ্রাম ঘটতে পারে যদি বুর্জোয়ারা নিজেরাই "জনসাধারণের প্রয়োজনের" জন্যে জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য ব্যয় করে? সেখানে সামাজিক বিপ্লবেরই বা কি প্রয়োজন যদি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলোর মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে ও ধীরে ধীরে "যৌথ মালিকানার" প্রসার ঘটানো এবং উৎপাদনের সামাজিকীকরণ সম্ভব হয়: ঘোড়ায় টানা ট্রামপথ ও কসাইখানা সম্পর্কে সুযোগ্য ওয়াই লারিন কি প্রাসঙ্গিক কথা বলেছেন?

ঐ "ঝোঁকের" ফিলিস্তিনীয় সুবিধাবাদ নিহিত আছে এই ঘটনার মধ্যে যে জনসাধারণ তথাকথিত "পৌর সমাজতন্ত্রের" সংকীর্ণ সীমার কথা ভুলে যায় (বাস্তব ক্ষেত্রে ইংরেজ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা তাঁদের সঙ্গে ফেবিয়ানদের বিরোধিতার সময় যথাযথভাবে যেমন উল্লেখ করেন পৌর পুঁজিবাদের কথা)। তাঁরা ভুলে যান যে বুর্জোয়ারা যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রেণী হিসাবে শাসন চালাবে, এমন কি "পৌরসভার" দৃষ্টিকোণ থেকেও, ততক্ষণ ওরা তাদের মূল ভিত্তির মধ্যে কোন অনুপ্রবেশ বরদাস্ত করবে না; যদি বুর্জোয়ারা মেনে নেয়, ও

"পৌর সমাজতন্ত্রকে" সহ্য করে তাহলে তার কারণ হল শেষোক্তরা এর মূল ভিত্তিকে স্পর্শ করে না, ওদের অর্থাগমের প্রধান প্রধান উৎসের মধ্যে মাথা গলায় না, বিস্তৃত হয় শুধুমাত্র স্থানীয় ব্যয়ের সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে, যা বুর্জোয়ারা নিজেরাই "জনসাধরণকে" সম্মতি দেয় পরিচালনা করবার জন্য। একথা জানতে পশ্চিমের পৌর সমাজতন্ত্র সম্পর্কে যৎ সামান্য পরিচিত হওয়ার বেশী এর প্রয়োজন হয় না যে স্বাভাবিক সীমার বাইরে যাওয়ার জন্য সমাজতন্ত্রী পৌর প্রশাসকদের যে কোন চেষ্টা অর্থাৎ ক্ষুদ্র ও নগণ্য ক্রিয়াকর্ম বা শ্রমিকদের কোন প্রকৃত সুরাহা করে না, পুঁজি নিয়ে নাড়াচাড়া করার যে কোন প্রচেষ্টা বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কর্ণধারদের দ্বারা অবশ্যম্ভাবী রূপে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হবে।

এটা হল সেই গোড়াকার ভুল পশ্চিম ইউরোপীয় ফেবিয়ানদের সম্ভাব্যতাবাদীদের ও বের্নস্তেইনের অনুগামীদের ফিলিস্তিনীয় সুবিধাবাদ যা পৌর মালিকানার প্রবক্তারা গ্রহণ করেছেন।

"পৌর সমাজতন্ত্রের" অর্থ হল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের বিষয়ে সমাজতন্ত্র। যা কিছু স্থানীয় স্বার্থের ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সীমানা ছাড়িয়ে যায় অর্থাৎ যা কিছু শাসকশ্রেণীর অর্থাগমের প্রধান উৎসকে এবং প্রশাসন টিকিয়ে রাখার প্রধান প্রধান উপায়কে প্রভাবিত করে। যা কিছু প্রশাসনকে প্রভাবিত করে না, একমাত্র রাষ্ট্রের গঠন ব্যতিরেকে, ইত্যাদি "পৌর সমাজতন্ত্রের" সীমানার বাইরে চলে যায়। কিন্তু আমাদের পণ্ডিতমূর্খেরা এই সাংঘাতিক জাতীয় প্রশ্নটিকে অর্থাৎ ভূসম্পত্তির প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যান, একে "স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিষয়ক প্রশ্নের" আওতায় ছেড়ে দিয়ে যা শাসকশ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের উপর সরাসরিভাবে প্রভাব বিস্তার করে। পশ্চিমী রাষ্ট্রে যদি ওরা ঘোড়ায়-টানা ট্রাম ও কসাইখানাকে পৌর মালিকানাধীন করে ফেলে তাহলে আমরাই বা কেন সমগ্র ভূসম্পত্তির শ্রেষ্ঠ অর্ধাংশকে পৌর মালিকানাধীন করব না? এইভাবে যুক্তি উত্থাপন করেন রুশ সাধারণ বুদ্ধিবাদী। রাজতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের অসম্পূর্ণ গণতন্ত্রীকরণ এই উভয় ক্ষেত্রেই এটা কাজ করবে।

সুতরাং বুর্জোয়া বিপ্লবে আমরা পাচ্ছি কৃষি সমাজতন্ত্রকে, যে সমাজতন্ত্র হল একেবারে পাতি-বুর্জোয়া ধরনের; অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহে শ্রেণী সংগ্রামকে অকার্যকরী করে রাখার উপর বিশ্বাস করে; স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-

সংস্থার উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এই রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্নের মধ্যে শেষোক্তটিকে ছেড়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে দেশের অভ্যন্তরস্থ সমগ্র ভূসম্পত্তির শ্রেষ্ঠ অর্ধাংশকে হস্তান্তর করার প্রশ্নটি স্থানীয় অথবা প্রশাসনিক প্রশ্নও নয়। এটা এমন একটা প্রশ্ন যা সমগ্র রাষ্ট্রের সঙ্গে জড়িত। এটা হল কাঠামোর প্রশ্ন শুধুমাত্র ভূম্যধিকারীদেরই নয়, বুর্জোয়া রাষ্ট্রেরও। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হবার পূর্বেই কৃষিক্ষেত্রে "পৌর সমাজতন্ত্রের" বিকাশ ঘটানো যেতে পারে এই চিন্তার দ্বারা জনসাধারণকে প্রলোভিত করার অর্থ হল মেনে নেওয়ার অযোগ্য প্রচারকার্য চালানো। বুর্জোয়া বিপ্লবের কর্মসূচীতে জাতীয়করণের অন্তর্ভুক্তিকে মার্কসবাদ মেনে নেয় কারণ জাতীয়করণ হল একটি বুর্জোয়া ব্যবস্থা, কারণ চূড়ান্ত খাজনা পুঁজিবাদের বিকাশে বাধা দেয়, জমির ব্যক্তিগত মালিকানা পুঁজিবাদের বিকাশে বাধাস্বরূপ। কিন্তু বুর্জোয়া বিপ্লবের কর্মসূচীতে বড় বড় তালুককে পৌর মালিকানাধীন করতে গেলে মার্কসবাদকে ফেবিয়ান বুদ্ধিবাদী সুবিধাবাদে পুনর্গঠিত করতে হবে।

এখানেই আমরা বুর্জোয়া বিপ্লবের মধ্যে পাতি-বুর্জোয়া ও প্রলেতারীয় পদ্ধতির পার্থক্য লক্ষ্য করি। পাতি-বুর্জোয়া, এমন কি অত্যন্ত চরমরন্থীরাও —আমাদের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি, আশা করেন যে বুর্জোয়া বিপ্লবের পর শ্রেণী সংগ্রাম অবলুপ্ত হবে এবং বিরাজ করবে শুধু সার্বজনীন উন্নতি ও শান্তি। তাই যে "নিজের ঘর" আগেভাগেই "তৈরী করে রাখছে", বুর্জোয়া বিপ্লবে পাতি-বুর্জোয়া সংস্কার পরিকল্পনাগুলোকে উপস্থিত করছে, জমির মালিকানা বিষয়ে বহু প্রকারের "নীতি" ও "নিয়ন্ত্রণের" এবং শ্রম-নীতিকে ও ছোট খামারকে শক্তিশালী করে তোলার কথা বলছে। পাতি-বুর্জোয়া পদ্ধতি হল সম্পর্ক গড়ে তোলার পদ্ধতি যার দ্বারা সর্বাধিক পরিমাণ সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। প্রলেতারীয় পদ্ধতি হল পথ থেকে যা কিছু মধ্যযুগীয় তার অপসারণ করে শ্রেণী সংগ্রামের পথ মুক্ত করা। তাই প্রলেতারীয়রা জমির মালিকানা সংক্রান্ত নিয়ম-নীতি বিষয়ে আলোচনা ছোট মালিকদের কাছে ছেড়ে দিতে পারে। প্রলেতারিয়েতরা আগ্রহী কেবল মাত্র জমিদার, জমিদারী এবং জমির ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপে যেটা হল কৃষিতে শ্রেণী সংগ্রামের শেষ বাধা। বুর্জোয়া বিপ্লবে আমরা পাতি-বুর্জোয়া সংস্কারবাদে অথবা ছোট কৃষকদের ভবিষ্যত শান্তির "নীড়ে" আগ্রহী নই' আমরা আগ্রহী; বুর্জোয়া ভিত্তিতে সমস্ত পাতি-বুর্জোয়া শান্তির

বিরুদ্ধে প্রলেতারীয় সংগ্রামের অবস্থায়।

এটা হল সেই প্রলেতারিয়েত বিরোধী তেজ, পৌর মালিকানা যা উপস্থিত করে বুর্জোয়া কৃষি বিপ্লবের কর্মসূচীর মধ্যে, কারণ মেনশেভিকদের গভীর প্রতারণাপূর্ণ অভিমত সত্ত্বেও, পৌর মালিকানার প্রসার লাভ ঘটে না এবং শ্রেণী সংগ্রামকেও তীব্রতর করে তোলে না, অপরদিকে একে ভোঁতা করে দেয়। সে নিজেকেও ভোঁতা করে, এটা অনুমান করে নিয়ে যে কেন্দ্রের সামগ্রিক গণতন্ত্রীকরণ ছাড়াই স্থানীয়ভাবে গণতন্ত্র সম্ভব। "পৌর সমাজতন্ত্রের" আদর্শের দ্বারাও সে নিজেকে ভোঁতা করে দেয় কারণ শেষোক্তটিকে কেবলমাত্র বুর্জোয়া সমাজেই কল্পনা করা যায় সংগ্রামের উঁচু সড়ক থেকে অনেক দূরে, ও শুধুমাত্র স্থানীয় অতি তুচ্ছ ও কম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে যার ওপর বুর্জোয়ারাও নরম হতে পারে এবং শ্রেণী শাসন অক্ষুণ্ণ রাখার সম্ভাবনাকে নষ্ট না করার জন্যে এর সংগে আপস করতে পারে।

শ্রমজীবী শ্রেণী বুর্জোয়া সমাজকে অবশ্যই বুর্জোয়া বিপ্লবের বিক্ষুব্ধতম, অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ কর্মসূচী দেবে, জমির বুর্জোয়া জাতীয়করণ সহ। প্রলেতারিয়েত বুর্জোয়া বিপ্লবে পাতি-বুর্জোয়া সংস্কারবাদকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে, আমরা সংগ্রামের স্বাধীনতায় আগ্রহী, ফিলিস্তিনীয় শান্তির জন্যে স্বাধীনতায় আমাদের আগ্রহ নেই।

স্বাভাবিক ভাবেই শ্রমিক পার্টির মধ্যে বুদ্ধিজীবীদের সুবিধাবাদ একটি ভিন্ন পথ অনুসরণ করে। বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রশস্ত বিপ্লবী কর্মসূচীর পরিবর্তে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় পাতি-বুর্জোয়া কল্পনাবিলাসের ওপর: কেন্দ্রে অসম্পূর্ণ গণতন্ত্রী-করণ সহ স্থানীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে, ছোট ছোট সংস্কারের জন্যে প্রচণ্ড "বিক্ষোভ" থেকে দূরে পৌর ক্রিয়াকলাপের ক্ষুদ্র কোন সংগ্রহ করতে এবং জমি সম্পর্কে তীব্র বিরোধকে এড়িয়ে যেতে সেমিটবিরোধী ব্যবস্থাপত্র অনুসরণ করে অর্থাৎ একটা গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিষয়কে নগণ্য, স্থানীয় প্রশ্নের এক্তিয়ারের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে।

১৯০৭ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে লিখিত
পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৮ সালে।
প্রকাশক: জেরনো পাব্লিশার্স, সেন্ট
পিতার্সবার্গ (বাজেয়াপ্ত); ১৯১৭ সালে
পেত্রোগ্রাদের ঝিজন ই জনানিয়ে প্রকাশনালয়
কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ১৩, পৃ: ৩৫৮-৬৩।

# ট্রেড ইউনিয়ন নিরপেক্ষতা

*প্রলেতারীর* পূর্বেকার সংখ্যায় আমরা ট্রেড ইউনিয়ন[৪৫] সম্পর্কে আমাদের র কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব প্রকাশ করেছি ঐ প্রস্তাবের সংবাদ ভাষ্য দেওয়ার সময় *ন্যাশ ভেক্* সংযোজন করেছিলেন যে কেন্দ্রীয় কমিটিতে এটা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল কিন্তু মেনশেভিকরা এর সপক্ষে ভোট দিয়েছিল মূল বলশেভিক খসড়ার তুলনায় এর মধ্যে যে রেহাই দেওয়া হয়েছে তা বিবেচনা করে। যদি এই প্রতিবেদন সত্য হয় (মৃত *ন্যাশ ভেক্* সাধারণ-ভাবে ছিলেন মেনশেভিকবাদ সম্পর্কিত সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে অসাধারণভাবে অবহিত) তাহলে আমাদের একমাত্র কাজ হবে সম্মিলিত সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ক্রিয়াকর্মের দিকে বিরাট পদক্ষেপ ফেলাকে সাদর আহ্বান জানানো, বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়নের মত এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে। *ন্যাশ ভেক্* যে সব রেহাই-এর কথা উল্লেখ করেছেন তা নিতান্তই তুচ্ছ এবং তা বলশেভিক খসড়ার মৌল নীতির ওপর কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারে না (যা ঘটনাক্রমে প্রকাশিত হয়েছিল *প্রলেতারীর* ১৭নং সংখ্যায়, ১৯০৭ সালের ২০শে অক্টোবর সেই সঙ্গে এর সমর্থনে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছিল যার শিরোনাম ছিল "ট্রেড ইউনিয়নসমূহ ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি")।

ফলে সামগ্রিকভাবে আমাদের পার্টি এখন স্বীকার করে যে ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে কাজকর্ম অবশ্যই পরিচালিত হবে ট্রেড ইউনিয়ন নিরপেক্ষতার ধারণা নিয়ে নয়, তাদের ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সম্পর্ককে যতদূর সম্ভব নিকটতম করার চিন্তা নিয়ে। একথাও স্বীকার করে যে ট্রেড ইউনিয়নের পার্টিগত দিক অবশ্যই রক্ষা করবে কেবলমাত্র এস. ডি. কার্যাবলী, ইউনিয়ন সমূহের অভ্যন্তরে, অর্থাৎ এস. ডি-রা ইউনিয়নগুলির মধ্যে শক্ত পার্টি ইউনিট গঠন করবে এবং অবৈধ ইউনিয়ন গঠন করবে যদি বৈধ ইউনিয়ন গঠন করা অসম্ভব হয়।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে স্টুটগার্ট ছিল প্রধান কারণ হিসাবে থেকে ট্রেড ইউনিয়নে আমাদের কাজের প্রকৃতির প্রশ্নে আমাদের পার্টি'র দুটি অংশকে আরও নিকটবর্তী করেছে। স্টুটগার্ট কংগ্রেসের প্রস্তাব, কাউৎস্কি যেমন উল্লেখ করেছেন লিপজিগ্ শ্রমিকদের কাছে তাঁর প্রতিবেদনে, তা নিরপেক্ষতার নীতিকে স্বীকার করে নেওয়ার সমাপ্তি ঘটিয়েছে, শ্রেণী-বিরোধিতা বিকাশলাভ করে যে উচ্চস্তরে এসে পৌঁছেছে, পরবর্তীকালে সমস্ত রাষ্ট্রে তার অবনতি, জার্মানীর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা (যেখানে নিরপেক্ষতার নীতি ট্রেড ইউনিয়নের সুবিধাবাদকে শক্তিশালী করেছে বিশেষ খ্রীষ্টীয় ও উদারনৈতিক ইউনিয়নগুলির আবির্ভাবকে বাধা না দিয়ে) এবং প্রোলেতারীয় সংগ্রামের বিশেষ ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ, যার জন্যে প্রয়োজন উভয় ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক পার্টি'র যুক্ত ও সুপরিকল্পিত ক্রিয়াকর্ম (সাধারণ ধর্মঘট ও রুশ বিপ্লবে সশস্ত্র অভ্যুত্থান, পশ্চিমে প্রোলেতারীয় বিপ্লবের সম্ভাব্য চেহারা হিসাবে)—এই সব বিষয় নিরপেক্ষতা নীতির ভিত্তিকে নীচ থেকে স্খলিত করেছে।

প্রোলেতারীয় পার্টির মধ্যে নিরপেক্ষতার প্রশ্ন গুরুতর মত বিরোধের সৃষ্টি করবে এমন সম্ভাবনা খুব কম। অ-প্রোলেতারীয় ও আমাদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীদের মত আধা সমাজতান্ত্রিকদের কাছে প্রশ্নটা সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের যারা প্রকৃতপক্ষে হল প্রগতিশীল কৃষক এবং বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গড়া বিপ্লবী-বুর্জোয়া পার্টির চরম বামপন্থী অংশ।

এটা অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যসূচক যে আমাদের দেশে স্টুটগার্টের পর যে সব মানুষ নিরপেক্ষতার তত্ত্বকে সমর্থন করেছে তারা হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী এবং প্লেখানভ এবং ওরা তা করেছে অত্যন্ত অসফল ভাবে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি'র মুখপত্র *জ্নামিয়া ক্রুদার* (সংখ্যা—৮; ডিসেম্বর, ১৯০৭) শেষ সংখ্যায় আমরা দেখতে পাই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সম্পর্কে দুটো প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। ঐ সব প্রবন্ধে এস. আর.-এর চেষ্টা ছিল প্রধানতঃ সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক সংবাদপত্রে *"ভপেরিয়দ"*-এ প্রচারিত বক্তব্যকে এই বলে বিদ্রূপ করা যে স্টুটগার্ট প্রস্তাব ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের প্রতি পার্টি'র দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কিত প্রশ্নের সমাধান করেছে, লণ্ডন প্রস্তাব যে পথ অনুসরণ করেছে সেই পথে অর্থাৎ বলশেভিক দৃষ্টিভঙ্গীতে। আমাদের জবাব হল এই যে জনামিয়া ক্রুদার ঐ একই সংখ্যায় এস. আর-রা নিজেরাই

ঘটনাসমূহের উল্লেখ করেছেন যা প্রমাণ করে যে এই রকম মূল্যায়ন অত্যন্ত সঠিক ছিল।

১৯০৫ সালের শরৎকালের কথা উল্লেখ করে "জনামিয়া ক্রুদা" লিখেছে যে "সেই সময়েও এবং এটা একটা বৈশিষ্ট্য সূচক ঘটনা যে তিনটি রুশ সমাজতান্ত্রিক অংশ মেনশেভিক, সোশ্যাল-ডোমাক্রাট, বলশেভিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাট এবং এস. আর সামনাসামনি মিলিত হয়েছিল ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে ওদের বক্তব্য বলবার জন্যে। মস্কো ব্যুরোকে এদের মধ্যে থেকে একটি কেন্দ্রীয় ব্যুরো নির্বাচিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ( ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের ) ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের নিয়ে অলিম্পিয়া থিয়েটারে* একটি বিশাল অধিবেশন আহ্বান করবার জন্যে। মেনশেভিকরা পার্টির লক্ষ্য ও ট্রেড ইউনিয়নের লক্ষ্যের মধ্যে সুস্পষ্ট মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কঠোর রক্ষণশীল সীমা নির্দেশের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল। এস. ডি. পার্টির কর্তব্য হল সমাজতান্ত্রিক পন্থার প্রতিষ্ঠা এবং পুঁজিবাদী সম্পর্কের অবসান ঘটানো ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের দায়িত্ব হল পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে থেকেই কর্মক্ষেত্রের অবস্থার উন্নতি বিধানের চেষ্টা করা যাতে শ্রমিকদের জন্যে তাদের শ্রম বিক্রয়ের অধিকতর সুবিধাজনক অবস্থা সৃষ্টি করা যায় ; সব শেষের সিদ্ধান্তটি ছিল এই যে ট্রেড ইউনিয়নগুলো পার্টিগত নয় এবং এরা একটি নির্দিষ্ট বৃত্তির সর্বস্তরের কর্মীকেই গ্রহণ করে।**

"বলশেভিকরা এই যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে বর্তমান সময়ে রাজনীতির সঙ্গে বৃত্তির কঠোরভাবে পার্থক্য রক্ষা করা যাবে না এবং তাই এই সিদ্ধান্তে আসেন যে "সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলোর মধ্যে ঐক্য

* সভায় প্রায় ১৫ হাজার ব্যক্তির সমাবেশ ঘটেছিল Bulleten Muzeja Sodeistviya Trudu no. 2, November, 26, 1905 (জনামিয়া ক্রুদা কর্তৃক উদ্ধৃত) এই পত্রিকায় লিখিত বিবরণ দেখুন।

** একথা অবশ্য বলা উচিত যে মেনশেভিকদের "পার্টি আনুগত্য বিহীনতা"র চিন্তাটি অদ্ভুত ছিল তাই ওদের মুখপাত্র নিম্নলিখিত পন্থায় তাঁর বক্তব্য ব্যাখ্যা করেছিলেন : পার্টি আনুগত্যের প্রশ্ন সম্পর্কে "একটি সঠিক উত্তর দিয়েছে মস্কোর ছাপাখানা কর্মীদের ইউনিয়ন যারা প্রস্তাব করেছে যে কমরেডরা এস. ডি. পার্টিতে ব্যক্তিগতভাবে যোগ দিক" ( জনামিয়া ক্রুদা কর্তৃক উল্লেখিত )।

বৃদ্ধি করতেই হবে যাকে সে নেতৃত্ব দেবে। "অবশেষে এস. আর এই দাবী করেছিল যে ইউনিয়নগুলো কোনক্রমেই পার্টি অনুগামী হবে না প্রলে-তারিয়েতের নিম্নতর স্তরে ভাঙন এড়ানোর জন্যে কিন্তু কোন সুনির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যাবলী ও কর্তব্যসমূহকে সংকুচিত করে আনার প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করেন এবং এই কর্তব্যসমূহকে পুঁজির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম হিসাবে সূত্রায়িত করেন এবং সেই জন্যেই একে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এই উভয় ধরনের সংগ্রাম বলে বিবেচনা করেন।"

এইভাবেই "জ্নামিয়া ত্রুদা" ঘটনাগুলোর বিবরণ দিয়েছিল। যে ব্যক্তি অন্ধ অথবা চিন্তা করতে সম্পূর্ণ অক্ষম কেবলমাত্র তিনিই এটা অস্বীকার করতে পারেন যে এই তিনটি দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে, যে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি ও ইউনিয়নসমূহের মধ্যে গভীর ঐক্যের কথা বলে তার কথাই "স্টুটগার্ট" প্রস্তাবের দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল যা সুপারিশ করে পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের মধ্যে নির্দিষ্ট সম্পর্ক।"*

অত্যন্ত সুস্পষ্ট বিষয়টিকে তালগোল পাকিয়ে দেওয়ার জন্যেও মনোভাবের পরিবর্তন ঘটানোর জন্যে এস. আর পার্টি আনুগত্যবিহীন চরিত্র সহ অর্থ-নৈতিক সংগ্রামে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর স্বাধীনতার মিশ্রণ ঘটিয়েছিল।

ওরা লিখছে : "স্টুটগার্ট কংগ্রেস সুনির্দিষ্টভাবে ইউনিয়নসমূহের স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়িয়েছিল (পার্টি আনুগত্যবিহীন) অর্থাৎ বলশেভিক ও মেনশেভিক এই উভয় পক্ষের মতকেই প্রত্যাখ্যান করেছিল" স্টুটগার্ট প্রস্তাবে নিম্নলিখিত শব্দ যুক্ত করে এই সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে : "দুটি সংগঠনের প্রত্যেকের [ পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন ] একটি নিজস্ব ক্ষেত্র আছে যা তার প্রকৃতির দ্বারা নির্ধারিত এবং যার মধ্যে সে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করবে। সেই সঙ্গে অবশ্য তার একটা ক্রমবর্ধমান ক্ষেত্রও আছে" ইত্যাদি ইত্যাদি, পূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে। তবুও আমরা চপলমতি ব্যক্তিদের দেখতে পাই যারা তাদের প্রকৃতির দ্বারা নির্ধারিত পরিসরের মধ্যে ট্রেড ইউ-নিয়নগুলোর স্বাধীনতার জন্যে দাবীকে পার্টি আনুগত্যহীন ইউনিয়নের প্রশ্নের

* মেনশেভিকরা ১৯০৫ সালে যা উত্থাপন করেছিল তা রক্ষণশীল ছিল না তবে নিরপেক্ষতা সম্পর্কে স্থূল মন্তব্য ছিল। এস. আর অনুগামী ভদ্রলোকেরা তা মনে রাখবেন।

সঙ্গে অথবা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পার্টির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ সম্পন্ন করার জন্যে।

এইভাবে এস. আর নিরপেক্ষতা নীতির মূল্যায়নের মৌলিক প্রশ্নকে পুরোপুরি চেপে রেখেছিল, এমন একটা নীতি যা প্রকৃতপক্ষে প্রলেতারিয়েতের উপর বুর্জোয়া প্রভাব জোরদার করার জন্যে সাহায্য করে। এই মৌলিক প্রশ্নের পরিবর্তে ওরা সুনির্দিষ্ট রূশ পরিস্থিতির কথা বলতে পছন্দ করত যেখানে অনেকগুলো সমাজতান্ত্রিক পার্টি আছে এবং ওরা এমনভাবে করত যাতে স্টুটগার্টে যা ঘটেছে তার উপর একটা মিথ্যা আলোকপাত করা যায়।

"কেউ এই যুক্তি দেখাতে পারেন না যে স্টুটগার্ট প্রস্তাব অস্পষ্ট" জনামিয়া ক্রদা লিখেছে, "কারণ মিঃ প্লেখানভ সমস্ত অস্পষ্টতা ও সন্দেহের অবসান ঘটিয়েছিলেন যখন তিনি আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের কাছে পার্টির প্রতিনিধিরূপে ভাষণ দিয়েছিলেন এবং এখনও পর্যন্ত এস. আর কর্তৃক কোন বক্তব্য রাখা হয় নি যে কমরেড প্লেখানভ কর্তৃক এই ধরনের বক্তব্য সংযুক্ত পার্টির সংগঠনে ভাঙ্গন ধরিয়েছে……।"

এস. আর পার্টির ভদ্রমহোদয়গণ! আপনারা অবশ্য প্লেখানভকে যুক্তিপূর্ণ বলার জন্য আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি সম্পর্কে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করতে পারার অধিকারী। আপনারা এই কথা ভাববার অধিকারী, ধরুন যে কোন একটা পার্টিকে কেউ শ্রদ্ধা করতে পারে যে পার্টি সরকারী ভাবে মিঃ গেরসুনির ক্যাডেটপন্থী আচরণকে নিন্দা করে না। কিন্তু কেন এই অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ? স্টুটগার্ট কংগ্রেসে প্লেখানভ এস. ডি পার্টির প্রতিনিধিত্ব করেন নি, তবে তেত্রিশ জন প্রতিনিধির মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিনিধিত্ব করছিলেন তা এস. ডি. পার্টির দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না, তা ছিল ঐ পার্টির বিরোধী মেনশেভিক অভিমতের এবং এর লণ্ডনে গৃহীত সিদ্ধান্তের। এস. আর এ বিষয়ে অবহিত না হয়ে পারেন না, যার অর্থ তারা ইচ্ছাকৃতভাবে অসত্য কথা বলছেন।

> "……যে কমিটিতে ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক পার্টির মধ্যেকার সম্পর্কের প্রশ্ন নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছিল। সেখানে তিনি [প্লেখানভ] আক্ষরিকভাবে নিম্নলিখিত বক্তব্য রেখেছিলেন: "রাশিয়াতে এগারটি বৈপ্লবী সংগঠন আছে, এদের মধ্যে কার কার সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নগুলো বন্ধুত্ব করবে?…রাশিয়ার ট্রেড ইউনিয়ন

সমূহের মধ্যে রাজনৈতিক মত পার্থক্যের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটলে তা ক্ষতিকারক হবে।" এর জবাবে কমিটি সদস্যবৃন্দ সর্বসম্মতভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে কংগ্রেসের প্রস্তাবকে কোনক্রমেই এভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত নয় যে ওরা কোনক্রমেই এস. ডি. পার্টিতে যোগ দেবার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন অথবা ওদের সদস্যদের বাধ্য করে না "এবং ওরা, প্রস্তাবের বিবরণ অনুযায়ী, পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করেছিল"। ( *জ নাশিয়া ক্রদায় বাঁকা* হরফে লেখা )।

জ নাশিয়া ক্রদার ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা বিষয়গুলোকে মিশিয়ে ফেলছেন! কমিটিতে বেলজিয়ামের একজন সদস্য জিজ্ঞেস করেছিলেন ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যদের পক্ষে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিতে যোগদান বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে কিনা এবং এর উত্তরে সকলেই বলেছিলেন তা হতে পারে না। অপর দিকে প্লেখানভ প্রস্তাবের একটি সংশোধনী উত্থাপন করেছিলেন এবং বলেছিলেন: "অবশ্য ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন সমূহের ঐক্যের প্রশ্নটি যেন দৃষ্টি এড়িয়ে না যায়।" এই সংশোধনী প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল তবে সর্বসম্মতভাবে নয় ( কমরেড ভইনভ, যিনি আর. এস. ডি. এল. পি-র মতের প্রতিনিধিত্ব করতেন, সংশোধনের পক্ষে ভোট দেন এবং আমাদের মতে তিনি সঠিক কাজই করেছিলেন ) এইভাবেই ঘটনাগুলো দাঁড়িয়েছিল।

সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কাছ থেকে কখনও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনসমূহের ঐক্যের প্রশ্ন দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে না। এটা যথার্থ সত্য। কিন্তু এটা এস.আর. এর উপরও প্রযোজ্য যাকে আমরা আহ্বান জানাই "এই ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের প্রশ্নে একটু চিন্তা করতে," শেষোক্ত জন যখন সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের সঙ্গে তাঁদের নিকট সম্পর্কের কথা ঘোষণা করেন। ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যদের এস. ডি. পার্টিতে যোগ দেওয়ার জন্য "বাধ্য" করার ব্যাপারটা কেউ স্বপ্নেও ভাবেন নি; ভয় থেকেই এস. আর-এর মনে এই চিন্তার উদয় হয়েছিল। স্টুটগার্ট কংগ্রেস ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সঙ্গে নিকট সম্পর্ক স্থাপন করতে নিষেধ করেছে অথবা বাস্তব ক্ষেত্রে এই রকম সম্পর্ক স্থাপন করতে বাধা দিয়েছে এই ধরনের ইঙ্গিত প্রকৃতপক্ষে গাঁজাখুরী গল্প ছাড়া আর কিছু নয়।

"জ নাশিয়া ক্রদা" লিখছে, "রুশ এস. ডি-রা একটি পরিশ্রম সাধ্য ও অবিচল অভিযান চালাচ্ছে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তার করে পার্টি

নেতৃত্বাধীন করার জন্য। বলশেভিকরা এই কাজ খোলাখুলি ভাবেই করে যাচ্ছে…মেনশেভিকরা আরও ঘোর প্যাঁচের পথ অনুসরণ করছে…" এস. আর. পার্টির ভদ্রমহোদয়গণ, ব্যাপারটা সত্যি। শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকের সম্মান রক্ষার্থে আপনারা আমাদের কাছে দাবী করতে পারেন যাতে আমরা এই অভিযানকে সুকৌশলে ও সংযমের সঙ্গে পরিচালনা করি এবং ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের ঐক্যের কথাটি যেন আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে না যায়।" আমরা এক্ষুনি এটা মেনে নিচ্ছি এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের কাছ থেকেও একই স্বীকৃতি দাবী করছি কিন্তু আমরা আমাদের অভিযান পরিত্যাগ করব না।

কিন্তু তখন প্লেখানভ বলেন যে, রাজনৈতিক মতদ্বৈধতা ইউনিয়নগুলোর মধ্যে প্রবেশ করতে দিলে ক্ষতিকারক হবে…হ্যাঁ প্লেখানভই নির্বোধের মত উক্তি করেছিলেন এবং এস. আর ভদ্রমহোদয়রা স্বাভাবিক ভাবেই এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিলেন যেমন ওরা সব কিছুতেই এমন কি ন্যূনতম অনুকরণ যোগ্য হলেও ঝাঁপিয়ে পড়েন। যাই হোক আমাদের পক্ষে প্লেখানভের বক্তব্যের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত নয়, আমরা অনুসরণ করব কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত যা "রাজনৈতিক মতদ্বৈধতার প্রবেশ ঘটানো" ছাড়া কিছুতেই কার্যে পরিণত করা যাবে না। একটি ছোট উদাহরণ দেওয়া যাক। কংগ্রেস প্রস্তাবে বলছে যে, ট্রেড ইউনিয়নগুলোর পক্ষে "শ্রম ও পুঁজির স্বার্থ সংগতি তত্ত্বের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত নয়।" আমরা সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলি যে, কৃষিকর্মসূচী, যা বুর্জোয়া সমাজে ভূমির সমবণ্টনের আহ্বান জানায় তা ভিত্তি করে আছে শ্রম ও পুঁজির স্বার্থ সংগতির তত্ত্বের উপর।* সব সময়ই আমরা এই ধরনের বিষয় সম্পর্কে আমাদের বিরোধিতা ঘোষণা করে যাব (এমন কি রাজতন্ত্রের সমর্থক শ্রমিকদের সঙ্গে বিরোধিতার ক্ষেত্রেও) যে বিরোধিতা ধর্মঘটে ঐক্য বিরোধী জমি তৈরী করে, কিন্তু আমরা সব সময়ই "এই মতদ্বৈধতাকে"- শ্রমিকশ্রেণীর সর্বস্তরে এবং বিশেষ করে সমগ্র শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর মধ্যে "ছড়িয়ে দেব।"

* এমন কি কিছু এস. আর-ও এখন উপলব্ধি করছেন এবং মার্কস-বাদের দিকে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ফিরজভ ও জ্যাকাব লিখিত আকর্ষণীয় নতুন পুস্তকটি দেখুন যার সম্বন্ধে খুব শীগগিরই আমরা প্রলেতারীয় পাঠকদের সঙ্গে বিশদভাবে আলোচনা করব।

এগারোটি পার্টি সম্পর্কে প্লেখানভের উল্লেখ একটি বোকামী মাত্র। প্রথমতঃ রাশিয়াই একটিমাত্র দেশ নয় যেখানে বহু প্রকারের সমাজতান্ত্রিক পার্টির অস্তিত্ব আছে। দ্বিতীয়তঃ রাশিয়াতে গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজতান্ত্রিক পার্টি আছে—যেমন এস. ডি. এবং এস. আর। জাতিগুলির সমস্ত পার্টিকে এক সঙ্গে একটি স্তূপে পরিণত করা নিতান্তই হাস্যকর। তৃতীয়তঃ প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রশ্নটি সত্যই গুরুত্বপূর্ণ, এটাকে টেনে এনে প্লেখানভ গুলিয়ে ফেলেছেন। আমরা অবশ্যই এবং সর্বত্র শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক পার্টির সঙ্গে ইউনিয়নগুলোর মিত্রতার পক্ষে দাঁড়াব। কিন্তু কোন দেশের কোন জাতির কোন পার্টি প্রকৃতই সমাজতান্ত্রিক এবং প্রকৃতই শ্রমজীবী শ্রেণীর পার্টি তা নির্ধারণ করা একটি বিশিষ্ট প্রশ্ন যার মীমাংসা আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের দ্বারা হবে না, তার মীমাংসা হবে জাতীয় পার্টিগুলোর সংগ্রামের ভেতর থেকে কি ফল বেরিয়ে আসে তার দ্বারা।

এই বিষয়ের উপর কমরেড প্লেখানভের যুক্তি কত প্রমাণ পূর্ণ তা সুস্পষ্ট রূপে দেখা গেছে সোভরেমেন্নি মির-এর ১২নং সংখ্যায় ( ১৯০৭ ) প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধে।

প্লেখানভ ৫৫ পৃষ্ঠায় লুনাচারস্কির একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন যাতে বলা হয়েছে যে ট্রেড ইউনিয়ন নিরপেক্ষতা জার্মান শোধনবাদীদের দ্বারা সমর্থিত। প্লেখানভ এই বক্তব্যের উত্তর দিয়েছেন নিম্নলিখিত ভাবে : "শোধনবাদীরা বলে যে ইউনিয়নগুলি অবশ্যই নিরপেক্ষ থাকবে কিন্তু এর দ্বারা ওরা এই কথা বোঝে যে ইনিয়নগুলোকে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে গোঁড়া মার্কসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে।" প্লেখানভ এই বলে শেষ করেন যে "ট্রেড ইউনিয়ন নিরপেক্ষতা দূর করলেই কোন উপকার সাধিত হবে না। এমন কি আমরা যদি ইউনিয়নগুলিকে ঘনিষ্ঠভাবে ও আনুষ্ঠানিক ভাবে পার্টি নির্ভর করে তুলি এবং সংশোধনবাদী আদর্শ, পার্টিতে প্রাধান্য লাভ করে, তাহলেও ট্রেড ইউনিয়ন নিরপেক্ষতা হবে "মার্কসের সমালোচকদের পক্ষে পিছক একটা নতুন সাফল্য।"

প্লেখানভের এই যুক্তিটি হল বিষয়টাকে নিয়ে খেলানো এবং বিরোধের মূল বিষয়বস্তুকে চেপে রাখার বৈশিষ্ট্যসূচক স্বাভাবিক পদ্ধতি। যদি সংশোধনবাদ সত্যি সত্যিই পার্টির অভ্যন্তরে প্রাধান্য পায় তাহলে সে শ্রমজীবী শ্রেণীর

সমাজতান্ত্রিক পার্টিরূপে আর থাকবে না। কেমন করে পার্টি রুগ্ণ রূপ ধারণ করছে এবং পদ্ধতির মধ্যে কি ধরনের সংগ্রাম ও কি কি ভাঙ্গন দেখা দিচ্ছে এই প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হল এই ঘটনা যে প্রতিটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্ব আছে এবং তাদের মধ্যেকার মূল সম্পর্ক ব্যাখ্যা করাই আমাদের কর্তব্য বুর্জোয়াদের শ্রেণীস্বার্থ অবধারিত রূপে সচেষ্ট হয়ে ওঠে ইউনিয়নগুলোকে চালু সামাজিক ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে সংকীর্ণ ও তুচ্ছ ক্রিয়াকর্মের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে এবং ওদের সমাজতন্ত্রের সংস্পর্শ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে এবং নিরপেক্ষতার তত্ত্ব হল এই সমস্ত বুর্জোয়া প্রচেষ্টাকে ঢেকে রাখার বহিরাবরণ। এই পথে অথবা সেই পথে এস. ডি. পার্টির অভ্যন্তরস্থ সংশোধনবাদীরা সব সময়ই পুঁজিবাদী সমাজে নিজেদের জন্যে পথ পরিষ্কার করে নেবে।

অবশ্য ইউরোপের শ্রমজীবীদের রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলনের শুরুতে ট্রেড ইউনিয়ন নিরপেক্ষতাকে তুলে ধরা সম্ভব ছিল সেই সময়কার প্রলেতারীয় সংগ্রামের মূল ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ ঘটানোর উপায় হিসাবে যখন এটা ছিল অপরিণত ও বুর্জোয়ারা ধারাবাহিক ভাবে ইউনিয়নগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তার করত না। কিন্তু বর্তমান কালে এই যুক্তিকে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ট্রেড ইউনিয়ন নিরপেক্ষতাকে টিকিয়ে রাখা যায় না। প্লেখানভের প্রতিশ্রুতিগুলির কথা পড়লে আপনাদের হাসতে ইচ্ছা করবে কারণ "এমন কি আজ পর্যন্তও মার্কস হয়ত জার্মানীর ট্রেড ইউনিয়ন নিরপেক্ষতার অনুকূলে দাঁড়াতেন" বিশেষ করে যখন সেই ধরনের যুক্তির ভিত্তি হয় মার্কসের একটি মাত্র বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতির *একপেশে ব্যাখ্যা, মার্কসের বক্তব্যের সারমর্ম ও তাঁর শিক্ষার সামগ্রিক* আবেদনকে অস্বীকার করে।

প্লেখানভ লিখেছেন "আমি নিরপেক্ষতার সপক্ষে, বেবেল যে অর্থে বুঝেছিলেন আমি সেই অর্থে বুঝেছি, শোধনবাদীদের অর্থে নয়" এই রকম কথায় মনে হয় বেবেলের নামে শপথ করেও কাদায় আটকে যাওয়া। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে আন্তর্জাতিক প্রলেতারীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে বেবেল একজন মহান আদর্শ, এই রকম একজন অভিজ্ঞ বাস্তববাদী নেতা ও একজন সমাজতান্ত্রী যিনি বিপ্লবী সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এত সচেতন, যিনি শতকরা ৯৯টি ক্ষেত্রে কাদা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন এমন কি

পিছলে যাবার সময়ও এবং তাদের টেনে এনেছেন যারা তাঁর নেতৃত্বকে মেনে নিতে ইচ্ছুক ছিল ; বেবেল ভুল করেছিলেন যখন তিনি ভলমারের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন ( ১৮৯৫ সালে ) ব্রেসলাউতে শোধনবাদীদের কৃষিকর্মসূচীর সমর্থনে। যখন তিনি (ইসেনে) আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক যুদ্ধের নীতিগত পার্থক্য নির্ণয় করার ওপর জেদ করেছিলেন এবং যখন তিনি ট্রেড ইউনিয়ন "নিরপেক্ষতাকে" নীতির স্তরে উন্নীত করতে প্রস্তুত ছিলেন। আমরা তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস করি যে যদি একমাত্র বেবেলের সঙ্গে থাকার জন্যেই প্লেখানভ কাদায় আটকে যান তাহলে দীর্ঘকাল অথবা বারবার তা ঘটবে না, কিন্তু আমরা এখনও ভাবি যে বেবেল যখন ভুল তখন তাঁকে অনুকরণ করা উচিত নয়।

এই রকম বলা হয় এবং প্লেখানভও বিশিষ্টরূপে তুলে ধরেন যে নিরপেক্ষতার প্রয়োজন হল সমগ্র শ্রমিককে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে যারা তাদের বস্তুগত অবস্থার উন্নতি ঘটানোর প্রয়োজনীয়তা দেখতে শুরু করেছে। কিন্তু যাঁরা এই কথা বলেন তাঁরা ভুলে যান যে শ্রেণী সংঘর্ষের বিকাশের বর্তমান স্তর অবশ্যম্ভাবীরূপে "রাজনৈতিক মতদ্বৈধতা" কে কেমন করে সমকালীন সমাজের সীমার মধ্যে এই উন্নতি অর্জিত হতে পারে এই প্রশ্নের মধ্যেও উপস্থিত করে, ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের নিরপেক্ষতার তত্ত্ব যা তাদের সঙ্গে বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের নিকট সম্পর্ক রক্ষার প্রয়োজনীয়তার তত্ত্ব বিরোধী, তা অবশ্যম্ভাবীরূপে, উন্নতি অর্জনের পদ্ধতির প্রতি অধিকতর আগ্রহ প্রদর্শন করার জন্যে, পরিচালিত হয় সেই দিকে যার সঙ্গে জড়িত আছে প্রলেতারীয় শ্রেণীসংগ্রামকে ভোঁতা করে দেওয়া। এর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ ( যা ঘটনাক্রমে যুক্ত আছে আধুনিক শ্রমিক আন্দোলনের অত্যন্ত আকর্ষণীয় ঘটনাবলীর মধ্যে একটির মূল্যায়নের সঙ্গে। তাকে দেখা যাবে *সোভরেমেন্নি মির* এর সেই একই সংখ্যায় যার মধ্যে প্লেখানভ নিরপেক্ষতার পক্ষে ওকালতি করেছেন। প্লেখানভের পাশাপাশি আমরা দেখতে পাই মিঃ ই. পি-কে যিনি ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত রেলশ্রমিক নেতা রিচার্ড বেল সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করেছেন, যিনি শ্রমিক ও রেল কোম্পানীর মধ্যে বিরোধে আপস মীমাংসায় উপনীত হয়েছিলেন। বেলকে বর্ণনা করা হয়েছে "সমগ্র রেলকর্মী আন্দোলনের মূলসত্তা" বলে। ই. পি লিখেছেন "বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, তাঁর ধৈর্য, সুবিবেচনা ও অবিরাম কৌশলের ফলেই বেল রেল

শ্রমিকদের যুক্ত সংস্থার পূর্ণ আস্থা অর্জন করেছেন যার সদস্যবৃন্দ দ্বিধাহীনভাবে তাঁর নেতৃত্ব মেনে চলতে প্রস্তুত" (*সোভরেমেন্নি মির*, সংখ্যা-১২, পৃঃ ৭৫)। এই দৃষ্টিভঙ্গী মোটেই আকস্মিক নয় বরং নিরপেক্ষতার তত্ত্বের সঙ্গে অপরিহার্য রূপে যুক্ত যা শ্রমিকদের ঐক্যকে তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটানোর জন্যে সামনে তুলে ধরে, সংগ্রামের জন্য ঐক্য নয়, সংগ্রামের জন্যে ঐক্য প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর মুক্তির আন্দোলনকে জোরদার করে তোলে।

কিন্তু এই মতের সঙ্গে বৃটিশ সমাজতন্ত্রীদের মতের সঠিক মিল নেই যারা খুব সম্ভবতঃ জেনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে বেলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাকারীরা, কোন রকম প্রতিবাদ উত্থাপিত হওয়া ছাড়াই, প্লেখানভ, ইয়রদানস্কি ইত্যাদি খ্যাতনামা মেনশেভিকদের মত একই পত্রিকায় লিখেছেন:

"জাস্টিস"[৪৭], বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক সংবাদপত্র ১৬ই নভেম্বর একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধে রেল কোম্পানীর সঙ্গে বেলের তর্ক বিতর্ক প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছিল: "প্রায় সর্বজনীন ভাবে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর নিন্দা করতে আমরা একমত না হয়ে পারি না যা তথাকথিত এই শান্তিচুক্তি সম্পর্কে উচ্চারিত হয়েছে...এটা ইউনিয়নগুলোর অস্তিত্বের যুক্তিকেই চূড়ান্তরূপে ধ্বংস করে...এই অস্বাভাবিক চুক্তি মানুষের ওপর বাধ্যতামূলকভাবে চাপানো যেতে পারে না এবং শেষোক্তজন এক্ষুনি একে প্রত্যাখ্যান করলে ভালই করবেন।" পরবর্তী সংখ্যায়, ২৩শে নভেম্বর বার্নেট "পুনরায় বিক্রীত!" নামের একটি প্রবন্ধে এই চুক্তি সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছিলেন: "তিন সপ্তাহ পূর্বে এ. এস. আর এস-রা দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়নগুলোর অন্যতম ছিল; কিন্তু আজ সে পরিণত হয়েছে কেবলমাত্র একটি উপকারী সংস্থায়। এইসব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার কারণ এই নয় যে রেলশ্রমিকরা লড়াই করে হেরে গেছে, কারণ হল ওদের নেতৃবর্গ ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা নির্বুদ্ধিতার জন্যে রেল কোম্পানীর ওপরওলাদের কাছে ওদের বিক্রী করেছেন লড়াই শুরু হবার পূর্বেই" সম্পাদক আরও যুক্ত করেছেন যে "ঐ একই ধাঁচের আরেকটি চিঠিও পাওয়া গেছে" "মিডল্যাণ্ড রেল কোম্পানীর মজুরি-দাসের কাছ থেকে।"

কিন্তু সম্ভবতঃ এটাই হল "অতি বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের উৎসাহ"? না। "শ্রমিকনেতা"[৪৮] নরমপন্থী স্বাধীন শ্রমিক পার্টির[৪৯] মুখপত্র, যে নিজেকে সমাজতন্ত্রী পর্যন্ত বলতে রাজী নয়, সে ১৫ই নভেম্বরে

প্রকাশিত সংখ্যায় একজন রেলওয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীর একটি চিঠি প্রকাশ করে, যেখানে সমগ্র পুঁজিবাদী সংবাদপত্রগুলোর বেল সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসার উত্তরে (চরমপন্থী রিনল্ডজ নিউজ থেকে রক্ষণশীল টাইমস পর্যন্ত) তিনি বলেছিলেন যে বেল যে চুক্তি করেছেন তা হল "ট্রেড ইউনিয়নের ইতিহাসে যত চুক্তি হয়েছে তার মধ্যে ঘৃণ্যতম" এবং রিচার্ড বেলকে বর্ণনা করেছেন "ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মার্শাল ব্যাজেইনরূপে।" সেই একই সংখ্যায় অপর একজন রেলকর্মী দাবী করেন যে "মিঃ বেলকে" ঘৃণ্য মীমাংসা সম্পর্কে "ব্যাখ্যা করতে বলা হোক" যার ফলে "রেল কর্মীরা সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করছে..." এই নরমপন্থী মুখপত্রের সম্পাদক ঐ সংখ্যারই একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধে ঐ মীমাংসাকে "বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পাল্‌কিরূপে বর্ণনা করেছেন।" এই ধরনের সুযোগ আর কখনও জাতীয় স্তরের সংগঠিত শ্রমশক্তিকে প্রকাশের জন্যে নিজেকে উপস্থিত করে নি।" শ্রমিকদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল "অভূতপূর্ব উদ্দীপনা" এবং সংগ্রামী আকাঙ্ক্ষা। প্রবন্ধটি সমাপ্ত হয়েছে শ্রমিকদের জরুরী প্রয়োজন এবং মিঃ লয়েড জর্জের জয়লাভের মধ্যে ক্ষতিকর তুলনা দিয়ে (ক্যাবিনেট মন্ত্রী যিনি পুঁজিপতিদের সেবাদাসের ভূমিকা পালন করেছিলেন) এবং মিঃ বেল যথাশীঘ্র একটি ভোজসভার আয়োজন করেছেন?"

একমাত্র চরম সুবিধাবাদী, ফেবিয়ানরা এবং বিশুদ্ধ বুদ্ধিজীবী সংগঠনের সদস্যরাই মীমাংসাটিকে মেনে নিয়েছিলেন, যার ফলে এমন কি "দ্য নিউ এজ", যে ফেবিয়ানদের প্রতি সহানুভূতিশীল তারাও লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিল এবং স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল যে যখন রক্ষণশীল বুর্জোয়া পত্রিকা টাইমস ফেবিয়ান সমাজের কার্যকরী সমিতির ইশতেহারকে পুরোপুরি প্রকাশ করেছিল তখন, এইসব ভদ্রলোক ছাড়াও, কোন সমাজতান্ত্রিক সংগঠন, কোন ট্রেড ইউনিয়ন, এবং কোন খ্যাতনামা শ্রমিক নেতাই (ডিসেম্বর, সপ্তম সংখ্যা, পৃঃ ১০১) এই মীমাংসার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন নি।

এখানে আপনারা প্লেখানভের সহকর্মী মিঃ ই. পি-র নিরপেক্ষতা তত্ত্বের প্রয়োগের একটি নমুনা পাবেন। প্রশ্নটি "রাজনৈতিক মতদ্বৈধতার" ছিল না, প্রশ্ন ছিল বর্তমান সমাজে শ্রমজীবী শ্রেণীর অবস্থার উন্নতি বিধানের। সমগ্র বৃটিশ বুর্জোয়া ফেবিয়ানরা এবং মিঃ ই. পি. সংগ্রাম বর্জন ঘোষণার বিনিময়ে উন্নতির কথা ঘোষণা করেছিলেন এবং পুঁজির সদয় কৃপার কাছে আত্মসমর্পণ

করে ছিলেন ; সমগ্র সমাজতন্ত্রী ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী একযোগে দাঁড়িয়েছিল যৌথ শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে। এমন কি প্লেখানভ "নিরপেক্ষতার" পক্ষে ওকালতি করবেন, সমাজতান্ত্রিক পার্টির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের পরিবর্তে?

*প্রোলেতারি*, ২১নং সংখ্যা
( ৩রা মার্চ )
১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০৮

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ১৩
পৃঃ ৪৬০ ৬৯

## উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে রাশিয়ার কৃষি বিষয়ক প্রশ্ন থেকে

রাশিয়াতে এই রকম প্রায়ই চিন্তা করা হয় যে ভূমির জাতীয়করণের অর্থ হল ব্যবসার ক্ষেত্র থেকে ভূমির অপসারণ। এটা নিঃসন্দেহে অধিকাংশ উন্নত কৃষক এবং কৃষককুলের আদর্শবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গীটি গভীরভাবে প্রতারণামূলক। ব্যাপারটা হল সম্পূর্ণ উল্টো। ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তি হল জমিতে পুঁজি বিনিয়োগের পথে বাধাস্বরূপ। সেইজন্যে যেখানে অবাধে রাষ্ট্র কর্তৃক জমি ভাড়া খাটানোর অস্তিত্ব আছে (এবং এটা হল বুর্জোয়া সমাজের জাতীয়করণের মূল কথা) সেখানে অধিকতর আগ্রহের সঙ্গে যেখানে ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তি চালু আছে তার চাইতে জমিকে ব্যবসার ক্ষেত্রে টেনে আনা হয়। জমিতে পুঁজি বিনিয়োগের অধিকতর স্বাধীনতা আছে এবং কৃষিক্ষেত্রে আছে অবাধ প্রতিযোগিতার স্বাধীনতা সেখানে ব্যক্তিগত মালিকানার জমির চাইতে অধিকতর পরিমাণে অবাধে ভাড়া খাটানো হয়। ভূমির জাতীয়করণ যেন জমিদারবিহীন জমিদারীর মত। কৃষির পুঁজিবাদী বিকাশের ক্ষেত্রে জমিদারীর কি অর্থ সে সম্পর্কে মার্কস লক্ষণীয় গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছেন তাঁর "উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব" নামক পুস্তকে। উপরোক্ত কৃষি কর্মসূচী সম্পর্কে আমি আমার রচনায় ঐ সব যুক্তি উত্থাপন করেছি কিন্তু প্রশ্নটির গুরুত্ব বিবেচনা করে আমি পুনরায় ঐ কথাগুলো এখানে ব্যক্ত করতে চাই।

রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের ঐতিহাসিক শর্ত সম্পর্কে লিখিত অনুচ্ছেদে (Theorien uber den Mehrwert, II 'Band 2. Teil, Stuttgart, 1905, S. 5-7) মার্কস বলছেন যে রিকার্ডো ও এণ্ডার্সন এই "অভিমত থেকে শুরু করেন যাকে মহাদেশে অত্যন্ত অদ্ভুত বলে মনে করা হয়" যেমন তাঁরা অনুমান করে নেন যে "জমিতে পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ

ভূসম্পত্তির কোন অস্তিত্ব নেই"। প্রথম দৃশ্যে একে একটি স্ববিরোধ বলেই মনে হতে পারে কারণ সুস্পষ্ট রূপে সামন্ততান্ত্রিক ভূসম্পত্তি অন্যান্য স্থানের তুলনায় কেবলমাত্র ইংলণ্ডেই অধিকতর সম্পূর্ণ রূপে রক্ষিত আছে। কিন্তু মার্কস ব্যাখ্যা করে বলেন যে "অন্যান্য সমস্ত দেশের মধ্যে ইংলণ্ডেই পুঁজি প্রচলিত কৃষি সম্পর্কের সঙ্গে এত নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে।" এই ক্ষেত্রে ইংলণ্ড হল "বিশ্বের চরম বিপ্লবী রাষ্ট্র"। "ঐতিহাসিক দিক থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত সম্পর্ক—কেবলমাত্র গ্রামগুলোর অবস্থানই নয়, গ্রামগুলো নিজেরাই, কৃষিজীবী অধিবাসীদের বাসস্থানই নয়, এই জনসংখ্যা নিজেও, শুধুমাত্র প্রাচীন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের কেন্দ্রসমূহই নয়, অর্থনীতি নিজেই নির্মমভাবে অপসৃত হয়েছে যেখানে ওরা কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার বিরোধী ছিল অথবা ঐ অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। জার্মানরা [ মার্কস আরও বলেন ] লক্ষ্য করেছেন ঐতিহ্যগত সাধারণ ভূমি সম্পর্কের দ্বারা নির্ধারিত অর্থনৈতিক সম্পর্ক [ হিল্ডমার্কেন ] অর্থনৈতিক কেন্দ্রবিন্দুগুলির অবস্থান এবং সুনির্দিষ্ট ঘন বসতি সমূহকে। ইংরেজরা দেখতে পেয়েছেন যে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই পুঁজির দ্বারা কৃষির ক্রমেই প্রগতিশীল শর্তসমূহের সৃষ্টি হয়েছে। যুক্তরাজ্যের প্রথা অনুযায়ী কারিগরী প্রকাশ অর্থাৎ 'তালুক সমূহকে পরিচ্ছন্ন করা' ইত্যাদি মহাদেশের অন্য কোথাও দেখা যায় না। কিন্তু 'তালুক সমূহকে পরিচ্ছন্ন করার' অর্থ কি? এর অর্থ হল এই যে স্থানীয় অধিবাসীর সম্পর্কে কোন বিবেচনা না করে—যাকে বিতাড়িত করা হয়েছে, কারণ টিঁকে থাকা গ্রামগুলো—যাদের মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে খামার বাড়ী তৈরীর জন্যে—যাদের ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে সেই ধরনের কৃষির জন্যে যা এগুলোকে এক ধাক্কায় রূপান্তরিত করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, চাষযোগ্য ভূমি থেকে চারণভূমিতে, উৎপাদনের সর্বপ্রকার শর্তসমূহ যা অপরিবর্তিতভাবে গৃহীত হবার পরিবর্তে প্রচলিত প্রথার দ্বারা হস্তান্তরিত হয়েছে, তা ঐতিহাসিক রীতি গ্রহণ করেছে যা পুঁজির সবচেয়ে বেশী লাভজনক অবস্থান বিনিয়োগের জন্যে প্রয়োজন। তাহলে দেখা যাচ্ছে সেই পর্যন্ত ভূসম্পত্তির অস্তিত্ব নেই; সে পুঁজিকে ও কৃষককে অবাধে কাজ চালাতে দেয় যেহেতু তার লক্ষ্য কেবলমাত্র অর্থ উপার্জন। একজন পোমেরানিয় জমিদার [ মার্কস রডবার্টসের কথা উল্লেখ করেন যার খাজনা সম্পর্কিত তত্ত্বকে তিনি চমৎকারভাবে বিশদ বর্ণনা দিয়ে খণ্ডন করেছেন এই

রচনায় ] যার মন ভরে ছিল তার পূর্বপুরুষদের সাধারণ ভূমির চিন্তায়, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের কেন্দ্র এবং কৃষি সংঘ ইত্যাদি নিয়ে তাই খুবই স্বাভাবিক যে কৃষি সম্পর্কের উন্নতি বিষয়ে রিকার্ডোর 'অনৈতিহাসিক' মতামতের ফলে তিনি ভয়ে হাত গুটিয়ে থাকবেন।" সত্যিকথা বলতে কি "ইংলণ্ডীয় পরিস্থিতি হল একটিমাত্র পরিস্থিতি যেখানে আধুনিক ভূসম্পত্তি অর্থাৎ পুঁজিবাদী উৎপাদনের দ্বারা পরিবর্তিত ভূসম্পত্তি যথেষ্ট পরিমাণে বিকাশলাভ করেছে। [ আদর্শের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ হিসাবে ]। এখানে ইংলণ্ডীয় তত্ত্ব [ অর্থাৎ রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্ব ] আধুনিকদের জন্যে চিরায়ত অর্থাৎ পুঁজিবাদী উৎপাদন রীতির পক্ষে আদর্শস্বরূপ"।

ইংলণ্ডে তালুক পরিচ্ছন্ন হবার আগে কৃষিজীবী ভূসম্পত্তির মালিকদের মধ্যে বিপ্লবের আকারে প্রচণ্ড ভাঙন দেখা দিয়েছিল।

১৯০৮ সালের প্রথমার্ধে লিখিত
১৯১৮ সালে একটি পৃথক পুস্তিকাকারে
প্রথম প্রকাশিত হয়।
প্রকাশক *ঝিজেন ই জনানিয়ে*,
মস্কো।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ১৫,
পৃঃ ১৪০-৪২

# বিশ্ব রাজনীতির দাহ্য পদার্থ

বিভিন্ন ইউরোপীয় ও এশীয় রাষ্ট্রসমূহের বিপ্লবী আন্দোলন পরবর্তী-কালে এত তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছে যার ফলে আমরা আমাদের সামনে নতুন আন্তর্জাতিক প্রলেতারীয় সংগ্রামের তুলনাহীন উচ্চস্তরের মোটামুটি একটা পরিষ্কার ছবি দেখতে পাই।

পারস্যে[*১] একটি প্রতিবিপ্লব সংঘটিত হয়েছে—রুশ ১ম দুমার ভাঙন এবং ১৯০৫ সালের শেষাশেষি রুশ বিপ্লব বিশে গিয়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়। জাপানীদের দ্বারা লজ্জাকর ভাবে পরাজিত হয়ে রাশিয়ার জারের সৈন্য-বাহিনী এখন প্রবল উৎসাহে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করছে প্রতিবিপ্লবীদের সাহায্য করে। কসাকদের গণহত্যার সাফল্য, পিটুনিমূলক অভিযান এবং রাশিয়ার অভ্যন্তরে সংঘটিত দৈহিক নির্যাতন ও লুঠতরাজের সঙ্গে সঙ্গে পারস্যে বিপ্লব দমনের কাজ শুরু হল। সেই নিকোলাস রোমানভ যিনি কৃষ্ণ শত[*২] গোষ্ঠীর জমিদার ও পুঁজিপতিদের নেতা, যিনি ধর্মঘট ও গৃহযুদ্ধ থেকে দূরে ছিলেন, তিনি যে পারস্যের বিপ্লবের ওপর রোষ বর্ষণ করবেন তা সহজবোধ্য। রাশিয়ার খ্রীস্টিয় সৈন্যরা আন্তর্জাতিক জল্লাদের ভূমিকা এই প্রথমবার পালন করছে না। বৃটেন যে ভণ্ডামিপূর্ণভাবে ঐ বিষয় থেকে পরিষ্কার থাকছে এবং লক্ষণীয়ভাবে পারসিক প্রতিক্রিয়াশীল ও স্বৈরতন্ত্রের সমর্থকদের দিকে বন্ধুত্বপূর্ণ নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করছে তা কতকটা ভিন্ন ব্যাপার। বৃটিশ উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা স্বদেশে শ্রমিক আন্দোলনের সম্প্রসারণের ফলে এবং ভারতে বিপ্লবী আন্দোলন ক্রমেই তীব্রতা অর্জনের ফলে ভীত হয়ে ক্রমেই আরও ঘন ঘন খোলাখুলিভাবে ও তীব্রতার সঙ্গে যারা বর্বর অর্থাৎ অত্যন্ত "সুসভ্য" ইউরোপীয় "রাজনীতিবিদরা", যারা নিয়ম-তান্ত্রিকতার উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে বেরিয়ে এসেছেন তাঁরা পুঁজি ও

পুঁজিবাদী ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম জোরদার হয়ে উঠলে এই সংগ্রামকে ক্রীতদাসত্ব, লুণ্ঠন ও হিংসায় পরিণত করতে পারেন। পারসিক বিপ্লবীদের অবস্থানটা জটিল, ওদের এমনই দেশ যাকে একদিকে ভারতের প্রভুরা এবং অপরদিকে প্রতিবিপ্লবী রুশ সরকার উভয়ের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিতে উৎসুক। কিন্তু তাব্রিজের অবিচল সংগ্রাম ও বিপ্লবীদের দিকে বার বার ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন হওয়ায়, যাদের সম্পর্কে অনুমান করা হয়েছিল সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়েছে বলে, এই প্রমাণই উত্থাপন করে যে শাহের বাশিবাজুকরা, রুশ লিয়াখভ ও বৃটিশ কূটনীতিবিদদের সাহায্য পুষ্ট হলেও জনতার কাছ থেকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। যে বিপ্লবী আন্দোলন রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সশস্ত্র বাধা দান করতে পারে এবং রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সমর্থকদের বিদেশী সাহায্য চাইতে বাধ্য করতে পারে সেই রকম আন্দোলন কিছুতেই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে না। এই সমস্ত অবস্থায় পারসিক প্রতিবিপ্লবীদের চরম সাফল্যও পরিণত হবে নতুন করে গণ-বিদ্রোহের সূচনা হিসাবে।

তুরস্কে তরুণ তুর্কীদের[৫৩] নেতৃত্বে সৈন্য বাহিনীর মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলন সাফল্য অর্জন করেছে। একথা সত্যি যে এটা অর্ধেক সফলতা অথবা তার চাইতেও কম যেহেতু তুরস্কের দ্বিতীয় নিকোলাস বিখ্যাত তুর্কী শাসনতন্ত্র[৫৪] পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। কিন্তু একটা বিপ্লবে এইসব অর্ধসফলতা পূর্বতন শাসক গোষ্ঠীর বাধ্য হয়ে দ্রুত সুবিধাদান নতুন ও আরও বেশী নির্ধারক, গৃহযুদ্ধের আরও তীব্রতর উত্থানপতনের নিশ্চয়তা দান করে যার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে জনসমষ্টির বৃহত্তর অংশ। গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে চিন্তা জাতিসমূহের ওপর ব্যর্থ হয় না। এ বড় কঠিন চিন্তা এবং এর সম্পূর্ণ পাঠের মধ্যে আবশ্যিক রূপে অন্তর্ভুক্ত থাকে প্রতিবিপ্লবের জয়, ক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের বল্গাহীন অধিকার; বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে বর্বর সরকারী প্রতিহিংসা ইত্যাদি। কিন্তু কেবল সংশোধনের অযোগ্য পণ্ডিত ও অতি বৃদ্ধা মায়েরাই ঐ বিষয়টি নিয়ে বিলাপ করতে পারেন যে জাতিসমূহ এই বেদনাদায়ক চিন্তা স্রোতের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। কারণ এটা এমনই একটা বিষয় যা নির্যাতিত শ্রেণীকে শিক্ষা দেয় কিভাবে গৃহযুদ্ধ চালাতে হবে এবং কোন পন্থায় বিপ্লবকে জয়লাভের স্তরে নিয়ে যাওয়া যাবে। এটা সমকালীন ক্রীতদাসদের বৃহত্তর অংশের মধ্যে ঘৃণাকে কেন্দ্রীভূত করে রেখেছে যা নিপীড়িত,

মূর্খ ও অজ্ঞানের অন্ধকারের নিমজ্জিত ক্রীতদাসেরা চিরকাল সঙ্গে বহন করে এনেছে এবং ওদের সর্বশ্রেষ্ঠ ইতিহাস সৃষ্টির দিকে পরিচালিত করে কারণ ওরা অনুভব করেছে ক্রীতদাসত্বের গ্লানিকে।

সাম্প্রতিক কালে ভারতে, "সুসভ্য" বৃটিশ পুঁজিপতিদের দেশী ক্রীতদাসেরা তাদের "প্রভুদের" কাছে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল। ভারতে লুণ্ঠন ও হিংসাশ্রয়ী কাজের শেষ নেই যা বৃটিশ সরকারী ব্যবস্থার নামে চলে আসছে। একমাত্র রাশিয়া ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও আপনি এই রকম চূড়ান্ত গণ-দারিদ্র্য ও মানুষের অনাহারজনিত স্থায়ী দুরবস্থা দেখতে পাবেন না। স্বাধীন বৃটেনের অত্যন্ত উদার ও অতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, অর্থাৎ জনমর্লির মত মানুষ—রুশ ও অ-রুশ ক্যাডেটদের সম্পর্কে চূড়ান্ত নীতি নির্ধারক এবং "প্রগতিশীল" সাংবাদিকতার জ্যোতিষ্কস্বরূপ (প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদের সেবাদাস), পুরোপুরি চেঙ্গিস খাঁয়ের রূপ ধারণ করেন যখন ভারতে শাসনকর্তা রূপে নিযুক্ত হন এবং তাঁদের এক্তিয়ারভুক্ত জনসমষ্টিকে "শান্ত" রাখতে সব সব রকম পন্থা প্রয়োগ করতে সক্ষম হন, এমন কি রাজনৈতিক প্রতিবাদীদের বেত্রাঘাত করা পর্যন্ত। বৃটিশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের সাপ্তাহিক মুখপত্র "জাস্টিস"-এর প্রচার ভারতে নিষিদ্ধ হয়েছে মর্লির মত এইসব উদারনৈতিক ও বিশিষ্ট শয়তানদের দ্বারা। যখন স্বাধীন শ্রমিক পার্টির নেতা ও বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য কির হার্ডি ভারত সফর করে মৌল-গণতান্ত্রিক দাবী প্রসঙ্গে ভারতীয়দের কাছে বক্তৃতা করার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন তখন সমগ্র বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলো এই বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড হৈ-চৈ শুরু করেছিল। এখন অত্যন্ত প্রভাবশালী বৃটিশ সংবাদপত্রগুলো "বিক্ষোভ" সৃষ্টিকারীদের ওপর ক্রোধান্বিত যারা ভারতে শান্তির বিঘ্ন ঘটায় এবং সেই জন্যে ভারতীয় গণতান্ত্রিক প্রচারকদের দমন করবার উদ্দেশ্যে পুরোপুরি রুশ প্লেভী কায়দায় আদালতের দণ্ডাদেশ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সাদর আহ্বান জানায়। ভারতে তার লেখক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের জন্যে পথ ক্রমেই মজবুত হয়ে উঠছে। ভারতীয় গণতন্ত্রী তিলকের ওপর বৃটিশ শৃগালেরা কুখ্যাত দণ্ডাদেশ আরোপ করেছিল যার ফলে তাঁকে দীর্ঘদিন নির্বাসনে কাটাতে হয়, পরদিন বৃটিশ হাউস অফ কমন্সে উত্থাপিত প্রশ্ন থেকে প্রকাশিত হয় যে ভারতীয় জুরীরা মুক্তিদানের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন কিন্তু *বৃটিশ জুরীদের দ্বারা এই দণ্ডাদেশ অনুমোদন করান* একজন

গণতন্ত্রীর বিরুদ্ধে, পুঁজিপতি শ্রেণীর সেবাদাসদের এই প্রতিহিংসামূলক আচরণের ফলে বোম্বাই-এ রাস্তায় বিক্ষোভ ও ধর্মঘট শুরু হয়ে যায়। ভারতেও প্রোলেতারিয়েত শ্রেণী সচেতন রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলেছে এবং এর ফলে ভারতে রুশ কায়দায় বৃটিশ শাসনের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। এশীয় রাষ্ট্রসমূহে ওদের ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনের দ্বারা ইউরোপীয়রা অন্ততঃ একটি রাষ্ট্র জাপানকে এমভাবে সুদৃঢ় করে তুলেছিল যে বিরাট বিরাট সামরিক জয়লাভের সাহায্যে স্বাধীন জাতীয় উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করতে পেরেছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে যুগ যুগ ধরে বৃটিশ কর্তৃক ভারতবর্ষ লুণ্ঠন এবং ভারতীয় গণতন্ত্র ও পারস্যের বিরুদ্ধে এইসব "উন্নত" ইউরোপীয়দের সমকালীন সংগ্রাম আরও লক্ষ লক্ষ মানুষকে ইস্পাত কঠিন করে গড়ে তুলবে এবং এশিয়ার কোটি কোটি প্রোলেতারিয়েতকে সংগ্রাম-মুখী করে তুলবে তাদের নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে যা জাপানের জয়লাভের মতই সাফল্য অর্জন করবে। এখন এশিয়াতেও আছে ইউরোপীয় শ্রেণী সচেতন শ্রমিকের বন্ধু এবং ক্রমেই বন্ধুর সংখ্যা অতি দ্রুত হারে বেড়ে চলবে।

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে চীনেও মধ্যযুগীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবী আন্দোলন বেশ শক্তি সঞ্চয় করেছে বলে অনুভূত হচ্ছে। একথা সত্যি যে বর্তমান আন্দোলন সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছুই বলা যাবে না কারণ এর সম্পর্কে অত্যন্ত কম খবর পাওয়া যায় এবং দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিদ্রোহের সংবাদের প্রাচুর্য দেখতে পাওয়া যায়। "নতুন শক্তি" ও "ইউরোপীয় প্রবাহের" সতেজ ক্রমোন্নতি সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই যা সমগ্র চীনকে নাড়া দিয়েছে বিশেষ করে রুশ-জাপান যুদ্ধের পর এবং এর ফলে প্রাচীন ধাঁচের চৈনিক বিপ্লব অবশ্যম্ভাবীরূপে পরিণত হবে একটা সচেতন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে। এই সময়ে ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ কেউ যে অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন তা বোঝা যায় ইন্দোচীনে ফরাসী-দের কার্যাবলী থেকে: ওরা চীনের মান্ধাতার আমলের প্রশাসনকে সাহায্য করেছিল বিপ্লবীদের দমন করার জন্যে। ওরা সমভাবে নিজেদের ও চীনের সীমানা ঘেঁসা ওদের অধিকারভুক্ত অঞ্চলের নিরাপত্তা সম্পর্কে ভীত হয়ে পড়েছিল।

ফরাসী বুর্জোয়ারা অবশ্য কেবলমাত্র এশিয়ার অধিকারভুক্ত অঞ্চল

সম্বন্ধেই চিন্তিত ছিল না। প্যারিসের নিকটবর্তী ভিলেনিউভ-সেন্ট জর্জের প্রতিবন্ধক, যে সব ধর্মঘটী এইসব প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছিল (৩০শে জুলাই, বৃহস্পতিবার) তাদের ওপর গুলিবর্ষণ, এই সমস্ত ঘটনাবলী ইউরোপীয় শ্রেণী সংগ্রামের ক্ষেত্রে নতুন প্রমাণস্বরূপ। চরমপন্থী ক্লিমেনস্যু, যিনি পুঁজিপতিদের পক্ষ থেকে ফ্রান্সের প্রশাসন চালান, তিনি অসাধারণ উৎসাহের সঙ্গে প্রোলেতারিয়েতের মধ্যে সাধারণতন্ত্রী বুর্জোয়া অলীক কল্পনার শেষ চিহ্নটুকুও মুছে ফেলতে চেষ্টা করে চলেছেন। ক্লিমেনস্যুর সময়ে চরমপন্থী সরকারের আদেশক্রমে সৈন্যবাহিনী কর্তৃক গুলি করে শ্রমিক হত্যার ঘটনা পূর্বের চাইতে অনেক বেশী পরিমাণে ঘটেছে। ফরাসী সমাজতন্ত্রীরা এই কারণের জন্যে ক্লিমেনস্যুর নাম দিয়েছেন "লাল" এবং এখন পুনরায় যখন তাঁর এজেন্ট, আরক্ষাদল এবং সেনাপতিরা শ্রমিকদের রক্ত ঝরাল তখন সমাজতন্ত্রীরা সেই প্রবাদবাক্যের কথা স্মরণ করল যা এইসব অতি প্রগতিশীল বুর্জোয়া সাধারণতন্ত্রীরা শ্রমিক প্রতিনিধিদের কাছে উচ্চারণ করত: "তুমি ও আমি এই প্রতিবন্ধকের দুই বিপরীত দিকে অবস্থান করছি" হ্যাঁ, ফরাসী প্রোলেতারিয়েতরা ও চরমপন্থী বুর্জোয়া সাধারণতন্ত্রীরা শেষ পর্যন্ত প্রতিবন্ধকের দুটি বিপরীত দিকে স্থান গ্রহণ করেছে। ফরাসী শ্রমিক-শ্রেণী জয়লাভের জন্যে এবং সাধারণতন্ত্রকে রক্ষার জন্যে প্রচুর রক্তক্ষয় করেছে এবং এখন সাধারণতন্ত্রী ব্যবস্থা পুরোপুরি বহাল হওয়ার ভিত্তিতে সম্পত্তির মালিক ও শ্রমজীবী শ্রেণীর মধ্যে চূড়ান্ত সংগ্রাম দ্রুত পরিণতির দিকে যাচ্ছে। লিউমানিতে[৫৫] ৩০শে জুলাই-এর ঘটনা সম্পর্কে লিখেছিল, "এটা শুধু নৃশংসতা নয়, এটা যুদ্ধেরই একটা অংশ মাত্র।" সেনাপতিরা ও পুলিশ বাহিনী শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র বিক্ষোভ প্রদর্শনকে প্ররোচনা জাগিয়ে একটি গণহত্যায় পরিণত করতে বদ্ধপরিকর ছিল। কিন্তু সৈন্যবাহিনী নিরস্ত্র ধর্মঘটী ও বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের ঘেরাও এবং আক্রমণ করতে গিয়ে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল, তাদের এই কাজের ফলে তৎক্ষণাৎ প্রতিবন্ধক গড়ে ওঠে এবং এমন সব ঘটনার সৃষ্টি হয় যা সমগ্র ফ্রান্সকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। লিউমানিতে লিখছে, এই সব প্রতিবন্ধক বোর্ড দিয়ে তৈরী হয়েছিল এবং হাস্যকর ভাবে অকার্যকর ছিল। কিন্তু এটা তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই যে তৃতীয় সাধারণতন্ত্র প্রতিবন্ধকে প্রাচীন প্রথা তুলে দিয়েছিলেন অথচ "ক্লিমেনস্যু সেই প্রথাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত

করছেন”—এবং এই বিষয় সম্পর্কে ততখানি অকপটভাবে অগ্রসর হয়েছেন যতখানি অকপটে ১৮৪৮ সালের জুন মাসের জল্লাদরা এবং ১৮৭১এর সালের গ্যালিফেতরা অগ্রসর হয়েছিল গৃহযুদ্ধের মোকাবিলা করতে।

৩০শে জুলাই-এর ঘটনাবলীর সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত এইসব বিখ্যাত ঐতিহাসিক দিনগুলোকে শুধু যে সমাজতন্ত্রী পত্রিকাগুলোই স্মরণ করেছে তা নয়। বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলো শ্রমিকদের ওপর ভয়ঙ্কর আক্রমণ চালাচ্ছে এবং ওদের এমনভাবে দোষারোপ করছে যেন ওরা একটা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলতে চেয়েছিল। একটা পত্রিকা একটা তুচ্ছ কিন্তু বৈশিষ্ট্যসূচক ঘটনার উল্লেখ করে যা ঘটনা ঘটার সময় উভয় পক্ষের মনোভাবের দ্যোতক। যখন শ্রমিকরা একজন আহত কমরেডকে জেনারেল ভারভেয়ারের সামনে দিয়ে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল, যিনি ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন, তখন বিক্ষোভকারীদের মধ্যে থেকে চাৎকার ধ্বনিত হয়েছিল “স্যালুয়েজ” এবং বুর্জোয়া সাধারণতন্ত্রের জেনারেল আহত শত্রুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন।

সমস্ত উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রোলেতারিয়েত ও বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রামের তীব্রতা লক্ষ্য করা যায়। সর্বত্র একই রকম ঝোঁক যদিও ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পরিস্থিতির পার্থক্য, রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং শ্রমিক আন্দোলনের আকার অনুযায়ী এই ঝোঁক ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়। আমেরিকা ও বৃটেনে যেখানে পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা বর্তমান এবং যেখানে প্রোলেতারিয়েতের কোন বিপ্লবী ও সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য নেই, যাকে জীবন্ত ঐতিহ্য বলা যায়, সেখানে এই সংগ্রামের তীক্ষ্ণতা প্রকাশ পায় ট্রাস্টসমূহের বিরুদ্ধে ক্রমে শক্তি অর্জনকারী আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার অভূতপূর্ব বিস্তার এবং সম্পদশালী শ্রেণীর কাছ থেকে যে অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করছে তার মধ্যে এবং শ্রমিক সংগঠনগুলোর মধ্যে, কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, যা সুসম্বদ্ধ ও স্বাধীন প্রোলেতারীয় সংগ্রামে সবে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। অস্ট্রিয়া ও জার্মানীতে এবং আংশিকভাবে স্ক্যাণ্ডিনেভীয় রাষ্ট্রসমূহেও শ্রেণীসংগ্রামের এই তীক্ষ্ণতাকে দেখতে পাওয়া যায় নির্বাচনী প্রচারের মধ্যে, পার্টিগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে, সাধারণ শত্রু প্রোলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের বুর্জোয়াদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর মৈত্রীর মধ্যে এবং বিচার বিভাগীয় ও পুলিশী নির্যাতন কঠোরতর

করার মধ্যে। ধীরে কিন্তু সুনিশ্চিত ভাবে দুটি বিরোধী শিবির তাদের শক্তি সঞ্চয় করেছে, সংগঠনকে মজবুত করে তুলছে, জনজীবনের সর্বস্তরে তীব্রতা বৃদ্ধি করে চলেছে যেন আসন্ন বিপ্লবী লড়াই-এর জন্যে নিঃশব্দে কিন্তু সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে প্রস্তুতি চলছে। লাতিন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ইতালি ও বিশেষ করে ফ্রান্সে শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা প্রকাশ পায় বিশেষত খোড়ো হিংসাত্মক এবং মাঝে মাঝে সরাসরি বিপ্লবী সংঘটনে, যখন প্রোলেতারিয়েত শ্রেণীর মধ্যে নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে চাপা বিদ্বেষ আশাতীত শক্তি নিয়ে ফেটে পড়ে এবং সংসদীয় সংগ্রামের শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া পরাজিত হয় প্রকৃত গৃহযুদ্ধের ঘটনাবলীর কাছে।

প্রোলেতারিয়েত শ্রেণীর আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলন ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে সমানভাবে এবং একই রূপে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে না। প্রতিটি কর্ম-ক্ষেত্রে প্রতিটি সুযোগের পরিপূর্ণ ও সার্বিক সদ্ব্যবহার সম্ভব হয় একমাত্র তখনই যখন ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামের ফল অনুভূত হয়। প্রতিটি রাষ্ট্রই তার মূল্যবান ও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণ স্রোতধারায় মিশিয়ে দেয়, কিন্তু পৃথক পৃথকভাবে প্রতিটি রাষ্ট্রেই আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার নিজস্ব একদেশদর্শিতা ও পৃথক পৃথক সমাজতন্ত্রী পার্টিসমূহের নিজস্ব তত্ত্বগত ও প্রায়োগিক ভুল ভ্রান্তির জন্যে। মোটামুটিভাবে আমরা আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের একটা শক্তিশালী পদক্ষেপ দেখতে পাচ্ছি, শত্রুর সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে বাস্তবক্ষেত্রে পর পর সংঘর্ষের মধ্যে প্রোলেতারিয়েত শ্রেণীর লক্ষ লক্ষ সৈন্য সমাবেশে এবং বুর্জোয়াদের সঙ্গে চূড়ান্ত সংগ্রামের সম্মুখীন—এমন একটি সংগ্রাম যার জন্য শ্রমজীবী শ্রেণী কমিউনের দিনগুলোর চাইতে অনেক বেশী তৈরী, যাকে বলা যায় সর্বশেষ মহান প্রলেতারীয় বিদ্রোহ।

এশিয়াতে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি সহ, সমগ্র আন্ত-র্জাতিক সমাজতন্ত্রের এই অগ্রগামী পদক্ষেপ রাশিয়ার বিপ্লবকে একটা বৈশিষ্ট্য সূচক এবং বিশেষ কঠিন অবস্থায় ফেলেছে। এশিয়া ও ইউরোপ এই উভয় মহাদেশেই রাশিয়ার বিপ্লবের মহান আন্তর্জাতিক বন্ধু আছে কিন্তু সেই সঙ্গে এবং সেই কারণের জন্যই তার একটা, শুধুমাত্র জাতীয় বা রুশীয় নয়, একটা আন্তর্জাতিক শত্রুও আছে। সমস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে ক্রমবর্ধমান প্রোলেতারীয় সংগ্রামের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী এবং এটাই সমগ্র বিশ্বের বুর্জোয়া

সব কারণগুলোকে যে কোন ধরনের গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে এশিয়া এবং বিশেষ করে ইউরোপের যে কোন বিপ্লবের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করছে। রাশিয়ার উদারনৈতিক অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীদের মত, আমাদের পার্টির সুবিধাবাদীরা এখনও রাশিয়াতে বুর্জোয়া বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে যা বিরোধিতা করবে না এবং বুর্জোয়াদের বিতাড়িত করবে না, যা "অতি মাত্রায়" প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না অথবা বিপ্লবী শ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের অবস্থা সৃষ্টি করবে না। বৃথা আশা! একটা ফিলিস্তিন অবাস্তব কল্পনা! বিশ্বের সমস্ত উন্নত রাষ্ট্রের মধ্যে স্তূপীকৃত দাহ্য পদার্থের পরিমাণ এত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দাবানল এশিয়ার অধিকাংশ রাষ্ট্রে এত পরিষ্কার ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, যা গতকালও সুষুপ্তির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। যার ফলে আন্তর্জাতিক বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা এবং প্রতিটি পৃথক পৃথক জাতীয় বিপ্লবের অবস্থার অবনতি অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে।

আমাদের বিপ্লবের ঐতিহাসিক দায়িত্ব প্রতিবিপ্লবী শক্তিসমূহের দ্বারা পালিত হয় না এবং তা হতে পারে না। রুশ বুর্জোয়ারা আবশ্যিকরূপেই আরও বেশী করে আন্তর্জাতিক প্রোলেতারীয় বিরোধী ও গণতন্ত্র বিরোধী ঝোঁকের দিকে আকর্ষিত হচ্ছে। রুশ প্রোলেতারিয়েত শ্রেণীর উদারনৈতিক মিত্রদের উপর ভরসা করে থাকা উচিত হবে না। বিপ্লবের সম্পূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে তাকে তার স্বাধীন পথ অবশ্যই অনুসরণ করে চলতে হবে এবং নির্ভর করতে হবে সমগ্র কৃষকদের নিজেদের দ্বারা রাশিয়ার কৃষি সমস্যার প্রশ্নে বল প্রয়োগে সমাধানের প্রয়োজনীয়তার উপর—ওদের সাহায্য করতে হবে কৃষ্ণশত স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটাতে, রাশিয়াতে কৃষক ও প্রোলেতারিয়েতের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিতে এবং স্মরণ রাখতে হবে যে এর সংগ্রাম ও সাফল্য আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া উদারনৈতিকতাবাদ সম্বন্ধে কম মোহগ্রস্ত হতে হবে (সমগ্র বিশ্ব ও রাশিয়া এই উভয় ক্ষেত্রে যারা প্রতিবিপ্লবী) আন্তর্জাতিক বিপ্লবী প্রোলেতারিয়েতের বৃদ্ধির দিকে অধিকতর মনোযোগ দিতে হবে।

*প্রোলেতারি*, ৩৩নং *সংখ্যা*,
জুলাই ২৩, ( ৫ই আগস্ট ), ১৯০৮।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ১৫,
পৃঃ ১৮২-৮৮।

# ব্রিটিশ ও জার্মান শ্রমিকবৃন্দের শান্তির জন্যে বিক্ষোভ প্রদর্শন

এটা আমাদের জানা যে বৃটেন ও জার্মানীতে বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলো বহুদিন ধরে উগ্র স্বাদেশিকতার প্রচার চালিয়েছিল বিশেষ করে নিম্নস্তরের সংবাদপত্রগুলো যার মধ্যে এই দুটি রাষ্ট্রকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উস্কে দেওয়া হয়েছিল। বিশ্বের বাজারে বৃটিশ ও জার্মান পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্রতর হয়ে উঠেছে। বৃটেনের পূর্বতন একাধিপত্য এবং বিশ্বের বাজারে এককভাবে উত্থান এখন অতীতের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। জার্মানী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের অন্যতম, সে বিশেষ দ্রুততার সঙ্গে উন্নতি ঘটিয়ে চলেছে এবং তার বৃহৎ উৎপাদকরা বিদেশে সম্প্রসারণশীল বাজারের সন্ধান করছে। পুঁজিবাদী সমাজে উপনিবেশের জন্যে সংগ্রাম এবং বাণিজ্যিক স্বার্থের জন্যে বিরোধ যুদ্ধের কারণসমূহের অন্যতম রূপে পরিগণিত হয়েছে। এটা তাই আশ্চর্যের বিষয় নয় যে উভয় রাষ্ট্রে পুঁজিপতিরা বৃটেন ও জার্মানীর মধ্যে যুদ্ধকে অবধারিত বলে ধরে নিয়েছে এবং উভয় রাষ্ট্রের সমরবাদীরা এটাকে আকাঙ্ক্ষিত বলেও মনে করেন। বৃটিশ যুদ্ধবাজ দেশপ্রেমিকরা বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বী জার্মানীর নৌশক্তিকে ধ্বংস করতে চান যদিও তা বৃটেনের শক্তির তুলনায় খুবই নগণ্য। বুরবোঁ বংশীয় দ্বিতীয় উইলহেলমের নেতৃত্বে জার্মান অভিজাত ও সমর নায়কবৃন্দ বৃটেনের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাবার ইচ্ছা পোষণ করেই খারাপ করে দিচ্ছে। ওরা আশা করে যে ওরা ওদের স্থলবাহিনীর সংখ্যাগত শ্রেষ্ঠত্বকে কাজে লাগাতে পারবে এবং এও আশা করে যে সামরিক জয়লাভের সোরগোল তুলে শ্রমজীবী শ্রেণীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের গলা টিপে ধরতে পারবে এবং জার্মানীতে শ্রেণী-সংগ্রামের প্রসারকে বাধা দিতে পারবে।

ব্রিটিশ ও জার্মান শ্রমজীবীরা ক্রমবর্ধমান যুদ্ধ বিপদের বিরুদ্ধে খোলা-খুলিভাবে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। উভয় রাষ্ট্রে শ্রমিক মুখপত্র দীর্ঘদিন

ধরে উগ্র দেশপ্রেম ও সমরবাদের বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই চালিয়ে আসছিল। কিন্তু, এখন যা প্রয়োজন তা হল সংবাদপত্রের মধ্যে যতটুকু প্রকাশ করা যায় তার চাইতে অনেক বেশী পরিমাণে শ্রমজীবী শ্রেণীর মনোভাবকে আকর্ষণীয় করে প্রকাশ করা। বার্লিনের একটি বিশাল বিক্ষোভে অংশ গ্রহণ করার জন্যে বৃটিশ শ্রমজীবীরা একটি প্রতিনিধিদল পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যেখানে উভয় রাষ্ট্রের প্রোলেতারিয়েত যুক্তভাবে ঘোষণা করবে যুদ্ধ বিরোধী যুদ্ধের প্রতিজ্ঞা।

বার্লিনে সেই বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছিল রবিবার ২০শে সেপ্টেম্বর (৭ই, প্রাচীন পদ্ধতিতে)। এইবারই বৃটিশ শ্রমিক প্রতিনিধিরা বিনা বাধায় বার্লিনের প্রোলেতারিয়েতের কাছে বক্তৃতা করতে সক্ষম হয়েছিল। দু বছর আগে যখন জে. জরেস, ফরাসী শ্রমজীবী শ্রেণীর পক্ষ থেকে বার্লিনের একটি সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিকদের সভায় বুর্জোয়া যুদ্ধবাদ দেশপ্রেমিকদের বিরুদ্ধে জার্মান শ্রমিকদের সামনে বক্তব্য রাখতে চেয়েছিলেন তখন জার্মান সরকার তাঁকে অনুমতি দেন নি। এইবার ওরা বৃটিশ প্রতিনিধিদের সরিয়ে দেবার সাহস দেখান নি।

বার্লিনের বৃহত্তম দলগুলির একটিতে শ্রমজীবী শ্রেণীর বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রায় ৫০০০ মানুষ তৎক্ষণাৎ হল ঘরটিকে ভরিয়ে দেয় এবং উপচে পড়া কয়েক হাজার মানুষ আশপাশ অঞ্চল ও রাস্তায় স্থান দখল করে। লাল ফিতে পরা পরিচালকরা শৃঙ্খলা বজায় রাখেন। বিখ্যাত জার্মান ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কমরেড লেজিয়েন (বলা হয় স্বাধীন অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ইউনিয়ন) জার্মানীর রাজনৈতিক দিক থেকে ও শিল্পগতভাবে সংগঠিত সমগ্র শ্রমজীবী শ্রেণীর পক্ষ থেকে বৃটিশ প্রতিনিধি-দলকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। তিনি বললেন যে, পঞ্চাশ বছর আগে ফরাসী ও বৃটিশ শ্রমজীবীরা শান্তির জন্যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল। ঐ সময় অগ্রণী সমাজতন্ত্রীরা সংগঠিত জনতার সাহায্য পান নি। আজ বৃটেন ও জার্মানীর সম্মিলিতভাবে সংগঠিত শ্রমিক বাহিনীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪½ মিলিয়ন। এই বাহিনীর পক্ষ থেকেই এখন বৃটিশ প্রতিনিধিরা ও বার্লিন সভা কথা বলছে এবং ঘোষণা করছে যে যুদ্ধ অথবা শান্তির সিদ্ধান্ত লুকিয়ে আছে শ্রমজীবী শ্রেণীর হাতে।

উত্তরদান কালে বক্তৃতার সময় বৃটিশ শ্রমিক প্রতিনিধি ম্যাডিসন

বুর্জোয়াদের দ্বারা পরিচালিত যুদ্ধবাদ দেশপ্রেমিকদের অপপ্রচারের নিন্দা করেছিলেন এবং বৃটিশ শ্রমিকদের পক্ষ থেকে এক অভিভাষণ জার্মান শ্রমিকদের কাছে অর্পণ করেছিলেন, ঐ অভিভাষণে স্বাক্ষর দিয়েছিল ৩০০০ হাজার শ্রমিক। তিনি বলেছিলেন, স্বাক্ষরদাতাদের মধ্যে বৃটিশ শ্রমিক আন্দোলনের উভয় প্রবাহের প্রতিনিধিরাও ছিলেন ( অর্থাৎ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক এবং স্বাধীন শ্রমিক পার্টির অনুগামীরা যারা এখনও কোন সুসম্বন্ধ সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে পারেন নি ) অভিভাষণে উল্লেখ করা হয়েছিল যে যুদ্ধ সম্পদশালী শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে। শ্রমজীবী শ্রেণীর ব্যাপক অংশ এই যুদ্ধের বোঝা বহন করে। সম্পদশালী শ্রেণী জাতীয় বিপর্যয় থেকে সুবিধা আহরণ করে। শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমরবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, পার্টির প্রতিনিধিদের বক্তব্যের পর রিচার্ড ফিসার বক্তব্য রেখেছিলেন। এই সভায় সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করে বলা হয়েছিল "শাসক ও শোষকশ্রেণীর স্বার্থপর ও অদূরদর্শী নীতি" এবং স্টুটগার্টের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী ক্রিয়াকর্ম পরিচালনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছিল অর্থাৎ যে কোন উপায়ে এবং যে কোন পন্থায় যুদ্ধের বিরোধিতা করা। শ্রমিকদের মার্সিলেজ গীত হওয়ার মধ্যে সুশৃঙ্খলভাবে সভার সমাপ্তি ঘটে। রাস্তায় কোন বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয় নি। বার্লিন পুলিশ ও স্থানীয় সামরিক পরিষদ হতাশ হয়েছিলেন। এটা জার্মান প্রশাসনের বৈশিষ্ট্যসূচক যে শ্রমিকদের অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শনের সঙ্গেও অবশ্যই পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর বিক্ষোভ যুক্ত থাকবে। বার্লিন গ্যারিসনকে সক্রিয় করা হয়েছিল; একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী সৈন্যবাহিনীর অংশ বিশেষকে শহরের বিভিন্ন অংশে এমন ভাবে নিয়োগ করা হয়েছিল যাতে তাদের আত্ম-গোপনের স্থান ও সংখ্যা সহজে দৃষ্টিগোচর না হয়। পুলিশের ছোট ছোট দল সভাস্থলের আশে পাশে রাস্তা ও পার্কগুলোতে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছিল বিশেষ করে সেই রাস্তাটা যা সোজা চলে গেছে রাজপ্রাসাদের দিকে। শেষোক্তটিতে সাদা পোশাকের পুলিশ ও গৃহপ্রাঙ্গনে লুকিয়ে থাকা সৈন্য-বাহিনী দিয়ে বেষ্টনী রচনা করা হয়েছিল। একটি অত্যন্ত জটিল পুলিশী ব্যবস্থা সংগঠিত করা হয়েছিল, পুলিশের ছোট ছোট দল রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াত, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে পুলিশ অফিসারদের নিয়োগ করা হয়েছিল, পুলিশ সাইকেল আরোহীরা স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করছিল এবং

সামরিক সংস্থাকে "শত্রুর" প্রতিটি পদক্ষেপ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল রাখছিল, সেতু ও খাল পারাপারের সাঁকো রক্ষার জন্যে তিনজন করে রক্ষী নিযুক্ত করা হয়েছিল। ভারওয়ার্ট বিদ্রূপাত্মক ভাবে লিখেছিলেন "ওরা সন্ত্রস্ত রাষ্ট্রতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্যে দাঁড়িয়েছিল।" দ্বিতীয় উইলহেলমের সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাবলী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন।

"আমরা আমাদের দিক থেকে বলতে পারি যে এটা ছিল একটা মহড়া বিশেষ। বিদ্রোহী প্রোলেতারিয়েতের সঙ্গে সামরিক লড়াই-এর মহড়া দিচ্ছিলেন দ্বিতীয় উইলহেলম ও জার্মান বুর্জোয়ারা এই ধরনের মহড়া নিঃসন্দেহে যে কোন প্রকারেই হোক, ব্যাপক শ্রমজীবী শ্রেণী ও সৈন্যবাহিনীর পক্ষে সুফলদায়ক। Ca ira ( এটা সফল হবে ! ), ফরাসী শ্রমিকদের গানে যা বলা হয়েছে। বার বার মহড়া, ধীরে ধীরে হলেও সুনিশ্চিতভাবে ইতিহাসের চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে।

১৯০৮ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ( ২১ ) ও ২রা অক্টোবর ( ১৫ )-এর মধ্যে লিখিত
লেনিন মেসসেঞ্জার ২৫এ
১৯৩৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ১৫, পৃঃ ২১০-১২

## আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক ব্যুরোর সভা থেকে

পরের সারাদিনটাই আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক ব্যুরোর সভা নিয়েই কেটে যায়। আলোচ্য বিষয়গুলোর প্রথমটা অর্থাৎ বৃটিশ শ্রমিক পার্টির স্বীকৃতি নিয়ে প্রাতঃকালীন অধিবেশনের পুরো সময়টাই কেটে গেল। আন্তর্জাতিকের নিয়মাবলী অনুসারে যে সমস্ত সংগঠন সদস্য তালিকাভুক্ত হবার উপযোগী তারা হল প্রথমতঃ সমাজতান্ত্রিক পার্টি সমূহ যারা শ্রেণীসংগ্রাম সমর্থন করে এবং দ্বিতীয়তঃ শ্রমজীবী শ্রেণীর সংগঠন যাদের দৃষ্টিভঙ্গী হল শ্রেণী সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গী (অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়ন)। হাল আমলে বৃটিশ কমন্সসভায় গঠিত শ্রমিক পার্টি প্রকাশ্যে নিজেদের সমাজতান্ত্রিক বলে ঘোষণা করে না এবং নির্দ্বিধায় ও সুনিশ্চিত রূপে শ্রেণীসংগ্রামের নীতিকে স্বীকার করে না (যা, অস্পষ্ট হলেও বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরা এই কাজ করতে আহ্বান জানায়)। এই কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই শ্রমিক পার্টি সাধারণ ভাবে আন্তর্জাতিক কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছিল এবং বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছিল স্টুটগার্টের সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেসে কারণ আসল কথা হল এই যে এই পার্টি হল একটা মিশ্র ধরনের সংগঠন, আন্তর্জাতিকের নিয়মাবলীর ১নং ও ২নং ধারায় বর্ণিত দুটি শ্রেণীর মাঝামাঝি এবং বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়নের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ধারক। তৎসত্ত্বেও পার্টির স্বীকৃতির প্রশ্ন তোলা হয়েছিল এবং তুলেছিল পার্টি নিজেই তথাকথিত স্বাধীন শ্রমিক পার্টির নামে (আই. এল. পি. বৃটিশরা একে যে নামে ডাকে) যা আন্তর্জাতিকের বৃটিশ শাখার দুটি উপশাখার একটি। অপর উপশাখাটি হল সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন।

স্বাধীন শ্রমিক পার্টি আন্তর্জাতিকের স্বীকৃত সংগঠন হিসেবে শ্রমিক পার্টির সরাসরি স্বীকৃতি দাবী করেছিল। এর প্রতিনিধি ব্রুস গ্লেজিয়ার পার্লামেন্টে শত সহস্র সংগঠিত শ্রমিক প্রতিনিধিত্বের অসীম গুরুত্বের ওপর

জোর দিয়েছিলেন যারা অবিচলভাবে এবং সুনিশ্চিতরূপে সমাজতন্ত্রের দিকে আওয়ান। তিনি নীতি সূত্র ও প্রশ্নোত্তর প্রণালীতে শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে অত্যন্ত অবজ্ঞা প্রদর্শন করতেন। তার উত্তরে কাউৎস্কি নিজেকে নীতির প্রতি এইরকম অবজ্ঞাপূর্ণ মনোভাব ও সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত লক্ষ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন কিন্তু শ্রমিক পার্টির স্বীকৃতি দান সম্পূর্ণ সমর্থন করেছিলেন কারণ এই পার্টি কার্যতঃ শ্রেণীসংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে: কাউৎস্কি নিম্নোক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন।

"অথচ আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে পূর্বেকার প্রস্তাবসমূহের দ্বারা যে সমস্ত সংগঠন প্রোলেতারীয় শ্রেণীসংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করছে এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেছে তাদের সভ্য তালিকাভুক্তি মেনে নেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক ব্যুরো ঘোষণা করে যে বৃটিশ শ্রমিক পার্টিকে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী কংগ্রেসে গ্রহণ করা হয়েছে কারণ যদিও সুস্পষ্টভাবে ( ausdrucklich ) শ্রেণী সংগ্রামকে মেনে নেয় নি কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ওরা এই সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে এবং এরা দৃষ্টিভঙ্গীকে সেই পরিমাণে গ্রহণ করেছে যে পরিমাণে বুর্জোয়া পার্টি থেকে এরা পৃথক স্বাধীন সংগঠন রূপে গঠিত।"

কাউৎস্কি অস্ট্রিয়ানদের দ্বারা সমর্থিত হয়েছিলেন, ফরাসী গোষ্ঠীর ভ্যাইল্যান্ট অনুগামীদের দ্বারাও এবং ভোটাভুটিতে দেখা গেল অধিকাংশ ছোট ছোট রাষ্ট্রও তাঁকে সমর্থন করেছিল। প্রথম বিরোধিতা এল বৃটিশ সমাজতন্ত্রী ফেডারেশনের প্রতিনিধি হিণ্ডম্যানের কাছ থেকে, যিনি দাবী করেছিলেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত না শ্রমিক পার্টি শ্রেণীসংগ্রামের নীতি ও সমাজতন্ত্রের নীতিকে সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করছে ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্বাবস্থা অপরিবর্তিত থাকুক। তারপর বিরোধিতা এল রাউজেলের কাছ থেকে ( দ্বিতীয় ফরাসী প্রতিনিধি ও গিসডির অনুগামী ) তারপর এল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির রুবানোভিচের কাছ থেকে বালগেরীয় সমাজ-তান্ত্রিক পার্টির বিপ্লবী অংশের প্রতিনিধি আভরামভের কাছ থেকে।

আমি বক্তৃতা করেছিলাম কাউৎস্কির প্রস্তাবের প্রথমাংশের সঙ্গে নিজেকে পরিচিত করবার জন্যে। কিন্তু অসম্ভব ছিল, আমি যুক্তি দেখিয়েছিলাম শ্রমিক পার্টিকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করার জন্যে। অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের সংসদীয় প্রতিনিধিত্ব অসম্ভব যেহেতু যে কোন রকমের

ট্রেড ইউনিয়নকেই কংগ্রেস পূর্বে স্বীকৃতি দিয়েছে এমন কি যারা বুর্জোয়া পার্লামেন্টের সদস্যদের দ্বারা নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করাকে মেনে নিয়েছেন তাদেরও। কিন্তু আমি বলেছি কাউৎস্কির বক্তব্যের দ্বিতীয়াংশ ক্রটিপূর্ণ কারণ কার্যতঃ শ্রমিক পার্টি উদারনৈতিকদের থেকে পৃথক একটি প্রকৃত স্বাধীন পার্টি নয় এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন শ্রেণীনীতি অনুসরণ করে না। তাই আমি একটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম যে প্রস্তাবের শেষ অংশটি, যার শুরু হয়েছে "কারণ" এই শব্দটি দিয়ে, তা নিম্নোক্ত রূপে পড়তে হবে :

"কারণ সে [শ্রমিক পার্টি] একটি সচেতন শ্রেণীনীতির দিকে এবং সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টি গঠনের দিকে বৃটেনের প্রকৃত প্রোলেতারীয় সংগঠনের প্রথম পদক্ষেপের প্রতিনিধিত্ব করে" আমি ব্যুরোতে এই সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেছিলাম কিন্তু কাউৎস্কি তা গ্রহণ করেন নি। পরবর্তী বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন যে "প্রত্যাশার" ওপর ভিত্তি করে ব্যুরো কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু প্রধান সংগ্রামটা ছিল কাউৎস্কির সামগ্রিক প্রস্তাবের সমর্থক ও বিরোধীদের মধ্যে। যখন বিষয়টিকে ভোটে দেওয়ার উপক্রম হচ্ছে, তখন এ্যাডলার প্রস্তাব করেন যে এটাকে দুভাগে ভাগ করা হোক। তা করা হল এবং উভয় অংশই আন্তর্জাতিক ব্যুরো কর্তৃক গৃহীত হল : প্রথমটির ক্ষেত্রে, বিপক্ষে-৩ এবং অনুপস্থিত-১ এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে, বিপক্ষে-৪ এবং অনুপস্থিত-১। এইভাবে কাউৎস্কির প্রস্তাব ব্যুরোর সিদ্ধান্তে পরিণত হল। রুবানোভিচ ভোটের সময় উভয় ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকেন। আরও যুক্ত করা যাক যে ভিক্তর এ্যাডলার যিনি আমার পরে এবং কাউৎস্কির দ্বিতীয় ভাষণের পূর্বে বক্তৃতা করেছিলেন তিনি নিম্নোক্ত ভাবে আমার বক্তব্যের জবাব দিয়েছিলেন—আমি বেলজিয়ামের সমাজতন্ত্রী মুখপত্র "লেপিউপল" থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি যা অধিবেশনের বিস্তৃত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছে : লেনিনের প্রস্তাব প্রলুব্ধ করার মত [seduisante, এ্যাডলার বলেছিলেন : verlockend, প্রলুব্ধকর] কিন্তু এটা আমাদের ভুলতে দেয় না যে শ্রমিক পার্টি এখন বুর্জোয়া পার্টির বাইরে। এটা আমাদের বিচার্য বিষয় নয়—কেমন করে সে এটা করেছিল। আমরা ঘটনার উন্নতিকে স্বীকার করি।"

আলোচ্য প্রশ্ন নিয়ে আন্তর্জাতিক ব্যুরোর বিতর্কের প্রকৃতি ছিল এই

প্রকার। আমি এখন খোলাখুলিভাবে এবং সবিস্তারে এই বিতর্ক নিয়ে আলোচনা করব যাতে *প্রোলেতারির* পাঠকদের কাছে, আমি যে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলাম তা ব্যাখ্যা করতে পারি। ভি. এ্যাডলার ও কে. কাউৎস্কির উত্থাপিত যুক্তি আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি এবং আমি এখনও মনে করি তাঁরা ভুল। তাঁর প্রস্তাবে শ্রমিক পার্টি "সুস্পষ্টভাবে প্রলেতারীয় শ্রেণীসংগ্রামের নীতি গ্রহণ করে নি" বলে কাউৎস্কি নিঃসন্দেহে একটা প্রত্যাশার কথাই উচ্চারণ করেছিলেন অর্থাৎ একটা "অভিমত" অর্থাৎ শ্রমিক পার্টির এখনকার নীতি কি এবং তখনকার নীতি কি হওয়া উচিত। কিন্তু কাউৎস্কি এটা পরোক্ষ প্রকাশ করেছেন এবং এমনভাবে যা একটা দৃঢ় বিশ্বাসের মতই শোনায় যা প্রথমতঃ সামর্মের দিক থেকে ভুল এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁর ধারণার ভুল ব্যাখ্যা করার ভিত্তিরূপে উপস্থিত করে। পার্লামেন্ট বুর্জোয়া পার্টি থেকে পৃথক করে দিয়ে (নির্বাচনের সময় নয়। তার সামগ্রিক নীতির ক্ষেত্রে নয়! তার প্রচার ও বিক্ষোভের সময় নয়।) বৃটেনের শ্রমিক পার্টি সমাজতন্ত্রের দিকে এবং প্রোলেতারীয় গণ সংগঠনগুলোর শ্রেণীনীতির দিকে প্রথম পদক্ষেপ ফেলছে তা তর্কাতীত। এটা একটা "প্রত্যাশা" নয়. একটা ঘটনা, সেই ঘটনা যা শ্রমিক পার্টিকে আন্তর্জাতিকে গ্রহণ করতে আমাদের বাধ্য করে যেহেতু আমরা পূর্বেই ট্রেড ইউনিয়ন-গুলোকে স্বীকৃতি দিয়েছি। অবশেষে এটা এমনই একটা সূত্র যা শত সহস্র বৃটিশ শ্রমিক যারা নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিকের সিদ্ধান্তসমূহকে সম্মান করে, কিন্তু এখনও পুরোদস্তুর সমাজতান্ত্রিক হয়ে ওঠে নি তারা সেই প্রশ্ন সম্পর্কে পুনরায় চিন্তা করে, কেন মনে করা হয় যে ওরা সবেমাত্র প্রথম পদক্ষেপ ফেলেছে এবং এই পথের পরবর্তী পদক্ষেপই বা কি হওয়া উচিত। আমার সূত্রের মধ্যে এই দাবীর সামান্যতম ছায়া পর্যন্ত নেই যে আন্তর্জাতিক জাতীয় শ্রমিক আন্দোলনের বাস্তব ও বিস্তৃত সমস্যাবলী সমাধানের কাজ হাতে নিক এবং নির্ধারণ করুক কখন পরবর্তী পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা উচিত এবং সেই পদক্ষেপগুলো কি হওয়া উচিত। তবে সাধারণভাবে আরও ব্যবস্থা গ্রহণের যে প্রয়োজনীয়তা আছে সেকথা অবশ্যই স্বীকার্য। বিশেষ করে সেই পার্টির সম্পর্কে যে সুস্পষ্টভাবে ও খোলাখুলিভাবে শ্রেণী-সংগ্রাবের নীতি গ্রহণের কথা বলে না। কাউৎস্কি তাঁর প্রস্তাবে এটা পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন, প্রত্যক্ষভাবে স্বীকার করার পরিবর্তে। এর

থেকে মনে হয় যেন আন্তর্জাতিক স্বীকার করছে যে শ্রমিক পার্টি কার্যতঃ একটা ধারাবাহিক শ্রেণীসংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, যেন শ্রমিক সংগঠনের পক্ষে সংসদে পৃথক একটি শ্রমিক গোষ্ঠী তৈরী করাই যথেষ্ট যাতে তার সামগ্রিক আচরণের ক্ষেত্রে সে বুর্জোয়াদের থেকে স্বাধীন থাকতে পারে।

এই প্রশ্নে, হিণ্ডম্যান, রাউজেল, রুবানোভিচ এবং আভরামভ নিঃসন্দেহে অধিকতর ভ্রমাত্মক অবস্থায় রয়েছেন ( যা রুবানোভিচ সংশোধন করেন নি কিন্তু প্রস্তাবের উভয় অংশে তাঁর অনুপস্থিতির দ্বারা গুলিয়ে ফেলেছেন )। আভরামভ যখন ঘোষণা করেছিলেন যে শ্রমিক পার্টিকে স্বাকৃতি দেওয়ার অর্থ হল সুবিধাবাদকে উৎসাহ দেওয়া তখন তিনি একটা সাংঘাতিক ভুল মত প্রকাশ করেছিলেন। সোর্জের কাছে লেখা এঙ্গেলসের চিঠির কথা স্মরণ করা প্রয়োজন। বেশ কয়েক বছর ধরে এঙ্গেলস জোরের সঙ্গে বলে আসছিলেন যে হিণ্ডম্যানের নেতৃত্বে ব্রিটিশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা সংকীর্ণতাবাদীদের মত কাজ করে, ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের অচেতন কিন্তু শক্তিশালী শ্রেণী প্রবৃত্তির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে ব্যর্থ হয়ে এবং মার্কসবাদকে একটি "অন্ধ বিশ্বাসে" পরিণত করে ভুল করছে অথচ এর হওয়া উচিত "কর্মক্ষেত্রের নির্দেশক"। যখন বস্তুগত পরিস্থিতি বর্তমান থাকে যা রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার ও প্রোলেতারীয় জনগণের শ্রেণী স্বাধীনতার প্রসারে বাধা দেয় তখন ধৈর্য ধরে এবং নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ওদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে হবে, নীতির ক্ষেত্রে কোন আপস না করে এবং প্রোলেতারীয় জনসাধারণের মধ্যে কাজকর্ম চালান থেকে বিরত না হয়ে। এঙ্গেলসের এইসব শিক্ষার মূল্য পরবর্তী ঘটনাবলীর দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে, যখন বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন সমূহ যারা সংকীর্ণ, অভিজাত ফিলিস্তিনদের মত স্বার্থপর এবং সমাজতন্ত্র বিরোধী যারা শ্রমজীবী শ্রেণীর মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক বিশ্বাসঘাতকের জন্ম দিয়েছে যারা বুর্জোয়াদের কাছে আত্মবিক্রয় করে মন্ত্রিত্বের লোভে ( জন বার্নসের মত শয়তান ) তৎসত্ত্বেও ওরা সমাজতন্ত্রের দিকে এগোচ্ছে আনাড়ির মত ও বেমানান ভাবে ঘোর প্যাঁচের পথে কিন্তু তাহলেও ওরা অগ্রসর হচ্ছে সমাজতন্ত্রের দিকেই। একমাত্র অন্ধই দেখতে অক্ষম হবে যে বৃটেনের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সমাজতন্ত্র এখন দ্রুততালে প্রসারিত হচ্ছে। ঐ সমাজতন্ত্রই পুনরায় ঐ রাষ্ট্রের গণ-আন্দোলনের রূপ নিচ্ছে। গ্রেট বৃটেনে সামাজিক বিপ্লব আসন্ন।

আন্তর্জাতিক নিঃসন্দেহে ভুল কাজ করত যদি সে প্রত্যক্ষভাবে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে বৃটেনের ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলনের বিশাল অগ্রগামী পদক্ষেপের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ এবং পুঁজিবাদের তোলনায় যে বিরাট পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে তার প্রতি উৎসাহ প্রদর্শন না করত। কিন্তু এর থেকে এটা মোটেই বোঝা যায় না যে শ্রমিক পার্টিকে পূর্ব থেকেই কার্যতঃ বুর্জোয়াদের থেকে পৃথক পার্টি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া যেতে পারত, যেহেতু পার্টি হিসাবে অর্থাৎ একটা সমাজতান্ত্রিক পার্টি হিসাবে ওরা শ্রেণীসংগ্রাম চালাচ্ছে। ব্রিটিশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনের কৃত ভুল সংশোধনের প্রয়োজন ছিল কিন্তু অন্যান্যদের ও বৃটিশ সুবিধাবাদীদের, সন্দেহাতীত ও কম গুরুত্বপূর্ণ ভুলগুলোকে সামান্যতম উৎসাহ দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না যারা তথাকথিত স্বাধীন শ্রমিক পার্টির নেতৃত্ব দিয়েছেন। এইসব নেতৃবর্গ যে সুবিধাবাদী সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আই. এল. পি.-র নেতা র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড স্টুটগার্টে এটাও প্রস্তাব করেছিলেন যে আন্তর্জাতিকের নিয়মাবলীর ২নং ধারা সংশোধন করা হোক শ্রেণীসংগ্রামের স্বাকৃতির পরিবর্তে যাতে বিশ্বাসা (খাঁটি) শ্রমিক সংঘগুলোই আন্তর্জাতিকের স্বাকৃতি পেতে পারে। কাউৎস্কি তৎক্ষণাৎ ক্রুসগ্রেজিয়ারের বক্তব্যের মধ্যে সুবিধাবাদী ঝোঁক লক্ষ্য করলেন এবং নিজেকে ওদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন—ব্যুরোতে তাঁর বক্তৃতার মধ্যে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রস্তাবের মধ্যে নয়। ব্যুরোতে তিনি বক্তব্য রেখেছিলেন এক ডজন ব্যক্তির সামনে কিন্তু প্রস্তাব রচিত হয়েছিল লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্যে।

ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রী উভয় প্রবাহের দ্বারা প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলো আমার সামনে রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক ব্যুরোর সভাগুলো সম্পর্কে মন্তব্য। স্বাধীন ( ahem ! ahem ! ) শ্রমিক পার্টির মুখপত্র "লেবার লীডার" উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে এবং খোলাখুলিভাবে হাজার হাজার ব্রিটিশ শ্রমিকদের কাছে ঘোষণা করছে যে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক ব্যুরো কেবলমাত্র শ্রমিক পার্টিকেই স্বীকৃতি দেয় নি ( এটা সত্যি এবং করতেই হয়েছিল ) "আই-এল-পি-র নীতির যাথার্থ্যও প্রতিপাদন করেছে।" ( Labour Leader. অক্টোবর ১৬, ১৯০৮, পৃঃ ৬৬৫ )। এটা সত্য নয়। ব্যুরো তার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করে নি। এটা হল কাউৎস্কির প্রস্তাবের

অন্তর্নিহিত অর্থের খানিকটা বেমানান, অবৈধ ও সুবিধাবাদী ব্যাখ্যা। এই খানিকটা বেমানান অর্থই অপর্যাপ্ত ফল দান করতে শুরু করেছে; সকলের পুরোভাগে আছে একটা দুর্বল অনুবাদ: এটা আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে ইতালীয়রা অনুবাদকদের বলে কলঙ্করটনকারী(traduttori tradittori)। তিনটি সরকারী ভাষায় ব্যুরোর প্রস্তাবসমূহের সরকারী অনুবাদ এখনও প্রকাশ হয় নি এবং জানা যায় নি কবে তা প্রকাশিত হবে। কাউৎস্কির প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে শ্রমিক পার্টি "শ্রেণী সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছে" (প্রস্তাবের শেষাংশ, মূল অংশে: Sich...auf Seinen, d.h, des Klassen kampfs Boden Stellt), যা ব্রিটিশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের অনুবাদে করা হয়েছে: "ফলস্বরূপ আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের ভিত্তির উপর একে স্থাপন করে।" বৃটিশ সুবিধাবাদীদের অনুবাদে লেখা হয়েছে (আই. এল. পি) "আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের অবস্থান গ্রহণ করা হয়েছে" (পূর্বোক্ত)। তাই যখন আপনারা বৃটিশ শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলন চালাবেন তখন এই সব ভুল সংশোধন করার চেষ্টা চালিয়ে যান এবং সংশোধন করুন।

প্রস্তাবের বিকৃতি ঘটানোর জন্যে কমঃ গ্রেজিয়ারকে দোষারোপ করার জন্য তাঁর কাছ থেকে আমি অনেক দূরে থাকলেও আমি সুনিশ্চিত যে তাঁর হয়ত সেই মানসিক অবস্থা ছিল না। এটা অবশ্য তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল কাউৎস্কির প্রস্তাবের মূলগত ভাব; স্পষ্টত:ই এর দ্বিতীয়াংশকে জনগণের মধ্যে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। "লেবার লীডারের" একই পাতায় আই. এল. পি-র অপর একজন সদস্য ব্যুরো সভা এবং কংগ্রেসের জনসভা সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে অভিযোগ করেছেন যে সভায় "সমাজতন্ত্রের আদর্শগত ও নৈতিকতার উপর জোর দেওয়ার ব্যাপারটা প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল" এমন একটা দিক তিনি নিশ্চিতরূপে বলতে পারেন, যে বিষয়ে আই. এল. পি-র সভায় সব সময় গুরুত্ব দেওয়া হত। "এর দ্বারা আমরা পেয়েছি শ্রেণী-সংগ্রামের ঊষর ও অনুৎসাহজনক মতান্ধতা"।

কাউৎস্কি যখন বৃটিশদের সম্পর্কে তাঁর প্রস্তাব লিখছিলেন তখন তাঁর মনে ছিল, একটি স্বাধীন বৃটিশ নয়, একটি জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ছবি......।

বৃটিশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মুখপত্র "জাস্টিস" ব্যুরোর অধিকাংশ

সদস্যের বিরুদ্ধে হিণ্ডম্যানের বিষোদ্গার ছাপিয়েছে যেমন: "ধাবিস্ন-বাদীদের পছন্দ অনুযায়ী খাপ খাওয়ানোর জন্যে নীতি ব্যবচ্ছেদকারীবৃন্দ।" হিণ্ডম্যান লিখছেন "আমার তিলমাত্র সন্দেহ নেই যে যদি বৃটিশ শ্রমিক পার্টিকে সুস্পষ্টভাবে বলা হত যে ওদের হয় সমাজতান্ত্রিক নীতি গ্রহণ করতে হবে আর না হয় সম্পূর্ণ আলাদা থাকতে হবে তাহলে ওদের পক্ষে অত্যন্ত দ্রুত আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক পার্টির চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত হবার সিদ্ধান্ত নিতে পারত।" ঐ একই সংখ্যার অপর একটি প্রবন্ধে ঘটনা উদ্ধৃত করা হয়েছে প্রমাণ করার জন্যে যে কার্যক্ষেত্রে স্বাধীন শ্রমিক পার্টি স্থির সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম উদারনৈতিক ও স্বাধীন শ্রমিক পার্টি এই উভয় পার্টির শুরু পতাকার অধীনে তাদের কয়েকজন সদস্যকে নির্বাচিত করে এনেছে (উদার-নৈতিক-শ্রমিক মৈত্রী) এবং কিছু কিছু "স্বতন্ত্র" উদারনৈতিক মন্ত্রী জন বার্নসের সমর্থন পেয়েছিল। (জাস্টিস, ১৭ই অক্টোবর, ১৯০৮, পৃ: ৪ এবং ৭)।

হিণ্ডম্যান যে পরিকল্পনার কথা বলেছেন তা কার্যকরী করেছেন যেমন এই প্রশ্নকে কোপেনহেগেনে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেসে পুনরায় উত্থাপন করেছেন (১৯১০) এবং তারপর আর. এস. ডি. এল. পি. অবশ্যই কাউৎস্কির প্রস্তাব সংশোধনের চেষ্টা করবে।

*প্রলেতারি* ৩৭ নং সংখ্যা।
১৬ই (২৯) অক্টোবর, ১৯০৮

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ১৫,
পৃ: ২৩৩-৩৯

# ব্রিটিশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির অধিবেশন

বহু ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক পার্টি ইস্টারের ছুটির (১৬ই এপ্রিল এন. এস) সুযোগ গ্রহণ করেছে তাদের অধিবেশন ডাকবার জন্যে: এইসব পার্টির মধ্যে ছিল: ফরাসী, বেলজিয়াম, ওলন্দাজ (এর সুবিধাবাদী অংশ) বৃটিশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি এবং বৃটিশ স্বাধীন শ্রমিক পার্টি। আমরা শেষ দুটি পার্টির অধিবেশনে আলোচিত কয়েকটা বিষয়ের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রস্তাব করছি।

বৃটিশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির (এস. ডি. পি.) ৩১তম বাৎসরিক অধিবেশন বসেছিল কভেন্ট্রিতে। সব চাইতে বেশী আগ্রহোদ্দীপক বিষয় যা আলোচিত হয়েছিল তা হল "অস্ত্রশস্ত্র ও বিদেশ নীতি"। এটা সকলেরই জানা যে সাম্প্রতিক কয়েক বছর ধরে বৃটেন ও জার্মানী দারুণভাবে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করছিল। বিশ্বের বাজারে এই দুই রাষ্ট্রের প্রতিযোগিতা তীব্রতর হয়ে উঠছিল। সামরিক বিরোধের বিপদ আসন্ন হয়ে উঠছিল। উভয় দেশের বুর্জোয়া ও সমরবাদী পত্রপত্রিকাগুলো লক্ষ লক্ষ কপি উত্তেজক প্রবন্ধ ছাপিয়ে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে, "শত্রুর" বিরুদ্ধে উস্কানী দিচ্ছে, অবশ্যম্ভাবী "জার্মান আক্রমণ" অথবা বৃটিশ আক্রমণ সম্বন্ধে চীৎকার চ্যাঁচামেচি করে চলেছে এবং অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ আরও বৃদ্ধির জন্যে চীৎকার করছে। বৃটেন, জার্মানী এবং ফ্রান্সের সমাজতন্ত্রীরাও (যাকে যুদ্ধে টেনে নামাতে পারলে বৃটেন বিশেষভাবে খুশী হবে কারণ এর ফলে সে জার্মানীর বিরুদ্ধে মহাদেশীয় সৈন্যদের নিয়োগ করতে পারবে) আসন্ন যুদ্ধের জন্যে যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছেন, সর্বশক্তি নিয়ে বুর্জোয়া উগ্র স্বাদেশিকতা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন এবং তাঁদের পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব তাই

দিয়ে প্রোলেতারিয়েতের অত্যন্ত পশ্চাৎপদ অংশের কাছে এবং পাতি-বুর্জোয়াদের কাছে ব্যাখ্যা করছেন যুদ্ধের ফলে যে চরম দুর্ভাগ্য আসবে সেই সম্বন্ধে যা কেবলমাত্র বুর্জোয়াদেরই স্বার্থ রক্ষা করে। সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে এর দুঃখজনক ব্যতিক্রমও ছিল, যার মধ্যে কয়েকজন ছিলেন বৃটিশ এস. ডি. পি-র খ্যাতনামা নেতা যেমন হিণ্ডম্যান। শেষোক্ত কি "জার্মান আক্রমণ" সম্বন্ধে বৃটিশ বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলোর চীৎকার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন এবং এই পর্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন যে বৃটেনকে আত্মরক্ষার জন্যে সশস্ত্র হতে হয়েছিল, তার অবশ্যই প্রয়োজন ছিল শক্তিশালী নৌবহরের যেহেতু উইলহেলম ছিলেন আক্রমণকারী পার্টি।

সত্যি, হিণ্ডম্যান বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন, শক্ত বিরোধিতার, এস. ডি. পি-র মধ্যেই। শাখাসমূহের বেশ কিছু সংখ্যক প্রস্তাব তাঁর বিরুদ্ধেই গৃহীত হয়েছিল।

ইংরাজী শব্দের প্রয়োগ অনুযায়ী কভেন্টি কংগ্রেস অথবা অধিবেশনে, যা রুশ ভাষার "Konferentsia" শব্দের সমার্থক না হলেও সমস্যাটির সমাধান করতে হয়েছিল। যে কোন প্রকার সংগ্রামপ্রিয় দেশপ্রেমিক দৃষ্টিভঙ্গীর দৃঢ়তার সঙ্গে বিরোধী প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল কেন্দ্রীয় হ্যাকনি শাখা (উত্তর পূর্ব লণ্ডনে হ্যাকনি নামে একটি জেলা আছে)। অধিবেশন সম্পর্কে প্রতিবেদনে এস. ডি. পি-র কেন্দ্রীয় মুখপত্র "জাস্টিস" কেবলমাত্র প্রস্তাবের শেষাংশকে যাকে সে বলে "দীর্ঘপ্রস্তাব" যেখানে দৃঢ়পণ সংগ্রামের আহ্বান জানানো হয়েছে সর্ব প্রকার সমরোপকরণ বৃদ্ধি ও সর্বপ্রকার ঔপনিবেশিক ও অর্থ-নৈতিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে। প্রস্তাবটি সমর্থন করে জেল্ডাকাহান এই কথার ওপর জোর দিয়েছিলেম যে গত চল্লিশ বছর ধরে বৃটেনই ছিল আক্রমণকারী এবং জার্মানরা বৃটেনকে একটি জার্মান প্রদেশে পরিণত করে কোন লাভ করতে পারবে না এবং এই ধরনের বিপদের কোন অস্তিত্ব নেই। তিনি বলেছিলেন বৃটিশ নৌবহরকে রাখা হয়েছে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যে। সংগ্রাম প্রিয় দেশ-প্রেমিকদের সঙ্গে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গীর অভিন্নতা প্রকাশ করার মত ভয়ংকর ভুল করার চাইতে আর কোন বড় রকমের ভুল ওরা করে নি। কাহান বলেছেন "এই ভুলের ফলেই বৃটিশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা নিজেদের আন্ত-র্জাতিক আন্দোলন ক্ষেত্রের বাইরে স্থাপন করেছেন।"

হ্যারি কোয়েল্চ সহ পার্টির সমগ্র কার্যকরী সমিতি—আমরা স্বীকার

করতে লজ্জা পাচ্ছি—হিণ্ডম্যানকে সমর্থন করেছিল। ওরা যে সংশোধন প্রস্তাব পেশ করেছিল তাতে নিম্নোক্তটির চাইতে কিছু কম বা বেশী ঘোষত হয় নি: "এই অধিবেশন মনে করে যে জাতীয় নিরাপত্তার জন্যে উপযুক্ত নৌবহর রক্ষা করাই হল আশু লক্ষ্য।" তারপর অবশ্য ওরা সব "ভাল ভাল পুরানো কথার" পুনরাবৃত্তি করেছে—সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে লড়াই সম্বন্ধে ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই ইত্যাদি বিষয়ে। এইসব মধুর বচন অবশ্য এক চামচ আলকাতরায় নষ্ট হয়ে গেছে অর্থাৎ উপযুক্ত নৌবহরের প্রয়োজনীয়তার কথাটি ব্যবহারের দ্বারা যে কথাটি এড়িয়ে যাওয়ার দিক দিয়ে ও খাঁটি উগ্র স্বাদেশিকতার দিক দিয়ে বুর্জোয়া ধর্মী। ১৯১১ সাল ছিল এমনই একটা সময় যখন বৃটিশ নৌবহরের বাজেটে সীমাহীন প্রসারের ঝোঁক পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল, এটা হয়েছিল এমন একটা দেশে যার নৌবহর "সাম্রাজ্যের রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান করে" অর্থাৎ ভারতসহ যার জনসংখ্যা ৩০০,০০০,০০০ জন। বৃটিশ আমলারা যাদের ওপর লুণ্ঠন ও অত্যাচার চালায়, যেখানে "আলোকপ্রাপ্ত" বৃটিশ রাষ্ট্র শাসকবৃন্দ উদারনৈতিক ও "চরমপন্থী" মন্ত্রিরা স্থানীয় অধিবাসীদের নির্বাসন দণ্ড দেয় অথবা রাজনৈতিক অপরাধীদের জন্যে দৈহিক সাজা দেয়।

কোয়েলচকে যে জঘন্য কুতর্কের আশ্রয় নিয়ে হয়েছিল তা প্রকাশ পাবে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদে তাঁর বক্তব্য থেকে (যে বক্তব্য 'জাস্টিস' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং হিণ্ডম্যান যার সমর্থন করেছিলেন)......"আমরা যদি জাতীয় স্বায়ত্তশাসনে বিশ্বাস করি তাহলে আমাদের অবশ্যই জাতীয় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা থাকবে এবং তা উপযুক্ত ভাবেই থাকবে আর তা না হলে অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে। আমরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সে, জার্মান বা বৃটিশ যাই হোক না কেন; প্রাশিয়ার শাসনাধীন ছোট ছোট জাতি তার স্বৈরতন্ত্রকে ঘৃণার চোখে দেখে এবং ছোট ছোট রাষ্ট্র তার ভয়ে ভীত হয়ে বৃটিশ নৌবহর ও জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাসিকে ওদের একমাত্র ভরসা হিসাবে মনে করে......।"

সারা সুবিধাবাদের পিচ্ছিল পথে পা ফেলেছে তারা কত তাড়াতাড়ি গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে। বৃটিশ নৌবহর যা ভারতকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখতে সাহায্য করে (খুব একটা "ছোট" দেশ নয়) তাকে জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাসি রাষ্ট্রের সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত করা হয় জাতীয় স্বাধীনতার রক্ষক হিসেবে......জেল্ডা কাহান সঠিক ছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন যে বৃটিশ

সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা পূর্বে আর কখনও নিজেদের এত অপমানিত করেন নি। এর সংকীর্ণতাবাদী চরিত্র, এঙ্গেলস৭৮ যার উল্লেখ ও নিন্দা করেছিলেন বহুদিন পূর্বে তা এত সুস্পষ্টরূপে আর কখনও প্রকাশিত হয় নি যেহেতু কোয়েলচ-এর মত মানুষও অতি সহজেই উগ্র স্বাদেশিকতাবাদীদের কাছে যেতে পারেন।

প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটির ফল সমানভাবে বিভক্ত হয়েছিল: কার্যকরী সমিতির পক্ষে ২৮ এবং বিপক্ষে ২৮ ভোট। পীড়াদায়ক ভাবে জয়লাভের জন্যে হিণ্ডম্যান ও কোয়েলচ একটি শাখার ভোট দাবী করেছিলেন যার ফলে ওদের ভোট পড়েছিল ৪৭ এবং বিপক্ষে ৩৩।

সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি কিছু সদস্য পার্টির নীচের তলায় উগ্র স্বাদেশিকতার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন; দেখা গেল একটি শক্তিশালী সংখ্যালঘু অংশ তীব্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত। স্বাধীন শ্রমিক পার্টির অভ্যন্তরীণ অবস্থা আরও খারাপ; সেখানে সুবিধাবাদীদের কিছু কমতি নেই। সেখানে সমাজতন্ত্রী ও শ্রমিকরা অস্ত্রসজ্জা সমর্থন করবে কিনা এই প্রশ্ন নিয়ে খুব শান্তভাবে আলোচিত হয়েছে পার্টির মুখপত্রে "দ্য লেবার লীডার" প্রকাশিত 'আলোচনা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধে (সংখ্যা-১৬, ২১শে এপ্রিল, ১৯১১)।

ভারওয়ার্টসের লণ্ডনস্থ প্রতিনিধি যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে এস. ডি. পি সম্পর্কে সর্বশ্রেষ্ঠ সমালোচনা হল চূড়ান্ত যুদ্ধবাজ ডেইলি মেল পত্রিকার একটি প্রবন্ধ যেখানে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক নেতৃবর্গের প্রশংসা করা হয়েছে। তিনি প্রবন্ধটির আরম্ভকে উদ্ধৃত করছেন, যাতে বলা হয়েছে এটা আমাদের পক্ষে জানা আগ্রহোদ্দীপক যে এই দেশে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির কিছু কিছু কূটতত্ত্ব যতই প্রয়োজনাতিরিক্ত এবং কিছু কিছু আদর্শ যতই অসম্ভব হোক না কেন সেখানে অন্ততঃ একটি অসীম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে যার ওপর ঐ পার্টি পরিচালিত হয় যুক্তি ও কাণ্ডজ্ঞানের দ্বারা।

আই. এল. পি-র বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত অধিবেশনের প্রকৃতই সুখদায়ক বৈশিষ্ট্য হল এই যে নীচের তলা থেকে সুবিধাবাদী নীতির বিরুদ্ধে দৃঢ় ও প্রত্যয়যুক্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল অর্থাৎ এই পার্টি ও নেতৃবর্গ কর্তৃক অনুসৃত উদারনৈতিকদের ওপর নির্ভরশীলতার নীতি, বিশেষ করে র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড অনুসৃত নীতি। এই নিন্দার বিরুদ্ধে কমন্স সভায় শ্রমিক প্রতিনিধিরা

সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে কিছুই বললেন না। ম্যাকডোনাল্ড নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ সুবিধাবাদীর মত বললেন যে সংসদ মোটেই "প্রচারমূলক বক্তব্য" রাখার স্থান নয়। তিনি বললেন, "কমন্স সভার মহান কাজ হল দেশের মধ্যে যে সমাজ-তন্ত্রের প্রচার চলছে তাকে আইনে রূপান্তরিত করা।" বক্তা, বুর্জোয়া সামাজিক সংস্কার ও সমাজতন্ত্রের পার্থক্যের কথা বেমালুম ভুলে গেলেন। তিনি বুর্জোয়া পার্লামেন্ট থেকে সমাজতন্ত্র প্রত্যাশা করতে প্রস্তুত ছিলেন……।

লেনার্ড হল তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করেছিলেন যে ১৮৯২ সালে আই. এল. পি. গঠিত হয়েছিল শ্রমিকদের আগেকার নির্বাচনী সংঘকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে যা ছিল উদারনৈতিকবাদের কেবলমাত্র একটা শাখাস্বরূপ। ওরা মৃতদেহকে কবর দিয়েছে (সংঘকে হত্যা করার পর) কিন্তু শ্রমিক পার্টির মধ্যে মনে হয় এর পুনরুজ্জীবন ঘটেছে। তিনি আরও বলেছিলেন যে পার্টির নেতা তাঁর বক্তৃতা, চিঠিপত্র এবং গ্রন্থে এই নীতি অনুসরণ করে চলেছেন।

অপর একজন আই. এল. পি. সদস্য জর্জ ল্যান্সবেরি যিনি সংসদেরও সদস্য তিনি সংসদীয় শ্রমিক পার্টির নীতির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন উদারনৈতিকদের ওপর এর নির্ভরতার জন্যে এবং উদারনৈতিক সরকারকে বিপদে ফেলার ভয়ের জন্যে। ল্যান্সবেরি বলেছেন যে বেশ কয়েকবারই তিনি শ্রমিক সদস্যদের আচরণের জন্যে লজ্জিত হয়েছেন যার জন্যে তিনি পদত্যাগ করতেও গিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেন যে সর্বদাই উদারনৈতিকরা সংসদকে কর্মব্যস্ত রাখতে চেয়েছিলেন কম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে এবং শ্রমিক সদস্যরা নিজেদের জন্যে স্বাধীনতাও অর্জন করতে সক্ষম ছিলেন না। ল্যান্সবেরি বলেছেন "আমার এমন কোন সময়ের কথা জানা নেই যখন উদার-নৈতিক ও টোরি উভয় দলই দারিদ্র্যের প্রশ্নটিকে আড়াল করার জন্যে অন্য কোন বৃহৎ প্রশ্ন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন নি। কমন্স সভায় আমার সামনে সেই সমস্ত নারী-পুরুষের ছবি ভেসে উঠছে যারা রাতের পর রাত বাও ও ব্রমলির বস্তি এলাকায় [লণ্ডনের পূর্ব প্রান্তে গরীব মানুষের বসতি এলাকা] পরিশ্রম করেছেন আমাকে সেখানে পাঠানোর জন্যে। তাঁরা আমার জন্যে কাজ করেছেন কারণ তাঁরা ভেবেছিলেন আমি উদারনৈতিক ও টোরি এই উভয় দলের থেকেই পৃথক দৃষ্টিভঙ্গীর…তাঁরা আমাকে চরম দারিদ্র্যের মোকাবিলা করবার জন্যে পাঠিয়েছিলেন। তিনি অধিবেশনকে সম্বোধন করে বলেছেন "আমি আপনাদের কাছে আবেদন করছি কমন্স সভায় একটি শক্তিশালী পার্টি

রাখুন যা উদারনৈতিক ও টোরি বিশিষ্টতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। আমরা অবশ্যই উদারনৈতিকদের ওপর আর অধিকতর দয়া প্রদর্শন করব না টোরিদের তুলনায় যখন ওরা অন্যায় করবে। যে সব নারী ও পুরুষ পরিশ্রম করে ও দুঃখ ভোগ করে তাদের উদারনৈতিক ও টোরিদের কাছ থেকে কিছুই প্রত্যাশার নেই। তাদের একমাত্র আশা নিহিত আছে মুক্তির মধ্যে যা আসতে পারে সংগঠিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে।" বস্তিবাসী নরনারীর কাছে এটা আমাদের পরিষ্কার করে তুলে ধরা উচিত যে এমনকি পার্লামেন্টেও আমরা বাইরে যা বলি সেখানেও তাই অর্থাৎ উদারনৈতিক ও টোরি এই উভয় দলই জনগণের শত্রু এবং সমাজতন্ত্রই একমাত্র ভরসা স্থল।"

ল্যান্সবেরির বক্তৃতা শত শত মানুষের হর্ষধ্বনি দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং যখন তিনি শেষ করলেন তখন তিনি পেলেন একটা প্রকৃত অভিনন্দন। জার্মানীতে এই ধরনের বহু বক্তৃতাই এখন প্রাত্যহিক ব্যাপার মাত্র। বৃটেনে এগুলো নতুন। যখন এই ধরনের বক্তৃতা আরম্ভ হয়, যখন স্বাধীন শ্রমিক পার্টির অধিবেশনে শ্রমিক প্রতিনিধি (দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রায়শঃই সমাজতন্ত্র থেকে পৃথক কিন্তু উদারনৈতিকদের ওপর নির্ভরশীল) এই ধরনের বক্তৃতায় হর্ষধ্বনি করে, তখন আমাদের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার আছে যে বৃটেনেও প্রোলেতারিয়েত সংগ্রামের মূল সত্তাটিও ম্যাকগোনাল্ডের মত সুবিধা-বাদী পার্লামেন্টারীয়ানের কূটনীতিকে ছাড়িয়ে শক্তি সঞ্চয় করছে (আরও যোগ করা যাক যে এই ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রতিক কালে ইতালীয় সংস্কার-বাদীদের কাছে ওদের বুর্জোয়া মন্ত্রিপরিষদে যোগদানের ইচ্ছার প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি এবং "নীরস তত্ত্বের প্রতি তাঁর অনীহা" জানিয়ে একটি বার্তা পাঠিয়ে ছিলেন)।

হল, ল্যান্সবেরি এবং অন্যান্যের বক্তৃতা আই. এল. পি-র নীতির পরিবর্তন ঘটাতে পারে নি। ম্যাকডোনাল্ড পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বেই আছেন এবং এর নীতিও অব্যাহত ভাবেই সুবিধাবাদী রয়ে গেছে। প্রোলেতারিয়েতের ওপর বুর্জোয়াদের প্রভাব বেশ প্রবল—বিশেষ করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে। কিন্তু এইসব বক্তৃতা একটু চিহ্ন না রেখে যায় না, ওরা বুর্জোয়াদের ও সুবিধাবাদীদের প্রভাবকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। যখন ব্রিটিশ নাগরিকরা একটা চালু সংবাদপত্র পায় (এবং উভয় পার্টিই এই বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছে) তখন এই ধরনে বক্তৃতাই শ্রমজীবীদের মনে ও হৃদয়ে গিয়ে

পৌঁছায়। রাশিয়া সহ সমস্ত দেশের উদারনৈতিকরা ব্রিটিশ শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে সুবিধাবাদের প্রাধান্য লক্ষ্য করে আনন্দ প্রকাশ করছে ও হাসছে। কিন্তু তাঁর হাসিই সর্বশ্রেষ্ঠ যিনি সকলের শেষে হাসেন।

*জভেজদা*, ১৮নং সংখ্যা
১৬ই এপ্রিল, ১৯১১।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ১৭,
পৃঃ ১৭৩-৭৮।

যে সমস্ত ঘটনাবলী কারখানা ডাক্তারদের মস্কোয় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কংগ্রেসে শ্রমিক প্রতিনিধিদলকে যোগদানে বাধা দিয়েছিল তা জানা গেছে সংবাদপত্রের বিবরণ[৩৯] থেকে। আমরা ঐ সমস্ত ঘটনাবলী নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা অথবা তাদের গুরুত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করতে পারছি না। আমরা শুধুমাত্র লক্ষ্য করব শিক্ষামূলক প্রতিফলনসমূহকে যা প্রকাশিত হয়েছিল "রেচ" পত্রিকার ১৫ই এপ্রিলের সংখ্যায় অর্থাৎ যেদিন কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হল; এই সম্পর্কে এইসব ঘটনার পূর্বলগ্নে একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছিল।

> নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক পার্টির মুখপত্র লিখেছেন: "এটা দুঃখের বিষয় যে এই ধরনের অংশ গ্রহণের পথে বাইরের অসুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে [শ্রমিক প্রতিনিধিদের দ্বারা অংশ গ্রহণ]। জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতাদানকারীর উপরই যে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবেন তা সকলেরই জানা। এর ফলে শ্রমিক প্রতিনিধিবৃন্দ জিদ ধরেন বিশেষ বিশেষ প্রশ্নে কেন্দ্রীভূত হওয়ার অসুবিধা সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য, কংগ্রেসে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব সংগঠন করার অসম্ভাব্যতা, তাদের সংগঠন গড়ে তোলার পথে সৃষ্ট বাধা সম্পর্কে এবং ঐ ধরনের আরও বহু বিষয় সম্পর্কে যা কংগ্রেসের কর্মসূচী থেকে বহু দূরে এবং যে সম্বন্ধে আলোচনা মনোযোগ সরিয়ে নিয়ে যায় আলোচ্য বিষয়বস্তু থেকে এবং কখনও কখনও নিয়ে যায় অনভিপ্রেত ফলাফলে। উত্তপ্ত আবহাওয়া এটাও ব্যাখ্যা করে সরকার কর্তৃক গৃহীত সর্বপ্রকার ব্যবস্থা, অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে সমঝোতার সম্ভাবনা ও বুর্জোয়া বক্তাদের সম্পর্কে শ্রমিক প্রতিনিধিবৃন্দের প্রকাশিত অসহিষ্ণুতার কারণ কি।"

এই নিন্দাসূচক বক্তৃতার ঝড় হল দুর্বল বিলাপের বৈশিষ্ট্যসূচক উদাহরণ যার অকার্যকরিতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে আকস্মিক সংঘটনের দ্বারা নয় অথবা কোন উদারনৈতিক পার্টির কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দ্বারাও নয়, কোন প্রশ্ন সম্পর্কে, ব্যাখ্যা করা হয়েছে আরও গূঢ় প্রকৃতির কারণের দ্বারা—প্রকৃত পরিস্থিতির দ্বারা যার মধ্যে সাধারণভাবে উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা নিজেদের লক্ষ্য করেছে বিংশ শতাব্দীর রাশিয়াতে। উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা ব্যাকুল হয়ে আছে একটা সদয় "প্রশাসনের" জন্য যার অধীনে ওরা শ্রমিকদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে পারবে যেখানে "অত্যন্ত জ্বালাময়ী ভাষণের" সম্ভাবনা থাকবে না এবং যেখানে শ্রমিকরা হবে বুর্জোয়াদের প্রতি মোটামুটি "সহনশীল" দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন, বিশেষ করে বুর্জোয়াদের সঙ্গে সমঝোতার বিষয়ে এবং "সরকার কর্তৃক গৃহীত সর্বপ্রকার ব্যবস্থার প্রতি।"

এ এমন একটা সরকারের জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে যার অধীনে এর সঙ্গে "যোগাযোগ" রেখে চলা সরলমতি শ্রমিকরা সমাজনীতির বিশেষ বিশেষ প্রশ্নে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে পারে এবং সবিনয়ে নিজেদের "ছোট ভাই-এর জন্য"[৬০] বুর্জোয়া অনুরোধের গতানুগতিক আবরণকে জোড়াতালি দিয়ে আটকানোর কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে সম্মতি দিতে পারে। এক কথায় রুশ উদারনৈতিকরা ইংলণ্ড অথবা ফ্রান্সের বর্তমান সরকারের মত একটি সরকারের জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে যা প্রাশিয়ার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের হবে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে বুর্জোয়াদেরই প্রাধান্য এবং কার্যতঃ নিজেরাই প্রশাসনিক আইন কানুনের প্রয়োগ করে থাকে (দু'একটা ব্যতিক্রম ছাড়া) অথচ প্রাশিয়াতে ক্রমশঃই যারা শক্তি অর্জন করে চলেছে তারা হল সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী, জার্মান অভিজাত শ্রেণী ও রাজতন্ত্রী সমরবাদীরা। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে বুর্জোয়ারা প্রোলেতারিয়েত বংশোদ্ভূত মানুষদের অথবা বিশ্বাসঘাতকদের প্রোলেতারিয়েতের কাজে লাগায় (জন বার্নস, ব্রায়াণ্ড) "চক্রান্তকারী" হিসাবে যারা বাধাহীন ভাবে "মনোযোগ" কেন্দ্রীভূত করে "বিশেষ বিশেষ প্রশ্নে" এবং যারা শ্রমজীবী শ্রেণীকে শিক্ষা দেয় পুঁজির শাসনের প্রতি "সহনশীলতার" মনোভাব রক্ষা করে চলতে।

এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই যে ইংলণ্ডীয় ও ফরাসী ব্যবস্থা প্রুশীয় ব্যবস্থার চাইতে অনেক বেশী পরিমাণে গণতান্ত্রিক, এগুলো

শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের পক্ষে অধিক পরিমাণে অনুকূল এবং বহু পরিমাণে মধ্যযুগীয় প্রথা সমূহের অবসান ঘটিয়েছে যা শ্রমিকশ্রেণীর মনোযোগকে তার প্রধান ও প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকে সরিয়ে নেয়। তাই এ বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই যে প্রুশীয় ধাঁচের চাইতে ইঙ্গ-ফরাসী ধাঁচে আমাদের দেশকে পুনর্গঠিত করার জন্য সর্বপ্রকার আকাঙ্ক্ষাতে সমর্থন নিহিত রয়েছে রুশ শ্রমিকদের আগ্রহের মধ্যে। কিন্তু আমরা তর্কাতীত সিদ্ধান্তের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখব না যা সচরাচর হয়ে থাকে।

আশা আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করতেই হবে। যে দুর্বল ও দোদুল্যমান তাকে সমর্থন করতে গেলে প্রয়োজন কঠিনতর কিছু দিয়ে তাকে রক্ষা করা এবং তার মোহমুক্তি ঘটানো যা তার দুর্বলতাকে লক্ষ্য করতে এবং কারণ সমূহকে অনুধাবন করতে বাধা দেয়। ঐ সব মোহকে শক্তিশালী করে এবং করুণ বিলাপধ্বনির সঙ্গে নিজের কণ্ঠস্বরকে মিলিয়ে, দুর্বল, অসঙ্গতিপূর্ণ এবং গণতন্ত্রের প্রতি দোদুল্যমানতার সমর্থনের দ্বারা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের জন্য দাবীর প্রতি কেউ সমর্থন জানায় না, অপরপক্ষে এই দাবীকে শক্তিহীন করে দেয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইংলণ্ড ও পরে ফ্রান্সের বুর্জোয়ারা ছোট ভাই-এর "অসহিষ্ণুতার" জন্য বিলাপ করে নি এবং ঐ ছোট ভাই-এর প্রতিনিধিদের মধ্যেকার "জ্বালা-ময়ী বক্তাদের" উপর মুখ বিকৃতি করেন নি বটে কিন্তু নিজেরাই বক্তা সরবরাহ করেছেন (শুধু বক্তাই নয়) যাদের মধ্যে ছিল "সহনশীলতার" সমর্থকদের প্রতি, দুর্বল বিলাপের প্রতি, দোদুল্যমানতা ও অস্থির সংকল্পের প্রতি ঘৃণার মনোভাব। ঐ সব ভয়ঙ্কর বক্তাদের মধ্যে এমন মানুষও ছিলেন যারা শতাব্দীর প্রবাহে মানুষের কাছে আলোকবর্তিকা ও পথপ্রদর্শকের কাজ করেছেন, ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা এবং সর্বপ্রকার দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তির পথ হিসাবে তাদের মতে সরল চিন্তাধারা সত্ত্বেও।

রুশদের মত জার্মান বুর্জোয়ারাও এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছিল যে ছোট ভাই-এর প্রতিনিধি স্বরূপ বক্তারা "অত্যন্ত ভয়ংকর" ছিলেন—এবং ইতিহাসের পাতায় পাতায় রেখে গেছেন হীনতা, কলঙ্ক ও ভৃত্যের আদর্শ যার জন্যে পুরস্কৃত হয়েছেন "অভিজাত শ্রেণীর" পদাঘাতের দ্বারা। দুটি বুর্জোয়া শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যের জন্যে হয় নি, হয়েছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের জন্যে

যা তাদের এক দলকে "ছোট ভাইকে" ভয় করার অবস্থা সৃষ্টি করেছিল এবং সমাজতন্ত্রের হিংসাত্মক কার্যাবলীর মূল্য হ্রাস ও শ্রমিকদের "অসহিষ্ণুতার" নিন্দা এই দুই-এর মাঝে অকার্যকর ভাবে দোদুল্যমান রেখেছিল।

এ সব হল প্রাচীন সত্য। কিন্তু তারা চির নতুন এবং তাদের অবস্থা অপরিবর্তিতই থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত যারা মার্কসবাদী বলে পরিচিত তাদের দ্বারা প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় ব্যবহৃত হয়। যেমন নিম্নোক্ত ক'টি ছত্র :

> "১৯০৫-০৬ সালের আন্দোলনের ব্যর্থতা বামপন্থীদের বাড়াবাড়ির জন্যে ঘটে নি, কারণ ঐসব বাড়াবাড়ি নিজেরাই ছিল বিরাট সংখ্যক কারণের মোট পরিমাণের ফলাফল; এটা বুর্জোয়াদের "বিশ্বাস-ঘাতকতার" ফলেও ঘটে নি যারা পশ্চিমের সর্বত্র সংকটজনক মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে; এর কারণ ছিল এই যে সেখানে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত কোন বুর্জোয়া পার্টি ছিল না যারা সরকারের সর্বোচ্চ স্তরে আমলাতন্ত্রকে ছাড়িয়ে যেতে পারে এবং যা অর্থনৈতিক দিক থেকে যথেষ্ট শক্তিশালী ও যথেষ্ট গণতান্ত্রিক হয়ে গণসমর্থন পাওয়ার উপযোগী হবে।" আরও কয়েকটা ছত্র যোগ করছি : "...শহরাঞ্চলের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিকরা যাদের হওয়া উচিত ছিল গণতান্ত্রিক কৃষি-জীবীদের কাছে রাজনৈতিক আকর্ষণ কেন্দ্র..." (নাশা জারিয়া নং ৩, পৃঃ ৬২ মিঃ ভি. লেভিৎস্কি কর্তৃক রচিত প্রবন্ধ)।

"প্রোলেতারিয়েতের নেতৃত্ব" সম্পর্কিত ধারণা পরিত্যাগ করে মিঃ ভি. লেভিৎস্কি অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ কাজই করেছেন (অন্য কোন গোষ্ঠী নয়, কেবলমাত্র "শহরাঞ্চলের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিকদেরই" "আকর্ষণ ক্ষেত্রে পরিণত হওয়া উচিত ছিল"?) অথবা তিনি পোত্রেসভের চাইতে আরও সাহসিকতার সঙ্গে, সুস্পষ্টরূপে ও সুসম্বদ্ধ রূপে তাঁর ধারণাকে প্রকাশ করেন। পোত্রে-সভ "দ্য সোশ্যাল মুভমেন্ট"নামক পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ মুছে ফেলেছিলেন প্লেখানভের শাসানির ভয়ে।

মিঃ ভি. লেভিৎস্কি একজন উদারনৈতিকের মতই যুক্তি উত্থাপন করেন। বহু মার্কসবাদী শব্দ ব্যবহার করে থাকলেও তিনি একজন অস্থিরচিত্ত উদারনৈতিক। তাঁর কোন ধারণাই নেই যে সম্পূর্ণরূপে পৃথক একটি সামাজিক শ্রেণী যারা শহরাঞ্চলের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক নয়, তাদের "গণ-

তান্ত্রিক কৃষিজীবীদের জন্যে আকর্ষণ কেন্দ্রে পরিণত হওয়া উচিত ছিল।” তিনি ভুলে যান যে এই “উচিত” বাস্তব ছিল ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার কালপর্বে—তাদের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল, যদিও শেষোক্ত রাষ্ট্রে সেটা স্বল্পস্থায়ী; প্রথমে যে দুটো রাষ্ট্রের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে এটা অধিকাংশ সময় ছিল গণতান্ত্রিক, অতি-গণতন্ত্রী এবং অত্যন্ত ভয়ঙ্কর প্লীবিয়ান অংশ যা নিম্নশ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদনকে সংযুক্ত করেছে।”

মিঃ ভি. লেভিৎস্ক ভুলে যান ইতিহাসের এসব স্বল্পস্থায়ী কালে, যখন এইসব “নিম্নশ্রেণী” গণতান্ত্রিক কৃষিজীবীদের জন্যে “আকর্ষণ কেন্দ্রের ভূমিকা পালন করত,” যখন ওরা এই ভূমিকাকে ছিনিয়ে নিতে পেরেছিল উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের কাছ থেকে তখন ওরা নির্ধারক প্রভাব প্রয়োগ করেছিল আলোচ্য রাষ্ট্র কি পরিমাণ গণতন্ত্র ভোগ করবে তথাকথিত শান্তিপূর্ণ বিকাশের পরবর্তী দশকে তা স্থির করার জন্যে। ওদের স্বল্পকালীন নেতৃত্বের কালে এইসব “নিম্নশ্রেণী” ওদের বুর্জোয়াদের শিক্ষিত করেছিল এবং এমনভাবে পুনর্গঠন করেছিল যে এক সময় সে পশ্চাৎ অপসরণ রোধ করতে চেয়েছিল কিন্তু এই কথা বলা ছাড়া বিপরীতমুখী আন্দোলনে বেশী দূর অগ্রসর হতে সক্ষম হয় নি, যেমন ফ্রান্সের একটি উচ্চ পরিষদ, গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি থেকে কিছু কিছু বিচ্যুতি ইত্যাদি ইত্যাদি।

সমস্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার দ্বারা এই ধারণার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হয়েছে—ধারণাটা এই যে বুর্জোয়া বিবর্তনের যুগান্তকারী ঘটনার সময় ( অথবা আরও সঠিকভাবে, বুর্জোয়া বিপ্লব ) প্রতিটি রাষ্ট্রের বুর্জোয়া গণতন্ত্র এভাবে বা ওভাবে তার চেহারা পাল্টায়, একটি অপর কোন ঐতিহ্যে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, এইরকম বা সেইরকম কোন ন্যূনতম গণতন্ত্রকে গ্রহণ করে, জাতির ইতিহাসের চরম সন্ধিক্ষণে, সেই পরিমাণের উপর নির্ভর করে যে পরিমাণে নেতৃত্ব বুর্জোয়াদের হাতে না গিয়ে “নিম্নশ্রেণীর” হাতে যায় অর্থাৎ প্লীবিয়ান উপাদানের হাতে গিয়ে পড়ে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে যেমন ঘটেছিল অথবা উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে যেমন প্রোলেতারিয়েতের হাতে গিয়ে পড়েছিল—এই ধারণাটি মিঃ ভি. লেভিৎস্কির কাছে অজানা। প্রোলেতারিয়েতের নেতৃত্ব সম্পর্কিত ধারণাটিই মার্কসবাদের মৌলিক নীতি রচনা করে এবং এই সমস্ত নীতি থেকে দেউলিয়াদের বিদায় ( অথবা এসবের প্রতি

ওদের উদাসীনতা ) হল দেউলিয়া ঝোঁকের বিরোধীদের সঙ্গে আপস করা যায় না এই রকম মৌলিক পার্থক্যসমূহের গুরুত্বপূর্ণ সূত্র।

প্রতিটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই বুর্জোয়া বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয় যা সুনির্দিষ্ট পরিমাণ গণতন্ত্রের সৃষ্টি করে, একটা সুনির্দিষ্ট নিয়মতান্ত্রিক অথবা সংসদীয় শাসন, সুনির্দিষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতা, মুক্তির প্রতি ভালবাসা এবং সাধারণভাবে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এবং বিশেষ করে প্রোলেতারিয়েতের মধ্যে উদ্যোগ গ্রহণের অবস্থা সৃষ্টি করে আর সৃষ্টি করে একটি সুনির্দিষ্ট ঐতিহ্যের যা দেশের সমগ্র রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে জড়িয়ে থাকে। নির্দিষ্ট পরিমাণ গণতন্ত্র অথবা সুনির্দিষ্ট ঐতিহ্য নির্ভর করে চরম সন্ধিক্ষণে নেতৃত্ব বুর্জোয়াদের দিকে যায় অথবা তুলাদণ্ডের অপর প্রান্তে যায় তার ওপর, এটা নির্ভর করে পূর্বতন অথবা শেষোক্তদের মধ্যে কারা ( পুনরায় ঐ সন্ধিক্ষণে ) "গণতান্ত্রিক কৃষিজীবীদের জন্যে আকর্ষণ কেন্দ্রের সৃষ্ট করে" এবং সাধারণ ভাবে সমস্ত অন্তর্বর্তী গণতান্ত্রিক উপদল ও অংশের জন্য।

সুন্দর সুন্দর সূত্র উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে মিঃ ভি. লেভিৎস্কি একজন সুদক্ষ ব্যক্তি যার ফলে তৎক্ষণাৎ প্রকাশ হয়ে পড়ে দেউলিয়া আদর্শগত ভিত্তি যা তাদের স্পষ্টাক্ষরে তুলে ধরে। নিম্নোক্তটিই ছিল তাঁর বিখ্যাত সূত্র: "নেতৃত্ব নয় বরং শ্রেণীগত পার্টি" সহজ ভাষায় যার অর্থ দাঁড়ায় মার্কসবাদ নয়, ব্রেন্টানো-বাদ৬১ ( সামাজিক উদারনৈতিকবাদ )। যে দুটি সূত্র সম্পর্কে বর্তমান প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে তা হল: "শহরাঞ্চলের গণতন্ত্রীদের উচিত গণতান্ত্রিক কৃষিজীবীদের কাছে আকর্ষণ কেন্দ্রে পরিণত হওয়া" এবং "ব্যর্থতার কারণ হল এই যে সেখানে সুনিশ্চিত ভাবে কোন বুর্জোয়া পার্টি ছিল না"—এগুলো নিঃসন্দেহে অবশ্যই বিখ্যাত হয়ে থাকবে।

জভেজদা, ২৫তম সংখ্যা.
১১ই জুন, ১৯১১

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ১৭,
পৃঃ ২১১-১৫।

# মার্কস সম্পর্কে হিণ্ডম্যান

ব্রিটিশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও নেতৃবর্গের অন্যতম হেনরি মেয়ার্স হিণ্ডম্যানের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত অসংখ্য বহু ঘটনা ও কাহিনী হাল আমলে প্রকাশিত হয়েছে। "দুঃসাহসিক জীবনের ইতিহাস"* নামে প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠার পুস্তকের মধ্যে আছে সুললিত ভঙ্গীতে লেখা লেখকের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অতীত স্মৃতি এবং যে সমস্ত "বিখ্যাত ব্যক্তিদের" সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন তাদের কথা। হিণ্ডম্যানের পুস্তকে বৃটিশ সমাজতন্ত্রের চরিত্র নিরূপণে এবং সমগ্র আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনকে প্রভাবিত করতে পারে এই রকম সুনির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার মূল্যায়ন করতে বহুল পরিমাণ আগ্রোহোদ্দীপক উপাদান আছে।

আমরা তাই হিণ্ডম্যানের পুস্তক প্রসংগে কয়েকটা প্রবন্ধ রচনা করার উপযুক্ত সময় হয়েছে বলে মনে করি বিশেষ করে এই ঘটনা লক্ষ্য করে যে দক্ষিণপন্থী ক্যাডেট রুশাকয়ে ভেদোমস্তি (১৪ই অকটোবর) উদারনৈতিক দাইওনিও কর্তৃক লিখিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে যার মধ্যে একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত রয়েছে কেমন করে উদারনৈতিকরা সমস্যার ওপর আলোক-পাত করেন বা অন্ধকার নিক্ষেপ করেন।

মার্কস সম্পর্কে হিণ্ডম্যানের স্মৃতিচারণ দিয়েই শুরু করা যাক। হিণ্ডম্যানের পরিচিতি ঘটল মাত্র ১৮৮০ সালে যখন তিনি আপাতঃদৃষ্টিতে মার্কসের শিক্ষা সম্পর্কে এবং সাধারণভাবে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে খুব কমই

* দুঃসাহসিক জীবনের ইতিহাস, লেখক হেনরি মেয়ার্স হিণ্ডম্যান, লণ্ডন (ম্যাকমিলান এণ্ড কোং) ১৯১১ সাল।

জানতেন। এটা বৃটিশ সম্পর্কের বৈশিষ্টাসূচক যে ১৮৪২ সালে জন্মগ্রহণ করলেও হিণ্ডম্যান, আমরা যে মুহূর্তের কথা বলছি সেই মুহূর্ত পর্যন্ত কোন সুনির্দিষ্ট চিন্তাধারাবিহীন একজন "গণতন্ত্রী" ছিলেন যার যোগাযোগ ও সহানুভূতি ছিল রক্ষণশীল পার্টির (টোরি) প্রতি। ১৮৭৪ থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে জাহাজ পথে বহুবার আমেরিকা সফরের ফলে একবার ক্যাপিটাল গ্রন্থ পাঠ করে হিণ্ডম্যান সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকেছিলেন (ক্যাপিটালের ফরাসী অনুবাদ)।

কার্ল হার্সকে সংগী করে মার্কসের সঙ্গে সাক্ষাতের পথে হিণ্ডম্যান মনে মনে মার্কসকে ম্যাৎসিনির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

যে সুরে হিণ্ডম্যান এই তুলনা করেছেন, এই ঘটনা থেকে তার বিচার করা যেতে পারে যে যারা ম্যাৎসিনিকে ঘিরে থাকে তাদের ওপর ম্যাৎসিনির প্রভাবকে বর্ণনা করেন "ব্যক্তিগত ও স্বতন্ত্র নৈতিকতা" হিসাবে এবং মার্কসের প্রভাবকে বিবেচনা করেন "প্রায় পুরোপুরি বদ্ধিগত ও বৈজ্ঞানিক" হিসেবে। মার্কসের কাছে হিণ্ডম্যানের যাওয়াটা ছিল একজন "শ্রেষ্ঠ বিশ্লেষণধর্মী প্রতিভার" কাছে যাওয়ার মত এবং তিনি মার্কসের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন, ম্যাৎসিনির মধ্যে যে বিষয়টা তাঁকে আকর্ষণ করেছিল সেটা হল তাঁর চরিত্র এবং তাঁর "উচ্চ স্তরের চিন্তা ও আচরণ"; কিন্তু মার্কস যে "অতি উচ্চতর মননের অধিকারী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।" এবং এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে হিণ্ডম্যান ১৮৮০ সালে (এখনও এবং পরবর্তীকালেও সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেন নি) বুর্জোয়া গণতন্ত্রী ও একজন সমাজতন্ত্রীর মধ্যে পার্থক্যকে সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি।

> হিণ্ডম্যান লিখছেন, "মার্কসের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে আমার যে ধারণা হয়েছিল তা হল যেন একজন ক্ষমতাশালী, অমসৃণ কেশরাজিতে আবৃত দুর্দমনীয় একজন বৃদ্ধ সংঘর্ষে লিপ্ত হতে আগ্রহী না হলেও প্রস্তুত এবং আশু আক্রমণ সম্পর্কে সন্দিগ্ধ। কিন্তু তবুও আমাদের প্রতি তাঁর সম্ভাষণ ছিল হৃদ্যতাপূর্ণ এবং আমি যখন তাঁকে বললাম যে ক্যাপিটাল গ্রন্থের রচয়িতার সঙ্গে করমর্দন করে এক গভীর আনন্দ বোধ করেছি এবং নিজেকে সম্মানিত বলে মনে করেছি তার উত্তরে তিনি আমার সম্পর্কে যে প্রথম মন্তব্য করলেন তা ছিল খুবই অমায়িক

কারণ তিনি আমায় বলেছিলেন যে, আমার লেখা ভারত* সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি তিনি পড়ে খুশি হয়েছেন এবং তাঁর সংবাদপত্রের আলোচনা স্তম্ভে এ সম্পর্কে অনুকূল মন্তব্যও করেছেন।"

"উদারনৈতিক পার্টির নীতি প্রসঙ্গে সুতীব্র ঘৃণা নিয়ে বিশেষ করে আয়াল্যাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করার সময় বৃদ্ধ যোদ্ধার ছোট ছোট কোটরাগত চোখগুলো জ্বল জ্বল করে উঠল, ঘন ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে গেল, প্রশস্ত নাক ও মুখ স্পষ্টই উত্তেজনায় ফুলে উঠল এবং বর্ষণ করলেন প্রচণ্ড রোষ যার মধ্যে প্রদর্শিত হল তাঁর মানসিক জ্বালা এবং আমার মাতৃভাষার ওপর তাঁর বিস্ময়কর দখল। তাঁর ব্যবহার ও উক্তির মধ্যে পার্থক্য, গভীর ক্রোধের দ্বারা প্রভাবিত এবং সমকালীন অর্থনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে মতামত জ্ঞাপন কালে তাঁর মনোভাব খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল। তিনি ভবিষ্যদ্বক্তার ভূমিকা ও প্রচণ্ড নিন্দা-কারার ভূমিকা বর্জন করে অল্পায়াসেই শান্ত দার্শনিকে পরিণত হয়েছিলেন এবং আমি প্রথম থেকেই অনুভব করেছিলাম যে শেষোক্তটির ক্ষেত্রে গুরুর উপস্থিতিতে শিক্ষা সমাপ্ত করতে বহু দীর্ঘ বৎসর অতিবাহিত হয়ে যাবে।"

"আমি ক্যাপিটাল গ্রন্থ পাঠ করে আশ্চর্য হয়ে গেছি এবং আরও আশ্চর্য হয়েছি যখন তাঁর ছোট ছোট রচনাকে অনুসরণ করেছি যেমন প্যারী কমিউন সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য এবং তাঁর "অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার", এবং কেমন করে তিনি তৃতীয় নেপোলিয়ন অথবা এম থিয়ার্সের মত স্বতন্ত্র ব্যক্তিবর্গ ও তীব্র শ্রেণী বিদ্বেষসহ অর্থনৈতিক কারণ ও সামাজিক প্রতিক্রিয়ার চরম দক্ষতাপূর্ণ ও ধীর স্থির বিশ্লেষণকে গ্রথিত করেছেন যাঁরা তাঁর নিজস্ব তত্ত্ব অনুযায়ী ছিলেন পুঁজিবাদী প্রগতির

* সাম্প্রতিক কালে যুদ্ধবাজ দেশপ্রেমিকদের দিকে ঝুঁকে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত হিণ্ডম্যান ছিলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দৃঢ়পণ শত্রু এবং ১৮৭৮ সাল থেকে লজ্জাকর হিংসাত্মক কার্যাবলী, ধর্ষণ, লুণ্ঠন এবং সম্মান-হানি (রাজনৈতিক "অপরাধীদের" বেত্রাঘাত সহ) ইত্যাদির বিরুদ্ধে মুখোশ খুলে দেবার জন্যে একটি মহৎ প্রচার অভিযান চালিয়েছিলেন যার জন্যে ভারতে বসবাসকারী সমস্ত পার্টিভুক্ত বৃটিশরা শিক্ষিত ও আমূল সংস্কারবাদী লেখক জন মর্লি সহ সকলেই দীর্ঘদিন খ্যাতিমান হয়েছিলেন।

অতিকায় জগন্নাথের চাকার ওপর উপবিষ্ট নেহাৎই মাছির মত। মার্কস অবশ্য একজন ইহুদী ছিলেন এবং আমার কাছে মনে হয়েছিল তাঁর দীর্ঘ কপাল, ঝুলে পড়া বড় বড় ভ্রূ, ভয়ংকর জলজলে চোখ, চওড়া অনুভবনশীল নাক এবং চারিদিকে এলোমেলোভাবে ছড়ানো গোঁফ দাড়ির মাঝে বসান সচল মুখ সহ তাঁর দেহ ও প্রকৃতির মধ্যে একীভূত ছিল তাঁর বংশের মহান দ্রষ্টাদের ন্যায়পরায়ণ তেজ আর ছিল স্পিনোজার ও ইহুদী ডাক্তারদের শান্ত মেজাজের বিশ্লেষণী ক্ষমতা। একত্রে বহুগুণাবলীর অসাধারণ সমাবেশের মত ছিল যা আমি আর কোন মানুষের মধ্যে দেখতে পাইনি।”

“বিরাট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচিত হয়ে এবং গভীরভাবে মুগ্ধ হয়ে যখন আমি হার্স'কে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এলাম তখন হার্স আমাকে জিজ্ঞেস করলেন মার্কসের সম্পর্কে আমার ধারণা কি, আমি বললাম তবে শোন, “আমার ধারণায় মার্কস হলেন উনবিংশ শতাব্দীর এরিস্টটল।” কিন্তু একথা বলার পরও আমি বুঝলাম, এর দ্বারা সবকিছু বোঝান হল না। কারণ একটি ক্ষেত্রে এটা চিন্তা করা অসম্ভব যে মার্কস আলেকজান্দারের (ম্যাসিডনের) পরিষদের ভূমিকা পালন করছেন অথচ সঙ্গে সঙ্গে গভীর অধ্যয়নে নিমগ্ন যা পরবর্তী বংশধরদের ওপর এত গভীর প্রভাব ফেলেছে এবং তা ছাড়া তিনি মানুষের আশু প্রয়োজনীয়তা থেকে কখনও নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখেন নি, তা সত্ত্বেও বিপরীতার্থে যা কিছু বলা হয়েছে তার উদ্দেশ্য হল ঘটনাবলী ও পারিপার্শ্বিকতাকে প্রাচীন কালের শ্রেষ্ঠতম দার্শনিকের শীতল ও কঠিন আলোকে বিশ্লেষণ করা। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, শোষণ ব্যবস্থা ও মজুরি দাসত্বের বিরুদ্ধে যতই তাঁর ঘৃণা থাকুক না কেন, যার দ্বারা তিনি বেষ্টিত ছিলেন, তা কেবলমাত্র বুদ্ধিবাদী ও দার্শনিকই ছিল না, তীব্র ব্যক্তিগত ঘৃণাও ছিল।

“আমার মনে পড়ে আমি একদিন তাঁকে বলছিলাম যে আমার বয়েস বাড়ছে এবং আমার মনে হয় আমি আরও সহনশীল হয়েছি।” “তাই কি”, তিনি বললেন, “তাই না কি?” এটা সুনিশ্চিত যে তিনি তা করেন নি। আমার মনে হয় এটা হয়েছিল প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মার্কসের তীব্র বিদ্বেষ এবং বিরোধীদের বিরুদ্ধে তাঁর হুল

ফোটানো সমালোচনার ফল যা বহু শিক্ষিত ও স্বচ্ছল শ্রেণীর মানুষকে পূর্ণ মর্যাদায় তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতর রচনার মূল্যায়ন করতে বাধার সৃষ্টি করেছিল এবং বোহম-বয়ার্কের মত তৃতীয় শ্রেণীর সমাজতন্ত্রী ও কুতার্কিক ওদের দৃষ্টিতে নায়ক হয়ে উঠল কারণ ওরা ভুল ব্যাখ্যা করে তাঁকে "খণ্ডন" করতে চেষ্টা করেছিল। বিশেষ করে ইংলণ্ডে সব সময় আমরা তরোয়ালের ফলাকে নরম ও বড় বড় বোতাম দিয়ে আটকে রাখতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠায়, শত্রুর বিরুদ্ধে মার্কসের মুক্ত তরোয়াল নিয়ে ভয়ঙ্কর আক্রমণ আমাদের কাছে এত বেমানান যার ফলে আমাদের মানসিক শক্তির চর্চাকারী নকল ভদ্র যোদ্ধাদের পক্ষে বিশ্বাস করা অসম্ভব ছিল যে এই ক্ষমাহীন বিতর্কিত এবং পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণকারী পুরুষটি প্রকৃতই আধুনিক কালের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ছিলেন।"

১৮৮০ সালে মার্কস বৃটিশ জনসাধারণের কাছে বস্তুত: অপরিচিতই ছিলেন। সেই সময় তাঁর স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে পড়েছিল অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের (দৈনিক ষোল ঘণ্টা কাজ এবং তার ওপর মানসিক পরিশ্রম!) ফলে তাঁর স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ শক্তিহীন হয়েছিল। ডাক্তাররা তাঁকে সন্ধেবেলা কোন কাজ করতে নিষেধ করেছিল। হিণ্ডম্যান বলছেন, "১৮৮০ সালের দিকে এবং ১৮৮১ সালের প্রথম দিকে সেই ডাক্তারের সঙ্গে বারবার আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছিলাম।"

"আমাদের কথাবার্তার পদ্ধতি ছিল অদ্ভুত রকমের। মার্কস যখন কোন আলোচনায় আগ্রহী হয়ে উঠতেন তখন তাঁর ঘরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সক্রিয় ভাবে হেঁটে বেড়ানোর অভ্যাস ছিল যেন একটি স্কুনারের (মধ্যযুগী দ্বি-মাস্তলযুক্ত জাহাজ) ডেকে হাঁটা হাঁটি করে ব্যায়াম করছেন। দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার সময় (আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি) আমার মধ্যেও এদিক ওদিক হাঁটাহাঁটি করার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল বিশেষ করে যখন আমার মন চিন্তা ভারাক্রান্ত থাকত। ফলে গুরু শিষ্যকে দেখা যেত পর পর ২ ঘণ্টা কি তিন ঘণ্টা ধরে টেবিলের বিপরীত দিকে হাঁটাহাঁটি করছেন এবং অতীত ও বর্তমানের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছেন।

হিগুম্যান মার্কসের সঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন সম্পর্কেও মার্কস কি দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন সে সম্পর্কে কোন বিশদ বিবরণ দেন নি। পূর্বে যা উদ্ধৃত হয়েছে তার থেকে দেখা যাবে যে হিগুম্যান প্রধানত: নিজেকে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন বস্তুত: কাহিনী সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর ; এটা হল তার অবশিষ্ট পুস্তকগুলির দৃষ্টিকোণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। হিগুম্যানের আত্মজীবনী হল একজন বৃটিশ বুর্জোয়া ফিলিস্তিনের জীবনী যিনি তাঁর শ্রেণীর গাঁইতি স্বরূপ হয়ে শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হন কিন্তু কখনও সম্পূর্ণরূপে বুর্জোয়া ঐতিহ্য, দৃষ্টিভঙ্গী ও সংস্কারমুক্ত হতে পারেন নি।

মার্কস ও এঙ্গেলসের বিরুদ্ধে বার বার ফিলিস্তিনীয় নিন্দাবাদ করেছেন যে যেখানে গণতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক বলে মনে করা হত সেখানে ওরা ছিল "স্বৈরতন্ত্রী", ওরা বাস্তব ঘটনাসমূহ উপলব্ধি করত না এবং জনগণের সঙ্গে পরিচিত ছিল না ইত্যাদি ; এই সময়ে হিগুম্যান এইসব নিন্দাবাদের একটিকেও পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট ও বাস্তব বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পরীক্ষা করার চেষ্টা করেন নি। ফল হল কাহিনী সংক্রান্ত বিষয়, মার্কসবাদী ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ নয়। মার্কস ও এঙ্গেলস জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির মিলনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন ( ল্যাসালেপন্থীদের সঙ্গে ) অথচ এই মিলন ছিল প্রয়োজনীয়। হিগুম্যান যা কিছু বলতে চান তা হল এই ; ল্যাসাল ও ল্যাসালেপন্থীদের বিরোধিতা করে মার্কস ও এঙ্গেলস যে নীতির দিক থেকে হাজার গুণ সঠিক ছিলেন সে বিষয়ে তিনি একটি কথাও বলেন নি। তিনি সেই প্রশ্নটি উত্থাপন করেন নি। তিনি আত্ম জিজ্ঞাসাও করেন নি যে আন্তর্জাতিকের কালে "গণতন্ত্র", ( সাংগঠনিক ) প্রোলেতারীয় সোশ্যাল ডেমোক্রাসি গড়ে তোলার বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত বুর্জোয়া অংশের কাছে পর্দাস্বরূপ ছিল কি না।

এর ফলে হিগুম্যানের সঙ্গে মার্কসের বিচ্ছেদের কাহিনী এমনভাবে বলা হল যাতে আমরা কিছুই না পাই কেবলমাত্র খোশগল্প ছাড়া ( ডিভিসনের মূল ভাব অনুযায়ী ) আপনারা জানেন এঙ্গেলস ছিলেন আদায় করতে সক্ষম, সন্দিগ্ধচিত্ত ও ঈর্ষাপরায়ণ। মার্কসের স্ত্রী অভিযোগ করে হিগুম্যানের স্ত্রীকে বলেছিলেন এঙ্গেলস ছিলেন মার্কসের শনি গ্রহের মত। এঙ্গেলস যার সঙ্গে হিগুম্যান কখনও দেখা পর্যন্ত করেন নি ( রুশকিয়ে ভেসোমস্তিতে

মিঃ ডিয়েনিও যা লিখছিলেন তা সত্ত্বেও ) যাদের তিনি সাহায্য করতেন সেই সম্পর্কে তাঁর নগদ টাকার বিনিময় মূল্যের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখতে অনিচ্ছুক ছিলেন না" ( টাকার দিক থেকে এঙ্গেলস খুব ধনী ছিলেন কিন্তু মার্কস ছিলেন গরীব )। এই রকম বলা হয় যে এঙ্গেলস, মার্কস ও হিণ্ডম্যানের মধ্যে বিরোধ বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন এই ভয় করে যে ঐ সময়কার একজন ধনী ব্যক্তি হিণ্ডম্যান হয়ত মার্কসের ধনী বন্ধু হিসাবেই তাঁর স্থান দখল করবে।

অবশ্য উদারনৈতিকরা এইসব প্রকাশের অযোগ্য নোংরামী থেকে আনন্দ আহরণ করেন। সোর্জের সঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলসের পত্রালাপ যা হিণ্ডম্যান নিজে উল্লেখ করেছেন তার সঙ্গে অন্ততঃ পরিচিত হওয়াটাও নিকৃষ্ট উদার-নৈতিকদের স্বার্থের অনুকূল হবে না এমন কি বিরোধের বিষয়বস্তুটিকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টাও। ওরা এটুকু কার্যও স্বীকার করতে রাজী নয়। কিন্তু তাহলেও এইসব পত্রের প্রসংগ, পত্রাবলীর তুলনা এবং হিণ্ডম্যানের "স্মৃতিচারণ" তৎক্ষণাৎ সমস্ত সমাধান করে দেয়।

১৮৮১ সালে হিণ্ডম্যান "সকলের জন্য ইংলণ্ড" নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন যার মধ্যে তিনি সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করেছেন কিন্তু তিনি নিজে থেকে যান একজন হতবিহ্বল গণতান্ত্রিক হিসাবে। পুস্তিকাটি রচিত হয়েছিল গণতান্ত্রিক ফেডারেশনের জন্য ( সমাজতান্ত্রিক নয় ) যা সেই সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং যার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল বেশ কিছু সংখ্যক সমাজ-বিরোধী। হিণ্ডমান তাঁর পুস্তিকায় দুটি অধ্যায়ে ক্যাপিট্যাল গ্রন্থ থেকে অনুচ্ছেদের শব্দান্তর ও অনুলিপি দিয়েছেন কিন্তু মার্কসের নামোল্লেখ করেন নি ; অবশ্য প্রস্তাবনায় তিনি খুবই অস্পষ্টভাবে জনৈক "মহান চিন্তানায়কের" কথা ও "মৌলিক লেখকের" কথা বলেছেন যাঁর কাছে তিনি বিশেষভাবে ঋণী। হিণ্ডম্যান আমাদের বলেন যে ঠিক এই বিষয় নিয়ে এঙ্গেলস তাঁর সঙ্গে মার্কসের "বিচ্ছেদ" ঘটিয়ে দিয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর কাছে লেখা মার্কসের একটা চিঠির উদ্ধৃতি দেন ( তাং ৮ই ডিসেম্বর, ১৮৮০ ) যার মধ্যে মার্কস বলেছেন যে হিণ্ডম্যানের মতে হিণ্ডম্যান ইংলণ্ডের সম্পর্কে "আমার ( মার্কসের ) পার্টির দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে একমত নন।"

পার্থক্যটা কি ছিল সেটা পরিষ্কার—একটা পার্থক্যকে হিণ্ডম্যান বোঝেন নি, লক্ষ্য করেন নি অথবা উপলব্ধি করেন নি। ব্যাপারটা ছিল এই যে হিণ্ডম্যান ঐ সময় ছিলেন ( মার্কস যেমন সোজাসুজিভাবে সোর্জের কাছে

লিখেছিলেন ১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৮১ সালে) "সদুদ্দেশ্যপূর্ণ. পাতি বুর্জোয়া লেখক, আধা বুর্জোয়া ও আধা প্রলেতারিয়েত।" স্পষ্টতঃই কোন ব্যক্তি যদি মার্কসের সঙ্গে পরিচিত হয়, তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন, নিজেকে তাঁর শিষ্য বলেন, পরবর্তীকালে গণতান্ত্রিক ফেডারেশন গঠন করেন এবং এর জন্যে একটা পুস্তিকা রচনা করেন এবং যার ভেতর তিনি মার্কসবাদের ভুল ব্যাখ্যা করেন এবং মার্কসের নামোল্লেখ করেন না, শেষোক্ত ব্যক্তি তাই এর বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর প্রতিবাদ ছাড়া একে এগোতে দেয় নি। সুস্পষ্টরূপেই প্রতিবাদ করা হয়েছিল কারণ ঐ একই পত্রে সোর্জের কাছে মার্কস অপরাধ স্বীকারমূলক চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন যেখানে হিণ্ডম্যান নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছেন এই ভিত্তিতে যে "ইংরেজরা বিদেশীদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পছন্দ করে না." এবং আমার (মার্কসের) নাম এত নিন্দনীয় ছিল! (হিণ্ডম্যান নিজেই বলেন যে তিনি তাঁর কাছে লেখা মার্কসের প্রায় সব কটা চিঠিই নষ্ট করে ফেলেছেন যাতে এই দিক থেকে সত্যের উদঘাটনের আশা করা না হয়)।

চমৎকার যুক্তি! বেশ, তাহলে ঐ সময়ে হিণ্ডম্যান ও মার্কসের মধ্যে মতপার্থক্যের প্রশ্নগুলো সুনির্দিষ্টরূপে পরিষ্কার হয়ে গেল এবং যখন হিণ্ডম্যানের বর্তমানে লেখা সম্পূর্ণ গ্রন্থখানিতে দেখা যায় যে তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে বহু ফিলিস্তিনীয় ও বুর্জোয়া ভাব রয়েছে, (উদাহরণস্বরূপ যে যুক্তির সহায়তায় তিনি অপরাধীদের প্রতি প্রাণদণ্ডের সমর্থন করেছেন!) তখন মার্কসের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা উত্থাপন করা হয় তা হল এঙ্গেলসের "চক্রান্ত", যিনি চল্লিশ বছর ধরে মার্কসের সঙ্গে একটি সাধারণ নীতি অনুসরণ করে গেছেন। হিণ্ডম্যানের অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি যদি মধুর পিপেও হয় তাহলে এই এক চামচ আলকাতরা তাকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

ঐ সময়কার মার্কস ও হিণ্ডম্যানের মধ্যে মতপার্থক্য অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যমূলক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে যাকে হিণ্ডম্যান বলেন হেনরি জর্জ সম্পর্কে মার্কসের অভিমত, তার মধ্যে। ২০শে জুন, ১৮৮১ সালে সোর্জের কাছে লেখা মার্কসের চিঠি থেকে হেনরি জর্জ সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন জানা যায়।

মার্কসের সঙ্গে কথা বলার সময় হেনরি জর্জের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন নিম্নোক্ত যুক্তি উত্থাপন করে: "সত্যকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করে অন্যান্যরা যা শিক্ষা দেয় তার চাইতে জর্জ অনেক বেশী শিক্ষা দিতে পারবে ভুলের চর্চা করে।"

হিণ্ডম্যান লিখছেন, "মার্কস এর সারবত্তার কথা কানেই তুলবেন না। এই ভুলের ঘোষণা জনসাধারণের কোন কল্যাণই করতে পারবে না, এটাই ছিল তাঁর মত। বিনা প্রতিবাদে ভুলকে চলতে দিলে বুদ্ধিগত নীতিহীনতাকেই উৎসাহ দেওয়া হয়। দশজন আরও এগিয়ে গেলেও একশ জন হয়ত জর্জের সঙ্গে থেমে যেতে পারে এবং এর বিপদ এত বেশী যে একে কাটিয়ে ওঠা শক্ত!" এটাই ছিল মার্কসের বক্তব্য!

কিন্তু তবুও হিণ্ডম্যান আমাদের ঐ কথা বলেন, একদিকে তিনি তখনও হেনরি জর্জ সম্পর্কে তাঁর পূর্বের অভিমতকে রক্ষা করে চলেছেন এবং অপর দিকে জর্জ ছিল একটি বালকের মত যে চকচকে একটা ফাদিং হাতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে ছেলেমানুষী করে যাচ্ছে এমন একজন মানুষের ক্ষমতার পরিসরের মধ্যে যিনি আলোক বিকিরণ করছেন সার্চলাইটের মতো।

একটা চমৎকার উদাহরণ……তবে হিণ্ডম্যানের পক্ষে এঙ্গেলস সম্পর্কে জঘন্য গাল গল্পের পাশাপাশি এই তুলনা দেওয়াটা বিপজ্জনক ছিল।

জভেজদা, ৩১তম সংখ্যা, ২৬শে নভেম্বর, ১৯১১

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ১৭, পৃঃ ৩০৬-১২

# স্তলিপিন ও নারোদনিক কৃষি কর্মসূচীর একটি তুলনা থেকে

খাঁটি পুঁজিবাদের পক্ষে জমির মালিকানার চাইতে বাজারের সঙ্গে পরিপূর্ণ, অবাধ এবং আদর্শরূপে মানিয়ে চলার জন্যে জমি ভাড়া দেওয়া অধিকতর সুবিধাজনক। কেন? কারণ জমির ব্যক্তিগত মালিকানা এক হাত থেকে অপর হাতে হস্তান্তরে বাধা দেয়, বাজার পরিস্থিতির সঙ্গে জমির ভোগ দখলে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, একটি নির্দিষ্ট পরিবার অথবা ব্যক্তি অথবা বংশধর কর্তৃক জমির ওপর দখলদারীকে স্থায়ী করে এমনকি যদি ওরা অপদার্থ কৃষক হলেও। ভাড়া হল অধিকতর নমনীয় পদ্ধতি, যার অধীনে বাজারের সঙ্গে জমির ভোগ দখলের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে অত্যন্ত সরল ও সহজভাবে এবং দ্রুত বেগে।

ঘটনাক্রমে সেইজন্যেই বৃটেন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ব্যতিক্রম নয় কিন্তু সেই রাষ্ট্রে কি পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, সর্বোত্তম কৃষি ব্যবস্থা আছে যার সম্পর্কে মার্কস রডবার্টাসের সমালোচনায় উল্লেখ করেছিলেন। বৃটেনের কৃষিব্যবস্থাই বা কি? এটা হল প্রাচীন জমির মালিকানা ব্যবস্থা অর্থাৎ জমিদারী এবং তৎসহ নতুন, অবাধ এবং খাঁটি পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে জমি ভাড়া দেওয়া।

কি এসে যায় যদি জমিদারবিহীন জমিদারী থাকত অর্থাৎ জমির মালিক হত জমিদারদের পরিবর্তে রাষ্ট্র? পুঁজিবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে সেটা হত আরও সুসম্বদ্ধ কৃষি ব্যবস্থা এবং এর মধ্যে থাকত জমির ভোগদখলের সঙ্গে বাজারের খাপ খাওয়ানোর অধিকতর স্বাধীনতা, থাকত অর্থনীতির লক্ষ্য হিসেবে জমির সহজতর পুনর্বিন্যাস, আর থাকত অধিকতর স্বাধীনতা, বিস্তৃতি ও সর্বপ্রকার পুঁজিবাদী মালিকানার বৈশিষ্ট্যসূচক শ্রেণী সংগ্রামের সুস্পষ্ট স্বচ্ছতা।

*নেভস্কায়া জভেদা*
১৫তম সংখ্যা,
১লা জুলাই, ১৯১২

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড, ১৮
পৃঃ ১৪৫-৪৬।

# বৃটেনে

সাড়ে ছ'বছর ধরে বৃটিশ উদারনৈতিকেরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছেন। বৃটেনের শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলন ক্রমশঃই অধিকতর শক্তিশালী হচ্ছে। ধর্মঘটগুলো ব্যাপক গণ-চরিত্র ধারণ করেছে; তার উপর ওগুলো পুরোপুরি অর্থনৈতিক থেকে রাজনৈতিক আকার ধারণ করছে।

স্কটিশ খনি কর্মীদের নেতা রবার্ট স্মিলি যিনি হাল আমলে ব্যাপক গণ-সংগ্রামের শক্তি দেখিয়েছিলেন তিনি ঘোষণা করেন যে তাঁদের পরবর্তী বৃহৎ সংগ্রামে খনি শ্রমিকরা কয়লা খনিগুলোকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে যাওয়ার দাবী জানাবে। এই বৃহৎ সংগ্রাম অনিবার্যরূপে এগিয়ে আসছে, কারণ বৃটেনের সমস্ত খনি শ্রমিকরা সম্পূর্ণরূপে অবহিত যে কুখ্যাত ন্যূনতম মজুরি আইন তাদের অবস্থার লক্ষণীয় কোন উন্নতি ঘটাতে পারবে না।

তাই, বৃটিশ উদারনৈতিকরা, যাঁরা ক্রমশঃ পিছু হটছেন, তাঁরা একটা নতুন যুদ্ধ চীৎকার আবিষ্কার করেছেন যাতে আরও একবার নির্বাচকদের কিছুকালের জন্য উদারনৈতিকদের উপর আস্থা রাখতে তাদের প্রভাবিত করা যায়। পুঁজিবাদের বাণিজ্যিক স্লোগান হল, "প্রতারণা না করে আপনারা বিক্রি করতে পারেন না।" স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহে পুঁজিবাদী রাজনীতির স্লোগান হল, "প্রতারণা না করে আপনারা সংসদের আসন পাবেন না।"

এই উদ্দেশ্যে উদারনৈতিকগণ কর্তৃক উদ্ভাবিত পছন্দসই স্লোগান হল "ভূমি সংস্কারের" দাবী। এটা সুস্পষ্ট নয় উদারনৈতিকরা এবং জনসাধারণের বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তব্য রাখতে ওস্তাদ লয়েড জর্জ এর দ্বারা কি বোঝাতে চান। আপাতদৃষ্টিতে এটা জমির কর বৃদ্ধির প্রশ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু "জনসাধারণের হাতে জমি প্রত্যর্পণ" জাতীয় বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তব্যের পেছনে প্রকৃত উদ্দেশ্য যা নিহিত আছে তা হল সামরিক দুঃসাহসিক অভিযানের কাজে নৌবাহিনীর জন্য আরও লক্ষ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা।

বৃটেনে কৃষি পরিচালিত হয় সম্পূর্ণরূপে পুঁজিবাদী ধারায়। পুঁজিপতি কৃষকরা খাজনার পরিবর্তে জমিদারদের কাছ থেকে মাঝারি আকারের

খণ্ড খণ্ড জমি সংগ্রহ করে তাতে চাষ আবাদ চালায় মজুরি শ্রমিকদের সাহায্যে।

এই সব পরিস্থিতিতে কোন "ভূমি সংস্কার" কোন প্রকারেই কৃষিজীবী শ্রমিকদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। বৃটেনে ভূসম্পত্তি ক্রয় প্রোলেতারিয়েতদের শোষণের একটা নতুন পদ্ধতি হতে পারত যেহেতু জমিদার শ্রেণী ও পুঁজিপতিরা যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে থাকবেন, তাঁরা অত্যন্ত চড়া দামে তাঁদের জমি বিক্রি করবেন এবং করদাতাদের এই দাম দিতেই হবে অর্থাৎ পুনরায় সেই শ্রমিকদেরই।

জমির প্রশ্নে উদারনৈতিকরা যে তাড়াহুড়ো করেছেন তার ফলে অন্ততঃ এক দিকে একটা ভাল কাজ হয়েছে: এরফলে কৃষিকার্যে নিযুক্ত শ্রমিকরা সংগঠিত হতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

যখন বৃটেনের কৃষি শ্রমিকদের নিদ্রাভঙ্গ হবে এবং ওরা ইউনিয়নে যোগ দেবে তখন উদারনৈতিকদের পক্ষে আর "সংস্কারের প্রতিশ্রুতি" নামে ভণ্ডামি, কৃষিজীবীদের জন্য এবং দিনমজুরদের জন্য বন্দোবস্ত ইত্যাদি চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না।

বৃটিশ শ্রমিক সংবাদপত্রের একজন প্রতিনিধি সম্প্রতি প্রবীণ কৃষি-শ্রমিকদের নেতা জোসেফ আর্চের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, যিনি শ্রমিকদের শ্রেণী সচেতন জীবনে উদ্বুদ্ধ করতে বহু কিছু করেছেন। এক খোঁচায় এটা করা সম্ভব নয় এবং আর্চের স্লোগান ছিল, প্রতিটি শ্রমিকের জন্য "তিন একর জমি ও একটি গরু"—একটা অত্যন্ত সাদাসিধে কথা। তিনি যে ইউনিয়ন গড়ে তুলেছিলেন তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল কিন্তু তিনি যে কারণের জন্য লড়াই করেছিলেন তার মৃত্যু হয় নি এবং বৃটেনের কৃষিজীবী শ্রমিকের সংগঠন পুনরায় একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠছে।

আর্চের এখন বয়েস ৮৩ বছর। তিনি যে গ্রামের যে গৃহে জন্মেছিলেন সেই একই গৃহে বাস করছেন! তিনি তাঁর সাক্ষাত প্রার্থীকে বলেছিলেন যে কৃষিজীবী শ্রমিকরা ওদের সাপ্তাহিক মজুরী ১৫, ১৬, ও ১৭ শিলিং-এ বর্ধিত করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু এখন বৃটেনের কৃষিজীবী শ্রমিকের মজুরি পুনরায় পড়ে গেছে প্রতি সপ্তাহে ১২ থেকে ১৩ শিলিং পর্যন্ত বিশেষ করে নরফোকে যেখানে আর্চ বাস করেন।

*প্রাভদা*, ৮১তম সংখ্যা
১২ই আগস্ট, ১৯১২

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ১৮,
পৃঃ ২৭০-৭১

# বৃটেনে উদার শ্রমনীতির ওপর বিতর্ক

এটা সকলেরই জানা যে বৃটেনে দুটো শ্রমিক পার্টি আছে: বৃটিশ সমাজতন্ত্রী পার্টি[৬২] সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা নিজেদের যেমন পরিচয় দেন এবং তথাকথিত স্বাধীন শ্রমিক পার্টি।

ব্রিটিশ শ্রমিকদের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন খণ্ডিত হয়ে যাওয়াটা আকস্মিক ঘটনা নয়। বহুপূর্ব থেকেই সেটা শুরু হয়েছিল।

বৃটিশ ইতিহাসের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থেকেই এর সৃষ্টি। সমস্ত রাষ্ট্রের মধ্যে সর্বপ্রথম বৃটেনেই পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটে এবং দীর্ঘদিন ধরে বৃটেনই ছিল বিশ্বের "কারখানা"স্বরূপ। এই অস্বাভাবিক একচেটিয়া অবস্থান শ্রম-অভিজাততন্ত্রের পক্ষে মোটামুটি সন্তোষজনক অবস্থার সৃষ্টি করেছিল অর্থাৎ বৃটেনের সংখ্যালঘু উচ্চ বেতনের দক্ষ শ্রমিকদের জন্য।

তাই শ্রম-অভিজাততন্ত্রের নীচের তলাকার পাতিবুর্জোয়া শিল্পকেন্দ্রীক মনোভাব নিজেকে বিচ্ছিন্ন করছে তার নিজস্ব শ্রেণী থেকে, উদারনৈতিকদের তালে পা মিলিয়ে এবং সমাজতন্ত্রীর প্রতি উপেক্ষার মনোভাব দেখাচ্ছে "আকাশ কুসুম কল্পনা" বলে। স্বাধীন শ্রমিক পার্টি হল একটি উদার শ্রমনীতির পার্টি। একথা সঠিকভাবেই বলা হয়েছে যে এই পার্টি কেবলমাত্র সমাজতন্ত্র থেকে স্বতন্ত্র কিন্তু উদারনীতির উপর বড়বেশী নির্ভরশীল।

সাম্প্রতিক কালে বৃটেনের একচেটিয়া অধিকার সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পূর্বেকার মোটামুটি সন্তোষজনক জীবনযাত্রার বদলে, জীবন-যাত্রার অত্যধিক ব্যয় বৃদ্ধির ফলে দেখা দিয়েছে চরম অভাবের। শ্রেণী-সংগ্রাম সাংঘাতিক তীব্রতা অর্জন করছে এবং পাশাপাশি প্রসারিত হচ্ছে সুবিধাবাদের ভিত্তি কিন্তু পূর্বতন ভিত্তি অর্থাৎ শ্রমিকদের মধ্যে উদার শ্রমনীতির সম্প্রসারণ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

তাই যতক্ষণ পর্যন্ত বৃটিশ শ্রমিকদের মধ্যে এইসব চিন্তা অম্লান থাকবে

ততক্ষণ শ্রমিকদের মধ্যে ভাঙ্গন রোধ করার প্রশ্ন অবান্তর হয়ে থাকবে। শুধু কথা আর আকাঙ্ক্ষা দিয়ে ঐক্য সৃষ্টি করা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা উদার শ্রমনীতির বিরুদ্ধে লড়াই চালাবেন। বর্তমানে অবশ্য এই ঐক্য প্রকৃতই সম্ভব হয়ে উঠছে কারণ স্বাধীন শ্রমিক পার্টির মধ্যেই উদারনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আরও বেশী মাত্রায় ধ্বনিত হচ্ছে।

আমাদের সামনে রয়েছে সর্বশেষ সরকারী প্রতিবেদন অর্থাৎ ১৯১২ সালের ২৭ ও ২৮শে মে তারিখে মার্থাইরে অনুষ্ঠিত বিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণ। বিবরণে উদ্ধৃতি পার্লামেন্টারি নীতি সম্পর্কে বিতর্কটি অত্যন্ত আগ্রহোদ্দীপক, অপরিহার্যরূপে এটা ছিল গভীরতর সমস্যা নিয়ে একটা বিতর্ক অর্থাৎ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ও উদার শ্রমনীতির ওপর, যদিও বক্তারা এই শব্দগুলো ব্যবহার করেন নি।

সংসদ-সদস্য জাওয়েট এই অধিবেশনে বিতর্কের সূচনা করেন। তিনি উদারনৈতিকদের সমর্থন করে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন যার সম্বন্ধে পরে আমরা বিশদ আলোচনা করব এবং সহযোগী চিন্তাবিদ কনওয়ে সম্পর্কেও বলব যিনি ঐ প্রস্তাবকে সমর্থন করে সোজাসুজি বলেছিলেন: "সাধারণ শ্রমিক এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে পার্লামেন্টের শ্রমিক পার্টির নিজস্ব কোন দৃষ্টিভঙ্গী আছে কি না।" শ্রমিকদের মধ্যে এই সন্দেহ ছড়িয়ে পড়ছে যে শ্রমিক পার্টি উদারনৈতিকদের সঙ্গে বাঁধা পড়ে আছে। "এই রকম একটা মনোভাব দেশে ছড়িয়ে পড়ছে যে শ্রমিক পার্টি হল উদারনৈতিক পার্টির একটি অঙ্গ মাত্র।" এটা লক্ষ্য করতে হবে যে সংসদীয় শ্রমিক পার্টি শুধুমাত্র আই. এল. পি. এম. পি-দের নিয়েই গঠিত নয়, ট্রেড ইউনিয়নগুলোর দ্বারা নির্বাচিত এম. পি. নিয়েও গঠিত।

এরা সব নিজেদের শ্রমিক পক্ষের সংসদ সদস্য ও পার্টি সদস্য বলে ঘোষণা করেন কিন্তু আই. এল. ভুক্ত নয়। বৃটিশ সুবিধাবাদীরা সেই কাজ করতে সফল হয়েছে যা করার জন্যে অন্যান্য দেশের সুবিধাবাদীরা অতি সহজেই এবং প্রায়ই আগ্রহ দেখায় যেমন সুবিধাবাদী সমাজতান্ত্রিক সংসদ সদস্যদের সঙ্গে যাদের বলা হয় পার্টিবিহীন ট্রেড ইউনিয়ন সংসদ সদস্য, তাদের যুক্ত করে। কুখ্যাত প্রশস্ত শ্রমিক পার্টি যার মধ্যে থেকে কিছু সংখ্যক মেনশেভিক ১৯০৬-০৭ সালে যা বলেছিলেন তা বৃটেনে এবং কেবলমাত্র বৃটেনেই বাস্তবায়িত হয়েছে।

তাঁর বক্তব্যের বাস্তব প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে জাওয়েট সত্যিকারের বৃটিশ ধাঁচে তৈরী একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন অর্থাৎ সাধারণ কোন নীতি বর্জিত ( ব্রিটিশরা ওদের বাস্তব বোধের জন্যে এবং সাধারণ নীতির প্রতি অনীহার জন্যে গর্ববোধ করে ; অর্থাৎ এটা হল শ্রমিক আন্দোলনের শিল্পকেন্দ্রীক ভাবনার একটি প্রকাশ মাত্র )। প্রস্তাবে কমন্স সভার শ্রমিক গোষ্ঠীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল এই ধরনের আশঙ্কাকে উড়িয়ে দেবার জন্যে যে উদারনৈতিক সরকার সংখ্যালঘু হয়ে যেতে পারেন এবং পদত্যাগ করতে বাধ্য হতে পারেন এবং সেইজন্যে তাঁরা যেন তাঁদের সামনে উত্থাপিত প্রশ্নের গুণাগুণ বিচার করে দৃঢ়তার সঙ্গে ভোট দেন।

জাওয়েটের প্রস্তাব একটি দুঃসাহসী কাজে হাত দেওয়ার মতই হল। সমগ্র উদারনৈতিক পার্টির মত বৃটেনের উদারনৈতিক মন্ত্রিপরিষদ শ্রমজীবীদের একথা বোঝাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন যে সম্মিলিতভাবে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতি ক্রিয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে ( অর্থাৎ রক্ষণশীল পার্টির বিরুদ্ধে ), উদারনৈতিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অবশ্যই অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে, কিন্তু তা সম্ভব নাও হতে পারে যদি শ্রমজীবীরা উদারনৈতিকদের সঙ্গে একযোগে ভোট না দেন এবং এটাও ঠিক যে শ্রমজীবীরা নিজেদের অবশ্যই বিচ্ছিন্ন করবেন না বরং উদারনৈতিকদের সমর্থন করবেন। এইভাবে জাওয়েট প্রশ্নটিকে সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরেন : "অবিচলিত ভাবে" ভোট দিন, এই আকাঙ্ক্ষা মন থেকে দূর করুন যে উদারনৈতিক সরকারের পতন ঘটতে পারে, উদার-নৈতিক পার্টির স্বার্থের জন্যে ভোট নয় এই ভোট হল প্রশ্নসমূহের গুণাগুণের বিচারে অর্থাৎ মার্কসবাদী ভাষায় যাকে বলা যায়—একটি স্বাধীন প্রোলেতারীয় শ্রেণী-নীতি অনুসরণ করুন, উদার শ্রমনীতি নয়।

( স্বাধীন শ্রমিক পার্টির নীচের তলায় নীতিগতভাবে মার্কসবাদ প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এবং সেই জন্যেই মার্কসবাদী ভাষা মোটেই ব্যবহৃত হয় নি )।

সুবিধাবাদীরা যারা পার্টি'তে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে, তারা তৎক্ষণাৎ জাওয়েটকে আক্রমণ করল এবং সুবিধাবাদীদের চরিত্র অনুযায়ীই ওরা এই কাজটা করেছিল একটা জটিল পথে অর্থাৎ এড়িয়ে গিয়ে। ওরা পরিষ্কার ভাবে বলতে চায় নি যে ওরা উদারনৈতিকদের সমর্থনের অনুকূলে। সাধারণ বাক্যাবলীর মধ্যেই ওরা ওদের চিন্তাকে প্রকাশ করেছিল, অবশ্য,

শ্রমজীবী শ্রেণীর "স্বাধীনতার" কথাটা উল্লেখ করতে ভোলে নি। ঠিক আমাদের দেউলিয়াকারীদের৬৩ মত, যারা সব সময় চ্যাঁচায় এবং বিশেষ করে উচ্চরবে চ্যাঁচায় শ্রমজীবী শ্রেণীর "স্বাধীনতার" বিষয়ে যখন প্রকৃতপক্ষে ওরা তৈরী হয় স্বাধীনতার স্থলে উদার শ্রমনীতির প্রতিষ্ঠার জন্যে।

সুবিধাবাদী পার্টি'র নেতা মারে একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন অর্থাৎ একটি বিপক্ষ প্রস্তাব যার বয়ান নিম্নরূপ :

"এই অধিবেশন স্বীকার করে যে শ্রমিক পার্টি কার্যকরভাবে লক্ষ্যসাধনের জন্যে যে কোন কর্ম পদ্ধতির সম্ভাব্য সর্বপ্রকার ফলাফল ও প্রতিক্রিয়াকে গুরুত্ব দেবে তা সে তাৎক্ষণিকই হোক অথবা পরিবর্তী কালেরই হোক। তবে সে করবে এটাকে গ্রহণ করার পূর্বে, একথা মনে রেখে যে, এর সিদ্ধান্তগুলো পুরোপুরিভাবে নির্দেশিত হবে একটি পার্টি হিসেবে তার নিজস্ব স্বার্থের বিবেচনায় এবং লক্ষ্য সাধনে এর সুযোগ বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষার দ্বারা।"

দুটি মাসের তুলনা করুন। জাওয়েটের প্রস্তাবে উদারনৈতিকদের নীতির সমর্থন করা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্যেই পরিষ্কার দাবী রাখা হয়েছিল। মারের প্রস্তাব গঠিত হয়েছিল অর্থহীন তুচ্ছ বিষয় দিয়ে, খুবই ন্যায়সংগত এবং প্রথম দৃষ্টিতে তর্কাতীত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উদারনৈতিকদের নীতি সমর্থনকে আড়াল করার জন্যেই করা হয়েছে। মারে যদি মার্কসের সঙ্গে পরিচিত থাকতেন এবং তিনি যদি সেই সব মানুষের কাছে বক্তব্য রাখতেন যারা মার্কসবাদকে সম্মান করে তাহলে তিনি মার্কসবাদী বাচনভঙ্গীর সঙ্গে তাঁর সুবিধাবাদকে মধুরতর করে তুলবার কথা ভাবতেন না এবং বলতেন যে মার্কসবাদ দাবী করে প্রতিটি বিষয়ের বাস্তব পরিস্থিতিকে বিচারের মধ্যে গ্রহণ করতে হবে, আমাদের হাত আমরা বেঁধে রাখব না তবে একদিকে আমাদের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে আমরা বিরোধের সুযোগ গ্রহণ করব, বর্তমান শাসনের মূলে আঘাত করব ইত্যাদি।

সুবিধাবাদকে, মার্কসবাদ সহ আপনার পছন্দমত যে কোন মতবাদের মাধ্যমেই প্রকাশ করা যেতে পারে। রাশিয়াতে মার্কসবাদের ভবিষ্যতের বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে স্পষ্টতঃই এই ঘটনার মধ্যে যে কেবলমাত্র শ্রমিক পার্টির মধ্যে সুবিধাবাদই নয় উদারনৈতিক পার্টির সুবিধাবাদও ( ইজগোইয়েভ ও তাঁর অনুগামী বৃন্দ ) মার্কসবাদী কায়দায় তাঁদের সাজাতে চান! কিন্তু

সেটা শুধু কথা প্রসংগে মাত্র। আমাদের এখন মার্থিরের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক।

জাওয়েট ম্যাক্লাক্লানের সমর্থন পেয়েছিলেন।

> "একটি রাজনৈতিক পার্টির স্বার্থ কি?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। "কিছু মানুষকে কমন্স সভায় বসিয়ে রাখলেই কি পার্টির স্বার্থ রক্ষা করা হবে? পার্টির **স্বার্থই** যদি বিবেচনা করতে হয় তাহলে যে সব নারী ও পুরুষ সংসদের বাইরে আছেন তাদেরও সংসদের সদস্যদের মত বিবেচিত হবার অধিকার রয়েছে। সমাজ-তান্ত্রিক সংগঠন হিসেবে আমরা চেষ্টা করব রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে আমাদের নীতিকে রূপায়িত করতে।"

ম্যাক্লাক্লান, হেন্ডারসনের সংস্কারমূলক বিষয়ে ভোটের উল্লেখ করেছিলেন। চরিত্র শোধনাগারের একটি বালক বাসিন্দা অত্যাচারের ফলে মারা যায়। সংসদে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়। উদারনৈতিক মন্ত্রিসভার পতন ঘটানোর ভয় দেখানো হয়: বৃটেন প্রাশিয়া নয়, যে মন্ত্রিসভা সংখ্যালঘু সে অবশ্যই পদত্যাগ করবে। তাই মন্ত্রিসভাকে বাঁচাবার জন্যে শ্রমিক সংসদসদস্যরা অত্যাচারকারীকে অকলঙ্ক রাখার পক্ষে ভোট দেন।

ম্যাক্লাক্লান বলেছিলেন যে শ্রমিক পার্টি ফলাফলকে বিবেচনার মধ্যে রাখছে সরকারের ভবিষ্যতের ওপর ওদের ভোটের যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে, এই কথা ভেবে, যে যদি মন্ত্রিসভার পতন ঘটে তাহলে সংসদ ভেঙে দেওয়া হবে এবং নতুন সাধারণ নির্বাচনের কথা ঘোষণা করা হবে। কিন্তু এটা কিছুমাত্র ভয় করার বিষয় নয়। মন্ত্রিসভার পতন ও নতুন নির্বাচনের ঘোষণার ফল দাঁড়াবে দুটো বুর্জোয়া পার্টির মিলন ঘটবে (ম্যাক্লাক্লান সোজাসুজি বলেছিলেন: "অন্য দুটি পার্টি", "বুর্জোয়া" এই শব্দটি ছাড়া। ব্রিটিশরা মার্কসবাদী শব্দ পছন্দ করে না!) এবং যত তাড়াতাড়ি তা ঘটে, আন্দোলনের পক্ষে তা ততই মঙ্গলজনক। আমাদের প্রচারকদের বক্তব্য-গুলোকে আমাদের সংসদীয় প্রতিনিধিবৃন্দের কার্যাবলীর দ্বারা কার্যকরী করে তুলতে হবে। সেটা যে পর্যন্ত না হয় (অর্থাৎ রক্ষণশীল) শ্রমজীবীরা কখনই বিশ্বাস করবে না যে উদারনৈতিক ও শ্রমিক পার্টির মধ্যে কোন মত-

পার্থক্য ছিল। এমন কি নীতিকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে গিয়ে যদি সংসদের সবকটি আসনও আমাদের হাতছাড়া হয় তাহলেও এর দ্বারা উদারনৈতিক সরকারের কাছে সুবিধার জন্য কাকুতি মিনতি করার চাইতে বেশী উপকার হবে!

পার্টির নেতা ও সংসদ সদস্য কির হার্ডি একটু মোচর দিয়ে বলেন :

"একথা বলা ঠিক হবে না যে শ্রমিক পার্টি ভারসাম্য বজায় রাখছে। সংসদের উদারনৈতিক ও আইরিশ সদস্যবৃন্দ টোরি ও শ্রমিক সদস্যদের ভোটে হারিয়ে দিতে পারেন...। ডেসওয়েল সংশোধনাগারের মামলায় আমি কেবলমাত্র বিষয়টির গুণাগুণ বিচার করে সরকারের পক্ষে ভোট দিয়েছিলাম, তবে সরকারকে সমর্থন করি নি। শোধনাগারের পরিচালকটি রূঢ়তা ও নির্মমতার দোষে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন এবং প্রতিটি শ্রমিক সদস্য সংসদে উপস্থিত হয়েছিলেন, দৃঢ়পণ হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দেবার জন্যে। কিন্তু বিতর্কের সময় অপর দিকটিকে উপস্থিত করা হল এবং দেখা গেল যে যদিও পরিচালকটি নির্মম ব্যবহারের জন্যে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন কিন্তু সাফল্যের দিক থেকে স্কুলটি ছিল রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ। এইসব পরিস্থিতিতে সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়াটা ভুল হ'ত। [এই হল অবস্থা, বৃটিশ সুবিধাবাদীরা শ্রমিক পার্টিকে যেখানে এনে ফেলেছেন : ঐ ধরনের বক্তব্যের জন্য নেতাকে চীৎকার করে থামিয়ে দেওয়া হয় নি বরং ধৈর্য ধরে তাঁর বক্তব্য শোনা হয়েছে! ]

"ঝামেলাটা আই. এল. পি সদস্যদের নিয়ে নয়, কিন্তু শ্রমিক পার্টি যখন খনি কর্মী ফেডারেশনের পরিচালনাভার গ্রহণ করে এবং খনি কর্মীরা শ্রমিক গোষ্ঠীতে যোগ দেয় তখন ওরা উদারনৈতিক ছিল এবং ওরা ওদের মতেরও কোন পরিবর্তন ঘটায় নি যেহেতু পার্টির প্রতি ওদের নামমাত্র সমর্থন আছে......

ডাওয়েটের প্রস্তাবে সংসদীয় সরকারকে পরিণত করেছে একটি অসম্ভাব্যতায়। যে কোন ভোটের ফলাফলকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে......

এটা পূর্বের প্রশ্নকে প্রস্তাব সংশোধনী এই উভয় সম্পর্কেই উপদেশ দেবে।" (!!!)

জাওয়েটের প্রস্তাব সমর্থন করে ল্যান্সবেরী বলেছিলেন :

"কিন্তু হার্ডি আমাদের সম্পর্কে যেমন ভাবেন ব্যাপারটা ঠিক ততটা অর্থহীন নয়। এটা বোঝায় না যে একটি প্রশ্নের পক্ষে ভোট দিতে গিয়ে সমস্ত বিষয়কে অগ্রাহ্য করে কেবলমাত্র সরকারের উপর এর কি প্রভাব পড়বে শুধু তাকেই বিবেচনা করতে হবে। আমি রাজনৈতিক বৈঠক ও নেতাদের সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে এবং এইসব ব্যক্তির দ্বারা কমন্স সভা নিয়ন্ত্রিত হয় বলে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমার অভিজ্ঞতা ছিল এই যে আলোচনার বিষয়ভুক্ত প্রতিটি প্রশ্নকে বিচার বিবেচনা করতে হবে তৎকালীন সরকারের উপর তার কি সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে সেই দিক দিয়ে।

এর দ্বারা শ্রমিক পার্টি'র পক্ষে নিজেকে উদারনৈতিক পার্টি থেকে পৃথক করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। আমি এমন কোন আইনের কথা জানি না যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে শ্রমিক পার্টি কোন দিক থেকে নিজেকে উদারনৈতিক পার্টি থেকে পৃথক রেখেছে। বীমা সংক্রান্ত আইনের সম্পর্কে একটি পক্ষ হিসাবে আমরা সরকারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিলাম। শ্রমিক পার্টি' বিলের সপক্ষে দৃঢ়তার সঙ্গে ভোট দিয়েছে এবং সর্ব অবস্থায় সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছে।

হেলসংয়েল শোধনাগার সম্পর্কে ভোটদানের বিষয়ে আমি লজ্জা বোধ করেছিলাম। এক ব্যক্তি একটি বালকের উপর ফুটন্ত গরম জল ঢালছে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে মারা যায়, আমি এই বিষয়টি সম্পর্কে লজ্জিত হয়েছি...ভোট দান করা হল ঐ ব্যক্তিটিকে অকলঙ্ক রাখার জন্যে। সেই সময় শ্রমিক পার্টি'র হুইপ সংসদের অভ্যন্তরে ছুটো-ছুটি করলেন এবং তাঁর সমর্থক সদস্যদের জড়ো করলেন সরকারের পরাজয় রোখবার জন্যে...মানুষকে অভ্যস্ত করে তুলবার জন্যে... তাদের বিবেকের বিরুদ্ধে ভোট দান এই দেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের পক্ষে মারাত্মক..."

সংসদ সদস্য ফিলিপ স্নোডেন যিনি একটি খ্যাপা সুবিধাবাদী ধরনের তিনি একটি পাঁকাল মাছের মত মোচড় দিয়ে বললেন :

"আমার লড়াই করার সহজাত প্রবৃত্তিই প্রস্তাব সমর্থনের দিকে আকর্ষণ করেছে, কিন্তু আমার কাণ্ডজ্ঞান, বিচার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা সংশোধনের জন্যে ভোট দিতে আমাকে উৎসাহিত করে। আমি একথা জানিয়ে যে বর্তমান সংসদীয় ব্যবস্থা তাদের উপর নৈতিক অধঃপতন ঘটানোর মত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যারা সংসদে এসেছিলেন আদর্শবাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েও রাজনৈতিক উৎসাহে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে জাওয়েটের প্রস্তাব গ্রহণ করলেই কোন পরিবর্তন হবে। একটি প্রশ্নের গুণাগুণ সুনির্দিষ্ট কোন প্রশ্নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। কতকগুলো নির্দিষ্ট বিষয় আছে যাকে শ্রমিক পার্টি সরকারের পক্ষে ভোটের যে কোন সম্ভাব্য ফলাফলের চাইতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করে। এর মধ্যে আছে মহিলা ভোটাধিকার কিন্তু আমরা কি যে কোন তুচ্ছ বিষয়ে ফলাফলকে অস্বীকার করব? এই নীতি বারবার সাধারণ নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তার সৃষ্টি করবে এবং এই ধরনের নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাইতে সাধারণ মানুষের কাছে অধিকতর বিরক্তিকর আর কিছু হতে পারে না। রাজনীতির অর্থ হল সমঝোতা।"

যখন ভোট গৃহীত হল, তখন প্রস্তাবের পক্ষে পড়ল ৭৩টি ভোট ও বিপক্ষে ১৯৫টি।

সুবিধাবাদীরা জয়লাভ করল। এটা অবশ্য বৃটিশ আই. এল. পি-র মত সুবিধাবাদী পার্টিতে আশ্চর্যজনক নয়। কিন্তু এটা এখন একটা প্রতিষ্ঠিত ঘটনা যে এই পার্টির মধ্যেই নীচের তলায় সুবিধাবাদ বিরোধী একটা ঝোঁক মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। সুবিধাবাদ বিরোধীরা, জার্মানীতে তাঁদের সমধর্মী সহযোগীরা যা ঘন ঘন করে থাকেন তার চাইতে অনেক বেশী পরিমাণে সঠিকভাবে কাজ করেছিলেন সুবিধাবাদের সঙ্গে জঘন্য আপস মীমাংসার সপক্ষে দাঁড়িয়ে। তাঁরা যে খোলাখুলি ভাবে একটি প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন তা নীতিগত বিষয়ের উপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের সূচনা করেছিল এবং এই বিতর্ক বৃটিশ শ্রমিকশ্রেণীর উপর একটি গভীর প্রভাব ফেলবে। উদার

শ্রমনীতি চালু থাকার কারণ হল ঐতিহ্য রুটিন ও সুবিধাবাদী নেতৃবর্গের ক্ষিপ্রতা। কিন্তু ব্যাপক প্রোলেতারিয়েতের মধ্যে এর অকার্যকারিতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে।

১৯১২ সালের অক্টোবর ৫ (১৮) তারিখের পূর্বে লিখিত।
*প্রোভেসচেনিয়ের* ৪র্থ সংখ্যায়, ১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ১৮, পৃঃ ৩৬০-৬৫

# আমেরিকায়

আমেরিকার শ্রমিক ফেডারেশনের ৩২তম বাৎসরিক অধিবেশন যাকে বলা হয় ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সংঘ তা রোচেস্টারে সমাপ্তির মুখে। দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সমাজতন্ত্রী পার্টির পাশাপাশি এই সংঘটি হল অতীতের জীবন্ত চিহ্নস্বরূপ। পূর্বতন কারিগরদের সংঘ, উদারনৈতিক বুর্জোয়া ঐতিহ্য যা আমেরিকায় শ্রমিকশ্রেণীর অভিজাততন্ত্রের ওপর সম্পূর্ণরূপে ভার চাপিয়ে দিয়েছে।

১৯১১ সালের ৩১শে আগস্ট ফেডারেশনের সদস্য সংখ্যা ছিল ১,৮০১,২৬৮ জন। সমাজতন্ত্রের ঘোর বিরোধী স্যামুয়েল গম্পার্স সভাপতি হিসাবে পুনর্নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু সমাজতন্ত্রী শ্রমিকদের প্রতিনিধি ম্যাক্স হেইস পেয়েছিলেন ৫,০৭৪ ভোট যেখানে গম্পার্স পেয়েছিলেন ১১,৯৭৪ ভোট অথচ পূর্বে গম্পার্স বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতেন। আমেরিকান ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে ট্রেড ইউনিয়নবাদীদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রীদের সংগ্রাম ধীরে হলেও সুনিশ্চিতভাবে শেষোক্ত ব্যক্তির চাইতে প্রথমোক্ত ব্যক্তির জয়ের দিকেই যাচ্ছে।

গম্পার্স কেবলমাত্র যে "শ্রম ও পুঁজির সুসম্পর্ক বিষয়ে বুর্জোয়া কাহিনীকেই গ্রহণ করেছেন তা নয়, তিনি ফেডারেশনের অভ্যন্তরে সমাজ তান্ত্রিকদের বিরুদ্ধে পুরোদস্তুর বুর্জোয়া নীতি অনুসরণ করে গেছেন; যদিও তিনি ঘোষণা করেন যে তিনি ট্রেড ইউনিয়নসমূহের রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ "নিরপেক্ষতার" সপক্ষেই আছেন! আমেরিকার সাম্প্রতিক কালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় গম্পার্স ফেডারেশনের সরকারীভাবে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় তিনটি বুর্জোয়া পার্টির কর্মসূচী ও উদ্দেশ্যকে পুনর্মুদ্রিত করেছিলেন (গণতন্ত্রী, সাধারণতন্ত্রী ও প্রগতিবাদী) কিন্তু সমাজতান্ত্রিক পার্টির কর্মসূচীকে পুনর্মুদ্রিত করেন নি! এই ধরনের কাজের প্রতিবাদ

ধ্বনিত হয়েছিল রচেষ্টার অধিবেশনে এবং এর থেকে গম্পার্সের নিজের অনুগামীরাও বাদ ছিলেন না।

আমেরিকান সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ঘটনাবলী আমাদের দেখায়, যেমন বৃটেনে হয়ে থাকে, খাঁটি ট্রেড ইউনিয়নপন্থী ও সমাজতান্ত্রিক কার্যক্রমের মধ্যে সুস্পষ্ট ও লক্ষণীয় পার্থক্য অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রম-নীতি ও সমাজবাদী শ্রম-নীতির মধ্যে বিরোধ। অদ্ভুত লাগলেও এটা সত্যি যে পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমজীবী শ্রেণীও পুঁজিবাদী নীতি অনুসরণ করে চলতে পারে, যদি সে তার মুক্তি বিষয়ক লক্ষ্যকে ভুলে যায়, মজুরী দাসত্বকে মেনে নেয় এবং কখনও এই বা কখনও ঐ বুর্জোয়া পার্টির সঙ্গে মিত্রতার সন্ধানেই ব্যস্ত থাকে তার চুক্তিবদ্ধ অবস্থার কাল্পনিক "উন্নতি" বিধানের জন্য।

বৃটেন ও আমেরিকার বুর্জোয়া শ্রমনীতির শক্তি ( অস্থায়ী ) ও সবিশেষ প্রাধান্যের ঐতিহাসিক কারণ হল বহুকাল ধরে চলে আসা রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় অত্যন্ত অনুকূল অবস্থা যা বিদ্যমান আছে পুঁজিবাদের গভীর ও বহু বিস্তৃত বিকাশের জন্যে। এইসব অবস্থা শ্রমজীবী শ্রেণীর মধ্যে অভিজাততন্ত্রের ঝোঁক সৃষ্টি করতে সহায়তা করেছে যা বুর্জোয়াদের পেছনে পেছনেই ছুটছে আপন শ্রেণীর প্রতি করেছে বিশ্বাসঘাতকতা।

বিংশ শতাব্দীতে বৃটেন ও আমেরিকার এই অদ্ভুত অবস্থা দ্রুত অপসৃত হয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য দেশ এ্যাংলো-স্যাক্সন পুঁজিবাদ অনুসরণ করছে এবং ব্যাপক শ্রমিক গোষ্ঠী ভালভাবেই সমাজতন্ত্র সম্পর্কে শিক্ষিত হয়ে উঠছে। বিশ্ব পুঁজিবাদ যত তাড়াতাড়ি বিকশিত হয়ে উঠবে, আমেরিকা ও বৃটেনে তত তাড়াতাড়ি জয়লাভ করবে সমাজতন্ত্র।

১৯১২ সালের ডিসেম্বর (৭) ২০ তারিখের আগে লেখা,
*কমিউনিস্ট* পত্রিকার ৬ষ্ঠ সংখ্যায়,
১৯৫৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ৩৬,
পৃঃ ২১৪-১২।

# ১৯১২ সালের বৃটিশ শ্রমিক আন্দোলন

গত বছরের প্রধান ঘটনা ছিল খনি শ্রমিকদের ধর্মঘট। যদিও ১৯১১ সালের রেল ধর্মঘট বৃটিশ শ্রমিকদের নতুন শক্তির পরিচয় দিয়েছিল কিন্তু খনি শ্রমিকদের ধর্মঘট ছিল সুস্পষ্টরূপে যুগান্তকারী।

শাসকশ্রেণীর যুদ্ধের জন্যে তোড়জোড় সত্ত্বেও এবং পুঁজির বিদ্রোহী দাসদের প্রতিরোধ চূর্ণ করার জন্যে বুর্জোয়াদের প্রাণপণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ধর্মঘট সফল হয়েছিল। খনি কর্মীরা আদর্শ সংগঠন ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিল। বিশ্বাসঘাতকতার চিহ্নমাত্র ছিল না। সৈন্য বাহিনীর দ্বারা অথবা অদক্ষ শ্রমিকের দ্বারা খনির কাজ চালানোর মত কোন প্রশ্নই ছিল না। ছ'সপ্তাহ সংগ্রামের পর বৃটেনের বুর্জোয়া সরকার দেখল যে দেশের সর্বত্র শিল্পগত ক্রিয়াকর্ম প্রায় স্তব্ধ হবার উপক্রম হয়েছে এবং শ্রমিকদের সঙ্গীতের কথাগুলো "তোমার হাত যখন চায় তখন সব চাকার ঘূর্ণন থেমে যায়"[৬৪] সত্যে পরিণত হচ্ছে!

সরকার তখন কিছু সুবিধা দিল।

"পৃথিবীর সব চাইতে বেশী শক্তিশালী সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী খনি মালিকদের ধর্মঘটকারী দাসদের প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত হলেন এবং ওদের বোঝালেন একটা মীমাংসায় আসার জন্য" এইভাবেই বিশেষভাবে অবহিত একজন মার্কসবাদী, সংগ্রামের সারমর্ম বিবৃত করেছিলেন।

বৃটিশ সরকার, যাঁরা বছরের পর বছর স্বাভাবিকভাবে শ্রমিকদের কোন একদিন সংস্কার সাধিত হবে এই প্রতিশ্রুতি উপহার দিয়ে থাকেন তাঁরা এই সময় কিন্তু প্রকৃতই দ্রুত কাজ সম্পাদন করলেন। মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যে পার্লামেন্টে একটি নতুন আইনের প্রস্তাব পেশ করা হল! এই আইনে উপস্থিত করা হল ন্যূনতম মজুরি অর্থাৎ নিয়মকানুন তৈরী করা হল যাতে নির্দিষ্ট অংকের নীচে মজুরী হ্রাস করা যাবে না।

এটা সত্যি যে অন্যান্য সমস্ত বুর্জোয়া সংস্কারের মত এটাও একটা আধা-ব্যবস্থা, আংশিক ও শ্রমিকদের প্রতারণা করা মাত্র, কারণ নিম্নতম মজুরী

সুনির্দিষ্ট করার সময় নিয়োগকারীরা তাঁদের মজুরি দাসদের একই ভাবে নিম্নমানে রাখে। তৎসত্ত্বেও যারা বৃটিশ শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত তারা বলে যে খনি শ্রমিক ধর্মঘটের পর থেকে বৃটিশ প্রোলেতারিয়েতরা আর এক রইল না। শ্রমিকরা লড়াই করতে শিখেছে। ওরা সেই পথ দেখতে পেয়েছে যে পথে ওরা জয়লাভ করবে। ওরা ওদের শক্তি সম্পর্কে অবহিত হয়েছে। ওরা আর ভেড়ার মত দুবল নয়, মজুরি দাসত্ব ও এই প্রথার রক্ষকরা যার জন্য দীর্ঘদিন ধরে খুশী হয়েছি।

বৃটেনে অবশিষ্ট সামাজিক শক্তিসমূহের মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে, এমন একটা পরিবর্তন যা সংখ্যায় প্রকাশ করা যায় না কিন্তু সকলে অনুভব করে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ বৃটেনে পার্টি বিষয়ে বিশেষ অগ্রগতি ঘটে নি। বৃটিশ সমাজতন্ত্রী পার্টি (পূর্বতন সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন) স্বাধীন (সমাজতন্ত্র) শ্রমিক পার্টির মধ্যে বিরোধ অব্যাহত আছে। শেষোক্ত পার্টির অনুগামী সংসদ সদস্যদের সুবিধাবাদী আচরণ শ্রমিকদের মধ্যে যা সব সময় করে থাকে এবং সৃষ্টি করে চলেছে একটা গোষ্ঠীগত ঝোঁক। সৌভাগ্যবশতঃ এই ঝোঁকগুলো খুব প্রবল নয়।

বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়নগুলি ধীরে হলেও সুনিশ্চিত ভাবে সমাজতন্ত্রের অভিমুখেই যাচ্ছে, সেই সব সংসদ সদস্য সত্ত্বেও যাঁরা দৃঢ়ভাবে প্রাচীন উদার শ্রম নীতিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেন। কিন্তু মহিকানদের সর্বশেষ অনুগামীদের পক্ষে পুরানো ধারা অক্ষুণ্ণ রাখা দুঃসাধ্য !

*প্রাভদা* ১ম সংখ্যা, ১লা জানুয়ারী। ১৯১৩

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ১৮, পৃঃ ৪৭৭-৭৮

# বৃটিশ শ্রমিক পার্টির অধিবেশন

বৃটিশ শ্রমিক পার্টির ১৩তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল লণ্ডনে ২৯শে জানুয়ারী থেকে ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত ( নতুন পদ্ধতিতে )। এই অধিবেশনে পাঁচশত প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন।

এই অধিবেশনে যুদ্ধ বিরোধী একটি প্রস্তাব পাশ হয় এবং অধিকাংশের ভোটে অপর একটি প্রস্তাব পাশ হয় যার দ্বারা সংসদের পার্টির প্রতিনিধি-দের ডাক দেওয়া হয়েছে যে কোন নির্বাচনী সংস্কারমূলক বিলের বিরুদ্ধে ভোট দিতে যদি তার দ্বারা নারী ভোটাধিকার স্বীকৃত না হয়।

বৃটিশ শ্রমিক পার্টি, যা পাশাপাশি অবস্থান করছে সুবিধাবাদী স্বাধীন শ্রমিক পার্টি ও সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক বৃটিশ সমাজতন্ত্রী পার্টি, তা হল একটা সম্প্রসারিত শ্রমিক পার্টিরই মত। এটা হল সমাজতন্ত্রী পার্টি ও অ-সমাজতন্ত্রী ট্রেড ইউনিয়নগুলোর মিলনে উদ্ভূত একটা পার্টি।

এই সমঝোতার উৎপত্তি হয়েছিল বৃটিশ ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য এবং অ-সমাজতন্ত্রী উদারনৈতিক ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের মধ্যে শ্রমিক অভিজাততন্ত্রের বিচ্ছিন্ন থাকার মধ্যে থেকে। এইসব ইউনিয়ন সমাজতন্ত্রের দিকে ছুটতে শুরু করেছিল এবং এর ফলে বহুসংখ্যক অন্তর্বর্তীকালীন ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল।

দৃষ্টান্তস্বরূপ পার্টি নিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কে পার্টির সিদ্ধান্ত অথবা সংসদীয় গোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত অমান্য করলে পার্টি থেকে বহিষ্কার করার ভয় দেখিয়ে একটা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।

বিরোধ দেখা দিয়েছিল যা অন্য কোন রাষ্ট্রে সম্ভব নয়—এই বিষয়ে যে ঐ প্রস্তাবটি সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অথবা উদারনৈতিকদের বিরুদ্ধে?

ঘটনাটি এই যে চল্লিশ জন শ্রমিক পক্ষের সদস্যের মধ্যে সাতাশ জনই অ-সমাজতন্ত্রী! প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে গিয়ে, সমাজতন্ত্রী থোর্ন

বলেছিলেন, অ-সমাজতন্ত্রীদের ইচ্ছা ছিল তের জন সমাজতন্ত্রীর হাত বেঁধে দিয়ে ওদের অ-সমাজতন্ত্রীদের অধীনস্থ করে রাখে।

এমন কি আই. এল. পি-র অন্তর্ভুক্ত ব্রুস গ্লেজিয়ারও প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেওয়ার সময় স্বীকার করেছিলেন যে প্রায় আধ ডজন শ্রমিক পক্ষের সংসদ সদস্য আছেন যাঁদের স্থান রক্ষণশীল শিবিরে।

প্রস্তাবটি গৃহীত হল।

কেবলমাত্র সুবিধাবাদী পত্রিকা ডেইলীহেরাল্ড[৬৫] এর বিজ্ঞাপনগুলো পার্টির দফতরের মধ্যে প্রদর্শিত হবে, এই প্রস্তাবটি ৬৪৭,০০০ ভোট ও ৩৯৮,০০০ ভোটের ব্যবধানে পরাস্ত হয়েছিল। এখানে ভোটের হিসাব করা হয়েছিল সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী যা প্রতিটি গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বমূলক।

অধিবেশনের অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন অ-সমাজতন্ত্রী এবং অত্যন্ত জঘন্য ধরনের সমাজতন্ত্রী। কিন্তু সুনির্দিষ্ট কণ্ঠস্বরে এই কথার আভাস পাওয়া গিয়েছিল যে শ্রমজীবীদের ব্যাপক অংশ এই পার্টির প্রতি অসন্তুষ্ট এবং ওরা দাবী করে যে তাদের সংসদ সদস্যরা আইন প্রণয়ন নিয়ে কম খেলবেন এবং সমাজতান্ত্রিক প্রচারের কাজ করবেন বেশী মাত্রায়।

*প্রাভদা* ৩০তম সংখ্যা
১৯১৩ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ১৮,
পৃঃ ৫৪৭-৪৮

## "কে লাভের জন্যে দাঁড়ায় ?"

"একটা ল্যাটিন বহু প্রচলিত কথা আছে Cui prodest ? এর অর্থ, "কে লাভের জন্যে দাঁড়ায় ?" যখন এটা তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার নয় কোন্ রাজনৈতিক অথবা সামাজিক গোষ্ঠী শক্তি অথবা অন্যান্য কিছু কিছু প্রস্তাব, ব্যবস্থা ইত্যাদির পক্ষে ওকালতি করছে তখন সব সময়েই জিজ্ঞাসা করা উচিত : "কার লাভ হচ্ছে ?"

কে প্রত্যক্ষভাবে একটি নির্দিষ্ট নীতির পক্ষে ওকালতি করছে তা গুরুত্বপূর্ণ নয় যেহেতু পুঁজিবাদের বর্তমান মহান ব্যবস্থার অধীনে যে কোন মহাজন যে কোন সংখ্যক আইনজীবী, লেখক, যাজক অধ্যাপক, এমন কি সংসদীয় ডেপুটিকে "ভাড়া", ক্রয় অথবা নিয়োগ করতে পারেন যে কোন মতকে সমর্থন করার জন্যে। আমরা বাস করছি একটা ব্যবসা-বাণিজ্যের যুগে যখন বিবেক অথবা সম্মান সহ ব্যবসা চালাবার ব্যাপারে বুর্জোয়াদের কোন দ্বিধা নেই। কিছু সংখ্যক সাদাসিধে লোক আছে যারা তাদের নির্বুদ্ধিতা অথবা অভ্যাসের জন্যে কোন কোন বুর্জোয়া শিবিরে চালু মতকে সমর্থন জানায়।

বাস্তবিকই তাই ! রাজনীতিতে কে প্রত্যক্ষভাবে নির্দিষ্ট কোন মতবাদের পক্ষে ওকালতি করছে তা তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই সব মতবাদ, প্রস্তাব ও ব্যবস্থা থেকে কার লাভ হচ্ছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, "ইউরোপ" অর্থাৎ যে সব রাষ্ট্র নিজেদের "সভ্য" বলে ঘোষণা করে তারা এখন পাগল হয়ে আছে অস্ত্রসজ্জার বেড়া ডিঙ্গান দৌড় নিয়ে। অসংখ্য পথে, অসংখ্য সংবাদপত্রে এবং অসংখ্য প্রচার বেদী থেকে ওরা চীৎকার করছে দেশপ্রেম, সংস্কৃতি, জন্মভূমি, শান্তি ও প্রগতি সম্পর্কে এবং সব কিছুই করছে কোটি কোটি রুবল খরচের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করার জন্যে অর্থাৎ বন্দুক ও শক্তিশালী রণ-তরীর জন্যে।

"তথাকথিত দেশপ্রেমিকদের মুখে ফেরে যে সব কথা এবং যা কেউ কেউ

বলতে ইচ্ছা করেন তা হল "ভদ্র মহোদয় ও ভদ্র মহিলাগণ"। কথায় কোন বিশ্বাস নেই বরং দেখা ভাল কার লাভ হচ্ছে।"

কিছু পূর্বে বিখ্যাত বৃটিশ ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান আর্মস্ট্রং হুইটওয়ার্থ এণ্ড কোং ওদের বাৎসরিক হিসাব প্রকাশ করেছে। ঐ প্রতিষ্ঠানটি প্রধানতঃ অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত। ৮৭৭,০০০ পাউণ্ড মুনাফা দেখানো হয়েছে অর্থাৎ প্রায় ৮০ লক্ষ রুবলস এবং লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে ১২½%। সংরক্ষিত তহবিলে রাখা হয়েছে প্রায় ৯০,০০০ রুবল।

এইখানেই কৃষক ও শ্রমিকদের নিংড়ে লক্ষ লক্ষ অস্ত্রশস্ত্রের জন্যে ব্যয় করা হয়েছে। শতকরা সাড়ে বারো লভ্যাংশের অর্থ হল ৮ বছরে পুঁজি দ্বিগুণ হয়েছে। এবং এটা হল কোম্পানীর পরিচালকবর্গের সর্বপ্রকার ফি বাবদ ব্যয়ের অতিরিক্ত। বৃটেনের আর্মস্ট্রং, জার্মানীর ক্রুপ, ফ্রান্সের ক্রুস্ট, বেলজিয়ামের ককেরিল—সমগ্র সভ্য দুনিয়ায় এ রকম আর কত আছে? এবং অসংখ্য ঠিকাদার? এরাই হচ্ছে সেইসব যারা উগ্র দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলে লাভবান হয়, দেশপ্রেম সম্বন্ধে চীৎকার (দেশপ্রেমকে অনুশাসনের পর্যায়ভুক্ত করা) ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করা সম্পর্কে কথা বলে (সংস্কৃতি ধ্বংসকারী অস্ত্রশস্ত্র সহ)।

*প্রাভদা* ৮৪নং সংখ্যা
১১ই এপ্রিল, ১৯১৩

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ১৯,
পৃঃ ৫৩-৫৪

## বৃটেনে
## ( সুবিধাবাদের দুঃখজনক ফল )

বৃটিশ শ্রমিক পার্টি, যাকে অবশ্যই বৃটেনের দুটি সমাজতন্ত্রী পার্টি থেকে পৃথকরূপে দেখতে হবে, অর্থাৎ বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টি ও স্বাধীন শ্রমিক পার্টি থেকে, তা হল শ্রমিকদের সংগঠন যা অত্যন্ত সুবিধাবাদী এবং উদার শ্রমনীতির দ্বারা সম্পৃক্ত।

বৃটেনে পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা রয়েছে এবং সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলো সম্পূর্ণ মুক্ত ভাবেই অবস্থান করছে। কিন্তু শ্রমিক পার্টি হল শ্রমিক সংগঠনের সদস্যীয় প্রতিনিধি যার মধ্যে কেউ কেউ অ-রাজনৈতিক এবং অন্যান্যরা উদারনৈতিক অর্থাৎ আমাদের দেউলিয়াকারীরা যেমন চান সেই রকম একটি জগাখিচুড়ী যারা "আত্মগোপনকারী"দের প্রতি এত অধিক পরিমাণে নিন্দাবাদ করতে চান।

বৃটিশ শ্রমিক পার্টির সুবিধাবাদকে ব্যাখ্যা করতে হবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের বৃটিশ ইতিহাসের সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অবস্থা দিয়ে যখন শ্রমিক অভিজাততন্ত্র ব্রিটিশ পুঁজির বিশেষ উচ্চ মুনাফার কিছু অংশের অংশীদার হয়েছিল। কিন্তু এখন ঐ অবস্থা অতীতের বিষয়ে পরিণত হতে চলেছে। এমন কি স্বাধীন শ্রমিক পার্টি অর্থাৎ বৃটেনের সমাজতন্ত্রী সুবিধাবাদীরা অনুভব করেছে যে শ্রমিক পার্টি পাঁকে অবতরণ করেছে।

স্বাধীন শ্রমিক পার্টির মুখপত্র দ্য লেবার লীডারের শেষ সংখ্যায় আমরা নিম্নোক্ত উপদেশমূলক সংবাদ পাই। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে নৌবহর সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। সমাজতন্ত্রীরা ওগুলোকে হ্রাস করার জন্যে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে। অবশ্য বুর্জোয়ারা সরকারের পক্ষে ভোট দিয়ে একে বাতিল করে দেয়।

এবং শ্রমিক পক্ষের সংসদ সদস্যরা ?

হ্রাস করার জন্য পনেরটি ভোট অর্থাৎ সরকারের বিপক্ষে ; একুশ জন অনুপস্থিত ; চারজন সরকারের পক্ষে ভোট দেন অর্থাৎ হ্রাস করার বিরুদ্ধে।

চারজনের মধ্যে দুজন তাদের কাজের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেন এই বিষয়ে যে তাদের নির্বাচনী এলাকার শ্রমিকরা অস্ত্রশিল্প থেকেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করে।

এখানেই আপনারা একটা লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত দেখতে পাবেন কেমন করে সুবিধাবাদ সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায় পরিণত হয় অর্থাৎ শ্রমিকদের ন্যায্য দাবীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।

আমরা পূর্বেই আভাস দিয়েছি যে এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতি ধিক্কার আরো বেশী পরিমাণে ছড়িয়ে পড়ছে বৃটিশ সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে। অন্যান্য জাতির ভুলের উদাহরণ থেকে রুশ শ্রমিকদেরও বুঝতে শিক্ষা করা উচিত সুবিধাবাদ ও উদার শ্রমনীতি কত মারাত্মক।

*প্রাভদা* ৮৫নং সংখ্যা
১২ই এপ্রিল, ১৯১৩

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ১৯
পৃঃ ৫৫-৫৬

# সভ্য ইউরোপ ও বর্বর এশিয়া

সুপরিচিত ইংরেজ সোশ্যাল-ডেমোক্রাট রদস্টিন জার্মান শ্রমিকদের সংবাদ পত্রে একটি বৈশিষ্ট্যসূচক ঘটনার উল্লেখ করেছেন যা ঘটেছিল ভারতে। এই ঘটনা সমস্ত যুক্তির চাইতে অধিকতর স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করে কেন দেশের ৩০ কোটিরও অধিক সংখ্যক অধিবাসীর মধ্যে বিপ্লব দ্রুত শক্তি অর্জন করে চলেছে।

ভারতের একটি প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত রেঙ্গুন শহরে (জনসংখ্যা ২০০,০০০) বৃটিশ সাংবাদিক আর্নল্ড একটি সংবাদপত্র পরিচালনা করেন, ঐ পত্রিকায় তিনি "বৃটিশ বিচারের ছলনা" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। এর দ্বারা স্থানীয় একজন বৃটিশ বিচারকের মুখোশ খুলে দেওয়া হয়েছিল। এই প্রবন্ধ প্রকাশের ফলে আর্নল্ডের বারো মাসের জন্যে কারাদণ্ড হয়, কিন্তু তিনি আপীল করেছিলেন এবং লণ্ডনে বিশেষ যোগ যোগ থাকার জন্যে তিনি মামলাটিকে বৃটেনের সর্বোচ্চ আদালতের সামনে উপস্থিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভারত সরকার তাড়াহুড়ো করে দণ্ডাদেশ চার মাস কমিয়ে দেন এবং আর্নল্ড মুক্তি পান।

একজন বৃটিশ কর্নেল ম্যাক করমিকের স্ত্রীর পরিচারিকা হিসেবে কাজ করার জন্যে আয়না নামে একটি এগার বছরের ছোট্ট ভারতীয় মেয়েকে রাখা হয়েছিল। সুসভ্য রাষ্ট্রের দুর্ধর্ষ প্রতিনিধিটি আয়নাকে তাঁর ঘরে ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়ে পাশবিক অত্যাচার করেন এবং তালাবন্ধ করে রাখেন।

ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে তখন আয়নার পিতা মৃত্যুপথ যাত্রী এবং আয়নাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। ইত্যবসরে তাঁর স্বগ্রামের অধিবাসীরা সকলেই ঘটনাটি পুরোপুরি জেনে ফেলেছে। সমস্ত অধিবাসী ঘৃণায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। পুলিশ ম্যাক করমিককে গ্রেপ্তার করার আদেশ দিতে বাধ্য হল।

কিন্তু বিচারক এনড্রু তাঁকে জামিনে মুক্তি দিলেন এবং অপমানজনক

বিচারের প্রহসনের পর তাঁকে খালাস করে দেন। দুর্ধর্ষ কর্নেল ঘোষণা করলেন, এই ধরনের পরিস্থিতিতে অভিজাত বংশের সন্তানেরা স্বাভাবিক ভাবে যা করে থাকেন, যে আয়না ছিল একজন পতিতা যার প্রমাণ স্বরূপ তিনি পাঁচজন সাক্ষী এনেছেন। কিন্তু আয়নার মা যে আটজন সাক্ষী এনেছিলেন তাদের অবশ্য বিচারক এণ্ড পরীক্ষাও করলেন না।

মানহানির জন্যে সাংবাদিক আর্নল্ডের যখন বিচার হল তখন আদালতের সভাপতি মহামান্য স্যার চার্লস ফক্স তার সপক্ষে সাক্ষী উপস্থিত করতে দিতে সম্মতি দেন নি।

এটা অবশ্যই সকলের কাছে পরিষ্কার থাকা উচিত যে ভারতে এই ধরনের লক্ষ লক্ষ ঘটনা ঘটছে। একমাত্র অসাধারণ পরিস্থিতির জন্যই মানহানির দায়ে অভিযুক্ত (লণ্ডনের একজন প্রভাবশালী সাংবাদিকের পুত্র) আর্নল্ড কারাগারের বাইরে থেকে মামলাটির প্রচার চালাতে পেরেছিলেন।

এ কথা ভুলবেন না যে বৃটিশ উদারনৈতিকরা ভারতীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদে তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের নিয়োগ করে থাকেন। বেশীদিন পূর্বের ঘটনা নয়, যখন ভারতের বড়লাট অর্থাৎ ম্যাক করমিকদের প্রধান, অর্থাৎ এণ্ড ও ফক্সদের মধ্যে ছিলেন জনমর্লি যিনি ছিলেন সুপরিচিত আমূল সংস্কারবাদী লেখক, “ইউরোপীয় শিক্ষার উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক” এবং সমস্ত ইউরোপীয় ও রুশ উদারনৈতিকদের চোখে একজন অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি।

এশিয়ার অভ্যন্তরে “ইউরোপীয়” সত্তার উন্মেষ ঘটেছে, এশিয়াবাসীরা আজ গণতন্ত্রের সমর্থক।

*প্রাভদা*, ৮৭তম সংখ্যা,
১৪ই এপ্রিল, ১৯১৩

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ১৯,
পৃঃ ৫৭-৫৮

# একটি বিরাট কারিগরী সাফল্য

বিশ্ব বিখ্যাত বৃটিশ রসায়নবিদ উইলিয়াম র‍্যামসে সরাসরি কয়লার স্তর থেকে গ্যাস আহরণের একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। র‍্যামসে আগে থেকেই একজন কয়লার খনির মালিকের সঙ্গে এই পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা চালাচ্ছেন।

একটি বিরাট আধুনিক কারিগরী সমস্যা সমাধানের দিকে এগোচ্ছে। এই সমাধানের ফলে যে বিপ্লব সংঘটিত হবে তা হবে বিস্ময়কর।

বর্তমান সময়ে, এর অভ্যন্তরে সঞ্চিত শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য কয়লাকে সারা দেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং জ্বালানো হচ্ছে অসংখ্য গৃহে ও কল-কারখানায়।

র‍্যামসের আবিষ্কারের অর্থ হল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের উৎপাদন শাখায় সম্ভবতঃ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বৃহৎ কারিগরী বিপ্লব।

র‍্যামসে একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন যার দ্বারা যেখানে কয়লার অবস্থান ঠিক সেখানেই কয়লাকে সরাসরি গ্যাসে রূপান্তরিত করা যাবে, কয়লাকে উপরে তুলে আনার প্রয়োজন হবে না। লবণ আহরণের ক্ষেত্রে একই ধরনের কিন্তু আরও সহজতর পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়। সরাসরি একে উপরের স্তরে আনা হয় না, তবে জলে গুলে নেওয়া হয় এবং ঐ দ্রবণকে পাম্পের সাহায্যে উপরে তোলা হয়।

র‍্যামসের পদ্ধতি হল গ্যাস উৎপাদনের জন্য কয়লা খনিকে অতিকায় পাতন যন্ত্রে রূপান্তরিত করা। গ্যাস ব্যবহৃত হয় গ্যাস ইঞ্জিন চালানোর জন্য যা স্টীম ইঞ্জিনের চাইতে কয়লা থেকে দ্বিগুণ শক্তি আহরণ করতে পারে। গ্যাস ইঞ্জিন, অপর দিকে, ঐ শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে; যাকে আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে দূর দূরান্তে পৌঁছে দেওয়া যায়। এই রকম একটি কারিগরী বিপ্লব বিদ্যুতের উৎপাদন মূল্যকে $\frac{1}{2}$ অংশ

অথবা বর্তমান মূল্যের এক দশমাংশ কমিয়ে দেবে। বর্তমানে কয়লা আহরণ ও বন্টনে যে বিশাল মনুষ্য শ্রম ব্যয়িত হয় তা বাঁচবে। নিম্নতম মানের কয়লা স্তরকেও ব্যবহার করা সম্ভব হবে যাকে এখন কাজে লাগানো হচ্ছে না। গৃহ আলোকিত ও উত্তপ্ত রাখার ব্যয়ও বেশ কিছুটা হ্রাস পাবে।

এই আবিষ্কার শিল্পক্ষেত্রে একটি বিরাট বিপ্লব আনবে।

কিন্তু বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে সমগ্র সামাজিক জীবনে এই বিপ্লবের যে ফলাফল দেখা দেবে তা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আওতায় যে ফলাফল দেখা দিত তার চাইতে হবে সম্পূর্ণ পৃথক।

পুঁজিবাদের আওতায় কয়লা উত্তোলনে নিযুক্ত লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই-এর ফলে অবশ্যম্ভাবী রূপে দেখা দেবে ব্যাপক বেকারত্ব, দারিদ্র্য বাড়বে বহুগুণ এবং শ্রমিকদের অবস্থা হয়ে পড়বে আরও খারাপ। এবং এই বিরাট আবিষ্কারের মুনাফা পকেটস্থ করবে মরগ্যান, রকফেলার, রিয়াবুসিনস্কি মরোজ এবং ওদের আইনজীবী ও অনুচরবৃন্দ সহ পরিচালক, অধ্যাপক, ও পুঁজির সেবকেরা।

সমাজতন্ত্রের অভ্যন্তরে র‍্যামসের পদ্ধতির প্রয়োগের ফলে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকার হয়ে পড়বে এবং ৮ ঘন্টার শ্রমদিনকে ৭ ঘন্টার শ্রমদিনে হ্রাস করা সম্ভব করে তুলবে এমন কি আরও হ্রাস পেতে পারে। বিদ্যুতালোকিত কল-কারখানা ও রেলপথ কাজের অবস্থাকে আরও স্বাস্থ্যকর করে তুলবে; লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে ধোঁয়া ধূলো ও ময়লা থেকে মুক্ত রাখবে, নোংরা ও দুর্গন্ধ কারখানাগুলোকে দ্রুত পরিচ্ছন্ন করে তুলবে এবং গবেষণাগারগুলোকে মনুষ্য ব্যবহারোপযোগী করে তুলবে। ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ ও উত্তাপ বাসা চাকরবাকরদের জীবনের ⅓ ভাগ সময় পাকশালের দুর্গন্ধময় পরিবেশে কাটানোর কষ্ট থেকে মুক্তি দেবে।

পুঁজিবাদী প্রযুক্তিবিদ্যা প্রতিদিন ক্রমবর্ধমানভাবে সেই সামাজিক অবস্থাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে যা শ্রমজীবী মানুষকে মজুরিদাসে পরিণত করে।

*প্রাভদা* ৯১তম সংখ্যা,
২১শে এপ্রিল, ১৯১৩

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ১৯,
পৃঃ ৬১-৬২

# ব্রিটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টির অধিবেশন

১৯১১ সালে, ম্যানচেস্টারে বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক পার্টি যা তারও আগে পরিচিত ছিল সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনের নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী ও ব্যক্তি নিয়ে, এদের মধ্যে ভিক্টর গ্রেসন ছিলেন উগ্র সমাজতন্ত্রী কিন্তু নীতিতে তাঁর অটল বিশ্বাস ছিল না, ছিল শুধু বাকসর্বস্বতা।

মে মাসের ১০ থেকে ১২ তারিখ, বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টির দ্বিতীয় অধিবেশন বসেছিল সমুদ্র তীরবর্তী শহর ব্ল্যাকপুলে। মাত্র ১০০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, পূর্ণ সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ, এই ঘটনাও অধিকাংশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে পুরনো পার্টি নেতৃবর্গের বিরোধ, বাইরের দর্শকদের মনে একটা খারাপ ধারণার সৃষ্টি করেছিল। বুর্জোয়া পত্রপত্রিকাগুলো (ঠিক রুশ পত্র-পত্রিকার মত) যথা সম্ভব চেষ্টা করেছে পার্টি ও তার নেতৃবর্গের মধ্যে তীব্র বিরোধমূলক বিষয়গুলোকে বেছে নিয়ে রং চড়িয়ে প্রকাশ করতে।

বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকাগুলো সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অভ্যন্তরে সংগ্রামের আদর্শগত বিষয়বস্তুতে আগ্রহী নয়। ওদের যা প্রয়োজন, তা হল উত্তেজনা ও মুখরোচক কুৎসার কথা।

বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টির অভ্যন্তরে সংগ্রামের আদর্শগত বিষয়টা অবশ্য ছিল খুবই গভীর। পুরানো নেতৃবর্গের প্রধান ছিলেন হিণ্ডম্যান যিনি ছিলেন পার্টির স্রষ্টাদের অন্যতম। তিনি বেশ কয়েক বছর ধরে পার্টির প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দিয়ে কাজ করে যাচ্ছিলেন এমন কি যুদ্ধ ও অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে পার্টি-বিরোধী কাজও করছিলেন। হিণ্ডম্যানের মাথায় এই

সচিন্তা এল যে জার্মানী বৃটেনকে ধ্বংস করে দাসত্বে আবদ্ধ করতে চায় তাই সমাজতন্ত্রীদের উচিত বৃটেনের প্রতিরক্ষার জন্যে "উপযুক্ত" শক্তিশালী নৌ-বহর গঠনের জন্যে দাবী উত্থাপন করা ও সমর্থন করা।

শক্তিশালী নৌ-বহরের সমর্থকের ভূমিকায় সমাজতন্ত্রীরা—এবং এমন একটা রাষ্ট্রে যার নৌবহর অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে ও সমান্ততান্ত্রিক পদ্ধতিতে ত্রিশ কোটি ভারতীয় অধিবাসী এবং মিশর সহ অন্যান্য উপনিবেশের এক কোটি মানুষের ওপর লুণ্ঠন চালাতে এবং ওদের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখতে সাহায্য করে।

এটা অনুমান করা যায় যে হিণ্ডম্যানের এই কাল্পনিক তত্ত্ব বৃটিশ বুর্জোয়াদের খুশী করেছিল ( রক্ষণশীল উদারনৈতিক ) এটাও বোঝা যায় যে বৃটিশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা—ওদের কৃতিত্বের বিষয় হলেও এই অপমান ও লজ্জা সহ্য করবে না বরং এর তীব্র বিরোধিতা করবে।

সংগ্রামটি দীর্ঘ ও অবিচল, মিটমাট করে নেওয়ার চেষ্টাও হয়েছিল কিন্তু হিণ্ডম্যান ছিলেন সংশোধনের বাইরে। বৃটিশ সমাজতন্ত্রের পক্ষে সুবিধাজনক বলেই এই অধিবেশনে হিণ্ডম্যানকে বাধ্য করা হয়েছিল নেতৃপদ ত্যাগ করতে এবং পরিচালকবৃন্দের শতকরা ৭৫ ভাগের পরিবর্তন সাধন করা হয়েছিল ( এর ৮ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র দুজন পুনর্নির্বাচিত হয়েছিলেন—কোয়েল্চ ও আরভিং )।

প্রাক্তন পরিচালকবৃন্দের বিরুদ্ধে অধিবেশনে নিম্নোক্তরূপে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

> "এই সভা আমাদের ফরাসী ও জার্মান কমরেডদের অভিনন্দন জানাচ্ছে তাদের স্ব স্ব রাষ্ট্রে অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধির বিরুদ্ধে তাদের তীব্র বিরোধিতার জন্যে এবং প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টিকে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক পার্টির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে মেনে নিতে যা ১৯১২ সালে স্টুটগার্ট ও ব্যাসল অধিবেশনে যুদ্ধ সম্পর্কে গৃহীত সিদ্ধান্তের ফলে বাধ্যতামূলক এবং সর্বপ্রকার সমরবাদের প্রসার রোধ করার জন্যে বৃটেনে সেই একই নীতি অনুসরণ করতে এবং অস্ত্রশস্ত্রের জন্যে বর্তমান কালের অবিশ্বাস্য রকমের বায়বাহুল্য কমিয়ে আনতে।"

প্রস্তাবটির বক্তব্য খুবই ধারাল। কিন্তু যা সত্য তা বলতেই হবে ; রূঢ় হলেও। বৃটিশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা তথাকথিত স্বাধীন শ্রমিক পার্টির সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অধিকারচ্যুত হতেন (সমাজতন্ত্র থেকে স্বতন্ত্র কিন্তু উদারনৈতিকদের ওপর নির্ভরশীল) যদি তারা তাঁদের নেতৃবর্গের জাতীয়তাবাদী-পাপের তীব্র বিরোধিতা না করতেন।

সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল নিয়ে বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকাগুলো তাদের ঠাট্টা তামাসা ও ক্রোধ প্রকাশ করুক। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা নিজেদের মহাপুরুষ বলে মনে করেন না ; এটা তাঁদের জানা যে পরিবেশের জন্য প্রোলেতারিয়েত যখন তখন বুর্জোয়াদের থেকে সংক্রামিত রোগে আক্রান্ত হয়। এটা নোংরা ও বিরক্তিকর পুঁজিবাদী সমাজে অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা তাঁদের পার্টিকে নিরাময় করতে পারেন প্রত্যক্ষ ও নির্ভীক সমালোচনার দ্বারা। বৃটেনেও তাঁরা নিশ্চয়ই রোগ নিরাময় করতে পারবেন।

১৯১৩ সালের ৫ই (১৮) মে লিখিত, *প্রাভদার* ১০৯তম সংখ্যায় ১৯১৩ সালের ১৪ই মে প্রকাশিত হয়।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ১৯, পৃঃ ৯৩-৯৫

# যুদ্ধোপকরণ ও পুঁজিবাদ

বৃটেন হল বিশ্বের সবচাইতে ধনী, সবচাইতে স্বাধীন ও সবচাইতে অগ্রণী দেশ সমূহের অন্যতম। সমরাস্ত্রের নেশা বহু আগে থেকেই বৃটিশ সমাজ ও সরকারকে সেই সেই ভাবে যন্ত্রণা দিয়েছে যেভাবে যন্ত্রণা পেয়েছিল ফরাসী, জার্মান এবং অন্যান্য সরকার।

এখন বৃটিশ সংবাদপত্রগুলো, বিশেষ করে শ্রমিক সংবাদপত্রগুলো অত্যন্ত আকর্ষণীয় তথ্য প্রকাশ করে চলেছে এবং তার থেকে জানা যায় পুঁজিবাদী, উদ্ভাবনে দক্ষ অস্ত্র উৎপাদনকারী "যন্ত্রবিদের" কথা। বৃটেনের নৌবহরের অস্ত্রশস্ত্র বিশেষত: বড়। বৃটেনের জাহাজ নির্মাণ কারখানা (ভিকার্স, আর্মস্ট্রং ব্রাউন এবং অন্যান্য) বিশ্ব বিখ্যাত। বৃটেন এবং অন্যান্য রাষ্ট্র কোটি কোটি রুবল ব্যয় করে চলেছে রণসজ্জার জন্য, অবশ্য এ সমস্তই করা হচ্ছে একমাত্র শান্তির জন্য, দেশের স্বার্থে সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।

আমারা দেখতে পাই যে রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক এই উভয় পার্টির বিশিষ্ট নায়কবৃন্দ ও এ্যডমিরালরা হলেন জাহাজ নির্মাণ কারখানা, বারুদ, ডিনামাইট ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের কারখানার অংশীদার ও পরিচালক রূপে। বুর্জোয়া রাজনীতিবিদদের পকেট ভরে যাচ্ছে স্বর্ণ বর্ষণে, যারা একটি আন্তর্জাতিক দুষ্টচক্রের সঙ্গে একত্র হয়েছেন এবং নিযুক্ত আছেন বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা জাগিয়ে তুলতে এবং এই সব সরল, নম্র সাদাসিধে ও বিশ্বাসী মানুষগুলোকে লুণ্ঠন করতে।

যুদ্ধোপকরণকে বিবেচনা করা হয় জাতীয় বিষয় রূপে অর্থাৎ একটা দেশপ্রেমমূলক বিষয়। পূর্বানুমান করে নেওয়া হয় যে প্রত্যেকেই কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করে চলেন। কিন্তু জাহাজ নির্মাণ কারখানা, অস্ত্র কারখানা, ডিনামাইট ও ছোট অস্ত্র নির্মাণ কারখানাগুলো হল *আন্তর্জাতিক উদ্যোগ* যার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের পুঁজিপতিরা যুক্তভাবে কাজ করে ভিন্ন

ভিন্ন রাষ্ট্রের জনসাধারণকে প্রতারণা ও লুণ্ঠন করার জন্যে এবং একই সঙ্গে ইতালির বিরুদ্ধে বৃটেনের জন্যে জাহাজ ও বন্দুক তৈরী করছে আবার বৃটেনের বিরুদ্ধে ইতালির জন্যেও তাই করছে।

একটি উদ্ভাবনমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই বটে! সভ্যতা, আইন, শৃঙ্খলা সংস্কৃতি, শান্তি—এবং লক্ষ লক্ষ রুবল লুণ্ঠন করে চলেছে এই সব পুঁজিবাদী ব্যবসাদার ও জুয়াচোররা জাহাজ নির্মাণ ও ডিনামাইট উৎপাদন ইত্যাদির মাধ্যম।

বৃটেন হল ত্রয়ী আঁতাতের সদস্য যা ত্রয়ী মৈত্রী সংঘের বিরোধী (Triple Alliance)। ইতালি হল ত্রয়ী মৈত্রী সংঘের সদস্য। সুপরিচিত কারবারী সংস্থা ভিকার্সের (বৃটেন) কতকগুলো শাখা আছে ইতালিতে। এই সংস্থার অংশীদার ও পরিচালকেরা (ক্রয়যোগ্য সংবাদ পত্র ও ক্রয়যোগ্য অংশীদার পরিসংখ্যান, সমভাবে রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক) ইতালিকে বৃটেনের বিরুদ্ধে এবং বৃটেনকে ইতালির বিরুদ্ধে উস্কে দেয় এবং উভয় রাষ্ট্রের জনসাধারণের কাছ থেকে মুনাফা আহরণ করে নেয় অর্থাৎ উভয় রাষ্ট্রের জনগণই লুণ্ঠিত হন।

রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক ক্যাবিনেট মন্ত্রীগণ এবং পার্লামেন্টের সদস্য-বৃন্দের প্রায় সকলেই এইসব সংস্থার অংশীদার। তাঁরা একযোগে কাজ করেন বিখ্যাত উদারনৈতিক মন্ত্রী গ্লাডস্টোনের পুত্র হলেন আর্মস্ট্রং কোম্পানীর একজন পরিচালক; বিখ্যাত নৌবিশেষজ্ঞ এবং নৌবিভাগের একজন উচ্চ পদাধিকারী রিয়ার এ্যাডমিরাল বেকনকে ৭০০০ পাউণ্ড (৬০,০০০ হাজার রুবলের ওপর) বেতনে কভেন্ট্রির অস্ত্র নির্মাণ কারখানায় নিযুক্ত করা হয়েছে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর বেতন হল ৫,০০০ পাউণ্ড (প্রায় ৪৫০০০ রুবল)।

সমস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে একই ব্যাপার ঘটে। সরকার পুঁজিবাদী শ্রেণীর বিষয়বস্তু পরিচালনা করে এবং পরিচালকদের উচ্চ বেতন দেওয়া হয়। পরিচালকরা নিজেরাই আবার অংশীদার। ওরা "দেশপ্রেমের" বক্তৃতার আড়ালে একযোগে ভেড়ার লোম ছাঁটাই করে চলে।

১৯১৩ সালের ১৬ই (২৯) মে লিখিত,
*প্রাভদার* ১১৫তম সংখ্যায়
১৯১৩ সালের ২১শে মে তারিখে
প্রকাশিত।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ১৯,
পৃঃ ১০৬-৭

# ক্ষমতাবান বুর্জোয়া মহাজন এবং রাজনীতিবিদ

বৃটিশ শ্রমিক পত্রিকাগুলো অবিরাম উচ্চ রাজনীতি ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের যোগাযোগের কথা প্রকাশ করে চলেছে। সমস্ত দেশের শ্রমিকদের এইসব উদ্ঘাটনের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত কারণ এর দ্বারা পুঁজিবাদী সমাজের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের মূল ভিত্তিকেই প্রকাশ করা হয়েছে। কার্ল মার্কস বলেছিলেন সরকার হচ্ছে পুঁজিবাদী শ্রেণীর৬৬ বিষয় সম্পত্তি পরিচালনার জন্যে একটি সমিতি, সেই কথা আজ পুরোপুরি সত্য প্রমাণিত হল।

দ্য লেবার লীডার-এর ২৭তম সংখ্যায় ( ১২ই জুন ) একটি পূর্ণ পৃষ্ঠা বরাদ্দ হয়েছিল বৃটিশ মন্ত্রী ( ৭টা নাম ), প্রাক্তন মন্ত্রী ( ৩টে নাম ) বিশপ ও আর্চ ডিকন ( ১২টা নাম ), পীয়ার ( ৪৭টা নাম ), পার্লামেন্টের সদস্য ( ১৮টি নাম ), বড় সংবাদপত্রের মালিক, অর্থলগ্নীকারী ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের তালিকাভুক্ত করার জন্যে যারা সেইসব যৌথ সঙ্গ কারবারের অংশীদার অথবা পরিচালক যা প্রধানত: অস্ত্রশস্ত্রের কারবারে নিযুক্ত।

প্রবন্ধে লেখক ওয়াল্টন নিউবোল্ড এইসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্ক, ব্যবসায়িক, শিল্পগত ও আর্থিক সূত্র থেকে এবং দেশপ্রেমিক সংগঠনগুলোর বক্তব্য থেকে ( যেমন, নেভি লীগ )।

আমরা ঠিক এই ধরনের একটি ছবি পাই যা রুশ তথ্য থেকে আহরণ করেছিলেন রুবাকিন, যিনি দেখিয়েছিলেন কত সংখ্যক বড় বড় রুশ ভূম্যধিকারী মন্ত্রিপরিষদের৬৭ সদস্য ছিলেন; উচ্চ পদাধিকারীগণ—এখন আমরা যোগ করতে পারি রাষ্ট্রীয় ডুমার সদস্যবৃন্দ, যৌথসঙ্ঘ কারবারের অংশীদার ও পরিচালকবৃন্দের নাম। রুবাকিনের ঘটনাবলীকে সর্বশেষ তথ্যমূলক বই. বিশেষ করে শিল্প, ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক সংস্থায় অংশ

গ্রহণের তথ্যাবলীর সাহায্যে যুগোপযোগী করে উপস্থিত করার উপযুক্ত সময় হয়েছে।

আমাদের উদারনৈতিকদের (বিশেষ করে ক্যাডেটদের) শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব সম্পর্কে একটু বিরূপ মনোভাব আছে এবং বিশেষ করে তাঁদের এই মতকেই দৃঢ়তার সঙ্গে আঁকড়ে থাকেন যে আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের সরকার ইচ্ছে করলে শ্রেণীর বাইরে অথবা শ্রেণীর উর্ধ্বে অবস্থান করতে পারে। কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা কি করতে পারেন যদি তত্ত্ব, যা আপনাদের কাছে বিষবৎ, বাস্তবকে যথার্থভাবে প্রতিফলিত করে? যদি সমকালীন আইন ও রাজনীতির মূল বিষয়গুলো সমস্ত সমকালীন রাষ্ট্র সমূহের প্রশাসনিক কাঠামোর শ্রেণী চরিত্র আমাদের সামনে সুস্পষ্টরূপে উদ্‌ঘাটিত করে? এমন কি যদি বিখ্যাত রাজনীতিবিদ, পার্লামেন্টের সদস্য, ও উচ্চপদাধিকারী সম্পর্কিত তথ্য রাজনৈতিক নীতি ও অর্থনৈতিক নীতির মধ্যে বিদ্যমান অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক উদ্‌ঘাটিত করে?

রাজনীতিতে শ্রেণীসংগ্রামকে অস্বীকার অথবা গোপন করা হল জঘন্যতম ভণ্ডামী; নির্ভর করে আছে জনসাধারণের সবচাইতে অনুন্নত স্তরের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের ওপর, ছোট ছোট মালিক (কৃষক, কারিগর) যারা অত্যন্ত তীব্র ও প্রত্যক্ষ শ্রেণীসংগ্রাম থেকে সরে গেছে সবচাইতে দূরবর্তী স্থানে এবং প্রাচীন কালের মতই ঝুঁকে আছে তাদের পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ নিয়ে। কিন্তু কৃষকদের মধ্যে অজ্ঞতা ও পশ্চাদ্‌পদতাই হল মানুষকে বিপথে চালিত করার সূক্ষ্ম পদ্ধতি এবং এইভাবেই উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা ওদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখতে পারে।

১৯১৩ সালের ৬ই জুন (১৯) তারিখে লিখিত, *প্রাভদার* ১৪২তম সংখ্যায় ২০শে জুন, ১৯১৩ সালে প্রকাশিত।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ১৯, পৃঃ ২৪১-৪২

# অস্ট্রেলিয়ায়

হালে অস্ট্রেলিয়াতে একটি সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেছে। শ্রমিক পার্টি নিম্ন পরিষদে যার সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল অর্থাৎ ৭৫টি আসনের মধ্যে ৪৪টি আসন ছিল, পরাজিত হয়েছে। এখন এই পার্টির অধিকারে আছে ৭৫টি আসনের মধ্যে ৩৬টি আসন। অধিকাংশই চলে গেছে উদারনৈতিকদের পক্ষে কিন্তু এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অত্যন্ত অনির্ভরশীল কারণ উচ্চ পরিষদের ৩৬টি আসনের মধ্যে ৩০টি আসনই অধিকার করে আছে শ্রমিকপক্ষ।

এটা কি ধরনের পুঁজিবাদী রাষ্ট্র যেখানে শ্রমিক প্রতিনিধিদের প্রাধান্য থাকে উচ্চপরিষদে এবং সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত নিম্ন পরিষদেও তাই ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বিপদগ্রস্ত হয় নি ?

জার্মান শ্রমিক সংবাদপত্রের একজন ইংরেজ প্রতিনিধি সাম্প্রতিককালে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করেছিলেন যার সম্পর্কে বুর্জোয়া লেখকরা প্রায়ই বিকৃত করে লিখে থাকেন।

অস্ট্রেলীয় শ্রমিক পার্টি নিজেদের সমাজতন্ত্রী পার্টি বলেও পরিচয় দেন না। প্রকৃতপক্ষে এটা হল উদারনৈতিক বুর্জোয়া পার্টি অথচ অস্ট্রেলিয়ার তথা কথিত উদারনৈতিকরা প্রকৃতই রক্ষণশীল।

পার্টির নামের ক্ষেত্রে এই অদ্ভুত ও অসত্য শব্দ ব্যবহার সত্যই নজীরহীন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমেরিকাতে গতকালকার দাস মালিকদের বলা হয় ডেমোক্রাট এবং ফ্রান্সে সমাজতন্ত্রের শত্রু পাতি-বুর্জোয়াদের বলা হয় র‍্যাডিক্যাল সোশ্যালিস্ট! পার্টিসমূহের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য বুঝতে গেলে তাদের বিজ্ঞাপনকেই শুধু পরীক্ষা করলে চলবে না ওদের শ্রেণীচরিত্র এবং প্রতিটি রাষ্ট্রের পৃথক পৃথক ঐতিহাসিক পরিস্থিতিও বিশ্লেষণ করতে হবে।

অস্ট্রেলিয়া হল একটি নবীন বৃটিশ উপনিবেশ। অস্ট্রেলিয়ায় পুঁজিবাদের এখন যৌবন কাল মাত্র। রাষ্ট্রটি সবে মাত্র স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে রূপ নিচ্ছে। শ্রমিকদের অধিকাংশই বৃটেন প্রত্যাগত। ওরা সেই সময় দেশত্যাগ করেছিল যখন দেশে উদার শ্রমনীতিরই একচেটিয়া প্রভাব ছিল, তখন বৃটিশ শ্রমিকের ব্যাপক অংশই ছিল উদারনীতির অনুগামী। এখনও পর্যন্ত বৃটেনের দক্ষ কারখানা শ্রমিকদের অধিকাংশই হয় উদারনৈতিক অথবা আধা-উদারনৈতিক। এটা হল গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বৃটেন কর্তৃক অত্যন্ত সুবিধাজনক একচেটিয়া অবস্থান ভোগ করার ফল। কেবল মাত্র এখনই দেখা যাচ্ছে বৃটেনের শ্রমিকদের একটা ব্যাপক অংশ ( অত্যন্ত ধীরগতিতে ) সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকছে।

বৃটেনের তথাকথিত শ্রমিক পার্টি হল অ-সমাজতন্ত্রী ট্রেড ইউনিয়ন এবং চূড়ান্ত সুবিধাবাদী শ্রমিক পার্টির মধ্যে মিত্রতা, অস্ট্রেলিয়াতে শ্রমিক পার্টি হল অ-সমাজতন্ত্রী শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নগুলোর নির্ভেজাল প্রতিনিধি-স্বরূপ।

অস্ট্রেলীয় শ্রমিক পার্টির নেতৃবর্গ হলেন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকর্তা, সর্বত্রই অত্যন্ত নরমপন্থী এবং পুঁজির সেবক স্বরূপ উপাদান। অস্ট্রেলিয়াতে প্রায় শান্তিপূর্ণ ও খাঁটি উদারনৈতিক।

অস্ট্রেলিয়াতে শ্রমিক পার্টি যা করেছে অন্যান্য রাষ্ট্রে তা করেছে উদারনৈতিকরা, যেমন দেশের সর্বত্র একই রকম শুল্ক ব্যবস্থা বলবৎ করেছে, সর্বত্র একই ধাঁচের শিক্ষা নীতি, সর্বত্র একই প্রকার ভূমি রাজস্ব এবং একই প্রকার কারখানা আইন।

স্বাভাবিক ভাবেই অস্ট্রেলিয়া যখন শেষ পর্যন্ত বিকাশ লাভ করবে একটি সুসংহত স্বাধীন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে তখন শ্রমিকদের অবস্থারও পরিবর্তন ঘটবে যেহেতু উদারনৈতিক শ্রমিক পার্টিও সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টির জন্যে পথ ছেড়ে দেবে। অস্ট্রেলিয়া হল পরিস্থিতির একটি উদাহরণ যার অধীনে আইনের ব্যতিক্রম ঘটা সম্ভব। আইনটি হল এই : একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের একটি সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টি। ব্যতিক্রমটা হল এই : একটি উদারনৈতিক শ্রমিক পার্টি সাময়িক ভাবে যার জন্ম হয় সুনির্দিষ্ট কতকগুলো অবস্থায় তা সাধারণ ভাবে পুঁজিবাদের পক্ষে অস্বাভাবিক।

ইউরোপ ও রাশিয়ার সেইসব উদারনৈতিক যারা জনসাধারণকে শিক্ষা

দিতে চেষ্টা করেন যে শ্রেণীসংগ্রাম অপ্রয়োজনীয়, অস্ট্রেলিয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, তাঁরা নিজেদের এবং অন্যান্যদের প্রতারণা করেন। সেইসব রাষ্ট্রে অস্ট্রেলীয় পরিস্থিতিকে প্রতিষ্ঠা করা হাস্যকর (একটি অনুন্নত নবীন উপনিবেশ যার অধিবাসীরা হল উদারনৈতিক বৃটিশ শ্রমিক) যেখানে রাষ্ট্র বহু দিনের পুরানো এবং পুঁজিবাদও উন্নত।

৮ই জুন (২১), ১৯১৩ সালে লিখিত,
*প্রাভদার* ১৩৪তম সংখ্যায়
১৩ই জুন, ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ১৯,
পৃঃ ২১৬-১৭

# ব্রিটিশ সুবিধাবাদীদের স্বরূপ উদ্ঘাটন

ইংলণ্ডের লাইসেস্টারে সাম্প্রতিক কালে একটি সংসদীয় উপ-নির্বাচন হয়ে গেল।

নীতির দিক থেকে এই নির্বাচনের একটি অসীম গুরুত্ব আছে এবং প্রত্যেকটি সমাজতন্ত্রী যিনি সাধারণ ভাবে উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের প্রতি প্রোলেতারিয়েত দৃষ্টিভঙ্গার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের প্রতি আগ্রহী এবং বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন নিয়ে, তাঁর উচিত লাইসেস্টার নির্বাচন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা।

লাইসেস্টার হল একটি দুই-সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কেন্দ্র এবং প্রত্যেক নির্বাচকের দুটি করে ভোট আছে। বৃটেনে এই ধরনের নির্বাচন কেন্দ্র মাত্র কয়েকটি আছে কিন্তু ওরা বিশেষ আনুকূল্য দেখায় এক একটি গোষ্ঠীর প্রতি, সমাজতন্ত্রী ও উদারনৈতিকদের মধ্যে, ঠিক যেমন বৃটেনের প্রতিনিধিটি জোর দিয়েছেন Leipziger Volkszeitung সম্পর্কে। স্পষ্টতঃই এই ধরনের নির্বাচন কেন্দ্রে তথাকথিত স্বাধীন শ্রমিক পার্টির অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতৃবর্গ (সমাজতন্ত্র থেকে পৃথক কিছু উদারনৈতিকতার উপর নির্ভরশীল) সংসদে নির্বাচিত হতেন। আই. এল. পি. নেতৃবর্গ যেমন কির-হার্ডি, ফিলিপ স্নোডেন এবং র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড এইসব নির্বাচন কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

এইসব নির্বাচন কেন্দ্রে উদারনৈতিকরা যারা ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করছেন, তাঁরা নির্বাচকদের কাছে আহ্বান জানান একটি ভোট সমাজতন্ত্রী এবং অপর ভোটটি উদারনৈতিকদের পক্ষে দেবার জন্যে যদি অবশ্য সেই সমাজতন্ত্রী প্রার্থী "যুক্তিসম্মত", নরম ও "স্বাধীন" হন এবং অপরিবর্তনীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাট না হন যাকে বৃটিশ উদারনৈতিক ও অবলুপ্তিবাদীরা রুশদের

চাইতে কোনও অংশে কম করে জানে কেমন করে নৈরাজ্যবাদের সমর্থক বলে অভিসম্পাত দেওয়া যায়।

তাহলে প্রকৃতপক্ষে যা ঘটে তা হল উদারনৈতিক এবং আধুনিকদের মধ্যে এবং নরমপন্থী ও সুবিধাবাদী সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে একটা গোষ্ঠীর গঠন সম্পন্ন হয়। প্রকৃত পক্ষে বৃটেনের "স্বাধীন" মতাবলম্বীরা (যাদের জন্যে আমাদের অবলুপ্তিবাদীরা এত কোমল আবেগ প্রকাশ করেন) নির্ভরশীল থাকে উদারনৈতিকদের ওপর। বৃটিশ সংসদে স্বাধীন মতাবলম্বীদের আচরণ প্রতিনিয়ত এই নির্ভরশীলতাকেই প্রতিপন্ন করে।

ঘটনাটা এই রকম ঘটেছিল লাইসেস্টারের আই. এল. পি. সদস্য ও পার্টির নেতা ম্যাকডোনাল্ড ব্যক্তিগত কারণের জন্যে পদত্যাগ করেছিলেন।

কি দরকার ছিল করার?

অবশ্য উদারনৈতিকরা তাদের প্রার্থী দিয়েছিল। লাইসেস্টার হল একটা কারখানা শহর যেখানে প্রোলেতারিয়েত অধিবাসীই প্রধান।

স্থানীয় আই. এল. পি. সংগঠন একটি সভার ডাক দিয়েছিল যেখানে পক্ষে ৬৭ ভোট ও বিপক্ষে ৮ ভোটে একজন প্রার্থী দাঁড় করানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। বলার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ। শহর পরিচালনা সমিতির সদস্য এবং আই. এল. পি-রও নামজাদা সদস্য ব্যান্টনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়।

তারপর এই পার্টির পরিচালক সমিতি যে নির্বাচনী প্রচারের জন্যে অর্থ বরাদ্দ করে (বৃটেনের নির্বাচনগুলো অত্যন্ত বায়বহুল) সেই পার্টি ব্যান্টনকে প্রার্থীরূপে স্বীকার করতে অস্বীকার করল!

সুবিধাবাদী কর্মপরিচালক সমিতি স্থানীয় শ্রমিকদের বিরুদ্ধাচরণ করল।

অপর একটি বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টির লাইসেস্টার শাখা যা সুবিধাবাদী নয় এবং প্রকৃতই উদারনৈতিকদের থেকে পৃথক, তখন লাইসেস্টার আই. এল. পি-র কাছে ওদের প্রতিনিধি পাঠাল এবং ওদের আহ্বান জানাল এর প্রতিনিধি বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টির সদস্য শ্রমিক আন্দোলনে একটি জনপ্রিয় নাম এবং স্বাধীন শ্রমিক পার্টির প্রাক্তন সদস্য হার্টলিকে সমর্থন করতে যিনি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এদের সুবিধাবাদের জন্যে।

আই. এল. পি-র লাইসেস্টার শাখার সদস্যবৃন্দ একটা বেয়াড়া অবস্থায় পড়লেন: তাঁরা মনেপ্রাণে হার্টলির সমর্থক ছিলেন, কিন্তু...পার্টির

# ব্রিটিশ সুবিধাবাদীদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন

ইংলণ্ডের লাইসেস্টারে সাম্প্রতিক কালে একটি সংসদীয় উপ-নির্বাচন হয়ে গেল।

নীতির দিক থেকে এই নির্বাচনের একটি অসীম গুরুত্ব আছে এবং প্রত্যেকটি সমাজতন্ত্রী যিনি সাধারণ ভাবে উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের প্রতি প্রোলেতারিয়েত দৃষ্টিভঙ্গীর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের প্রতি আগ্রহী এবং বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন নিয়ে, তাঁর উচিত লাইসেস্টার নির্বাচন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা।

লাইসেস্টার হল একটি দুই-সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কেন্দ্র এবং প্রত্যেক নির্বাচকের দুটি করে ভোট আছে। বৃটেনে এই ধরনের নির্বাচন কেন্দ্র মাত্র কয়েকটি আছে কিন্তু ওরা বিশেষ আনুকূল্য দেখায় এক একটি গোষ্ঠীর প্রতি, সমাজতন্ত্রী ও উদারনৈতিকদের মধ্যে, ঠিক যেমন বৃটেনের প্রতিনিধিটি জোর দিয়েছেন Leipziger Volkszeitung সম্পর্কে। স্পষ্টতঃই এই ধরনের নির্বাচন কেন্দ্রে তথাকথিত স্বাধীন শ্রমিক পার্টির অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতৃবর্গ (সমাজতন্ত্র থেকে পৃথক কিছু উদারনৈতিকতার উপর নির্ভরশীল) সংসদে নির্বাচিত হতেন। আই. এল. পি. নেতৃবর্গ যেমন কিরহার্ডি, ফিলিপ স্নোডেন এবং র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড এইসব নির্বাচন কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

এইসব নির্বাচন কেন্দ্রে উদারনৈতিকরা যারা ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করছেন, তাঁরা নির্বাচকদের কাছে আহ্বান জানান একটি ভোট সমাজতন্ত্রী এবং অপর ভোটটি উদারনৈতিকদের পক্ষে দেবার জন্যে যদি অবশ্য সেই সমাজতন্ত্রী প্রার্থী "যুক্তিসম্মত", নরম ও "স্বাধীন" হন এবং অপরিবর্তনীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাট না হন যাকে বৃটিশ উদারনৈতিক ও অবলুপ্তিবাদীরা রুশদের

চাইতে কোনও অংশে কম করে জানে কেমন করে নৈরাজ্যবাদের সমর্থক বলে অভিসম্পাত দেওয়া যায়।

তাহলে প্রকৃতপক্ষে যা ঘটে তা হল উদারনৈতিক এবং আধুনিকদের মধ্যে এবং নরমপন্থী ও সুবিধাবাদী সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে একটা গোষ্ঠীর গঠন সম্পন্ন হয়। প্রকৃত পক্ষে বৃটেনের "স্বাধীন" মতাবলম্বীরা (যাদের জন্যে আমাদের অবলুপ্তিবাদীরা এত কোমল আবেগ প্রকাশ করেন) নির্ভরশীল থাকে উদারনৈতিকদের ওপর। বৃটিশ সংসদে স্বাধীন মতাবলম্বীদের আচরণ প্রতিনিয়ত এই নির্ভরশীলতাকেই প্রতিপন্ন করে।

ঘটনাটা এই রকম ঘটেছিল লাইসেস্টারের আই. এল. পি. সদস্য ও পার্টির নেতা ম্যাকডোনাল্ড ব্যক্তিগত কারণের জন্যে পদত্যাগ করেছিলেন।

কি দরকার ছিল করার?

অবশ্য উদারনৈতিকরা তাদের প্রার্থী দিয়েছিল। লাইসেস্টার হল একটা কারখানা শহর যেখানে প্রোলেতারিয়েত অধিবাসীই প্রধান।

স্থানীয় আই. এল. পি. সংগঠন একটি সভার ডাক দিয়েছিল যেখানে পক্ষে ৬৭ ভোট ও বিপক্ষে ৮ ভোটে একজন প্রার্থী দাঁড় করানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। বলার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ। শহর পরিচালনা সমিতির সদস্য এবং আই. এল. পি-রও নামজাদা সদস্য ব্যান্টনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়।

তারপর এই পার্টির পরিচালক সমিতি যে নির্বাচনী প্রচারের জন্যে অর্থ বরাদ্দ করে (বৃটেনের নির্বাচনগুলো অত্যন্ত ব্যয়বহুল) সেই পার্টি ব্যান্টনকে প্রার্থীরূপে স্বীকার করতে অস্বীকার করল!

সুবিধাবাদী কর্মপরিচালক সমিতি স্থানীয় শ্রমিকদের বিরুদ্ধাচরণ করল।

অপর একটি বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টির লাইসেস্টার শাখা যা সুবিধাবাদী নয় এবং প্রকৃতই উদারনৈতিকদের থেকে পৃথক, তখন লাইসেস্টার আই. এল. পি-র কাছে ওদের প্রতিনিধি পাঠাল এবং ওদের আহ্বান জানাল এর প্রতিনিধি বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টির সদস্য শ্রমিক আন্দোলনে একটি জনপ্রিয় নাম এবং স্বাধীন শ্রমিক পার্টির প্রাক্তন সদস্য হার্টলিকে সমর্থন করতে যিনি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এদের সুবিধাবাদের জন্যে।

আই. এল. পি-র লাইসেস্টার শাখার সদস্যবৃন্দ একটা বেয়াড়া অবস্থায় পড়লেন: তাঁরা মনেপ্রাণে হার্টলির সমর্থক ছিলেন, কিন্তু...পার্টির

নিয়মানুবর্তিতার কি হবে অর্থাৎ ওদের পরিচালক সমিতির সিদ্ধান্তের? লাইসেস্টারের অধিবাসীরা একটা পথ বার করল: ওরা সভা বন্ধ করে দিল এবং প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে হার্টলির পক্ষ গ্রহণের কথা ঘোষণা করল।

পরের দিন শ্রমিকদের একটি বিশাল সভায় হার্টলির প্রার্থীদের অনুমোদন করা হয়। ব্যান্টন নিজে একটি তারবার্তা পাঠিয়ে বললেন যে তিনি হার্টলির পক্ষে ভোট দেবেন। লাইসেস্টারের ট্রেড ইউনিয়নগুলো হার্টলির পক্ষে সমর্থন জানাল।

আই, এল, পি-র সংসদীয় গোষ্ঠী হস্তক্ষেপ করল এবং উদারনৈতিক সংবাদ পত্রে একটি প্রতিবাদ প্রকাশ করল (যা আমাদের *রেচ্ সোভরেমেনকার*[৬৮] মত সুবিধাবাদীদের সহায়ক) হার্টলির প্রার্থীদের বিরুদ্ধে এবং ম্যাক-ডোনাল্ডের ক্ষতিসাধনের বিরুদ্ধে!

নির্বাচনে অবশ্য উদারনৈতিকদের জয় হয়েছিল। ওরা পেয়েছিল ১০,৮৬৩ ভোট এবং রক্ষণশীলরা পেয়েছিল ৯,২৭৯ এবং হার্টলি পেয়েছিলেন ২,৫৮০ ভোট।

ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের শ্রেণী সচেতন শ্রমিকরা প্রায়ই বৃটিশ আই. এল. পি-র প্রতি একটা সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করেন। কিন্তু এটা হল একটা মস্ত ভুল। আই. এল. পি কর্তৃক লাইসেস্টারে শ্রমিক স্বার্থের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা মোটেই আকস্মিক নয়, এটা হল স্বাধীন শ্রমিক পার্টি'র সমগ্র সুবিধাবাদী নীতির ফল। প্রকৃত ডেমোক্রাটদের সহানুভূতি থাকবে সেই সব বৃটিশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের প্রতি যারা দৃঢ়তার সঙ্গে বৃটেনের স্বাধীন শ্রমিক পার্টির দ্বারা শ্রমিকদের বিপথে চালাবার উদারনৈতিকদের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন।

*র‍্যাবোচায়া প্রাভদা*, ৩নং সংখ্যা, ১৬ই জুলাই, ১৯১৩ সাল।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ১৯, পৃঃ ২৭২-৭৪

## ডাবলিনে শ্রেণী সংগ্রাম

আয়ারল্যাণ্ডের রাজধানী ডাবলিনে—একটি শহর যা অতিমাত্রায় শিল্প নগরী ধাঁচের নয়, জন সংখ্যা ৫ লক্ষ, শ্রেণীসংগ্রাম যা পুঁজিবাদী সমাজের সর্বত্র সমগ্র জীবনের ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত তা শ্রেণী-সংগ্রামের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। পুলিশ সুনিশ্চিতভাবেই ক্ষেপে গেছে, নেশাগ্রস্ত পুলিশ কর্মীরা শান্তিপ্রিয় শ্রমিকদের ওপর আক্রমণ চালায় জোর করে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের ওপর উৎপীড়ন চালায়। শত শত শ্রমিক (৪০০ শতেরও বেশী) আহত এবং দু'জন নিহত হয়েছে—এই লড়াই-এর এই হল ফলাফল। সমস্ত প্রধান প্রধান শ্রমিক নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ বিবৃতি দেবার জন্যে জনগণকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। শহরটি যেন একটি সশস্ত্র শিবির।

কি ঘটেছে? কেমন করে একটা শান্তিপূর্ণ, সংস্কৃতিবান সুসভ্য স্বাধীন রাষ্ট্রে এই যুদ্ধ সংঘটিত হল?

আয়ারল্যাণ্ডের অবস্থা কিছুটা বৃটিশ আশ্রিত পোল্যাণ্ডের মতই। বরং বলা চলে ওয়াংস, লজ ও ডম্‌ব্রওস্কি যে পোল্যাণ্ডের প্রতিনিধিত্ব করেন তার চাইতে অনেক বেশী মিল দেখা যায় গ্যালিসিয়ার সঙ্গে। জাতীয় নির্যাতন ও ক্যাথলিক প্রতিক্রিয়া এই অসুখী রাষ্ট্রের প্রোলেতারিয়েতের ভিক্ষাজীবীতে পরিণত করেছে, কৃষকদের পরিণত করেছে পুরোহিত কুলের কর্মক্লান্ত, অজ্ঞ ও বুদ্ধিহীন দাসে আর বুর্জোয়াদের পরিণত করেছে একটা সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীতে যারা শ্রমিকদের সামনে মুখোশ পরে আছে পুঁজিপতি ও স্বৈরতন্ত্রী-দের জাতীয়তাবাদী বুলি নিয়ে, সব শেষে প্রশাসন পরিণত হয়েছে একটি দুষ্টচক্রে যারা সর্বপ্রকার বলপ্রয়োগে অভ্যস্ত।

এই মুহূর্তে আইরিশ জাতীয়তাবাদীরাই (অর্থাৎ আইরিশ বুর্জোয়ারা) জয়ী হল। ওরা ইংরেজ জমিদারদের কাছ থেকে জমি ক্রয় করে নিচ্ছে, ওরা পাচ্ছে জাতীয় স্বায়ত্তশাসন (সেই বিখ্যাত হোম রুল যার জন্য দীর্ঘকাল ধরে

অবিচল সংগ্রাম চলছে আয়ারল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের মধ্যে)। ওরা অবাধে "ওদের নিজেদের" দেশ শাসন করবে যুক্তভাবে "ওদের নিজস্ব" আইরিশ পুরোহিত-দের সঙ্গে।

হ্যাঁ, আইরিশ জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়ারা, "রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে" ওদের পরিণত বুদ্ধির জন্যে একটি "জাতীয়" বিজয় উৎসব পালন করছে আইরিশ শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে আমৃত্যু যুদ্ধ ঘোষণা করে।

একজন ইংরেজ লর্ড লেফটেনান্ট, ডাবলিনে বসবাস করেন কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে একজন ডাবলিন পুঁজিবাদী নেতার চাইতে কম ক্ষমতার অধিকারী. পুঁজিবাদী নেতাটি হলেন জনৈক মার্ফি. ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট পত্রিকার প্রকাশক ("স্বাধীন"—আমার চোখ!) ডাবলিন ট্রাম কোম্পানীর প্রধান অংশীদার এবং পরিচালক এবং ডাবলিনের বহু পুঁজিবাদী সংস্থার অংশীদার। মার্ফি অবশ্য সমস্ত আইরিশ পুঁজিপতিদের পক্ষ থেকে ঘোষণা করেছেন যে আইরিশ ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে ধ্বংস করার জন্যে তিনি দশ লক্ষ পাউণ্ডের স্টার্লিং ব্যয় করতে প্রস্তুত আছেন (প্রায় ৭ লক্ষ রুবল)।

এই সব ট্রেড ইউনিয়ন চমৎকার ভাবে গড়ে বেড়ে উঠতে লাগল। আইরিশ প্রোলেতারিয়েতরা শ্রেণী সচেতন হয়ে জেগে উঠে আইরিশ বুর্জোয়া শয়তানদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে যারা মত্ত হয়ে আছে 'জাতীয়' বিজয় উদ্-যাপন নিয়ে। আইরিশ পরিবহণ শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড লারকিনের মধ্যে ওরা একজন প্রতিভাশালী নেতাকে খুঁজে পেল। লারকিন একজন নামকরা বক্তা, আইরিশ তেজস্বিতায় ভরপুর যিনি অদক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে বিস্ময়কর কাজ করেছেন—বৃটিশ প্রোলেতারিয়েতের একটি ব্যাপক অংশ যা বৃটেনের খুব ঘন ঘন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে অগ্রণী শ্রমিকদের কাছ থেকে অভিশপ্ত পাতি-বুর্জোয়া, উদারনৈতিক এবং অভিজাত শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন বৃটিশ দক্ষ শ্রমিকদের দ্বারা।

আইরিশ শ্রমিক সংগঠনগুলোর মধ্যে একটি নতুন শক্তির উন্মেষ ঘটেছে। অদক্ষ শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে তুলনাহীন ভাবে প্রাণের আবেগ সঞ্চার করেছে। এমনকি মহিলারাও সংগঠনের কাজে নেমে পড়েছেন—এটা এমন একটা বিষয় যা এতদিন পর্যন্ত ক্যাথলিক আয়ারল্যাণ্ডে অজানা ছিল। শ্রমিক সংগঠনের দিক থেকে ডাবলিনকে দেখে মনে হয় যেন সমগ্র গ্রেট-বৃটেনের মধ্যে সর্বাধিক অগ্রসর নগরী।

সাধারণভাবে যে দেশের পরিচয় ছিল স্বচ্ছল অবস্থার মোটাসোটা পুরোহিত দীন হীন অনাহার জর্জরিত চীরবাস পরিহিত শ্রমিক যে রবিবারেও ছেঁড়া ন্যাকড়া পরিধান করে কারণ রবিবারের উপযোগী পোশাকের জন্যে ব্যয় করা ওর সাধ্যাতীত, সেই দেশ, যাকে দুটো অথবা তিনটে জাতীয় বোঝা বয়ে বেড়াতে হয়, সংগঠিত প্রোলেতারিয়েত বাহিনী নিয়ে গড়ে উঠছে নতুন রূপে।

তাই মার্ফি, লারকিন ও "লারকিন মতবাদের" বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের জেহাদ ঘোষণা করলেন। শুরু হল এইভাবে, ২০০ জন ট্রাম কর্মীকে বরখাস্ত করা হল, প্রদর্শনী চলাকালে ধর্মঘটে উস্কানী দেবার জন্যে এবং সমগ্র সংগ্রামকে তিক্ত করে তুলবার জন্যে। পরিবহণ শ্রমিক ইউনিয়ন একটি ধর্মঘটের ডাক দিল এবং দাবী জানাল বরখাস্ত কর্মীদের পুনর্নিয়োগের। মার্ফি লক-আউটের কৌশল অবলম্বন করলেন। শ্রমিকরা প্রতিবাদ জানাল যন্ত্র থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে। ঐ পথেই সবকিছু ধ্বংস হতে লাগল এবং উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তে থাকল।

ঘটনাক্রমে লারকিন ছিলেন বিখ্যাত লারকিনের পৌত্র যাকে আইরিশ স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার অপরাধে ১৮৬৭ সালে চরম দণ্ড দেওয়া হয়। এই লারকিন সভা-সমিতিতে অগ্নিময়ী ভাষণ দিয়েছিলেন। এই সব বক্তৃতায় তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে আইরিশ হোমরুলের শত্রু ইংরেজ বুর্জোয়াদের পার্টি খোলাখুলি ভাবে সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্যে ডাক দিচ্ছে, বিপ্লবের ভয় দেখাচ্ছে, হোমরুলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলছে এবং ফলাফল বিচার না করে সারা দেশময় বিপ্লবী আবেদন ছড়িয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীলরা, ইংরেজ গোঁড়া শোভিনিস্ট কারসন, লণ্ডনডেরি এবং বোনার ল ইত্যাদিরা (ইংরেজ পুরিসকোভিচরা যারা জাতীয়তাবাদীরূপে আয়ারল্যাণ্ডের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে) যা করতে পারে, প্রোলেতারীয় সমাজতন্ত্রীরা তা করতে পারে না। লারকিনকে গ্রেপ্তার করা হল। শ্রমিকদের দ্বারা আহূত একটি সভা নিষিদ্ধ করা হল।

আয়ারল্যাণ্ড অবশ্য রাশিয়া নয়। সংসদের অধিকার খর্ব করার প্রচেষ্টা একটা ঘৃণার ঝড় জাগিয়ে তুলল। লারকিনকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হল। সেই বিচারে লারকিন হলেন অভিযোগকারী এবং ফলে মার্ফিকে কাঠ গড়ায়

দাঁড়াতে হল। সাক্ষীদের জেরার সময় লারকিন প্রমাণ করলেন যে তাঁর গ্রেপ্তারের পূর্ব মুহূর্তে মার্ফি লর্ড লেফটেনান্টের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করে-ছিলেন। লারকিন ঘোষণা করলেন যে পুলিশ মার্ফির কাছ থেকে ঘুস খেয়েছে এবং আর কেউই সাহস করে কিছু বলতে পারল না।

লারকিনকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হল (রাজনৈতিক স্বাধীনতা কলমের এক খোঁচায় বিলোপ করা যায় না) লারকিন ঘোষণা করলেন যে ফলাফল যাই ঘটুক না কেন, তিনি একটি সভায় উপস্থিত হবেন। বাস্তবিকই তিনি ছদ্মবেশে সভায় এসে জনতার সামনে বক্তৃতা করতে শুরু করলেন। পুলিশ তাঁকে চিনতে পেরে ধরে ফেলল এবং প্রহার করল। দুদিন ধরে সমানে পুলিশের স্বৈরাচারী বেটন চলতে লাগল, জনতার ওপর লাঠি চার্জ চলল, নারী ও শিশুদের প্রতি চলল নিষ্ঠুর ব্যবহার। পুলিশ জোর করে শ্রমিকদের ঘরে ঘরে হানা দিল। পরিবহণ কর্মী ইউনিয়নের সদস্য নোলান নামে একজন শ্রমিকের প্রহারের ফলে মৃত্যু ঘটে। অপর একজনের মৃত্যু ঘটে আঘাতের ফলে।

৪ঠা সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার ( ২২শে আগস্ট, ও. এস. ) নোলানের মৃত-দেহের সৎকার করা হয়। ডাবলিনের ৫০,০০০ প্রলেতারিয়েত মৃত কমরেডের শব যাত্রায় অংশ গ্রহণ করে। নিষ্ঠুর পুলিশ বাহিনী তখন মাথা নীচু করে আছে, বিশাল জনতাকে বিরক্ত করার কোন সাহস দেখায় নি এবং আদর্শ শৃঙ্খলা বজায় ছিল। "যখন ওরা পার্নেলকে কবর দিয়েছিল তার চাইতে এটা ছিল অনেক বেশী গম্ভীর বিক্ষোভ" ( পার্নেল ছিলেন বিখ্যাত জাতীয়তা-বাদী অ ইরিশ নেতা )। একজন আয়ারল্যাণ্ডবাসী এই কথাকটি বলেছিলেন একজন জার্মান সংবাদপত্র প্রতিনিধির কাছে।

ডাবলিনের ঘটনা, আয়ারল্যাণ্ডের সমাজতান্ত্রিক ও শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকচিহ্নস্বরূপ। মার্ফি, আইরিশ ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে ধ্বংস করার হুমকি দেখিয়েছেন। তিনি অবশ্য সফল হয়েছেন আইরিশ প্রোলেতারিয়েত শ্রেণীর মধ্যে থেকে আইরিশ জাতীয়তা-বাদী বুর্জোয়া প্রভাবের শেষ চিহ্নকে মুছে ফেলতে। তিনি আয়ারল্যাণ্ডে স্বাধীন বিপ্লবী শ্রমজীবী আন্দোলনকে ইস্পাত কঠিন রূপে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন যা জাতীয়তাবাদী কুসংস্কার থেকে মুক্ত।

এটা তৎক্ষণাৎ দেখা গেল ম্যানচেস্টারে অনুষ্ঠিত ১লা সেপ্টেম্বর ( ১৯শে আগস্ট, ও. এস. ) তারিখের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে।

ডাবলিনের ঘটনাবলী প্রতিনিধিদের উত্তপ্ত করে তুলল—যদিও সুবিধাবাদী ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবর্গ ওদের পাতি-বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গী এবং মালিক পক্ষের প্রতি প্রশংসামূলক আচরণ সহ এর বিরোধিতা করেছিলেন। ডাবলিনের শ্রমিক একটি প্রতিনিধিদলকে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল। ইঞ্জিনীয়ার ইউনিয়নের ডাবলিন শাখার চেয়ারম্যান, প্যাট্রিজ, পুলিশের জঘন্য নীতি বিরোধী কার্যাবলীর উল্লেখ করেছিলেন। একটি তরুণী সবে শয্যা গ্রহণ করতে যাচ্ছে আর ঠিক ঐ সময় পুলিশ তার ঘরে হানা দিল। তরুণীটি একটি নিভৃত কক্ষে আত্মগোপন করল কিন্তু পুলিশ তার চুল ধরে টেনে বার করল। পুলিশ ছিল নেশাগ্রস্ত। এই সব ব্যক্তি (যদি কেউ এইভাবে ওদের উল্লেখ করেন) ১০ বছরের বালক এবং এমন কি পাঁচ বছরের শিশুদেরও প্রহার করতে দ্বিধা করেন না।

বক্তৃতা করার জন্য প্যাট্রিজকে দুবার গ্রেপ্তার করা হয় যে বক্তৃতাকে বিচারক নিজেই বলেছিলেন শান্তিপূর্ণ। প্যাট্রিজ বলেছিলেন, "আমি সুনিশ্চিত যে আমি যদি এখন জন সমক্ষে খ্রীস্টের বাণীও আবৃত্তি করি তাহলেও আমাকে গ্রেপ্তার করা হবে।"

ম্যানচেস্টার কংগ্রেস ডাবলিনে একটি প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিল। বুর্জোয়ারা সেখানে পুনরায় জাতীয়তাবাদের অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল (পোল্যাণ্ডের জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের মত অথবা উক্রাইনের অথবা ইহুদিদের মত!) এবং ঘোষণা করেছিল যে "আইরিশ ভূমিতে ইংরেজদের কোন ভূমিকা থাকবে না!" কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ জাতীয়তাবাদীরা আগেই শ্রমিকদের উপর* ওদের প্রভাব হারিয়েছে।

ম্যানচেস্টার কংগ্রেসে যে ধরনের বক্তৃতা করা হয়েছিল সেই ধরনের বক্তৃতা বহুদিন শোনা যায় নি। সমগ্র কংগ্রেসকে ডাবলিনে স্থানান্তর করার জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় এবং তাতে বলা হয় সমগ্র বৃটেনে একটি সাধারণ ধর্মঘট করতে। খনি শ্রমিকদের ইউনিয়নের চেয়ারম্যান স্মাইলি বলেছিলেন যে ডাবলিন পদ্ধতি বৃটিশ শ্রমিকদের বাধ্য করবে বিপ্লব করার জন্য এবং এর থেকে ওরা অস্ত্রের ব্যবহার শিখবে।

* আইরিশ জাতীয়তাবাদীরা পূর্ব থেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন যে লারকিন একটি স্বাধীন আইরিশ শ্রমিক পার্টি গঠন করবেন যার মুখোমুখি হবে প্রথম আইরিশ জাতীয় সংসদে।

বৃটিশ শ্রমিকদের ব্যাপক অংশ ধীরে হলেও সুনিশ্চিত ভাবে একটি নতুন পথ অনুসরণ করছে—ওরা শ্রমিক অভিজাততন্ত্রের ছিটে ফোঁটা সুবিধার পক্ষ ত্যাগ করছে, নতুন সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা কল্পে নিজস্ব বীরত্বপূর্ণ মহান সংগ্রামের জন্য। যদি একবার বৃটিশ প্রোলেতারিয়েত শ্রেণী ওদের শক্তি ও সংগঠন নিয়ে এই পথে পা দেয় তাহলে অন্যান্য যে কোন দেশের তুলনায় সুনিশ্চিতভাবে এবং আরও তাড়াতাড়ি সমাজতন্ত্র কায়েম করতে পারবে।

*সেভেরনায়া প্রাভদা*, ২৩নং সংখ্যা
২৯শে আগস্ট, ১৯১৬ সাল।
নাশ পুট, নং ৫, ৩০শে আগস্ট, ১৯১৩

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ১৯
পৃঃ ৩৩২-৩৬

# ডাবলিনে গণহত্যার এক সপ্তাহ পরে

৭ই সেপ্টেম্বর রবিবার, ( ২৫শে আগস্ট, ও. এস ) পুলিশ কর্তৃক গণহত্যা সংঘটনের ঠিক এক সপ্তাহ পরে, ডাবলিনের শ্রমিকরা একটি বিশাল সভার আয়োজন করেছিল আইরিশ পুঁজিপতি ও আইরিশ পুলিশের আচরণের প্রতিবাদ জানানোর জন্য।

সভা সেই একই পথের ( ও' কনেল স্ট্রীট ) উপর অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেই একই জায়গায় যেখানে পুলিশ কর্তৃক সভা নিষিদ্ধ হয়েছিল এবং যে সভা অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল গত রবিবার। এটা একটা ঐতিহাসিক স্থান, যেখানে সভার আয়োজন করা খুব সহজ এবং যেখানে সভা-সমিতি খুব ঘন ঘন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে ডাবলিনে।

পুলিশ নিজেকে দৃষ্টির বাইরে রেখেছিল। শ্রমিকের ভীড়ে রাস্তা ভরে গিয়েছিল। জনতার ভীড়ও ছিল কিন্তু সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া বিরাজ করছিল। আইরিশ বক্তা চীৎকার করে বলে উঠলেন "গত রবিবার পুলিশের লাঠিচার্জের কর্তৃত্ব ছিল, ছিল না শুধু যুক্তি, আর আজ যুক্তিরই কর্তৃত্ব আছে নেই শুধু পুলিশের লাঠি।"

বৃটেনের একটি শাসনতন্ত্র আছে—প্রশাসকবৃন্দ নেশাগ্রস্ত পুলিশ বাহিনীকে দ্বিতীয়বার কাজে লাগাতে সাহস করেন নি। তিনটি বক্তৃতা-মঞ্চ তৈরী হয়েছিল এবং বৃটিশ প্রোলেতারিয়েতের প্রতিনিধি সহ ছ'জন বক্তা জনগণের বিরুদ্ধে যে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তার নিন্দা করেছেন এবং শ্রমিকদের আহ্বান জানিয়েছেন সাধারণ সংগ্রাম শুরু করার জন্য আন্তর্জাতিক সংহতি প্রদর্শন করতে।

সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল এবং তাতে দাবী করা হয়েছিল জমায়েত ও সংগঠন গড়ার স্বাধীনতার এবং আশু তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করার যা অনুষ্ঠিত হবে নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানে এবং আলোচনার

বিষয়বস্তু সর্বসমক্ষে প্রচারিত হবে এই নিশ্চয়তা থাকবে, বিশেষ করে গত রবিবারে পুলিশের আচরণ সম্পর্কে।

লণ্ডনে ট্রাফালগার স্কোয়ারে একটি চমৎকার সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিকদের ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী এবং শ্রমিকরা ওদের স্ব স্ব পতাকা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে স্লোগান ও কার্টুন সহ বহু পোস্টার চোখে পড়ছিল। একটা পোস্টার বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিল যেখানে দেখান হয়েছিল একজন পুলিশের হাতে লাল পতাকা উড়ছে এবং তাতে লেখা আছে "চুপ করো!"

বেন টিলেট একটি অপূর্ব ভাষণ দিয়েছিলেন, যিনি দেখিয়েছিলেন যে বৃটেনের উদারনৈতিক সরকার প্রতিক্রিয়াশীলদের চাইতে কোন অংশে শ্রেষ্ঠতর নয়। ডাবলিনের ইঞ্জিনীয়ারদের ইউনিয়নের সম্পাদক প্যাট্রিজ, ডাবলিনে নির্লজ্জ পুলিশী অত্যাচারের কাহিনী বিশদভাবে বর্ণনা করেছিলেন।

এটাও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে লণ্ডন ও ডাবলিন সভার প্রধান স্লোগান ছিল সংগঠন গড়ার স্বাধীনতার দাবী। এটা সহজেই বোঝা যায়। বৃটেনের রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটি ভিত্তি আছে, একটা নিয়মতান্ত্রিক প্রশাসনও আছে। সংগঠন গড়ার স্বাধীনতা যা শ্রমিকদের দাবী তা হল সংস্কারসমূহের অন্যতম যা অত্যন্ত আবশ্যিক এবং যা বর্তমান নিয়মতান্ত্রিক প্রশাসনের অধীনে অর্জনযোগ্য (ঠিক যেমন রাশিয়াতে শ্রমিক বীমার আংশিক সংস্কার অর্জন যোগ্য)।

বৃটিশ ও রুশ শ্রমিকদের কাছে সংগঠন গড়ার স্বাধীনতা সমভাবেই অপরিহার্য। বৃটিশ শ্রমিকরা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ভাবেই তাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক এই রাজনৈতিক সংস্কারের স্লোগানকে উত্থাপন করেছে, একে অর্জন করতে হলে যে পথ অনুসরণ করতে হবে সেই সম্পর্কে এবং বৃটিশ শাসনতন্ত্রের অধীনে ক্রয় পূর্ণ সম্ভাব্যতা বিষয়ে পরিপূর্ণরূপে অবহিত থেকে (ঠিক যেমন রুশ শ্রমিকরা বীমা আইনের সংশোধনের জন্যে আংশিক দাবী উত্থাপন করে সঠিক কাজই করবে)।

রাশিয়াতে অবশ্য রাজনৈতিক স্বাধীনতার সাধারণ ভিত্তি স্পষ্টতঃই অনুপস্থিত যা ব্যতিরেক সংগঠন গড়ার স্বাধীনতার দাবী হয়ে ওঠে নিছক একটি এক হাস্যকর ব্যাপার এবং নিতান্তই একটি চালু উদারনৈতিক বক্তব্য

যার দ্বারা মানুষকে ঠকানো যায় এই আভাস দিয়ে যে আমাদের দেশে সংস্কারের উপায় আছে। রাশিয়াতে সংগঠনের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম—যে স্বাধীনতা শ্রমিক ও সমগ্র জনসাধারণের অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন—অনুৎপাদক ও উদারনৈতিকদের মিথ্যা সংস্কারবাদের সঙ্গে শ্রমিকদের যুক্তিপূর্ণ গণতন্ত্রের পাশাপাশি তুলনা ব্যতিরেকে পরিচালনা করা যাবে না কেননা শ্রমিকদের কোন অবাস্তব সংস্কারবাহী কল্পনা নেই।

*সেভেরনায়া প্রাভদা*, ২৭ নং সংখ্যা,
৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯১৩ সাল।
নাশ পুট নং ৮; ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯১৩

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ১৯,
পৃঃ ৩৪৮-৪৯

# হ্যারি কোয়েল্‌চ

১৭ই সেপ্টেম্বর, বুধবার ( ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ও. এস. ), বৃটিশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক দলের নেতা কমরেড হ্যারি কোয়েল্‌চ লণ্ডনে মারা যান। বৃটিশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সংগঠন গড়ে ওঠে ১৮৮৪ সালে এবং তাকে বলা হত সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন। ১৯০৯ সালে সেই নাম পরিবর্তন করে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি করা হয় এবং ১৯১১ সালে বেশ কয়েকটা স্বতন্ত্র সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী এর সঙ্গে মিশে যাওয়ার পর এই সংগঠন বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টি নাম গ্রহণ করে।

বৃটিশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনে হ্যারি কোয়েল্‌চ ছিলেন অত্যন্ত উদ্যমশীল ও একনিষ্ঠ কর্মীদের অন্যতম। তিনি কেবলমাত্র সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির কর্মী হিসেবেই যে সক্রিয় ছিলেন তা নয়, তিনি একজন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীও ছিলেন। লণ্ডনের মুদ্রণ শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের সংস্থা বার বার তাঁকে ঐ সংস্থার চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত করে এবং তিনি বহুবার লণ্ডনের ব্যবসায়িক সংগঠনের চেয়ারম্যানের পদ অলংকৃত করেছেন।

কোয়েল্‌চ ছিলেন সোশ্যাল ডেমোক্রাটিকদের পত্রিকা 'জাস্টিসের' সম্পাদক এবং সেই সঙ্গে পার্টি'র মাসিক পত্রিকা সোশ্যাল-ডেমোক্রাটেরও সম্পাদক।

তিনি বৃটিশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনের সর্বক্ষেত্রে একটা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং নিয়মিতভাবে পার্টি ও জনসভায় বক্তৃতা করতেন। বহুক্ষেত্রে তিনি আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে ও আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক ব্যুরোতে বৃটিশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ঘটনাক্রমে যখন তিনি স্টুটগার্টে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী কংগ্রেসে

যোগদান করেন তখন উরটেমবার্গ সরকার তার ওপর নির্যাতন চালায়, যার ফলে তাঁকে স্টুটগার্ট থেকে বহিষ্কার করা হয় (একজন বিদেশী বলে, বিনা বিচারে এবং পুলিশের আদেশে) কারণ তিনি একটি জনসভায় হেগ অধিবেশনকে৬১ "তস্করদের সান্ধ্যভোজ" বলে উল্লেখ করেছিলেন। কোয়েল্‌চের বহিষ্কারের পরের দিন যখন কংগ্রেস পুনরায় অধিবেশনের কাজ শুরু করল তখন কোয়েল্‌চ যে চেয়ারে বসেছিলেন সেই চেয়ারকে শূন্য রেখেই বৃটিশ প্রতিনিধিরা চলে গেলেন এবং চেয়ারের ওপর বিজ্ঞপ্তি ঝুলিয়ে রেখে গেলেন যাতে লেখা ছিল: "এখানে হ্যারি কোয়েল্‌চ বসতেন, এখন উরটেমবার্গ সরকার কর্তৃক বহিষ্কৃত।"

জার্মানীর দক্ষিণাংশের অধিবাসীরা প্রাশিয়ানদের প্রতি ওদের ঘৃণার জন্যে গর্ব বোধ করে থাকে তার কারণ হল প্রাশিয়ানদের লাল ফিতে, আমলাতন্ত্র ও পুলিশী শাসন কিন্তু ওরা নিজেরাই নিকৃষ্টতম প্রাশিয়ানদের মত ব্যবহার করে যখন একজন প্রোলেতারীয় সমাজতন্ত্রীর প্রশ্ন ওঠে।

কোয়েল্‌চ-এর নেতৃত্বাধীন বৃটিশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের ক্রিয়কলাপের ঐতিহাসিক পরিস্থিতি হল একটু বিশিষ্ট ধরনের। পুঁজিবাদের এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার সর্বাগ্রগণ্য দেশে বৃটিশ বুর্জোয়া শ্রেণী (যারা সপ্তদশ শতাব্দীতেই স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের সঙ্গে গণতান্ত্রিক পথে হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে দিয়েছিল) উনবিংশ শতাব্দীতে বৃটিশ শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনে ফাটল ধরাতে সক্ষম হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বৃটেন বিশ্বের বাজারে প্রায় একচেটিয়া অধিকার ভোগ করত। একচেটিয়া অধিকারের জন্যই বৃটিশ পুঁজির মুনাফা হয়েছিল পাহাড় প্রমাণ এবং সেই জন্যেই শ্রমিক অভিজাততন্ত্রের জন্যে অর্থাৎ দক্ষ কারখানা শ্রমিকদের জন্যে এই মুনাফার কয়েকটা টুকরো ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

এই শ্রমিক অভিজাততন্ত্র যারা ঐ সময় মোটামুটি ভাল বেতন পেত নিজেদের গণ্ডীবদ্ধ করে ফেলল একটা সংকীর্ণ, আত্মকেন্দ্রিক কারিগরী ইউনিয়নের মধ্যে এবং প্রোলেতারিয়েতের ব্যাপক অংশ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলল অথচ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এরা উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের সমর্থন করল এবং আজকের এই দিন পর্যন্ত সম্ভবতঃ পৃথিবীর আর কোথাও অগ্রণী শ্রমিকদের মধ্যে এত অধিক সংখ্যক উদারনৈতিকতাবাদী নেই যে পরিমাণে আছে বৃটেনে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে অবশ্য বিষয়গুলোর পরিবর্তন হতে থাকে। বৃটিশ একচেটিয়া অধিকারের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড়াল আমেরিকা ও জার্মানী। বৃটিশ শ্রমিকদের মধ্যে সংকীর্ণ, পাতি-বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গীর ট্রেড ইউনিয়ন ক্রিয়াকলাপ এবং উদারনৈতিকবাদের অর্থ নৈতিক ভিত্তি ধ্বংস হয়ে গেল। সমাজতন্ত্র পুনরায় বৃটেনে মাথাচাড়া দিল, ব্যাপক মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল এবং দুর্বার গতিতে বৃদ্ধি পেতে লাগল, নীচের স্তরের প্রায় সমাজতান্ত্রিক বৃটিশ বুদ্ধিজীবী সুবিধাবাদীরা থাকা সত্ত্বেও।

কোয়েল্‌চ ছিলেন সামনের সারির সেই সব ব্যক্তির মধ্যে যারা বৃটিশ শ্রমজীবী আন্দোলনের মধ্যে সুবিধাবাদী ও উদারনৈতিকতাবাদী নীতির বিরুদ্ধে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে অবিচল সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। একথা সত্যি যে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতার ফলে বৃটিশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা কখনও কখনও সংকীর্ণতাবাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। বৃটেনের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের নেতা ও প্রতিষ্ঠাতা হিণ্ডম্যান একবার পা পিছলে সংগ্রামপ্রিয় দেশপ্রেমের দিকে ঝুঁকেছিলেন।

কিন্তু সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের* পার্টি এই প্রশ্নে তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল এবং সমগ্র বৃটেনে কেবলমাত্র সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরাই কয়েক দশক ধরে পুরোপুরি মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সুপরিকল্পিত ভাবে প্রচার ও আন্দোলন চালিয়েছিল। এটাই হল সেই ঐতিহাসিক অবদান যা কোয়েল্‌চ এবং তাঁর সহযোগীরা রেখে গেছেন। পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যেই মার্কস-বাদী কোয়েল্‌চের কার্যক্রমের ফলাফল পুরো মাত্রায় অনুভূত হবে বৃটিশ শ্রম-জীবীদের আন্দোলনে।

উপসংহারে আমরা রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের প্রতি কোয়েল্‌চের সহানুভূতির কথা উল্লেখ না করে থাকতে পারছি না এবং বিশেষ করে যে সহায়তা তিনি ওদের দিয়ে গেছেন তার কথা। এগার বছর পূর্বে রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাট সংবাদ পত্র লণ্ডন থেকে ছাপাতে হোত। কোয়েল্‌চের নেতৃত্বে বৃটিশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা তাঁদের নিজস্ব ছাপাখানাকে সহজলভ্য করে তুললেন। এর ফলে কোয়েল্‌চ নিজেকে আরও গুটিয়ে নিয়েছিলেন।

* এখানে যে পার্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাহল বৃটিশ সমাজ-তান্ত্রিক পার্টি যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯১১ সালে।—সম্পাদক

ছাপাখানার মধ্যেই একটি কোণকে পৃথক করা হল একটা পাতলা বোর্ড দিয়ে যাকে তিনি ব্যবহার করলেন সম্পাদকের দফতর হিসাবে। ঐ কোণে ছিল একটি ছোট্ট লিখবার টেবিল, ওপরে একটা বই রাখার জায়গা এবং একটা চেয়ার। বর্তমান লেখক যখন কোয়েল্‌চের সঙ্গে সাক্ষাত করতে যেতেন ঐ সম্পাদকের দফতরে তখন দেখা যেত অপর একটি চেয়ার বসাবার জায়গা নেই…

*প্রাভদা ক্রদা*, ১নং
১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৩
নাশ পুট নং ১৬
১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৩

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড, ১৯,
পৃ: ৩৬৯-৭১

# সভ্য বর্বরতা

বৃটেন ও ফ্রান্স হল বিশ্বের সব চাইতে বেশী সভ্য রাষ্ট্র। লণ্ডন ও প্যারিস হল বিশ্বের রাজধানী যাদের লোকসংখ্যা যথাক্রমে ষাট এবং ত্রিশ লক্ষ। এদের মধ্যে দূরত্ব হল আট থেকে ন' ঘন্টার পথ।

যে কেউ কল্পনা করে নিতে পারেন কি বিশাল পরিমাণ বাণিজ্যিক লেন-দেন ঘটে থাকে এই দুটি রাজধানীর মধ্যে এবং কি পরিমাণ পণ্য দ্রব্য এবং মানুষ এই উভয় স্থানের মধ্যে চলাচল করে।

কিন্তু তবুও বিশ্বের সব চাইতে ধনী, সব চাইতে সভ্য এবং সব চাইতে স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো এখন ভয় এবং চঞ্চলতার মধ্যে এই সর্বপ্রথম আলোচনা করছে এই কঠিন প্রশ্ন যে ইংলিশ চ্যানেলের নীচ দিয়ে একটা সুড়ঙ্গ পথ তৈরী করা যাবে কি না (যা বৃটেনকে ইউরোপ মহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে)। বহু আগে থেকেই ইঞ্জিনীয়ারদের এই অভিমত ছিল যে এটা হতে পারে। বৃটেন ফ্রান্সের পুঁজিপতিদের অর্থের পাহাড় আছে। এই ধরনের একটি উদ্যোগে লগ্নীকৃত পুঁজির মুনাফা সুনিশ্চিত হবে।

তাহলে কিসের জন্যে আটকাচ্ছে?

বৃটেন আক্রমণের আশঙ্কা করছে! "যদি কিছু ঘটে" তাহলে এই সুড়ঙ্গ পথই শত্রুসৈন্যের পক্ষে বৃটেন আক্রমণ সুগম করে তুলবে। সেই জন্যেই বৃটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ সুড়ঙ্গ তৈরীর পরিকল্পনা বাতিল করলেন তবে এটাই প্রথমবার নয়।

সুসভ্য রাষ্ট্র সমূহের পাগলামী ও দৃষ্টিহীনতা অদ্ভুত রকমের। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা কৌশলের সহায়তায় মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে যান ও পণ্য চলাচল রুদ্ধ করে দেওয়া যায় এবং সুড়ঙ্গকে ধ্বংস করে ফেলা যায়।

কিন্তু সভ্য রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের বর্বরদের অবস্থায় নিয়ে গেছেন। পুঁজি-বাদ এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যেখানে বুর্জোয়ারা শ্রমিকদের

ফাঁকি দেবার জন্যে বৃটিশ জনসাধারণকে "আক্রমণের" অর্থহীন গল্প শুনিয়ে আতঙ্কিত করতে বাধ্য হয়। পুঁজিবাদ এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যেখানে পুঁজিপতিদের সমগ্র গোষ্ঠী, যারা সুড়ঙ্গ খননের দ্বারা একটা ভাল ব্যবসা খোয়াতে বসেছে, যথাসাধ্য চেষ্টা করছে এই পরিকল্পনাকে বানচাল করতে এবং প্রযুক্তিবিদ্যা প্রগতিকে উচ্চে তুলে ধরতে।

বৃটিশদের সুড়ঙ্গ ভীতি নিজেদের সম্পর্কে ভীতিরই নামান্তর। পুঁজিবাদী বর্বরতা সভ্যতার চেয়েও শক্তিশালী।

সবদিক থেকে এবং প্রতিটি পদক্ষেপে এমন সব সমস্যার সম্মুখীন হন যা মানুষের পক্ষে তৎক্ষণাৎ সমাধান করা সম্ভব কিন্তু বাধা হল পুঁজিবাদ। সে প্রভূত সম্পদ পুঞ্জিভূত করেছে এবং মানুষকে পরিণত করেছে এই সম্পদের সেবকে। জটিলতম প্রযুক্তিবিদ্যা সমস্যা সমূহের সে সমাধান করেছে এবং প্রযুক্তিবিদ্যা প্রগতির পথ রুদ্ধ করেছে কারণ হল লক্ষ লক্ষ মানুষের অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য, কারণ হল মুষ্টিমেয় লক্ষপতির নিন্দনীয় লোভ।

পুঁজিবাদের আওতায় সভ্যতা, স্বাধীনতা এবং সম্পদ মনে করিয়ে দেয় ধনী পেটুকের কথা যে জীবন্ত অবস্থায় পচে নষ্ট হচ্ছে কিন্তু তবু শিশুদের বেঁচে থাকতে যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুও দিতে রাজী নয়।

কিন্তু শিশুরা বড় হচ্ছে এবং সব বাধা তুচ্ছ করে চরম শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

*প্রাভদা ক্রুদা*, ৬নং সংখ্যা
১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৩

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ১৯,
পৃ: ৩৮৮-৮৯

# উদারনৈতিকবৃন্দ এবং বৃটেনের ভূমি সমস্যা

১১ই অক্টোবর শনিবার ( ২৮শে সেপ্টেম্বর ও. এস ) বৃটিশ উদারনৈতিক মন্ত্রী লয়েড জর্জ বেডফোর্ড শহরে দুটি চমৎকার ভাষণ দিয়ে তাঁর "ভূমি অভিযান" শুরু করেন। ঠিক যেমন আমাদের কিট কিটাইচ গুচকভ৭০ রুশ সুবিধাভোগী শ্রেণী ও সমস্ত ক্ষমতাশালী ভূম্যধিকারীদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তেমনি বৃটিশ উদারনৈতিক মন্ত্রীও জমির প্রশ্নে একটি অভিযান শুরু করতে, জমিদারদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে এবং আমূল ভূমি সংস্কারের জন্যে জনসাধারণের কাছে আবেদন জানাতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ( লয়েড জর্জ আমূল সংস্কারবাদীই বটে ! )

বৃটেনের উদারনীতির সমর্থক পত্র-পত্রিকাগুলো তাদের নেতার অভিযানকে যতখানি সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলা যায় তার চেষ্টা করেছিল। প্রচার এবং প্রচার, যে কোন মূল্যে প্রচার ! যদি ভাষণটি অতি দীর্ঘ হয় তাহলে তার একটা "সারাংশ" প্রকাশ করা যাক এবং তার নাম দেওয়া যাক "সনদ" আমরা এটাকে এমনভাবে সাজাব যাতে সংস্কারের দীর্ঘ তালিকার পেছনে সংসদীয় ফেরিওয়ালার এড়িয়ে যাওয়ার কূট কৌশলকে গোপন রাখা যায়—ন্যূনতম মজুরি, শ্রমিকদের জন্যে ১০০,০০০ বাসগৃহ এবং "প্রকৃত মূল্যের বিনিময়ে জমিদারের কাছ থেকে আবশ্যিক রূপে ভূমির হস্তান্তর সাধন।"

বৃটিশ উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের মন্ত্রী কেমন করে জনগণের মধ্যে আন্দোলন চালান তা পাঠকদের কাছে তুলে ধরার জন্যে আমরা লয়েড জর্জের বেডফোর্ডে প্রদত্ত ভাষণের কিছু কিছু অংশ উল্লেখ করব।

"অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে কোন প্রশ্ন নেই…কেবলমাত্র এই প্রশ্ন ছাড়া এবং তা হল ভূমি, বক্তা জোর গলায় বলে উঠলেন। এটা ছড়িয়ে আছে সব কিছুর মধ্যে—মানুষের খাদ্য, পানীয় জল, বাসস্থান ও শিল্প যার ওপর তার

জীবিকা নির্ভরশীল। কিন্তু বৃটেনে জমি কার অধিকারে আছে? মুষ্টি-মেয় ধনীদের হাতে। সমগ্র ভূমির পরিমাণের ⅚ অংশই উচ্চ পরিষদের সদস্য-বৃন্দের কুক্ষিগত। "জমিদারীই হল ভূমির ওপর বৃহত্তম একচেটিয়া কারবার।" জমিদারদের ক্ষমতা অসীম। ওরা ওদের প্রজাদের উচ্ছেদ করতে পারে এবং শত্রুর চাইতেও জমির বেশী ক্ষতি সাধন করতে পারে। আমি অবশ্য জমিদার শ্রেণীকে অথবা স্বতন্ত্রভাবে কোন জমিদারের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছি না। মন্ত্রী এই কথা ঘোষণার ক্লেশ স্বীকার করেছিলেন যে "এই ধরনের অবস্থা কি চলতে দেওয়া যেতে পারে?"

গত কয়েক দশকের মধ্যে কৃষিজীবীদের সংখ্যা কুড়ি লক্ষ থেকে কমে ৩০ লক্ষ দাঁড়িয়েছে অথচ শিকার ভূমির রক্ষকের সংখ্যা ৯০০০ হাজার থেকে ২৩,০০০ হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই যেখানে এত বিশাল পরিমাণ জমি অনাবাদী পড়ে আছে এবং যেখানে কৃষকরা ধনীদের আমোদের জন্যে প্রতিপালিত পশুপক্ষীদের দ্বারা এত বেশী পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অবিশ্বাস্য গতিতে বৃটেনের সম্পদ বেড়ে চলেছে। কিন্তু খামার শ্রমিক-দের সম্পর্কে কী হল? ওদের দশ ভাগের ন' ভাগই সপ্তাহে ২০½ শিলিং এরও কম রোজগার করে (প্রায় ১০ রুবল), এটা এমন একটা অংক যা ওদের অনাহার থেকে রক্ষা করার পক্ষে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতে পারে নি। খামার শ্রমিকদের ৬০ শতাংশই সপ্তাহে ১ শিলিং এর কম রোজগার করে (প্রায় ৯ রুবল)।

রক্ষণশীলরা প্রস্তাব করেন যে ছোট আবাসস্থলের মত জমি ক্রয় করা উচিত। কিন্তু বৃটিশ রডিচেভ[১১] গর্জে উঠলেন: "যিনি জমি ক্রয়ের কথা বলছেন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, কত দামে? *(হাস্য)*।

উচ্চ মূল্য কি ছোট ক্রেতাদের ধ্বংস করবে না? উচ্চ দর কি ওদের ক্ষতি করবে না। ক্ষুদ্র বাসগৃহের জন্যে জমিসম্পর্কিত একটি আইন আছে তাতে শ্রমিকদের জমি দেওয়ার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। একটা দৃষ্টান্ত দেখুন। একখণ্ড জমির উপর যে করের পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে তা হল সর্বমোট ৩০ পাউণ্ড (প্রায় ২৭০ রুবল)। এই জমি ক্রয় করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে গরীবদের মধ্যে পুনরায় বিক্রয় করা হল। ওরা যে দাম দিল তা দাঁড়াল ৬০ পাউণ্ডে!

ইংলণ্ডের পল্লী অঞ্চলে জনসংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় দেশে আত্মরক্ষার সমস্যা দেখা দিয়েছে—দেশে একটি শক্তিশালী কৃষিজীবী গোষ্ঠী না থাকলে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীও গড়ে উঠতে পারে না। তাই এখন কি একজন রুশ অথবা বৃটিশ উদারনৈতিক অপরিচ্ছন্ন জাতীয়তাবাদী ও গোঁড়া দেশপ্রেমিক অনুভূতিকে সুড়সুড়ি না দিয়ে তাঁদের নির্দিষ্ট পথে চলতে পারবেন?

লয়েড জর্জ জোর গলায় ঘোষণা করলেন, "জমিদার শ্রেণী জমি সৃষ্টি করেন নি, দেশকে আজ জমিদারদের ক্ষমতা ও শ্রমিকদের কল্যাণ এই দুটির মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হবে। আমরা অবশ্যই অবিচল দৃঢ়তার সঙ্গে একচেটিয়া বিরোধী কাজ করব—ভূসম্পত্তিই হল বৃহত্তম একচেটিয়া কারবার। কৃষক প্রজার অবশ্যই নিশ্চয়তা পেতে হবে যে তাকে উচ্ছেদ করা হবে না অথবা তার শক্তি ও দক্ষতার ফসল থেকে বঞ্চিত করা হবে না।" (একটি আওয়াজ: "এর প্রতিকার কি"? আমাদের কাজ করতেই হবে. আধা খেঁচড়া ব্যবস্থার জন্যে আমরা বহু দুর্বল চেষ্টা করেছি। আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিষয়টা আলোচনা করব, ব্যবসায়ীরা যে ভাবে করে আমরাও সেইভাবে করব। ঘুরে ঘুরে বাসন মেরামতের প্রয়োজন নেই. আমরা ভূমির একচেটিয়া অধিকারকে অবশ্যই সুব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন করব।

"আমরা শ্রমিকদের জন্যে ন্যূনতম মজুরি সুনিশ্চিত করব, শ্রমদিনের হ্রাস ঘটাব. ওদের সুশ্রী ও আরামদায়ক বাসগৃহ দেব আর দেব এক খণ্ড জমি যাতে ওরা ওদের পরিবারের জন্যে কিছু ফসল ফলাতে পারে। ওদের জন্যে আমরা প্রগতির ধাপ সুনিশ্চিত করব যাতে উদ্যোগী শ্রমিক ছোট্ট অবস্থা থেকে অর্থাৎ তরিতরকারীর বাগান থেকে একটি ক্ষুদ্র বাসগৃহের বাসিন্দার স্তরে উঠতে পারে। এদের মধ্যে যে সবচাইতে বেশী উদ্যোগী হয়ত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকবে সমাজের প্রভাবশালী কৃষকদের মধ্যে অন্যতম হয়ে ওদের স্থান গ্রহণ করতে।

আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়াতে পাড়ি দেবার মোহ আপনাকে প্রলুব্ধ করছে কিন্তু আমরা চাই বৃটিশ শ্রমিক এখানে থেকেই জীবিকা অর্জন করুক, তার নিজের জন্যে এবং সন্তানের জন্যে এখানে, এই ইংলণ্ডে, আমাদের নিজেদের দেশে একটি স্বাধীন ও আরামদায়ক জীবন লাভ করুক।"

উচ্চ হর্ষনিনাদ···কেউ কেউ হয়ত জনসমাগমের মধ্যে থেকে তাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাবেন যাদের বোকা বানানো যায় নি। (যিনি চীৎকার

করেছিলেন তাঁর মত : "প্রতিকারের পথ কি ?" বলেছিলেন : "গান তিনি ভালই করেন কিন্তু তিনি কি কিছু করবেন ?"

গান ভালই করেন এই বৃটিশ উদারনৈতিক মন্ত্রী, পাতি বুর্জোয়া জনতার এই প্রিয় ব্যক্তিটি, শ্রমিকদের সঙ্গে নির্লজ্জভাবে প্রতারণাকারী ও ধর্মঘট ভাঙ্গার কৌশলে অভিজ্ঞ, বৃটিশ পুঁজির শ্রেষ্ঠ সেবক যিনি বৃটিশ শ্রমিক ও ৩০ কোটি ভারতীয় অধিবাসী উভয়কেই দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ করেন। কোন শক্তি এই ঝানু রাজনীতিজ্ঞকে, পুঁজিপতিদের সেবাদাসকে আমূল সংস্কারমূলক বক্তৃতা করতে উৎসাহ যুগিয়েছিল ?

শ্রমিক আন্দোলনের শক্তি।

বৃটেনে বাধ্যতামূলক ভাবে সংগৃহীত সৈন্যদল নেই। বলপ্রয়োগের দ্বারা জনসাধারণকে বাধা দেওয়া যায় না—ওদের কেবলমাত্র প্রতারণার সাহায্যেই ঠেকানো যায়। শ্রমিক আন্দোলন দুর্বার বেগে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। জনসাধারণের দৃষ্টি অবশ্যই অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে, জনসাধারণকে অবশ্যই বাগাড়ম্বরপূর্ণ সংস্কার পরিকল্পনার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে হবে, রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ভান অবশ্যই করতে হবে, জনসাধারণ যাতে উদারনৈতিকদের প্রতি আস্থা না হারান তার জন্যে ওদের খুশি রাখতে হবে, ভেড়া যেমন ভেড়ার পালকেই অনুসরণ করে ঠিক সেই রকম ভাবে সুনিশ্চিত করতে হবে যাতে ওরা মহাজন ও পুঁজিবাদের অনুসরণ করেন।

আর সংস্কারের প্রতিশ্রুতি···ইংরাজী প্রবাদ বাক্যে কি একথা বলা হয় নি যে প্রতিশ্রুতিগুলো হল আবরণ মাত্র এবং তৈরী করা হয় ভাঙবার জন্যই ? লয়েড জর্জ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন এবং উদারনৈতিক মন্ত্রিপরিষদ সামগ্রিক ভাবে তাকে এক পঞ্চমাংশে ছাঁটাই করে রূপায়িত করতে যাচ্ছেন। রক্ষণশীলরা আবার এর ওপর আরও ছাঁটাই করবেন এবং ফল দাঁড়াবে এক দশমাংশে।

বৃটিশ বুর্জোয়াদের সংস্কারের এই চেষ্টা বৃটিশ শ্রমিকশ্রেণীর গভীর অভ্যন্তরে সচল একটি বিপ্লবী আন্দোলনের স্পষ্টতম অভ্যাসকেই তুলে ধরে। কোন শক্তিশালী বক্তা অথবা কোন উদারনৈতিক ভণ্ডের পক্ষেই এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করা সম্ভব নয়।

*প্রাভদা*, ৮ম সংখ্যা
১২ই অক্টোবর, ১৯১৩

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ১৯,
পৃঃ ৪৩৯-৪২

# ব্রিটিশ উদারনৈতিকবৃন্দ এবং আয়ারল্যাণ্ড

আইরিশ হোমরুল নিয়ে বৃটিশ পার্লামেন্টে যা ঘটছে, তার অসীম গুরুত্ব আছে শ্রেণী সম্পর্ক এবং জাতীয় ও কৃষি সমস্যার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইংলণ্ড আয়ারল্যাণ্ডকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রেখেছে, আইরিশ কৃষকদের নজীরহীন দারিদ্র্য ও অনাহারের মধ্যে ঠেলে দিয়ে ক্রমবিলুপ্তির দিকে নিয়ে গেছে, ওদের জমি থেকে উৎখাত করেছে এবং শত শত, সহস্র সহস্র এমন কি লক্ষ লক্ষ কৃষককে তাদের জন্মভূমি পরিত্যাগ করে আমেরিকায় যেতে বাধ্য করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আয়ারল্যাণ্ডের জনসংখ্যা ছিল ৫৫ লক্ষ, আজ সেই জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৩ লক্ষ ৩০ হাজারে। আয়ারল্যাণ্ডের জনসংখ্যা হ্রাস করা হয়েছে। সারা উনবিংশ শতাব্দী ধরে ৫০ লক্ষেরও অধিক সংখ্যক আইরিশ আমেরিকায় চলে গেছেন, ফলে দেখা যায় যে এখন আমেরিকায় যত সংখ্যক আইরিশ অধিবাসী আছেন তার চাইতে কম আছেন আয়ারল্যাণ্ডে।

আইরিশ কৃষক শ্রেণীর ভয়ঙ্কর দারিদ্র্য ও দুঃখকষ্ট এমন একটা শিক্ষণীয় উদাহরণ যে পর্যন্ত জমির মালিক ও একটি প্রভাবশালী জাতির উদারপন্থী বুর্জোয়ারা যেতে পারেন। বৃটেন তার চমৎকার অর্থনৈতিক বিকাশ ও শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটাতে পেরেছে প্রধানত: আইরিশ কৃষকদের প্রতি তার নীতির জন্যে যা স্মরণ করিয়ে দেয় যে রুশ দাস-মালিক সালতিচিখার দুষ্কর্মের কথা।

একদিকে বৃটেনের যখন উন্নতি ঘটেছে তখন আয়ারল্যাণ্ড যাচ্ছে অবলুপ্তির দিকে এবং অবস্থান করছে একটি অনুন্নত, অর্ধ-বর্বর এবং একটি কৃষি-প্রধান দেশ হিসাবে যে দেশের অধিবাসীরা দারিদ্র্যপীড়িত কৃষক প্রজা। কিন্তু "সুশিক্ষিত ও উদারপন্থী" বৃটিশ বুর্জোয়ারা যেমন চেয়েছিলেন আয়ার-

-ল্যাণ্ডের দাসত্ব ও দারিদ্র্য স্থায়ী করতে তাই অবধারিত রূপে সংস্কারের দিকে যেতে হল এবং এই জন্যে আরও, যাতে স্বাধীনতা ও জমির জন্যে আইরিশ জনগণের সংগ্রামের মধ্যে বিপ্লবী বিস্ফোরণ আরও অধিক পরিমাণে অশুভ লক্ষণ যুক্ত হয়ে ওঠে। ১৮৬১ সালেই দেখা গেল ফেনিয়ানদের নিয়ে আইরিশ বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠেছে। আমেরিকায় বসতি স্থাপনকারী আইরিশ জনগণ এর প্রতি সহায়তা দান করেছিলেন।

১৮৬৮ সালে গ্ল্যাডস্টোন সরকার গঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে উদারনৈতিক বুর্জোয়া এবং জড়বুদ্ধি ফিলিস্তিনীয় নায়কের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আয়ারল্যাণ্ডে সংস্কারের যুগ শুরু হল, এমন একটা যুগ যা বর্তমান কাল পর্যন্ত সুন্দরভাবে টেনে নিয়ে এসেছে অর্থাৎ অর্দ্ধ-শতাব্দীর মধ্যে। তবে হাঁ, উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের প্রাজ্ঞ রাষ্ট্রনায়কবৃন্দ সংস্কারের ক্ষেত্রে "ধীরে ধীরে তাড়াতাড়ি" করতে সক্ষম।

কার্ল মার্কস যিনি পনের বছরেরও অধিক কাল ধরে লণ্ডনে বসবাস করছিলেন আইরিশ জনগণের সংগ্রামের প্রতি প্রভূত আগ্রহ ও সহানুভূতি সহ লক্ষ্য করছিলেন।

তিনি ১৮৬৭ সালের ২রা নভেম্বর ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসকে লিখেছিলেন: "ইংরেজ শ্রমিকদের এই বিক্ষোভকে ফেনিয়ানইজমের অনুকূলে আনবার জন্যে আমি যথাসাধ্য করেছি…আমি ভাবতাম ইংলণ্ড থেকে আয়ারল্যাণ্ডের বিচ্ছেদ অসম্ভব। এখন আমি মনে করি এটা অবশ্যম্ভাবী, যদিও বিচ্ছেদের পর যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উদ্ভব হতে পারে…" ঐ একই বছরে ৩০শে নভেম্বর তারিখে এবং একই বিষয়ে পুনরায় চিন্তা করে মার্কস লিখেছিলেন: "এখন প্রশ্ন হল ইংরেজ শ্রমিকদের আমরা কী উপদেশ দেব? আমার মতে ওদের অবশ্যই উচিত ঐ ইউনিয়ন বাতিল করাকে [আয়ারল্যাণ্ডের সঙ্গে ইউনিয়নের সংযুক্তি বাতিল] (সংক্ষেপে, ১৭৮৩ সালের ঘটনা কেবলমাত্র ঐ সময়কার পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে এবং গণতন্ত্রমুখী করে তুলেছিল) ওদের ইস্তেহারের একটি ধারা হিসাবে মনে করা। এটাই হল একমাত্র বৈধ এবং সেই জন্যেই মুক্তির একমাত্র সম্ভাব্য আকার যা ইংরেজ "শ্রমিক পার্টির কর্মসূচীতে গৃহীত হতে পারে।" মার্কস এও দেখিয়েছিলেন যে আইরিশদের যা প্রয়োজন তা হল ইংলণ্ডের থেকে পৃথক থেকে হোমরুল, একটি কৃষি বিপ্লব এবং বৃটেনের বিরুদ্ধে শুল্ক।

বৃটিশ শ্রমিকদের কাছে মার্কসের এই ছিল কর্মসূচীর প্রস্তাব, আইরিশ স্বাধীনতার স্বার্থে বৃটিশ শ্রমিকদের স্বাধীনতা ও সামাজিক উন্নতির গতি বৃদ্ধি করার জন্যে; কারণ বৃটিশ শ্রমিকরা ততক্ষণ পর্যন্ত স্বাধীন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত ওরা অপর একটি রাষ্ট্রকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখতে সহায়তা করবে ( অথবা মেনে নেবে )।

হায়, বেশ কয়েকটা বিশেষ ঐতিহাসিক কারণের জন্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ তৃতীয়াংশে বৃটিশ শ্রমিকরা উদারনৈতিকদের ওপর ওদের নির্ভরশীলতার প্রমাণ দিয়েছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল উদার শ্রমনীতির চিন্তা ভাবনা। তাঁরা যে স্বাধীনতার সংগ্রামে রত জাতি ও শ্রেণীসমূহের শীর্ষে রয়েছেন তার প্রমাণ না দিয়ে দেখালেন যে মহাজনদের ঘৃণ্য তল্পীবাহকদের সঙ্গেই ভেসে চলেছেন অর্থাৎ বৃটিশ উদারনৈতিকদের সঙ্গে।

অপরদিকে উদারনৈতিকরা অর্ধ শতাব্দী কাল ধরে আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতাকে টেনে নিয়ে চলেছে যা আজও শেষ হয় নি। বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আইরিশ কৃষক একজন ভাড়াটে কৃষক থেকে স্বাধীন কৃষক জীবনে পা বাড়ায় নি। কিন্তু উদারনৈতিকরা তার ওপর ন্যায্য ভূমি ক্রয়ের একটি ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছেন! সে অর্থ সে দিয়েছে এবং বৃটিশ জমিদারদের দিয়ে যাবে লক্ষ লক্ষ মিলিয়ন, বছরের পর বছর ধরে, তাকে ওঁরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিঃশেষিত করে স্থায়ী অনাহারজনিত অবস্থায় রেখেছেন তারই পুরস্কারস্বরূপ। বৃটিশ উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা আইরিশ কৃষক শ্রেণীকে জমিদারদের নজরানা দিয়ে কুর্নিশ করে কৃতজ্ঞ থাকতে বাধ্য করেছে।[৭২]

আয়ারল্যাণ্ডের জন্যে প্রস্তাবিত হোমরুল বিলটি এখন পার্লামেন্টে আলোচিত হচ্ছে। কিন্তু আয়ারল্যাণ্ডের মধ্যে আছে আলস্টার নামে উত্তরাঞ্চলীয় একটি প্রদেশ যেখানকার অধিবাসীরা হল আংশিকভাবে ইংরাজ পিতার ঔরস জাত প্রোটেস্টান্ট ধর্মাবলম্বী, যারা ক্যাথলিক আইরিশদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

বেশ, তাহলে কারসনের নেতৃত্বাধীন বৃটিশ রক্ষণশীলরা, অর্থাৎ আমাদের কৃষ্ণশত গোষ্ঠীর জমিদার পুরিসকেভিচের বৃটিশ ভাষ্য, আইরিশ হোমরুলের বিরুদ্ধে একটা ভয়ঙ্কর চ্যাঁচামেচি শুরু করেছে। ওরা বলে এর অর্থ হল

আলস্টারের অধিবাসীদের বিদেশী জাতি ও ধর্ম বিশ্বাসের অধীনস্থ করা। লর্ড কারসন বিদ্রোহের হুমকি দিয়েছেন এবং এই উদ্দেশ্যে প্রতিক্রিয়াশীল সশস্ত্র ঠগীদের সংগঠন গড়ে তুলেছেন।

অবশ্য একটা ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। মুষ্টিমেয় কয়েকজন দুষ্কৃতকারীর দ্বারা বিদ্রোহের কোন প্রশ্নই ওঠে না এবং প্রোটেস্টান্টদের ওপর "নির্যাতন" চালাবার জন্যে আইরিশ পার্লামেন্টেরও কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না (যার ক্ষমতা নির্ধারিত হয়েছে বৃটিশ আইনের দ্বারা)।

এটা অত্যন্ত সহজ সরল কথা যে প্রতিক্রিয়াশীল জমিদাররা উদারনৈতিক-দের ঘটাতে চাইছেন।

উদারনৈতিকরা ওদের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে, প্রতিক্রিয়াশীলদের কাছে মাথা নোয়াচ্ছে, আলস্টারে অভিমত সমীক্ষার প্রস্তাব দিচ্ছে এবং আলস্টারের জন্য সংস্কারকে ছ'বছরের জন্যে স্থগিত রাখতে বলছে।

উদারপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের মধ্যে দর কষাকষি এখনও চলছে। সংস্কার অপেক্ষা করতে পারে : আইরিশরা অর্ধ শতাব্দীকাল অপেক্ষা করেছে; ওরা আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই জমিদারদের "কষ্ট" দিতে পার না!

অবশ্য যদি উদারনৈতিকরা, বৃটিশ জনসাধারণ ও প্রোলেতারিয়েতের কাছে আবেদন জানায়, তাহলে কারসানের প্রতিক্রিয়াশীল দলটি তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে যাবে। শান্তিপূর্ণভাবে আয়ারল্যাণ্ড কর্তৃক পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন সুনিশ্চিত হবে।

কিন্তু এটা কি কল্পনাযোগ্য যে উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা জমিদারদের বিরুদ্ধে, সাহায্য নিয়ে প্রোলেতারিয়েতদের দিকে এগিয়ে আসবে। কেন, বৃটেনের উদারনৈতিকরাও মহাজনদের তল্পীবাহক এবং কারসনদের গোলামী করতেই সক্ষম।

*প্রাভদা* ৩৪ নং
১২ই মার্চ, ১৯১৪

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ২০,
পৃঃ ১৪৮-৫১

# বৃটেনে শাসনতান্ত্রিক সংকট

আয়ারল্যাণ্ডের আকর্ষণীয় ঘটনাবলী সম্বলিত পুত্ প্রাভদির ৩৪তম সংখ্যা বেচাকেনা করার সময় আমরা বৃটিশ উদারনৈতিকদের নীতির কথা বলেছিলাম যাঁরা রক্ষণশীলদের[৭৩] দ্বারা বিদুরিত হতে চেয়েছিলেন।

ঐ কথা কটি লেখার পর নতুন নতুন ঘটনা ঘটেছে যা আয়ারল্যাণ্ডের হোম-রুলের প্রশ্নে ঐ নির্দিষ্ট বিরোধটিকে বিশেষ ভাবে পরিবর্তিত করে (উদারনৈতিক ও রক্ষণশীলদের বিরোধ) বৃটেনের শাসনতান্ত্রিক সংকটে রূপান্তরিত করেছে।

যেহেতু রক্ষণশীলরা আয়ারল্যাণ্ডের হোমরুলের বিরুদ্ধে আলস্টারে প্রোটেস্টান্ট বিদ্রোহের হুমকি দিয়েছিলেন তাই উদারনৈতিক সরকার সৈন্য-বাহিনীর একাংশকে সচল রেখেছিলেন পার্লামেন্টের নির্দেশ অবশ্য পালনীয় করে তুলবার জন্য।

কিন্তু কি ঘটেছিল?

জেনারেলবৃন্দ এবং বৃটিশ ফৌজের অন্যান্য অফিসার বিদ্রোহ করে-ছিলেন।

তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁরা প্রোটেস্টান্ট আলস্টারের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন না কারণ এই কাজ তাঁদের স্বদেশপ্রেমের বিরুদ্ধেই যাবে এবং সেই কারণে তাঁরা পদত্যাগ করবেন।

উদারনৈতিক সরকার, সৈন্যবাহিনীর শীর্ষে অবস্থান করে জমিদার শ্রেণীর এই বিদ্রোহে হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। উদারনৈতিকরা আইনের শাসন সম্পর্কে শাসনতান্ত্রিক মোহ ও বুলি দিয়ে নিজেদের সান্ত্বনা দিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন এবং শ্রেণীসংগ্রামের প্রতি শক্তিসমূহের প্রকৃত সম্পর্ক বিষয়ে চোখ বন্ধ রাখতেও অভ্যস্ত হয়ে আছেন এবং শক্তিসমূহের প্রকৃত সম্পর্ক

এমনই ছিল যে, বুর্জোয়াদের কাপুরুষতার জন্য বেশ কয়েকটি প্রাক-বুর্জোয়া যুগের ভূমধ্যধিকারী শ্রেণীর কয়েকটি বিধান ও সুযোগ সুবিধা এখনও বৃটেনে সুরক্ষিত আছে।

অভিজাত বংশীয় অফিসারদের বিদ্রোহ দমন করতে, উদারনৈতিক সরকারের উচিত ছিল জনগণের কাছে ও প্রোলেতারিয়েতের কাছে আবেদন করা কিন্তু এটা এমন একটা বিষয় যা "আলোক প্রাপ্ত" বুর্জোয়া ভদ্র সন্তানেরা আর যে কোন জিনিসের চাইতে বেশী ভয় করেন। সরকার প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহী অফিসারদের তোষামোদ করেছিল, পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করে নিতে অনুরোধ করেছিল এবং ওদের লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে আলস্টারের বিরুদ্ধে ফৌজ ব্যবহার করা হবে না।

এই অপমানজনক ঘটনাটিকে জনসাধারণের কাছ থেকে গোপন রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল যে এই ধরনের লিখিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল (২১শে মার্চ, নতুন ধারা) এবং উদারনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে অ্যাসকুইথ, মর্লি এবং অন্যান্যরা তাঁদের সরকারী বক্তব্যে অত্যন্ত অবিশ্বাস্য ও লজ্জাকরভাবে মিথ্যা কথা বলেছিলেন।

অবশ্য সত্য প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। অফিসারদের যে লিখিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা অস্বীকার করা হয় নি। আপাতদৃষ্টিতে রাজার উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। যুদ্ধ বিষয়ক সচিব সিলির পদত্যাগ, অ্যাসকুইথ কর্তৃক তাঁর দফতর স্বহস্তে গ্রহণ, অ্যাসকুইথের পুনর্নির্বাচন, আইনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সৈন্যবাহিনীর কাছে নির্দেশ—ইত্যাদি সমস্তই ছিল সরকারী ভণ্ডামী। এই ঘটনাটাই থেকে যায় যে উদারনৈতিকরা জমিদার শ্রেণীর কাছে মাথা নুইয়ে ছিলেন যারা শাসনতন্ত্রকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছিল।

পার্লামেন্টে ঝড় বইতে লাগল। রক্ষণশীলরা চোখা চোখা বিদ্রূপ-বাণে জর্জরিত করতে লাগল, অথচ শ্রমিক দলের সংসদ সদস্য র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড যিনি উদার শ্রমিক রাজনীতিবিদদের মধ্যে যাঁরা অত্যন্ত নরম, তাদের অন্যতম, তিনি প্রতিক্রিয়াশীলদের আচরণের বিরুদ্ধে কঠিনতম ভাষায় প্রতিবাদ জানালেন। তিনি বললেন যে, এই সব ব্যক্তি ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে চীৎকার করতে সদা প্রস্তুত কিন্তু আলস্টারের প্রশ্নে ওরা ওদের কর্তব্য পালন করতে অস্বীকার করল কারণ আইরিশ হোম রুল বিলটি ওদের শ্রেণী-সংস্কার

ও স্বার্থের পরিপন্থী। (আয়ারল্যাণ্ডের জমিদাররা হল ইংরেজ এবং আয়ারল্যাণ্ডের হোমরুলের অর্থ হল আইরিশ বুর্জোয়া ও কৃষকদের জন্য হোম রুল যা মহান লর্ডের রাক্ষুসে ক্ষুধা হ্রাস করার হুমকি দেয়) র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড বলে চলেন, এই সব ব্যক্তি চিন্তা করেছেন কেবলমাত্র শ্রমজীবীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে কিন্তু যখন ধনী ও সম্পত্তির অধিকারীদের আইন মানতে বাধ্য করার প্রশ্ন এল তখন তাঁরা তাঁদের কর্তব্য পালন করতে অস্বীকার করলেন।

বৃটিশ পার্লামেন্টের বিরুদ্ধে জমিদার শ্রেণীর বিদ্রোহ, এই সর্বশক্তিমান পার্লামেন্টের একটি অসীম গুরুত্ব আছে (উদারনৈতিক স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা বিশেষ করে উদারনৈতিক পণ্ডিতরা লক্ষ লক্ষ বার যেমন ভেবেছেন এবং বলেছেন)। ২১শে মার্চ, ১৯১৪, (৮ই মার্চ, পুরানো ধারা) একটা যুগান্তকারী দিন হিসাবে চিহ্নিত থাকবে। এটা এমন একটা দিন যখন বৃটেনের মহান জমিদাররা বৃটিশ শাসনতন্ত্র ও বৃটিশ আইনকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিলেন এবং শ্রেণীসংগ্রামের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন।

এই শিক্ষা উদ্ভূত হয়েছে বৃটেনের বুর্জোয়া ও প্রোলেতারিয়েতের মধ্যেকার তীব্র বিরোধিতাকে নষ্ট করার অসম্ভাব্যতা থেকে, আধ খেঁচড়া, ভণ্ডামিপূর্ণ এবং উদারনৈতিকদের নিন্দনীয় সংস্কার নীতির মাধ্যমে। এই শিক্ষা বৃটিশ শ্রমিক আন্দোলনের উপর ব্যর্থ হবে না, শ্রমজীবী শ্রেণী এখন দ্রুত তার ফিলিস্তিনীয় বিশ্বাসকে ঝেড়ে ফেলবে একটা কাগজের টুকরোর মত, যাকে বলা হয় বৃটিশ আইন ও শাসনতন্ত্র যা বৃটিশ অভিজাতরা জনসমক্ষে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।

এই সব অভিজাত দক্ষিণপন্থী বিপ্লবীদের মত ব্যবহার করেছিলেন, সমস্ত রীতিনীতি ধ্বংস করেছিলেন, সেই পর্দাটি ছিন্ন করেছিলেন যা মানুষের দৃষ্টিকে অবাঞ্ছনীয় দৃশ্যাবলী থেকে কিন্তু সন্দেহাতীত রূপে শ্রেণী সংগ্রামকে আড়াল করতে। সবাই দেখল বুর্জোয়ারা এবং উদারনৈতিকরা যা এত দিন ধরে ভণ্ডামি করে গোপন রাখত। (সর্বত্রই ওরা ছিল ভণ্ড কিন্তু বৃটেনে ওরা যে রকম চূড়ান্ত ভণ্ড সে রকম আর সম্ভবতঃ কোথাও নেই)। সবাই দেখতে পেল যে পার্লামেন্টের নির্দেশ ভাঙার ষড়যন্ত্র বহু পূর্বেই প্রস্তুত হয়েছিল। প্রকৃত শ্রেণী শাসন অবস্থান করে এবং এখনও করছে পার্লামেন্টের বাইরে।

উপরোক্ত মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা যা বহুদিন ধরে অকার্যকর ছিল ( অথবা অকার্যকর বলে বোধ হয়েছিল ) তা দ্রুত কার্যকর হয়ে উঠল এবং পার্লামেন্টের চাইতেও শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হল। বৃটেনের পাতি-বুর্জোয়া উদার-নৈতিকরা পার্লামেন্টের ক্ষমতা ও সংস্কার সম্বন্ধে তাঁদের বক্তব্য সহ শ্রমিকদের শান্ত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রমাণ করলেন যে তাঁরা অতি তুচ্ছ মানুষ, সাক্ষী গোপাল মাত্র, তুলে ধরা হয়েছে শুধু মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা ওদের দ্রুত দৃষ্টির অগোচর করে ফেললেন।

ব্রিটেনের সামাজিক শান্তি ও আইনের প্রশংসা করে বিশেষ করে জার্মান ও রুশ উদারনৈতিকরা কত যে বই লিখেছেন! প্রত্যেকেই জানেন যে জার্মান ও রুশ উদার নৈতিকদের ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল।

জার্মানী ও ফ্রান্সে সৃষ্ট শ্রেণী সংগ্রামের বশ্যতামূলক প্রশংসা করা এবং সেই সংগ্রামের ফলাফলকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলে ঘোষণা করা, এমন একটা বিজ্ঞান যা অবস্থান করে শ্রেণীর উর্ধ্বে। প্রকৃতপক্ষে অবশ্য বৃটেনের "আইন ও সামাজিক শান্তি" ছিল বৃটিশ প্রোলেতারিয়েতের নিষ্ক্রিয়তার সাময়িক ফল মাত্র, যা ছিল ১৮৫০ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যেকার সময় কালের কাছাকাছি।

ব্রিটিশ একচেটিয়া ক্ষমতার অবসান ঘটেছে। বিশ্বে প্রতিযোগিতা তীব্রতর হয়েছে। জীবন ধারণের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বড় বড় পুঁজিপতিদের সঙ্গে ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের ধ্বংস করেছে এবং তাদের সম্পূর্ণ বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর ওপর। অষ্টাদশ শতাব্দীর পর এবং ১৮৩০ ও ১৮৪০ সালের চার্টিস্ট আন্দোলনের পর বৃটিশ প্রোলেতারিয়েত পুনরায় জেগে উঠেছে।

১৯১৪ সালের শাসনতান্ত্রিক সংকট এই জাগরণের ইতিহাসে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হিসাবে চিহ্নিত থাকবে।

পুত, প্রাভ দ নং ২৫ — সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ২০

৩০ই এপ্রিল, ১৯১৪ — পৃঃ ২২৬-২৯

# জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থেকে

## ৮। কল্পনাপ্রবণ কার্ল মার্কস এবং বাস্তবধর্মী রোসা লুক্সেমবার্গ

পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতাকে অবাস্তব আখ্যা দিয়ে এবং বার বার এই কথা বিরক্তিকর ভাবে প্রকাশ করে রোসা লুক্সেমবার্গ বিদ্রূপাত্মক ভাবে বলে ওঠেন: আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতার দাবী কেন তোলা হবে না?

বাস্তবধর্মী রোসা লুক্সেমবার্গ স্পষ্টতঃই জানেন না আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতার প্রশ্নে কার্ল মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল। এই বিষয়ে আলোচনা সুফলদায়ক হবে এবং দেখানো যাবে জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে একটি বাস্তব দাবীকে কেমন করে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল, সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নয়, প্রকৃত মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে।

মার্কসের অভ্যাস ছিল তাঁর পরিচিত সমাজতন্ত্রীদের বাজিয়ে নেওয়া, যখন তিনি একথা প্রকাশ করলেন তাদের বুদ্ধি ও বিশ্বাসের শক্তির পরিমাপ নেবার জন্যে। লোপাতিনের সঙ্গে পরিচিত হবার পর মার্কস ১৮৭০ সালের ৫ই জুলাই এঙ্গেলসের কাছে একটি চিঠিতে রুশ সমাজতন্ত্রী যুবকটির সম্পর্কে অত্যন্ত স্তাবকতাপূর্ণ অভিমত জানিয়েছিলেন কিন্তু তার সঙ্গে এ কথাও যুক্ত করেছিলেন যে:

"পোল্যাণ্ড হল ওর দুর্বল স্থান। এই বিষয়ে তার বক্তব্য একজন ইংরেজের মতই অর্থাৎ আয়ারল্যাণ্ডের প্রশ্নে তার ধারণা প্রাচীনপন্থী ইংরেজ চার্টিস্টদের মতই।"

মার্কস নির্যাতনকারী রাষ্ট্রের পক্ষভুক্ত একজন সমাজতন্ত্রীকে নির্যাতন ভোগকারী রাষ্ট্রের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি ত্রুটির উল্লেখ করেন যা প্রধান প্রধান সমাজতান্ত্রিক

রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সাধারণ ভাবে অবস্থান করে (ইংরাজ ও রুশ): লাঞ্ছিত জাতির প্রতি সমাজতন্ত্রীদের কর্তব্য কি তা অনুধাবন করতে তাদের ব্যর্থতা, "প্রভাবশালী জাতিসমূহের" বুর্জোয়াদের কাছ থেকে অর্জিত কুসংস্কারগুলোর প্রতিধ্বনি করা।

আয়ারল্যাণ্ড বিষয়ে মার্কসের কার্যকরী ঘোষণার ক্ষেত্রে যাবার আগে আমরা অবশ্যই উল্লেখ করব যে সাধারণ ভাবে জাতীয় প্রশ্নে মার্কস ও এঙ্গেলসের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল নিতান্তই বিশ্লেষণমূলক এবং ইতিহাসগতভাবে স্থিরিকৃত এর গুরুত্বকে তাঁরা স্বীকার করেছিলেন। তাপরপর ১৮৫১ সালের ২৩শে মে এঙ্গেলস মার্কসের কাছে লিখলেন যে, ইতিহাস অধ্যয়ন, পোল্যাণ্ডের প্রশ্নে তাঁকে হতাশ করে তুলছে, কারণ পোল্যাণ্ডের গুরুত্ব ছিল সাময়িক— এমন কি রুশ কৃষি বিপ্লবের কাল পর্যন্ত। ইতিহাসে পোল্যাণ্ডের অধিবাসীদের ভূমিকা ছিল "সাহসী নির্বুদ্ধিতার" (উগ্রস্বভাবের)। "কেউ একটাও দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবেন না যা পোল্যাণ্ডের সাফল্যের দ্যোতক, এমন কি রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও অথবা ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন কিছু করেছে।" "শ্রম বিমুখ মধ্যবিত্তদের পোল্যাণ্ডে" যা আছে তার চাইতে অনেক বেশী পরিমাণে শিক্ষা, শিল্প; সভ্যতা ও বুর্জোয়া আছে রাশিয়ার মধ্যে। "সেন্ট পিতার্সবার্গ, মস্কো ও ওডেসার তুলনায় ওয়ারস এবং ক্রাকাও কিছুই না!" পোলিশ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিদ্রোহের সফলতায় এঙ্গেলসের কোন আস্থা ছিল না।

কিন্তু এই সমস্ত চিন্তা ভাবনা যা প্রতিভাধরের গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেয় তা কোনক্রমেই এঙ্গেলস ও মার্কসকে বারো বছর পর অত্যন্ত প্রগাঢ় ও আন্তরিক সহানুভূতি নিয়ে পোলিশ আন্দোলনকে বিবেচনা করতে বাধা দিতে পারে নি যখন রাশিয়া সুপ্ত কিন্তু পোল্যাণ্ড গুমরে গুমরে উঠছে।

১৮৬৪ সালে আন্তর্জাতিকের ভাষণ খসড়া করার সময় মার্কস এঙ্গেলসকে লিখেছিলেন (১৮৬৪ সালের ৪ঠা নভেম্বর) যে তাঁকে ম্যাৎসিনির জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সংগ্রাম করতেই হবে এবং এও বলেছিলেন যে: "ঐ ভাষণে যে পরিমাণে আন্তর্জাতিক রাজনীতির উল্লেখ করা হয়েছে, সেই পরিমাণে আমি রাষ্ট্রসমূহের কথা বলেছি, জাতি সত্তার কথা বলি নি এবং রাশিয়ার নিন্দা করেছি, কিন্তু মধ্যবিত্তদের কথা বলি নি।" "শ্রম প্রশ্নের" সঙ্গে তুলনায় জাতীয় প্রশ্নের অধস্তন অবস্থান সম্পর্কে মার্কসের কোন সন্দেহ ছিল না।

তাঁর ভণ্ডুটি জাতীয় আন্দোলনকে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে স্বর্গ থেকে মর্ত্যের দূরত্ব রক্ষা করে।

তারপর এল ১৮৬৬ সাল। মার্কস, প্যারিসের "প্রুধোঁ সমর্থক চক্রের" চক্রান্ত সম্পর্কে এঙ্গেলসকে লিখলেন যা "জাতি সত্তাকে অবাস্তব বলে ঘোষণা করে এবং বিসমার্ক ও গ্যারিবল্ডীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। উগ্র স্বাদেশিকতার বিরুদ্ধে বিতর্কমূলক বলে ওদের ক্রিয়াকাণ্ডগুলো কার্যকর ও ব্যাখ্যার যোগ্য। কিন্তু প্রুধোঁর প্রতি আস্থাশীল (লাফারগাঁ ও লঙ্গেট, আমার দুজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাঁরাও ওদেরই পক্ষে) যাঁরা মনে করেন সমগ্র ইউরোপ তাঁদের পেছনের প্রকোষ্ঠে অবশ্যই বসবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ফ্রান্সের ভদ্রমহোদয়রা দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা দূরীভূত করছেন, তাঁদের চিন্তা অদ্ভুত।" (১৮৬৬ সালের ৭ই জুনের চিঠি)।

১৮৬৬ সালের ২০শে জুন মার্কস লিখেছিলেন: "গতকাল আন্তর্জাতিক পরিষদে বর্তমান যুদ্ধ সম্পর্কে একটি আলোচনা হয়েছিল……ঐ আলোচনা গুটিয়ে ফেলা হয়, যা আগেই স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল, সাধারণভাবে জাতি সত্তার প্রশ্ন নিয়ে এবং এর প্রতি আমাদের অনুসৃত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে…তরুণ ফ্রান্সের প্রতিনিধিরা (যাঁরা শ্রমিক নন) এই ঘোষণা নিয়ে এগিয়ে এলেন যে জাতিসত্তা ও এমন কি জাতিসমূহ ইত্যাদি হল "সুপ্রাচীন কুসংস্কার"। প্রুধোঁর চিন্তাধারায় প্রভাবিত স্টিরনারের মতবাদ…সমগ্র বিশ্ব অপেক্ষা করছে যতক্ষণ পর্যন্ত না ফরাসীরা সামাজিক বিপ্লবের জন্যে উপযুক্ত হয়ে উঠছে… ইংরেজরা হো হো করে হেসে উঠেছিল যখন আমি আমার ভাষণ শুরু করি এই বলে যে আমাদের বন্ধু লাফারগাঁ এবং অন্যান্যরা যাঁরা জাতিসত্তা বিষয়ক প্রশ্নকে ত্যাগ করেছেন তাঁরা আমাদের কাছে ফরাসী ভাষায় কথা বলেছেন অর্থাৎ এমন একটা ভাষা যা শ্রোতৃমণ্ডলীর ৯/১০ অংশই বুঝতে পারেন না।

আমি এ প্রস্তাবও করেছিলাম যে "জাতিসত্তাকে অস্বীকারের দ্বারা তিনি সম্পূর্ণ অচেতনভাবে উপস্থিত হলেন আদর্শ ফরাসী জাতির দ্বারা ওদের আত্মভূত হয়ে যাওয়া অনুধাবন করতে।"

মার্কসের এই সমস্ত বিশ্লেষণমূলক মন্তব্য থেকে যে সিদ্ধান্তে আসা যায় তা অত্যন্ত স্বচ্ছ: শ্রমজীবী শ্রেণী জাতীয় প্রশ্নে অন্ধভক্তি দেখাতে আসবে সকলের শেষে যেহেতু পুঁজিবাদের বিকাশ সমস্ত জাতিকে আবশ্যিকরূপে স্বাধীন জীবনে অনুপ্রাণিত করে তোলে না। কিন্তু যে জাতীয় গণ-আন্দোলন

ওরা একদিন গড়ে তুলেছিল তাকে মুছে ফেলতে এবং এর মধ্যে যা কিছু প্রগতিশীল তাকে সমর্থন না করার অর্থ হল জাতিগত কুসংস্কার নিয়ে দালালি করা অর্থাৎ নিজের জাতিকে একটি আদর্শ জাতি বলে স্বীকার করা ( অথবা আমরা যোগ করতে পারি যে একটি রাষ্ট্র গঠনের সবপ্রকার সুযোগের একমাত্র অধিকারী )।*

আয়ারল্যাণ্ডের প্রশ্নে আমাদের ফিরে আসা যাক। এই প্রশ্নে মার্কসের অবস্থান সুপরিস্ফুট হয়েছে তাঁর পত্রাবলী থেকে উদ্ধৃত নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ :

"আমি ইংরেজ শ্রমিকদের এই বিক্ষোভকে ফেনিয়ান মতবাদের অনুকূলে ফেরাবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি···আমি ভাবতাম ইংলণ্ড থেকে আয়ারল্যাণ্ডের বিচ্ছিন্নতা অসম্ভব। এখন আমি ভাবছি যে এটা অবশম্ভাবী যদিও বিচ্ছিন্নতার পর যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উদ্ভব হতে পারে" ১৮৬৭ সালের ২রা নভেম্বর মার্কস যা লিখেছিলেন তা হল এই।

সেই বছরই, ৩০শে নভেম্বর তারিখের চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন : "···ইংরেজ শ্রমিকদের আমরা কী পরামর্শ দেব ? আমার মতে ওরা অবশ্যই ইউনিয়ন বাতিল করবে [ ইংলণ্ডসহ আয়ারল্যাণ্ড অর্থাৎ ইংলণ্ড থেকে আয়ারল্যাণ্ডের বিচ্ছিন্নতা ] ( সংক্ষেপে ১৭৮৩ সালের ঘটনা কেবলমাত্র গণতন্ত্রমুখী করেছিল এবং কালের গতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল ) ওদের ইস্তেহারের একটি ধারাকে! এটাই হল একমাত্র বৈধ এবং সেইজন্যেই আইরিশদের মুক্তির সম্ভাব্য রূপ যা স্বীকৃত হতে পারে একটি ইংরেজ পার্টির কর্মসূচীতে। অভিজ্ঞতা অবশ্যই পরবর্তীকালে দেখাবে দুটো দেশের মধ্যে নিতান্তই একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে কি না···

আইরিশদের যা প্রয়োজন তা হল :

"( ১ ) আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার এবং ইংলণ্ড থেকে বিচ্ছিন্নতা ;

"( ২ ) একটি কৃষি বিপ্লব···"

মার্কস আইরিশ প্রশ্নে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং জার্মান

* তুলনীয় : ১৮৬৭ সালের ৩রা জুন এঙ্গেলসের কাছে লেখা মার্কসের চিঠিটাও "···দ্য টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত প্যারিসের চিঠি পড়ে আমি প্রচুর আনন্দ পেয়েছি এবং প্যারিসিয়দের রাশিয়া বিরোধী ও পোলিশদের অনুকূলে চীৎকার সম্বন্ধে জানতে পেরেছি...মিঃ প্রুধোঁ এবং তাঁর মতবাদে বিশ্বাসী চক্রটিই ফরাসী জনসাধারণ নয়।"

শ্রমিক সংঘের কাছে এই বিষয়ে প্রায় দেড় ঘন্টা বক্তৃতা করেছিলেন (১৭ই ডিসেম্বর, ১৮৬৭ সালের চিঠি) ১৮৬৮ সালের ২০শে নভেম্বর তারিখে লিখিত একটি চিঠিতে এঙ্গেলস "ইংরেজ শ্রমিকদের মধ্যে আইরিশদের প্রতি ঘৃণা" সম্পর্কে বলেছিলেন এবং প্রায় এক বছর পর (১৮৬৯ সালের ২৪শে অক্টোবর) এই বিষয়ে পুনরায় ফিরে এসে তিনি লিখেছিলেন :

"It n'y a qu'un pas [একটি মাত্র পদক্ষেপ] আয়ারল্যাণ্ড থেকে রাশিয়া......আইরিশ ইতিহাসে দেখা যায় একটি জাতির পক্ষে অপর একটি জাতিকে অধীনস্থ করে রাখা কী দুর্ভাগ্যজনক। ইংরেজদের সর্বপ্রকার ঘৃণ্য কার্যাবলীর উৎস হল আইরিশদের বসতি অঞ্চল। ক্রমওয়েলের রাজত্বকালের মধ্যে দিয়ে পথ করে যাওয়া আমার এখনও বাকি তবে এইটুকু আমার কাছে সুনিশ্চিত বলে বোধ হয় যে ঘটনাগুলো ইংলণ্ডে আরেকটি মোড় নিত কিন্তু আয়ারল্যাণ্ডে সামরিক শাসনের প্রয়োজনীয়তার জন্যে এবং সেখানে একটি নতুন অভিজাততন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে তা হয়ে ওঠে নি।"

প্রসঙ্গক্রমে ১৮৬৯ সালের ১৮ই আগস্ট এঙ্গেলসের কাছে লেখা মার্কসের চিঠিটার উপর দৃষ্টি দেওয়া যাক।

"পোসেনের পোলিশ শ্রমিকরা ধর্মঘটকে একটি সাফল্যজনক সমাপ্তিতে এনে দাঁড় করিয়েছে, বার্লিনে ওদের সহযোগীদের সাহায্যে। মঁসিয়ে লা ক্যাপিটালের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম—ক্ষুদ্রতর আকারের ধর্মঘটও হল শান্তি সম্পর্কে বুর্জোয়া ভদ্রলোকদের মুখনিঃসৃত অলঙ্কারপূর্ণ বুলির চাইতে জাতীয় সংস্কার থেকে মুক্ত হবার আরও গুরুত্বপূর্ণ পথ।"

আন্তর্জাতিকে আইরিশ প্রশ্নে মার্কস অনুসৃত নীতিকে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ থেকে বিচার করা যেতে পারে :

১৮৬৯ সালের ১৮ই নভেম্বর মার্কস, এঙ্গেলসকে লিখেছিলেন যে তিনি আন্তর্জাতিক পরিষদে আইরিশদের ক্ষমা প্রদর্শনের প্রশ্নে বৃটিশ মন্ত্রিসভার দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়ে দেড় ঘন্টা ধরে বক্তৃতা করেছেন এবং নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রস্তাব করে গেছেন :

এই প্রস্তাব গৃহীত হল,

"যে আইরিশ দেশপ্রেমিকদের মুক্তির দাবীর উত্তরে মিঃ গ্ল্যাডস্টোন ইচ্ছাকৃত ভাবেই আইরিশ জাতিকে অপমান করেছেন;

যে তিনি রাজনৈতিক ক্ষমার সঙ্গে শর্ত জুড়েছেন যা বিপথে চালিত সর-

কারের কার্যাবলীর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে অসম্মানজনক এবং ওরা যে দেশের অধিবাসী তাদের কাছেও ;

যে তিনি দায়িত্বপূর্ণ অবস্থানের প্রান্তে অবস্থান করে প্রকাশ্যে এবং সোৎসাহে আমেরিকান দাস-মালিকদের বিদ্রোহের প্রতি উল্লাস প্রকাশ করেছিলেন, তিনি আইরিশ জনগণের কাছে পূর্ণ বশ্যতা স্বীকারের মতবাদ প্রচার করার জন্যে নেমে আসেন ;

যে আইরিশদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের প্রশ্ন প্রসঙ্গে তাঁর সমগ্র আচরণ হল সেই "সাম্রাজ্য জয় করার নীতির"ই প্রকৃত ও অকৃত্রিম ফসল যার তীব্র নিন্দা করে মিঃ গ্ল্যাডস্টোন প্রশাসন থেকে তাঁর টোরি প্রতিদ্বন্দ্বীদের হটিয়েছিলেন ;

যে আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সংঘের সাধারণ পরিষদ আইরিশ জনগণ তেজোপূর্ণ, সুদৃঢ় ও মহান হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে যে ভাবে ক্ষমা প্রদর্শনের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন তার সপ্রশংস উল্লেখ করছে ;

যে এই প্রস্তাব শ্রমজীবী সংঘ সমূহের সমস্ত শাখায় পাঠানো হোক যারা ইউরোপ ও আমেরিকার আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত"।

১৮৬৯ সালের ১০ই ডিসেম্বর মার্কস লিখেছিলেন তাঁর লেখা আইরিশ প্রশ্ন সম্পর্কে প্রবন্ধ যা আন্তর্জাতিক পরিষদে পঠিত হবে তার সঙ্গে নিম্নোক্ত কথাগুলোও যুক্ত থাকবে।

"আয়ারল্যাণ্ডের জন্যে আন্তর্জাতিক ও মানবিক সুবিচার সম্পর্কে যত কথা আছে তা বাদ দিয়ে—যা আন্তর্জাতিক পরিষদে মেনে নেওয়াহয়েছে—ইংরেজ শ্রমজীবী শ্রেণীর প্রত্যক্ষ ও চূড়ান্ত স্বার্থ হল আয়ারল্যাণ্ডের সঙ্গে তাদের বর্তমান সম্পর্কচ্ছেদ করা। এটাই হল আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস, এবং যুক্তি আছে যা আংশিকভাবে আমি ইংরেজ শ্রমিকদের বলতে পারি না। বহুদিন ধরে আমি বিশ্বাস করছি যে ইংরেজ শ্রমজীবী শ্রেণীর ক্রমোন্নতি আইরিশ রাজত্বকে উচ্ছেদ করতে সক্ষম হবে। নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউনে [একটি আমেরিকান পত্রিকা, যে পত্রিকায় বহুদিন ধরে মার্কসের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে] আমি সর্বদা এই অভিমতই প্রকাশ করে এসেছি। গভীরতর অনুশীলন এখন আমার কাছে বিপরীতটিকেই সত্য বলে তুলে ধরছে। ইংরেজ শ্রমজীবী শ্রেণী কখনই কিছু অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ওরা আয়ারল্যাণ্ড থেকে মুক্ত হচ্ছে......ইংলণ্ডে ইংরেজদের প্রতিক্রিয়ার মূলে ছিল আয়ারল্যাণ্ডকে অধীনস্থ করে রাখা।

আইরিশ প্রশ্নে মার্কসের নীতি এখন পাঠকদের কাছে সম্পূর্ণ পরিষ্কার হওয়া উচিত।

"কল্পনাবিলাসী মার্কস এতই "অবাস্তব ধর্মী" ছিলেন তিনি আয়ারল্যাণ্ডের বিচ্ছিন্নতার সপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন যা অর্দ্ধশতাব্দী পরেও কার্যকর হয় নি।

কিসের থেকে মার্কসের নীতির উদ্ভব এবং এটা কি ভুল ছিল না ?

প্রথমে মার্কস ভেবেছিলেন যে নির্যাতিত জাতির জাতীয় আন্দোলনের দ্বারা আয়ারল্যাণ্ডের মুক্তি অর্জিত হবে না, মুক্তি অর্জিত হবে নির্যাতনকারী জাতির শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনের দ্বারা। মার্কস জাতীয় আন্দোলনকেই চূড়ান্ত বলে মনে করেন নি, তিনি যা ভেবেছিলেন তা হল একমাত্র শ্রমজীবী শ্রেণীর জয়লাভেই সমগ্র জাতির পূর্ণ মুক্তি অর্জন সম্ভব হবে। নির্যাতিত জাতিসমূহের বুর্জোয়া মুক্তি আন্দোলন এবং নির্যাতনকারী জাতিসমূহের প্রোলেতারীয় শ্রেণীর মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সম্পর্ককে আগেভাগেই হিসাব করা অসম্ভব ( এই সমস্যাটিই আজ রাশিয়ার জাতীয় প্রশ্নকে এত জটিল করে তুলেছে )।

যাইহোক ঘটনাটা এইরকম ঘটেছিল ; ইংরেজ শ্রমজীবী শ্রেণী বেশ কিছু কাল ধরে উদারনৈতিকদের প্রভাবাধীন হয়ে পড়েছিল, উদারনৈতিকদের একটা উপাঙ্গে পরিণত হয়েছিল এবং একটি উদার শ্রমনীতি গ্রহণ করে নিজেদের নেতৃত্বহীন করে ফেলেছিল। আয়ারল্যাণ্ডে বুর্জোয়া মুক্তি আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠল এবং একটি বিপ্লবী আকার গ্রহণ করল। মার্কস তাঁর অভিমতকে পুনর্বিবেচনা করলেন এবং সংশোধন করলেন। "একটি জাতির পক্ষে অপর একটি জাতিকে অধীনস্থ করে রাখা কী দুর্ভাগ্যজনক।" ইংরেজ শ্রমজীবীরা কখনই স্বাধীন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আয়ারল্যাণ্ড ওদের কাঁধ থেকে নেমে যাচ্ছে। ইংলণ্ডের প্রতিক্রিয়া শক্তি অর্জন করছে এবং সমর্থিত হচ্ছে আয়ারল্যাণ্ডকে দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ রাখার চিন্তা দিয়ে ( ঠিক রাশিয়াতে যেমন বেশ কয়েকটা জাতিকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখার চিন্তা দিয়ে প্রতিক্রিয়া সমর্থিত হয়েছিল। )

আন্তর্জাতিকে "আইরিশ জাতি" ও "আইরিশ জনগণ সম্পর্কে সহানুভূতি-সূচক প্রস্তাব পেশ করার সময় ( চতুর L. VI সম্ভবতঃ নগণ্য মার্কসকে শ্রেণী সংগ্রাম ভুলে যাওয়ার জন্যে ভৎর্সনা করেছিলেন) মার্কস ইংলণ্ড থেকে আয়ার-

ল্যাণ্ডের বিচ্ছিন্নতার পক্ষে ওকালতি করেছিলেন, "যদিও বিচ্ছিন্নতার পক্ষে সেখানে কোন এক প্রকারের যুক্তরাষ্ট্রীয় উদ্ভব হতে পারে।"

মার্কসের এই সিদ্ধান্তের তত্ত্বগত ভিত্তি কি ছিল? ইংলণ্ডে বুর্জোয়া বিপ্লব পরিণতি লাভ করেছে বহু পূর্বে। কিন্তু আয়ারল্যাণ্ডে তা এখনও সম্পূর্ণ রয়ে গেছে; ইংরেজ উদারনৈতিকদের সংস্কারের দ্বারা, প্রায় অর্ধশতাব্দী পর, সবে মাত্র তা পরিণতির দিকে এগোচ্ছে। যে মুহূর্তে মার্কস আশা করেছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তেই যদি ইংলণ্ডে পুঁজিবাদের উৎখাত ঘটত, তাহলে আয়ারল্যাণ্ডে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ও সাধারণ জাতীয় আন্দোলনের কোন সুযোগই থাকত না। কিন্তু যেহেতু এটা উপস্থিত হয়েছে তাই মার্কস ইংরেজদের একে সমর্থন করতে বলেছেন, এর মধ্যে একটা বিপ্লবী গতি সঞ্চার করতে বলেছেন এবং তাদের নিজেদের স্বাধীনতার স্বার্থে একে সফলতার দিকে নিয়ে যেতে বলেছেন।

১৮৬০ সালে ইংলণ্ডের সঙ্গে আয়ারল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক বন্ধন অবশ্য রাশিয়ার সঙ্গে পোল্যাণ্ডের ও উক্রাইনের বর্তমান বন্ধনের চাইত ঘনিষ্ঠতর ছিল। আয়ারল্যাণ্ডের বিচ্ছিন্নতার অকার্যকরতা ও অপ্রায়োগিকতা (যদি কেবলমাত্র ভৌগোলিক অবস্থান ও ইংলণ্ডের প্রভূত ঔপনিবেশিক শক্তির জন্যে) ছিল খুবই সুস্পষ্ট। যদিও নীতিগত ভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিরোধী, তবুও মার্কস এই ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয়* ব্যবস্থার সম্ভাব্যতা অনুমোদন

---

* কথা প্রসঙ্গে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এটা দেখতে পাওয়া কঠিন নয় কেন, "আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের অর্থ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অথবা স্বায়ত্তশাসন নয় (যদিও অনপেক্ষভাবে বললে উভয়েই আত্মনিয়ন্ত্রণের শ্রেণীতে পড়ে)। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গঠনের অধিকার একটি অর্থহীন কথা, কারণ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অর্থ হল একটা দ্বিপাক্ষিক চুক্তি। একটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে মার্কসবাদীরা সাধারণভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সমর্থনকে তাঁদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন না। স্বশাসনের প্রশ্নে মার্কসবাদীরা সমর্থন করেন, স্ব-শাসনের অধিকারকে নয়, স্ব-শাসনকে একটি মিশ্র জাতীয় গঠন সহ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সবজনীন সাধারণনীতি হিসাবে এবং বহু বিচিত্র ভৌগোলিক ও অন্যান্য কারণসহ। ফলে জাতির স্ব-শাসনের অধিকারের স্বীকৃতি হয়ে দাঁড়ায় "জাতি সমূহের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গঠনের অধিকারের" মতই অবাস্তব।

করেছিলেন, একমাত্র কারণ হল যদিও এর দ্বারা একটি বিপ্লবী পথে, সংস্কারবাদী পথে নয়, ইংলণ্ডের শ্রমজীবী শ্রেণীর সমর্থন পুষ্ট হয়ে আয়ারল্যাণ্ডের ব্যাপক জনগণের আন্দোলনের মাধ্যমে আয়ারল্যাণ্ডের মুক্তি অর্জিত হয়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ঐতিহাসিক সমস্যার এই একটিমাত্র সমাধানই প্রোলেতারিয়েতের স্বার্থ রক্ষার শ্রেষ্ঠতম উপায় এবং দ্রুত সামাজিক প্রগতির পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক।

কিন্তু ঘটনাগুলো ঘটল অন্য রকম। আইরিশ ও ইংরেজ এই উভয় জাতির প্রোলেতারিয়েতই দুর্বল প্রমাণিত হল।

কেবলমাত্র এখনই ইংরেজ উদারনৈতিক ও আইরিশ বুর্জোয়াদের মধ্যে একটা নোংরা লেনদেনের মাধ্যমে আইরিশ সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে (অলস্টারের দৃষ্টান্তই দেখায় কী কঠিন) ভূমি সংস্কার (ক্ষতিপূরণ সহ) এবং হোমরুলের (এখনও চালু হয় নি) মাধ্যমে।

বেশ, তারপর? তাহলে কি এই বুঝতে হবে যে মার্কস ও এঙ্গেলস কল্পনাবিলাসী ছিলেন এবং তাঁরা অকার্যকর জাতীয় দাবী উত্থাপন করেছেন অথবা তাঁরা নিজেদের আইরিশ পাতি-বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত হতে দিয়েছেন (কারণ ফেনিয়ান আন্দোলনের পাতি-বুর্জোয়া চরিত্র সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই)।

না, আইরিশ প্রশ্নেও মার্কস ও এঙ্গেলস সুপরিকল্পিত ভাবে একটি প্রোলেতারীয় নীতি অনুসরণ করেছেন যা জনগণকে প্রকৃতই গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মূল ধ্যান-ধারণায় শিক্ষিত করে তুলেছিল। একমাত্র এই ধরনের একটি নীতিই ইংলণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডকে সংস্কার সাধনের ক্ষেত্রে অর্ধশতাব্দী-কাল সময়ের অপচয় রোধ করতে সক্ষম করত এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের খুশী করার জন্যে উদারনৈতিকদের দ্বারা এই সব সংস্কার বিনষ্ট করার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারত।

আইরিশ প্রশ্নে মার্কস ও এঙ্গেলসের নীতি জাতীয় আন্দোলনের প্রতি নির্যাতনকারী রাষ্ট্রের প্রোলেতারিয়েতের দৃষ্টিভঙ্গী কী হবে তার একটা চমৎকার দৃষ্টান্তরূপে কাজ করে, এটা এমন একটা দৃষ্টান্ত যা তার অসীম কার্যকরী গুরুত্বের কিছুই নষ্ট করে নি। "ক্রীতদাস সুলভ দ্রুততার" বিরুদ্ধে এটা কাজ করে একটা হুশিয়ারীর মত যার সাহায্যে সমস্ত দেশের ফিলিস্তিনীয়রা, ভাষা ও বর্ণ নির্বিশেষে, রাষ্ট্রীয় সীমানা পরিবর্তনের চিন্তাকে

অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে "ইউটোপীয়" এই আখ্যা দিতে চায়, যে রাষ্ট্রীয় সীমানা ওরা প্রতিষ্ঠিত করেছিল একটি রাষ্ট্রের জমিদার ও বুর্জোয়াদের হিংসাত্মক কার্যাবলী ও সুবিধার দ্বারা।

আইরিশ এবং ইংরেজ প্রোলেতারিয়েত যদি মার্কসের নীতি গ্রহণ না করতেন এবং আয়ারল্যাণ্ডের বিচ্ছিন্নতাকে স্লোগান হিসেবে না তুলতেন তাহলে এটা পরিণত হত একটি নিকৃষ্টতম সুবিধাবাদে, গণতন্ত্রী এবং সমাজ-তন্ত্রীদের কর্তব্যে অবহেলার মত এবং এর দ্বারা সুবিধা দেওয়া হত ইংরেজ প্রতিক্রিয়াশীলদের এবং বুর্জোয়াদের।

১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারী-মে মাসে লিখিত।
১৯১৪ সালের এপ্রিল-জুন মাসে *প্রসভেসচেনিয়ে* নামক পত্রিকার ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ২০, পৃঃ ৪৩৫-৪২

৩

দ্বিতীয় যুগারম্ভ অথবা পত্রিসভের কথায় "পঁয়তাল্লিশ বছরের একটি কাল পর্ব" (১৮৭০-১৯১৪), তাঁর দ্বারা অসম্পূর্ণভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে। সেই অসম্পূর্ণতাই হল ত্রুটি যা ট্রটস্কি একই কাল সম্পর্কে জার্মান ভাষায় রচিত গ্রন্থে যে বিশিষ্টতা দান করতে চেয়েছেন তার মধ্যে নিহিত আছে। যদিও তিনি পত্রিসভের বাস্তব সিদ্ধান্তগুলো সম্পর্কে একমত নন (এটা অবশ্য পূর্বোক্ত ব্যক্তির কৃতিত্বের পরিচায়ক)। উভয় লেখকই পরস্পরের এত নিকটবর্তী থাকার কারণ অনুধাবন করতে সক্ষম হন নি অবশ্য একটি বিশেষ অর্থে।

এখানে পত্রিসভ এই যুগারম্ভ সম্বন্ধে লিখছেন যাকে আমরা কালকের দ্বিতীয় বলে থাক।

> "ক্রিয়া কর্ম ও সংগ্রামের সুবিস্তৃত নিয়ন্ত্রণ এবং সর্বব্যাপক ক্রমান্বয়তা—কালের এই সব লক্ষণ যা কোন কোন ব্যক্তির দ্বারা একটা নীতিতে উন্নীত হয়েছে, তা অন্যান্যের কাছে তাদের জীবনের একটা সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে এবং তাই তাদের মনোভাবের অংশ ও আদর্শবাদের ছায়ায় পরিণত হয়েছে" "বাধাহীন ও সতর্ক অগ্রগতির জন্যে এব (এই যুগের) গুণগত দিকের বিপরীতে ছিল, প্রথমতঃ যে কোন বিপর্যয়কর অবস্থা এবং ধারাবাহিকতার ছেদের সঙ্গে মানিয়ে চলার সুস্পষ্ট অনিচ্ছা প্রকটিত ছিল এবং দ্বিতীয়তঃ জাতীয় ক্রিয়াকর্মের পরিসরের মধ্যে অস্বাভাবিক বিচ্ছিন্নতা—অর্থাৎ জাতীয় পরিবেশের মধ্যে...। বিপ্লবও নয়, যুদ্ধও নয়...। গণতন্ত্র হয়ে উঠল আরও কার্যকরী জাতীয় বৈশিষ্ট্যমূলক, যতদিন এর

যুদ্ধাবস্থা চলল এবং ঐ স্তরে দীর্ঘদিন ধরে অবস্থান করতে লাগল ইউরোপীয় ইতিহাসের যাদু যা ইউরোপের অভ্যন্তরে আন্তর্জাতিক বিরোধের কোন খবরই জানত না এবং ফলে জাতীয় রাষ্ট্র পরিসীমার বাইরে কোন অশান্তির অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নি এবং যার জন্যে সাধারণ ইউরোপীয় অথবা বিশ্ব পর্যায়ে কোন গভীর আগ্রহ বোধ করে নি।"

এই বিশিষ্টতা দানের প্রধান ত্রুটি হল, এই যুগ সম্বন্ধে ট্রটস্কির বিশিষ্টতা দানের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে, আধুনিক গণতন্ত্রের ভেতরকার বিরোধকে স্বীকার বা অনুধাবন করার অনিচ্ছা, যা গড়ে উঠেছে পূর্বে বর্ণিত ভিত্তির ওপর। এই ধারণা প্রকাশ পায় যে আলোচ্য যুগের সমকালীন গণতন্ত্র একটি সম্পূর্ণ একক হিসেবেই রয়ে গেছে, সাধারণভাবে যাকে বলা চলে ক্রমান্বয়তার দ্বারা সম্পৃক্ত ছিল, জাতীয়তাবাদের দিকে ঝুঁকেছিল, ধীরে ধীরে ক্রমান্বয়তার ভঙ্গ ও বিপর্যয় থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে যার ফলে তুচ্ছ ও ছত্রাকে আবৃত হয়ে পড়েছে।

বাস্তব ক্ষেত্রে এরকম ঘটতে পারত না পাশাপাশি পূর্বোক্ত প্রবণতাগুলোর সঙ্গে অন্যান্য বিপরীত ঝোঁকও কার্যকরী থাকত: দিনে দিনে শ্রমজীবী শ্রেণীর জীবনে আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রভাবে পরিবর্তন সঞ্চারিত হচ্ছিল—শহরগুলো আরও অধিক পরিমাণে মানুষকে আকর্ষণ করেছিল এবং সমগ্র বিশ্বের বৃহদাকার শহরগুলোর জীবনধারণের অবস্থা একই ধাঁচের হয়ে উঠছিল; পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ ঘটেছিল এবং বড় বড় কলকারখানাগুলোতে শহুরে মানুষ ও গেঁয়ো মানুষ, স্থানীয় ও বিদেশী, উভয়েরই মিশ্রণ ঘটেছিল। শ্রেণী বিরোধিতা আরও তীব্রতর হয়ে উঠছিল; নিয়োগকারীদের সংগঠন আরও বেশী চাপ দিচ্ছিল শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর ওপর, আরও তিক্ত ও তীব্রতর সংগ্রাম গড়ে উঠছিল, দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্যাপক আকারের ধর্মঘট; জীবনধারণের ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং লগ্নী পুঁজির চাপ অসহনীয় হয়ে উঠছিল।

প্রকৃতপক্ষে ঘটনাসমূহ পত্রিসভ বর্ণিত ধারা অনুসরণ করে নি। এটা আমরা সুস্পষ্ট রূপে জানি। আলোচনার অন্তর্ভুক্ত কালপর্বে, ইউরোপের প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে, আক্ষরিক অর্থে কেউই সমকালীন গণতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ পরস্পর বিরোধী প্রবাহের সংগ্রাম থেকে স্বতন্ত্র

থাকতে পারেন নি। প্রতিটি বৃহৎ রাষ্ট্রে এই সংগ্রাম কখনও কখনও বিচ্ছিন্নতা সহ চরম হিংসাত্মক আকার ধারণ করেছে, সাধারণভাবে ঐ যুগের "শান্তিপূর্ণ," "মন্থর," ও নিদ্রালু বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও। এই পরস্পর বিরোধী প্রবাহ সর্ব স্তরের জীবন ও আধুনিক গণতন্ত্রের সর্বপ্রকার সমস্যাকে প্রভাবিত করেছে এমন কি একেও বাদ দেয় নি যেমন, বুর্জোয়াদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী, উদারনৈতিকদের সঙ্গে মৈত্রী, যুদ্ধের ব্যয় সংকুলানের জন্যে ভোট, সেইসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীকেও যেগুলো ঔপনিবেশিক নীতি, সংস্কার, অর্থনৈতিক সংগ্রামের চরিত্র এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহের নিরপেক্ষতা ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

"সর্বব্যাপক ক্রমান্বয়বাদ" কোনক্রমেই সমগ্র সমকালীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রধান প্রবণতা রূপে দেখা দেয় নি, পত্রিসভ ও ট্রটস্কির লেখা থেকে এটাই অনুমিত হয়। না, এই ক্রমান্বয়বাদ সুনির্দিষ্টরূপে একটি রাজনৈতিক ঝোঁকের আকার ধারণ করছিল যা সেই সময় সৃষ্টি করেছিল স্বতন্ত্রগোষ্ঠী এবং কখনও কখনও ইউরোপের আধুনিক গণতন্ত্রের মত স্বতন্ত্র পার্টি।

এই ঝোঁকের পেছনে ছিল নেতৃবর্গ, সংবাদ মুখপত্র, নীতি এবং এর নিজস্ব বিশিষ্ট এবং বিশেষভাবে সংগঠিত পদ্ধতি যার দ্বারা ব্যাপক মানুষকে প্রভাবিত করা যায়। অধিকন্তু, এই ঝোঁক আরও অধিক পরিমাণে নির্ভর করে গড়ে উঠছিল এবং শেষ পর্যন্ত দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করল ঐ সময়ের গণতন্ত্রের অভ্যন্তরে একটি সুনির্দিষ্ট সামাজি স্তরের ওপর।

"সর্বব্যাপক ক্রমান্বয়বাদ" স্বাভাবিক ভাবেই গণতন্ত্রের নীচের স্তরে আকর্ষণ করল বেশ কিছু সংখ্যক পাতি-বুর্জোয়া সহযাত্রীকে ; অধিকন্তু একটি সুনির্দিষ্ট পাতিবুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গীকে, ফলে একটি পাতি-বুর্জোয়া রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী হয়ে দাঁড়াল একটি সুনির্দিষ্ট স্তরের সংসদ সদস্য, সাংবাদিক, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকদের কাছে নিয়মস্বরূপ ; শ্রমজীবী শ্রেণীর এক ধরনের আমলাতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্র জন্মলাভ করছিল সুস্পষ্টরূপে ও জোরদার ভাবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন উপনিবেশ অধিকার ও ঔপনিবেশিক অধিকারের বিস্তৃতির কথা। পূর্বে আলোচিত যুগ ও অধিকাংশ বৃহৎ রাষ্ট্রের এগুলোই ছিল সন্দেহাতীত বৈশিষ্ট্য। অর্থ নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ কী ? এর অর্থ বুর্জোয়াদের জন্যে অতি মুনাফা ও বিশেষ সুবিধা। অধিকন্তু, এর অর্থ ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু পাতিবুর্জোয়া, স্বচ্ছল অবস্থার কর্মচারী, শ্রমিক আন্দোলনের

কর্মকর্তাদের পক্ষে এই বড় কেকের টুকরোর স্বাদ গ্রহণের সম্ভাবনা। বৃটেনের শ্রমিকশ্রেণীর নগণ্য সংখ্যালঘু অংশ কর্তৃক বিশেষ সুবিধা ও উপনিবেশ থেকে আহৃত সুবিধার ক্ষুদ্রাংশ ভোগ তো একটা সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাপার, মার্কস ও এঙ্গেলস যাকে স্বীকার করেছেন এবং উল্লেখও করেছেন। এই ব্যাপারটা যা পূর্বে কেবলমাত্র বৃটেনেই সীমাবদ্ধ ছিল তা এখন ইউরোপের সমস্ত বড় বড় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে ওদের ঔপনিবেশিক অধিকারের বিস্তারলাভের সঙ্গে সঙ্গে এবং সাধারণ ভাবে পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী কালপর্ব যখন গড়ে উঠতে লাগল এবং বিকশিত হতে থাকল।

এক কথায়, দ্বিতীয় যুগের ( যা গতকালকার ) "সর্ব ব্যাপক ক্রমন্বয়বাদ শুধুমাত্র "ক্রমন্বয়তার মধ্যে কোন ভাঙনের সঙ্গে নির্দিষ্ট আপসহীনতাই সৃষ্টি করেনি", পত্রিসভের ধারণা অনুযায়ী, ট্রটস্কির অনুমান অনুযায়ী কতকগুলো "সম্ভাব্যবাদী" ঝোঁকই সৃষ্টি করে নি, সৃষ্টি করেছে আজকের গণতন্ত্রের মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট সামাজিক স্তরের উপর ভিত্তি করে সামগ্রিক ভাবে একটা সুবিধাবাদী ঝোঁক এবং ওদের নিজস্ব জাতীয় চিন্তাধারার অনুসারী বুর্জোয়াদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেছে সংখ্যাহীন সাধারণ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ দিয়ে—এমন একটা ঝোঁক যা সরাসরি ভাবে, খোলাখুলি ভাবে, সচেতন ভাবে ও ধারাবাহিক ভাবে "ক্রমান্বয়তার মধ্যে ভাঙনের" বিরোধী।

ট্রটস্কির বেশ কয়েকটা কৌশলগত ও সাংগঠনিক ত্রুটি ( পত্রিসভ সম্পর্কে কিছু না কিছু বলার জন্যে ) সৃষ্টি হয়েছে এই ভয় থেকে, অথবা সুবিধাবাদী ঝোঁক কর্তৃক অর্জিত পরিপক্কতা এবং আমাদের কালের জাতীয় উদারনৈতিক-দের ( অথবা সমাজতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী ) সঙ্গে নিবিড় ও অচ্ছেদ্য সম্পর্ককে স্বীকার করতে অক্ষমতা বা অনিচ্ছার জন্যে।

প্রকৃতপক্ষে এই "পরিপক্কতা" ও অচ্ছেদ্য সম্পর্ককে স্বীকার করার অক্ষমতা অন্ততঃপক্ষে নিয়ে যায় একটা চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা ও আশাহীনতার মধ্যে প্রধান সমাজতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী অশুভ শক্তির মুখোমুখি। (জাতীয় উদারনৈতিক)।

সমাজতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী ও সুবিধাবাদের মধ্যে সম্পর্ক সাধারণভাবে অস্বীকৃত হয়েছিল পত্রিসভ, মার্তভ, অ্যাক্সেলরড, ভি. কসোভস্কি এবং ট্রটস্কি কর্তৃক, ( কসোভস্কি যুদ্ধের জন্যে ঋণ সংগ্রহের জন্যে জার্মান গণতান্ত্রিক

জাতীয় উদারনৈতিকদের ভোটের যৌক্তিকতার সপক্ষে আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন)।

ওদের প্রধান "যুক্তি" হল এই যে "সুবিধাবাদের পথে" গতকালের গণতন্ত্রের বিভাজনের মধ্যে কোন পূর্ণ মিল নেই এবং "সমাজতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী পথে" আজকের বিভাজনের মধ্যেও কোন সম্পূর্ণ মিল নেই। আমরা এক্ষুনি দেখাব যে ঐ যুক্তি ঘটনার দিক থেকে অসত্য ছিল এবং দ্বিতীয়ত; এটা পুরোপুরি ভাবে একপেশে, অসম্পূর্ণ এবং মার্কসবাদী নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে অসমর্থনীয়। ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী এক পক্ষ থেকে অপর পক্ষে যেতে পারেন, এটা কেবলমাত্র সম্ভবই নয়, যে কোন বৃহৎ সামাজিক অভ্যুত্থানের মধ্যে অবশ্যম্ভাবীও বটে; যাই হোক এর সব কিছুই সুনির্দিষ্ট ঝোঁকগুলোর আদর্শগত সম্পর্ক, কোন সুনির্দিষ্ট ঝোঁকের প্রকৃতি অথবা ওদের শ্রেণীগত গুরুত্বকে প্রভাবিত করে না। এইসব বিচার বিবেচনা এত পরিচিত ও তর্কাতীত বলে মনে হতে পারে যার ফলে এদের উপর এত জোর দিতে হয় বলে যে কেউ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু পূর্বোক্ত লেখকবৃন্দ এইসব বিবেচনা দেখতে পান নি। সুবিধাবাদের মৌল শ্রেণীগত গুরুত্ব—অথবা অন্যভাবে এর সামাজিক-অর্থনৈতিক বিষয়বস্তু—নিহিত আছে আজকের দিনের গণতন্ত্রের কয়েকটি নির্দিষ্ট উপাদানের মধ্যে যা বেশ কয়েকটা স্বতন্ত্র বিষয়ে বুর্জোয়াদের হস্তগত (প্রকৃতপক্ষে, যদিও সম্ভবতঃ অচেতন ভাবে)। সুবিধাবাদ হল উদার শ্রমনীতিরই সমগোত্রীয়। যিনি এই সমস্ত শব্দের মধ্যে গোষ্ঠীগত চেহারা ফুটে ওঠায় ভীত, তিনি যদি মার্কস, এঙ্গেলস ও কাউৎস্কির অভিমতগুলো পাঠ করার কষ্ট স্বীকার করেন তাহলে তিনি ভাল করবেন (শেষোক্ত জন কি শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা নন যা সুবিধাবাদী গোষ্ঠীতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী?) যাকে আমরা বৃটিশ সুবিধাবাদ বলতে পারি। এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না যে এই অধ্যয়ন উদার শ্রমনীতি ও সুবিধাবাদের মধ্যে মূলগত মিলের স্বীকৃতি দেওয়ার কাছেই নিয়ে যাবে। আজকের সমাজতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের শ্রেণীগত গুরুত্বও ঠিক ততখানি। সুবিধাবাদের মৌল চিন্তা হল বুর্জোয়া ও তার বিপরীত পৃষ্ঠের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন অথবা নিকটবর্তী হওয়া (কখনও কখনও চুক্তি. ব্লক অথবা ঐ জাতীয় কিছু গঠন করা) সমাজতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের মূলগত চিন্তাও ঠিক একই। সুবিধাবাদ ও সমাজতান্ত্রিক

জাতীয়তাবাদের মধ্যে আদর্শগত সম্বন্ধ, যোগাযোগ এবং অভিন্নতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। স্বাভাবিক ভাবেই, আমরা অবশ্যই ভিত্তি হিসাবে ধরব, ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীকে নয়, তবে সামাজিক ঝোঁকগুলোর বিষয়বস্তুর শ্রেণীগত বিশ্লেষণকে এবং ওদের অপরিহার্য ও প্রধান নীতি সমূহের আদর্শগত ও রাজনৈতিক পরীক্ষাকে।

কিছুটা পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে একই বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা জিজ্ঞাসা করব: কবে থেকে সমাজতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ উদ্ভূত হল? কেমন করে এটা গড়ে উঠল এবং পরিপক্ক হল? একে গুরুত্ব ও শক্তি দিল কে? যিনি এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে ব্যর্থ হবেন তিনি সমাজতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের অর্থ অনুধাবন করতে সম্পূর্ণ অসফল হবেন, ফলে তাঁর নিজের ও সমাজতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের মধ্যে একটি আদর্শগত ধারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন, তা সে যত জোরের সঙ্গেই তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করুন না কেন যে তিনি তা করবার জন্য সদাই প্রস্তুত। এই প্রশ্নের একটিই মাত্র উত্তর হতে পারে। সমাজতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ বিকাশ লাভ করেছে সুবিধাবাদ থেকে এবং শেষোক্তটিই একে শক্তি যুগিয়েছিল। "হঠাৎ" কি করে সমাজতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ গজিয়ে উঠল? ঠিক যেমন করে ন'মাস ধরে গর্ভধারণ করার পর "হঠাৎ" একটি শিশুর আবির্ভাব হয়। সমস্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহে সমগ্র দ্বিতীয় যুগের কালপর্বে সুবিধাবাদের বহুবিধ প্রকাশ ছিল একটি স্রোতস্বিনী স্বরূপ যা এখন হঠাৎ প্রভাবিত হচ্ছে অগভীর কিন্তু বড় আকারের সমাজতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী নদীতে (এবা আমরা বিশেষ অর্থে যুক্ত করতে পারি, ঘোলা ও নোংরা)। ন'মাস পর শিশু তার মায়ের কাছ থেকে অবশ্যই বিচ্ছিন্ন হবে, সুবিধাবাদ কল্পনায় আসার বহু দশক পর, সমাজতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ অর্থাৎ এর পাকা ফলকে অবশ্যই আজকের গণতন্ত্রের কাছ থেকে একটা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে, বিচ্ছিন্ন হতেই হবে (যা দশকগুলির তুলনায় স্বল্পকালীন)। এই সমস্ত চিন্তা ও কথা সম্পর্কে সৎ লোকেরা যে ভাবেই গালিগালাজ, ক্রোধ প্রকাশ অথবা চ্যাঁচামেচি করুন না কেন তাতে কিছু যায় আসে না। এটা অবশ্যম্ভাবী, কারণ বর্তমান কালের গণতন্ত্রের সামাজিক বিকাশ এবং তৃতীয় যুগের বস্তুগত অবস্থা থেকে এর উদ্ভব ঘটে।

কিন্তু, যদি সুবিধাবাদের অনুসৃত ধারার এবং "সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের

অনুসৃত ধারার" বিভাজন পুরোপুরিভাবে মিলে না যায় তাহলে এর দ্বারা কি প্রমাণিত হবে না যে এইসব ঘটনার মধ্যে বেশ কিছুটা সম্পর্ক নেই? সর্ব প্রথমে এই ঘটনাটি, যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এককভাবে বুর্জোয়ারা হয় সামন্ত প্রভু আর নয়ত জনগণের পক্ষাবলম্বন করেছিল, তা প্রমাণ করে না যে বুর্জোয়াদের সমৃদ্ধি ও ১৭৮৯ সালের মহান ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে কোন "সম্পর্ক ছিল না"। দ্বিতীয়তঃ সবকিছু বিচার করে দেখা যায় যে এই রকম একটা মিল আছে (আমরা বলছি একটা সাধারণ অর্থে এবং সামগ্রিক ভাবে আন্দোলন প্রসঙ্গে)। স্বতন্ত্র কোন একটি রাষ্ট্রকে না ধরে ওদের বেশ কয়েকটিকে ধরুন, ধরা যাক দশটি ইউরোপীয় রাষ্ট্র যেমন, জার্মানী, বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, রাশিয়া, ইতালী, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড এবং বালগেরিয়া। কেবলমাত্র বৃটেন, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামকে মনে হবে ব্যতিক্রম। অন্যান্যদের মধ্যে সুবিধাবাদ বিরোধী আপসহীন ঝোঁক সমাজতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ-বিরোধী ঝোঁকের জন্ম দিয়েছে। তুলনা করুন, জার্মানীতে Monatshefte[৭৪] ও তার বিরোধীদের, রাশিয়াতে নাশা দিয়েলো[৭৫] এবং তার বিরোধীদের, ইতালীতে বিসসোলাতির পার্টি এবং তার বিরোধীদের, সুইজারল্যাণ্ডে Greulich ও Grimm-এর অনুগামীদের, সুইডেনে Branting ও Hoglund, হল্যাণ্ডে Troelstra, Pannekoek এবং Gorter এবং সবশেষে বালগেরিয়াতে Obshcho Deylo-র অনুগামী ও Tesnyaki[৭৬]কে। নতুন ও পুরানো বিভাগের মধ্যে মিল হল একটা ঘটনা, পূর্ণ মিলের জন্যে ওরা সহজতম স্বাভাবিক ঘটনাবলীর মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না, ভোলগার সঙ্গে কামার মিলনের পূর্বে যতটুকু মিল ততটুকুও না এবং ভোলগা সেই মিলন বিন্দু থেকে নীচে থাকলেও না, শিশুর সঙ্গে তার পিতারও কোন সামগ্রিক মিল নেই। বৃটেনকেই যেন মনে হয় ব্যতিক্রম। বাস্তবে যুদ্ধের আগে বৃটেনে দুটি প্রধান স্রোত প্রবাহমান ছিল, এগুলি দুটি দৈনিকের সঙ্গে মিলে যায়—যাকে এইসব প্রবাহের গণ-বৈশিষ্ট্যের বস্তুগত আভাসের পরম সত্য বলে ধরা যায়—যেমন ডেইলি সিটিজেন যা কিনা সুবিধাবাদীদের সংবাদপত্র এবং ডেইলি হেরাল্ড, সুবিধাবাদ-বিরোধীদের মুখপত্র। উভয় পত্রিকাই জাতীয়তাবাদী হাওয়ার সম্পৃক্ত, কিন্তু তবুও পূর্বোক্তের অনুগামীদের এক দশমাংশের কম এবং শেষোক্তের[৭৭] অনুগামীদের ৭ অংশের বিরোধিতা প্রকাশ পেয়েছে। তুলনার স্বাভাবিক পদ্ধতি অথচ

কেবলমাত্র বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টির সঙ্গে স্বাধীন শ্রমিক পার্টির তুলনা করাটা ভুল, কারণ, সে শ্রমিক পার্টি ও ফেবিয়ানদের সঙ্গে যুক্ত শেষোক্তের একটি প্রকৃত ব্লকের অস্তিত্বকে উপেক্ষা করে। তারপর এর থেকে বেরিয়ে আসে যে দশটি রাষ্ট্রের মধ্যে কেবলমাত্র দুটি হল ব্যতিক্রম, কিন্তু এখানেও, ব্যতিক্রমগুলোও সম্পূর্ণ নয়, যেহেতু প্রবণতাগুলো স্থান পরিবর্তন করে নি; কেবলমাত্র (সুস্পষ্ট কারণের জন্যই দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন নেই) হাওয়াই সুবিধাবাদের প্রায় সমস্ত বিরোধীদের সম্পৃক্ত করেছে। এটা নিঃসন্দেহে হাওয়ার শক্তিকেই প্রমাণ করে কিন্তু কোনক্রমেই সমগ্র ইউরোপের ক্ষেত্রে পুরানো ও নতুন বিভাগের মিলকে খণ্ডন করে না।

আমাদের বলা হয়েছে, যে সুবিধাবাদের ধারায় যে বিভাগ তা সেকেলে এবং একটি মাত্র বিভাগই গুরুত্বপূর্ণ, যেমন আন্তর্জাতিকতাবাদের অনুগামী ও জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতার অনুগামীদের মধ্যে বিভাগ। এই অভিমতটি মূলগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ। "আন্তর্জাতিকতাবাদের অনুগামী" এই তত্ত্বটি বিষয়বস্তু ও অর্থ বর্জিত হয় যদি আমরা এর বাস্তব বিশ্লেষণ না করি; অবশ্য এই ধরনের বাস্তব বিশ্লেষণের দিকে যে কোন পদক্ষেপই হবে সুবিধাবাদ বিরোধিতার বৈশিষ্ট্যসমূহের বর্ণনা করা। কার্যক্ষেত্রে এটা আরও সত্য বলে প্রমাণিত হবে। একজন আন্তর্জাতিকতাবাদের অনুগামী যিনি একই সঙ্গে সুবিধাবাদের অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রতিদ্বন্দ্বী নন তাঁকে একটি অলীক ছায়া মূর্তি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। সম্ভবতঃ এই ধরনের কিছু কিছু স্বতন্ত্র ব্যক্তি আন্তরিকভাবেই নিজেদের "আন্তর্জাতিকতাবাদী" বলে মনে করেন। অবশ্য জনসাধারণকে যাচাই করা হয় তাঁরা কি বলেন তা দিয়ে নয়, তাঁদের রাজনৈতিক আচরণ দিয়ে। "আন্তর্জাতিকতাবাদীদের" রাজনৈতিক আচরণ, যাদের মধ্যে সুবিধাবাদ বিরোধী যুক্তিসম্মত চিন্তা ও দৃঢ়তা নেই তাঁরা সর্বদাই জাতীয়তাবাদী ঝোঁককেই সহায়তা করবেন। অপর দিকে জাতীয়তাবাদীরা যারা নিজেদের "আন্তর্জাতিকতাবাদী" বলে প্রচার করেন (কাউৎস্কি, লেনশ্চ, হিনশ্চ, ভ্যান্দারভেল্‌দ, হিণ্ডম্যান এবং অন্যান্যরা); তাঁরা নিজেদের শুধু এই রকম বলেই ক্ষান্ত থাকেন না, তাঁরা পুরোপুরিভাবে একটি প্রীতির সম্পর্ককে স্বীকার করেন, একটা মৈত্রী, এবং সমদৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন মানুষের একটি সঙ্ঘরূপেও মেনে নেন।

সুবিধাবাদীরা "আন্তর্জাতিকতাবাদের" বিরোধী নয়, ওরা কেবলমাত্র সুবিধাবাদীদের মধ্যে আন্তর্জাতিক চুক্তির সপক্ষে আন্তর্জাতিক অনুমোদনের অনুকূলে।

১৯১৫ সালের জানুয়ারীর পরবর্তী সময়ে লিখিত
মস্কোর 'প্রলিভ প্রকাশনার প্রথম সংগ্রহ হিসাবে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালে

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ২১, পৃঃ ১৫০-৫৭

# লণ্ডন অধিবেশন[৭৮] সম্পর্কে

আর. এস. ডি. এল. পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধি কমরেড ম্যাক্সিমভিচের[৭৯] ঘোষণা যা আমরা এখানে প্রকাশ করছি তা এই অধিবেশনে পুরোপুরিরূপে আমাদের পার্টির দৃষ্টিভঙ্গীকেই প্রকাশ করে। ফরাসী বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলো এর গুরুত্বকে চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছে ইঙ্গ-ফরাসী বুর্জোয়াদের একটি সুবিধাজনক কৌশল হিসাবে। ভূমিকাগুলো এইভাবে বন্টন করা হয়েছে: Le Temps এবং L' Echo de Paris আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি অতি মাত্রায় সুবিধাদানের অভিযোগ থাকায় ফরাসী সমাজতন্ত্রীদের আক্রমণ করেছেন। এইসব আক্রমণ শুধুমাত্র সুবিধাজনক কৌশল হিসাবে প্রধানমন্ত্রী ভিভিয়ানীর সংসদে প্রদত্ত বিখ্যাত ঘোষণার পথকে সুগম করেছে যার বৈশিষ্ট্য ছিল প্রদীপ্ত দেশপ্রেম। অপর দিকে Journal des Debats টেবিলে তাস ফেলে দিল এই কথা বলে যে সমস্ত বিষয়টি ছিল কিরহার্ডির নেতৃত্বে বৃটিশ সমাজতন্ত্রীদের অধিবেশনে জার্মানীর বিরুদ্ধে জয়লাভ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সপক্ষে ভোট দিতে বাধ্য করা যারা এতদিন পর্যন্ত যুদ্ধের ও জোর করে সৈন্য সংগ্রহের বিরোধী ছিলেন। এটা বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু বৃটিশ ও ফরাসী সমাজতন্ত্রীদের রাজনৈতিক বিরোধিতার ফলাফলকে ইঙ্গ-ফরাসী বুর্জোয়াদের পক্ষে আনা সম্ভব হয়েছে। আন্তর্জাতিকতাবাদের বুলিগুলো সম্পর্কে, যেমন সমাজতন্ত্র, গণভোট ইত্যাদি, এগুলো নিতান্তই বুলি, অকার্যকর কথা এবং কোন গুরুত্বই নেই।

ফরাসী বুর্জোয়াদের চতুর প্রতিক্রিয়াশীলরা নিঃসন্দেহে প্রকৃত সত্যকে হঠাৎ উদ্ঘাটন করে ফেলেছে। যুদ্ধটা পরিচালিত হচ্ছে ইঙ্গ-ফরাসী বুর্জোয়া এবং তাদের রুশ অংশের দ্বারা এবং এর লক্ষ্য হল জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও তুরস্ককে বিধ্বস্ত ও লুণ্ঠন করা। প্রয়োজন দেখা দিয়েছে অফিসার নিয়োগের এবং জার্মানীর বিরুদ্ধে জয়লাভ না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্যে সমাজতন্ত্রীদের সম্মতির। অবশিষ্টাংশ হল নিষ্ফল ও লজ্জাকর বুলি কপচান, যা সমাজতন্ত্র ও আন্তর্জাতিকতাবাদ নামক মহান শব্দের ওপর

ব্যাভিচার চালায়। বুর্জোয়াদের অনুসরণ করা এবং অন্যান্য রাষ্ট্র লুণ্ঠন করার কার্যে এদের সহায়তা করা এবং জনগণকে শুধু বোলচালের সাহায্যে "সমাজতন্ত্র ও আন্তর্জাতিকতাবাদে"র ভণ্ডামীপূর্ণ স্বীকৃতি দিয়ে পরিতৃপ্ত করা-এই হল সুবিধাবাদের মৌলিক পাপ এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতনের প্রধান কারণ।

লণ্ডন অধিবেশনে সোশ্যাল-শোভিনিজম বিরোধীরা যে দায়িত্ব নিয়ে অস্বস্তি বোধ করছিলেন তা এখন পরিষ্কার হল: সরাসরি শোভিনিজম বিরোধী নীতির নামে তাদের অধিবেশন বর্জন করতে হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে জার্মান আদর্শবাদের সঙ্গে জড়িয়ে না পড়ে যেহেতু কেবলমাত্র শোভিনিজ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যে জার্মানীর সমর্থকরা সুনিশ্চিতরূপে লণ্ডন অধিবেশনের বিরোধিতা করতে চান নি। কমরেড ম্যাক্সিমভিচ এই দায়িত্ব পালন করেছিলেন যখন তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় জার্মান সমাজতন্ত্রীদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা বললেন।

বন্দি ও সংগঠন কমিটির৮০ অনুগামীরা এই সরল অথচ সুস্পষ্ট সত্যটিকে অনুধাবন করতে অক্ষম। প্রথমোক্ত জন, যে পন্থায় কসোভস্কি হয়েছেন, সেই পন্থায় জার্মান আদর্শে বিশ্বাসী হয়েছেন যিনি খোলাখুলি ভাবে যুদ্ধের জন্য ঋণের সপক্ষে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের ভোটের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন (see Information Bulletin of the Bund No, 7. January. 1915, p 7, beginning of §5)। ঐ বুলেটিনের সম্পাদকেরা কসোভস্কির সঙ্গে তাঁদের মতবিরোধের কোন উল্লেখ করেন নি যদিও তাঁরা জোর দিয়েছিলেন যে বোরিসভের সঙ্গে তাঁদের মত বিরোধ আছে। বোরিসভ ছিলেন রুশীয় দেশপ্রেমকে যাঁরা উচ্চে তুলে ধরেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বুন্দের কেন্দ্রীয় কমিটির ইস্তেহারে (পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩) সোশ্যাল-শোভিনিজম বিরোধী একটি সুস্পষ্ট শব্দও নেই।

সংগঠন কমিটির সমর্থকরা জার্মান ও ফরাসী ধাঁচের শোভিনিজমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে চান যা দেখা যাবে আক্সেলরডের বক্তব্য থেকে (Golos Nos 86 and 87 and from the first issue of Izvestia of the Organising Committee's secretariat abroad. Feb 22, 1915) যখন নাশে স্লোভো৮১ পত্রিকার সম্পাদকেরা প্রস্তাব করলেন যে আমাদের যুক্তভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত "সরকারী সোশ্যাল-শোভি-

শিজমের" বিরুদ্ধে তখন আমরা সরাসরি জবাব দিলাম যে সংগঠন কমিটি এবং বুন্দ নিজেরাই সরকারী সমাজতান্ত্রিক-দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। আমাদের জবাবের সঙ্গে আমরা আমাদের খসড়া ঘোষণাটিও জুড়ে দিলাম এবং কমরেড ম্যাক্সিমভিচের নির্ধারক ভোটের কথাও উল্লেখ করলাম।

কেন নাশে স্লোভো তার ৩২নং সম্পাদকীয়তে এই বিষয়টি উল্লেখ করতে ব্যর্থ হয়ে নিজেকে এবং অন্যান্যদের প্রতারণা করার চেষ্টা করছে? কেন সে আমাদের ঘোষণা সম্পর্কে নীরব আছে যেখানে আমরা জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলেছি? নাশে স্লোভো পত্রিকার ঘোষণায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক বিষয়টিকেই বাদ দিয়ে গেছে: আমরা অথবা কমরেড ম্যাক্সিমভিচ কেউই ঐ ঘোষণা গ্রহণ করি নি, করতে পারতামও না। এই কারণের জন্যেই সংগঠন কমিটি এবং আমাদের যুক্তভাবে কাজ করা হয়ে ওঠে নি। তাহলে কেন নাশে স্লোভো এই কথা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করে নিজেকে এবং অপরকে প্রতারণা করছে যে ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রমের ভিত্তি আছে?

আজকের সমাজতন্ত্রে "সরকারী সমাজতান্ত্রিক দেশপ্রেম"ই হল প্রধান অশুভ বিষয়। এই অশুভের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে (এর সঙ্গে মিটমাট করে নিলে চলবে না অথবা এই বিষয়ে একটা আন্তর্জাতিক "ক্ষমা" প্রদর্শনের কথা ঘোষণা করলেও হবে না) সমস্ত শক্তিকে তৈরী হতে হবে এবং সমাবেশ ঘটাতে হবে। কাউৎস্কি এবং অন্যান্যরা সমাজতান্ত্রিক দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে সৌহার্দ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে "ক্ষমা" প্রদর্শনের একটা পরিষ্কার কর্মসূচী উদ্ভাবন করেছেন। আমরা এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটা পরিষ্কার কর্মসূচী দেবার চেষ্টা করেছি: বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য, সোৎসিয়াল ডেমোক্রাট-এর ৩৩নং সংখ্যা এবং তার মধ্যে প্রকাশিত সিদ্ধান্তসমূহ। এটা আমরা আশা করব যে নাশে স্লোভো "আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি অশরীরী সহানুভূতি" এবং সোশ্যাল শোভিনিজমের সঙ্গে শান্তি এই দুইয়ের মধ্যে দোদুল্যমানতা ছাড়িয়ে কোন সুনির্দিষ্ট স্তরে গিয়ে পৌঁছবে।

সোৎসিয়াল ডেমোক্রাট নং ৪০ — *সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ২১,
মার্চ ২৯, ১৯১৫ — পৃঃ ১৭৮-৮০

# গৃহযুদ্ধ সম্পর্কিত স্লোগানের ব্যাখ্যা

৮ই জানুয়ারী ( নতুন ধাঁচে ) সুইস সংবাদপত্রগুলো বার্লিন থেকে নিম্নোক্ত বার্তাটি পেয়েছিল :

> "সাম্প্রতিককালে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলবার জন্যে ফরাসী ও জার্মান পরিখায় অবস্থানকারী ব্যক্তিদের শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টার খবর সংবাদপত্রগুলোতে প্রায়ই প্রকাশিত হচ্ছে। Tagliche Rundschau পত্রিকার খবর অনুযায়ী ২৯শে ডিসেম্বরের একটি সামরিক আদেশ অনুসারে পরিখায় অবস্থিত শত্রুপক্ষের সঙ্গে যে কোন প্রকার বন্ধুসুলভ আচরণ আলোচনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই আদেশ অমান্য করলে দেশদ্রোহিতার শাস্তি পেতে হবে।"

শত্রুপক্ষের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপন এবং বন্ধুসুলভ সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা একটি সত্য ঘটনা। জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষ এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত যার অর্থ তাঁরা এই বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ১৯১৫ সালের ৭ই জানুয়ারী বৃটিশ পত্রিকা "লেবার লীডার" জার্মান ও বৃটিশ সৈন্যদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিষয়ে বৃটিশ বুর্জোয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত বক্তব্যগুলোর ধারাবাহিক উদ্ধৃতি দিয়েছে। ঐ সৈন্যরা খৃস্টমাসের সময় "৪৮ ঘণ্টার যুদ্ধ বিরতি" পালনের ব্যবস্থা করেছিল এবং নিরপেক্ষ অঞ্চলে বন্ধুত্বমূলক সাক্ষাৎ করেছিল। বৃটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ একটি বিশেষ আদেশ জারি করে বন্ধুত্ব স্থাপন প্রচেষ্টা নিষিদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু তবুও তাঁরা চরম আত্মসন্তুষ্টি ও খুশির ভাব নিয়েই ছিলেন যে সামরিক নিয়ন্ত্রণ তাঁদের যে কোন প্রকার অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে রক্ষা করবে, সমাজতান্ত্রিক সুবিধাবাদীরা এবং তাদের অনুচরবৃন্দ ( অথবা তল্পীবাহক ) সংবাদপত্রের মাধ্যমে ( কাউৎস্কি যেমন করেছেন ) শ্রমিকদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে আক্রমণ-

কারী রাষ্ট্রের সমাজতন্ত্রীদের দ্বারা যুদ্ধ বিরোধী কর্মপ্রচেষ্টা সম্পর্কে কোন বোঝাপড়ায় আসা সম্ভব নয় ( কাউৎস্কি এই শব্দটিকে আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করেছিলেন Die Neue Zeit পত্রিকায় ) !

বুর্জোয়াদের সাহায্য করার পরিবর্তে ( এখনও ওরা কিছু একটাতে ব্যস্ত আছে ) হিণ্ডম্যান, গ্রেসডি, ভ্যান্দারভেল্ দ, প্লেখানভ, কাউৎস্কি এবং অন্যান্যদের কল্পনা করুন যারা একটা আন্তর্জাতিক কমিটি গঠন করছেন শত্রু রাষ্ট্রসমূহের সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে "সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক স্থাপন কল্পে" আন্দোলন করার জন্যে, পরিখাসমূহে এবং সাধারণভাবে সৈন্যদলের মধ্যে এই উভয় ক্ষেত্রেই। আজ থেকে বেশ কয়েক মাস পর এর ফল কি দাঁড়াবে, যদি আজ অর্থাৎ যুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্র ছ'মাস পর, রাজনৈতিক পাণ্ডা, নেতা ও জ্যোতিষ্করা অর্থাৎ যারা সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, তারা থাকা সত্ত্বেও বিরোধিতা সব দিক থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে তাদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধের জন্যে ঋণের সপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন এবং যারা মন্ত্রিত্বের পদ গ্রহণ করেছিলেন এবং সামরিক কর্তৃপক্ষ শাসায় যে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক মৃত্যুদণ্ড বহন করে ?

"একটিমাত্র বাস্তব আলোচ্য বিষয় আছে—দেশের জন্যে জয় অথবা পরাজয়" সুবিধাবাদীদের তল্পীবাহক কাউৎস্কি এই কথাগুলো লিখেছেন গেসডি, প্লেখানভ ইত্যাদির সঙ্গে সুরে সুর মিলিয়ে।

বাস্তবিকই যদি কাউকে সমাজতন্ত্র ও শ্রেণী সংগ্রামের কথা ভুলে যেতে হয় তাহলে সেটাই হবে সত্যি। অবশ্য সমাজতন্ত্র থেকে যদি কারও দৃষ্টি এড়িয়ে যায় তাহলে সেটাই হবে অসত্য। তাহলে এখানে অপর একটি বাস্তব আলোচ্য বিষয় আছে : আমরা কি দাস মালিকদের লড়াইয়ের মধ্যে দৃষ্টিহীন অসহায় দাসদের মতই মৃত্যু বরণ করব অথবা দাসপ্রথা উচ্ছেদ করার লক্ষ্য নিয়ে দাসদের "সৌহার্দ্য স্থাপনের চেষ্টা" করব ?

বাস্তবক্ষেত্রে এটাই হল সমস্যা।

সোৎসিয়াল ডেমোক্রাটা নং ৪০
মার্চ ২৯, ১৯১৫

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ২১,
পৃঃ ১৮১-৮২

# বুর্জোয়া লোকহিতৈষিবৃন্দ এবং বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাসি

*দি ইকনমিস্ট* নামক যে পত্রিকাটি বৃটিশ ক্রোড়পতিদের কথা বলে থাকে সেই পত্রিকা যুদ্ধ সম্পর্কে একটি অত্যন্ত শিক্ষণীয় ধারা অনুসরণ করে চলেছে। প্রাচীনতম এবং সব চাইতে ধনী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের উন্নত পুঁজির প্রতিনিধিরা যুদ্ধ সম্পর্কে অশ্রু বিসর্জন করছেন এবং শান্তির আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করছেন। সেই সব সোশ্যাল-ডেমোক্রাট যারা সুবিধাবাদী ও কাউৎস্কির সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে চিন্তা করেন যে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী শান্তির পক্ষে প্রচারের মধ্যেই নিহিত আছে, তারা তাদের ভুলের প্রমাণ দেখতে পাবেন যদি তারা "*দি ইকনমিস্ট*" পত্রিকাটি পড়ে। ওদের কর্মসূচীটি সমাজতান্ত্রিক নয়, ওটা হল বুর্জোয়া শান্তিবাদী। বিপ্লবী ক্রিয়াকর্মের প্রচার ব্যতিরেকে শান্তির স্বপ্ন, যুদ্ধ সম্পর্কে আতঙ্কই প্রকাশ করে কিন্তু সমাজতন্ত্রের সঙ্গে তার কোন সাধারণ মিল থাকে না।

অধিকন্তু "*দি ইকনমিস্ট*" শান্তির সপক্ষেই দাঁড়ায়, তার একমাত্র কারণ সে বিপ্লব সম্পর্কে ভীত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এর ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৫ সালের সংখ্যাটির মধ্যে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি ছিল :

> "লোকহিতৈষীরা এই আশার কথা প্রচার করেন যে শান্তি স্থাপন সঙ্গে করে নিয়ে আসবে বিশাল আন্তর্জাতিক সৈন্য হ্রাস...... কিন্তু যাঁরা জানেন, যে শক্তিগুলো ইউরোপীয় কূটনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে তাঁরা অবাস্তব কিছু দেখেন না। দৃষ্টিভঙ্গী হল রক্তাক্ত বিপ্লব এবং শ্রম ও পুঁজির মধ্যে ভয়ঙ্কর লড়াইয়ের জন্যে অথবা মহাদেশীয় ইউরোপের জনগণের এবং নিয়ন্ত্রণকারী শ্রেণীর মধ্যে লড়াইয়ের জন্যে......"

১৯১৫ সালের ২৭শে মার্চ যে সংখ্যা বেরিয়েছিল তাতেও আমরা পুনরায় শান্তির জন্যে আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ দেখতে পাই যা স্যার এডওয়ার্ড গ্রে'র

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জাতিগুলোর স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করবে। ঐ পত্রিকাটি বলে যে যদি এই আশা পূরণ না হয় তাহলে যুদ্ধ "সমাপ্ত হবে বিপ্লবী বিশৃঙ্খলায়, কেউ বলতে পারবেন না কোথেকে শুরু হবে এবং কিসে শেষ হবে।"

সুবিধাবাদী অর্থাৎ কাউৎস্কির অনুগামী এবং ঐ জাতীয় সমাজতন্ত্রী যারা শান্তির জন্যে কাঁদুনি গায় তাদের চাইতে আজকের দিনের রাজনীতিকে আরও ভালভাবে অনুধাবন করতে পারে বৃটিশ শান্তিবাদী ক্রোড়পতিরা। বুর্জোয়ারা যা জানে তার প্রথম কথা হল এই যে গণতান্ত্রিক শান্তি সম্পর্কে বুলিগুলো হল অলস ও নির্বোধের স্বপ্ন যখন "প্রাচীন শক্তিগুলোই কূটনীতির প্রকৃত নিয়ন্ত্রক" অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত না পুঁজিবাদী শ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত: বুর্জোয়ারা তাদের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি দিয়ে "রক্তাক্ত বিপ্লব" এবং "বিপ্লবী বিশৃঙ্খলা"কে পূব থেকেই অনুমান করে দৃষ্টিভঙ্গীর একটি যুক্তি-সম্মত মূল্যায়ন করেছে। বুর্জোয়াদের কাছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অর্থ হল একটি "বিপ্লবী বিশৃঙ্খলা"।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের বাস্তব রাজনীতিতে তিন প্রকারের শান্তির প্রতি সহানুভূতি লক্ষ্য করা যায়।

(১) অধিকতর আলোক প্রাপ্ত ক্রোড়পতিরা আশা করেন আরও ত্বরান্বিত শান্তি কারণ তাঁরা বিপ্লব সম্পর্কে ভীত। তাঁরা যুক্তিসম্মত ভাবে এবং সঠিক ভাবে গণতান্ত্রিক শান্তিকে (দখল ব্যতিরেকে কিন্তু সীমিত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে) পুঁজিবাদের অধীনে অবাস্তব কল্পনা বলে মনে করেন।

এই ফিলিস্তিনীয় অবাস্তব কল্পনার কথাই প্রচার করছে সুবিধাবাদীরা, কাউৎস্কির অনুগামীরা এবং ঐ ধরনের ব্যক্তিরা।

(২) অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন বিশাল জনগণের ব্যাপক অংশ (পাতি-বুর্জোয়া, আধা-প্রোলেতারিয়েত, শ্রমিকদের একাংশ ইত্যাদি) যাদের শান্তি সম্পর্কে আকাঙ্খা অত্যন্ত অস্পষ্ট তারা তাই ক্রমবর্ধমান ভাবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং যদিও গড়ে উঠেছে কিন্তু তবুও একটা অস্পষ্ট বিপ্লবী মনোভাব নিয়ে।

(৩) বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা, প্রলেতারিয়েতের আলোক প্রাপ্ত অগ্রণী প্রহরী, মনোনিবেশ সহকারে ব্যাপক জনগণের মনোভাবকে অনুশীলন করছে, শেষোক্তের শান্তির জন্যে ক্রমবর্ধমান প্রচেষ্টাকে কাজে লাগাচ্ছে,

পুঁজিবাদের আওতায় "গণতান্ত্রিক" শান্তির জঘন্য কল্পনাকে জোরদার করার জন্যে নয়, জনগণের হিতৈষীদের উপর আশা-আকাঙ্খাগুলোকে ছেড়ে দেবার জন্যে নয়, কর্তৃপক্ষ অথবা বুর্জোয়াদের হাতে দেবার জন্যেও নয়, অস্পষ্ট বিপ্লবী ধারণার মধ্যে সুস্পষ্টতা আনার জন্যে, ব্যাপক জনগণকে যুদ্ধ-পূর্ব রাজনীতির সত্য ঘটনাবলী সম্পর্কে সচেতন করার জন্যে; ঐ কাজকে জনগণের অভিজ্ঞতা ও তাদের ধারণার উপর দাঁড় করিয়ে ওরা ধারাবাহিক ভাবে, অবিচল ভাবে এবং একটানা, বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে এবং তাদের স্ব স্ব রাষ্ট্রের সরকারের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের দিকে যাত্রার একমাত্র পথ হিসাবে গণ-বিপ্লবী ক্রিয়াকর্মের প্রয়োজনীয়তাকে প্রমাণ করতে।

*সোৎসিয়াল ডেমোক্রাট*, নং ৪১
১লা মে, ১৯১৫

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ২১,
পৃঃ ১৪২-৯৩,

# দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন থেকে

কেউ হয়ত বলতে পারেন যুদ্ধের আগে এই গতকালও যখন হিণ্ডম্যান সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনের দিকে ঝুঁকেছিলেন তখন সমস্ত "শ্রদ্ধেয়" সমাজতন্ত্রীরা তাঁকে দেখতেন একজন অস্থির চিত্ত ও খামখেয়ালি ধরনের মানুষ হিসাবে, এবং এদের মধ্যে কেউই তাঁর সম্বন্ধে ঘৃণার মনোভাব ছাড়া অন্য কোন মনোভাব নিয়ে কথা বলতেন না। আজ সমস্ত রাষ্ট্রের অত্যন্ত সুপরিচিত সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক নেতৃবৃন্দ পুরোপুরি মিশে গেছেন হিণ্ডম্যানের অবস্থার সঙ্গে, পরস্পরের মধ্যে তফাৎ শুধু মেজাজ ও একটু আধটু দৃষ্টিভঙ্গীর। আমরা এই ধরনের মানুষের নাগরিক সাহসের দ্যোতক অথবা মূল্য নিরূপক, মোটামুটি ভাবে উপযুক্ত সংসদীয় শব্দ খুঁজে বার করতে সম্পূর্ণ অক্ষম, উদাহরণস্বরূপ, নাশে স্লোভো পত্রিকার লেখকবৃন্দ যাঁরা "মিঃ" হিণ্ডম্যান সম্পর্কে ঘৃণা সূচক মন্তব্য লেখেন অথচ কমরেড কাউৎস্কি সম্বন্ধে শ্রদ্ধা সহ কিছুই বলেন না (অত্যধিক আজ্ঞানুবর্তিতার জন্যে?)। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে এবং কারও দৃঢ় বিশ্বাস সম্পর্কে কি ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীকে মেনে নেওয়া যায়? আপনি যদি সুনিশ্চিত হন যে হিণ্ডম্যানের শোভিনিজম মিথ্যা ও ধ্বংসাত্মক, তাহলে এর থেকে কি এটাই বেরিয়ে আসে না যে আপনি আপনার সমালোচনা ও আক্রমণগুলোকে কাউৎস্কির বিরুদ্ধে পরিচালিত করবেন যিনি এই মতের আরও প্রভাবশালী ও আরও বিপজ্জনক সমর্থক?

সোশ্যাল-শোভিনিজম-এর সূক্ষ্মতম তত্ত্ব হল, অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক ও আন্তর্জাতিকরূপে দেখাবার জন্যে যাকে অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে স্পর্শ করা হয়েছে, সেটাই হল কাউৎস্কি উদ্ভাবিত "চরম সাম্রাজ্যবাদী" তত্ত্ব। এখানে

আমরা লেখকের নিজের ভাষায় তত্ত্ব সম্পর্কে স্বচ্ছতম, সুস্পষ্ট ও আধুনিক ব্যাখ্যা পাই :

"বৃটেনের সংরক্ষণ আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস; আমেরিকার শুল্ক হ্রাস; নিরস্ত্রীকরণের দিকে ঝোঁক, যুদ্ধের ঠিক পূর্বের বছরগুলোতে ফ্রান্স ও জার্মানী থেকে দ্রুত পুঁজি রপ্তানী হ্রাস; শেষ পর্যন্ত লগ্নী পুঁজির বিভিন্ন চক্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক বিজড়ন—এই সমস্তই আমার কাছে বিবেচনা করার যোগ্য যে বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে একটু নতুন ও অধিকতর সাম্রাজ্যবাদী নীতির সাহায্যে পর্যুদস্ত করা যাবে কিনা যা চালু করবে, জাতীয় লগ্নীপুঁজির পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বতার পরিবর্তে আন্তর্জাতিক ভাবে ঐক্যবদ্ধ লগ্নী পুঁজির দ্বারা বিশ্বের শোষণ ব্যবস্থাকে। পুঁজিবাদের এই ধরনের একটা নতুন স্তরকে, আর যাই হোক, কল্পনা করা যায়। এটা কি অর্জিত হতে পারে? এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট তথ্য আমাদের কাছে নেই......( Die Neue Zeit, নং ৫, এপ্রিল ৩০, ১৯১৫, পৃ: ১১৪ )

"বর্তমান যুদ্ধের গতি ও ফলাফল এই ক্ষেত্রে নির্ধারক হয়ে উঠতে পারে। চূড়ান্ত পর্যায়ের জাতীয় বিদ্বেষ ছড়াতে ইন্ধন যুগিয়ে চরম সাম্রাজ্যবাদের দুর্বল আরম্ভকে এটা হয়ত সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারে এবং পুঁজির লগ্নীকারীদের মধ্যে বিদ্বেষ ও অস্ত্র প্রতিযোগিতা তীব্রতর করে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে অনিবার্য করেও তা করতে পারে। এই সমস্ত পরিস্থিতিতে আমি আমার দ্য রোড টু পাওয়ার নামক পুস্তিকায় সূত্রবদ্ধ করেছি যা আমি পূর্বেই অনুমান করতে পেরেছিলাম এবং যা ভয়ঙ্কর আকৃতি নিয়ে সত্যে পরিণত হবে; শ্রেণীবৈরিতা ক্রমেই আরও তীব্রতর হবে এবং এর সঙ্গে আসবে নৈতিক অবক্ষয় : [আক্ষরিক অর্থে; "কর্মবিহীন হওয়া Abwirtschaftung" দেউলিয়া অবস্থা ] পুঁজিবাদের...[ এটা অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে যে এই ছলনাপূর্ণ শব্দের দ্বারা কাউৎস্কি সরলভাবেই ঘৃণাকে বোঝাতে চেয়েছেন যাকে বলা যায় "প্রলেতারিয়েত ও লগ্নীপুঁজির মধ্যবর্তী একটি স্তর," যেমন "বুদ্ধিজীবী, পাতি-বুর্জোয়া এমন কি ছোট ছোট মহাজন" ইত্যাদি পুঁজিবাদের প্রতি কি মনোভাব পোষণ করেন ] কিন্তু যুদ্ধ

অন্যভাবে সমাপ্ত হতে পারে। এর ফলে চরম সাম্রাজ্যবাদের দুর্বল আরম্ভ জোরদার হয়ে উঠতে পারে...এর শিক্ষা [ এটা লক্ষ্য করুন ] উন্নতির বেগ বৃদ্ধি করতে পারে যার জন্যে আমাদের শান্তিপূর্ণ অবস্থায় দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হতে পারে। যদি এই পথেই অগ্রসর হয় অর্থাৎ রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে চুক্তি নিরস্ত্রীকরণ এবং স্থায়ী শান্তি, তাহলে যুদ্ধ-পূর্বকালে যা পুঁজিবাদের নৈতিক অবক্ষয় ঘটিয়েছিল সেই সব কারণ-গুলো অদৃশ্য হতে পারে।" নতুন স্তরটি অবশ্য প্রলেতারিয়েতের জন্যে "নতুন দুর্ভাগ্য" নিয়ে আসতে পারে, যা "সম্ভবতঃ আরও খারাপ" কিন্তু এক সময় চরম সাম্রাজ্যবাদ "পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষার যুগ সৃষ্টি করতে পারে।"

এই "তত্ত্ব" থেকে সোশ্যাল-শোভিনিজমের যৌক্তিকতা কেমন করে প্রতিপন্ন হবে?

কোন "তাত্ত্বিকের কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত ধরনের, যেমন: জার্মানীর বামপন্থী গণতন্ত্রীরা বলেন যে সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধ যা জন্ম দেয় তা আকস্মিক ব্যাপার নয়, এটা হল পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবী ফল, যা লগ্নীপুঁজির কর্তৃত্বকে নিয়ে এসেছে। তাই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বিপ্লবী গণ-আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হওয়া যেহেতু তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণ বিকাশের কাল শেষ হয়ে গেছে। "দক্ষিণ" পন্থী সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা বেহায়ার মত যে ঘণা করে: যেহেতু সাম্রাজ্যবাদের "প্রয়োজন" আছে, তাই আমাদেরও সাম্রাজ্যবাদী হতে হবে। কাউৎস্কি "কেন্দ্রের" ভূমিকা পালন করে এই দুটি বিরোধী মতের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছেন।

"জাতীয় রাষ্ট্র", "সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রসমূহের লীগ" (নুরেমবার্গ, ১৯১৫) প্রভৃতি পুস্তিকায় তিনি লিখেছিলেন, "চরম বামপন্থীরা অনিবার্য সাম্রাজ্যবাদের "বিরোধী রূপে" সমাজতন্ত্রকে দাঁড় করাতে চায় অর্থাৎ শুধুমাত্র সমাজতন্ত্রের পক্ষে প্রচারই নয় যা আমরা সর্ব প্রকার পুঁজিবাদী প্রাধান্যের বিরুদ্ধে গত অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে চালিয়ে আসছি আশু সমাজতন্ত্রী প্রতিষ্ঠানও। এটা একটা চরম পন্থা বলে মনে হয় কিন্তু এর দ্বারা যে কোন ব্যক্তিকে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে

তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হতে পারে যিনি এক্ষুনি সমাজতন্ত্র অর্জনে বিশ্বাস করেন না।"

যখন তিনি আশু সমাজতন্ত্র অর্জনের প্রসঙ্গে কথা বলেন কাউৎস্কি তখন লুকোচুরির আশ্রয় নেন, কারণ তিনি এই ঘটনার সুবিধা গ্রহণ করেন যে জার্মানীতে বিশেষ করে সামরিক কঠোরতার অধীনে বিপ্লবী ক্রিয়াকর্মের কথা বলা যাবে না। কাউৎস্কি এবিষয়ে পূর্ণ সচেতন যে বামপন্থীরা পার্টির কাছে দাবী জানাচ্ছে বিপ্লবী ক্রিয়াকর্মের প্রস্তুতির পক্ষে অবিলম্বে প্রচার চালাবার জন্যে, সমাজতন্ত্রের আশু ও বাস্তব অর্জনের জন্যে নয়।"

সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনীয়তা থেকে বামপন্থীরা বিপ্লবী ক্রিয়াকর্মের প্রয়োজনীয়তাকে আহরণ করে। "অতি মাত্রায় সাম্রাজ্যবাদ" এর তত্ত্ব অবশ্য সুবিধাবাদের যৌক্তিকতা প্রতিপন্নের জন্যে, কাউৎস্কির কাছে হাতিয়ার স্বরূপ, যাতে বর্তমান পরিস্থিতিকে এমন ভাবে প্রদর্শন করা যায় যাতে এই ধারণার সৃষ্টি করা যায় যে তাঁরা বুর্জোয়াদের পক্ষে চলে যায় নি, তবে শুধুমাত্র বিশ্বাস করেন না যে সমাজতন্ত্র এক্ষুনি অর্জিত হতে পারে এবং আশা করেন যে নিরস্ত্রীকরণ ও স্থায়ী শান্তির যুগ আবির্ভূত "হতে পারে।" এই তত্ত্বের গুরুত্ব কমে গেছে এবং নিম্নোক্ত পর্যায়ে কমেছে: কাউৎস্কি পুঁজিবাদের জন্যে নতুন ও শান্তিপূর্ণ যুগের আশাকে কাজে লাগাচ্ছেন সুবিধাবাদী ও সরকারী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি'গুলোর বুর্জোয়াদের প্রতি অনুরক্তি এবং বর্তমান ডামাডোলের যুগে বিপ্লবী অর্থাৎ প্রলেতারীয় কৌশল প্রত্যাখ্যান করার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করার জন্যে; গুরুত্বপূর্ণ ব্যাসল সিদ্ধান্ত ঘোষণা সত্ত্বেও।

সেই সঙ্গে কাউৎস্কি বলেন না যে এই নতুন স্তর আসছে এবং আবশ্যিক-রূপে আসছে নির্দিষ্ট কতকগুলো ঘটনা ও পরিস্থিতি থেকে। বিপরীতপক্ষে তিনি স্পষ্টভাষায় বলেন এই নতুন স্তর অর্জন করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে তিনি এখনও কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। সত্যিই নতুন যুগের প্রতি ঝোঁকগুলোকে বিবেচনা করুন যার সম্পর্কে কাউৎস্কি আভাস দিয়েছেন। এটা আশ্চর্যজনকরূপে যথেষ্ট যে লেখক অর্থনৈতিক ঘটনাবলীর মধ্যে অন্তর্ভু'ক্ত করেছেন "নিরস্ত্রীকরণের দিকে ঝোঁককেও"! এর অর্থ নির্দোষ ফিলিস্তিনীয় কথাবার্তা ও অবাস্তব কল্পনার পেছনে কাউৎস্কি তর্কাতীত সত্য ঘটনা থেকে গোপন করতে চাইছেন সেই বিষয়কে যা বিরোধ মিটিয়ে

ফেলার তত্ত্বের সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না। কাউৎস্কির "অতিমাত্রার সাম্রাজ্যবাদ"—এই শব্দটি, ঘটনাক্রমে, লেখক যা বলতে চান তা মোটেই প্রকাশ করে না—বরং পুঁজিবাদের মধ্যে বিরোধিতা মিটিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যের ওপরই জোর দেয়। আমাদের বলা হয়েছে যে বৃটেন ও আমেরিকাতে সংরক্ষণ নীতি শিথিল হয়ে আসছে। কিন্তু নতুন যুগের প্রতি সামান্যতম ঝোঁক কোথায় দেখা যাচ্ছে? চূড়ান্ত ধরনের সংরক্ষণ নীতি আমেরিকাতে শিথিল হচ্ছে বটে কিন্তু সংরক্ষণের নীতি অব্যাহতই থাকছে, ঠিক যেমন সুবিধা, বৃটেনের অনুকূলে পছন্দমত শুল্ক ধার্য করা সেই রাষ্ট্রে এবং তার উপনিবেশগুলোতে আজও রয়ে গেছে।

স্মরণ করা যাক সেই বিষয়টিকে যার ওপর ভিত্তি করে আছে পুঁজিবাদের শান্তির কাল ও পূর্বতন অধ্যায় থেকে বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী কাল পর্যন্ত সময়: অবাধ প্রতিযোগিতা একচেটিয়া-পুঁজিবাদী যৌথ কারবারের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়েছে এবং সমগ্র পৃথিবীটাই ভাগ বাঁটোয়ারা হয়ে গেছে। এই উভয় ঘটনারই (এবং উপাদান) সমগ্র বিশ্বে সুস্পষ্ট গুরুত্ব আছে: অবাধ বাণিজ্য ও শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা সম্ভব ছিল এবং প্রয়োজন ছিল যতক্ষণ পর্যন্ত পুঁজিবাদ তার উপনিবেশগুলোকে অবাধে বিস্তার করতে পারার মত এবং আফ্রিকার অনধিকৃত এলাকা দখল করার মত অবস্থায় ছিল এবং যত দিন পর্যন্ত পুঁজির কেন্দ্রীভবন দুর্বল ছিল এবং কোন একচেটিয়া কারবারের অস্তিত্ব ছিল না অর্থাৎ এমন একটা আকারের কারবার যেখানে সামগ্রিকভাবে একটা শিল্পশাখার ওপর প্রভুত্ব করা অনুমোদন করে। এই ধরনের একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব ও বৃদ্ধি (এই পদ্ধতি কি বৃটেন অথবা আমেরিকায় বন্ধ হয়ে গেছে? এমন কি কাউৎস্কি পর্যন্ত অস্বীকার করতে সাহস করবেন না যে যুদ্ধই এটার গতি ও তীব্রতা এই দুই-ই বৃদ্ধি করেছে) অতীত কালের অবাধ প্রতিযোগিতাকে অসম্ভব করে তুলেছে; ওরা ওদের পায়ের তলার মাটি কেটে নিয়েছে অথচ বিশ্বের বিভাজন পুঁজিপতিদের বাধ্য করে শান্তিপূর্ণভাবে বিস্তার করা থেকে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে, উপনিবেশ ও প্রভাবযুক্ত এলাকা পুনর্বিভাজনের জন্যে। এটা চিন্তা করা হাস্যোদ্দীপক যে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে সংরক্ষণের কঠোরতা এ বিষয়ে যে কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

গত কয়েক বছরের মধ্যে পুঁজি রপ্তানীর পরিমাণ যে পরিমাণে হ্রাস

পেয়েছে সেটা আরও পরীক্ষা করে দেখা যাক। ১৯১২ সালে এই দুটি রাষ্ট্র, ফ্রান্স ও জার্মানী, প্রত্যেকেরই বৈদেশিক লগ্নীর পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৫,০০ কোটি মার্ক, (প্রায় ১৭০০ কোটি রুবল) এটা হল হার্মস-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অথচ, বৃটেনের একারই ছিল দ্বিগুণ অংক*। পুঁজি রপ্তানীর এই এই বৃদ্ধি পুঁজিবাদের অধীনে কখনও সমভাবে অগ্রসর হয় না এবং হতেও পারত না। কাউৎস্কি এটা প্রস্তাব করতেও সাহস করেন না যে পুঁজির পুঞ্জীভবন হ্রাস পেয়েছে অথবা দেশী বাজারের আয়তনে একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ধরা যাক জনসাধারণের অবস্থার একটা বড় রকমের উন্নতির ফলে। এই সমস্ত অবস্থায় বেশ কয়েক বছর ধরে দুটি রাষ্ট্রের পুঁজি রপ্তানী হ্রাসের দ্বারা নবযুগের আবির্ভাব সূচিত হয় না। লগ্নী পুঁজির চক্রসমূহের মধ্যে ক্রমবর্ধমান হারে পারস্পরিক জোটবদ্ধতাই হল প্রকৃত সাধারণ ও সন্দেহাতীত ঝোঁক. গত কয়েক বছর এবং দুটি শতাব্দীর মধ্যে নয়, সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়ার মধ্যে। কিন্তু কেন এই ঝোঁক নিরস্ত্রীকরণের দিকে চেষ্টা চালানোর ইচ্ছাকে জন্ম দেবে পূর্বের মত অস্ত্রসজ্জার চেষ্টা না করে? উদাহরণস্বরূপ বিশ্ব বিখ্যাত কামান প্রস্তুতকারকদের যে কোন একটির কথাই ধরুন, যেমন আর্মস্ট্রং। বৃটিশ "ইকনমিস্ট" পত্রিকা (১লা মে, ১৯১৫) সংখ্যা প্রকাশ করে দেখিয়েছিল যে এই সংস্থাটির মুনাফা ১৯০৫-৬ সালে ৬০৬,০০০ পাউণ্ড থেকে বেড়ে ১৯১৩ সালে ৮৫৬,০০০ পাউণ্ডে দাঁড়িয়েছে এবং ১৯১৪ সালে হয়েছে ৯৪০,০০০ পাউণ্ড (৯,০০০ ০০০ রুবল)। এখানে লগ্নীপুঁজির জোট বদ্ধতা বেশ প্রণিধানযোগ্য হয়ে উঠেছে এবং ক্রমে বেড়েই চলেছে; বৃটিশ সংস্থাসমূহে জার্মান পুঁজিপতিদের "প্রভাব" আছে, বৃটিশ সংস্থাগুলো অস্ট্রিয়ার জন্যে সাবমেরিন তৈরী করছে ইত্যাদি। বিশ্বব্যাপী পরস্পর যুক্ত থাকার ফলে পুঁজির উন্নতি হচ্ছে অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের

* বার্নহার্ড হার্মস রচিত Problem der Weltwietschaft, Jena. 1912; দেখুন; জর্জ পেইশের Journal of the Royal Statistical Society, Vol LXXIV. 1910/II p 167. এর তাঁর লেখা "Great Britans Capital Investments in the Colonies" দেখুন। ১৯১৫ সালের প্রথম দিকে একটি বক্তৃতায় লয়েড জর্জ হিসেব করেছিলেন যে বিদেশে লগ্নীকৃত বৃটিশ পুঁজির পরিমাণ ছিল ৪,০০০,০০০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৮০,০০০ ০০০,০০০ মার্ক।

জনে। পৃথক পৃথক রাষ্ট্রের পুঁজির ঘটনাসমূহ যা মিশ্রিত হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক আকারে পরস্পর যুক্ত থাকছে তা অবশ্যই প্রয়োজনের তাগিদে নিয়ন্ত্রীকরণের প্রতি একটা অর্থনৈতিক ঝোঁক সৃষ্টি করবে, ফলে যার প্রকৃত অর্থ দাঁড়াবে সেই শ্রেণী বিরোধ সহজ করার ফিলিস্তিনীয় সদর্থক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ঐ সব বিরোধে প্রকৃত তীব্রতা বৃদ্ধির স্থান গ্রহণ করতে দেওয়া।

১৯১৫ সালের মে মাসের দ্বিতীয়ার্ধে এবং জুন মাসের প্রথমার্ধে লিখিত
*কমিউনিস্ট*, নামক পত্রিকার ১ম ও ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত
২য় ১৯১৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে জেনেভা।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ২১, পৃ: ২০৯, ২২৩-২৭

# ব্রিটিশ শান্তিবাদ এবং ব্রিটিশদের তত্ত্বের প্রতি বিরূপতা

ইউরোপের অন্যান্য স্থানের তুলনায় বৃটেনে স্বাধীনতা বহু বিস্তৃত ছিল। অন্যান্য স্থানের তুলনায় বুর্জোয়ারা এখানে অধিকতর পরিমাণে শাসন চালাত এবং জানত কি করে শাসন চালাতে হয়। অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় এখানকার শ্রেণী সম্পর্কগুলো ছিল উন্নততর এবং বহু ক্ষেত্রে অবস্থিত সুস্পষ্ট। বাধ্যতামূলক ভাবে সৈন্যদলে নিয়োগে আইন না থাকায় যুদ্ধ সম্পর্কে জনসাধারণের তাদের দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে অনেক বেশী স্বাধীনতা থাকত এই অর্থে যে, যে কেউ সৈন্যদলে যোগ দিতে অস্বীকার করতে পারে, সেই কারণেই সরকার (বুর্জোয়া ব্যাপারগুলো পরিচালনার জন্যে বৃটেনে যা একটা কমিটির মত কাজ করে) যুদ্ধের পক্ষে সাধারণ উৎসাহ জাগিয়ে তোলার প্রতিটি প্রচেষ্টাকে বাধা দিতে বাধ্য হয়। ঐ লক্ষ্য কখনই অর্জিত হতে পারত না যদি না আইনের আমূল পরিবর্তন হত, প্রলেতারিয়েত যদি সম্পূর্ণ অসংগঠিত না হত এবং উদারনৈতিকদের কাছে নীতিভ্রষ্ট হয়ে পরিত্যক্ত না হত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম অবস্থায় আসীন সংখ্যায় লঘু ও সংঘবদ্ধ দক্ষ শ্রমিকদের নীতির কাছে। বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হয়েছে মজুরি শ্রমিকদের এক পঞ্চমাংশ দিয়ে। অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়ন নেতাই উদারনৈতিক; মার্কস বহুদিন পূর্বেই তাদের বলেছিলেন বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি।

বৃটেনের এই সব বৈশিষ্ট্য একদিকে আমাদের বর্তমান কালের সোশ্যাল শোভিনিজমের মূল বিষয়কে বুঝতে সাহায্য করে যে মূল বিষয়টি স্বৈরতন্ত্রী ও গণতন্ত্রী রাষ্ট্র সমূহে, সমরবাদী ও বাধ্যতামূলক ভাবে যুদ্ধে নিয়োগের নীতি বর্জিত রাষ্ট্র সমূহের চিন্তা ভাবনার সঙ্গে অভিন্ন, অন্যদিকে ওরা ঘটনার ভিত্তিতে সোশ্যাল শোভিনিজমের সঙ্গে মীমাংসার

গুরুত্বকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে, দৃষ্টান্তস্বরূপ যা প্রকাশিত হয়েছে শান্তির শ্লোগানকে উচ্চে তুলে ধরার মধ্যে।

ফেবিয়ান সমাজ নিঃসন্দেহে সুবিধাবাদ ও উদার শ্রমনীতির চরম প্রকাশ স্বরূপ। পাঠকের উচিত মার্কস ও এঙ্গেলসের সঙ্গে সের্জের পত্রালাপের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া…( যার দুটি রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে ) যেখানে তিনি ঐ সমাজের এঙ্গেলস কর্তৃক চমৎকার ভাবে প্রদত্ত বিশিষ্টতা লক্ষ্য করবেন যেখানে এঙ্গেলস সিডনী ওয়েব এণ্ড কোম্পানীকে বুর্জোয়া গুণ্ডা বাহিনী বলে অভিহিত করেছেন, যারা শ্রমিকদের নীতি ভ্রষ্ট করে এবং প্রতি-বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ওদের প্রভাবিত করে। কেউ হয়ত এই ঘটনার সমর্থনে বলতে পারেন যে কোন দায়িত্বশীল ও প্রভাবশালী কোন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নেতা এঙ্গেলসের এই মূল্যায়নকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেন নি অথবা এর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন নি।

তত্ত্বকে একপাশে সরিয়ে রেখে ঘটনাগুলোর তুলনা করা যাক। আপনি দেখতে পাবেন যে যুদ্ধের সময় ফেবিয়ানদের আচরণ ( দৃষ্টান্তস্বরূপ ওদের সাপ্তাহিক পত্রিকা দ্য নিউ স্টেটসম্যান দেখুন ) এবং কাউৎস্কি সহ জার্মান গণ-তান্ত্রিক পার্টির আচরণের সাদৃশ্য। সেই একই প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষ ভাবে সোশ্যাল শোভিনিজমের সমর্থন এবং সেই একই সমর্থনের সঙ্গে সংযুক্তি ও তৎসহ শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে সর্বপ্রকার সদয়, মানবিক ও বাম ঘেঁসা বুলি আওড়াবার জন্যে আগ্রহ।

ঘটনাটি এই, এবং একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে—বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে যতই অপ্রীতিকর হোক না কেন—এটা অবশ্যম্ভাবী এবং নিঃসন্দেহে নিম্নোক্তরূপ :

কার্যক্ষেত্রে কাউৎস্কি সহ বর্তমান কালের জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতৃবর্গ ঠিক সেই ধরনের বুর্জোয়া প্রতিনিধি যাদের এঙ্গেলস বহুদিন আগেই বলেছিলেন ফেবিয়ান। ফেবিয়ান অনুগামী কর্তৃক মার্কস-বাদকে স্বীকৃতি না দেওয়া এবং কাউৎস্কি এবং তাঁর সহযোগিবৃন্দ কর্তৃক "স্বীকৃতি" দানের মধ্যে মূলগত ভাবে অর্থাৎ রাজনৈতিক প্রকৃত ঘটনাবলীর মধ্যে কোন পার্থক্য সূচিত করে না। একটিমাত্র জিনিস প্রমাণিত হয়েছে যে কিছু সংখ্যক লেখক ও রাজনীতিবিদ মার্কসবাদকে স্ত্রুভের এর মতবাদে পরিণত করেছিলেন। ভণ্ডামিটা ওদের ব্যক্তিগত দোষ নয়, পৃথক পৃথক

ভাবে তাঁরা অত্যন্ত সৎ চরিত্রের পরিবার প্রধান হতে পারেন। ওদের ভণ্ডামিটা হল সামাজিক মর্যাদার লক্ষ্যগত মিথ্যার ফলশ্রুতি: আশা করা হয় ওরা বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের প্রতিনিধিত্ব করবে অথচ প্রকৃতপক্ষে ওরা বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি যাদের উপর দায়িত্ব আছে প্রলেতারিয়েতের মধ্যে বুর্জোয়া শোভিনিজমের চিন্তাধারা ছড়িয়ে দেওয়া।

ফেবিয়ানরা কাউৎস্কি ও তাঁর সহযোগীদের চাইতে অধিকতর আন্তরিকতা পূর্ণ ও সৎ, কারণ ওরা বিপ্লবের পক্ষে দাঁড়াবার প্রতিশ্রুতি দেয় নি, যদিও রাজনৈতিক দিক থেকে ওরা স্বভাব থেকে উদ্ভূত।

বৃটেনের রাজনৈতিক স্বাধীনতার দীর্ঘ ইতিহাস এবং সাধারণভাবে রাজনৈতিক জীবনের উন্নত অবস্থা এবং বিশেষ করে বুর্জোয়াদের সমৃদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী বুর্জোয়াদের, দেশের নতুন রাজনৈতিক সংগঠনে দ্রুত, অবাধে এবং খোলাখুলিভাবে অভিমত জ্ঞাপন করতে সক্ষম করে তুলেছে এই ধরনের একটি সংগঠনের নাম হল ইউনিয়ন অফ ডেমোক্রাটিক কন্ট্রোল যার সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হলেন ই. ডি. মরেল, যিনি স্বাধীন শ্রমিক পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র দ্য লেবার লীডারের একজন নিয়মিত লেখক। এই ব্যক্তিটি বার্কেনহেড নির্বাচন কেন্দ্রের জন্যে বেশ কয়েক বছর ধরে উদারনৈতিক পার্টির মনোনীত সদস্য ছিলেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরই মরেল যখন যুদ্ধ বিরোধী রূপে বেরিয়ে এলেন তখন বার্কেনহেডের উদারনৈতিকদের সংঘ ১৯১৪ সালের ২রা অক্টোবর একটা চিঠিতে তাঁকে জানালেন যে তাঁর প্রার্থীপদ আর গ্রহণযোগ্য থাকবে না অর্থাৎ তাঁকে সরাসরিভাবে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করা হল। ১৪ই অক্টোবর মরেল এই চিঠির জবাব দিলেন যা তিনি পরবর্তী কালে দ্য আউট ব্রেক অফ দ্য ওয়ার এই নামে একটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেছিলেন। মরেলের অন্যান্য প্রবন্ধের মতই এই পুস্তিকাটিও তাঁর সরকারের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দেয় এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এইসব বক্তব্যকে যে বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতার ওপর ব্যাভিচারই যুদ্ধের কারণ অথবা যুদ্ধের লক্ষ্য ছিল প্রুশীয় সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসসাধন ইত্যাদি ইত্যাদি। ইউনিয়ন অফ ডেমোক্রাটিক কন্ট্রোল নামক সংঘের কর্মসূচীকে মরেল সমর্থন করেন—এর কর্মসূচীর মধ্যে আছে শান্তি, নিরস্ত্রীকরণ, প্রত্যেকটি অঞ্চলেরই গণভোটের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকবে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বৈদেশিক নীতির নিয়ন্ত্রণ।

এইসব থেকে প্রমাণিত হয় যে মরেল নিঃসন্দেহে, গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর

আন্তরিক সহানুভূতি থাকার জন্য কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন বিশেষ করে যুদ্ধবাজ বুর্জোয়া থেকে শান্তিবাদী বুর্জোয়ায় পরিণত হওয়ার জন্য। মরেল যখন ঘটনাবলীর উল্লেখ করেন প্রমাণ করার জন্য যে তাঁর সরকার জনগণকে প্রতারিত করেছিলেন গোপন চুক্তির কথা অস্বীকার করে যদিও প্রকৃতপক্ষে এইসব চুক্তির অস্তিত্ব ছিল। বৃটিশ বুর্জোয়ারা ১৮৮৭ সালেই পুরোপুরি ভাবে অনুভব করেছিল যে যদি কখনও জার্মানীর সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ বাধে তাহলে অবশ্যম্ভাবীরূপে বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করা হবে এবং তাই হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত চিন্তাভাবনাকে জোরের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছিল ( জার্মানী তখনও বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে নি ) : যুদ্ধের পূর্বে প্রকাশিত বেশ কয়েকটি গ্রন্থে ফরাসী সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে কর্নেল বাউচার একেবারে খোলাখুলি ভাবে স্বীকার করলেন যে জার্মানীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার জন্য একটা ফরাসী ও রুশ পরিকল্পনা ছিল ; প্রখ্যাত বৃটিশ সামরিক কর্তা কর্নেল রেপিংটন ১৯১১ সালে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে স্বীকার করলেন যে, ১৯০৫ সালের পর রুশ সমরাস্ত্রের বৃদ্ধি জার্মানীর পক্ষে বিপদের কারণ হয়ে উঠেছিল—মরেল যখন এইসব ফাঁস করে দেন তখন আমাদের স্বীকার না করে উপায় থাকে না যে আমরা একজন অত্যন্ত সৎ এবং অসাধারণ সাহসী বুর্জোয়ার সঙ্গে আলোচনা করছি যিনি তাঁর নিজস্ব পার্টির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ হলেও ভয় পান না।

তবুও যে কেউ একথা স্বীকার করবেন যে, আর যাই হোক মরেল একজন বুর্জোয়া, শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে যাঁর বক্তব্যের মধ্যে আছে প্রভূত পরিমাণ ফাঁকা বুলি যেহেতু প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী কার্যক্রম ব্যতিরেকে গণতান্ত্রিক শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ এর কোনটাই হতে পারে না। যদিও বর্তমান যুদ্ধের প্রশ্নে তার সঙ্গে উদারনৈতিকদের সম্পর্কচ্ছেদ ঘটেছিল কিন্তু তবুও অন্যান্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নে মরেল উদারনৈতিকই থেকে যান। তাহলে এরকম কেন যে যখন জার্মানীতে কাউৎস্কি শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে সেই একই বুর্জোয়া শব্দাবলীকে একটি মার্কসবাদী আবরণ দেন তখন সেটাকে তাঁর পক্ষে ভণ্ডামি করা বলে বিবেচিত হয় না বরং কৃতিত্ব হিসাবে দেখা হয়? কেবলমাত্র রাজনৈতিক সম্পর্কের অনুন্নত চরিত্র এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার অনুপস্থিতি, বৃটেনে যে রকম দ্রুত ও নির্বিবাদে গড়ে উঠেছিল, সেই রকমভাবে জার্মানীতে কাউৎস্কির কর্মসূচীর সঙ্গে শান্তি ও নিরস্ত্র করণের জন্য একটি বুর্জোয়া লীগ গঠনে বাধা দিয়েছিল।

তাহলে আমাদের এই সত্যকে স্বীকার করে নেওয়া যাক যে কাউৎস্কির যুক্তি হল একজন শান্তিবাদী বুর্জোয়ার যুক্তি, একজন বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাট নয়।

আমরা যে ঘটনাবলীর মধ্যে বাস করছি তা এই সত্য উপলব্ধি করার জন্য উৎসাহ যোগানোর পক্ষে যথেষ্ট যার সঙ্গে এ সম্পর্ক যুক্ত থাকুক না কেন।

অবাস্তব তত্ত্ব সম্পর্কে এই বিরূপতা এবং কার্যকারিতার মধ্যে তাদের গর্ব নিয়ে বৃটিশরা প্রায়ই রাজনৈতিক সমস্যাগুলোকে আরও প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপন করে এবং এইভাবে অন্যান্য রাষ্ট্রের সমাজতন্ত্রীদের সহায়তা করে সবরকম বুলির আবরণের অভ্যন্তরে প্রকৃত বিষয়বস্তুকে আবিষ্কার করতে ( মার্কসবাদী সহ )।

এইক্ষেত্রে শিক্ষণীয় হল "সমাজতন্ত্র ও যুদ্ধ"• নামক পুস্তিকাটি যা যুদ্ধবাজদের পত্রিকা দ্য ক্ল্যারিয়নে যুদ্ধের পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। এই পুস্তিকার মধ্যে ছিল মার্কিন সমাজতন্ত্রী আপটন সিনক্লেয়ার রচিত যুদ্ধ বিরোধী একটি "ইস্তেহার" এবং সংগ্রামপ্রিয় দেশপ্রেমিক রবার্ট ব্ল্যাচফোর্ড কর্তৃক সিনক্লেয়ারের কাছে লেখা একটি জবাব যিনি বহু পূর্ব থেকেই হিণ্ড-ম্যানের সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছেন।

সিনক্লেয়ার হলেন আবেগের সমাজতন্ত্রী, যাঁর কোন তত্ত্বগত শিক্ষা নেই। তিনি সমস্যাটি সহজ সরল ভাবে উপস্থাপন করেছেন; যুদ্ধের সম্ভাবনার গন্ধ পেয়েই তিনি এর থেকে মুক্তি পেতে চান সমাজতন্ত্রের মধ্যে।

> সিনক্লেয়ার লিখছেন, "আমাদের বলা হয় যে সমাজতন্ত্রী আন্দোলন এখনও অত্যন্ত দুর্বল তাই এর পূর্ণ বিকাশের জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। কিন্তু এই ক্রমবিকাশ ঘটছে মানুষের হৃদয়ে, আমরা হাতিয়ার মাত্র এবং আমরা যদি সংগ্রাম না করি তাহলে ক্রমবিকাশও ঘটবে না। আমাদের বলা হয় যে আন্দোলন ( যুদ্ধের বিরুদ্ধে ) ধ্বংস করে ফেলা হবে; কিন্তু আমি এই বিশ্বাস ঘোষণা করি যে যেকোন বিদ্রোহের দমন, যা মহত্তম মানবতার উদ্দেশ্যে

• সমাজতন্ত্র ও যুদ্ধ দি ক্লারিওন প্রেস, ৪৪ ওয়ারশিপ স্ট্রীট, লণ্ডন, ই. সি।

থেকে যুদ্ধ প্রতিরোধ করতে চেয়েছে, তা হবে সমাজতন্ত্র আজ পর্যন্ত যা লাভ করেছে তার মধ্যে মহত্তম জয়লাভ—সভ্যতার সমগ্র বিবেককে নাড়া দেবে এবং বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীকে এমনভাবে জাগিয়ে তুলবে যার তুলনা কোন ইতিহাসে নেই। আমাদের আন্দোলনের জন্যে অত্যন্ত আতঙ্কিত হওয়া উচিত নয় এবং সংখ্যা ও ক্ষমতার বাহ্যিক আকারের ওপর এত গুরুত্ব আরোপ করা উচিত নয়। বিশ্বাস ও দৃঢ়তায় ভাস্বর হাজার মানুষ হুঁশিয়ার ও সম্মানিত হয়ে যাওয়া লক্ষ মানুষের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের কাছে কোন বিপদ নেই একমাত্র সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি হিসেবে পরিণত হওয়া ছাড়া।”

এর থেকে যা দেখা যায় তা হল সাদাসিধে গোছের, তত্ত্বগত ভাবে যুক্তি-ভিত্তিক নয় তবে সমাজতন্ত্রকে বিকৃত করার বিরুদ্ধে একটি গভীর সত্য হুঁশিয়ারী এবং বিপ্লবী সংগ্রামের প্রতি আহ্বান।

ব্ল্যাচফোর্ড সিনক্লেয়ারের বক্তব্যের কি জবাব দিয়েছিলেন?

“কেবলমাত্র পুঁজিবাদী ও যুদ্ধবাজরাই যুদ্ধ করে। একথা সত্যি ......” তিনি বলেন। ব্ল্যাচফোর্ড শান্তির জন্যে গভীরভাবে আগ্রহী এবং পৃথিবীর যে কোন সমাজতন্ত্রীর মতই তিনিও শান্তি সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদের স্থলাভিষিক্ত হোক এটা দেখতে অত্যন্ত আগ্রহী। কিন্তু সিনক্লেয়ার তাঁর মনে প্রত্যয় উৎপাদন করতে পারবেন না অথবা “বাক্যালঙ্কার ও চমৎকার শব্দাবলী” বিধৃত ঘটনাবলী নিয়ে সরে যাবেন। “প্রিয় সিনক্লেয়ার, ঘটনা হল অবাধ্য জিনিস এবং জার্মান বিপদ হল একটি সত্য ঘটনা।” বৃটিশ ও জার্মান সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে কেউই যুদ্ধ প্রতিরোধ করার মত শক্তিধর নয় এবং “সিনক্লেয়ার বৃটিশ সমাজতন্ত্রের শক্তিকে অতিরঞ্জিত করেছেন। বৃটিশ সমাজতন্ত্রীরা......ঐক্যবদ্ধ নয়; ওদের অর্থ নেই, অস্ত্র নেই, শৃঙ্খলাও নেই।” ওরা একটি মাত্র কাজ করতে পারে এবং তা হল বৃটিশ সরকারকে নৌবাহিনী গঠনে সহায়তা করা, এ ছাড়া শান্তির নিশ্চয়তা বিধানের পক্ষে আর কিছু নেই এবং থাকতে পারে না।

কি যুদ্ধের আগে, কি পরে শোভিনিস্টরা মহাদেশীয় ইউরোপে কখনও এত স্পষ্টবাদী হয়ে ওঠে নি। জার্মানীতে যা চলছে তাকে খোলামেলা বলা

চলে না, তা হল কাউৎস্কির ভণ্ডামি ও কুতর্কের খেলা। প্লেখানভ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। তাই এই পরিস্থিতিতে একটি উন্নততর রাষ্ট্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাটা এত শিক্ষণীয়, যেখানে কাউকেই কুতর্ক অথবা মার্কসবাদের হাস্যকর অনুকরণের সামিল করা হবে না। এখানে সমস্যাগুলিকে আরও সোজাসুজি ও সত্যবাদিতার সঙ্গে উপস্থিত করা হয়। "উন্নত" বৃটিশদের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা যাক।

আবেদনের ক্ষেত্রে সিনক্লেয়ার সাদাসিধে, যদিও মূলগত ভাবে এটা সঠিক; তিনি সরল কারণ তিনি গত পঞ্চাশ বছরের গণ-সমাজতন্ত্রের উন্নতিকে অস্বীকার করেছেন এবং সমাজতন্ত্রের অভ্যন্তরে ঝোঁকগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্বকেও; তিনি বিপ্লবী ক্রিয়াকর্ম বৃদ্ধির পরিস্থিতিকেও অস্বীকার করেছেন যখন বিষয়গতভাবে বিপ্লবী পরিস্থিতি ও বিপ্লবী সংগঠনের অস্তিত্ব আছে। আবেগময় ক্রিয়াকলাপ তার অভাব পূরণ করতে পারে না। সমাজ-তন্ত্রের অভ্যন্তরে শক্তিশালী ঝোঁকগুলোর মধ্যে তীব্র ও প্রচণ্ড লড়াই, বিশেষ করে সুবিধাবাদী ও বিপ্লবী ঝোঁকের মধ্যে, তাকে বাক্যালংকার দিয়ে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

ব্ল্যাচফোর্ড ছদ্মবেশবর্জিত ভাবেই বলছেন এবং কাউৎস্কি ও তাঁর সহযোগী-দের অত্যন্ত গোপন যুক্তি সমূহকে উন্মোচন করছেন, কারণ কাউৎস্কিপন্থীরা সত্য বলতে ভয় পায়। ব্ল্যাচফোর্ড বলছেন, আমরা এখনও দুর্বল একথা ঠিক কিন্তু তাঁর স্পষ্টবাদিতা তৎক্ষণাৎ তাঁর সুবিধাবাদী ও সংগ্রামপ্রিয় দেশপ্রেমিককতাকেই প্রকাশ করে দেয়। এটা তৎক্ষণাৎ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তিনি বুর্জোয়া ও সুবিধাবাদীদের সেবা করেন। সমাজতন্ত্র "দুর্বল" এই কথা ঘোষণা করে তিনি নিজেই তাকে দুর্বল করে ফেলছেন সমাজতন্ত্র বিরোধী বুর্জোয়া নীতি প্রচার করে।

সিনক্লেয়ারের মত এবং বিপরীতভাবে একটি কাপুরুষের মত, যোদ্ধার মত না হয়ে একটি বিশ্বাসঘাতকের মত এবং একটি হঠকারী সাংসীর মত না হয়ে তিনিও সেইসব অবস্থাকে অস্বীকার করেন যা একটা বিপ্লবী পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

তাঁর বাস্তব সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে তাঁর নীতি (বিপ্লবী কার্যক্রম এবং এই ধরনের ক্রিয়াকর্মের পক্ষে প্রচার ও এর জন্যে প্রস্তুতি চালানো প্রত্যাখ্যান)

অর্থাৎ সংগ্রামপ্রিয় দেশপ্রেমিক ব্ল্যাচফোর্ডের অমার্জিত নীতি সম্পূর্ণ মিলে যায় প্লেখানভ ও কাউৎস্কির নীতির সঙ্গে।

মার্কসবাদকে চূড়ান্তরূপে বর্জন করাকে আড়াল করার জন্যে আমাদের কালে মার্কসবাদী শব্দাবলীকে আবরণ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে; কেউ যদি মার্কসবাদী হতে চান তাহলে অবশ্যই তাঁকে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃবৃন্দের "মার্কসবাদী ভণ্ডামীর" স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে হবে, সমাজতন্ত্রের মধ্যে দুটি ঝোঁকের দ্বন্দ্বকে নির্ভয়ে স্বীকৃতি জানাতে হবে এবং সংগ্রাম সম্পর্কিত সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে হবে। এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বৃটিশ সম্পর্কগুলো থেকে যা আমাদের সামনে তুলে ধরে মার্কসবাদী বস্তুসার ও শব্দবর্জিত মার্কসবাদ।

১৯১৫ সালে জুন মাসে লিখিত
১৯২৪ সালের ১৭ই জুলাই
সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় *প্রাভদার*
১৬৯তম সংখ্যায়।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ২১
পৃঃ ২৬০-২৬৫

# সমাজতন্ত্র এবং যুদ্ধ থেকে

## যুদ্ধের প্রতি আর.এস.ডি.এল.পি.-র দৃষ্টিভঙ্গী

*তৃতীয় পরিচ্ছেদ*

### বিরোধীদের মধ্যে যা চলছে

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে আন্তর্জাতিকতাবাদীদের মধ্যে যা সব বেশী আগ্রহের সঞ্চার করেছে তা হল জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক বিরোধীদের মধ্যেকার ঘটনাবলী। সরকারী জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি অর্থাৎ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সব চাইতে শক্তিশালী ও অগ্রণী পার্টি আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের ওপর একটি চরম আঘাত হেনেছে। সেই সঙ্গে অবশ্য জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে থেকেই প্রচণ্ড বিরোধিতা জেগেছিল। সমস্ত বড় বড় ইউরোপীয় পার্টিগুলোর মধ্যে একমাত্র জার্মান পার্টির মধ্যে থেকেই সর্ব প্রথম একটি প্রতিবাদের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর তুলে ধরেছিলেন সেই সব কমরেড যাঁরা সমাজতান্ত্রিক পতাকার কাছে অনুগত ছিলেন; আমরা দুটি পত্রিকা Lichstrahlen এবং Die Internationale[৮৮] পড়ে আনন্দ পেয়েছিলাম। এই কথা জানতে পেরে আমরা আরও বেশী খুশী হয়েছিলাম যে জার্মানীতে গোপনে ছাপা বিপ্লবী ইস্তেহার বিলি বণ্টন করা হয়, উদাহরণস্বরূপ, "প্রধান শত্রু, দেশের অভ্যন্তরেই লুকিয়ে আছে" এই শিরোনামের ইস্তেহার। এর থেকে বোঝা যায় যা সমাজতন্ত্রের শক্তি জার্মান শ্রমজীবীদের মধ্যে বেঁচে আছে এবং জার্মানীতে এখনও বিপ্লবী মার্কবাদকে উচ্চে তুলে ধরার মত মানুষ আছে।

আজকের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ভাঙন নিজেকে অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে উন্মুক্ত করেছে জার্মান-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনের মধ্যে। যে ঝোঁক-গুলোকে পরিষ্কারভাবে পৃথক করা যায় সেগুলো হল: সুবিধাবাদী উগ্র

স্বাদেশিকতাবাদী যারা স্বদল ত্যাগ করে জার্মানীতে যে নিম্নস্তরে নেমে গেছে সেই রকমটি আর কোথাও ঘটে নি; কাউৎস্কিপন্থী "কেন্দ্র" যা সুবিধা-বাদীদের ভৃত্যের ভূমিকা ছাড়া অন্য কোন ভূমিকা পালনে অক্ষম বলে এখানে প্রমাণিত হয়েছে; বামপন্থীরা, যাঁরা হলেন জার্মানীর একমাত্র সোশ্যাল-ডেমোক্রাট।

স্বাভাবিকভাবেই, জার্মান বামপন্থাদের মধ্যেকার ঘটনাবলীই আমাদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এরই মধ্যে আমরা আমাদের কমরেডদের অর্থাৎ সমস্ত আন্তর্জাতিক উপাদানসমূহের প্রত্যাশাকে দেখতে পাই।

ওদের মধ্যেকার ঘটনাগুলো কি?

Die International নামক পত্রিকাটি এই কথা লিখে সঠিক কাজই করেছিল যে জার্মান বামপন্থীরা এখনও গজিয়ে ওঠার স্তরে আছে এবং ওদের মধ্যে বেশ কিছু পরিমাণ দল পুনর্গঠন করা এখনও বাকি এবং তাদের মধ্যে কিছু কিছু উপাদান অত্যন্ত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ এবং কিছু কিছু কম দৃঢ়তা-সম্পন্ন।

অবশ্য আমরা যারা রুশ আন্তর্জাতিকতাবাদী, তারা মোটেই আমাদের কমরেডদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অর্থাৎ জার্মান বামপন্থীদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার দাবী করি না। এটা আমরা উপলব্ধি করি যে সময় ও স্থানের অবস্থা অনুযায়ী একমাত্র তাঁরাই সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পদ্ধতি নির্ধারণে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। ঘটনাবলী সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে আমাদের অভিমত জ্ঞাপন করাকে আমরা আমাদের অধিকার ও কর্তব্য বলে বিবেচনা করি।

আমরা যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছি যে Die Ianternationale পত্রিকার প্রধান প্রবন্ধের লেখক সম্পূর্ণ সঠিক কথাই লিখেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন যে কাউৎস্কির অনুগামী "কেন্দ্র", কট্টর সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের চাইতেও মার্কসবাদের বেশী ক্ষতি সাধন করছে। যিনি মতবিরোধগুলোকে হাল্কা করে দেখেন অথবা মার্কসবাদী মোড়কে আবৃত হয়ে শ্রমিকদের শিক্ষা দেন যে কাউৎস্কিবাদ যা প্রচার করছে তা প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকদের ঘুম পাড়ানোর মত এবং সুদেকাম ও হিনিসপন্থীদের চাইতেও বেশী ক্ষতি করছে, যারা সমস্যাটিকে পুরোপুরি চাপিয়ে দিচ্ছে, এবং শ্রমিকদের বাধা করছে জ্ঞাদের মনোভাবকে গড়ে তুলতে।

"সরকারী সঙ্ঘের" বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দল গঠন যা করার জন্যে সাম্প্রতিককালে কাউৎস্কি ও হ্যাস নিজেরাই খুঁকেছিলেন তা কাউকেই বিভ্রান্ত করবে না। তাঁদের সঙ্গে সিডেম্যানদের মতবিরোধটা মৌলিক বিষয়ে নয়। প্রথমোক্তরা বিশ্বাস করেন যে হিণ্ডেনবার্গ এবং ম্যাকেনসেনরা পূর্বেই জয়লাভ করেছেন এবং এখন ওরা রাজ্যাধিকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সৌখিনতা দেখাতে পারেন। শেষোক্তরা বিশ্বাস করে যে হিণ্ডেনবার্গ ও ম্যাকেনসেনরা এখনও বিজয়ী হন নি এবং সেই জন্যেই শেষ পর্যন্ত ধরে রাখাটা প্রয়োজন।

কাউৎস্কিবাদ একটা নকল লড়াই চালাচ্ছে "সরকারী সঙ্ঘের" বিরুদ্ধে যাতে যুদ্ধের পর শ্রমিকদের কাছ থেকে নীতিগত বিরোধীকে গোপন রাখতে সক্ষম হওয়া যায় এবং একটি অস্পষ্ট বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী গৃহীত হাজারখানেক নরম সিদ্ধান্ত নিয়ে সমস্যা সম্পর্কে কাগজ ভরান যায় যার খসড়া তৈরী করে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কূটনীতিবিদরা খুবই কুশলী।

এটা সহজেই বোধগম্য, "সরকারী সংঘের" বিরুদ্ধে তাদের কঠিন সংগ্রামের সময় জার্মান বিরোধী পক্ষেরও উচিত এই নীতিজ্ঞানহীন রাজনৈতিক দলকে কাজে লাগানো যাকে সৃষ্টি করেছেন কাউৎস্কি। যাই হোক, যে কোন আন্তর্জাতিকতাবাদীর কাছে নয়া কাউৎস্কিবাদের বিরোধিতা অবশ্যই হয়ে থাকবে কষ্টি পাথর স্বরূপ। একমাত্র তিনিই প্রকৃত আন্তর্জাতিকতাবাদী যিনি কাউৎস্কিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন এবং উপলব্ধি করেন যে তাঁর নেতার উদ্দেশ্য পরিবর্তনের ভান করার পরও, সমস্ত ভিত্তিমূলক বিষয়ে কেন্দ্র অবস্থান করে উগ্র স্বাদেশিকতাবাদীদের সুবিধাবাদীদের মিত্র হিসাবে।

সাধারণভাবে আন্তর্জাতিকের দোদুল্যমান উপাদানগুলোর প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর অসীম গুরুত্ব আছে। এই সমস্ত উপাদান—প্রধানতঃ শান্তিবাদী ভাব সম্পন্ন সমাজতন্ত্রীদের দেখতে পাওয়া যায় নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহে এবং কিছু কিছু যুদ্ধরত রাষ্ট্রে (বৃটেনে, উদাহরণস্বরূপ স্বাধীন শ্রমিক পার্টি)। এইসব উপাদান আমাদের সহযাত্রী হতে পারে। সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ওদের সঙ্গে যুক্ত থাকা প্রয়োজন। এটা অবশ্য মনে রাখতে হবে যে ওরা শুধুমাত্র সহযাত্রী, সমস্ত প্রধান প্রধান মৌলিক বিষয়ে, এই সব উপাদান আমাদের বিরুদ্ধে চলবে, আমাদের সঙ্গে নয়, যখন আন্ত—

জাতিক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে ওরা তখন কাউৎস্কি, সিডম্যান, ভ্যান্দারভেল্দে এবং সেম্বাটের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। আন্তর্জাতিক অধিবেশনগুলোতে আমরা ওদের কাছে যা গ্রহণযোগ্য তার মধ্যেই আমাদের কর্মসূচীকে সীমাবদ্ধ রাখব না। যদি আমরা তা করি তাহলে আমরা দোদুল্যমান শান্তিবাদীদের কব্জায় চলে যাব। উদাহরণস্বরূপ ঠিক এই রকমটিই ঘটেছিল বার্নের[৮৪] আন্তর্জাতিক মহিলা অধিবেশনে। ওখানে জার্মান প্রতিনিধি দলটি, যাঁরা কমরেড ক্লারা জেটকিনের দৃষ্টিভঙ্গীকে সমর্থন করেছিলেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে "কেন্দ্রের" ভূমিকাই পালন করেছিলেন। মহিলা অধিবেশনে শুধু সেইটুকুই বলা হয়েছিল যেটুকু গ্রহণযোগ্য ছিল ট্রোয়েলস্টার নেতৃত্বাধীন সুবিধাবাদী ওলন্দাজ পার্টির প্রতিনিধিদলের কাছে এবং স্বাধীন শ্রমিক পার্টির প্রতিনিধিবর্গের কাছে; আমরা সর্বদা স্মরণ রাখব যে লণ্ডন অধিবেশনের "আঁতাত" ভুক্ত শোভিনিস্টরা[৮৫] অর্থাৎ আই. এল. পি. ভ্যান্দারভেলদের প্রস্তাবের সমর্থনে ভোট দিয়েছিল। যুদ্ধের দিনগুলোতে আই. এল. পি. বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যে ভাবে সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিল তার জন্য আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে চাই। আমরা অবশ্য জানি যে এই পার্টি কখনও মার্কসবাদী নীতি গ্রহণ করে নি। আমাদের দিক থেকে আমরা মনে করি আজকের দিনে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক বিরোধী দলগুলোর প্রধান কর্তব্য হল বিপ্লবী মার্কসবাদের পতাকা উর্দ্ধে তুলে ধরা এবং দৃঢ়তার সঙ্গে এবং সুনির্দিষ্টরূপে শ্রমিকদের বলা কীভাবে আমরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধগুলোকে দেখছি এবং একটি গণ-বিপ্লবী ক্রিয়াকর্মকে এগিয়ে দেওয়া অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কাল পর্বকে গৃহযুদ্ধের সূচনায় পরিণত করা।

সব কিছু সত্ত্বেও বহু রাষ্ট্রেই বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক উপাদানের অস্তিত্ব আছে। ওদের দেখতে পাওয়া যাবে জার্মানীতে, রাশিয়ায়, স্কান্ডিনেভিয়ায় (যেখানে কমরেড হোগল্যাণ্ড একটি প্রভাবশালী ঝোঁকের প্রতিনিধিত্ব করেন) বলকানে (বালগেরীয় "টেসনিয়াকি"র পার্টি) ইতালিতে, বৃটেনে (বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টির অংশ,) ফ্রান্সে (ভ্যালিয়াণ্ট নিজেই লুমানিতে পত্রিকায় স্বীকার করেছেন যে তিনি আন্তর্জাতিকতাবাদীদের কাছ থেকে প্রতিবাদ পত্র পেয়েছেন কিন্তু এই সমস্ত পত্রের একটিও পুরোপুরি ছাপান নি,) হল্যাণ্ডে, (ট্রিবুনিস্টরা)[৮৬] ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব মার্কসবাদী উপাদানগুলোকে সংহত করা প্রথম দিকে ওদের সংখ্যা যত কমই

হোক না কেন, এখন বিস্তৃত, প্রকৃত সমাজতন্ত্রের আদর্শকে তাদের নামে পুনরুজ্জীবিত করা এবং সমস্ত রাষ্ট্রের শ্রমজীবীদের শোভিনিস্টদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ডাক দেওয়া এবং মার্কসবাদের পুরানো পতাকাতলে সমবেত হওয়া—এ সবই হল আজকের কর্তব্য।

তথাকথিত উদ্যোগের কর্মসূচী সহ অধিবেশনগুলো এখনও পর্যন্ত তাদের সীমাবদ্ধ রেখেছে নিছক শান্তিবাদের সুস্পষ্ট কর্মসূচীর মধ্যে। মার্কসবাদ, শান্তিবাদ নয়। অবশ্য যত শীঘ্র সম্ভব যুদ্ধ বন্ধ করার চেষ্টা করতে হবে।

অবশ্য শান্তির দাবী একটি প্রলেতারীয় গুরুত্ব অর্জন করে যদি বিপ্লবী সংগ্রামের আবশ্যক হয়। একের পর এক বিপ্লব না ঘটলে, যাকে গণতান্ত্রিক শান্তি বলা হয় তা ফিলিস্তিনীয় অবাস্তব কল্পনা হয়েই থাকে। প্রকৃত কর্মোদ্যোগের উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে কেবল মাত্র মার্কসবাদী কর্মসূচীর দ্বারা যা জনসাধারণকে দেয় যা ঘটেছে তার একটা পূর্ণাঙ্গ ও পরিষ্কার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করে সাম্রাজ্যবাদ কী এবং কি করেই বা এর বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হবে, খোলাখুলি ভাবে ঘোষণা করে যে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন ঘটেছিল সুবিধাবাদের দ্বারা এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সুবিধাবাদ বর্জিত একটি মার্কসবাদী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একটি কর্মসূচীমাত্র যা দেখায় যে আমাদের আত্মবিশ্বাস আছে এবং বিশ্বাস আছে মার্কসবাদে এবং আমরা সুবিধাদের বিরুদ্ধে একটা জীবনমরণ সংগ্রাম শুরু করেছি যা আজ হোক বা কাল হোক, প্রকৃত প্রলেতারীয় জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করবে।

১৯১৫ সালের জুলাই/আগস্টে লিখিত।
১৯১৫ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়
প্রকাশক : *সোৎসিয়াল ডেমোক্রাট* পত্রিকার
জেনেভাস্থ সম্পাদকমণ্ডলী

*সংগৃহীত রচনাবলী* খণ্ড ২১
পৃঃ ৩২৫-২৯

# বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত এবং জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার

অধিকাংশ কর্মসূচী অথবা সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি সমূহের কৌশলগত সিদ্ধান্তগুলির মত জিমারওয়াল্ড ইস্তেহার[৮৭] "জাতি সমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার" ঘোষণা করে। Brrner Tagwacht পত্রিকার ২৫২ এবং ২৫৩নং সংখ্যায় প্যারাবেলাম "আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্যে অস্তিত্বহীন অধিকারের জন্যে সংগ্রামকে" "অবাস্তব" আখ্যা দিয়েছেন এবং এর বিরোধী-রূপে দাঁড় করিয়েছেন "পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী গণ-সংগ্রামকে," অথচ সেই সঙ্গে আমাদের আশ্বাস দিচ্ছেন যে "আমরা দখলদারীর বিরোধী" (এই আশ্বাস প্যারাবেলামের প্রবন্ধে পাঁচবার বলা হয়েছে) এবং জাতিসমূহের বিরুদ্ধে সর্ব প্রকার বল প্রয়োগের বিরোধী।

তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে প্যারাবেলাম কর্তৃক উপস্থাপিত যুক্তি এই দৃঢ় অভিমতে পরিণত হয় যে আলসেস লোরেন, আর্মেনিয়া ইত্যাদির মত সমস্ত জাতীয় সমস্যাই আজ সাম্রাজ্যবাদী সমস্যা; জাতিগত রাষ্ট্র কাঠামোকে ছাপিয়ে পুঁজি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ইতিহাসের ঘড়ির কাঁটাকে পেছনে ঘুরিয়ে অপ্রচলিত জাতিগত রাষ্ট্রাদর্শে ফিরে যাওয়া আজ আর সম্ভব নয়।

দেখা যাক প্যারাবেলামের যুক্তি সঠিক কি না। প্রথমতঃ প্যারাবেলাম নিজেই পেছনের দিকে তাকাচ্ছেন, সামনের দিকে নয়, যখন শ্রমজীবী শ্রেণী কর্তৃক "জাতিগত রাষ্ট্রাদর্শ" গ্রহণের বিরোধিতা করার সময় তিনি বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালি ও জার্মানীর দিকে তাকান অর্থাৎ যে সমস্ত রাষ্ট্রে জাতীয় মুক্তি একটা অতীতের বিষয়ে পরিণত হয়েছে, তিনি প্রাচ্যের দিকে, এশিয়া, আফ্রিকা ও উপনিবেশগুলোর দিকে তাকান নি যেখানে এই আন্দোলন বর্তমান কালের ও ভাবীকালের। এই প্রসংগে ভারত, চীন, পারস্য ও মিশরের উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে।

অধিকন্তু, সাম্রাজ্যবাদের অর্থ হল, পুঁজি জাতিগত রাষ্ট্রের কাঠামোকে ছাড়িয়ে গেছে; এর অর্থ, একটি নতুন ঐতিহাসিক ভিত্তিতে জাতীয় নির্যাতনের সম্প্রসারণ ঘটেছে ও তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এর থেকেই বেরিয়ে আসে যে প্যারাবেলামের বক্তব্য সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রের জন্যে বিপ্লবী সংগ্রামকে আমরা অবশ্যই যুক্ত করব জাতীয় প্রশ্নের বিপ্লবী কর্মসূচীর সঙ্গে।

যেখান থেকে প্যারাবেলাম বলেন, তার থেকে মনে হয় যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নামে তিনি গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে একটি সুবিন্যস্ত বিপ্লবী কর্মসূচীকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছেন, কিন্তু এটা তাঁর ভুল কাজ। প্রলেতারিয়েত গণতন্ত্র ব্যতিরেকে বিজয়ী হতে পারে না অর্থাৎ গণতন্ত্রের পরিপূর্ণ কার্যকারিতা ঘটিয়ে এবং সংগ্রামের প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে অত্যন্ত দৃঢ়তা ব্যঞ্জক ভাষায় সূত্রায়িত গণতান্ত্রিক দাবীকে যুক্ত করে। এই ক্ষেত্রে অর্থাৎ জাতীয় প্রশ্নে গণতন্ত্রের একক সমস্যার কাছে পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং বিপ্লবী সংগ্রামের বিরোধিতা করা অবাস্তব। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামের সঙ্গে আমরা অবশ্যই যুক্ত করব একটি বিপ্লবী কর্মসূচী ও কৌশল, সমস্ত গণতান্ত্রিক দাবির ক্ষেত্রে। যেমন: একটি প্রজাতন্ত্র, গণবাহিনী, নেতৃবর্গের নির্বাচন, নারীর সমানাধিকার, জাতি-সমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ইত্যাদ। যতক্ষণ পর্যন্ত পুঁজিবাদের অস্তিত্ব থাকবে ততক্ষণ এই সব দাবী—সবগুলোই কেবলমাত্র ব্যতিক্রম হিসেবেই অর্জিত হতে পারে এবং তাও অসম্পূর্ণ ও বিকৃত আকারে। পূর্বে অর্জিত গণতন্ত্রকে ভিত্তি করে এবং পুঁজিবাদের অধীনে এর অসম্পূর্ণতাকে প্রকাশ করে আমরা পুঁজিবাদের উচ্ছেদের দাবী জানাই। বুর্জোয়াদের দখলচ্যুত করা, জনগণের দারিদ্র্য মোচন এবং গণতান্ত্রিক সংস্কারের পরিপূর্ণ ও সার্বিক প্রবর্তনের পক্ষে অপরিহার্য। এই সমস্ত সংস্কারের কিছু কিছু শুরু হবে বুর্জোয়াদের উচ্ছেদের পূর্বেই এবং অন্যান্যগুলো চলবে উচ্ছেদকালীন সময়ে এবং তার পরেও চলবে। সামাজিক বিপ্লব একটা একক লড়াই নয়, এটা হল অর্থ নৈতিক ও গণতান্ত্রিক সংস্কারের সর্বপ্রকার সমস্যা নিয়ে একের পর এক সংগ্রামের কালপর্ব যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটবে বুর্জোয়াদের উচ্ছেদের মধ্যে। আমাদের এই শেষ লক্ষ্যের জন্যেই আমরা আমাদের প্রতিটি গণতান্ত্রিক দাবীকে একটি সুবিন্যস্ত বিপ্লবী পদ্ধতিকে সূত্রায়িত করব। এটা

সহজেই অনুমেয় যে, কোন একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের শ্রমজীবীরা বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করবে, এমন কি একটাও মৌলিক গণতান্ত্রিক সংস্কার সম্পূর্ণরূপে অর্জিত হবার পূর্বেই। এটা অবশ্য সম্পূর্ণ অকল্পনীয় যে প্রলেতারিয়েত একটি ঐতিহাসিক শ্রেণী হিসেবে বুর্জোয়াদের পরাজিত করতে সক্ষম হবে যদি না ওরা সুদৃঢ় এবং অত্যন্ত সুবিন্যস্ত বিপ্লবী গণতান্ত্রিক মনোভাবের মধ্যে শিক্ষিত হয়ে ঐ কাজের জন্যে প্রস্তুত হয়ে ওঠে।

সাম্রাজ্যবাদের অর্থ হল মুষ্টিমেয় বৃহৎ শক্তি কর্তৃক বিশ্বের বিভিন্ন জাতির ওপর ক্রমবর্ধমান হারে নির্যাতন চালানো এর অর্থ শেষোক্তের মধ্যে যুদ্ধের একটা অধ্যায় যা জাতিগুলোর ওপর নির্যাতনের প্রসার ঘটায় ও সংহত করে; এর অর্থ একটা অধ্যায়, যেখানে জনগণের ব্যাপক অংশ সমাজতন্ত্রী ভণ্ড দেশপ্রেমিকদের দ্বারা প্রতারিত হয় অর্থাৎ যারা ব্যক্তিগত ভাবে "জাতি-সমূহের স্বাধীনতা", "জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার", "পিতৃভূমির প্রতিরক্ষা" প্রভৃতির আড়ালে বৃহৎ রাষ্ট্র কর্তৃক বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রের ওপর নির্যাতন চালাবার যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করে।

তাই সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক কর্মসূচীর মূল কথাটি অবশ্যই হবে জাতি সমূহকে নির্যাতনকারী ও নির্যাতন ভোগকারী এই ভাগে বিভক্ত করা যা গঠন করে সাম্রাজ্যবাদের মূল ভিত্তি, যাকে সোশ্যাল-শোভিনিস্টরা ও কাউৎস্কি প্রতারণাপূর্বক এড়িয়ে গেছেন। এই বিভাজন বুর্জোয়া শান্তিবাদ অথবা পুঁজিবাদের অধীনে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা সম্পর্কে ফিলিস্তিনীয় অবাস্তব কল্পনার দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয় কিন্তু সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকে এর অসীম গুরুত্ব আছে। এই বিভাজন থেকেই "জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার" সম্পর্কে আমাদের সংজ্ঞা অবশ্যই অনুসরণ করবে একটা সংজ্ঞাকে যা যুক্তিপূর্ণ রূপে গণতান্ত্রিক, বিপ্লবী এবং সমাজতন্ত্রের জন্যে অন্য সংগ্রামের সাধারণ কর্তব্য সম্পর্কে একমত। এই অধিকারের জন্যেই আশু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এর যথার্থ স্বীকৃতি অর্জনের জন্যেই, নির্যাতনকারী রাষ্ট্রসমূহের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা, অবশ্যই দাবী করবেন যে নির্যাতিত রাষ্ট্রসমূহের বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার থাকবে কারণ, অন্যথায় জাতিসমূহের সমানাধিকারের স্বীকৃতি এবং আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী শ্রেণীর সংহতি প্রকৃতপক্ষে একটা ফাঁকা বুলি ও নিছক ভণ্ডামিতে পরিণত হবে। অপরদিকে নির্যাতিত রাষ্ট্রসমূহের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা সবচাইতে

বেশী গুরুত্ব আরোপ করবেন নির্যাতিত ও নির্যাতনকারী রাষ্ট্রের শ্রমজীবীদের ঐক্য ও মিলনের ওপর; অন্যথায়, এইসব সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা অনিচ্ছাকৃত-ভাবে তাদের নিজেদের জাতীয় বুর্জোয়াদের সহযোগী হয়ে পড়বে যা সর্বদাই গণস্বার্থ ও গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং সদা প্রস্তুত থাকে অপরের এলাকা দখল করতে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের ওপর নির্যাতন চালাতে।

গত শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষ দিকে যে ভাবে জাতীয় প্রশ্নটিকে উপস্থিত করা হয়েছিল তা একটা শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত রূপে কাজ করতে পারে। সেই সব পাতি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা যাদের কাছে শ্রেণী সংগ্রাম ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চিন্তা ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত, তারা তাদের সামনে পুঁজিবাদের অধীনে স্বাধীন ও সমানাধিকার বিশিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শান্তিপূর্ণ প্রতি-যোগিতার একটা অবাস্তব ছবি তুলে ধরত।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আশু কর্তব্য আলোচনা করতে গিয়ে প্রুধোঁবাদীরা জাতীয় প্রশ্ন ও জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছেন। মার্কস ফরাসী প্রুধোঁবাদকে উপহাস করেছিলেন এবং ফরাসী শোভিনিজমের সঙ্গে এর সম্বন্ধ প্রদর্শন করেছিলেন ("সমগ্র ইউরোপ অবশ্যই শান্তভাবে তাদের পেছনের কুটিরে বসে থাকবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না ফ্রান্সের ঐ ভদ্রলোকটি "দারিদ্র্যের" বিলোপ ঘটাচ্ছেন……জাতিসত্তার কথা নস্যাৎ করে দিয়ে মনে হয় সম্পূর্ণ অচেতন ভাবেই তাঁরা আদর্শ ফরাসী জাতির মধ্যে আত্মভূত হয়ে যাওয়াকে উপলব্ধি করেছেন")। মার্কস বৃটেন থেকে আয়ারল্যাণ্ডের বিচ্ছিন্নতার দাবী করেছিলেন "যদিও বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর একটা যুক্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে", তাঁর এই দাবী শান্তিপূর্ণ পুঁজিবাদ সম্পর্কে পাতি বুর্জোয়াদের অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নয় অথবা "আয়ারল্যাণ্ডের প্রতি ন্যায়-বিচারের" দৃষ্টিকোণ থেকেও নয়, এই দাবী ছিল পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে নির্যাতন কারী অর্থাৎ বৃটিশ জাতির প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী সংগ্রামের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে।

ঐ জাতির স্বাধীনতা খর্ব এবং অঙ্গহানি করা হয়েছে এই ঘটনার দ্বারা যে সে অপর একটি রাষ্ট্রের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে। বৃটিশ প্রলেতারিয়েতের আন্তর্জাতিকতাবাদ একটি শঠতাপূর্ণ বুলি হয়েই থাকতো যদি ওরা আয়ার-ল্যাণ্ডের বিচ্ছিন্নতা দাবী না করত। কখনই নগণ্য রাষ্ট্রগুলোর অনুকূলে নয়, অথবা সাধারণভাবে রাষ্ট্রগুলোকে ভাগ করে দেওয়ার জন্যে নয়, অথবা যুক্ত-

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নীতির জন্যে নয়, মার্কস নির্যাতিত রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতাকে বিবেচনা করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দিকে একটি পদক্ষেপ হিসেবে, ফলস্বরূপ, বিচ্ছিন্নতার দিকে নয়, সংহতির দিকে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক, উভয় দিকেই, তবে গণতন্ত্রকে ভিত্তি করে এই সংহতি। প্যারাবেলামের দৃষ্টিতে, মার্কস সম্ভবতঃ আয়ারল্যাণ্ডের বিচ্ছিন্নতার দাবী করে একটা "কাল্পনিক সংগ্রাম" চালাচ্ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে অবশ্য একমাত্র এই দাবীর মধ্যেই উপস্থাপিত হয়েছিল একটি সুপরিকল্পিত বিপ্লবী কর্মসূচী, একমাত্র এইটাই আন্তর্জাতিকতাবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল; একমাত্র এটাই অ-সাম্রাজ্যবাদী পথে সংহতির জন্যে ওকালতি করে।

আমাদের কালের সাম্রাজ্যবাদ এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে নিয়ে গেছে যেখানে বৃহৎশক্তিবর্গ কর্তৃক জাতিসমূহের উপর নির্যাতন সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এই মতবাদ যে প্রধান প্রধান রাষ্ট্রের সোশ্যাল-শোভিনিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে, যারা আজ সাম্রাজ্যবাদী লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছে জাতিসমূহের উপর নির্যাতন তীব্র করে তোলার জন্যে এবং বিশ্বের অধিকাংশ জাতির উপর এবং পৃথিবীর অধিকাংশ অধিবাসীর উপর নির্যাতন চালাচ্ছে—এই মতবাদটি অবশ্যই নির্ধারক, অপরিহার্য ও মৌলিক হবে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি জাতীয় কর্মসূচীর মধ্যে।

এই বিষয়ের উপর সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক চিন্তা ভাবনার বর্তমান ঝোঁকগুলোর প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন পাতি বুর্জোয়া কল্পনা বিলাসীরা যারা স্বপ্ন দেখেছিল পুঁজিবাদের অধীনে জাতিসমূহের মধ্যে শান্তি ও কমিউনিজমের তারা সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা সফলতা অর্জন করেছে।

পূর্বোক্তটির সঙ্গে লড়াই করার সময় প্যারাবেলাম কল্পিত শত্রুর দিকে ঝোঁকেন ফলে অনিচ্ছাকৃত ভাবে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের পুতুলে পরিণত হন। সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের জাতীয় প্রশ্নে কর্মসূচীটা কী?

হয় ওরা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে প্যারাবেলাম যে ধরনের যুক্তি দেখিয়েছেন সেই ধরনের যুক্তি প্রয়োগ করে (কুনাও, পারভাস, রুশ সুবিধাবাদীদের মধ্যে সেমকভস্কি, লিবম্যান এবং অন্যান্যরা) অথবা ওরা ঐ অধিকারকে স্বীকার করে একটা নিছক শঠতাপূর্ণ পন্থায় যেমন সেইসব জাতির উপর এর প্রয়োগ না করে, তাদের নিজেদের রাষ্ট্রের দ্বারা অথবা তার সামরিক মিত্রদের দ্বারা নির্যাতিত, (প্লেখানভ, হিণ্ডম্যান,

অর্থাৎ সমস্ত ফরাসীপন্থী দেশপ্রেমিকরা, তারপর সিডম্যান ইত্যাদিরা) সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের মিথ্যার অত্যন্ত সম্ভাব্য সূত্র, অর্থাৎ যা প্রলেতারিয়েতের কাছে অত্যন্ত বিপজ্জনক, তা কাউৎস্কিই দিয়েছেন। কথায় তিনি জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের সপক্ষে; কথায় তিনি সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সপক্ষে "die Selbstandigkeit der Nationen allseitig [!] und ruckhaltlos [?] achtet und fordert"* (Die Neue zeit নং ৩৩ II S. 241. মে ২১, ১৯১৯)। বাস্তবিকই অবশ্য তিনি জাতীয় কর্মসূচীকে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন প্রচলিত সোশ্যাল-শোভিনিজমের সঙ্গে, বিকৃত করেছেন এবং কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। তিনি নির্যাতনকারী রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রীদের কর্তব্য সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কোন' সংজ্ঞা দেন না এবং গণতান্ত্রিক নীতিরই সুনিশ্চিত রূপে একটি মিথ্যা ব্যাখ্যা দেন যখন তিনি বলেন সব "রাষ্ট্রের স্বাধীনতা" দাবী করলে (Staatliche Selbstandigkeit) তার অর্থ হবে "অত্যধিক দাবী করা ("Zu viel" Die Neue Zcit নং ৩৩ II S. 77, এপ্রিল ১৬, ১৯১৫)। যদি তুমি চাও তাহলে "জাতীয় স্বায়ত্তশাসনই" যথেষ্ট! প্রধান প্রশ্নটি অর্থাৎ যার সম্বন্ধে আলোচনা করতে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা রাজী হবে না, যেমন, রাষ্ট্রীয় সীমানার প্রশ্ন, যা গড়ে উঠেছে জাতিসমূহের উপর নির্যাতনের দ্বারা, কাউৎস্কি তাকে পাশ কাটিয়ে গেছেন, যিনি ঐ বুর্জোয়াদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে কর্মসূচী থেকে অপরিহার্য বিষয়টিকে বিসর্জন দিয়েছেন। বুর্জোয়ারা জাতীয় সাম্যের পক্ষে এবং তুমি যদি চাও তাহলে জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে প্রতিশ্রুতি দিতে প্রস্তুত, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রোলেতারিয়েত বৈধতার কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করবে এবং রাষ্ট্রীয় সীমানার প্রশ্নে ওদের কাছে শান্তিপূর্ণ ভাবে নতি স্বীকার করবে! কাউৎস্কি সোশাল-ডেমোক্রাসি জাতীয় কর্মসূচীকে সূত্রায়িত করেছেন একজন সংস্কারবাদী হিসাবে বিপ্লবী পন্থায় নয়।

প্যারাবেলামের জাতীয় কর্মসূচী অথবা আরও সুস্পষ্টভাবে তাঁর প্রতিশ্রুতি, "আমরা দখলকারীর বিরোধী," জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতার আন্তরিক সমর্থন পেয়েছিল, কাউৎস্কি, প্লেখানভ এবং তাদের

* "উপলব্ধি করার মত [!] এবং অকপটে [?] জাতিসমূহের স্বাধীনতাকে সম্মান করে এবং দাবী করে"—সম্পাদক।

সহযোগীরা, ঐ একই কারণের জন্যেই ঐ কর্মসূচী প্রধান প্রধান সমাজতান্ত্রিক দেশপ্রেমিকদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে না।

বুর্জোয়া শান্তিবাদীরাও ঐ কর্মসূচী অনুমোদন করবেন। প্যারাবেলামের অপূর্ব সাধারণ কর্মসূচী ( পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে একটি বিপ্লবী গণ-সংগ্রাম" ) তার কাছে কাজ করে ঠিক যেমন এটা করেছিল ষাটের দশকে প্রুধোঁপন্থীদের কাছে—জাতীয় প্রশ্নে এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে একটি কর্মসূচী প্রণয়নের জন্যে নয়—যা সমঝোতা বিরোধী এবং সমভাবে বিপ্লবী, সামাজিক দেশ-প্রেমিকদের কাছে পথ উন্মুক্ত রাখার জন্যে। আমাদের সাম্রাজ্যবাদী দিন-গুলিতে সারা দুনিয়ার অধিকাংশ সমাজতন্ত্রীরা সেইসব রাষ্ট্রের সদস্য যারা অন্যান্য রাষ্ট্রের উপর নির্যাতন চালায় এবং নির্যাতন চালাবার জন্যে এলাকা সম্প্রসারণের চেষ্টা করে। এই কারণেই "দখলদারীর বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম" অর্থহীন হয়ে পড়বে এবং সামাজিক দেশপ্রেমিকদের একজনকেও হঠাতে পারবে না যদি না আমরা ঘোষণা করি যে একটি নির্যাতনকারী রাষ্ট্রের একজন সমাজতন্ত্রী যিনি নির্যাতিত জাতিসমূহের বিচ্ছিন্ন হবার স্বাধীনতার অনুকূলে শান্তিকালীন ও যুদ্ধকালীন এই উভয় সময়েই প্রচার চালান না, তিনি সমাজতান্ত্রিক অথবা আন্তর্জাতিকতাবাদী নন, তিনি একজন শোভিনিস্ট! নির্যাতনকারী রাষ্ট্রের একজন সমাজতন্ত্রী, যিনি সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে এই ধরনের প্রচার চালাতে ব্যর্থ হন অর্থাৎ স্বাধীন ভাবে, বেআইনি ছাপাখানায়, তিনি জাতিসমূহের সমানাধিকারের একজন ভণ্ড প্রচারক মাত্র!

রাশিয়া সম্পর্কে প্যারাবেলামের একটি মাত্র বাক্য আছে যা এখনও তার বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে নি।

"Selbt das wirtschaftlich sehr zuruckgebliebene Russland hat in der Haltung der Polinischen, Lettischen Armenischen Bourgeoisie gezeigt, dass nicht nur die militarische Bewachung es ist die Volker in diesem Zuchthaus der Volker' zusammenhalt sondern Bedurfnisse der kapitalistischen Expansion, fur die das ungeheure Territorium ein glanzender Boden der Entwicklung ist"*

* "পোলিশ, লেটিস ও আর্মেনীয় বুর্জোয়ারা যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সেখানে অর্থনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ রাশিয়া, প্রমাণ করেছে

এটা একটা সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক দৃষ্টিভঙ্গী নয় এটা হল উদার-নৈতিক বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গী, আন্তর্জাতিকতাবাদী নয়, মহান রুশ শোভিনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গী। প্যারাবেলাম, যিনি জার্মান সমাজতান্ত্রিক দেশ-প্রেমিকদের বিরুদ্ধে একজন চমৎকার যোদ্ধা, তাঁরা উগ্র রুশ শোভিনিজম সম্বন্ধে কোন পরিচয়ই নেই বলে মনে হয়। কারণ প্যারাবেলামের কথা-গুলোকে পরিণত করতে হবে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক স্বীকৃতি হিসাবে এবং এর থেকে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে এর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করতে হবে নিম্নোক্ত রূপে :

রাশিয়া হল জনগণের একটি কারাগার, জারতন্ত্রের, শুধু সামরিক ও সমাজতান্ত্রিক চরিত্র আছে বলেই নয়, মহান রুশ বুর্জোয়ারা জারতন্ত্রের সমর্থক বলেই নয়, পোলিশ বুর্জোয়ারা সাধারণ ভাবে জাতির স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে বিসর্জন দিয়েছে পুঁজিবাদী সম্প্রসারণের স্বার্থে, তাই। রুশ প্রোলেতারিয়েত জনতার শোভাযাত্রার সর্বাগ্রে থেকে সার্থক গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে কদম ওঠাতে পারে না ( যা তার আশু কর্তব্য ) অথবা তার ভাইদের অর্থাৎ ইউরোপের প্রোলেতারিয়েতের পাশাপাশি থেকে সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের জন্যে লড়াই করতে পারে না, তৎক্ষণাৎ দাবী করতে পারে না জারতন্ত্র কর্তৃক নির্যাতিত সমস্ত জাতির রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে ( ruckhaltos ) অকপটে। এটা আমরা দাবী করি তবে সমাজতন্ত্রের জন্যে বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে নয়, তবে যদি এটা গণতন্ত্রের সমস্ত প্রশ্ন সম্পর্কে বিপ্লবী পন্থার সঙ্গে যুক্ত না থাকে তাহলে এটা একটা ফাঁকা বুলি হয়েই থাকবে জাতীয় প্রশ্ন সহ। আমরা দাবী জানাই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের স্বাধীনতা অর্থাৎ স্বাধীনতা, নির্যাতিত রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্ন হবার স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক দিক থেকে আমরা দেশকে টুকরো টুকরো করে ফেলার স্বপ্ন দেখেছি বলে নয় অথবা আদর্শ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যে নয়, বিপরীতপক্ষে আমরা চাই বৃহৎ রাষ্ট্র, নিবিড় ঐক্য, জাতিগুলির মধ্যে সম্পূর্ণ মিলন। তবে আমরা এটা চাই যথার্থ গণতান্ত্রিক

যে, এটা কেবলমাত্র সামরিক রক্ষীই নয় যা "জনগণের কারাগারে" জনগণকে একত্র রাখে, পুঁজিবাদী সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তাও, যার জন্যে এই বিশাল অঞ্চল বিকাশ ঘটাবার একটি চমৎকার সুযোগ"।

পদ্ধতিতে, যথার্থ আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে যা বিচ্ছিন্ন হওয়ার স্বাধীনতা ব্যতিরেকে কল্পনা করা যায় না। ১৮৬৯ সালে ঠিক মার্কস যেমন দাবী করেছিলেন আয়ারল্যাণ্ডের বিচ্ছিন্নতা, আয়ারল্যাণ্ড ও বৃটেনের মধ্যে বিচ্ছেদের জন্যে নয়, পরবর্তীকালে উভয়ের মধ্যে একটি স্বাধীন ঐক্যের জন্যে, আয়ারল্যাণ্ডের জন্যে ন্যায্য বিচার সুনিশ্চিত করার জন্যে নয়, বৃটিশ প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী সংগ্রামের স্বার্থে, আমরাও ঠিক সেই ভাবে, রুশ সমাজতন্ত্রীদের জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের স্বাধীনতার দাবী প্রত্যাখ্যানকে বিবেচনা করি, যে অর্থে আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, তা হল গণতন্ত্র, আন্তর্জাতিকতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের প্রতি হবে সরাসরি বিশ্বাসঘাতকতা।

জার্মান ভাষায় লিখিত,
তবে ১৯১৫ সালের ১৬ই অকটোবর (২৯)-এর পূর্বে নয়।
প্রথম প্রকাশ, ১৯২৭ সাল
লেনিনের মিসশেলানির ৬ষ্ঠ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ২১
পৃঃ ৪০৭-১৪

# সমাজতান্ত্রিক প্রচার লীগের[৮৯] সম্পাদকের কাছে লেখা চিঠি

প্রিয় কমরেডগণ !*

আপনাদের পুস্তিকা পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়েছি। সমাজতান্ত্রিক পার্টির সদস্যবৃন্দের কাছে, একটি নতুন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা ও একটি সুস্পষ্ট বিপ্লবী সমাজতন্ত্র কায়েম করতে সংগ্রাম করার জন্যে মার্কস ও এঙ্গেলস সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে যেমন শিক্ষা দিয়েছিলেন, বিশেষ করে তাদের বিরুদ্ধে যারা প্রতিরক্ষার যুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর অংশ গ্রহণের পক্ষপাতী সেই সম্পর্কে আপনাদের আবেদন, যুদ্ধের শুরু থেকেই আমাদের পার্টি কর্তৃক অনুসৃত নীতির সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খায় যে নীতিগত দশ বছর ধরে অনুসরণ করে আসা হচ্ছে। ( রাশিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি, কেন্দ্রীয় কমিটি )।

আমরা আপনাকে আমাদের যথার্থ আন্তর্জাতিকতাবাদের সংগ্রামে সাফল্য কামনা করে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমাদের সংবাদপত্রে এবং আমাদের প্রচারের ক্ষেত্রে আপনাদের কর্মসূচীর বহু বিষয়ে মত পার্থক্য আছে এবং আমরা এই বিষয়গুলো সংক্ষেপে আপনার সামনে ব্যাখ্যা করা অবশ্য প্রয়োজন বলে মনে করি যাতে আপসহীন বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী বিশেষ করে সমস্ত রাষ্ট্রের মার্কসবাদীদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্যে তাৎক্ষণিক ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি।

আমরা পুরানো দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ( ১৮৮৯-১৯১৪ ) অত্যন্ত নির্মম

* লেনিন এই চিঠিটা ইংরেজিতে লিখেছিলেন—সম্পাদক

সমালোচনা করি এবং আমরা একে মৃত এবং প্রাচীনের ভিত্তিতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অযোগ্য বলে ঘোষণা করি। কিন্তু আমাদের সংবাদপত্রে আমরা কখনও বলি না যে এর পর থেকে তথাকথিত "তাৎক্ষণিক দাবী-সমূহের" ওপর অত্যধিক জোর দেওয়া হয়েছে এবং সেই জন্যে সমাজতন্ত্রকে একটু তরল করা যেতে পারে: আমরা বলি এবং প্রমাণ করি যে সমস্ত বুর্জোয়া পার্টি, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি ছাড়া আর সমস্ত পার্টি মিথ্যাবাদী এবং ভণ্ডামি করে যখন ওরা সংস্কারের কথা বলে। আমরা শ্রমিকশ্রেণীকে সাহায্য করার চেষ্টা করি, ক্ষুদ্রতম হলেও তাদের পরিস্থিতিতে প্রকৃত উন্নতি লাভ করার জন্যে (আর্থিক ও রাজনৈতিক) এবং আমরা যুক্ত করি যে কোন সংস্কারই দীর্ঘস্থায়ী, আন্তরিক ও প্রকৃত হবে না যদি জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের দ্বারা সমর্থিত না হয়। আমরা সর্বদাই প্রচার করি যে একটি সমাজতান্ত্রিক পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বিপ্লবী পন্থার সঙ্গে সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ না হলে একটি উপদলে পরিণত হতে পারে, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে এবং সেটাই হবে পরিষ্কার বিপ্লবী সমাজতন্ত্র অর্জনের পথে অত্যন্ত ক্ষতিকর বিপদস্বরূপ।

আমরা সর্বদাই আমাদের সংবাদপত্রে পার্টির অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের সপক্ষে প্রচার করি। কিন্তু আমরা কখনও পার্টির কেন্দ্রীভবনের বিরুদ্ধে বলি না, আমরা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীভবনের সমর্থক। আমরা বলি যে জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের কেন্দ্রীভবন মোটেই দুর্বল নয় বরং শক্তিশালী এবং ভাল ভাল বৈশিষ্ট্য যুক্ত। বর্তমান জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির দোষ ত্রুটি কেন্দ্রিকতার মধ্যে নেই, তা আছে সুবিধাবাদীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার মধ্যে যাকে বিশেষ করে বর্তমানে পার্টি থেকে বর্জন করা উচিত, যুদ্ধের সময় ওদের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আচরণের জন্যে। যদি কোন নির্দিষ্ট সংকটের সময় (উদাহরণস্বরূপ, আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী) একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বিশাল জনতাকে বিপ্লবী পথে পরিচালিত করতে পারে, তাহলেই অত্যন্ত ভাল হবে। কিন্তু সর্বপ্রকার সংকটে জনতা তৎক্ষণাৎ সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে না, জনগণ পার্টির কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সাহায্য পেতে চায়। আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি, ঠিক এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় অর্থাৎ ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, জনগণকে পরিচালিত করেছে "প্রতিরক্ষার যুদ্ধ" নামক মিথ্যাকে মেনে না নিতে এবং সুবিধাবাদীদের কাছ

থেকে ও "ভাবী সমাজতন্ত্রী সংগ্রাম প্রিয় দেশপ্রেমিক"দের কাছ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতে (আমরা "সমাজতন্ত্রীদের" এই রকম বলি যারা আজ প্রতিরক্ষার যুদ্ধের সমর্থক)। আমরা মনে করি আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির এই কেন্দ্রীকতার ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য ছিল।

আমরা আপনার সঙ্গে একমত যে আমরা কারিগরী ইউনিয়নের বিরোধিতা করব এবং শিল্পগত ইউনিয়নের পক্ষে থাকার অর্থাৎ বড় বড় কেন্দ্রীভূত ট্রেড ইউনিয়নের সপক্ষে এবং শ্রমিকশ্রেণীর সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন ও সমবায় সংস্থার ও সমস্ত অর্থ নৈতিক সংগ্রামে সমস্ত পার্টি সদস্যের অত্যন্ত সক্রিয় অংশ গ্রহণের সপক্ষে। কিন্তু আমরা মনে করি জার্মানীর লেজিয়েন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিঃ গম্পার্স জাতীয় ব্যক্তিরা হলেন বুর্জোয়া এবং তাঁদের নীতি সমাজতান্ত্রিক নয় বরং জাতীয়তাবাদী, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নীতি। মিঃ লেজিয়েন, মিঃ গম্পার্স এবং ঐ ধরনের অন্যান্যরা শ্রমজীবী শ্রেণীর প্রতিনিধি নন, তাঁরা প্রতিনিধিত্ব করেন শ্রমিকশ্রেণীর অভিজাততন্ত্র এবং আমলাতন্ত্রের।

আমরা আপনার মতের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল যখন রাজনৈতিক ক্রিয়া কর্মের ক্ষেত্রে আপনি শ্রমিকদের "ব্যাপক অংশ গ্রহণের" দাবী করেন। জার্মান বিপ্লবী ও আন্তর্জাতিকতাবাদী সমাজতন্ত্রীরাও এর দাবী করেন; আমাদের সংবাদপত্রে আমরা বিশদ বিবরণ দিয়ে জনগণের ব্যাপক অংশের রাজনৈতিক কর্তব্য বলতে কী বোঝায় তা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করি যেমন রাজনৈতিক ধর্মঘট, (রাশিয়াতে খুবই স্বাভাবিক) পথ বিক্ষোভ এবং বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের দ্বারা সৃষ্ট রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে গৃহযুদ্ধ।

আমরা বর্তমান সমাজতান্ত্রিক পার্টির মধ্যে (দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে যা চলছে) ঐক্যের জন্যে প্রচার করি না। বিপরীতপক্ষে আমরা সুবিধাবাদীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্যে প্রচার চালাই। যুদ্ধ হল শ্রেষ্ঠতম বস্তুগত শিক্ষা। সমস্ত রাষ্ট্রে সুবিধাবাদীরা ও তাদের নেতৃবর্গ, তাদের অত্যন্ত প্রভাবশালী দৈনিক পত্রিকা ও সমালোচনাগুলো যুদ্ধের সপক্ষে, অন্যভাবে ওরা বাস্তব ক্ষেত্রে ওদের জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে একজোট হয়ে গেছে (মধ্যবিত্ত পুঁজি-বাদী) প্রলেতারীয় জনগণের বিরুদ্ধে। আপনি বলেন যে আমেরিকাতেও সমাজতন্ত্রীরা আছেন যারা প্রতিরক্ষার যুদ্ধে অংশগ্রহণের সপক্ষে অভিমত জ্ঞাপন করেছেন। আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় হল যে এইসব ব্যক্তির সঙ্গে ঐক্য অশুভ ফলদায়ক হবে। এই ধরনের ঐক্য জাতীয় মধ্যবিত্তশ্রেণী ও পুঁজি-

পতিদের সঙ্গে ঐক্য এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে বিচ্ছেদ। কিন্তু আমরা চাই জাতীয় সুবিধাবাদীদের সঙ্গে বি চ্ছন্ন এবং আন্তর্জাতিক বিপ্লবী মার্কসবাদী ও শ্রমজীবী শ্রেণীর পার্টিগুলোর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে।

আমরা আমাদের সংবাদপত্রে আমেরিকার এস. পি. ও এস. এল. পি-র মধ্যে ঐক্যের বিরুদ্ধে কখনও কিছু বলিনি। আমরা সর্বদাই মার্কস ও এঙ্গেলসের চিঠির উদ্ধৃতি দিই (বিশেষ করে সোর্জের কাছে লেখা, যিনি ছিলেন আমেরিকার সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের একজন সক্রিয় সদস্য (যেখানে উভয়েই এস. এল. পি.-র[২০] সংকীর্ণতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর নিন্দা করেছেন।

প্রাচীন আন্তর্জাতিক বিষয়ে আপনার সমালোচনা সম্পর্কে আমরা আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। আমরা জিমারওয়াল্ড অধিবেশনে (সুইজারল্যাণ্ড) ৫-৮.৯.১৯১৫ এটা যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছি। আমরা ওখানে একটি বামপন্থী সংঘ গঠন করেছি এবং আমাদের প্রস্তাব ও ইস্তেহারের খসড়া পেশ করেছি। আমরা সবেমাত্র ঐ সব নথিপত্র জার্মান ভাষায় প্রকাশ করেছি এবং আমি ওগুলো আপনার কাছে পাঠাচ্ছি ("সমাজতন্ত্র ও যুদ্ধ" এই চটি বইখানার জার্মান ভাষার অনুবাদ সহ) এবং আশা করি আপনার লীগে সম্ভবতঃ কিছু কিছু কমরেড আছেন যারা জার্মান বুঝবেন। আপনি যদি এগুলোর তর্জমা প্রকাশ করতে আমাদের সাহায্য করতে পারেন (এটা কেবলমাত্র আমেরিকাতেই সম্ভব, পরবর্তী কালে আমরা এগুলোকে ইংলণ্ডে পাঠাবো) তাহলে আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আপনার সাহায্য গ্রহণ করব।

"জঙ্গী দেশপ্রেমিকতার" বিরুদ্ধে, সত্যিকারের আন্তর্জাতিকতাবাদ অর্জনের জন্য আমাদের সংগ্রামে আমরা সর্বদাই আমেরিকার সুবিধাবাদী এস. পি. নেতৃবর্গের উদাহরণ আমাদের পত্রিকায় প্রকাশ করি যারা চীনা ও জাপানী শ্রমিক আগমন নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতি (বিশেষ করে ১৯০৭ সালের স্টুটগার্ট কংগ্রেসের পর এবং স্টুটগার্ট সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে)। আমরা মনে করি যে একই সঙ্গে একদিকে আন্তর্জাতিকতাবাদী ও নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতি হওয়া যায় না। আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করি যে আমেরিকার সমাজতন্ত্রীরা বিশেষ করে ইংরেজ সমাজতন্ত্রীরা নির্যাতনকারী ও শাসক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থেকে, যারা কোন প্রকার শ্রমিক আগমন নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে নয়, উপনিবেশ অধিকারের বিরুদ্ধে (হাওয়াই), উপনিবেশগুলোর সামগ্রিক স্বাধীনতার পক্ষে, এই সব সমাজতন্ত্রীই প্রকৃতপক্ষে সংগ্রাম প্রিয় দেশপ্রেমিক।

উপসংহারে আমি পুনরায় আপনার লীগের জন্য আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। যথার্থ আন্তর্জাতিকতাবাদের পক্ষে ও সুবিধাবাদের বিপক্ষে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জন্য আপনার কাছ থেকে আরও কিছু তথ্য জানতে পারলে আমি সুখী হব।

আপনার এন. লেনিন.

পুনশ্চ—রাশিয়াতে দুটি সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি আছে। আমাদের পার্টি (কেন্দ্রীয় কমিটি) সুবিধাবাদ বিরোধী। অপর পার্টি হল (সংগঠন কমিটি) সুবিধাবাদী। আমরা এর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিরোধী।

আপনি আমাদের সরকারী ঠিকানায় লিখতে পারেন (Bibliotheque russe. For the C. K. 7 rue Hugo de Senger. 7, Geneve. Switzerland) তবে আমার ব্যক্তিগত ঠিকানায় লিখলেই ভাল হয়: Wl. Ulianow. Seidenweg 4a, III Berne. Switzerland.

অক্টোবর ৩১ এবং নভেম্বর ৯
তারিখের মধ্যে ইংরাজীতে লিখিত।
(নভেম্বর ১৩-২২) ১৯১৫
প্রথম প্রকাশ ১৯২৪ সালে
*লেনিনের মিসলেনানির* দ্বিতীয় খণ্ডে।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ২১,
পৃ: ৪২৩-২৮

# সুবিধাবাদ ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন

২

সমগ্র প্রশ্নটিকে ব্যক্তি বিষয়ক বলে বিবেচনা করলে ভুল হবে। সুবিধাবাদের এখানে কী করণীয় আছে যখন প্লেখানভ ও গেসডির মত ব্যক্তিরা কাউৎস্কিকে জিজ্ঞাসা করেন? ( Die Neue Zeit, মে ২৮, ১৯১৫ ) সুবিধাবাদের এখানে কী করণীয় আছে যখন কাউৎস্কি ইত্যাদিরা আক্সেলরডের কাছে জবাব দেন চারটে আঁতাতভুক্ত[১] সুবিধাবাদীদের পক্ষ থেকে? ( Die Krise der sozialdemokratie, Zurich, ১৯১৫, পৃ: ২১ ) এটা একটা সম্পূর্ণ প্রহসন মাত্র। যদি সমগ্র আন্দোলনের সংকটকে ব্যাখ্যা করতে হয়, তাহলে একটা পরীক্ষার অবশ্যই প্রয়োজন, প্রথমত: বর্তমান নীতির অর্থনৈতিক গুরুত্ব, দ্বিতীয়ত: এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব এবং তৃতীয়ত: সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার ইতিহাসের সঙ্গে এর যোগসূত্র।

১৯১৪-১৫ সালের যুদ্ধের সমর্থনের অর্থনৈতিক সারবত্তাটা কী? সমস্ত প্রধান প্রধান শক্তির বুর্জোয়ারা যুদ্ধ চালাচ্ছে বিশ্বকে ভাগ-বাঁটোয়ারা ও শোষণ করার জন্য এবং অন্যান্য দেশের উপর নির্যাতন চালাবার জন্য। বুর্জোয়াদের পাহাড় প্রমাণ মুনাফার ছিটেফোঁটা শ্রমিক আমলাতন্ত্র, শ্রমিক অভিজাততন্ত্র এবং পাতি-বুর্জোয়া সহযাত্রীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর কাছে এসে পড়তে পারে। সোশ্যাল-শোভিনিজম ও সুবিধাবাদের এবং একই শ্রেণী ভিত্তি যেমন শ্রমজীবী শ্রেণীর জনগণের বিরুদ্ধে, সুবিধাভোগী শ্রমিকদের একটি ক্ষুদ্রাংশের সঙ্গে "তাদের" জাতীয় বুর্জেয়োদের মিতালী, অর্থাৎ বুর্জোয়াদের তল্পীবাহকদের সঙ্গে সেই শ্রেণীর বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের মিত্রতা যাদের উপর ওরা শোষণ চালায়।

সুবিধাবাদ ও সোশ্যাল-শোভিনিজমের রাজনৈতিক বিষয়বস্তু একই যেমন শ্রেণী সমঝোতা, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বকে অস্বীকার; বিপ্লবী ক্রিয়াকর্ম অস্বীকার; বুর্জোয়া বৈধতাকে শর্তহীনভাবে অনুমোদন, বুর্জোয়াদের ওপর আস্থা এবং প্রলেতারিয়েতের ওপর অনাস্থা। সোশ্যাল-শোভিনিজম হল মিলেরাাণ্ড ও বার্নষ্টিনের মতবাদ অর্থাৎ বৃটিশ উদার শ্রমনীতির রাজনৈতিক প্রত্যক্ষ অবিচ্ছিন্ন ধারা ও পরিণতি।

শ্রমিক আন্দোলনের দুটি ধারার মধ্যে সংগ্রাম বিপ্লবী সমাজতন্ত্র ও সুবিধাবাদী ও সমাজতন্ত্র—১৮৮৯ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত কাল পর্বকে ভরিয়ে রাখে। আজও প্রতিটি রাষ্ট্রে যুদ্ধের সম্পর্কে দুটি প্রধান চিন্তাধারা আছে। ব্যক্তি বিশেষকে উল্লেখ করার বুর্জোয়া ও সুবিধাবাদী অভ্যাসকে বর্জন করা যাক। বেশ কয়েকটা রাষ্ট্রের চিন্তা প্রবাহকে গ্রহণ করা যাক। ধরা যাক দশটি ইউরোপীয় রাষ্ট্র জার্মানী, বৃটেন, রাশিয়া, ইতালি, হল্যাণ্ড, সুইডেন, বালগেরিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্স। প্রথম আটটির সুবিধাবাদী ও বিপ্লবী ধারার মধ্যে বিভাগ সোশ্যাল-শোভিনিস্ট ও আন্তর্জাতিকতাবাদীদের মধ্যে বিভাগের অনুরূপ। জার্মানীতে সোশ্যাল-শোভিনিজমের প্রধান কেন্দ্র হল Sozialistische Monatshefte এবং লেজিয়েন ও তাঁর অনুগামীরা বৃটেনে, ফেবিয়ান ও শ্রমিক পার্টি (আই. এল. পি. সর্বদাই ওদের সঙ্গে সখ্যতা রক্ষা করেছে এবং ওদের মুখপত্রকে সমর্থন জানিয়েছে এবং এই গোষ্ঠীতে সে সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের চেয়ে সব সময়ই দুর্বলতর অথচ বি.এস.পির ৩/৭ অংশ আন্তর্জাতিকতাবাদী), রাশিয়াতে এই ধারার প্রতিনিধিত্ব করে নাশা জারিয়া (এখন নাশা দিয়েলো) সংগঠন কমিটি ও চখেদজে২২-এর নেতৃত্বাধীন দুমা গোষ্ঠী দ্বারা; ইত্যাদিতে এর প্রতিনিধিত্ব করে বিসসোলাতির নেতৃত্বাধীন সংস্কার-পন্থীরা; হল্যাণ্ডের Troelstra-র পার্টি, সুইডেনে ব্রানতিঙ-এর নেতৃত্বাধীন পার্টির অধিকাংশ সদস্য, বালগেরিয়াতে তথাকথিত "শিরোকি" সমাজ-তন্ত্রীদের দ্বারা, সুইজারল্যাণ্ডে গ্রিউলিচ ও তাঁর সহযোগীদের দ্বারা। এই সমস্ত রাষ্ট্রে একমাত্র বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরাই সোশ্যাল-শোভিনিজমের বিরুদ্ধে জোরালো কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত করেছেন। ফ্রান্স ও বেলজিয়াম হল দুটি ব্যতিক্রম। ওদের আন্তর্জাতিকতার অস্তিত্ব আছে তবে বড়ই দুর্বল।

সোশ্যাল-শোভিনিজম হল পরিস্রুত আকারের সুবিধাবাদ। বুর্জোয়া ও সাধারণ উপাদানের সঙ্গে খোলাখুলি ও প্রায়ই লজ্জাকর মিত্রতার পক্ষে উপযুক্ত। এই মিত্রতাই তাকে প্রচণ্ড শক্তি যোগায়, আইনসঙ্গত সংবাদপত্রের ওপর একচেটিয়া অধিকারের আর জনসাধারণকে প্রবঞ্চনা করার। সুবিধাবাদকে পার্টির অভ্যন্তরীণ ঘটনা বলে বিবেচনা করা অসম্ভব। ডেভিড, লেজিয়েন, হিণ্ডম্যান, প্লেখানভ ও ওয়েব প্রমুখদের নিয়ে এক সঙ্গে ব্যাসল প্রস্তাব কার্যকরী করতে যাওয়ার চিন্তা হাস্যকর। সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের সঙ্গে ঐক্যের অর্থ হল স্ব স্ব জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে ঐক্য যা অপর রাষ্ট্রকে শোষণ করে, এর অর্থ আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের বিভাজন। এর অর্থ এই নয় যে সর্বত্র এক্ষুণিই সুবিধাবাদীদের সঙ্গে বিচ্ছেদ সম্ভব হয়ে উঠবে; এর অর্থ একমাত্র এই যে ঐতিহাসিক দিক থেকে এই ভাঙন আসন্ন; এটা প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী সংগ্রামের জন্যে অপরিহার্য ও অবশ্যম্ভাবী; ইতিহাস যা আমাদের "শান্তিপূর্ণ" পুঁজিবাদ থেকে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদে নিয়ে এসেছে তা এই ভাঙনের পথকে সুগম করে দিয়েছে। Volentem ducuntf fata, nolentem trahunt. (ভাগ্য আগ্রহীকে পথ দেখায়; অনাগ্রহীকে পেছনে টানে—সম্পাদক)

৩

বুর্জোয়াদের চতুর প্রতিনিধিরা এটা খুব ভালভাবেই বুঝতে পারেন। সেই জন্যেই ওরা "পিতৃভূমির ত্রাণকর্তাদের" নেতৃত্বাধীন বর্তমান সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ অর্থাৎ যারা সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের রক্ষাকর্তা। সেইজন্যে সোশ্যাল-শোভিনিস্ট নেতৃবর্গ তাদের সরকারের দ্বারা পুরস্কৃত হয় মন্ত্রিপদের দ্বারা (ফ্রান্স ও বৃটেনে অথবা অস্তিত্বের অবাধ একচেটিয়া অধিকারের দ্বারা (জার্মান ও রাশিয়াতে)। সেই কারণেই জার্মানীতে, যেখানে সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক পার্টি সব চাইতে শক্তিশালী ছিল এবং যেখানে এর জাতীয় উদারনৈতিক প্রতিবিপ্লবী শ্রমিক পার্টিতে রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনা ছিল খুবই সুস্পষ্ট সেখানে বিষয়গুলোকে মঞ্চে নিয়ে যেতে হল যেখানে সরকারী উকিল "সংখ্যাগুরু" ও "সংখ্যালঘু"র মধ্যে সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেন "শ্রেণী বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলা" হিসাবে।

তাই চতুর সুবিধাবাদীদের সব চাইতে বেশী উদ্বেগের বিষয় হল পুরনো পার্টিগুলির মধ্যে পূর্বেকার ঐক্য বজায় রাখা যা ১৯১৪-১৫ সালে বুর্জোয়াদের বহু উপকার সাধন করেছিল। পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রের এই ধরনের সুবিধাবাদীদের অনুসৃত দৃষ্টিভঙ্গী খোলাখুলিভাবে চমৎকার বিশ্লেষণ করেছিলেন একজন জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক "মনিটর" নামাঙ্কিত একটি প্রবন্ধে যা প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালের এপ্রিলে Preussische Jahrbucher নামক প্রতিক্রিয়াশীল পত্রিকায়। "মনিটর" মনে করে যে এটা বুর্জোয়াদের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক হবে যদি সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের আরও অগ্রসর হয়ে দক্ষিণমুখী হয়ে পড়তে হয়। "একে শ্রমিক পার্টি হিসাবে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ নিয়ে তার চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে; কারণ যেদিন সে তা পরিত্যাগ করবে সেই দিনই একটি নতুন পার্টি জন্মলাভ করবে এবং পুরানো পার্টি যে কর্মসূচী গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে তা গ্রহণ করবে এবং একে অধিকতর পরিবর্তন সূচক আকৃতি দেবে। ( Preussische Jahrbucher, ১৯১৫, নং ৪, পৃঃ ৫০-৫১ )

"মনিটর" পেরেকের মাথায় ঘা দিয়েছে। এটাই ঠিক যা ফরাসী আমূল সংস্কারকামীরা ও বৃটিশ উদারনৈতিকরা সর্বদা চেয়েছেন অর্থাৎ বিপ্লবী বেষ্টনী যুক্ত বুলি, জনগণকে প্রবঞ্চনা করার জন্যে এবং লয়েড জর্জ সেম্বাট, রেনডেল, লেজিয়েন এবং কাউৎস্কি ইত্যাদির ওপর ওদের আস্থা স্থাপনে ওদের প্রভাবিত করার জন্যে অর্থাৎ সেই সব ব্যক্তিবর্গের ওপর আস্থার জন্যে যারা লুণ্ঠনমূলক যুদ্ধে "পিতৃভূমি রক্ষার" জন্যে প্রচার চালাতে পারেন।

কিন্তু মনিটর কেবলমাত্র এক ধরনের সুবিধাবাদেরই প্রতিনিধিত্ব করে, খোলা, অমার্জিত ও দোষদর্শী ধরনের। অন্যান্যরা করে গোপনে, সূক্ষ্মভাবে ও "সততার" সঙ্গে। এঙ্গেলস একবার বলেছিলেন শ্রমজীবী শ্রেণীর কাছে সৎ সুবিধাবাদীরা চরম বিপদস্বরূপ[১৩] এখানে তার একটা দৃষ্টান্ত:

কাউৎস্কি Die Neue Zeit পত্রিকায় ( ২৬শে নভেম্বর ১৯১৫ সালে ) বিদ্রোহস্বরূপে লিখেছিলেন। "অধিকাংশের বিরুদ্ধে শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে, জনগণ এখন বিরোধী মনোভাবাপন্ন......যুদ্ধের পর [ কেবলমাত্র যুদ্ধের পর ? এন. এল ] শ্রেণী বিরোধিতা এত তীব্র হবে যে আমূল সংস্কারবাদ জনগণের মধ্যে প্রাধান্য পাবে......যুদ্ধের পর [ শুধুই যুদ্ধের পর ? এন. এল ] আমরা

পার্টির মধ্যেকার আমূল সংস্কারপন্থী উপাদান সমূহের দ্বারা বিপদগ্রস্ত হব এবং সংসদ বিরোধী গণ ক্রিয়াকলাপের পার্টির [ ? ! সংসদ বহির্ভূত ] অভ্যন্তরে ওদের অনুপ্রবেশ—এইভাবে আমাদের পার্টি দুটি চরমপন্থী শিবিরে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে যার সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী বলতে কিছু নেই।" ঐক্য বজায় রাখার জন্যে কাউৎস্কি রাইখস্ট্যাগের সংখ্যাগরিষ্ঠদের বোঝান সংখ্যালঘুদের চরম সংস্কারমূলক কয়েকটা বক্তব্য রাখার অনুমতি দিতে। তার অর্থ কাউৎস্কি আমূল সংস্কারমূলক কয়েকটি সংসদীয় ভাষণকে বিপ্লবী জনসাধারণের সঙ্গে সুবিধাবাদীদের আপস মীমাংসার কাজে ব্যবহার করতে চান যাদের বিপ্লবের সঙ্গে কোন সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী নেই, যারা বহুদিন ধরে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বে ছিল এবং এখন নির্ভর করছে বুর্জোয়াদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিত্রতা ও সরকারের ওপর এবং পার্টির নেতৃত্বও দখল করেছে। "মনিটর" ও এর কর্মসূচীর মধ্যে মূল পার্থক্য কী আছে? একটিও নেই, একমাত্র মিষ্ট বুলি ছাড়া যা মার্কসবাদকে কলুষিত করে।

১৯১৫ সালের ১৮ই মার্চ রাইখস্ট্যাগ গোষ্ঠীর একটি সভায় কাউৎস্কিপন্থী Wurm "এত বেশি দড়ি টানার" বিরুদ্ধে "সতর্ক করে" দিয়েছিলেন। গোষ্ঠীর অধিকাংশের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমানভাবে শ্রমিকদের বিক্ষোভ বাড়ছে। আমরা অবশ্যই মার্কসবাদের পথ অনুসরণ করব [ ? ! সম্ভবতঃ ছাপার ভুল : হওয়া উচিত ছিল : "মনিটর" ] কেন্দ্রের পথ" ( Klassenkampf gegen den Krieg ! Material zun Fall Liebknecet. Als Manuskript gedruckt, *p 67 ) এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে জনগণের বিপ্লবী চেতনা সমস্ত কাউৎস্কিপন্থীদের দ্বারা ঘটনা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিল ( তথা-কথিত কেন্দ্র ) ১৯১৫ সালের !! প্রায় সাড়ে আট মাস পরে—কাউৎস্কি পুনরায় প্রস্তাব নিয়ে আবির্ভূত হন জঙ্গী জনগণের সঙ্গে সুবিধাবাদীদের অর্থাৎ প্রতিবিপ্লবীদের আপসের জন্যে এবং তিনি এটা করতে চান কয়েকটি মাত্র বিপ্লবী বুলি আউড়ে।

যুদ্ধ প্রায়শঃই কার্যকরী হয় বিকৃত বিষয়গুলোকে প্রকাশ করতে ও চলিত রীতিকে বর্জন করতে।

* যুদ্ধের বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রাম, লিবকনেট মামলার নথিপত্র কেবলমাত্র গোপন প্রচারের উদ্দেশ্যে মুদ্রিত হয়েছিল।—সম্পাদক

বৃটিশ ফেবিয়ানদের সঙ্গে জার্মান কাউৎস্কিপন্থীদের তুলনা করা যাক। এখানেই একজন প্রকৃত মার্কসবাদী হিসেবে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস পূর্বোক্তদের সম্পর্কে লিখেছিলেন ১৮৯৩ সালের ১৮ই জানুয়ারী তারিখে......" একদল কর্মজীবনে উন্নতি লাভে আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি, এদের সামাজিক বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতা সম্পর্কে উপলব্ধি করার মত যথেষ্ট বোধ শক্তি আছে, কিন্তু এরা এই বৃহৎ দায়িত্বটি কেবলমাত্র অপরিপক্ক প্রলেতারিয়েতের ওপর ছেড়ে দিতে পারে না......বিপ্লব ভীতিই তাদের মৌলিক নীতি।" ( সোর্জের কাছে লেখা চিঠি )।

১৮৯৩ সালের ১১ই নভেম্বর তিনি লিখেছিলেন : "...এই সব উদ্ধত বুর্জোয়া যারা উপরোক্ত অবস্থা থেকে প্রলেতারিয়েতকে স্বেচ্ছায় দয়া করে মুক্তি দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন যদি কেবলমাত্র উপলব্ধি করার মত যথেষ্ট কাণ্ডজ্ঞান থাকত যে এই রকম অজ্ঞ অশিক্ষিত জনসাধারণ নিজেকে মুক্ত করতে পারে না এবং এই সব চতুর আইনজীবী লেখক ও কোমল হৃদয় বৃদ্ধা মহিলাদের দয়া ছাড়া এরা কোন কিছুই অর্জন করতে পারে না।"

তত্ত্বের দিক থেকে কাউৎস্কি ফেবিয়ানদের একটু ঘৃণার ভাব নিয়েই দেখেন, একজন ভণ্ড ধর্মাচার্য হতভাগ্য পাপীকে যে দৃষ্টিতে দেখেন সেই ভাবে, কারণ তিনি "মার্কসবাদের" নামে শপথ নেন। কিন্তু এই দুই-এর মধ্যে প্রকৃত পার্থক্যটা কী? উভয়েই বাসল ইস্তেহারে[৯৪] স্বাক্ষর দিয়েছেন এবং উভয়ে একে দেখেছিলেন সেইভাবে যে ভাবে দ্বিতীয় উইলহেলম বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতাকে দেখেছিলেন। কিন্তু মার্কস তাঁর সারা জীবন ধরে তাদের নিন্দা করেছেন যারা শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সত্তাকে দমন করতে সচেষ্ট ছিল।

কাউৎস্কি বিপ্লবী মার্কসবাদের বিরোধিতার জন্যে তাঁর নিজস্ব সৃষ্ট "অত্যাধুনিক সাম্রাজ্যবাদ" নামক নতুন তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন। এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চান যে "জাতীয় লগ্নী পুঁজির প্রতিদ্বন্দ্বিতা"কে ছাড়িয়ে যেতে হবে "আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজির দ্বারা বিশ্বের ওপর যুক্ত শোষণ চালিয়ে" ( Die Neue Zeit, এপ্রিল ৩০, ১৯১৯ ) কিন্তু তিনি যুক্ত করেন : "এখনও এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার মত তথ্য আমাদের কাছে নেই, যে পুঁজিবাদের এই স্তরটি সম্ভব কিনা।" একটি "নতুন" স্তরের অস্তিত্ব কল্পনা করে নেওয়ার ভিত্তিতে, যাকে তিনি সুস্পষ্টরূপে সম্ভব বলে ঘোষণা করতেও সাহসী নন, এই স্তরের উদ্ভাবক নিজেই নিজের বিপ্লবী ঘোষণাকে বাতিল করেন এবং

বিপ্লবী কর্তব্য ও প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী কৌশলকেও বাতিল করেন,—তবে তিনি বাতিল করছেন এখন, একটি সংকটের মুহূর্তে, যা সুস্পষ্টরূপে দেখা দিয়েছে অর্থাৎ একটি যুদ্ধাবস্থা চলছে এবং শ্রেণী বৈরিতার অভূতপূর্ব তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা কি জঘন্যতম স্তরের ফেবিয়ান মতবাদ নয়?

রুশ কাউৎস্কিপন্থী অ্যাক্সেলরড বলেন, "মুক্তির জন্যে প্রলেতারীয় আন্দোলনের আন্তর্জাতিকীকরণের সমস্যার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হল দৈনন্দিন কার্যাবলীর আন্তর্জাতিকীকরণ", দৃষ্টান্তস্বরূপ, শ্রমিক রক্ষা ও বীমা সংক্রান্ত আইন অবশ্যই শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংগঠন ও ক্রিয়াকলাপের লক্ষ্যে পরিণত হবে।" (অ্যাক্সেলরড রচিত দ্য ক্রাইসিস অফ সোশ্যাল ডেমোক্রাসী, জুরিখ, ১৯১৫, পৃঃ ৩৯-৪০ দ্রষ্টব্য) কেবলমাত্র লেজিয়েন, ডেভিড ও ওয়েবসরাই নয় লয়েড জর্জ নিজেও এবং নাউম্যান, ব্রায়াণ্ড ও মিলিউকভও "আন্তর্জাতিকীকরণের" বিষয়ে সুস্পষ্টরূপে অভিন্ন মতের পরিপোষক ছিলেন। ১৯১২ সালের মত অ্যাক্সেলরড অতি দূর ভবিষ্যতের জন্যে অত্যন্ত বিপ্লবী উচ্চারণ করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত যদি ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক "বেরিয়ে আসে (যুদ্ধ ঘটলে সরকারের বিরুদ্ধে) এবং একটি বিপ্লবী তুফান তোলে") কত সাহসী আমরা! কিন্তু এখন যখন জনগণের মধ্যে বিপ্লবী ভ্রূণ গড়ে ওঠার প্রারম্ভে তাকে সহায়তাদানের প্রশ্ন আসে তখন অ্যাক্সেলরড বলেন যে এইসব বিপ্লবী জনগণের ক্রিয়াকলাপ ও কৌশলগুলোর কিয়ৎ পরিমাণ যৌক্তিকতা থাকবে যদি আমরা সামাজিক বিপ্লব শুরু হওয়ার এক পূর্বক্ষণে থাকি, রাশিয়াতে যেমন হয়েছিল, দৃষ্টান্তস্বরূপ যেখানে ১৯০১ সালের ছাত্র বিক্ষোভ স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আগামী চূড়ান্ত লড়াইকে ঘোষণা করেছিল। বর্তমান মুহূর্তে অবশ্য এই সব "আকাশ কুসুম" কল্পনাও বাকুনিনের মতবাদে পরিণত হয়েছে? এই সবই সম্পূর্ণরূপে কোলব, ডেভিড, সুদেকাম ও লেজিয়েনের চিন্তাধারার সঙ্গে অভিন্ন।

প্রিয় বৃদ্ধ অ্যাক্সেলরড যা ভুলে যান তা হল ১৯০১ সালে রাশিয়াতে কেউই জানত না অথবা জানতে পারতে না যে প্রথম চূড়ান্ত লড়াই চার বছর পরেই ঘটবে—দয়া করে জেনে রাখুন চার বছর পর এবং এটা হবে "অ-নির্ধারক"। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একমাত্র আমরা যারা বিপ্লবী মার্কসবাদী তারাই ঐ সময় সঠিক ছিলাম: আমরা ক্রিচেভস্কি এবং মার্তিনভদের বিদ্রূপ করেছিলাম যারা তৎক্ষণাৎ আক্রমণের ডাক দিয়েছিলেন। আমরা শুধুমাত্র

পরামর্শ দিয়েছিলাম সর্বত্র সুবিধাবাদীদের লাথি মেরে তাড়িয়ে দিন এবং সর্বপ্রকার চেষ্টা চালান জনগণের বিপ্লবী কার্যাবলীকে সমর্থন করতে এবং বিক্ষোভগুলোকে তীব্রতর ও সম্প্রসারণ করতে। ইউরোপের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ঐ ধরনের। এক্ষুণি আক্রমণ করার ডাক দেওয়াটা অবাস্তব হবে ; কিন্তু নিজেকে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক বলে জাহির করাটা লজ্জাকর হবে যদি শ্রমিকদের সুবিধাবাদীদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে পরামর্শ না দেওয়া হয় এবং সর্বপ্রকার চেষ্টার দ্বারা বিক্ষোভ ও প্রাথমিক স্তরে অবস্থিত বিপ্লবী আন্দোলনকে শক্তিশালী, গভীর সম্প্রসারিত ও তীব্রতর করে তোলা না হয়। বিপ্লব তৈরী হয়ে আকাশ থেকে পড়ে না এবং যখন বিপ্লবী উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তখন কেউ বলতে পারে না কখন সে "প্রকৃত" ও "খাঁটি" বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হবে। কাউৎস্কি ও অ্যাক্সেলরড শ্রমিকদের পুরানো, মরচে ধরা প্রতিবিপ্লবী উপদেশ দিচ্ছেন। কাউৎস্কি ও আক্সেলরড জনগণকে এই আশা দিয়ে সন্তুষ্ট রাখছেন যে ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক অবশ্যই বিপ্লবী হবে। কিন্তু ওদের এই কাজ করার একমাত্র উদ্দেশ্য হল প্রতিবিপ্লবী উপাদানসমূহ বর্তমান প্রাধান্যকে অর্থাৎ লেজিয়েন, ডেভিড, ভ্যান্দারভেল্‌দ ও হিণ্ডম্যানদের প্রাধান্যকে রক্ষা করা, আড়াল করা ও দৃষ্টিকটুভাবে সুন্দর করে দেখানো। এটা কি সুস্পষ্ট নয় যে লেজিয়েন ও তার সহযোগীদের সঙ্গে ঐক্যই হল "ভবিষ্যৎ" বিপ্লবী আন্তর্জাতিক গঠনের সর্বোত্তম উপায়? জার্মান সুবিধাবাদী দলের নেতা ডেভিড ঘোষণা করেন, "বিশ্বযুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত করার চেষ্টা হবে মূর্খতাপূর্ণ কাজ।" Die Sozialdeimokratie und der Weltkrieg, 1915 p. 172 ) তিনি এই কথা বলেছিলেন আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির ইস্তেহারের জবাবে ১৯১৪ সালের ১লা নভেম্বর তারিখে। এই ইস্তেহার অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত কথাগুলোও বলে :

"যাই হোক কোন একটা নির্দিষ্ট মুহূর্তে এই ধরনের রূপান্তর কঠিন মনে হলেও, সমাজতন্ত্রীরা কখনই ধারাবাহিক, ক্রমাগত ও একনিষ্ঠভাবে এই দিকে প্রস্তুতির কাজ পরিত্যাগ করবে না, কারণ যুদ্ধ এখন বাস্তব সত্য।"•

(এই অনুচ্ছেদটিও ডেভিড কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে, পৃঃ ১৭১)। ডেভিডের গ্রন্থ

• দ্রষ্টব্য, সংগৃহীত রচনাবলী. খণ্ড ২১, পৃঃ ৩৪।—সম্পাদক

প্রকাশিত হবার একমাস পূর্বে আমাদের পার্টি "ধারাবাহিক প্রস্তুতি" সম্পর্কে তার প্রস্তাব প্রকাশ করেছিল যেমন : (১) ঋণের পক্ষে ভোটদানে অস্বীকৃতি, (২) শ্রেণীগত শান্তির বিঘ্ন (৩) অবৈধ সংগঠন গড়া (৪) পরিখাসমূহে সংহতির প্রকাশকে সমর্থন (৫) সর্বকার বিপ্লবীগণ ক্রিয়াকলাপ সমর্থন।*

ডেভিড প্রায় অ্যাক্সেলরডের মতই সাহসী। ১৯১২ সালে চিন্তা করেন নি যে যুদ্ধের আশংকায় প্যারি কমিউনের উল্লেখ করাটা হয়েছিল "মূর্খামি"।

আঁতভুক্ত সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের যোগ্য প্রতিনিধি প্লেখানভ ও বিপ্লবী কৌশল সম্পর্কে ডেভিডের মত একই মত পোষণ করেন। তিনি ওদের বলেন একটা "হাস্যোদ্দীপক স্বপ্ন"। এখন একজন মনে প্রাণে সুবিধা-বাদী কল্‌বের কথা শুনুন, তিনি লিখেছেন : লিবকনেটের অনুগামীদের কৌশলগুলোর ফল দাঁড়াবে এই যে জার্মান জাতির অভ্যন্তরীণ লড়াইকে স্ফুটনাংকে নিয়ে আসে হবে।" (Die Sozialdemokralie am Scheidewege, পৃ: ৫০)।

কিন্তু কী সেই সংগ্রাম যাকে স্ফুটনাংক পর্যন্ত নিয়ে আসা হবে যদি তা গৃহযুদ্ধ না হয়?

যদি আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির কৌশল যা জিমারওয়াল্ড বামপন্থীদের** কৌশলের সঙ্গে মোটামুটি ভাবে মিলে যায় এবং তা "মূর্খতা, "স্বপ্ন" "দুঃসাহসিকতা" ও "বাকুনিনের মতবাদে" পরিণত হয়—যেমন ডেভিড, প্লেখানভ অ্যাক্সলরড, কাউৎস্কি এবং অন্যান্যরা দৃঢ়তার সঙ্গে যা, বলেছেন, তাহলে তারা একটি "জাতির অভ্যন্তরে" কোনদিনই "সংগ্রামের" নেতৃত্ব দিতে পারতেন না এবং সংগ্রামকে ফুটে ওঠার স্তরে নিয়ে আসতে পারতেন না। পৃথিবীর কোথাও নৈরাজ্যবাদী বুলির দ্বারা : একটি জাতির মধ্যে সংগ্রাম গড়ে তোলা যায় নি। কিন্তু ঘটনা আভাস দেয় যে ঠিক ১৯১৫ সালে যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট সংকটের জন্যে জনসাধারণের মধ্যে বিপ্লবী উত্তেজনা বেড়েই চলেছিল এবং রাশিয়ার মধ্যে ধর্মঘট ও রাজনৈতিক বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল, ইতালি ও বৃটেনেও ধর্মঘট ও ক্ষুধার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলছিল এবং জার্মানীতেও চলছিল রাজনৈতিক বিক্ষোভ, এগুলো কি বিপ্লবী গণ-সংগ্রামের মুখবন্ধ নয়?

* পূর্বোক্ত পৃ: ১৬১—সম্পাদক।

এই যুদ্ধে সোশ্যাল ডেমোক্রাসির কার্যকরী কর্মসূচীর সারমর্ম হল গণবিপ্লবী ক্রিয়াকলাপকে সমর্থন করা, উন্নত করা, সম্প্রসারণ করা এবং তীব্রতা বৃদ্ধি করা এবং অবৈধ সংগঠন গড়ে তোলা, কারণ তা ছাড়া জনগণের কাছে এমন কি "স্বাধীন" রাষ্ট্রগুলোতেও সত্য পৌঁছে দেওয়া যাবে না। এর বাইরে যা থাকল তাহল শান্তিবাদী ও সুবিধাবাদী তত্ত্বের মিথ্যা অথবা শুধুই কথার জাল।*

আমাদের যখন বলা হয় যে এই সব "রুশ কৌশল" (ডেভিডের বক্তব্য) ইউরোপের পক্ষে উপযোগী নয়, তখন আমরা সাধারণতঃ ঘটনার উল্লেখ করে তার জবাব দিই। ৩০শে অক্টোবর বার্লিনের মহিলা কমরেডদের একটি প্রতিনিধিদল বার্লিনে পার্টির প্রেসিডিয়ামে উপস্থিত হন এবং বলেন যে, এখন আমাদের একটা বৃহৎ সংগঠন যন্ত্র আছে এবং অবৈধ পুস্তিকা, প্রচারপত্র বিলি করা ও "নিষিদ্ধ সভাসমিতি" গঠন করা সমাজতন্ত্র বিরোধী আইনের অধীনে যেমন ছিল তার চাইতে সহজতর হয়েছে...পথ ও উপায়ের অভাব সেই এবং ইচ্ছাটি সুস্পষ্টভাবেই আছে। (Berner Tagwacht, 1915, No. 271)

যদি এই সব খারাপ কমরেডরা রুশ "সংকীর্ণতাবাদীদের" দ্বারা পরিচালিত হতেন? এঁরাই কি সেই সব কমরেড যাঁরা প্রকৃত জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করেন অথবা এরাই কি লেজিয়েন ও কাউৎস্কি? লেজিয়েন যিনি তাঁর ১৯১৫ সালের ২৭শে জানুয়ারীর প্রতিবেদনে গুপ্ত সংগঠন গড়ে তোলা সম্পর্কিত "নৈরাজ্যবাদী চিন্তার" বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন, অথবা কাউৎস্কি যিনি এমন এক ধরনের প্রতিবিপ্লবীতে পরিণত হয়েছেন যে ২৬শে নভেম্বর অর্থাৎ বার্লিনের ১০০,০০০ ব্যক্তির বিক্ষোভের চারদিন আগে তিনি রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শনকে "দুঃসাহসিকপূর্ণ" বলে আখ্যা দিলেন!!

* ১৯১৫ সালে বার্নে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মহিলা কংগ্রেসে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধি দাবী করলেন যে অবৈধ সংগঠন গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। বৃটিশ মহিলারা এই প্রস্তাবে হেসে ওঠেন এবং বৃটিশ "স্বাধীনতার" প্রসংসা করেন। কিন্তু কয়েক মাস পর "লেবার লীডার" ধরনের সংবাদপত্রগুলো আমাদের কাছে ফাঁকা পাতা নিয়ে হাজির হয় এবং তারপরই শোনা গেল পুলিশী হামলা, প্রচারপত্র বাজেয়াপ্ত, গ্রেপ্তার ও কমরেডদের ওপর ড্রাকোনীয় দণ্ডাদেশ, যারা বৃটেনের শান্তির জন্যে এবং কেবলমাত্র শান্তির জন্যেই কথা বলেছিল!

আমরা প্রচুর পরিমাণে অর্থহীন কথা শুনেছি এবং শুনেছি কাউৎস্কি কর্তৃক মার্কসবাদকে বিকৃত করার কথা। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পঁচিশ বছর পর, বাসলে ইস্তেহারের পর শ্রমিকরা মধুর বচনে আর বিশ্বাস স্থাপন করবে না। সুবিধাবাদ চূড়ান্তরূপে পচে গেছে; এটা এখন সমাজতান্ত্রিক শোভিনিজমে পরিণত হয়েছে এবং সুনিশ্চিতভাবেই বুর্জোয়া শিবিরে পরিত্যক্ত হয়েছে। সে সোশ্যাল ডেমোক্রাসীর সঙ্গে তার আত্মিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবে। সে তার সাংগঠনিক সম্পর্কও বিচ্ছিন্ন করবে। শ্রমিকরা এখনই "অবৈধ" প্রচারপত্র ও নিষিদ্ধ সভা সমিতির দাবী করছে অর্থাৎ বিপ্লবী গণ-আন্দোলনের জন্যে গুপ্ত সংগঠনের সমর্থন। যখনই এই চিন্তাধারা অনুসারে যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালিত হয় একমাত্র তখন অর্থহীন কথাগুলো বন্ধ হয় এবং পরিণত হয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক কার্যাবলীতে। সমস্ত বাধা বিপত্তি, পিছুটান, ভ্রান্তি, প্রবঞ্চনা ও হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও এই কাজ মানবজাতিকে নিয়ে যাবে সফল প্রোলেতারীয় বিপ্লব অর্জনের দিকে।

*ভরাবোট*, ১ নং সংখ্যায় প্রকাশিত হয়
১৯১৬ সালের জানুয়ারী মাসে।
প্রথম প্রকাশিত হয় রুশ ভাষায়
১৯২৯ সালে লেনিনের *সংগৃহীত রচনাবলীর* দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের
১৯তম খণ্ডে।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ২,
পৃঃ ১১১-২০

# সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর থেকে

## ৪। পুঁজি রপ্তানী

যখন অবাধ প্রতিযোগিতারই ছিল চূড়ান্ত অধিকার তখন প্রাচীন পুঁজিবাদের বৈশিষ্টাসূচক ছিল পণ্যের রপ্তানী। একচেটিয়া কারবারের শাসনের যুগে পুঁজিবাদের সর্বশেষ স্তরের বৈশিষ্ট্যসূচক হল পুঁজির রপ্তানী।

তার সর্বোচ্চ বিকাশের স্তরে পণ্য উৎপাদনই হল পুঁজিবাদ যখন শ্রমশক্তি নিজেই পণ্যে পরিণত হয়। অভ্যন্তরীণ বিনিময়ের বৃদ্ধি, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বিনিময়ের বৃদ্ধিই হল পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্যসূচক। ব্যক্তিগত উদ্যোগের অসম খাপছাড়া উন্নতি, শিল্পের পৃথক শাখা পৃথক পৃথক ভাবে রাষ্ট্রের উন্নতি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অধীনে অবশ্যম্ভাবী। ইংলণ্ড সকলের আগে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি সময়ে অবাধ বাণিজ্যকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করে নিজেকে "বিশ্বের কর্মশালা" বলে দাবী করেছিল অর্থাৎ সে হল সমস্ত রাষ্ট্রের উৎপাদিত পণ্য সরবরাহকারী যা বিনিময়ের দ্বারা তাকে যুগিয়ে যাবে কাঁচামাল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই একচেটিয়া অধিকার খর্বিত হল; কারণ অন্যান্য রাষ্ট্র নিজেরা "সংরক্ষণমূলক" শুল্কের আওতায় থেকে স্বাধীন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে বিকশিত হয়ে উঠতে লাগল। বিংশ শতাব্দী শুরু হওয়ার প্রাক্কালে আমরা নতুন এক ধরনের একচেটিয়া কারবারের গড়ে ওঠা লক্ষ্য করি: প্রথমতঃ পুঁজিবাদী পন্থায় উন্নত সমস্ত রাষ্ট্রের পুঁজিবাদীদের একচেটিয়া সংঘ; দ্বিতীয়তঃ কয়েকটা মাত্র অত্যন্ত ধনী রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার; যার মধ্যে পুঞ্জীভূত পুঁজি একটা অবিশ্বাস্য আকার ধারণ করেছে। উন্নত রাষ্ট্রগুলোতে একটা বিশাল আকারের "উদ্বৃত্ত পুঁজির" সৃষ্টি হয়েছে।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে পুঁজিবাদ যদি কৃষির উন্নতি ঘটাতে

পারতো, যা আজকাল শিল্পের চাইতে ভয়ংকর ভাবে পিছিয়ে রয়েছে। যদি সে জনসাধারণের জীবনধারণের মানোন্নয়ন ঘটাতে পারত যারা অত্যাশ্চর্য রকমের প্রায়োগিক উন্নতি সত্ত্বেও সর্বত্র অর্ধাহারে কাটায় ও দারিদ্র্যে নিমগ্ন, সেখানে পুঁজির উদ্বৃত্তের কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। পুঁজিবাদের পাতি-বুর্জোয়া সমালোচকরা প্রায়ই এই যুক্তি উত্থাপন করে থাকে। কিন্তু পুঁজিবাদ যদি এইসব কাজ করতো তাহলে তা আর পুঁজিবাদ থাকত না; কারণ জনগণের অসম উন্নতি ও প্রায় অর্ধাহার স্তরের অস্তিত্বই হল মূলগত ও অবশ্যম্ভাবী শর্ত যা এই উৎপাদন পদ্ধতি গড়ে তুলতে শুরু করে। যতদিন পর্যন্ত এই ধরনের পুঁজিবাদ বেঁচে থাকবে ততদিন উদ্বৃত্ত পুঁজি নিয়োজিত হবে কোন নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের জনসাধারণের জীবনধারণের মানোন্নয়ন ঘটাবার জন্যে নয়, কারণ এর ফলে পুঁজিপতিদের মুনাফা হ্রাস পাবে, এটাকে ব্যবহার করা হবে পশ্চাৎপদ রাষ্ট্র সমূহে পুঁজির রপ্তানী করে মুনাফার বৃদ্ধি ঘটানোর জন্যে। এইসব পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রে মুনাফার হার খুবই উচ্চ, কারণ পুঁজি দুষ্প্রাপ্য, জমির দাম তুলনামূলকভাবে খুবই কম, মজুরির হারও কম এবং কাঁচামাল সস্তা। পুঁজি রপ্তানি সম্ভব করে তোলা হয় বেশ কয়েকটি পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রের দ্বারা যাদের পূর্ব থেকে বিশ্ব পুঁজিবাদী ক্রিয়াকলাপের মধ্যে টেনে আনা হয়েছে: এইসব রাষ্ট্রে প্রধান প্রধান রেলপথ হয় তৈরী করা হয়েছে অথবা করা হচ্ছে ও শিল্পোন্নতি ঘটাবার প্রাথমিক কাজগুলো সম্পন্ন করা হয়েছে।

পুঁজি রপ্তানির প্রয়োজনীয়তা এই ঘটনা থেকেই উদ্ভূত হয় যে কয়েকটি মাত্র রাষ্ট্রে পুঁজিবাদ "অতি পরিণত "অবস্থায় এসে পৌঁচেছে এবং (কৃষির ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা ও সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যের জন্যে) পুঁজি "লাভজনক বিনিয়োগের" ক্ষেত্র খুঁজে পাচ্ছে না।

তিনটি প্রধান রাষ্ট্র কর্তৃক বিদেশে* লগ্নীকৃত পুঁজির পরিমাণের একটা মোটামুটি হিসেব নীচে দেখানো হল।

* Hobson. Imperialism, London, 1902. P. 58; Riesser op cit, S. 395 und 404, P Arndt in Weltwirtschaftliches Archiv. Bd. 7, 1916, S. 35 Neymarck in Bulletin- Hilferding, Finance Capital, P. 492.

## বিদেশে লগ্নীকৃত পুঁজি

( ০০০,০০০,০০০ ফ্রাঙ্ক )

| বছর | গ্রেট বৃটেন | ফ্রান্স | জার্মানী |
|---|---|---|---|
| ১৮৬২ | ০·৬ | — | |
| ১৮৭২ | ১৫·০ | ১০ (১৮৬৯) | |
| ১৮৮২ | ২২·০ | ১৫ (১৮৮০) | ? |
| ১৮৯৩ | ৪২·০ | ২০ (১৮৯০) | ? |
| ১৯০২ | ৬২·০ | ২৭-৩৭ | ১২·৫ |
| ১৯১৪ | ৭৫-১০০·০ | ৬০ | ৪৪·০ |

এই তালিকা থেকে দেখতে পাওয়া যায় যে বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই পুঁজি রপ্তানীর পরিমাণ একটা বিশাল আকার ধারণ করেছিল। যুদ্ধের পূর্বে তিনটি প্রধান রাষ্ট্র কর্তৃক বিদেশে লগ্নীকৃত পুঁজির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ১৭৫,০০ কোটি থেকে ২০০০.০০ কোটি ফ্রাংকের মধ্যে। কম করে ধরলেও এই অঙ্ক থেকে প্রতি বছর ৫ শতাংশ হারে উপার্জন দাঁড়াবে ৮০০ কোটি ফ্রাংক থেকে ১০,০০ কোটি ফ্রাংকে—বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রের ওপর শোষণ ও নির্যাতন চালাবার একটি ত্রুটিহীন সাম্রাজ্যবাদী যুক্তি, কারণ হল মুষ্টিমেয় কয়েকটি রাষ্ট্রের পুঁজিবাদী পরভুক বৃত্তি।

বিদেশে লগ্নীকৃত পুঁজি কেমন করে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বন্টিত হয়েছিল? কোথায় লগ্নী করা হয়েছিল? এই সব প্রশ্নের মোটামুটি একটা জবাব দেওয়া যেতে পারে কিন্তু এগুলো আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের সাধারণ সম্পর্ক ও যোগসূত্রগুলোর ওপর যথেষ্ট আলোকপাত করে।

## বিশ্বের ( ১৯১০ সাল নাগাদ ) বিভিন্ন অঞ্চলে বিদেশী পুঁজি বণ্টনের ( মোটামুটি ) হিসেব

( ০০০,০০০,০০০ মার্কস )

| | গ্রেটবৃটেন | ফ্রান্স | জার্মানী | মোট |
|---|---|---|---|---|
| ইউরোপ ... | ৪ | ২৩ | ১৮ | ৪৫ |
| আমেরিকা ... | ৩৭ | ৪ | ১০ | ৫১ |
| এশিয়া, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া ... | ২৯ | ৮ | ৭ | ৪৪ |
| মোট ... | ৭০ | ৩৫ | ৩৫ | ১৪০ |

বৃটিশ পুঁজি বিনিয়োগের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র হল বৃটিশ উপনিবেশগুলো, যারা আমেরিকাতেও বেশ বড় আকারের, (দৃষ্টান্তস্বরূপ, কানাডা) এশিয়ার উল্লেখের প্রয়োজন নেই। এই ক্ষেত্রে, প্রভূত পরিমাণ পুঁজি রপ্তানী নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে বিশাল বিশাল উপনিবেশগুলোর সঙ্গে, সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে এদের গুরুত্ব সম্পর্কে আমি পরে আলোচনা করব। ফ্রান্সের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। রপ্তানীকৃত ফরাসী পুঁজি প্রধানতঃ নিয়োজিত হয়েছে ইউরোপে এবং বিশেষ করে রাশিয়ায় (অন্ততঃপক্ষে হাজার কোটি ফ্রাংক)। এটা প্রধানতঃ ঋণ পুঁজি, সরকারী ঋণ, শিল্প সংস্থায় লগ্নীকৃত পুঁজি নয়। বৃটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিপরীত ধর্মী রূপে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকে বলা যেতে পারে কুসীদজীবী সাম্রাজ্যবাদ। জার্মানীর ক্ষেত্রে আমরা তৃতীয় একটি শ্রেণী লক্ষ্য করি; বহু সংখ্যক উপনিবেশ এবং বিদেশে লগ্নীকৃত জার্মান পুঁজি অত্যন্ত সুষমভাবে বণ্টিত হয়েছে ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যে।

যে সব রাষ্ট্রে পুঁজি রপ্তানী হয় সেই সব রাষ্ট্রে রপ্তানীকৃত পুঁজি পুঁজিবাদের উন্নতির গতি দ্রুততর করে তুলতে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে, সেই কারণে পুঁজির রপ্তানী, পুঁজি রপ্তানীকারক রাষ্ট্রগুলোর উন্নতিকে কতকাংশে ব্যাহত করার প্রবণতা সৃষ্টি করতে পারে। তার পক্ষে এটা করা সম্ভব, বিশ্বের সর্বত্র পুঁজিবাদের আরও উন্নতি ঘটিয়ে, সম্প্রসারণ করে ও গভীরতর করে।

পুঁজি রপ্তানীকারক রাষ্ট্রসমূহের পক্ষে প্রায় সব সময়ই কিছু "সুবিধা" আদায় করা সম্ভব যার চরিত্র লগ্নীপুঁজি ও একচেটিয়া কারবারের যুগ বৈশিষ্ট্যের ওপর আলোকপাত করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি বার্লিন সমীক্ষা অর্থাৎ "ডাই ব্যাংক" পত্রিকার ১৯১৩ সালের অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল:

"এ্যারিস্টফেনের কলম নিঃসৃত একটি মিলনান্ত নাটকের মত একটি নাটক মঞ্চস্থ হয়ে চলেছে আন্তর্জাতিক পুঁজির বাজারে, অসংখ্য বিদেশী রাষ্ট্র অর্থাৎ স্পেন থেকে বল্কান, রাশিয়া থেকে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল ও চীন প্রকাশ্যে অথবা গোপনে বৃহৎ পুঁজির বাজারে তাদের স্ব স্ব দাবী নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে কখনও কখনও ঋণের জন্যে নাছোড়বান্দা হয়ে। এই মুহূর্তে পুঁজির বাজার খুব উজ্জ্বল নয় এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীও উৎসাহজনক নয়। কিন্তু একটি পুঁজির বাজারও এই আশঙ্কায় ঋণ প্রত্যাখ্যান করতে সাহস পায় না যে

এর প্রতিবেশী অনুমান করে ফেলতে পারে এবং ঋণের সপক্ষে সম্মতি জ্ঞাপন করতে পারে এবং পারস্পরিক সুবিধা আদায় করতে পারে। এই সব আন্তর্জাতিক লেনদেনে পাওনাদার প্রায় সব সময়ই কিছু বাড়তি সুবিধা আদায় করে নেয় যেমন ব্যবসায়িক চুক্তির একটি অনুকূল ধারা, একটি কয়লা সংগ্রহ কেন্দ্র, বন্দর নির্মাণের জন্যে একটি চুক্তি, একটি বড় রকমের সুবিধা অথবা বন্দুক সরবরাহের ফরমাস।"

লগ্নী পুঁজি একচেটিয়া কারবারী যুগের সৃষ্টি করেছে এবং একচেটিয়া কারবারীরা সর্বত্র একচেটিয়া নীতির প্রবর্তন করে খোলা বাজারে প্রতিযোগিতার স্থান দখল করে লাভজনক লেনদেনের "যোগসূত্র"গুলোর ব্যবহার। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে যা অনুমান করা হয় তা হল মঞ্জুরীকৃত ঋণের একাংশ ব্যয় করা হবে পাওনাদার দেশের কাছ থেকে ক্রয়ের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম অথবা জাহাজ ক্রয়ের জন্যে। গত দুই দশকের মধ্যে (১৮৯০-১৯১০) ফ্রান্স প্রায়ই এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছে। এইভাবে পুঁজির রপ্তানী পণ্য রপ্তানীর উৎসাহদায়ক পন্থায় পরিণত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বিশেষত: দুটি বৃহৎ সংস্থার মধ্যে লেনদেন এমন একটি আকার ধারণ করে শিল্ডার* যাকে একটু "নরম" করে বলেছেন "অনাচারের প্রান্তভাগ" জার্মানীর ক্রুপ, ফ্রান্সের স্নিডার ও বৃটেনের আর্মস্ট্রং হল সেই সব সংস্থার উদাহরণ যাদের সঙ্গে প্রভাবশালী ব্যাংক ও সরকারগুলোর নিবিড় যোগাযোগ আছে এবং যাকে সহজেই "অস্বীকার" করা যায় না যখন ঋণের ব্যবস্থা করা হয়।

রাশিয়াকে ঋণ মঞ্জুরের সময় ফ্রান্স ১৯০৫ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের বাণিজ্যিক চুক্তির দ্বারা তাকে "নিংড়ে" নিয়েছিল এই অনুমান করে যে কিছু কিছু সুবিধা ১৯১৭ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। জাপানের সঙ্গে ১৯১১ সালের ১৯শে আগস্টের বাণিজ্যিক চুক্তির ক্ষেত্রেও সে তাই করেছিল। অস্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে যে শুল্ক বিরোধ ১৯০৬ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত বিরতি সহ স্থায়ী হয়েছিল তার কারণ ছিল অস্ট্রিয়া ফ্রান্সের মধ্যে সার্বিয়াকে পণ্য সরবরাহ নিয়ে প্রতিযোগিতা। ১৯১২ সালে চেম্বার অফ ডেপুটিতে পল ডেসচানেল বলেছিলেন যে ১৯০৮ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত

* Schilder, op cit, S. 346, 350, 371.

ফরাসী সংস্থাগুলো সার্বিয়াকে প্রায় ৪ কোটি ৫০ লক্ষ ফ্রাংক মূল্যের পরিমাণ যুদ্ধ সামগ্রী সরবরাহ করেছিল।

সাও-পলোতে অবস্থিত (ব্রাজিল) অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় প্রতিনিধির একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে: ব্রাজিলায় রেলপথ নির্মিত হচ্ছে প্রধানতঃ ফরাসী বেলজিয়াম, ব্রিটিশ ও জার্মান পুঁজির দ্বারা। এই রেলপথ নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত আর্থিক লেনদেনে যে সমস্ত রাষ্ট্র জড়িত তারা রেলের প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামের ফরমাস পা রার আশা করে।

এইভাবে লগ্নী পুঁজি আক্ষরিক অর্থে, দুনিয়ার সমস্ত রাষ্ট্রের উপর তার জাল বিস্তার করে। এইক্ষেত্রে উপনিবেশ সমূহে সৃষ্ট ব্যাঙ্ক ও তার শাখা-গুলো একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা পুরানো ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোর প্রতি হিংসার দৃষ্টিতে তাকায় যারা এই ক্ষেত্রে নিজেদের সুবিধা অর্জন করতে বিশেষ সফলতা অর্জন করেছে। ১৯০৪ সালে বৃটেনের পঞ্চাশটি ঔপনিবেশিক ব্যাঙ্ক ছিল এবং তাদের শাখা ছিল ২,২৭৯টি (১৯১০ সালে ৭২টি ব্যাঙ্ক এবং ৫৪৪৯টি শাখা): ফ্রান্সের ছিল ২০টি এবং শাখা ১৩৬টি, হল্যাণ্ডের ছিল ১৬টি এবং শাখা ৬৮টি; এবং জার্মানীর ছিল মাত্র ১৩টি এবং শাখা ৭০টি*। আমেরিকান পুঁজিপতিরা এদিকে আবার ইংরাজ ও জার্মানদের হিংসে করতে শুরু করল: ১৯১৫ সালে ওরা অভিযোগ করেছিল, "দক্ষিণ আমেরিকায় ৫টি জার্মান ব্যাঙ্কের ৪০টি শাখা আছে এবং ৫টি ব্রিটিশ ব্যাঙ্কের ৭০টি শাখা আছে···গত পঁচিশ বছরে বৃটেন ও জার্মানী, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল ও উরুগুয়েতে অন্ততঃপক্ষে চারশ কোটি ডলারের কাছাকাছি বিনিয়োগ করেছে এবং এর ফলে এই তিন রাষ্ট্রের** মোট বাণিজ্যের শতকরা ৪৬ ভাগ যুক্তভাবে ভোগ করে।

গাণিতিক অর্থে পুঁজি রপ্তানীকারক রাষ্ট্রগুলো পৃথিবীকে তাদের মধ্যে

* Riesser, op. cit, 4th ed, S. 375, Diouritch p. 283.

** আমেরিকার রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞান আকাদেমীর ইতিহাস, খণ্ড ৫৯, মে, ১৯১৫, পৃঃ ৩০১। ঐ একই খণ্ডে, ৩৩১ পৃষ্ঠায় আমরা প্রখ্যাত পরিসংখ্যানবিদ পেইশ, আর্থিক পত্রিকা দ্য স্টাটিস্ট-এর শেষ সংখ্যায় বৃটেন, জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড কর্তৃক রপ্তানীকৃত পুঁজির পরিমাণ হিসাব করেছিলেন ৪০,০০ কোটি ডলার অর্থাৎ ২০০,০০ কোটি ফ্রাঙ্ক।

ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে। কিন্তু লগ্নীপুঁজিই পৃথিবীকে প্রকৃত ভাগা-ভাগির দিকে নিয়ে গেছে।

## ৬। বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে পৃথিবী ভাগাভাগি।

এ সুপান, একজন প্রখ্যাত ভূগোলবিদ, তাঁর গ্রন্থে "ইউরোপীয় উপনিবেশ সমূহের আঞ্চলিক বিকাশ" সম্পর্কে উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশ পর্যন্ত অর্জিত বিকাশের সংক্ষিপ্তসার নিম্নোক্তভাবে উদ্ধৃত করেছেন:

### ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল সমূহের শতকরা হিসাব (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ)

| | | ১৮৭৬ | ১৯০০ | হ্রাস বা বৃদ্ধি |
|---|---|---|---|---|
| আফ্রিকা | ... | ১০'৮ | ৯০'৪ | +৭৯'৬ |
| পলিনেশিয়া | ... | ৫৬'৮ | ৯৮'৯ | +৪২'১ |
| এশিয়া | ... | ৫১'৫ | ৫৬'৬ | + ৫'১ |
| অস্ট্রেলিয়া | ... | ১০০'০ | ১০০'০ | — |
| আমেরিকা | ... | ২৭'৫ | ২৭'২ | — ০'৩ |

তিনি উপসংহারে বলছেন যে, "এই যুগের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হল আফ্রিকা ও পলিনিশিয়ার বিভাজন।" যেহেতু অনধিকৃত কোন অঞ্চল নেই —অর্থাৎ এমন কোন অঞ্চল নেই যা কোন না কোন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত নয়— এশিয়া ও আমেরিকায়, সুপানের সমাপ্তিসূচক সিদ্ধান্তকে বিশ্লেষণ করে বলা প্রয়োজন যে আলোচ্য যুগের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল বিশ্বের শেষ বিভাজন— এই অর্থে নয় যে পুনর্বিভাজন অসম্ভব, বিপরীতপক্ষে পুনর্বিভাজন সম্ভব এবং অবশ্যম্ভাবী—তবে এই অর্থে যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর ঔপনিবেশিক নীতি আমাদের গ্রহে অনধিকৃত অঞ্চল দখল সমাপ্ত করেছে। এই সর্বপ্রথম বিশ্ব পুরোপুরি ভাবে বিভক্ত হয়েছে যাতে ভবিষ্যতে কেবলমাত্র এক মালিক থেকে অপর মালিকের কাছে হাত বদল হতে পারে, মালিকানাবিহীন অঞ্চলের মালিকের হাতে যাওয়ার পরিবর্তে।

তাই এখন আমরা বাস করছি বিশ্ব ঔপনিবেশিক নীতির একটি অদ্ভুত যুগে যা নিবিড় ভাবে যুক্ত হয়ে আছে "পুঁজিবাদের বিকাশের সর্বশেষ স্তরের সঙ্গে" লগ্নী পুঁজিসহ। এই কারণের জন্যে সর্বপ্রথমেই অবশ্য প্রয়োজন ঘটনাগুলো সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা যাতে এই বিষয়ে যতদূর সম্ভব সুনির্দিষ্ট হওয়া যায় পূর্বেকার যুগের সঙ্গে এই যুগের কী কী পার্থক্য আছে এবং বর্তমান পরিস্থিতিটাই বা কী। প্রথমে, ঘটনার দুটি প্রশ্ন এখানে জাগে: লগ্নী পুঁজির যুগে কি ঔপনিবেশিক নীতির ব্যাপকতা উপনিবেশ-গুলোর জন্যে সংগ্রামের তীব্রতা লক্ষিত হয়েছিল? কেমন করে এই ক্ষেত্রে বর্তমান কালে বিশ্ব বিভাজিত হল?

ঔপনিবেশিকতার ইতিহাস* নামক গ্রন্থে আমেরিকান লেখক মরিস ঊনবিংশ শতাব্দীর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স ও জার্মানীর ঔপনিবেশিক অধিকার সম্পর্কে তথ্যাবলীর একটি সংক্ষিপ্তসার তৈরী করার চেষ্টা করেছিলেন। নিম্নোক্তটি হল তাঁর অর্জিত ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার:

## ঔপনিবেশিক অধিকার

| | গ্রেট বৃটেন | | ফ্রান্স | | জার্মানী | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বছর | আয়তন (০০০,০০০ বর্গ. মি.) | জনসংখ্যা (০০০,০০০) | আয়তন (০০০,০০০ বর্গ. মি) | জনসংখ্যা (০০০,০০০) | আয়তন (০০০.০১০ বর্গ. মি.) | জনসংখ্যা (০০০,০০০) |
| ১৮১৫-৩০ | ? | ১২৬'৪ | ০'০২ | ০'৫ | | |
| ১৮৬০ | ২'৫ | ১৪৫'১ | ০'২ | ৩'৪ | | |
| ১৮৮০ | ৭.৭ | ২৬৭'৯ | ০'৭ | ৭'৫ | | |
| ১৮৯৯ | ৯'৩ | ৩০৯'০ | ৩'৭ | ৫৬'৪ | ১'০ | ১৪'৭ |

গ্রেট বৃটেনের পক্ষে ১৮৬০ থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত সময়টাই ছিল ঔপনি-বেশিক জয়লাভের দ্বারা বিশাল বিস্তার সাধনের কাল এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ কুড়ি বছরে এটা বেশ প্রণিধান যোগ্য ছিল। ফ্রান্স ও জার্মানীর পক্ষে এই কালটা ছিল সুনির্দিষ্ট ভাবে ঐ কুড়ি বছরের মধ্যে। আমরা পূর্বে লক্ষ্য

* Henry C. Morris The History of colonization Newyork 1900, Voll II, P. 88, Vol I p .419 Vol I1 P 304

করেছি যে পুঁজিবাদের একচেটিয়া অধিকারের পূর্বেকার উন্নতি অর্থাৎ যে পুঁজিবাদের অভ্যন্তরে অবাধ প্রতিযোগিতাই ছিল প্রধান, তা ১৮৬০ এবং ১০৭০ সালে চূড়ান্ত সীমায় এসে পৌঁচেছে।

আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে সুস্পষ্ট ভাবে ঐ কাল পর্বের পরই ঔপনিবেশিকতা বিস্তারের অভূতপূর্ব উন্নতি শুরু হয়েছিল এবং বিশ্বের আঞ্চলিক বিভাজনের জন্যে সংগ্রাম অভূতপূর্ব তীব্রতা অর্জন করেছে। তাই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে পুঁজিবাদের একচেটিয়া পুঁজিবাদের স্তরে এবং লগ্নী পুঁজির স্তরে রূপান্তর পৃথিবী বিভাজনের জন্যে সংগ্রাম তীব্রতর করে তোলার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেখা তাঁর গ্রন্থে হবসন ১৮৮৪-১৯০০ সালকে প্রধান ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের ব্যাপক বিস্তৃতির যুগ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর হিসেব অনুযায়ী ঐ সব বছরে গ্রেট বৃটেন ৫৭,০০০,০০০ জন অধিবাসী সহ ৩,৭০০,০০০ বর্গমাইল এলাকা অধিকার করেছিল, ফ্রান্স, ৩৬,৫০০,০০০ জন অধিবাসী সহ ৩,৬০০ ০০০ বর্গমাইল, জার্মানী ১৪,৭০০,০০০ জন অধিবাসী সহ ১,০০০,০০০ বর্গমাইল, বেলজিয়াম ৩০,০০০,০০০ জন অধিবাসী সহ ৯০০,০০০ বর্গ মাইল পর্তুগাল ৯,০০০,০০০ অধিবাসী সহ ৮০০,০০০ বর্গ মাইল; উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বিশেষ করে ১৮৮০ সালের পর থেকে সমস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কর্তৃক উপনিবেশের জন্যে কাড়াকাড়টা কূটনীতি ও বিদেশ নীতির ইতিহাসে একটা সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছিল।

গ্রেট বৃটেনের অবাধ প্রতিযোগিতার চরম উন্নতির কালে অর্থাৎ ১৮৪০ থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত বিখ্যাত বুর্জোয়া রাজনীতিবিদরা ঔপনিবেশিক নীতির বিরোধী ছিলেন এবং তাঁদের এই অভিমত ছিল যে উপনিবেশগুলির মুক্তি এবং বৃটেন থেকে ওদের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী ও আকাঙ্ক্ষিত। মিঃ বের, ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত "মডার্ন বৃটিশ ইম্পিরিয়ালিজম"* নামক একটি প্রবন্ধে দেখান যে ১৮৫২ সালে রাষ্ট্রনায়ক ডিজরেলি যাঁর সাম্রাজ্যবাদের দিকে একটু ঝোঁক ছিল, ঘোষণা করেছিলেন "উপনিবেশগুলো আমাদের গলায় বাঁধা পেষণ প্রস্তর স্বরূপ" কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ঐ সময়কার বৃটিশ বীরদের মধ্যে ছিলেন সিসিল রোডস্ ও জোসেফ চেম্বারলেন

* Die Neue Zeit, XVI, I, 1898. S. 302

যাঁরা খোলাখুলি ভাবে সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন করেছিলেন এবং সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে প্রয়োগ করেছিলেন অত্যন্ত নিন্দনীয়ভাবে!

এটা লক্ষ্য করা অনাকর্ষণীয় হবে না যে সেই সময়েও এইসব প্রভাবশালী বৃটিশ বুর্জোয়া রাজনীতিবিদরা একটা সম্পর্ক দেখেছিলেন যাকে বলা যায় প্রধানতঃ অর্থনৈতিক এবং আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের সামাজিক রাজনৈতিক মূলের মধ্যে। চেম্বারলেন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে ওকালতি করেছিলেন একটি "সঠিক, যুক্তিপূর্ণ ও অর্থনৈতিক নীতি" হিসেবে এবং জার্মান, বেলজিয়ান ও আমেরিকান প্রতিযোগিতার কথাই বিশেষ করে উল্লেখ করেছিলেন, গ্রেট বৃটেন যার মুখোমুখি হয়েছে বিশ্বের বাজারে।

পুঁজিপতিরা যখন কার্টেল, সিণ্ডিকেট ও ট্রাস্ট গঠন করেন তখন তাঁরা বলেছিলেন মুক্তি নিহিত আছে একচেটিয়া অধিকারের মধ্যে। যা এখনও ভাগাভাগি হয় নি সেই সব এলাকা দখল দ্রুততর করার সময় বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক নেতৃবর্গ প্রতিধ্বনিত করলেন "মুক্তি নিহিত আছে একচেটিয়া অধিকারের মধ্যে।" সিসিল রোডস, আমরা জানতে পারি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সাংবাদিক স্টিডের কাছ থেকে, তাঁর সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর কথা উল্লেখ করেছিলেন ১৮৯৫ সালে নিম্নোক্ত রূপে :

"গতকাল আমি ছিলাম লণ্ডনের ইস্ট এণ্ড-এ ( শ্রমিকশ্রেণীর বাসস্থান ) এবং বেকারদের একটি সভায় উপস্থিত ছিলাম। আমি অসংযত বক্তব্যগুলো শুনলাম যাকে বলা যায় কেবলমাত্র রুটির জন্যে চীৎকার চ্যাঁচামেচি! বাড়ি ফিরবার পথে আমি দৃশ্যটার কথা মনে মনে চিন্তা করলাম এবং তারপর সাম্রাজ্যবাদের গুরুত্ব সম্পর্কে পূর্বের চাইতে আরও সুনিশ্চিত হই...আমি যে আদর্শকে লালন করে আসছিলাম তা হল সামাজিক সমস্যার সমাধান, অর্থাৎ ইংলণ্ডের ৪০,০০০,০০০ অধিবাসীকে রক্তক্ষয়মূলক গৃহযুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করা। আমরা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র নায়করা অবশ্যই উদ্বৃত্ত জন-সংখ্যার বসতির জন্যে নতুন নতুন এলাকা দখল করব এবং কারখানা ও খনিতে উৎপাদিত পণ্যের জন্যে নতুন নতুন বাজারের ব্যবস্থা করব। সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে আমি পূর্বেই বলেছি যে এটা হল রুটি-মাখনের প্রশ্ন। আপনি যদি গৃহযুদ্ধ এড়াতে চান তাহলে আপনাকে সাম্রাজ্যবাদী হতেই হবে"।*

* পূর্বোক্ত, এস. ৩০৪

১৮৯৫ সালে সিসিল রোডস, একজন ক্রোড়পতি, অর্থাৎ ধনকুবের এই কথা বলেছিলেন, যিনি প্রধানতঃ দায়ী ছিলেন ইংগ-বুয়ার যুদ্ধের জন্যে। একথা সত্যি যে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে তাঁর সাওয়াল ছিল অমার্জিত ও নিন্দনীয়। কিন্তু সারবস্তার দিক থেকে মাসলভ, সুদেকুম, পত্রিসভ, ডেভিড, অর্থাৎ রুশ মার্কসবাদের[৯৬] প্রতিষ্ঠাতা ও অন্যান্যদের দ্বারা উপস্থাপিত "তত্ত্বের সঙ্গে কোন ফারাক নেই। সিভিল রোডস্ কতকটা অধিকতর সোশ্যাল শোভিনিস্ট ছিলেন.........।"

পৃথিবীর আঞ্চলিক বিভাগকে কতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থিত করতে এবং এই বিষয়ে গত দশকে যে সব পরিবর্তন সূচিত হয়েছে সেগুলো তুলে ধরতে আমি সুপান প্রদত্ত তথ্যের ব্যবহার করব যে তথ্যগুলো পূর্বেই উল্লেখিত তাঁর রচিত বিশ্বের সমস্ত শক্তির ঔপনিবেশিক অধিকারের মধ্যে। সুপান ১৮৭৬ ও ১৯০০ সালকে গ্রহণ করেছেন; আমি গ্রহণ করব ১৮৭৬ সালকে—এই বছরটি সঠিকভাবেই বেছে নেওয়া হয়েছে কারণ সুনির্দিষ্ট ভাবে ঐ সময়েই পশ্চিম ইউরোপীয় পুঁজিবাদের একচেটিয়া অধিকারের পূর্বাবস্থার উন্নতি সমাপ্ত হয়েছে বলা যেতে পারে—১৯১৪ সাল এবং সুপারের পরিসংখ্যানের পরিবর্তে আমি আরও সাম্প্রতিক কালের অর্থাৎ হুবনারের ভৌগোলিক ও পরিসংখ্যানমূলক তালিকা উদ্ধৃত করব। সুপান পরিসংখ্যান হাজির করেন কেবলমাত্র উপনিবেশের জন্যে; আমি এটাকে প্রয়োজনীয় মনে করি বিশ্বের ভাগাভাগির একটা পূর্ণ চিত্র উপস্থাপনের জন্যে যা ঔপনিবেশিক নয় ও আধা-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র তার সম্পর্কে কিছু তথ্য যোগ করতে, যে শ্রেণীতে আমি অন্তর্ভুক্ত করি পারস্য, চীন ও তুরস্ককে, এই সমস্ত রাষ্ট্রের মধ্যে প্রথমটি পূর্ব থেকেই প্রায় পুরোপুরি উপনিবেশ, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টিও তাই হয়ে উঠছে।

এর থেকে আমরা নিম্নোক্ত ফলাফলটা পাই।

## বৃহৎ শক্তিসমূহের ঔপনিবেশিক অধিকার

( ০০০,০০০ বর্গ কিঃ মিঃ এবং ০০০,০০০ অধিবাসী )

| | উপনিবেশ | | | | শহরএলাকা-সহ রাষ্ট্রসমূহ | | মোট | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ১৮৭৬ | | ১৯১৪ | | ১৯১৪ | | ১৯১৪ | |
| | আয়তন | লোকসংখ্যা | আয়তন | লোকসংখ্যা | আয়তন | লোকসংখ্যা | আয়তন | লোকসংখ্যা |
| গ্রেট ব্রিটেন | ২২·৫ | ২৫১·৯ | ৩৩·৫ | ৩৯৩ ৬ | ০·৩ | ৪৬·৬ | ৩৩·৮ | ৪৪০·০ |
| রাশিয়া | ১৭·০ | ১৫·৯ | ১৭·৪ | ৩৩·২ | ৫·৪ | ১৩৬·২ | ২২·৮ | ১৬৯·৪ |
| ফ্রান্স | ০·৯ | ৬·০ | ১০·৬ | ৫৫·৫ | ০·৫ | ৩৯·৬ | ১১·১ | ৯৫·১ |
| জার্মানী | — | — | ২·৯ | ১২·৩ | ০·৫ | ৬৪·৯ | ৩·৪ | ৭৭·২ |
| যুক্তরাষ্ট্র | — | — | ০·৩ | ৯·৭ | ৯·৪ | ৯৭·৪ | ৯·৭ | ১০৬·৭ |
| জাপান | — | — | ০·৩ | ১৯·২ | ০·৪ | ৫৩·০ | ০·৭ | ৭২·২ |
| ৬টি বৃহৎ শক্তির মোট | ৪০·৪ | ২৭৩·৮ | ৬৫·০ | ৫২৩·৪ | ১৬·৫ | ৪৩৭·২ | ৮১·৫ | ৯৬০·৬ |

| | | |
|---|---|---|
| অন্যান্য শক্তির উপনিবেশ ( বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ইত্যাদি ) ··· | ৯·৯ | ৪৫·৩ |
| আধা-ঔপনিবেশিক দেশসমূহ (পারস্য, চীন, তুরস্ক ) | ১৪·৫ | ৩৬১·২ |
| অন্যান্য ··· ··· ··· | ২৮·০ | ২৮৯·৯ |
| *সারা বিশ্বের যোগফল* | ১৩৩·৯ | ১,৬৫৭·০ |

এইসব সংখ্যা থেকে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই বিংশ শতাব্দী শুরু হওয়ার সময় বিশ্বের ভাগাভাগি কেমন সম্পূর্ণ হয়ে এসেছিল। ১৮৭৬ সালের পর ঔপনিবেশিক অধিকার অবিশ্বাস্য রূপে বৃদ্ধি পেয়েছিল অর্থাৎ শতকরা ৫০ ভাগ যেমন ছ'টি বৃহৎ শক্তির জন্যে ৪০,০০০,০০০ বর্গ কিঃ মিঃ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ৬৫,০০০,০০০ বর্গ কিঃ মিটারে; বৃদ্ধির পরিমাণ হল ২৫,০০০,০০০ বর্গ কিঃ মিঃ অর্থাৎ শহরাঞ্চল অধ্যুষিত রাষ্ট্র

সমূহের আয়তনের (১৬,৫০০,০০০ বর্গ কিঃ মিঃ) চাইতে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বেশী। ১৮৭৬ সালে তিনটি শক্তির কোন উপনিবেশই ছিল না, এবং চতুর্থ রাষ্ট্র ফ্রান্সের প্রায় ছিল না বললেই হয়। ১৯১৪ সাল নাগাদ এই চারটি শক্তি ১৪,০০০,০০০ বর্গ কিঃ মিঃ পরিমাণ আয়তনের উপনিবেশ দখল করল অর্থাৎ ইউরোপের মোট আয়তনের প্রায় অর্ধাংশ, ১০০,০০০,০০০ জনসংখ্যা সহ। ঔপনিবেশিক অধিকার বিস্তারের হারের অসাম্য অত্যন্ত বিরাট। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা যদি ফ্রান্স, জার্মানী ও জাপানের মধ্যে তুলনা করি যা আয়তন ও জনসংখ্যার দিক থেকে বিশেষ হের ফের হয় না, আমরা দেখতে পাব যে দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি সম্মিলিত ভাবে যতটুকু উপনিবেশ দখল করতে পেরেছে, প্রথমটি পেরেছে তার তিনগুণ। লগ্নী পুঁজির প্রশ্নে, ফ্রান্স, আলোচ্য সময়ের শুরুতে সম্ভবত জার্মানী ও জাপান যুক্তভাবে যা ছিল তারা চাইতে বেশ কয়েক গুণ বেশী ধনী ছিল। অধিকন্তু এবং প্রধানতঃ অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ভিত্তি ছাড়াও ভৌগোলিক এবং অপরাপর অবস্থাও ঔপনিবেশিক অধিকার সম্প্রসারণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যাই হোক বিশ্বকে সমান করে নেবার পদ্ধতি যতই শক্তিশালী হোক না কেন অথবা বিনিময় ও লগ্নী পুঁজি এবং বৃহদাকার শিল্পের চাপের ফলে অতীত দশকগুলোতে যাই ঘটে থাকুক না কেন, প্রণিধান যোগ্য পার্থক্য এখন রয়ে গেছে; এবং উক্ত ছ'টি রাষ্ট্রে আমরা দেখি প্রথমতঃ নবীন পুঁজিবাদী রাষ্ট্র (আমেরিকা, জার্মানী, জাপান) যাদের উন্নতি অসম্ভব রকমের দ্রুত; দ্বিতীয়তঃ প্রাচীন পুঁজিবাদী পন্থায় বিকাশ প্রাপ্ত রাষ্ট্রসমূহ (ফ্রান্স ও গ্রেট বৃটেন) যাদের উন্নতি, পূর্বে উল্লেখিত রাষ্ট্রসমূহের তুলনায় শ্লথ হয়ে গেছে এবং তৃতীয়তঃ অর্থনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ একটি রাষ্ট্র (রাশিয়া), যেখানে আধুনিক পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদ বলা যেতে পারে পুঁজিবাদ পূর্ব সম্পর্কের জালে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। বৃহৎ শক্তিসমূহের ঔপনিবেশিক অধিকারের পাশাপাশি আমরা ক্ষুদ্র উপনিবেশ ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে উপস্থিত করেছি যাকে বলা যায় উপনিবেশসমূহের সম্ভাব্য "পুনর্বিভাজনে"র পরবর্তী লক্ষ্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র তাদের উপনিবেশগুলোকে ধরে রেখেছে তার একমাত্র কারণ হল বৃহৎ শক্তিগুলো পরস্পর বিরোধী স্বার্থ ও সংঘর্ষের দ্বারা বিভক্ত, যা লুণ্ঠিত সামগ্রী ভাগ-বাঁটোয়ারা করার জন্যে এগিয়ে আসতে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আধা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোর প্রসঙ্গে বলা যায় যে ওরা সাময়িক আকারের দৃষ্টান্তস্বরূপ যা দেখতে পাওয়া যাবে

প্রকৃতির সর্বস্তরে এবং সমাজে। আপনি বলতে পারেন, যে লগ্নী পুঁজি এত প্রবল এবং এত নির্ধারক শক্তি যে, সমস্ত অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার পক্ষে রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব এবং প্রকৃতপক্ষে অধীনস্থ করে রাখে এমনকি সেইসব রাষ্ট্রকেও যারা পুরোপুরি রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করে; আমরা শীঘ্রই এর উদাহরণ দেখতে পাব। অবশ্য লগ্নী পুঁজি অত্যন্ত সুবিধাজনক একটা আকার খুঁজে বার করে এবং সব চাইতে বেশী মুনাফা আহরণ করে অধীনস্থ করে রাখার একটি আকার থেকে যার মধ্যে জড়িয়ে আছে অধীন রাষ্ট্রের এবং তার জনগণের রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারানোর প্রশ্ন। এই ক্ষেত্রে আধা-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রসমূহ "মধ্যবর্তী স্তরের" বৈশিষ্ট্যসূচক একটা উদাহরণস্বরূপ হয়ে থাকে। এটা স্বাভাবিক যে এইসব আধা পরাধীন রাষ্ট্রের জন্য সংগ্রাম, লগ্নী পুঁজির যুগে বিশেষ ভাবে তীব্র হয়ে ওঠা উচিত ছিল, যখন পৃথিবীর অবশিষ্টাংশ ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিল।

পুঁজিবাদের সবশেষ স্তরের পূর্বে এমন কি পুঁজিবাদেরও পূর্বে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক নীতির অস্তিত্ব ছিল। দাস প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত রোম সাম্রাজ্য একটি ঔপনিবেশিক নীতি অনুসরণ করত এবং সাম্রাজ্যবাদ অনুশীলন করত। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা যা সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনসমূহের মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্যগুলোকে অস্বীকার করে অথবা পেছনে ঠেলে রাখে, তা অবশ্যম্ভাবী রূপে পরিণত হয় অত্যন্ত নীরস, গতানুগতিক অথবা দম্ভোক্তির মত, যেমন: "বৃহত্তর রোম ও বৃহত্তম বৃটেন"*। এমন কি পুঁজিবাদের পূর্বেকার স্তরের পুঁজিবাদী ঔপনিবেশিক নীতি ও লগ্নী পুঁজির ঔপনিবেশিক নীতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান।

পুঁজিবাদের সবশেষ স্তরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বড় বড় নিয়োগকারীদের একচেটিয়া সংঘের সর্বময় প্রাধান্য। এইসব একচেটিয়া গোষ্ঠী অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত যখন কাঁচামালের সমস্ত উৎসই একটি গোষ্ঠীর অধিকারভুক্ত হল এবং আমরা দেখেছি কী পরিমাণ উৎসাহের সঙ্গে আন্তর্জাতিক পুঁজি-

* C. P. Lucas, Greater Rome and Greater Britain. Oxford, 1912, or the Earl of Cromer's Ancient and Mordern Imperialism, London, 1910.

বাদী সংঘ প্রভৃতি পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতিযোগিতার সর্বপ্রকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার জন্যে, উদাহরণস্বরূপ, ক্রয় করে নেয় লৌহখনি ও তৈলখনি অঞ্চল। একমাত্র ঔপনিবেশিক অধিকারও একটি রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার দ্বারা আত্মরক্ষার সহায়তাকামী প্রতিদ্বন্দ্বীকে রক্ষার বিষয়টি সহ প্রতিযোগীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সর্বপ্রকার অনিশ্চয়তার বিষয়ে পূর্ণ নিশ্চয়তা দান করে। পুঁজি যত দ্রুত বিকাশ লাভ করে তত দ্রুত অনুভূত কাঁচামালের অভাব এবং প্রতিযোগিতা তীব্রতর হওয়ার সঙ্গে সারা দুনিয়া কাঁচামালের উৎসের অনুসন্ধান ব্যাপকতর হয় তাই ঔপনিবেশিক অধিকার বিস্তার করার সংগ্রামও বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

শিল্ডার লিখছেন "যদিও এটা কিছু কিছু ব্যক্তির কাছে স্ব-বিরোধী বলে মনে হবে কিন্তু তবুও একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যেতে পারে যে আগামী দিনে শহর ও শিল্প কেন্দ্রিক জনসংখ্যার বৃদ্ধি খাদ্য ঘাটতির চাইতে কাঁচামালের ঘাটতির জন্যেই ব্যাহত হবার সম্ভাবনা আছে। উদাহরণ স্বরূপ ক্রমেই কাঠের ঘাটতি বেড়ে যাচ্ছে—যার দাম ক্রমাগত ভাবে বাড়ছে এবং বয়ন শিল্পের জন্যে কাঁচা মালেরও সেই একই অবস্থা। "বৃহৎ উৎপাদনকারীদের সংঘ সমগ্র বিশ্বের অর্থনীতির ক্ষেত্রে শিল্প ও কৃষির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার অবস্থা সৃষ্টির জন্যে প্রয়াস চালাচ্ছে, এর একটা উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করতে পারি।

১৯০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো শিল্পের মধ্যে আন্তর্জাতিক সূতো উৎপাদক সংঘের ফেডারেশনের কথা উল্লেখ করতে পারি এবং ১৯১০ সালে একই আদর্শে প্রতিষ্ঠিত শনের সূতো উৎপাদক সংঘের ইউরোপীয় ফেডারেশনের কথাও বলতে পারি।

অবশ্য বুর্জোয়া সংস্কারবাদীরা এবং ওদের মধ্যেকার বিশেষ করে বর্তমান কালের কাউৎস্কির অনুগামীরা এই ধরনের ঘটনার গুরুত্বকে হাল্কা করতে চেষ্টা করে এই যুক্তি দিয়ে যে "ব্যয়বহুল ও বিপজ্জনক" ঔপনিবেশিক নীতি ছাড়াই খোলা বাজার থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করা যেত; এবং সাধারণ ভাবে কৃষি অবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে কাঁচামালের যোগান প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি "করা যেত"। কিন্তু এই সব যুক্তি সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে কৈফিয়তমূলক হয়ে দাঁড়ায় অর্থাৎ এর ছবিকে আরও উজ্জ্বল করে তোলা কারণ ওরা পুঁজিবাদের সর্বশেষ

স্তরের প্রধান বৈশিষ্ট্যকে অর্থাৎ একচেটিয়া অধিকারকে অস্বীকার করে। অবাধ বাজার ক্রমেই একটা অতীতের জিনিসে পরিণত হচ্ছে, একচেটিয়া কারবারী, সিণ্ডিকেট ও ট্রাস্ট প্রতিদিনই একে সংকুচিত করছে এবং শুধুই কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি ঘটানোর অর্থ হচ্ছে ব্যাপক জনসাধারণের অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো, মজুরি বৃদ্ধি ও মুনাফার হ্রাস করা। কেবলমাত্র আবেগপ্রবণ সংস্কারবাদীদের কল্পনা ছাড়া কোথাও কোন ট্রাস্ট আছে কি যে উপনিবেশ বিস্তারের পরিবর্তে ব্যাপক জনগণের অবস্থার সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেলতে সক্ষম ?

লগ্নী পুঁজি কেবলমাত্র পূর্ব থেকেই আবিষ্কৃত কাঁচামালের উৎস সম্পর্কে আগ্রহী নয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস সম্পর্কেও সমান আগ্রহী, কারণ আজকের কারিগরী উন্নতি ঘটছে অসম্ভব দ্রুত গতিতে এবং আজ যে জমি অকেজো আগামী কাল তার উন্নতি ঘটানো যেতে পারে যদি নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভূত হয় (এই কার্যে একটি বড় ব্যাঙ্ক যন্ত্রবিদ ও কৃষি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি বিশেষ অভিযানকে সহায়তা করতে পারে) এবং যদি বড় আকারে পুঁজি নিয়োজিত হয়। এটা খনিজ সম্পদ আহরণ এবং কাঁচামাল ব্যবহার ও নতুন পদ্ধতির প্রয়োগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই আমরা দেখছি নাই নিজস্ব প্রভাবের এলাকা সম্প্রসারণের জন্যে এমন কি তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রেও লগ্নী পুঁজির অবশ্যম্ভাবী প্রচেষ্টাকে সেই একই পদ্ধতিতে তাই ট্রাস্ট একচেটিয়া অধিকারের অন্যান্য ফল ও গুরুত্বপূর্ণ মুনাফাকে হিসেবের মধ্যে ধরে দ্বিগুণ বা তিনগুণ মূল্য আরোপ করে তার সম্পত্তিকে পুঁজিতে পরিণত করে (প্রকৃত নয়) তাই লগ্নীপুঁজি সাধারণ ভাবে চেষ্টা করে যে কোন স্থানে ও যে কোন উপায়ে সর্বোচ্চ পরিমাণ ভূমি অধিকার করার, কাঁচামালের গুরুত্বপূর্ণ উৎসগুলোকে হিসেবের মধ্যে ধরে এবং এই আশঙ্কা করে যে হয়ত বা স্বাধীন অঞ্চলের শেষ চিহ্নের জন্যে ভয়ংকর সংগ্রামে পেছনে পড়ে থাকতে হবে অথবা এই সব অঞ্চলের পুনর্বণ্টনের জন্যে যা পূর্ব থেকেই ভাগাভাগি হয়ে যাচ্ছে।

বৃটিশ পুঁজিপতিরা সর্বপ্রকার চেষ্টা চালাচ্ছে তাদের উপনিবেশ মিশরে তুলোর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে (১৯০৪ সালে আবাদযোগ্য ২,৩০০,০০০ হেক্টার জমির মধ্যে ৬০০,০০০ অথবা এক চতুর্থাংশের অধিক অঞ্চলে তুলো উৎপাদনের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল) রাশিয়াও তার উপনিবেশ তুর্কীস্তানে একই কাজ করছে, কারণ এই পথে ওরা ওদের বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাভূত

করতে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকবে, কাঁচামালের উৎসগুলোর ওপর একচেটিয়া অধিকার কায়েম করতে এবং আরও কম খরচে লাভজনক টেক্সটাইল ট্রাস্ট গঠন করবে যার মধ্যে তুলো উৎপাদনের ও বয়নের সর্বপ্রকার পদ্ধতি অঙ্গীভূত হবে এবং একটি মালিক গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত থাকবে।

পুঁজি রপ্তানির মধ্যে যে আগ্রহ কাজ করে তাই উপনিবেশ জয়ের ক্ষেত্রেও উৎসাহ যোগায়; কারণ ঔপনিবেশিক বাজারে একচেটিয়া পদ্ধতির প্রয়োগ সহজতর (কখনও কখনও এই পদ্ধতিই একমাত্র পদ্ধতি যাকে প্রয়োগ করা যায়) প্রতিযোগিতা নির্মূল করার জন্য, যোগান সুনিশ্চিত করার জন্য। প্রয়োজনীয় যোগাযোগ অর্জন করার জন্য।

লগ্নী পুঁজির ভিত্তির উপর অর্থনীতি প্রতিভূত যে উপরি কাঠামো গড়ে ওঠে, অর্থাৎ এর রাজনীতি এবং আদর্শ, তা উপনিবেশ জয়ের প্রচেষ্টার মধ্যে উৎসাহ যোগায়। "লগ্নীপুঁজি স্বাধীনতা চায় না, সে চায় প্রভুত্ব", হিলফার্ডিং যথার্থভাবেই এই উক্তিটি করেছিলেন। একজন ফরাসী বুর্জোয়া লেখক সিসিল রোডসের ওপরে উদ্ধৃত চিন্তা ধারার বিকাশ ও সম্পূরণ করতে গিয়ে লিখেছেন যে আধুনিক ঔপনিবেশিক নীতির অর্থনৈতিক কারণের সঙ্গে সামাজিক কারণগুলোও যুক্ত করতে হবে, "জীবনের ক্রমবর্ধমান জটিলতা ও অসুবিধা বৃদ্ধির জন্য, শুধুমাত্র ব্যাপক জনসাধারণের ওপরই চাপ সৃষ্টি করে না. মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ওপরও চাপ সৃষ্টি করে; ধৈর্যহীনতা, বিরক্তি ও ঘৃণা প্রাচীন সভ্যতাভুক্ত সমস্ত রাষ্ট্রেই পুঞ্জীভূত হচ্ছে এবং সাধারণ শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে; সুনির্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে থেকে যে শক্তি বিচ্ছুরিত হয়ে আসছে তা বাইরে কোথাও কাজে লাগাতে হবে স্বদেশের বিস্ফোরণ প্রতিরোধ করার জন্য।

যেহেতু আমরা পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের যুগে ঔপনিবেশিক নীতির কথা আলোচনা করছি তাই এটা অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে লগ্নীপুঁজি ও তার বিদেশ নীতি, যাকে বলা যায় বৃহৎ শক্তিসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষমতা আহরণের জন্য বিশ্বের রাজনৈতিক ভাগাভাগ, তা বেশ কিছু সংখ্যক সাময়িকভাবে পরনির্ভরশীল রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে। কেবলমাত্র দুটি রাষ্ট্র গোষ্ঠীই নয় এবং উপনিবেশগুলো নিজেরা, বিভিন্ন আকারের পরনির্ভরশীল রাষ্ট্রগুলোও যা রাজনৈতিক দিক থেকে মোটামুট স্বাধীন, কিন্তু প্রকৃত-

পক্ষে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক পরনির্ভরশীলতার জালে জড়ানো, এই হল এ যুগের বৈশিষ্ট্য। আমরা পূর্বে এক ধরনের পরনির্ভরশীলতার উল্লেখ করেছি যাকে বলা যায় আধা ঔপনিবেশ। অপর একটির উদাহরণ দিয়েছে আর্জেন্টিনা।

সুলজ্-গিভার নিৎজ তাঁর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে রচনায় লিখেছেন যে "দক্ষিণ আমেরিকা, বিশেষ করে আর্জেন্টিনা অর্থনৈতিক দিক থেকে লণ্ডনের উপর এত অধিক পরিমাণে নির্ভরশীল যে একে একটি ব্রিটিশ বাণিজ্যিক উপনিবেশ বলে বর্ণনা করাই উচিত" ১৯০৯ সালে বুয়েনস্ আয়ার্সে অবস্থিত অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় দূতাবাসের প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে সিল্ডার হিসাব কষে দেখেছিলেন যে আর্জেন্টিনায় নিয়োজিত ব্রিটিশ পুঁজির পরিমাণ ছিল ৮·৭৫ কোটি ফ্রাঙ্ক। এটা কল্পনা করা কষ্টসাধ্য নয় ব্রিটিশ লগ্নীপুঁজি আর্জেন্টিনার বুর্জোয়াদের সঙ্গে কী শক্তিশালী যোগাযোগ স্থাপন করেছে (এবং তার বিশ্বাসী বন্ধু, কূটনীতি) এবং সেই চক্রের সঙ্গে যারা সেই রাষ্ট্রের সমগ্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

পর্তুগাল কতকটা ভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক পরনির্ভরশীলতার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে যার সঙ্গে যুক্ত থাকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা। পর্তুগাল একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, দুশো বছরেরও অধিক কাল, স্পেনীয় উত্তরাধিকারের যুদ্ধ থেকে (১৭০১-১৪) সে ব্রিটিশ আশ্রিত রাজ্য হিসাবেই আছে। গ্রেট ব্রিটেন, পর্তুগাল ও তার উপনিবেশগুলোকে রক্ষা করেছে তার প্রতিদ্বন্দ্বী স্পেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে লড়াই করার ঘাঁটি শক্তিশালী করার জন্য। এর পরিবর্তে গ্রেট ব্রিটেন পেয়েছে বাণিজ্যিক সুবিধা, পণ্য আমদানীর পক্ষপাতমূলক শর্ত বিশেষ করে পর্তুগালে ও পর্তুগাল উপনিবেশগুলোতে পুঁজি বিনিয়োগ করার জন্য পর্তুগালের দ্বীপ, বন্দর ও টেলিগ্রাফের তার ব্যবহার করার অধিকার। বড় ও ছোট রাষ্ট্রের মধ্যে এই ধরনের সম্পর্কের অস্তিত্ব ছিল কিন্তু পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের যুগে ওরা পরিণত হয়েছে একটা ব্যবস্থায়, "বিশ্ব ভাগাভাগির সম্পর্কের সবমোটের একাংশ স্বরূপ এবং বিশ্বলগ্নী পুঁজির ধারাবাহিক ক্রিয়াকলাপের যোগসূত্রস্বরূপ।

বিশ্ব বিভাজনের প্রশ্নটিকে শেষ করার জন্য আমাকে অবশ্যই নিম্নোক্ত

অতিরিক্ত বক্তব্য জুড়তে হবে। এই প্রশ্নটি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্পেনীয়-আমেরিকান যুদ্ধের পর খোলাখুলিভাবে ও সুনির্দিষ্টভাবে কেবলমাত্র আমেরিকান সাহিত্যেই উত্থাপিত হয় নি, শুধুমাত্র জার্মান সাহিত্যেই এই ঘটনার একটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা হয়েছে তা নয়, যে সাহিত্য "অত্যন্ত যত্নশীল ভাবে" "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে" লক্ষ্য করেছে। এই প্রশ্নটি ফরাসী দৃষ্টিকোণ থেকে যতদূর চিন্তা করা যায় সেই ভাবে উত্থাপিত হয়েছে। ঐতিহাসিক ড্রিয়ল্টের মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাক যিনি তাঁর গ্রন্থ "ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলী"তে "বৃহৎ শক্তিসমূহ ও বিশ্ব বিভাজন" শিরোনামের পরিচ্ছেদে নিম্নোক্ত কথাগুলো লিখেছেন: "বিগত কয়েক বছরের মধ্যে কেবলমাত্র চীন বাদে বিশ্বের সমস্ত স্বাধীন এলাকা অধিকৃত হয়েছে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার শক্তিসমূহের দ্বারা। এর ফলে বহু বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রভাবাধীন এলাকারও পরিবর্তন ঘটেছে এবং এই ঘটনাগুলো নিকট ভবিষ্যতে আরও ভয়ংকর উত্থান-পতনের ইংগিত বহন করে। কারণ তাড়াতাড়ি করাটা প্রয়োজন: যে সব রাষ্ট্র এখনও নিজেদের সংস্থান করে উঠতে পারে নি তাদের বিশ্বব্যাপী এক সাম্রাজ্যিক শোষণে অংশ গ্রহণের সুযোগ চিরতরে হারানোর ঝুঁকি নিতে হবে যা আগামী শতাব্দীর একটি আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য হবে (অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর)। এই জন্যেই সাম্প্রতিক কালে ইউরোপ ও আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক বিস্তারের নেশায় মত্ত হয়েছে যাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বলা যায়।" লেখক আরও যুক্ত করেন: "বিশ্বের এই ভয়ংকর প্রচেষ্টা ও বিশ্বের বড় বড় বাজার, ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের তুলনামূলকভাবে শক্তির বিচারে ইউরোপে অবস্থিত তাদের নিজ নিজ দেশের আকারের অনুপাত সম্পূর্ণ সংগতিহীন। ইউরোপের প্রভাবশালী রাষ্ট্রসমূহ অর্থাৎ ইউরোপের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রকরা সমগ্র বিশ্বে সমভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। তাই যখন ঔপনিবেশিক শক্তি, অর্থাৎ যে সম্পদের এখনও পরিমাপ করা *হয় নি* তাকে নিয়ন্ত্রণ করার আশা স্পষ্টতঃই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে ইউরোপীয় শক্তিসমূহের আপেক্ষিক ক্ষমতা অর্থাৎ ঔপনিবেশিক প্রশ্নের ওপর, অর্থাৎ 'সাম্রাজ্যবাদ,' ইচ্ছা করলে, যা পূর্বেই ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন করেছে, তা ওদের আরও পরিবর্তন করতে পারে।"

## ৮। পরজীবী বৃত্তি ও পুঁজিবাদের অবক্ষয়

এখনও আমাদের সাম্রাজ্যবাদের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্বন্ধে আলোচনা বাকি যার ওপর ঐ বিষয় সম্পর্কে অধিকাংশ আলোচনা সাধারণ ভাবে কম গুরুত্ব আরোপ করে। মার্কসবাদী হিলফার্ডিং এর ত্রুটি বিচ্যুতির মধ্যে একটি হল এই যে এই বিষয়ে তিনি অ-মার্কসবাদী হবসনের তুলনায় পেছনের দিকে একটি পদক্ষেপ ফেলেছেন। আমি পরজীবী বৃত্তির উল্লেখ করছি যা সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্যসূচক।

আমরা পূর্বে লক্ষ্য করেছি যে সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি হল একচেটিয়া অধিকার। এটা হল পুঁজিবাদী একচেটিয়া অধিকার অর্থাৎ যে একচেটিয়া অধিকার পুঁজিবাদ থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং যা পুঁজিবাদের সাধারণ পরিবেশের মধ্যে অর্থাৎ পণ্য উৎপাদন ও প্রতিযোগিতার মধ্যে অবস্থান করছে চিরস্থায়ীরূপে ও এই সাধারণ পরিবেশের মধ্যে অদ্রবণীয় বিরোধীরূপে। তৎসত্ত্বেও, অন্যান্য আর সমস্ত একচেটিয়া অধিকারের মতই এটা অবশ্যম্ভাবীরূপে নিশ্চলতা ও অবক্ষয়ের দিকে একটা প্রবণতার জন্ম দেয়। যেহেতু একচেটিয়া ভাবে মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত সাময়িকভাবে হলেও, প্রয়োগ সংক্রান্ত মূল কারণ এবং অন্যান্য উন্নতি কতকাংশে অদৃশ্য হয় এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনা তার সৃষ্টি হল নির্দ্বিধায় কারিগরি উন্নতিকে বাধা দেবার জন্য। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকায় জনৈক ওয়েন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন যা বোতল উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছিল। জার্মান বোতল উৎপাদক কার্টেল ওয়েনের পেটেন্ট ক্রয় করে কিন্তু একে খোপে রেখে দেয় এবং এর ব্যবহার থেকে বিরত থাকে। এটা সুনিশ্চিত যে পুঁজিবাদের অধীনে একচেটিয়া অধিকার কখনও সম্পূর্ণরূপে অথবা দীর্ঘকালের জন্যে বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতা এড়াতে পারে না। (এবং প্রসঙ্গক্রমে এটাই হল কেন অতিরিক্ত পরিমাণে সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্ব এত অবাস্তবতার কারণসমূহের একটি)। নিশ্চয়ই, উৎপাদন মূল্য হ্রাস করার সম্ভাব্যতা এবং মুনাফা বৃদ্ধির জন্যে কারিগরি উন্নতির প্রবর্তন ক্রিয়াশীল থাকে পরিবর্তনের দিকে। কিন্তু বদ্ধাবস্থা ও অবক্ষয়ের দিকে প্রবণতা; যা একচেটিয়া কারবারের বৈশিষ্ট্য, তা অব্যাহত ভাবে কাজ করে চলে এবং শিল্পের কোন কোন শাখায়; কোন কোন দেশে, নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্যে সে প্রাধান্য অর্জন করে।

চমৎকার অবস্থান সম্পন্ন অথবা সুবিশাল ও সম্পদশালী উপনিবেশের একচেটিয়া অধিকার ঐ একই দিকে ক্রিয়াশীল থাকে।

আরও যোগ করা যায় যে সাম্রাজ্যবাদ হল কয়েকটি রাষ্ট্রের মধ্যে পুঞ্জীভূত পাহাড় প্রমাণ অর্থপুঁজি, এর পরিমাণ হবে সরকারী ঋণপত্রের ১০০,০০-৫০০ ০০ কোটি ফ্রাংক। তাই কোন একটি শ্রেণীর অথবা করদাতাদের একটি স্তরের ভূতপূর্ব বৃদ্ধি অর্থাৎ সেই সব মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি যারা কেবল "কুপন কেটে" জীবনধারণ করে, যারা কোন প্রকার উদ্যোগেই অংশ গ্রহণ করে না এবং বৃত্তি যাদের অলসতা। সাম্রাজ্যবাদের আবশ্যিক অর্থনৈতিক ভিত্তি সমূহের অন্যতম অর্থাৎ পুঁজির রপ্তানী আরও চূড়ান্তরূপে বিনিয়োগকারী উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং দেশের সর্বাংগে পরজীবীর তকমা এঁটে দেয়, যা বেঁচে থাকে বিদেশের বহু রাষ্ট্র ও উপনিবেশসমূহের শ্রমিকদের ওপর শোষণ চালিয়ে।

হবসন লিখেছেন, "১৮৯৩ সালে বিদেশে বৃটিশ পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল যুক্তরাজ্যের সমগ্র সম্পদের ১৫ শতাংশ" ( Hobson Imperialism পৃ: ৫৯-৬০ ) পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যাক যে ১৯১৫ সাল নাগাদ এই পুঁজি ২ থেকে ২½ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। হবসন আরও বলেছেন, "আমণাত্মক সাম্রাজ্যবাদ, যা করদাতাদের ওপর এত চাপ সৃষ্টি করে; যা বৃহৎ উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীদের কাছে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর...তা বিনিয়োগকারীর কাছে একটা লাভের উৎসস্বরূপ। গ্রেট বৃটেনের সমগ্র বৈদেশিক ও ঔপনিবেশিক বাণিজ্য থেকে কমিশন রূপে বাৎসরিক আয়, আমদানী ও রপ্তানী সহ, স্যার আর. গিফেনের হিসেব অনুসারে ১৮৯৯সালে দাঁড়ায়, ১৮,০০০ ০০০ পাউণ্ডে (প্রায় ১৭ কোটি রুবল) শতকরা ২½ ভাগ হারে, মোট ৮০০,০০,০০০ পাউণ্ডের বাণিজ্যের ফলে।" এর পরিমাণটা এত বিশাল যে এর দ্বারা গ্রেট বৃটেনের আক্রমণাত্মক সাম্রাজ্যবাদের ব্যাখ্যা করা যায় না যার ব্যাখ্যা করা হয়েছে ৯ কোঠি পাউণ্ড আয় থেকে ১০ কোটি পাউণ্ডে লগ্নীকৃত পুঁজি থেকে আয় বৃদ্ধির দ্বারা যা হল বিনিয়োগকারীদের আয়।

সারা বিশ্বের বৃহত্তম ব্যবসায়িক রাষ্ট্রের বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে আহৃত আয়ের থেকে পাঁচগুণ বেশী আয় হল বিনিয়োগকারীদের। এটাইল হল সাম্রাজ্যবাদের ও সাম্রাজ্যবাদী পরজীবী বৃত্তির মূল কথা।

ঐ কারণের জন্যেই "বিনিয়োগকারী রাষ্ট্র" ( Rentnerstaat ) অথবা

কুসীদজীবী রাষ্ট্র প্রভৃতি শব্দাবলী অর্থনীতি বিষয়ক গ্রন্থে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে যেখানে সাম্রাজ্যবাদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়! সারা দুনিয়া ভাগাভাগি হয়ে গেছে সুদখোর রাষ্ট্র অধিকাংশ দেনদার রাষ্ট্র এই দুই ভাগে। সুলজগিভারনিৎজ বলছেন, "বৈদেশিক বিনিয়োগ তালিকায় শীর্ষ-স্থানে আছে তারাই, যারা অবস্থান করছে রাজনৈতিক দিক থেকে পরনির্ভর-শীল অথবা সংযুক্ত অন্যান্য রাষ্ট্র: গ্রেট বৃটেন ঋণ দেয় মিশর, জাপান, চীন ও দক্ষিণ আমেরিকাকে। প্রয়োজনে তার নৌবহরই পেয়াদার ভূমিকা পালন করে। বৃটেনের রাজনৈতিক ক্ষমতাই তাকে দেনদার রাষ্ট্র সমূহের ঘৃণা থেকে রক্ষা করে। সার্টোরিয়াস ভন ওয়াল্টারসহসেন তাঁর "দ্য ন্যাশনাল ইকনমিক সিস্টেম অফ ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্টস এ্যাব্রড" নামক গ্রন্থে হল্যাণ্ডের নামোল্লেখ করেছেন আদর্শ "বিনিয়োগকারী রাষ্ট্র" হিসাবে এবং দেখিয়েছেন যে গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স এখন তাই হয়ে উঠছে। সিল্ডারের অভিমত হল পাঁচটি শিল্প সমৃদ্ধ রাষ্ট্র "সুনিশ্চিত ভাবে প্রধান পাওনাদার রাষ্ট্রে" পরিণত হয়েছে: এই রাষ্ট্রগুলো হল, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম ও সুইজারল্যাণ্ড। তিনি এই তালিকায় হল্যাণ্ডের নাম অন্তর্ভুক্ত করেন নি তার কারণ সে "শিল্পের দিক থেকে মোটেই উন্নত নয়।" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাওনাদার কেবলমাত্র আমেরিকান রাষ্ট্র সমূহের কাছে।

সুলজ্গিভারনিৎজ বলছেন, "গ্রেট বৃটেন ক্রমে ক্রমে শিল্প সমৃদ্ধ রাষ্ট্র থেকে পাওনাদার রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হচ্ছে। শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদিত রপ্তানীর পরিমাণ চূড়ান্তরূপে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে সুদ, লভ্যাংশ, ঋণপত্র, কমিশন ও ফাটকা থেকে আয়ের আপেক্ষিক গুরুত্ব বেড়ে গেছে। আমার মতে এটাই হল সাম্রাজ্যবাদী উন্নতির অর্থ-নৈতিক ভিত্তির সংগঠক। একজন বিক্রেতা একজন ক্রেতার সঙ্গে যে পরিমাণে জড়িত তার চাইতে অনেক বেশী পরিমাণে জড়িত একজন পাওনা-দার একজন দেনদারের সঙ্গে। "জার্মানী প্রসঙ্গে, বার্লিনের Die Bank এর প্রকাশক এ. ল্যান্সবার্গ, ১৯১১ সালে "জার্মানী—একটি লগ্নীকারী রাষ্ট্র" এই শিরোনামে নিম্নোক্ত কথাগুলো লিখেছিলেন: "জার্মানীর জনসাধারণ লগ্নীকারী রাষ্ট্রে পরিণত হবার আকাঙ্ক্ষার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে প্রস্তুত, যা লক্ষ্য করা যায় ফ্রান্সে। কিন্তু ওরা একথা ভুলে যায় যে বুর্জোয়া-

দের সম্পর্কে যতদূর বলা যায়, জার্মানীর পরিস্থিতি আরও বেশী পরিমাণে ফ্রান্সের মত হয়ে উঠছে।"

লগ্নীকারী রাষ্ট্র হল পরজীবী, ও ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের রাষ্ট্র এবং এই ঘটনাটি সাধারণভাবে জড়িত রাষ্ট্রসমূহের সমগ্র সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর প্রভাব বিস্তার করতে এবং বিশেষ করে শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনের দুটি মৌলিক ঝোঁকের উপর প্রভাব বিস্তার করতেও ব্যর্থ হয় না। এই বিষয়টিকে প্রাঞ্জলরূপে প্রকাশ করতে হবসনের উদ্ধৃতি দেব; যিনি একজন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সাক্ষী; কারণ তাঁর মার্কসবাদী গোঁড়ামির প্রতি ঝোঁক আছে এই রকম সন্দেহ করা যায় না; অপরদিকে তিনি একজন ইংরেজ, যিনি সেই দেশের পরিস্থিতির সঙ্গে সুপরিচিত, যে দেশ উপনিবেশ, লগ্নী পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদী অভিজ্ঞতার দিক থেকে সব চাইতে বেশী সমৃদ্ধ।

এ্যাংলো বুয়ার যুদ্ধের কথা মনে রেখে হবসন সাম্রাজ্যবাদ এবং বিনিয়োগকারীদের সুদের সম্পর্ক, চুক্তি ও সরবরাহ থেকে অর্জিত ক্রমবর্ধমান মুনাফা, ইত্যাদি বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন: "যখন সুনির্দিষ্টভাবে পরজীবী নীতির পরিচালকেরা হলেন পুঁজিপতি, তখন একই উদ্দেশ্য উৎসাহের সৃষ্টি করে শ্রমিকদের একটি বিশেষ শ্রেণীর কাছে। বহু প্রধান প্রধান শহরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা নির্ভরশীল থাকে সরকারী নিয়োগ ও চুক্তির উপর; ধাতু ও জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্রের সাম্রাজ্যবাদকে এ ঘটনার সঙ্গে বিশেষ ভাবে যুক্ত বলা যেতে পারে।" লেখকের মতে দুরকম অবস্থা পুরানো সাম্রাজ্যগুলোকে দুর্বল করে দিয়েছিল: (১) "অর্থনৈতিক পরজীবী বৃত্তি" এবং (২) পরাধীন অধিবাসীদের মধ্যে থেকে সংগ্রহ করে সৈন্যবাহিনী গঠন।" প্রথমেই আছে অর্থনৈতিক পরজীবী বৃত্তি যার দ্বারা শাসক রাষ্ট্র তার প্রদেশ, উপনিবেশ ও অধীনস্থ অঞ্চল সমূহকে কাজে লাগিয়েছে তার শাসক শ্রেণীর উন্নতির জন্যে এবং নিম্নতর শ্রেণীকে প্রলোভনে বশীভূত করতে।" আমি যুক্ত করব যে এই ধরনের প্রলোভনের সম্ভাব্যতার জন্যে, এর আকার যাই হোক না কেন, প্রয়োজন উচ্চহারের একচেটিয়া মুনাফা।

দ্বিতীয় ঘটনার বিষয়ে হবসন লিখেছেন: "সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিহীনতার অদ্ভুত লক্ষণসমূহের একটি হল বেপরোয়া উদাসীনতার সঙ্গে গ্রেট বৃটেন ফ্রান্স ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের এই বিপজ্জনক পরনির্ভরশীলতার দিকে ঝোঁক। গ্রেট বৃটেন সব চাইতে বেশী দূরে এগিয়ে গেছে। অধি-

-কাংশ লড়াই যার দ্বারা আমাদের ভারতীয় সাম্রাজ্য জয় করেছি তা করে দিয়েছে স্থানীয় অধিবাসীরা; ভারতে সাম্প্রতিক কালের মিশরের মত, বিশাল স্থল বাহিনীকে বৃটিশ সেনাপতিদের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে, আমাদের আফ্রিকীয় অধিকার রক্ষার সঙ্গে যুক্ত প্রায় সমস্ত যুদ্ধ, কেবলমাত্র দক্ষিণাংশ-বাদে, লড়াই করেছে স্থানীয় অধিবাসীরা।"

হবসন চীন বিভাজনের সম্ভাব্যতার মূল্যায়ন করেছেন এইভাবে: "পশ্চিম ইউরোপের বৃহদংশ হয়ত তখন এমন একটা রূপ ও চরিত্র অর্জন করবে যা পূর্বেই দেখা গেছে দক্ষিণ ইংলণ্ডের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি দেশে, রিভিয়েরায় এবং ইতালি ও সুইজারল্যাণ্ডের সেইসব অঞ্চলে যেখানে বসবাসকারী ও ভ্রমণেচ্ছুদের ভীড়, ধনী অভিজাতদের ছোট ছোট পল্লী যারা দূর প্রাচ্য থেকে লভ্যাংশ ও পেনসন পেয়ে থাকেন এবং যাদের একটা বড় আকারের বৃত্তিজীবী গোষ্ঠী, ব্যবসায়ী ও বড় আকারের ব্যক্তিগত চাকর বাকর ও শ্রমিক গোষ্ঠী পরিবহণ ব্যবসায়ে এবং অতি দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় এই রকম পণ্য উৎপাদনের শেষ স্তরের কর্মে নিযুক্ত আছে; প্রধান প্রধান শিল্প হয়ত অদৃশ্য হয়ে যেত, এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে উপহার হিসাবে আনা খাদ্য ও উৎপাদিত পণ্যের প্রবাহ...আমরা পূর্বেই পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের একটি বৃহত্তর মৈত্রী বন্ধনের সম্ভাব্যতার কথা অনুমান করেছিলাম, বৃহৎ শক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত একটি ইউরোপীয় ফেডারেশন, যা বিশ্ব সভ্যতার আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পরিবর্তে পশ্চিমী-পরজীবী বৃত্তির ভয়ংকর বিপদকেই স্থাপন করে, একটি শিল্প সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গোষ্ঠী যাদের উচ্চ শ্রেণীর মানুষ বিশাল পরিমাণ উপহার টেনে নিতেন এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে যার দ্বারা তারা বশ্যতা স্বীকারকারী বিরাট পোষ্যবর্গকে রক্ষা করতেন। যারা প্রধান প্রধান শিল্প ও কৃষি দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত নেই, তাদের রাখা হয়েছে নতুন পুঁজিবাদী অভিজাততন্ত্রের নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যক্তিগত ও ছোটোখাটো শিল্পকর্মে। যাঁরা এই রকম একটি তত্ত্বকে বিবেচনার অযোগ্য বলে উড়িয়ে দেন (বরং সম্ভাবনা বললেই ভাল হয়) তাঁরা এখানকার দক্ষিণ ইংলণ্ডের জেলাগুলোর অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করুন যা পূর্ব থেকেই এই অবস্থাকে হীনতম করেছে এবং এই ব্যবস্থার বিস্তীর্ণ এলাকার উপর প্রতিফলিত করেছে, যাকে সম্ভব করে তোলা যেতে পারত চীনকে ঐ একই ধরনের অর্থনৈতিক গোষ্ঠী লগ্নীকারী, রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক পরিচালকবৃন্দের

অধীনস্থ করে এবং পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত যতদূর জানা আছে, তার বৃহত্তম ও শক্তিশালী মুনাফা ভাণ্ডারকে নিঃশেষ করে ইউরোপে এনে ভোগ করার জন্য। পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল, বিশ্বের শক্তিসমূহের খেলা এতই অকল্পনীয় যে এটা অথবা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অন্য কোন ব্যাখ্যাকে সম্ভাব্য বলে ধরা যায় না ; তবে আজকের পশ্চিম ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণকারী প্রভাব-সমূহ অবশ্য এই দিকেই প্রবাহিত হচ্ছে এবং যদি না বিরোধিতার সম্মুখীন হয় অথবা দিক পরিবর্তিত হয় তাহলে এই ধরনের কোন একটা পরিস্থিতির দিকেই যাবে।"

লেখক যথার্থই বলেছেন : যদি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর বিরোধিতা না করা হত তাহলে ওরা ঠিক সেখানেই নিয়ে যেত যা তিনি বলেছেন। বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী পরিস্থিতিতে একটি "ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের" গুরুত্ব সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন করা হয়েছে। তাঁর অবশ্য যুক্ত করা উচিত ছিল যে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যেও, সুবিধাবাদীরা ; যারা অধিকাংশ রাষ্ট্রে সাময়িকভাবে বিজয়ী হয়, তারা এই দিকে ধারাবাহিকভাবে এবং অবিচলভাবে "কাজ করে" যাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদ, যার অর্থ বিশ্বের বিভাজন এবং চীন ছাড়া অন্যান্য রাষ্ট্রের ওপর শোষণ চালানো, যার অর্থ মুষ্টিমেয় অত্যন্ত ধনী রাষ্ট্রের হাতে উচ্চহারে একচেটিয়া মুনাফা, তা একে অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রোলেতারিয়েতের উচ্চতর স্তরকে বশীভূত করতে সম্ভব করে তোলে এবং এর দ্বারা সুবিধাবাদকে লালন করে ও একটা রূপ দান করে। আমরা অবশ্যই যেসব শক্তি সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করে তাদের প্রতি চোখ বন্ধ করে থাকব না, বিশেষ করে সুবিধাবাদের প্রতি এবং যাকে সমাজতন্ত্রী-উদারনীতিক হবসন স্বাভাবিক ভাবেই উপলব্ধি করতে অক্ষম।

জার্মান সুবিধাবাদী গেরহার্ড হিল্ডেব্রাণ্ড, যিনি সাম্রাজ্যবাদের সপক্ষে প্রচার করার জন্য এক সময় পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন এবং আজ জার্মানীর তথাকথিত "সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক" পার্টির নেতারূপে পরিগণিত হতে পারেন, তিনি উপযুক্তভাবেই হবসনের বক্তব্যের ফাঁক পূরণ করেন পশ্চিম ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের সপক্ষে তাঁর যুক্তি উত্থাপন করে ( রাশিয়া ব্যতিরেকে ) যুক্ত উদ্যোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে, আফ্রিকীয় নিগ্রোদের বিরুদ্ধে, মহান ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে, "শক্তিশালী নৌ ও স্থলবাহিনী" রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য "চীন জাপান মৈত্রীর" বিরুদ্ধে।

সুলজ-গিভারনিৎজ-এর গ্রন্থে "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ"-এর বর্ণনায় ঐ একই পরজীবী বৃত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রিটেনের জাতীয় আয় ১৮৬৫ সাল থেকে ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছিল অথচ "বিদেশ" থেকে আয় ঐ একই সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল বহুগুণ। সাম্রাজ্যবাদের গুণগত দিকটা হল এই যে সে "নিগ্রোদের শিল্পরীতি সম্পর্কে শিক্ষিত করে তোলে।" (আপনি নির্যাতন ছাড়া চালাতে পারবেন না) সাম্রাজ্যবাদের "বিপদ" লুকিয়ে আছে এর মধ্যে যে, ইউরোপ এক সময় কায়িক পরিশ্রমের বোঝা, প্রথমতঃ কৃষি ও তার পর খনি সম্পর্কিত, তারপর শিল্পের আরও কঠিনতর কাজগুলো কালো চামড়ার মানুষের ওপর চাপিয়ে দেবে এবং নিজে লগ্নীকারী হয়ে খুশী থাকবে এবং এইভাবে সম্ভবতঃ কালো চামড়ার মানুষদের অর্থনৈতিক ও পরবর্তীকালে রাজনৈতিক মুক্তি অর্জনের পথ সুগম করবে।"

ইংলণ্ডে ক্রমেই অধিকতর পরিমাণে ভূমি কৃষির আওতার বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং ব্যবহৃত হচ্ছে খেলাধূলার জন্য অর্থাৎ ধনীদের আমোদ-প্রমোদের জন্য। স্কটল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে, সবচাইতে আভিজাত্যপূর্ণ শিকার ও অন্যান্য খেলাধূলার স্থান সম্বন্ধে বলা হয় যে এটা বেঁচে থাকে এর অতীত ও খ্যাঁকশিয়াল শিকারের জন্য ইংলণ্ডকে বছরে ১৪০০০,০০০ পাউণ্ড (প্রায় ১৩ কোটি রুবল) খরচ করতে হয়। ইংলণ্ডে লগ্নীকারীর সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ। অধিবাসীদের মধ্যে উৎপাদনশীল কর্মে নিযুক্ত মানুষের শতকরা হার কমতির দিকেই যাচ্ছে।

| | ইংলণ্ড ও ওয়েলসের জনসংখ্যা (০০০'০০০) | মূল শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক (০০০'০০০) | মোট জনসংখ্যার শতকরা হার |
|---|---|---|---|
| ১৮৫১ | ১৭'৯ | ৪'১ | ২৩ |
| ১৯০১ | ৩২'৫ | ৪'৯ | ১৫ |

বৃটিশ শ্রমজীবীদের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে "বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের" বুর্জোয়া ছাত্র শ্রমিকশ্রেণীর "ওপরের স্তর" ও "যথার্থ প্রোলেতারিয়েতের নীচের স্তরের" মধ্যে প্রণালীবদ্ধভাবে পার্থক্য নিরূপণ করতে বাধ্য হয়। উচ্চতর স্তরে অন্তর্ভুক্ত থাকে সমবায় সমূহের অধিকাংশ সদস্য, ক্রীড়াসংঘ সমূহের ও বহুসংখ্যক ধর্মীয় সংস্থার সদস্যবৃন্দ।

এই স্তরের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া হয় নির্বাচনী ব্যবস্থাকে যা গ্রেট বৃটেনে এখনও "যথার্থ প্রোলেতারিয়েতকে বাদ দেবার জন্যে নানা প্রকার বিধি-নিষেধযুক্ত।" গোলাপী আলোয় বৃটিশ শ্রমজীবী শ্রেণীর অবস্থাকে তুলে ধরার জন্যে, কেবলমাত্র এই উচ্চ স্তরটি সম্পর্কেই বলা হয়ে থাকে যা প্রলেতারিয়েতের একটি সংখ্যালঘু অংশ মাত্র। উদাহরণস্বরূপ "বেকার সমস্যাটা নিশ্চকই লণ্ডনের সমস্যা এবং নিম্নতর প্রোলেতারিয়েতের সমস্যা, যার প্রতি রাজনীতিবিদরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন না। তার বলা উচিত ছিল বুর্জোয়া রাজনীতিবিদ ও "সমাজতন্ত্রী" সুবিধাবাদীরা বিশেষ গুরুত্ব দেন না।

আমি যে সব ঘটনা বর্ণনা করছি তার সঙ্গে যুক্ত সাম্রাজ্যবাদী বৈশিষ্ট্যের অন্যতম হল সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ থেকে দেশত্যাগ হ্রাস পাওয়া এবং অন্যান্য অধিকতর পশ্চাৎপদ দেশ থেকে এইসব দেশে আগমনকারীদের সংখ্যাবৃদ্ধি যেখানে নিম্নতর মজুরী দেওয়া হয়ে থাকে। হবসনের মন্তব্য অনুযায়ী ১৮৮৪ সাল থেকেই বৃটেন থেকে দেশত্যাগীদের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে আসছে। ঐ বছর দেশত্যাগীদের সংখ্যা ছিল ২৪২০০০ জন অথচ ১৯০০ সালের সংখ্যা ছিল ১৬৯০০০ জন। জার্মানী থেকে দেশত্যাগ সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল ১৮৮১ থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে, তখন দেশত্যাগীদের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১৪৫৩০০০ জন। পরবর্তী দুটি দশকে এই সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৫৪৪০০০ এবং ৩৪১০০০ জন। অপরদিকে অস্ট্রিয়া, ইতালি, রাশিয়া এবং অন্যান্য দেশ থেকে জার্মানীতে প্রবেশকারী শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯০৭ সালে আদমসুমারী অনুযায়ী জার্মানীতে ১৩৪২২৯৪ জন বিদেশী ছিল যার মধ্যে ৪৪০৮০০ জন ছিল শিল্প শ্রমিক এবং ২৫৭৩২৯ জন কৃষি শ্রমিক।* ফ্রান্সে খনিতে নিযুক্ত শ্রমিকের "অধিকাংশই" ছিল বিদেশী যেমন: পোল, ইতালিয় ও স্পেনীয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, পূব ও দক্ষিণ ইউরোপ থেকে আগত শ্রমিকরা নিম্ন বেতনের কাজে নিযুক্ত থাকে অথচ ওভারসিয়ার অথবা উচ্চতর বেতনের কাজের সিংহভাগই আমেরিকান শ্রমিকরা অধিকার করে থাকে।** সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর ভেতর সুবিধাভোগী

* জার্মান রাষ্ট্রের পরিসংখ্যান, ২১১শ খণ্ড।

** Henger, অভিবাসন ও শ্রম, নিউ-ইয়র্ক, ১৯১৩।

অংশ সৃষ্টি করার এবং বিশাল প্রোলেতারিয়েতের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়।

এটা অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে যে গ্রেট বৃটেনে শ্রমিকদের মধ্যে ভাঙন ধরাতে, ওদের মধ্যেকার সুবিধাবাদী শ্রেণীকে শক্তিশালী করে তুলতে এবং শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনকে সামগ্রিকভাবে দুর্বল করে তুলতে সাম্রাজ্যবাদী প্রবণতা আত্মপ্রকাশ করেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর শুরু হবার অনেক পূর্ব থেকেই, কারণ সাম্রাজ্যবাদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য গ্রেট বৃটেনে লক্ষিত হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে—বিশাল ঔপনিবেশিক সম্পদ এবং বিশ্বের বাজারে একচেটিয়া প্রভুত্ব। মার্কস ও এঙ্গেলস সুবিধাবাদ, শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলন ও বৃটিশ পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যোগসূত্র সুসম্বদ্ধ আকারে আবিষ্কার করেছিলেন বেশ কয়েক দশক ধরে। উদাহরণস্বরূপ ১৮৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর এঙ্গেলস মার্কসকে লিখেছিলেন: "ইংরেজ প্রোলেতারিয়েতরা ক্রমেই বুর্জোয়া হয়ে উঠছে, যাতে সমস্ত দেশের অধিকাংশ বুর্জোয়ারা আপাতদৃষ্টিতে শেষ লক্ষ্য হিসাবে বুর্জোয়া অভিজাততন্ত্র অর্জন করতে পারে ও বুর্জোয়া প্রলেতারিয়েতের পাশাপাশি বুর্জোয়াদের রক্ষা করতে পারে। কারণ একটি জাতি যে সমগ্র বিশ্বকে শোষণ করে তার অবশ্য খানিকটা যৌক্তিকতা আছে।" প্রায় পঁচিশ বছর পর ১৮৮১ সালের ১১ই আগস্টের একটি চিঠিতে এঙ্গেলস জঘন্যতম ইংরেজ ট্রেড ইউনিয়নের কথা বলেছেন যারা "মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে বিক্রিত অথবা তাদের বেতনভুক ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছে।" ১৮৮২ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর কাউৎস্কির কাছে লেখা একটি চিঠিতে এঙ্গেলস বলেছিলেন: আপনি আমায় জিজ্ঞাসা করেছেন ইংরেজ শ্রমিকরা ঔপনিবেশিক নীতি সম্পর্কে কী ভাবছে। ঠিক তাই ভাবছে যা ওরা সাধারণ রাজনীতি সম্পর্কে ভাবে। এখানে কোন শ্রমিক পার্টি নেই; আছে শুধু রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক আমূল সংস্কারবাদীরা এবং শ্রমিকরা সানন্দে বিশ্বের বাজারে বৃটেনের একচেটিয়া প্রভুত্ব ও উপনিবেশসমূহের ভোজে অংশ গ্রহণ করে।* [এঙ্গেলস সংবাদপত্রে প্রায় একই

* মার্কস ও এঙ্গেলস, পত্রাবলী ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯০। কার্ল কাউৎস্কি সমাজতন্ত্র ও ঔপনিবেশিক রাজনীতি, বার্লিন, ১৯০৭, ৭৯ পৃঃ, এই

ধরনের ভাবনা প্রকাশ করেছিলেন ১৮৯২ সালে প্রকাশিত তাঁর ইংলণ্ডে শ্রমজীবীদের অবস্থা নামক গ্রন্থের ২য় সংস্করণের মুখবন্ধে ]

এটা, কারণ ও ফলাফলসমূহকে পরিষ্কারভাবে প্রদর্শন করে। কারণগুলো হল : (১) এই দেশ কর্তৃক সমগ্র পৃথিবীর ওপর শোষণ (২) বিশ্বের বাজারে এর একচেটিয়া প্রভুত্ব (৩) ঔপনিবেশিক ক্ষেত্রে এর একচেটিয়া অধিকার। ফলাফলগুলো : (১) বৃটিশ প্রোলেতারিয়েতের একাংশ বুর্জোয়ায় পরিণত হচ্ছে, (২) প্রোলেতারিয়েতের একাংশ বুর্জোয়াদের কাছে বিক্রিত অথবা তাদের বেতনভুক ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হতে সম্মতি দেয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বকে মুষ্টিমেয় কয়েকটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করা সম্পাদন করেছে এবং তাদের প্রত্যেকেই আজ "সমগ্র বিশ্বের" একাংশকে শোষণ করে ( অতি মুনফা অর্জনের প্রসঙ্গে ) যা, এর চাইতে একটু ছোট যাকে ইংলণ্ড ১৮৫৮ সালে শোষণ করত, ট্রাস্ট, কার্টেল, লগ্নীপুঁজি এবং দেনদার-পাওনাদার সম্পর্কের দৌলতে এরা প্রত্যেকেই বিশ্বের বাজারে একটা একচেটিয়া অধিকার কায়েম করেছে ; প্রত্যেকেই কিছু পরিমাণে একচেটিয়া ঔপনিবেশিকতার অধিকার ভোগ করে ( আমরা দেখেছি যে মোট ৭৫,০০০,০০০ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে অর্থাৎ যা সমগ্র ঔপনিবেশিক দুনিয়ার মোট আয়তন, তার ৬৫,০০০ ০০০ বর্গ কিলোমিটার অথবা ৮৬ শতাংশ ছটি রাষ্ট্রের অধিকার ভুক্ত অথবা ৮১ শতাংশটি ৩টি রাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত )।

বর্তমান পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য হল এমন এক ধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার অস্তিত্ব যা অবশ্যই সুবিধাবাদ এবং সাধারণ ও শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনের মৌল স্বার্থের সংঘাতকে বাড়িয়ে তুলবে ; সাম্রাজ্যবাদ ভ্রূণ থেকে ধীরে ধীরে বড় হয়ে বর্তমান প্রভুত্বে আসীন হয়েছে ; অর্থনীতি ও রাজনীতিতে পুঁজিবাদী একচেটিয়া অধিকার প্রথম স্থান অধিকার করে ; বিশ্বের বিভাজন সম্পূর্ণ হয়েছে ; অপরপক্ষে, গ্রেট বৃটেনের অবিভক্ত একাধিপত্যের পরিবর্তে আমরা দেখি কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে এই একচেটিয়া অধিকারের অংশীদার হওয়ার অধিকারের জন্যে প্রতিযোগিতা এবং

পুস্তকটি কাউৎস্কি ঐ সময়কার অস্পষ্ট অতীতের কোন এক সময়ে লিখেছিলেন, যখন তিনি ছিলেন একজন মার্কসবাদী।

এই সংগ্রাম হল উনবিংশ শতাব্দীর সমগ্র প্রথম দিককার বৈশিষ্ট্য! উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বৃটেনে যেমন ছিল এখন সেইভাবে সুবিধাবাদ আর কোন একটি দেশের শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যে কয়েক দশক ধরে সম্পূর্ণ জয়ী হয়ে থাকতে পারে না। কিন্তু বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রে সে পরিপক্কতা অর্জন করেছে; কোথাও অতিরিক্ত পেকেছে কোথাও বা আবার পচে গিয়েছে এবং সোশ্যাল-শোভিনিজম আকারে বুর্জোয়া নীতির সঙ্গে পুরোপুরি একীভূত হয়ে গেছে।*

১৯১৬ সালের জানুয়ারী-জুনের
মধ্যে লিখিত পেত্রোগ্রাদের
ঝিজন ই জ্নানিয়ে কর্তৃক
সর্বপ্রথম একটি পুস্তিকাকারে
১৯১৭ সালের মাঝামাঝি প্রকাশিত হয়।

সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ২২
পৃঃ ২৪০-৪৫, ২৫৪-৬৫, ২৭৬-৮৫

* রুশ সোশ্যাল-শোভিনিজম-এ প্রকাশ্যভাবে প্রতিনিধিত্ব করতেন পত্রিসভ, চখেনকেলীস্, মাসলভ প্রমুখরা এবং গুপ্তভাবে প্রতিনিধিত্ব করতেন (চখিদজে, স্কবেলেভ, অ্যাক্সেলরড, মার্তভ ইত্যাদি) এরাও উদ্ভূত হয়েছিল রুশ সুবিধাবাদেরই একটি শাখা থেকে যেমন অবলুপ্তিবাদ৯৭।

# আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনার সংক্ষিপ্তসার থেকে

## ১০। ১৯১৬ সালের আইরিশ বিদ্রোহ

এই বিদ্রোহ শুরু হওয়ার পূর্বেই আমাদের প্রবন্ধ[১৮] লিখিত হয়েছিল, যাকে অবশ্যই আমাদের তত্ত্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর কষ্টিপাথর বলা চলে।

আত্মনিয়ন্ত্রণ বিরোধীদের অভিমত এই সিদ্ধান্তে আসে যে সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা নিপীড়িত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির প্রাণশক্তি পূর্বেই নিঃশেষিত হয়েছে ওরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোন ভূমিকা পালন করতে পারে না, ওদের শুধুমাত্র জাতীয় আশা-আকাঙ্খার প্রতি সমর্থন করলে কোন লক্ষ্যেই পৌঁছানো যাবে না। ১৯১৪-১৬ সালের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এমন সব তথ্য উপস্থিত করে যা এই সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করে।

যুদ্ধ সমগ্র পশ্চিম ইউরোপীয় জাতিসমূহ ও সামগ্রিক ভাবে সাম্রাজ্যবাদের কাছে একটি সংকটের যুগ বলে প্রমাণিত হয়েছিল। প্রতিটি সংকটই প্রচলিত রীতিকে বর্জন করে; বহিরাবরণকে ছিঁড়ে ফেলে, অপ্রচলিতকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে এবং সুপ্ত শক্তির উৎসকে উন্মোচন করে। নির্যাতিত জাতির আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কী সে উন্মুক্ত করে দিয়েছে? উপনিবেশগুলিতে বেশ কয়েকবার বিদ্রোহের চেষ্টা হয়েছে, যা নির্যাতনকারী রাষ্ট্রগুলি সামরিক বিধি-নিষেধ আরোপ করে যতদূর সম্ভব গোপন রাখতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এটা জানা যায় যে বৃটিশরা সিঙ্গাপুরে তাদের ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর মধ্যে একটা বিদ্রোহকে নির্মমভাবে দমন করেছিল, ফরাসী অধিকৃত আনামে (দ্রষ্টব্য, নাশে স্লোভো) এবং জার্মান অধিকৃত ক্যামেরুনসে (see the Junius pamphelt*) বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়েছিল এবং ইউরোপে, একদিকে ছিল আয়ারল্যাণ্ডের বিদ্রোহ যা "স্বাধীনতা প্রিয়" ইংরেজ যারা বাধ্যতামূলক সৈন্য সংগ্রহকে আয়ারল্যাণ্ডেও সম্প্রসারিত করতে সাহস করে নি। দমিত হয়েছিল মৃত্যুদণ্ডের দ্বারা এবং অপরদিকে

* দ্রষ্টব্য, সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড, ২২, পৃঃ ৩০৫-১৯—সম্পাদক

অস্ট্রীয় সরকার চেক ডায়েটের ডেপুটিদের ওপর মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা দিয়েছিলেন "দেশদ্রোহিতার জন্যে" এবং সমস্ত চেক রেজিমেন্টকেই একই "অপরাধে" গুলি করে হত্যা করেছিলেন।

এই তালিকাটি অবশ্য মোটেই সম্পূর্ণ নয়। তৎসত্ত্বেও এটা প্রমাণ করে যে সাম্রাজ্যবাদের সংকটের জন্যেই জাতীয় বিদ্রোহের অগ্নিশিখা জ্বলে উঠেছিল। উপনিবেশ ও ইউরোপ উভয় ক্ষেত্রেই এবং নিষ্ঠুর নির্যাতন ও ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও জাতীয় সহানুভূতি ও বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের সংকট সৃষ্টির পূর্বে এইসব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল, সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের শক্তি তখনও ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি (সংঘর্ষের ফলে যুদ্ধের দ্বারা এটি সম্ভব হতে পারে কিন্তু তা এখনও হয় নি) এবং সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহে প্রোলেতারীয় আন্দোলন তখনও দানা বেঁধে উঠতে পারে নি। কী ঘটবে যখন যুদ্ধ সকলকে নিঃশেষিত করে ফেলবে অথবা অন্ততঃপক্ষে একটি রাষ্ট্রেও ১৯০৫ সালে জারতন্ত্রের যে রকম অবস্থা হয়েছিল সেই ভাবে যদি প্রোলেতারীয় সংগ্রামের ধাক্কায় বুর্জোয়া শক্তি কেঁপে ওঠে?

১৯১৬ সালের ৯ই মে 'ডি মারওয়াল্ড' গোষ্ঠীর মুখপত্র 'বার্ণার টাগ্ ওয়েট' নামক পত্রিকায় কয়েকজন বামপন্থীকে জড়িয়ে আইরিশ বিদ্রোহ প্রসঙ্গে "ওদের গান সাঙ্গ হল" শিরোনামে কে. আর. নাম স্বাক্ষরযুক্ত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে আইরিশ বিদ্রোহকে একটি "অভ্যুত্থানের" চাইতে কিছু কম বা বেশী হয় বলে বর্ণনা করা হয় নি, কারণ লেখকের যুক্তি ছিল "আইরিশ প্রশ্নটি হল একটি কৃষি প্রশ্ন", সংস্কারের দ্বারা কৃষকদের সন্তুষ্ট করা হয়েছে এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তখনও রয়েছে "নিছক একটি শহর কেন্দ্রিক পাতি বুর্জোয়া আন্দোলনের স্তরে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও যে সাড়া সে জাগিয়েছিল তার পেছনে সামাজিক সমর্থন ছিল না।"

এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, এই সাংঘাতিক নীতিবাদী ও পণ্ডিতি মূল্যায়ন রুশ উদারনৈতিক ক্যাডেট মিঃ এ. কুলিসারের মূল্যায়নের সঙ্গে মিলে যায় (চের্, নং ১০২, ১৫ই এপ্রিল ১৯২৬) যিনি বিদ্রোহের গায়ে লেবেল এঁটে দিয়েছিলেন "ডাবলিন অভ্যুত্থান" বলে।

এটা আশা করতে হবে যে প্রবাদ বাক্য অনুযায়ী এটা হল একটা "অশুভ হাওয়া যা কারও কোন উপকার করে না" বহু কমরেড যারা জানতে পার-

ছিলেন না যে আত্মনিয়ন্ত্রণকে বর্জন করে ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের জাতীয় আন্দোলনকে অবজ্ঞা করে তাঁরা পঙ্কে নিমজ্জিত হচ্ছেন, তাঁরা তাঁদের দৃষ্টি-শক্তি ফিরে পাবেন সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া প্রতিনিধি এবং সোশ্যাল-ডেমো-ক্রাটদের মধ্যে "আকস্মিক" মতের মিলের দ্বারা !!

বৈজ্ঞানিক অর্থে "অভ্যুত্থানের" অর্থকে কেবলমাত্র তখনই কাজে লাগানো যেতে পারে যখন বিদ্রোহের কোন প্রচেষ্টা ষড়যন্ত্রকারী ও নির্বোধ বিকার-গ্রস্থদের একটি চক্রীদলের অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ করে না এবং ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে কোন সহানুভূতি উদ্রেক করতে পারে নি। বহু শতাব্দীর প্রাচীন আইরিশ জাতীয় আন্দোলন শ্রেণী স্বার্থের ভিন্ন ভিন্ন স্তর ও গঠনকে অতিক্রম করে আত্মপ্রকাশ করেছে, বিশেষ করে আমেরিকায় বৃহদাকার আইরিশ জাতীয় কংগ্রেস ( Vorwarts, মার্চ ২০, ১৯১৬ ) যে আইরিশদের জন্যে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিল; এটা নিজেকে প্রকাশ করেছিল শহর কেন্দ্রিক পাতিবুর্জোয়া ও শ্রমিকদের একাংশের নেতৃত্বে রাস্তায় লড়াইয়ের মধ্যে, দীর্ঘকাল ধরে গণ-আন্দোলন, বিক্ষোভ প্রদর্শন, ও সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ চলার পর। যে এই ধরনের বিদ্রোহকে "বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান" বলে সে হয় একজন কঠিন প্রতিক্রিয়াশীল আর না হয় মতান্ধ ব্যক্তি যে বিপ্লবকে একটি জীবন্ত ঘটনারূপে একটি সামাজিক বিপ্লব হিসাবে কল্পনা করতে অক্ষম।

ইউরোপ ও উপনিবেশসমূহে ছোট ছোট রাষ্ট্র কর্তৃক বিদ্রোহ সংগঠন করা ব্যতিরেকে সামাজিক বিপ্লবের কথা চিন্তাযোগ্য নয়, সর্বপ্রকার কুসংস্কার সহ পাতি বুর্জোয়াদের একাংশ কর্তৃক বিপ্লবী বিক্ষোভ প্রদর্শন ছাড়া এবং ভূম্যধিকারী চার্চ, ও রাজতন্ত্র কর্তৃক নির্যাতনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দিক থেকে অ-সচেতন প্রোলেতারিয়েত এবং আধা প্রোলেতারিয়েতের আন্দোলন ছাড়া এগুলোকে যদি কল্পনা করা হয় তাহলে সামাজিক বিপ্লবকেই বর্জন করা হয়। সুতরাং এক জায়গায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে "আমরা সম জ-তন্ত্রের পক্ষে" এবং অন্য একদল অন্য কোথাও "আমরা সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে" বললেই কি সামাজিক বিপ্লব হয়ে যাবে। যারা এই ধরনের হাস্যকর পণ্ডিতি মতের সমর্থক কেবলমাত্র তারাই আইরিশ বিদ্রোহকে "বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান" বলে কলঙ্কিত করতে পারে।

যিনিই একটি "খাঁটি" সামাজিক বিপ্লব প্রত্যাশা করবেন তিনি কখনই তা

তাঁর জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারবেন না। এই ধরনের ব্যক্তিরা বিপ্লবের মৌখিক সেবা করেন, বিপ্লবের প্রকৃত তাৎপর্য না বুঝে।

১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লব ছিল একটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। এটা গড়ে উঠেছিল পর পর কতকগুলো লড়াই নিয়ে যার মধ্যে অংশগ্রহণ করেছিল সমস্ত বিক্ষুব্ধ শ্রেণী, গোষ্ঠী এবং জনসাধারণের বিক্ষুব্ধ উপাদান। এর মধ্যে ছিল দৃঢ় সংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণ যাদের সংগ্রামের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ছিল অত্যন্ত অস্পষ্ট ও অত্যন্ত অদ্ভুত ধারণা। এমন কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ছিল যারা জাপানী অর্থ গ্রহণ করেছিল, এদের মধ্যে কিছু ফাটকাবাজ ও দুঃসাহসীও ছিল। কিন্তু বিষয়গতভাবে গণআন্দোলনের জোয়ার জারতন্ত্রের মেরুদণ্ড ভেঙে দিচ্ছিল এবং গণতন্ত্রের পথ সুগম করছিল, এই কারণের জন্যেই শ্রেণী সচেতন শ্রমিকরা এর নেতৃত্ব দিয়েছিল।

ইউরোপের সমাজতন্ত্রী বিপ্লব সর্বস্তরের বিক্ষুব্ধ ও নির্যাতিত জনগণের ফেটে পড়া সংগ্রাম ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। অবশ্যম্ভাবী রূপে পাতি-বুর্জোয়াদের ও পশ্চাৎপদ শ্রমিকদের একাংশ এর মধ্যে অংশ গ্রহণ করবে—এই ধরনের অংশ গ্রহণ ছাড়া গণ-আন্দোলন অসম্ভব, এটা ছাড়া কোন বিপ্লবই সম্ভব নয়—এবং ঠিক যেমন তারা আন্দোলনের মধ্যে নিয়ে আসবে ওদের নিজস্ব কুসংস্কার, প্রতিক্রিয়াশীল উদ্ভট কল্পনা, দুর্বলতা ও ভুল ভ্রান্তি। কিন্তু বিষয়গত ভাবে ওরা আক্রমণ করবে পুঁজিকে এবং বিপ্লবের শ্রেণী সচেতন অগ্রণী সৈনিকবৃন্দ; অগ্রণী প্রোলেতারিয়েত, বাহ্যিকভাবে খণ্ড খণ্ড গণ-আন্দোলনের বহু বিচিত্র সংগতিহীন লক্ষ্যগত সত তাকে প্রকাশ করে সক্ষম হবে একে ঐক্যবদ্ধ করতে. নির্দিষ্ট দিকে নিয়ে যেতে, ক্ষমতা দখল করতে, ব্যাংক অধিকার করতে, ট্রাস্টগুলোকে দখলচ্যুত করতে, যাকে সবাই ঘৃণা করে (যদিও এর ভিন্ন ভিন্ন কারণ আছে) এবং অন্যান্য স্বৈরাচারী ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে, যা সামগ্রিক ভাবে বুর্জোয়াদের ক্ষমতাচ্যুত করবে এবং সমাজতন্ত্রের জয়কে সূচিত করবে যা অবশ্য কোন ক্রমেই তৎক্ষণাৎ নিজেদের পাতি-বুর্জোয়া নোংরামি থেকে "মুক্ত" করবে না।

পোলিশ প্রবন্ধে[২২] আমরা দেখি সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক "অবশ্যই নবীন ঔপনিবেশিক বুর্জোয়াদের কাজে লাগাবে যাতে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইউরোপে বিপ্লবী সংকটকে তুঙ্গে তুলে দেয়"।

এটা কি পরিষ্কার নয়, যে এই ক্ষেত্রে ইউরোপের সঙ্গে উপনিবেশগুলোর

তুলনা মোটেই অনুমোদন যোগ্য নয়? ইউরোপের নির্যাতিত জাতিসমূহের সংগ্রাম, যে সংগ্রাম বিদ্রোহ ও রাস্তায় লড়াইতে পর্যবসিত হতে সক্ষম, যা, সামরিক আইন ও সৈন্যবাহিনীর ইস্পাত কঠিন নিয়মানুবর্তিতাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে পারে, তা, "ইউরোপের বিপ্লবী সংকটকে", বহু দূরবর্তী উপনিবেশের অধিকতর পরিণত বিদ্রোহের চাইতে সহস্র গুণ বেশী পরিমাণে "তীব্র" করে তুলতে পারে। আয়ারল্যাণ্ডের একটি বিদ্রোহ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া শক্তির বিরুদ্ধে যে আঘাত হেনেছে তা রাজনৈতিক দিক থেকে এশিয়া ও আফ্রিকাতে একই শক্তিতে যে আঘাত হানা হয়েছে তার চাইতে শতগুণ বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

ফরাসী শোভিনিস্ট সংবাদপত্র সাম্প্রতিককালে বেলজিয়ামে একটি বে-আইনী পত্রিকা "ফ্রি বেলজিয়াম"-এর ১৮তম সংখ্যায় এই ঘটনাটি প্রকাশ করেছে। অবশ্য ফরাসী শোভিনিস্ট সংবাদপত্রটি প্রায়ই মিথ্যা বলে থাকে। কিন্তু এই টুকরা সংবাদটি সত্য বলে অনুমিত হয়। যেখানে যুদ্ধকালীন গত দুবছরের মধ্যে শোভিনিস্ট ও কাউৎস্কিপন্থী জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক নিজের জন্য একটি স্বাধীন সংবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং শান্ত ভাবে সামরিক বিধি নিষেধের জোয়ালকে বহন করছে। (একমাত্র বামপন্থী আমূল সংস্কারবাদী উপাদান সমূহই তাদের কৃতিত্বের পরিচায়ক রূপে বাধা নিষেধ সত্ত্বেও তাদের পুস্তিকা ও ইস্তেহার প্রকাশ করছে)—একটি নির্যাতিত সভ্য রাষ্ট্র সামরিক নির্যাতনের লজ্জাহীন ভয়াবহতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে বিপ্লবী প্রতিবাদ মুখর একটি পত্রিকা প্রতিষ্ঠার দ্বারা! ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকতা এমনই যে ছোট ছোট রাষ্ট্র, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধ সংগ্রামে স্বাধীন উপাদান হিসেবে শক্তিহীন হলেও উৎসাহদানকারীর ভূমিকা পালন করে, একটি জীবাণুর মত, অর্থাৎ সমাজতন্ত্রী প্রোলেতারিয়েতকে যাতে সে দৃশ্যে আত্মপ্রকাশ করাতে পারে।

বর্তমান যুদ্ধে সমর নায়কবৃন্দ আপ্রাণ চেষ্টা করছেন শত্রু শিবিরের যে কোন জাতীয় এবং বিপ্লবী আন্দোলনকে কাজে লাগাতে: জার্মানরা কাজে লাগাচ্ছে আইরিশ বিদ্রোহকে, ফরাসীরা লাগাচ্ছে চেক আন্দোলনকে। তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সঠিকভাবেই কাজ করছে। একটি গুরুতর যুদ্ধকে গুরুতর রূপে দেখা হবে না যদি শত্রুর সামান্যতম দুর্বলতা থেকেও কোন সুযোগ নেওয়া না হয় এবং উপস্থিত সুবিধাকে যদি ছিনিয়ে নেওয়া না

হয়। এটা তখন আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ যখন পূর্ব থেকেই অনুমান করা যায় না কোন মুহূর্তে, কোথায় এবং কি পরিমাণ শক্তি নিয়ে গোলা বিদীর্ণ হবে। আমরা অত্যন্ত দুর্বল বিপ্লবীতে পরিণত হতাম যদি প্রলেতারিয়েতের সমাজতন্ত্রের জন্যে মহান মুক্তিযুদ্ধে আমরা না জানতাম কেমন করে প্রতিটি জনপ্রিয় গণ-আন্দোলনকে ব্যবহার করতে হয় সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট প্রতিটি বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে সংকটকে তীব্রতর ও সম্প্রসারণ করতে। একদিকে যদি আমাদের এই ঘোষণাটিকে সহস্র সুরে পুনরুচ্চারিত করতে হত যে আমরা সর্বপ্রকার জাতীয় নির্যাতনের বিরোধী, অপরপক্ষে আমাদের একটি নির্যাতিত শ্রেণীর কয়েকটি গতিশীল ও অত্যন্ত আলোকপ্রাপ্ত অংশের, একটি নিপীড়নকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বীরত্বব্যঞ্জক বিদ্রোহকে "বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান" বলে বর্ণনা করতে হত, তাহলে আমরা কাউৎস্কিপন্থীদের মতই অজ্ঞতার সেই স্তরে নেমে যেতাম।

এটা আইরিশদের দুর্ভাগ্য যে ওরা অপরিণত অবস্থায় জেগে উঠেছিল, অর্থাৎ প্রোলেতারিয়েতের ইউরোপীয় বিদ্রোহ পরিণত হয়ে উঠবার পূর্বেই। পুঁজিবাদ এমন সুসংগতভাবে সৃষ্ট হয় নি যে বিদ্রোহের বিভিন্ন কার্যাবলী তৎক্ষণাৎ তাদের খুশীমত মিশে যেতে পারে পরাজয় ও ব্যতিক্রম এড়িয়ে। অপরদিকে এই ঘটনাটি যে বিভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্রোহ সংঘটিত হয় এবং তাদের প্রকৃতিও হয় ভিন্ন ধরনের, সাধারণ আন্দোলনের বিস্তৃত ও গভীরতর সম্ভাব্যতার নিশ্চয়তা বিধান করেও। কিন্তু কেবলমাত্র অপরিণত, স্বতন্ত্র, বিক্ষিপ্ত ও অসফল বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে থেকেই জনগণ জ্ঞান অর্জন করে, শক্তি সংগ্রহ করে এবং তাদের প্রকৃত নেতৃবর্গের সঙ্গে অর্থাৎ সমাজতন্ত্রী প্রোলেতারিয়েতের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে এবং এইভাবে সামগ্রিক আক্রমণের জন্যে তৈরী হয়, ঠিক যেমন একটা নির্দিষ্ট ধর্মঘট বিক্ষোভ, সৈন্যবাহিনীতে স্থানীয় এবং জাতীয় বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, ইত্যাদি ১৯০৫ সালের সামগ্রিক আক্রমণের পথ তৈরী করে দিয়েছিল।

*১৯১৬ সালের জুলাই মাসে লিখিত; সবোর্নিক সোৎসিয়াল ডেমোক্রাটা পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ১৯১৬ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়।*

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ২২, পৃঃ ৩৫৩-৫৮

# মার্কসবাদের ব্যঙ্গানুকরণ এবং সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিবাদ থেকে

আমাদের প্রবন্ধ[100] বলছে যে যদি সুস্পষ্ট হতে হয়, তাহলে আত্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে আলোচনার সময় অন্ততঃপক্ষে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্যকে অবশ্যই খুঁজে বার করতে হবে। (একটি সাধারণ প্রবন্ধে পৃথক পৃথক রাষ্ট্র সম্বন্ধে আলোচনা সুস্পষ্টরূপে অসম্ভব ছিল)। প্রথম ধাঁচ: পশ্চিম ইউরোপের অগ্রণী দেশসমূহ (এবং আমেরিকা) যেখানে জাতীয় আন্দোলন একটি অতীতের বিষয়। দ্বিতীয় ধাঁচ: আধা-ঔপনিবেশিক এবং ঔপনিবেশিক, যেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটা ভবিষ্যতেরই বিষয়।*

এটা কি সঠিক না ভুল? ঠিক এটাকেই তাঁর সমালোচনার ওপর বিশেষভাবে লেবেল দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তত্ত্বগত সমস্যার কোন মূল বিষয় দেখতে পান না! তিনি লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হন যে যদি তিনি আমাদের প্রবন্ধের উপরোক্ত প্রস্তাব খণ্ডন না করেন—তাহলে একে খণ্ডন করা যাবে না কারণ এটা সত্য—'যুগ' সম্বন্ধে তাঁর অনুসন্ধান, এক ব্যক্তি তরবারি নিষ্কাশণ করছে কিন্তু আঘাত করছে না, এর সঙ্গে তুলনীয়।

> "ভি. ইলিনের[101] অভিমতের বিরোধিতা করে" তাঁর প্রবন্ধে উপসংহারে তিনি লিখছেন, "আমরা এই ধারণা পোষণ করি যে পাশ্চমী রাষ্ট্রসমূহের অধিকাংশের জন্যে জাতীয় সমস্যাটি সমাধান হয়নি..."

সেইরূপ ফরাসী, স্পেন, ইংরেজ-ওলন্দাজ, জার্মান ও ইতালীয় জাতীয় আন্দোলনও সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে পরিণত হয়ে পৌঁছেছে

* দ্রষ্টব্য, সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ২২, পৃঃ ১৫০-৫২—সম্পাদক

পারে নি এবং তার পূর্বে? প্রবন্ধের শুরুতে "সাম্রাজ্যবাদের যুগ" সম্পর্কিত ধারণাটিকে বিকৃত করা হয়েছে যাতে মনে হয় জাতীয় আন্দোলন সাধারণভাবে পরিণত অবস্থায় পৌঁছেছিল এবং তা কেবলমাত্র উন্নত ইউরোপীয় রাষ্ট্র সমূহতেই নয়। এই একই প্রবন্ধের শেষে জাতীয় সমস্যাকে ঘোষণা করা হয়েছে সুস্পষ্টভাবে পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহে "সমাধান হয় নি" বলে! এটা কি জগাখিচুড়ি নয়?

পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহে জাতীয় আন্দোলন দূর অতীতের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী ইত্যাদিতে "পিতৃভূমি" একটি মৃত চিঠি স্বরূপ, সে তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে অর্থাৎ জাতীয় আন্দোলন এখানে প্রগতিশীল কিছু দিতে পারে না, এমন কিছুই দিতে পারে না যা নতুন জনসাধারণকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের একটা স্তরে উন্নীত করতে পারে। এখানে ইতিহাসের পরবর্তী পদক্ষেপ সামন্ততন্ত্র অথবা পিতৃতান্ত্রিক বর্বরতা থেকে জাতীয় উন্নতিতে নয়, অর্থাৎ সংস্কৃতিবান ও রাজনৈতিক দিক থেকে স্বাধীন পিতৃভূমিতে নয়, এই পরিবর্তন হল দিন ফুরিয়ে যাওয়া পিতৃভূমি অর্থাৎ পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অতিশয় পক্ক পিতৃভূমি থেকে সমাজতন্ত্রে পদক্ষেপ।

পূর্ব ইউরোপের পরিস্থিতি ভিন্ন ধরনের। উদাহরণস্বরূপ, উক্রাইনীয় ও বিয়েলোরুশীয়দের প্রসঙ্গে বলতে গেলে দেখা যায় যে একমাত্র মার্তো'র স্বপ্নদর্শীই অস্বীকার করতে পারেন যে জাতীয় আন্দোলন এখানে পরিণত অবস্থায় এসে পৌঁছয়নি এবং তাদের মাতৃভাষা ও সাহিত্যকে সর্বতোভাবে কাজে লাগিয়ে জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলার কাজ এখনও চলছে (এবং এটা হল পুঁজিবাদের পূর্ণবিকাশের এবং শেষ কৃষক পরিবার পর্যন্ত বিনিময়ের পূর্ণ অনুপ্রবেশ ঘটাবার চূড়ান্ত ও সহযোগী শর্তস্বরূপ)। এখানে ঐতিহাসিক দিক থেকে পিতৃভূমি এখনও মৃত চিঠিতে পরিণত হয় নি। সেখানে "পিতৃভূমি রক্ষা" এখনও গণতন্ত্র, মাতৃভাষা, নিপীড়নকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং মধ্যযুগীয়তার বিরুদ্ধে রক্ষা কবচ স্বরূপ হতে পারে, অথচ ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান ও ইতালীয়রা মিথ্যা কথা বলে যখন ওরা বর্তমান যুদ্ধে তাদের পিতৃভূমি রক্ষার কথা বলে, কারণ প্রকৃতপক্ষে ওরা যাকে রক্ষা করছে, তা ওদের মাতৃভাষা নয়, জাতীয় উন্নতির জন্যে ওদের অধিকারকে নয়, ওরা রক্ষা করছে দাস মালিক হিসাবে ওদের

অধিকারকে, ওদের উপনিবেশ এবং বিদেশে লগ্নী পুঁজির প্রভাব যুক্ত এলাকাসমূহকে।

... ... ... ... ... ...

প্রবন্ধটির পাত দ্রুত সমাপ্ত করে কিয়েভস্কির মনে একটি মৌলিক সন্দেহ দেখা দিয়েছে : কেন ওকালতি করব এবং যখন আমরা ক্ষমতায় আছি তখন জাতিসমূহের বিচ্ছিন্নতার অধিকারকে কেন কার্যকরী করব যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জাতিসমূহের ঝোঁক হচ্ছে মিলনের দিকে? ঐ একই কারণের জন্যে—আমাদের জবাব হল—আমরা ওকালতি করব এবং যখন ক্ষমতায় থাকব তখন আমরা প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বকে প্রবর্তন করব যদিও উন্নতির সামগ্রিক ঝোঁকটি হল সমাজের একাংশ কর্তৃক অপরাপর অংশের উপর নিপীড়নমূলক আধিপত্যের বিলোপ ঘটানোর দিকে। একনায়কতন্ত্র হল সমাজের একাংশ কর্তৃক সমাজের অবশিষ্টাংশের উপর প্রভুত্ব কায়েম করা, অধিকন্তু নিপীড়নই হল এর প্রত্যক্ষ ভিত্তি। প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্ব হল একমাত্র সুসম্বদ্ধ বিপ্লবী শ্রেণীর একনায়কত্ব যার প্রয়োজন আছে বুর্জোয়াদের উৎখাত করতে এবং প্রতিবিপ্লবী প্রচেষ্টাকে দমন করতে। প্রোলেতারীয় একনায়কত্বের প্রশ্নটি এত অধিক গুরুত্বপূর্ণ যে যিনি এই একনায়কত্বের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেন, অথবা কেবল মুখেই একে স্বীকার করেন, তিনি কিছুতেই সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সদস্য হতে পারেন না। অবশ্য এটা অস্বীকার করা যায় না যে পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হিসাবে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন কোন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে, বৃহৎ প্রতিবেশী রাজ্যে সামাজিক বিপ্লব সম্পূর্ণ হবার পর, বুর্জোয়া কর্তৃক শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমর্পণ করা সম্ভব, যদি সুনিশ্চিত হয় যে প্রতিরোধ অর্থহীন হবে এবং যদি ওরা চামড়া বাঁচাতে চায়। এটা অবশ্য আরও বেশী সম্ভব যে ছোট ছোট রাষ্ট্রেও গৃহযুদ্ধ ব্যতিরেকে সমাজতন্ত্র অর্জিত হবে না এবং সেই কারণেই আন্তর্জাতিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির একমাত্র কর্মসূচী হবে গৃহযুদ্ধকে স্বীকার করা যদিও বলপ্রয়োগ আমাদের পরিপন্থী। জাতিগুলির ক্ষেত্রেও একই ধরনের প্রয়োজনীয় সংশোধন প্রযোজ্য। আমরা ওদের সংযুক্তির সপক্ষে কিন্তু বলপ্রয়োগে সংযুক্তি ও দখলদারী এবং বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার বর্জিত স্বেচ্ছাকৃত সংযুক্তির মধ্যে কেমন করে, পার্থক্য না থেকে পারে। আমরা যথার্থভাবেই অর্থনৈতিক কারণের প্রাধান্যকে স্বীকার করি কিন্তু কিয়েভস্কির

মত একে ব্যাখ্যা করলে মার্কসবাদের ব্যঙ্গানুকরণই হয়ে উঠবে। এমন কি আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের ট্রাস্ট ও ব্যাঙ্কগুলো যদিও উন্নত পুঁজিবাদের অংশরূপে সর্বত্র এরা গড়ে উঠবেই, দেশ ভেদে সুস্পষ্ট ক্ষেত্রসমূহে তাদের পার্থক্য আছে। মূলগত একাত্মতা থাকা সত্ত্বেও আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি উন্নত সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে রাজনৈতিক গঠনের ক্ষেত্রে বিরাট পার্থক্য আছে। সেই একই বৈশিষ্ট্য মানুষের যাত্রাপথে আত্মপ্রকাশ করবে যে পথ ধরে মানুষ আজকের সাম্রাজ্যবাদ থেকে আগামীকালের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যাবে। সমগ্র জাতিই সমাজতন্ত্রে এসে পৌঁছবে—এটা অবশ্যম্ভাবী—কিন্তু প্রত্যেকেই একইভাবে করবে তা নয়—প্রত্যেকেই তার নিজস্ব কিছু অবদান রাখবে কোন এক প্রকার গণতন্ত্রের জন্যে ও প্রোলেতারিয়েতের কোন এক প্রকার একনায়কত্বের জন্যে, সামাজিক জীবনের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে সমাজতান্ত্রিক বিবর্তনের গভীরতা অনুযায়ী। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নাম করে ভবিষ্যতের এই দিকটাকে অনুজ্জ্বল ধূসর বর্ণে চিত্রায়িত করার চাইতে তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে অধিকতর সেকেলে আর কিছু হতে পারে না। ফলে সুজডাল ডাবিং ছাড়া অন্য কিছু হয় না। এমন কি বাস্তব ক্ষেত্রে যদি দেখাতো যে সমাজতন্ত্রী প্রোলেতারিয়েতের প্রথম জয়লাভের পূর্বে জাতিসমূহের ১/৫০০ অংশ যারা এখন নিপীড়িত, তারা মুক্তি অর্জন করবে এবং বিচ্ছিন্ন হবে, সারা বিশ্বের সমাজতন্ত্রী প্রোলেতারিয়েতের চূড়ান্ত জয় লাভের পূর্বে (অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সর্বপ্রকার পরিবর্তনের মধ্যে) নিপীড়িত জাতি সমূহের ১/৫০০ অংশ সাময়িক ভাবে বিচ্ছিন্ন হবে—সেইক্ষেত্রেও আমাদের বক্তব্য তত্ত্বগত ও বাস্তব রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক থাকবে শ্রমিকদের পরামর্শ দিতে, যা আমরা এখনই দিচ্ছি, তাদের সমাজতান্ত্রিক পার্টির মধ্যে নির্যাতনকারী রাষ্ট্রের সেইসব সমাজতন্ত্রীর যেন স্থান না হয় যারা সমস্ত নির্যাতিত জাতির জন্যে বিচ্ছিন্নতার অধিকারকে স্বীকার করে না ও এর সপক্ষে দাঁড়াবে না। কারণ ঘটনাটি হল এই যে আমরা জানি না এবং জানতে পারি না কতকগুলো নির্যাতিত রাষ্ট্রের বাস্তব ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতার প্রয়োজন যাতে ওর নিজস্ব অবদান রাখতে পারে ডেমোক্রাসির ভিন্ন ভিন্ন আকারের মধ্যে এবং সমাজতন্ত্রের বিবর্তনের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্যে। বিচ্ছিন্নতার অধিকারকে উড়িয়ে দেওয়াটা এখন তত্ত্বগত ভাবে

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মিথ্যা এবং বাস্তব ক্ষেত্রে নির্যাতনকারী রাষ্ট্রসমূহের শোভিনিস্টদের নীচতার সমপর্যায়ভুক্ত এটাই আমরা প্রত্যহ জানতে পারছি, দেখছি এবং অনুভব করছি।

১৯১৬ সালের আগস্ট-অক্টোবর মাসের মধ্যে রচিত
প্রথম প্রকাশিত হয় "জ্‌ভেজদা" নামক পত্রিকার প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় ১৯২৪ সালে

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ২৩,
পৃঃ ৩৮-৪০, ৬৮-৭০

# নিরস্ত্রীকরণের স্লোগান থেকে

পুনশ্চ : সুবিধাবাদী শ্রমিক পার্টির মুখপত্র "সোশ্যালিস্ট রিভিউ" এর (সেপ্টেম্বর, ১৯১৬) সর্বশেষ সংখ্যার ২৮৭ পৃষ্ঠায় আমরা দেখতে পাই পার্টির নিউকাসল অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব—অর্থাৎ যে কোন সরকার পরিচালিত "আত্মরক্ষার" লড়াই "নামেমাত্র" হলেও তাকে সমর্থন করতে অস্বীকার করা। ঐ একই সংখ্যার ২০৫ পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে আমরা নিম্নোক্ত ঘোষণাটিকে পাঠ করি : "আমরা কোনক্রমেই সিন ফিন বিদ্রোহকে অনুমোদন করি না (১৯১৬ সালের আইরিশ বিদ্রোহ)। আমরা সশস্ত্র বিদ্রোহকে সমরবাদ ও যুদ্ধ ছাড়া অধিক কিছু বলে অনুমোদন করি না।"

আর কি প্রমাণ করার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে যে এইসব "সমরবাদ বিরোধীরা" নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে এই ধরনের প্রবক্তারা ছোট রাষ্ট্রে নয় একটি বৃহৎ রাষ্ট্রে অত্যন্ত ক্ষতিকারক সুবিধাবাদীরূপে অবস্থান করেন? কিন্তু তবুও তত্ত্বগতভাবে বিদ্রোহকে এক "ধরনের" সমরবাদ ও যুদ্ধ বলে বিবেচনা করে তাঁরা ঠিকই করেছেন।

১৯১৬ সালের অক্টোবরে লিখিত।
১৯১৬ সালের ডিসেম্বরে
সুবোরনিক সোৎসিয়াল ডেমোক্রাটা
পত্রিকার ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ২৩,
পৃঃ ১০৪

# সাম্রাজ্যবাদ এবং সমাজতন্ত্রে ফাটল

ইউরোপের শ্রমিক আন্দোলনের ওপর সুবিধাবাদ যে বিরাট ও বিরক্তিকর জয়লাভ করেছে ( সোশ্যাল-শোভিনিজম আকারে ) তার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের কি কোন যোগাযোগ আছে ?

এটাই হল আধুনিক সমাজতন্ত্রের মৌলিক প্রশ্ন। আমাদের পার্টির বক্তব্য সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে, প্রথমতঃ আমাদের যুগের ও বর্তমান যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র এবং দ্বিতীয়তঃ সোশ্যাল-শোভিনিজম এবং সুবিধাবাদের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য ঐতিহাসিক সম্পর্ক এবং সেই সঙ্গে ওদের আদর্শগত অভ্যন্তরীণ সাদৃশ্য, আমরা অবশ্যই এই মৌলিক প্রশ্নটির বিশ্লেষণ করব এবং করতে পারি।

প্রথমতঃ আমরা যতদূর সম্ভব সাম্রাজ্যবাদের একটা সুস্পষ্ট এবং পূর্ণ সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করব। সাম্রাজ্যবাদ হল পুঁজিবাদের একটি সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক স্তর। এর চরিত্র তিনটি সুনির্দিষ্ট আকারের: সাম্রাজ্যবাদ হল (১) একচেটিয়া পুঁজিবাদ, (২) পরজীবী অথবা ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ (৩) মৃতপ্রায় পুঁজিবাদ। একচেটিয়া অধিকার কর্তৃক অবাধ প্রতিযোগিতার ধ্বংস সাধনই হল মৌলিক অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের "মর্মসার"। একচেটিয়া অধিকার নিজেকে পাঁচটি আকারে প্রকাশ করে: (১) কার্টেল, সিণ্ডিকেট ও ট্রাস্ট—উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে যা পুঁজিপতিদের পতিদের এইসব একচেটিয়া সংঘ গড়ে তোলে; (২) বড় বড় ব্যাঙ্কসমূহের একচেটিয়া অধিকার—তিন, চার অথবা পাঁচটি বড় বড় ব্যাঙ্ক আমেরিকা, ফ্রান্স ও জার্মানীর সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে; (৩) ট্রাস্ট ও মুষ্টিমেয় ধনীদের দ্বারা কাঁচামালের উৎস দখল। ( লগ্নীপুঁজি হল ব্যাঙ্ক পুঁজির সঙ্গে একচেটিয়া শিল্প পুঁজির

মিলন )। আন্তর্জাতিক কার্টেল কর্তৃক বিশ্বের ( অর্থনৈতিক ) বিভাজন শুরু হয়েছে। এই ধরনের প্রায় একশটিরও বেশী আন্তর্জাতিক কার্টেল আছে যা বিশ্বের সমগ্র বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং নিজেদের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেয় যতক্ষণ পর্যন্ত না যুদ্ধের ফলে এটা পুনর্বিভাজিত হয়। একচেটিয়া পুঁজিবাদের অধীনে পণ্য রপ্তানীর চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন মর্মী, পুঁজি রপ্তানী একটি অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘটনা এবং বিশ্বের আঞ্চলিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিভাজনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ; (৫) বিশ্বের ( উপনিবেশসমূহ ) আঞ্চলিক ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্পূর্ণ হল।

আমেরিকা ইউরোপ এবং পরবর্তীকালে এশিয়াতে সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজি-বাদের সর্বোচ্চ স্তর রূপে চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছিল ১৮৯৮-১৯১৪ সালের মধ্যে। স্পেন-আমেরিকার যুদ্ধ ( ১৮৯৮ ), ইঙ্গ-বুয়ার যুদ্ধ ( ১৮৯৯-১৯০২ ), রুশজাপান যুদ্ধ ( ১৯০৪-০৫ ) এবং ১৯০০ সালে ইউরোপের অর্থনৈতিক সংকট ইত্যাদি হল বিশ্ব ইতিহাসের নতুন যুগের ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী।

সাম্রাজ্যবাদ যে পরজীবী অথবা ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ তা প্রকাশ পেয়েছে সব প্রথমে ক্ষয়িষ্ণুতার দিকে ঝোঁকের মধ্যে, যা ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপায়সমূহের প্রতিটি একচেটিয়া অধিকারের বৈশিষ্ট্য। গণতন্ত্রী-সাধারণতন্ত্র ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের মধ্যে পার্থক্য মুছে যাওয়ার সুস্পষ্ট কারণ হল তারা উভয়েই জীবন্ত অবস্থায় পচে মরছে (যা কোন ক্রমেই শিল্পের পৃথক পৃথক শাখায়, ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে এবং পৃথক পৃথক সময়ে পুঁজিবাদের অসাধারণ দ্রুত উন্নতিকে বাদ দেয় না)। দ্বিতীয়তঃ পুঁজিবাদের ক্ষয়িষ্ণুতা, লগ্নাকারীদের নজরে পড়ে একটা বিশাল স্তর সৃষ্টির মধ্যে, অর্থাৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠী সৃষ্টির মধ্যে, যারা "কুপন কেটে" জীবন-ধারণ করে। ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও জার্মানী, এই চারটি প্রধান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের প্রত্যেকটিতে ঋণপত্রের আকারে পুঁজির পরিমাণ দাঁড়ায় ১০,০০০ অথবা ১৫০,০০ কোটি ফ্রাঙ্ক যার থেকে প্রতিটি রাষ্ট্রের বার্ষিক আয় পাঁচশ থেকে আটশ কোটির কম হয় না। তৃতীয়তঃ পুঁজির রপ্তানী হল পরজীবী বৃত্তিকে সুউচ্চে উন্নীত করে তোলা। চতুর্থতঃ "লগ্নী-পুঁজি চেষ্টা চালায় প্রাধান্য অর্জনের, স্বাধীনতা অর্জনের নয়।" এই ধারা বরাবর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হল সাম্রাজ্যবাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ

ব্যাপক আকারের অনাচার, প্রলোভন ও সর্বপ্রকার প্রতারণামূলক কাজ। পঞ্চমতঃ নির্যাতিত রাষ্ট্রের ওপর শোষণ—যা অবিচ্ছেদ্যরূপে দখলদারীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত—এবং বিশেষ করে মুষ্টিমেয় বৃহৎ শক্তি কর্তৃক উপনিবেশ সমূহের ওপর শোষণ, "সভ্য" দুনিয়াকে ক্রমবর্ধমানভাবে কোটি কোটি অসভ্য মানুষের কাছে পরজীবী শ্রেণীতে পরিণত করছে। রোমান প্রোলেতারিয়েত সমাজের ব্যয়ে জীবনধারণ করত। আধুনিক সমাজ আধুনিক প্রোলেতারিয়েতের ব্যয়ে জীবনধারণ করে। মার্কস সিসমণ্ডির[১০২] এই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদ, পরিস্থিতির খানিক পরিবর্তন করে। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহে সুবিধাভোগী উচ্চ-স্তরের প্রোলেতারিয়েত আংশিকভাবে কোটি কোটি অসভ্য মানুষের ব্যয়েই জীবনধারণ করে থাকে।

এটা সুস্পষ্ট কেন সাম্রাজ্যবাদ, মরণোন্মুখ পুঁজিবাদ, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্রে উত্তরণের স্তরে: যে একচেটিয়া কারবার পুঁজিবাদ থেকে উদ্ভূত হয় তা পূর্ব থেকেই মরণোন্মুখ পুঁজিবাদ অর্থাৎ সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রথম অবস্থা। সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক ব্যাপক আকারে শ্রমের সামাজিকীকরণ (যাকে এর সমর্থররা অর্থাৎ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা বলে "পরস্পর সংযুক্ত অবস্থা") একই ফলাফল সৃষ্টি করে।

সামনে উপস্থিত করা সাম্রাজ্যবাদের এই সংজ্ঞা আমাদের উপস্থিত করে কাউৎস্কির মতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী রূপে যিনি সাম্রাজ্যবাদকে "পুঁজিবাদের একটি স্তর" হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকার করেন এবং এর সংজ্ঞা নির্দেশ করেন লগ্নীপুঁজির দ্বারা "পছন্দ করা" একটি নীতি হিসাবে এবং শিল্প প্রধান রাষ্ট্র কর্তৃক কৃষি প্রধান রাষ্ট্রকে গ্রাস করার ঝোঁক হিসাবে।• কাউৎস্কির সংজ্ঞাতত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পুরোপুরি মিথ্যা। সাম্রাজ্যবাদকে যা পৃথক করে তা শিল্পগত পুঁজির নিয়ম নয়, তাহল লগ্নী পুঁজির নিয়ম, বিশেষ করে কৃষিভিত্তিক রাষ্ট্রগুলোকে গ্রাস করার জন্য চেষ্টার মধ্যে নয়, যে কোন

• (সাম্রাজ্যবাদ হল অত্যন্ত উন্নত শিল্পগত পুঁজিবাদের একটি সৃষ্টি। সে বেঁচে থাকে সমস্ত শিল্প ভিত্তিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কর্তৃক ক্রমবর্ধমান হারে বৃহত্তর কৃষি এলাকাকে অধীনস্থ করা ও গ্রাস করার অবিরাম প্রচেষ্টা চালানোর মধ্যে, অধিবাসীরা যে দেশভুক্তই হোক না কেন) [in die Neue Zeit-কাউৎস্কি, সেপ্টেম্বর ১১, ১৯১৪]

ধরনের রাষ্ট্রকে গ্রাস করার চেষ্টার মধ্যে। কাউৎস্কি সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিকে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন, তিনি রাজনীতির একচেটিয়া অধিকারকে অর্থনীতির একচেটিয়া অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন নোংরা বুর্জোয়া সংস্কারবাদের পথ পরিষ্কার করার জন্য, যেমন "নিরস্ত্রীকরণ" "অতিরিক্ত পরিমাণে সাম্রাজ্যবাদ" এবং এই ধরনের অর্থহীন আরও কিছু। তত্ত্বগত মিথ্যার এই সামগ্রিক গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য হল অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত সাম্রাজ্যবাদী স্ববিরোধিতাকে অস্পষ্ট করে তোলা এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রবক্তাদের সঙ্গে অর্থাৎ সুস্পষ্টরূপে সোশ্যাল শোভিনিজম এবং সুবিধাবাদীদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ঐক্যের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করা।

আমরা 'সোশ্যাল ডেমোক্রাট' এবং 'কমিউনিস্ট'-এ মার্কসবাদের সঙ্গে কাউৎস্কির সম্পর্কচ্ছেদ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছি। আমাদের কাউৎস্কির রুশ অনুগামীরা এমন কি মার্তভ সহ স্পেকটেটর ও আক্সেলরডের নেতৃত্বে সংগঠন কমিটির সমর্থকবৃন্দ এবং ত্রৎস্কি ও অধিক পরিমাণে ঝোঁক হিসাবে কাউৎস্কিবাদের প্রশ্নে বিচক্ষণের মত নীরবতা রক্ষা করাই পছন্দ করেছিলেন। তাঁরা কাউৎস্কির যুদ্ধকালীন রচনাবলীকে সমর্থন করতে সাহস করেন নি, নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখলেন কাউৎস্কির প্রশংসার মধ্যে (আক্সেলরডের জার্মান পুস্তিকাটি যাকে সাংগঠনিক কমিটি রুশ ভাষায় প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন) অথবা কাউৎস্কির ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের উল্লেখ করেছেন (স্পেকটেটর), যার মধ্যে তিনি বলেছেন যে তিনি বিরোধী দলভুক্ত এবং যেশুইটদের মত চেষ্টা করছেন তাঁর শোভিনিস্ট ঘোষণাগুলোকে বাতিল করতে।

এটা লক্ষ্য করতে হবে যে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে কাউৎস্কির "ধারণা" সাম্রাজ্যবাদকে কলঙ্কিত করার সমতুল যা শুধুমাত্র হিলফার্ডিং-র লগ্নী পুঁজির তুলনায় অধঃপতন নয় (যত পরিশ্রম করেই হিলফার্ডিং এখন কাউৎস্কি ও ঐক্যের সমর্থন করুন না কেন সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের সঙ্গে!) সমাজতন্ত্রী-উদারনৈতিক জে. এ. হবসনের সঙ্গেও তুলনা করা হয়েছে। এই ইংরেজ অর্থনীতিবিদ যিনি কোন ক্রমেই মার্কসবাদী বলে দাবী করেন না তিনি সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা নিরূপণ করেন এবং এর স্ব-বিরোধ করে অধিকতর প্রজ্ঞার সঙ্গে তুলে ধরেন ১৯০২ সালে প্রকাশিত

একটি পুস্তকে।* তিনি হলেন হবসন যিনি (যাঁর গ্রন্থে কাউৎস্কির প্রায় সর্বপ্রকার শান্তিবাদী "মীমাংসা মূলক" তুচ্ছ বিষয়সমূহকে দেখতে পাওয়া যাবে) সাম্রাজ্যবাদের পরজীবী বৃত্তির মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লিখেছিলেন।

হবসনের মতে দুই ধরনের অবস্থা প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলোকে দুর্বল করে দিয়েছে: (১) "অর্থ নৈতিক পরজীবী বৃত্তি" এবং (২) অধীন জাতিদের মধ্যে থেকে সৈন্যদল গঠন। "প্রথমেই আছে অর্থ নৈতিক পরজীবী বৃত্তি যার দ্বারা শাসক রাষ্ট্র, প্রদেশ, উপনিবেশ ও অধীনস্থ এলাকাগুলোকে কাজে লাগিয়েছে তার শাসক শ্রেণীকে সমৃদ্ধশালী করার জন্য এবং নিম্নতর শ্রেণীসমূহকে বশ্যতা স্বীকার করানোর জন্য।" দ্বিতীয় ঘটনা সম্পর্কে হবসন লিখেছেন:

"সাম্রাজ্যবাদের দৃষ্টিহীনতার অত্যন্ত অদ্ভুত লক্ষণসমূহের অন্যতম (সাম্রাজ্যবাদীদের দৃষ্টিহীনতা সম্পর্কে "মার্কসবাদী" কাউৎস্কির কাছ থেকে যে ভাবে আসে তার চাইতে অধিকতর সুষ্ঠুভাবে আসে সমাজতন্ত্রী উদারনৈতিক হবসনের কাছ থেকে) হল বেপরোয়া উদাসীনতা যার সাহায্যে গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহ এই বিপজ্জনক পরনির্ভরতার উপর ঝাঁপ দিচ্ছে; গ্রেট বৃটেন চলে গেছে সব চাইতে দূরে। অধিকাংশ লড়াই, যার সাহায্যে আমরা আমাদের ভারতীয় সাম্রাজ্য জয় করেছি তার সবই করেছে স্থানীয় অধিবাসীরা; ভারতে এবং হাল আমলের মিশরেও বিশাল স্থল-বাহিনী ব্রিটিশ সেনাপতির অধীনে রাখা হয়; আফ্রিকায় অধিকার বজায় রাখার সঙ্গে যুক্ত প্রায় সমস্ত যুদ্ধে, একমাত্র দক্ষিণাংশ বাদে, আমাদের পক্ষ হয়ে স্থানীয় অধিবাসীরাই লড়াই করেছে।"

চীন বিভাগের সম্ভাব্যতা হবসনের কাছ থেকে নিম্নোক্ত অর্থ-নৈতিক মূল্যায়ন আদায় করে: পশ্চিম ইউরোপের বৃহত্তর অংশ তখন হয়ত এমন একটা রূপ ধারণ করতে পারত যা দক্ষিণ ইংলণ্ডের রাষ্ট্র-সমূহ কর্তৃক পূর্বেই প্রদর্শিত হয়েছে, রিভিয়েরা অঞ্চলে, ইতালি ও

* জে. এ. হবসন, "ইম্পিরিয়ালিজম", লণ্ডন, ১৯০২

সুইজারল্যাণ্ডের ভ্রমণেচ্ছুদের আকর্ষণীয় কেন্দ্রে অথবা জনবসতি অঞ্চলে, ধনী অভিজাতদের ছোট ছোট গোষ্ঠী লভ্যাংশ ও পেনসন পাচ্ছেন দূরপ্রাচ্য থেকে, সঙ্গে আছে বৃত্তিজীবী লগ্নীকারী গোষ্ঠীর একটা বড় অংশ এবং ব্যবসায়ী ও ব্যক্তিগত কাজের জন্যে চাকর বাকরদের একটা বৃহৎ গোষ্ঠী ও শ্রমিক যারা নিযুক্ত আছে পরিবহণ ব্যবসায়ে এবং অতি দ্রুত বিনষ্ট হয়ে যায় এইরকম বস্তুর উৎপাদনের শেষ পর্যায়ে : সমস্ত প্রধান প্রধান শিল্পসমূহই অদৃশ্য হয়ে যেত, প্রধান খাদ্য ও অসম্পূর্ণ উপাদান উপহারস্বরূপ প্রবাহিত হয়ে আসে এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে—আমরা পূর্বে পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে একটা বৃহত্তর মৈত্রীর সম্ভাবনা অনুমান করেছিলাম অর্থাৎ বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে একটা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যা বিশ্ব সভ্যতার আদর্শকে উন্নত করার পরিবর্তে হয়ত পশ্চিমী পরজীবী বৃত্তির অতিকায় বিপদকে ডেকে আনতে পারে ; অর্থাৎ উন্নত শিল্প সমৃদ্ধ জাতিসমূহের একটা গোষ্ঠী যাদের উচ্চতর শ্রেণী বিশাল পরিমাণ উপহার গ্রহণ করেছে এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে, যার সাহায্যে ওরা পোষমানা লগ্নীকারী-দের একটা বিরাট বাহিনীকে ভরণপোষণ যুগিয়েছে যারা প্রধান প্রধান কৃষি শিল্পে এবং উৎপাদনে নিযুক্ত নেই কিন্তু ব্যক্তিগত ও তুচ্ছ শিল্পগত সেবামূলক কাজে নিযুক্ত একটি নতুন অর্থনৈতিক অভিজাততন্ত্রের অধীনে। যিনি এইরকম একটি তত্ত্বকে প্রচার করেন তাঁর কাছে [ তাঁর বলা উচিত ছিল : উন্নতির সম্ভাবনা ] যদি বিবেচনার অযোগ্য হয় তবে উচিত আজকের দক্ষিণ ইংলণ্ডের ও অর্থনৈতিক অবস্থাটা বিশ্লেষণ করা যা এই অবস্থায় পর্যবসিত হয়েছে এবং এই ধরনের বিশাল ব্যবস্থাপনার ওপর প্রতিফলিত হয় যাকে সম্ভব করে তোলা যেতে পারত চীনকে একই ধরনের অর্থ বিনিয়োগ-কারী গোষ্ঠী, [ লগ্নীকারী ] রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক নিয়ামকদের নিয়ন্ত্রণাধীনে রেখে এবং আজ পর্যন্ত যতদূর জানা গেছে তার বৃহত্তম মুনাফা ভাণ্ডারকে নিঃশেষ করে একে ইউরোপে ভোগ করার উদ্দেশ্যে। পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল এবং বিশ্বের শক্তিসমূহের খেলা কল্পনাও করা যায় না যাতে এটাকে অথবা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন পৃথক ব্যাখ্যা সম্ভাব্য করে তুলতে পারে, কিন্তু যে প্রভাব আজকাল-কার পশ্চিম ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদকে পরিচালিত করছে এবং যতক্ষণ

> পর্যন্ত না কেন্দ্রীভূত হচ্ছে অথবা অন্য পথে পরিচালিত হচ্ছে না, ততক্ষণ এইরকম পরিণতির দিকেই যাবে।"

সম'জতন্ত্রী-উদারনীতিক হবসন লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হন যে এই প্রতিক্রিয়া একমাত্র বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের পক্ষেই সৃষ্টি করা সম্ভব এবং তাও আবার একমাত্র সামাজিক বিপ্লবের আকারে। কিন্তু তখন তিনি একজন সমাজতন্ত্রী উদারনীতিক!! তৎসত্ত্বেও ১৯০২ সাল নাগাদ "ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের" গুরুত্ব ও অর্থ সম্পর্কে তার একটা চমৎকার অন্তর্দৃষ্টি ছিল (যদি তা ত্রৎস্কি ও কাউৎস্কিপন্থীদের সুবিধার জন্যে বলা হয় তা হলেও) এবং এখন বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভণ্ড কাউৎস্কিপন্থীদের দ্বারা যা কিছু লক্ষিত হচ্ছে যেমন সুবিধাবাদীরা (সোশ্যাল-শোভিনিস্ট) সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে এশিয়া ও আফ্রিকার পৃষ্ঠদেশে সুস্পষ্টরূপে একটি সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপ সৃষ্টি করার জন্যে এবং লক্ষ্যগতভাবে সুবিধাবাদীরা হল পাতি-বুর্জোয়াদের একাংশ এবং শ্রমজীবী শ্রেণীর একটি স্তর যাদের প্রলোভিত করা হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী অতি মুনাফা থেকে এবং পরিণত করা হয়েছে পুঁজি-বাদের চৌকিদারে এবং শ্রমিক আন্দোলনকে বিপথগামী করার জন্যে।

আমাদের পার্টির প্রস্তাব এবং প্রবন্ধে আমরা বার বার এই গভীর যোগা-যোগের কথা উল্লেখ করেছি, অর্থাৎ অর্থনৈতিক সম্পর্ক, সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া ও সুবিধাবাদীদের মধ্যে যা জয়ী হয়েছে (দীর্ঘকাল ধরে?) শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে। এর থেকেই ঘটনাক্রমে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের সঙ্গে বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। আমাদের কাউৎস্কিপন্থীরা এই প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যাওয়া পছন্দ করেছিলেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ মার্তভ তাঁর বক্তৃতায় একটা কুতর্কের অবতারণা করেছিলেন যা নিম্নোক্তভাবে বৈদেশিক সংগঠন কমিটির সেক্রেটারিয়েটের বুলেটিনে (৪নং সংখ্যা, ১০ই এপ্রিল, ১৯১৬) প্রকাশিত হয়েছিল।

> "...বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি একটি দুঃখদায়ক ও বাস্তবিকই নৈরাশ্যজনক দুরবস্থায় পড়ে থাকবে যদি ঐ সব-শ্রমিক গোষ্ঠী যারা মানসিক বিকাশের দিক থেকে বুদ্ধিজীবীদের অত্যন্ত কাছাকাছি এবং যারা অত্যন্ত দক্ষ কিন্তু দুর্ভাগ ক্রমে সুবিধাবাদের দিকে ঝুঁকছে......"

"দুর্ভাগ্যক্রমে" ধরনের অর্থহীন কথা ব্যবহারের দ্বারা এবং "হস্ত

কৌশলের" দ্বারা এই সত্য ঘটনাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে যে কোন শ্রমিক গোষ্ঠী সুবিধাবাদের দিকে এবং সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের দিকে সরে এসেছে; এটাই হল প্রকৃত ঘটনা যা ও. সি-র কুতার্কিকরা এড়িয়ে যেতে চান। তাঁরা এখন নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে চান "সরকারী আশাবাদে" যা কাউৎস্কির অনুগামী হিলফার্ডিং এবং অন্যান্য অনেকে জাহির করছেন: বাস্তব পরিস্থিতিই প্রোলেতারিয়েতের ঐক্যের এবং বিপ্লবী ঝোঁকের জয়লাভের নিশ্চয়তা দান করে। আমরা প্রোলেতারিয়েতের তুলনায় সত্যি সত্যিই "আশাবাদী"!

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এইসব কাউৎস্কিপন্থীরা অর্থাৎ হিলফার্ডিং, ও. সি. সমর্থকবৃন্দ, মার্তভ ও তার অনুগামীরা সকলেই সুবিধাবাদের ব্যাপারে আশাবাদী। এটাই হল সমগ্র বিষয়বস্তু!

প্রোলেতারিয়েত হল পুঁজিবাদের সন্তান অর্থাৎ বিশ্ব পুঁজিবাদের সন্তান, শুধুমাত্র ইউরোপীয় পুঁজিবাদের নয় অথবা শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদের নয়। বিশ্বের হিসাবে পঞ্চাশ বছর আগে অথবা পরে, বিশ্বের তুলনায় এটা একটা নগণ্য বিষয়—"প্রোলেতারিয়েত অবশ্য ঐক্যবদ্ধ" হবে এবং এর মধ্যে বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি" অবশ্যম্ভাবী রূপে জয়যুক্ত হবে। কিন্তু কাউৎস্কির অনুগামীবৃন্দ এটাই বিষয়বস্তু নয়। বিষয় বস্তুটি হল এই যে বর্তমান সময়ে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহে আপনারা সুবিধাবাদীদের তোষামোদ করছেন যারা প্রোলেতারিয়েতের কাছে শ্রেণী হিসেবে অপরিচিত, যারা হল বুর্জোয়াদের সেবক ও প্রতিনিধি এবং এর প্রভাবের বাহক এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না শ্রমিক আন্দোলন নিজেকে এর থেকে মুক্ত করছে, ততক্ষণ সে থাকবে বুর্জোয়া শ্রমিক আন্দোলন হিসেবেই। সুবিধাবাদীদের মধ্যে অর্থাৎ লেজিয়েন, ডেভিড, প্লেখানভ, চখেনকেলিস ও পত্রেসভদের মধ্যে "ঐক্যের" প্রচার করে, আপনারা লক্ষ্যগত ভাবে শ্রমিক আন্দোলনের ভেতর তাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের সহায়তায় বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা শ্রমিকদের ক্রীতদাসত্বকেই সমর্থ করেছিলেন। বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি জয়লাভ নির্ভুলভাবে অবশ্যম্ভাবী, এটা সবে মাত্র চলতে শুরু করেছে এবং চলবে, অগ্রসর হচ্ছে এবং হবে আপনাদের বিরুদ্ধে, আপনাদের সে পরাস্ত করবে।

এই দুটি প্রবণতা, কেউ কেউ বলতে পারেন, দুটি পার্টি আজকের শ্রমিক

আন্দোলনের দিকে, যা ১৯১৪-১৯ সালে এত সুস্পষ্টভাবে সারা বিশ্বের সমস্ত পথ ত্যাগ করেছিল, তাকে খুঁজে বার করেছিলেন এঙ্গেলস ও মার্কস ইংলণ্ডে কয়েক দশক ধরে. মোটামুটি ভাবে ১৮৫৮ থেকে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত।

মার্কস ও এঙ্গেলসের মধ্যে কেউই বিশ্বপুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী যুগকে দেখে যেতে পারেন নি যা ১৮৯৮-১৯০০ সালের পূর্বে শুরু হয় নি। কিন্তু ইংলণ্ডের একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও সে সাম্রাজ্যবাদের অন্ততঃপক্ষে দুটি বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছিল: (১) বিশাল উপনিবেশসমূহ (২) একচেটিয়া মুনাফা ( বিশ্বের বাজারে তার একচেটিয়া প্রভুত্বের জন্যে ), উভয় ক্ষেত্রেই সেই সময় ইংলণ্ড ছিল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে একটা ব্যতিক্রম এবং এঙ্গেলস ও মার্কস এই ব্যতিক্রম বিশ্লেষণ করে পরিষ্কারভাবে সুস্পষ্টরূপে ইংলণ্ডীয় শ্রমিক আন্দোলনে সুবিধা-বাদের সঙ্গে এর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছিলেন ( সাময়িক হলেও )।

১৮৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখে মার্কসের কাছে লেখা চিঠিতে এঙ্গেলস বলেছিলেন......"ইংরেজ প্রোলেতারিয়েত ক্রমেই বুর্জোয়া হয়ে গেছে যার ফলে সমস্ত জাতির অধিকাংশ বুর্জোয়ারা আপাতদৃষ্টিতে শেষে লক্ষ্য হিসাবে বুর্জোয়া অভিজাততন্ত্র ও বুর্জোয়া প্রোলেতারিয়েতের পাশাপাশি বুর্জোয়াদের প্রতিষ্ঠা চায়। কারণ যে জাতি সমস্ত দুনিয়াকে শোষণ করে তার কাছে অবশ্য এটা কিছুটা যুক্তিপূর্ণ।" ১৮৭২ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে সোর্জের কাছে লেখা চিঠিতে এঙ্গেলস তাঁকে জানাচ্ছেন যে হেলস আন্তর্জাতিকের ফেডারেল একটি বড় রকমের সোরগোল সৃষ্টি করে মার্কসের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাবের সপক্ষে ভোট সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন কারণ মার্কস বলেছিলেন, "ইংরেজ শ্রমিক নেতারা নিজেদের বিক্রি করে দিয়েছেন।" ১৮৭৪ সালের ৪ঠা আগস্ট মার্কস, সোর্জকে লিখেছিলেন: শহরকেন্দ্রীক শ্রমিকদের প্রসঙ্গে বলতে ( ইংলণ্ড ) এটা অতীব দুঃখজনক যে সমগ্র নেতৃবৃন্দ পার্লামেন্টে প্রবেশ করেন নি। এটাই হল সমস্ত ঝামেলা থেকে মুক্তি পাবার সুনিশ্চিত পথ।" ১৮৮১ সালের ১১ই আগস্ট তারিখে মার্কসের কাছে লেখা চিঠিতে এঙ্গেলস সেইসব জঘন্য ইংরেজ ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সম্পর্কে বলেছেন যারা তাদের সমর্থকদের বুর্জোয়াদের কাছে বিক্রিত বা বেতনভুক হতে দিয়েছিল।" ১৮৮২ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখের চিঠিতে কাউৎস্কিকে এঙ্গেলস লিখেছিলেন: "আপনি আমায় জিজ্ঞাসা

করেছেন ঔপনিবেশিক নীতি সম্পর্কে ইংরেজ শ্রমিকরা কী ভাবছে। ওরা ঠিক তাই ভাবছে যেমন ওরা সাধারণ রাজনীতি নিয়ে ভাবে। এখানে কোন শ্রমিক পার্টি নেই, আছে শুধু রক্ষণশীল ও উদারপন্থী আমূল সংস্কারকামী দল এবং শ্রমিকরা পরমানন্দে ইংলণ্ডের একচেটিয়া বিশ্ব বাজার ও উপনিবেশের ভোজে অংশ গ্রহণ করে।

১৮৮৯ সালের ৭ই ডিসেম্বর এঙ্গেলস সোর্জকে লিখেছিলেন: এখানকার সবচাইতে বিরক্তিকর বিষয়টি হল (ইংলণ্ডের) বুর্জোয়া "সম্ভ্রম বোধ" যা শ্রমিকদের মজ্জায় মজ্জায় অনুপ্রবেশ করেছে...এমন কি টম ম্যান যাকে আমি দাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি তাকেও বলতে শোনা যায় যে সে লর্ড মেয়রের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজে অংশ গ্রহণ করবে। যদি কেউ এর সঙ্গে ফরাসীদের তুলনা করেন তখন তিনি উপলব্ধি করবেন—সব কিছুর ওপর বিপ্লব কত ভাল।" ১৮৯০ সালের ১৯শে এপ্রিলের চিঠিতে তিনি লিখেছেন: কিন্তু উপরিভাগের নীচে যে (ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর) আন্দোলন চলছে তা বিস্তৃত অংশকে আকর্ষণ করছে এবং অধিকাংশই হল, যারা এতকাল বদ্ধাবস্থায় নিম্নতম পর্যায়ে ছিল। সেইদিন আর বেশী দূরে নেই যখন এই বিশাল জনতা আকস্মিকভাবে নিজেদের জানতে পারবে, যখন উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে যে তারা নিজেরাই হল গতিপ্রাপ্ত বিপুল বস্তু।" ১৮৯১ সালের ৪ঠা মার্চ তিনি লিখেছিলেন: "ভেঙ্গে পড়া ডক শ্রমিক ইউনিয়নের ও প্রাচীন রক্ষণশীল ট্রেড ইউনিয়নের ব্যর্থতার কারণ হল ওরা অর্থশালী তাই ভীরু এবং সেইজন্যই কার্যক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ হয়েই থাকে..." ১৮৯১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর: নিউ ক্যাসলের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে পুরান ইউনিয়ন কর্মীরা অর্থাৎ ৮ ঘন্টা শ্রম দিবসের বিরোধীরা পরাস্ত হয়েছিল এবং বুর্জোয়া সংবাদ-পত্র একে বুর্জোয়া শ্রমিক পার্টির পরাজয় বলে স্বীকার করেছিল।"

এইসব চিন্তা এঙ্গেলস যা বার বার উল্লেখ করেছেন গত কয়েক দশক ধরে তা তিনি জনসমক্ষে ও সংবাদপত্রে প্রকাশ করেছিলেন, তার প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায় ১৮৯২ সালে প্রকাশিত "ইংলণ্ডে শ্রমজীবী শ্রেণীর অবস্থা" নামক পুস্তকের মুখবন্ধে। এখানে তিনি "বিশাল শ্রমজীবী শ্রেণীর বিপরীত "সুবিধাভোগী সংখ্যালঘু শ্রমিকদের" মধ্যে "শ্রমিকদের অভিজাততন্ত্র" সম্পর্কে বলেছেন। শ্রমিকদের মধ্যে একমাত্র সুবিধাভোগী ও সুরক্ষিত সংখ্যালঘুদের ক্ষুদ্রাংশই স্থায়ীভাবে উপকৃত হত ১৮৪৮-৬৮ সালে ইংলণ্ডের সুবিধাজনক

অবস্থানের জন্যে অথচ তাদের অধিকাংশেরই অভিজ্ঞতা ছিল সাময়িক উন্নতির ……। এই ( ইংলণ্ডের শিল্প ) ক্ষেত্রে একচেটিয়া প্রভুত্ব ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ শ্রমজীবী শ্রেণী ঐ সুবিধাভোগী অবস্থান থেকে বিচ্যুত হবে…" নতুন ইউনিয়নের সদস্যবৃন্দের অর্থাৎ অ-দক্ষ শ্রমিকদের ইউনিয়নগুলোর এই বিরাট সুবিধা ছিল যে তাদের মন ছিল অহল্যাভূমির মত অর্থাৎ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্মানযোগ্য বুর্জোয়া কুসংস্কার যা ভাল অবস্থায় থাকা পুরানো ইউনিয়ন কর্মীদের মস্তিষ্কের ক্ষতিসাধন করত…" ইংলণ্ডের "তথাকথিত শ্রমিক প্রতিনিধিরা" হলেন সেই সব ব্যক্তি যাদের মার্জনা করা হয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর সদস্য থাকার জন্যে কারণ তাঁরা নিজেরাই শ্রমিক-সুলভ গুণাবলীর উদার নীতির সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে চান…"

আমরা ভেবে চিন্তে মোটামুটি বিশদ ভাবে মার্কস ও এঙ্গেলসের বক্তব্য উদ্ধৃত করছি যাতে পাঠকের মনে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি ফুটে ওঠে। এগুলোকে অনুশীলন করা উচিত এবং যত্ন সহকারে চিন্তা করার যোগ্যও বটে। কারণ শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ওগুলো হল কেন্দ্রবিন্দু স্বরূপ যা নির্দেশিত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী যুগের বাস্তব পরিস্থিতির দ্বারা।

এখানেও কাউৎস্কি সমস্যাটিকে "অস্পষ্ট" করে তুলতে চেষ্টা করেছেন এবং মার্কসবাদের বিকল্প হিসাবে সুবিধাবাদীদের সঙ্গে ভাবপ্রবণ মীমাংসার চেষ্টা করেছেন। কট্টর ও সাদাসিধে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করার সময় ( লেনস-এর মত ব্যক্তিরা ) যারা ইংলণ্ডের একচেটিয়া প্রভুত্ব খর্ব করার উপায় হিসাবে জার্মানীর যুদ্ধে অংশ গ্রহণের যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করেন। কাউৎস্কি এই সুস্পষ্ট ভ্রান্তিকে "সংশোধন" করেন অপর একটি সুস্পষ্ট ভ্রান্তির দ্বারা। নিন্দুকের মিথ্যার পরিবর্তে তিনি ব্যবহার করেন পরিমার্জিত মিথ্যাকে। তিনি বলেন, ইংলণ্ডের শিল্প ক্ষেত্রে একচেটিয়া প্রভুত্ব বহুদিন পূর্বেই নষ্ট হয়ে গেছে ও ধ্বংস হয়ে গেছে এবং ধ্বংস হবার মত আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

কেন এই যুক্তি মিথ্যা ?

কারণ প্রথমতঃ সে ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক একচেটিয়া প্রভুত্বকে উপেক্ষা করে। তবুও, আমরা যেমন দেখেছি, এঙ্গেলস ১৮৮২ সাল নাগাদ এই বিষয়টিকে পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করেছিলেন অর্থাৎ ৩৪ বছর পূর্বে। ইংলণ্ডের

শিল্পক্ষেত্রে একচেটিয়া প্রাধান্য না থাকলেও ঔপনিবেশিক ক্ষেত্রে তার একচেটিয়া প্রভুত্ব শুধু থেকেই যায় নি, প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ সমগ্র দুনিয়া পূর্বেই খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে। এই মার্জিত মিথ্যার দ্বারা কাউৎস্কি বুর্জোয়া শান্তিবাদী ও সুবিধাবাদী ফিলিস্তিনীয় চিন্তার মধ্যে চোরা পথে এই ধারণাকে আমদানী করেন যে "লড়াই করে আদায় করার আর কিছু নেই।"

বিপরীতপক্ষে, শুধুমাত্র পুঁজিপতিদেরই যে এখনও লড়াই করে কিছু আদায় করার আছে তা নয়, ওরা লড়াই না করে পারে না যদি ওরা পুঁজি-বাদকে রক্ষা করতে চায় কারণ বল প্রয়োগে উপনিবেশসমূহের পুনর্বিভাজন ছাড়া নতুন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো সুযোগ সুবিধা পেতে পারে না যা পুরানো ( এবং দুর্বল ) সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো ভোগ করে আসছে।

দ্বিতীয়ত: কেন ইংলণ্ডের একচেটিয়া অধিকার ইংলণ্ডে সুবিধাবাদের ( সাময়িক ) জয়কে ব্যাখ্যা করে? কারণ একচেটিয়া অধিকার অতিরিক্ত মুনাফা আদায় করে অর্থাৎ পুঁজিপতির মুনাফার ওপর একটি উদ্বৃত্ত মুনাফা যা বিশ্বের সর্বত্র স্বাভাবিক ও নিয়মসিদ্ধ। পুঁজিপতিরা এই অতিরিক্ত মুনাফার একাংশকে ( খুব কম নয় ) কাজে লাগায় তাদের নিজস্ব শ্রমিকদের ঘুষ দেবার জন্য। ( এখানে স্মরণ করা যেতে পারে সেই বিখ্যাত মৈত্রীর কথা যার সম্পর্কে ইংরেজ ট্রেড ইউনিয়ন ও নিয়োগকারীরা বলেছেন ) অন্যান্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট একটি জাতির শ্রমিক ও পুঁজিপতিদের মধ্যে মৈত্রী জাতীয় একটা কিছু সৃষ্টির জন্য। ইংলণ্ডের শিল্পক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে। এ বিষয়ে কোন বিরোধ নেই। কিন্তু কেমন করে এই ধ্বংস সম্পন্ন হল? সর্বপ্রকার একচেটিয়া অধিকার কি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল?

যদি তাই হয়, তাহলে কাউৎস্কির মীমাংসার তত্ত্ব ( সুবিধাবাদীদের সঙ্গে ) কতকাংশে যুক্তিপূর্ণ হবে। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়, এবং এটাই হল বিষয়। সাম্রাজ্যবাদ হল একচেটিয়া পুঁজিবাদ। প্রতিটি কার্টেল, ট্রাস্ট, সিণ্ডিকেট এবং প্রতিটি বড় ব্যাঙ্কই হল একচেটিয়া অধিকার। অতিরিক্ত মুনাফা অদৃশ্য হয় নি, তারা এখনও বর্তমান। সুবিধাভোগীদের দ্বারা এবং অর্থ নৈতিক দিক থেকে স্বচ্ছল রাষ্ট্র কর্তৃক অন্যান্য সমস্ত রাষ্ট্রের ওপর শোষণ অব্যাহত আছে এবং আরও তীব্র হয়েছে। মুষ্টিমেয় কয়েকটি ধনী

দেশ—অর্থাৎ ৪টি মাত্র দেশ, আমরা যদি স্বাধীন, প্রকৃতই বিশাল, ও "আধুনিক" সম্পদের অধিকারী বোঝাতে চাই তাহলে তারা হল ইংলণ্ড, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্মানী—এর বিশাল আকারে একচেটিয়া অধিকারের উন্নতি ঘটিয়েছে শত শত, সহস্র সহস্র ও লক্ষ লক্ষ যাতে বাহিত অতিরিক্ত মুনাফা ওরা গ্রহণ করে, ওরা অন্যান্য রাষ্ট্রে লক্ষ লক্ষ মানুষের পিঠে চেপে ঘুরে বেড়ায় নিজেদের মধ্যে লড়াই করে বিশেষভাবে ধনী, সম্পদশালী, নরম ও মোটা অংশ ভাগাভাগি করে নেওয়ার জন্য।

এটাই প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক "মর্মসার" যার গভীর অবদানের ওপর কাউৎস্কি কেবল চোখ বোলান তুলে ধরার পরিবর্তে।

একটি সাম্রাজ্যবাদী "বৃহৎ" শক্তির অভ্যন্তরের বুর্জোয়া অর্থনৈতিক দিক থেকে তার শ্রমিকদের উচ্চ স্তরকে ঘুস দিয়ে বশীভূত করতে পারে, এই ক্ষেত্রে বছরে কোটি কোটি ফ্রাংক খরচ করে কারণ তার অতিরিক্ত মুনাফা সম্ভবতঃ দাঁড়ায় শত কোটিতে। কেমন করে এই ক্ষুদ্র উপহার বণ্টিত হয় শ্রমমন্ত্রীদের মধ্যে, "শ্রমিক প্রতিনিধিদের মধ্যে" (এঙ্গেলস কর্তৃক এই শব্দটির চমৎকার বিশ্লেষণ স্মরণ করুন) যুদ্ধ শিল্প কমিটির শ্রমিক সদস্যদের মধ্যে, শ্রমিক নেতাদের মধ্যে, ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে ও অফিস কর্মচারীদের মধ্যে তা অপর একটি কম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

১৮৪৮ থেকে ১৮৬৮ সালের মধ্যে এবং কতকাংশে তার পরও একমাত্র ইংলণ্ডই একচেটিয়া অধিকার ভোগ করেছে: সেইজন্যই সুবিধাবাদ সেখানে কয়েক দশক ধরে অস্তিত্ব রক্ষা করেছে। অন্য কোন রাষ্ট্রের সম্পদশালী উপনিবেশ অথবা শিল্পক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার ছিল না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ তৃতীয়াংশ সাম্রাজ্যবাদী যুগে উত্তরণকে প্রত্যক্ষ করেছে। একটির নয় বহুর লগ্নীপুঁজির ক্ষেত্রে, যদিও খুবই কম, বৃহৎ শক্তিবর্গ একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে। (জাপান ও রাশিয়াতে সামরিক শক্তির একচেটিয়া অধিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল, অথবা সংখ্যালঘু জাতিসমূহের ওপর লুণ্ঠন করার বিশেষ বিশেষ সুবিধা, চীন ইত্যাদি আংশিকভাবে পূরণ করে এবং আধুনিক ও কেতাদুরস্ত লগ্নীপুঁজির স্থান দখল করে কিয়দংশে)।

এই পার্থক্যই ব্যাখ্যা করে কেন ইংলণ্ডের একচেটিয়া অধিকার দশকের

পর দশক ধরে অবিসংবাদিত রূপে অবস্থান করেছে। আধুনিক লগ্নীপুঁজি বার বার বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছে; সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের যুগ শুরু হয়েছে। ঐ যুগে কোন দেশের শ্রমিকশ্রেণীকে দশকের পর দশক ধরে ঘুষের দ্বারা বশীভূত করা ও বিপথগামী করা সম্ভব ছিল। এখন অসম্ভব না হলেও সম্ভাবনা নেই। কিন্তু অপরদিকে প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদী "বৃহৎ" শক্তি "শ্রমিক অভিজাততন্ত্রের" ক্ষুদ্রতর স্তরকে ঘুষের সাহায্যে বশীভূত করে এবং করতে পারে। পূর্বে, এঙ্গেলসের গভীর তাৎপর্যপূর্ণ কথা "বুর্জোয়া শ্রমিক পার্টি" কোন একটি দেশে সৃষ্টি হতে পারত, কারণ একমাত্র এটাই একচেটিয়া অধিকার ভোগ করত কিন্তু অপর দিকে দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকতেও পারত। এখন একটি "বুর্জোয়া শ্রমিক পার্টি" অবশ্যম্ভাবী এবং সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যসূচক; ওরা লুণ্ঠনের অংশকে ভাগ করে নেওয়ার জন্য যে বেপরোয়া লড়াই-এ মেতে উঠেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এটা অসম্ভব যে এই ধরনের পার্টি বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। কারণ, ট্রাস্ট, অর্থবিনিয়োগকারী গোষ্ঠী, উচ্চ মূল্য ইত্যাদি উচ্চতর স্তরে মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে ঘুষের দ্বারা বশীভূত করার সঙ্গে সঙ্গে তীব্রতর ভাবে নির্যাতন, নিষ্পেষণ, ধ্বংসকার্য ও অত্যাচার চালাচ্ছে প্রোলেতারিয়েতের ব্যাপক অংশ ও আধা-প্রোলেতারিয়েতের উপর।

একদিকে বুর্জোয়াদের ও সুবিধাবাদীদের ঝোঁক হচ্ছে মুষ্টিমেয় কয়েকটি অত্যন্ত ধনী ও সুবিধাভোগী জাতিকে অবশিষ্ট মানবজাতির উপর চিরস্থায়ী ভাবে নির্ভরশীল করে রাখতে এবং নিগ্রো ও ভারতীয়দের সম্পদ উপহার প্রাপ্তির ওপর নির্ভর করে থাকতে এবং আধুনিক সমরবাদের সমূলে ধ্বংস করার মত চমৎকার অস্ত্রের সাহায্যে তাদের অধানস্থ করে রাখতে। অপর দিকে আছে জনসাধারণের একটি বিশেষ ঝোঁক যারা আগের চাইতে অধিকতর নির্যাতিত এবং যারা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সমগ্র বোঝাটাই বহন করে অর্থাৎ এই জোয়ালকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার ও বুর্জোয়াদের উৎখাত করার ঝোঁক। এই দুটি ঝোঁকের লড়াই-এর মধ্যেই শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস গড়ে উঠবে। কারণ প্রথম ঝোঁকটি আকস্মিক নয়, অর্থনৈতিক দিক থেকে এর সারবত্তা আছে। সমস্ত রাষ্ট্রে বুর্জোয়ারা পূর্ব থেকেই নিজেদের জন্যই সৃষ্টি করেছে, লালন করেছে এবং সুরক্ষিত করেছে সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের একটি "বুর্জোয়া শ্রমিক পার্টি।"

ইতালীতে বিসসোলাতির পাটির মত সুস্পষ্টরূপে গঠিত পাটির সঙ্গে দৃষ্টান্তস্বরূপ যা আগাগোড়া সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী এবং বলা চলে পত্রেসভ, গম্পোভদিওভ, বুলবিন, চখিদজেস, স্কোবেলেভদের দ্বারা গঠিত পাটির কাছাকাছি আধা গড়ে ওঠা পাটির পার্থক্য খুবই নগণ্য। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল এই যে, অর্থনৈতিক দিক থেকে ওদের শ্রমিক অভিজাত তন্ত্রের একটি স্তরকে বুর্জোয়াদের কাছে পরিত্যাগ করে আসার উপযুক্ত সময় হয়েছে এবং যথার্থ ঘটনায় পরিণত হয়েছে এবং এই অর্থনৈতিক ঘটনা, শ্রেণী সম্পর্কের এই পরিবর্তন, যে ভাবেই হোক একটি রাজনৈতিক রূপ ধারণ করবে বিশেষ কোন "অসুবিধার" সম্মুখীন না হয়েই।

যে অর্থনৈতিক ভিত্তির কথা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে তার ভিত্তিতে আধুনিক পুঁজিবাদের রাজনৈতিক সংস্থাসমূহ, যেমন সংবাদপত্র, পার্লামেন্ট, সংঘ, কংগ্রেস ইত্যাদি সৃষ্টি করেছে রাজনৈতিক সুবিধা এবং সম্ভ্রম বোধ সম্পন্ন দুর্বল, সংস্কারবাদী ও দেশপ্রেমিক অফিস কর্মচারী ও শ্রমিকদের জন্য উপহার দ্রব্যের যা আর্থিক সুযোগ সুবিধার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ: আকর্ষণীয় ও হাল্কা ধরনের কাজ, সরকারী অফিসে অথবা যুদ্ধশিল্প সম্পর্কিত কমিটিতে, সংসদে এবং আরও অসংখ্য কমিটিতে সম্মানজনক ও আইনগত ভাবে প্রকাশিত সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কর্মীদলে অথবা বুর্জোয়া আইন মেনে চলা ট্রেড ইউনিয়নগুলোর পরিচালক সমিতির সম্মানজনক কাজ—এইগুলোই হল প্রলোভন যার সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা বুর্জোয়া শ্রমিক পাটির সমর্থক ও প্রতিনিধিদের আকর্ষণ করে ও পুরস্কৃত করে।"

রাজনৈতিক গণতন্ত্রের কর্মকৌশলও একই দিকে পরিচালিত হয়। আমাদের যুগে নির্বাচন ছাড়া কিছুই করা যায় না; জনগণ ছাড়া কিছুই করা যায় না। এবং মুদ্রণ ও সংসদ সংক্রান্ত কার্যাবলী ছাড়া জনসাধারণের নিম্নোক্ত অংশকে লাভ করা অসম্ভব। সুবিস্তীর্ণভাবে বহু শাখায় বিভক্ত, সুসম্বদ্ধভাবে পরিচালিত, তোষামোদের সুব্যবস্থা, মিথ্যা, জুয়াচুরি, জনপ্রিয় প্রচলিত কথার জাল, যে কোন ধরনের শ্রমিকদের সর্বপ্রকার সংস্কারের আশ্বাস ও শুভেচ্ছা—যতদিন পর্যন্ত ওরা বুর্জোয়াদের উৎখাত করার জন্য বিপ্লবী সংগ্রামকে বর্জন করে চলবে। আমি এটাকে ইংরেজ মন্ত্রী লয়েড জর্জের নাম অনুসারে লয়েড জর্জ মতবাদ বলে উল্লেখ করছি

চাই, যিনি ছিলেন "বুর্জোয়া শ্রমিক পার্টির" প্রাচীন ভূমিতে এই ব্যবস্থার অত্যন্ত কুশলী প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। একজন প্রথম শ্রেণীর বুর্জোয়া কৌশলী, একজন বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ, একজন জনপ্রিয় বক্তা; যিনি আপনার পছন্দমত যে কোন বক্তৃতা করতে পারেন, এমন কি শ্রমিক শ্রোতাদের কাছে বিপ্লবী বক্তৃতা পর্যন্ত এবং এমন একটি ব্যক্তি যিনি শান্ত শ্রমিকদের জন্য বৃহদাকারের উপহার, সমাজ সংস্কারের আকারে (বীমা ইত্যাদি) আদায় করতে সক্ষম, লয়েড জর্জ বুর্জোয়াদের চমৎকার"• সেবা করেন এবং শুধুমাত্র শ্রমিকদের মধ্যেই ভাগ করে দেন, এর প্রভাবকে সুস্পষ্টরূপে নিয়ে আসেন প্রোলেতারিয়েতের উপর যেখানে বুর্জোয়াদের প্রয়োজন সব চাইতে বেশী এবং যেখানে জনসাধারণকে নৈতিক দিক থেকে অধীনস্থ করা সব চাইতে কঠিন বলে মনে হয়।

লয়েড জর্জের সঙ্গে কি শেইদেম্যান, লেজিয়েন, হেণ্ডারসন, হিণ্ডম্যান, প্লেখানভ ও রেণ্ডেলদের কোন বিরাট পার্থক্য আছে? শেষোক্তের ব্যাপারে প্রতিপাদ থাকতে পারে; কেউ কেউ মার্কসের বিপ্লবী সমাজতন্ত্রে ফিরে আসবেন। এটা সম্ভব, কিন্তু পরিমাণের দিক থেকে পার্থক্যটা নিতান্তই নগণ্য, যদি প্রশ্নটিকে তার রাজনীতির দিক থেকে বিবেচনা করা হয় অর্থাৎ গণভিত্তির দিক থেকে। বর্তমান সোশ্যাল-শোভিনিস্ট নেতৃবর্গের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি হয়ত প্রোলেতারিয়েতে ফিরে আসতে পারেন কিন্তু সোশ্যাল-শোভিনিস্ট অথবা (যা একই জিনিস) সুবিধাবাদী ঝোঁক অদৃশ্যও হতে পারে না আবার বিপ্লবী প্রোলেতারিয়েতে ফিরেও আসতে পারে না। যেখানেই মার্কসবাদ শ্রমিকদের মধ্যে আকর্ষণীয় সেখানেই এই রাজনৈতিক ঝোঁক অর্থাৎ এই "বুর্জোয়া শ্রমিক পার্টি" মার্কসের নামে শপথ নেবে। তাদের একাজ থেকে নিবৃত্ত করা যাবে না ঠিক যেমন কোন একটি ব্যবসায়িক সংস্থাকে কোন নির্দিষ্ট লেবেল, চিহ্ন, অথবা বিজ্ঞাপন ব্যবহার

• সাম্প্রতিক কালে রাজনৈতিক দিক থেকে লয়েড জর্জের বিরোধী টোরি দলভুক্ত এক ব্যক্তির লেখা "একজন টোরির দৃষ্টিকোণ থেকে লয়েড জর্জ" এই শিরোনামে ইংরাজী পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলাম। যুদ্ধ এই বিরোধীর চোখ খুলে দিয়েছে এবং তাঁকে লয়েড জর্জ বুর্জোয়াদের কী চমৎকার সেবক তা উপলব্ধি করতে সক্ষম করে তুলেছে। টোরিরা তাঁর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেছে!

করা থেকে নিবৃত্ত করা যায় না। ইতিহাসে সব সময়ই বিষয়টা এই রকম ছিল যে বিপ্লবী নেতৃবর্গের মৃত্যুর পর, যারা নির্যাতিত শ্রেণীর প্রিয় ছিলেন, তাদের শত্রুরা তাঁদের নাম ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে নির্যাতিত শ্রেণীকে প্রবঞ্চিত করার জন্যে।

এটা সত্য ঘটনা যে রাজনৈতিক ঘটনা হিসাবে বুর্জোয়া শ্রমিক পার্টি পূর্বেই সমস্ত প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে গড়ে উঠেছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না এইসব পার্টি, গোষ্ঠী ও ঝোঁকের বিরুদ্ধে একটা দৃঢ়পণ ও অবিচল সংগ্রাম চাল'ন হচ্ছে ততক্ষণ এটা অপরিবর্তিতই থাকবে—অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অথবা মার্কসবাদের সংগ্রামের অথবা সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক আন্দোলনের কোন প্রশ্নই থাকবে না। চখিদজে উপদল, রাশিয়ার নাশে দিয়েলো এবং গোলোস ক্রদা এবং বিদেশের ও. সি সমর্থকরা এইরকম পার্টিরই একটা রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। চিন্তার সামান্যতম কারণও নেই যে এইসব পার্টি সামাজিক বিপ্লবের পূর্বেই অদৃশ্য হবে।

বিপরীতপক্ষে বিপ্লব যত ঘনিয়ে আসে, তত তীব্র হয়ে সে জ্বলে ওঠে এবং প্রগতির ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রচণ্ড, আকস্মিক ও বেগবান রূপান্তর, বিপ্লবী প্রবাহের সংগ্রাম আরও বৃহত্তর ভূমিকা পালন করবে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে সুবিধাবাদী ও পাতি বুর্জোয়া প্রবাহের বিরুদ্ধে। কাউৎস্কির মতবাদ একটি স্বতন্ত্র ঝোঁক নয় কারণ জনসাধারণ অথবা সুবিধাভোগী শ্রেণীর গভীরে এর মূল প্রোথিত নেই, পরিত্যাগ করে এসেছে বুর্জোয়াদের কাছে। কিন্তু কাউৎস্কির মতবাদের বিপদ লুকিয়ে আছে এই বিষয়ের মধ্যে যে, অতীত আদর্শবাদকে কাজে লাগিয়ে সে চেষ্টা করে প্রোলেতারিয়েতের সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রমিক পার্টির সমঝোতা করার জন্যে, ঐ পার্টির সঙ্গে প্রোলেতারিয়েতের ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং এর দ্বারা শেষোক্তের সম্মান রক্ষা করতে। জনগণ আর কট্টর সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের অনুসরণ করে না: লয়েড জর্জ ইংলণ্ডের শ্রমিক সভায় আভাস দিয়েছেন; হিণ্ডম্যান পার্টি ত্যাগ করেছেন, রেণ্ডেল, শেইদেম্যান, পত্রেসভ এবং গভোজদিওভদের রক্ষা করছে পুলিশ। কাউৎস্কিপন্থীদের সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের প্রতি মুখোশ পরা সমর্থন আরও বেশী বিপজ্জনক।

কাউৎস্কিবাদের সাধারণ কুতর্কের মধ্যে একটি হ'ল "জনগণের" উল্লেখ। ওরা বলে আমরা জনগণের কাছ থেকে এবং গণ-সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে

চাই না! কিন্তু একবার ভেবে দেখুন এঙ্গেলস কী ভাবে প্রশ্নটিকে উপস্থিত করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের "গণ সংগঠন-গুলো" বুর্জোয়া শ্রমিক পার্টির পক্ষে ছিল। মার্কস ও এঙ্গেলস নিম্নোক্ত কারণে এর সঙ্গে সমঝোতা করেন নি: ওরা একে প্রকাশ করেছিল। ওরা ভুলে যায় নি যে প্রথমতঃ ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলো প্রত্যক্ষ ভাবে প্রোলেতারিয়েতের একটি সংখ্যালঘু অংশকে গ্রহণ করেছিল। ঐ সময়ে ইংলণ্ডে, যেমন এখন জার্মানীতে, প্রোলেতারিয়েতের এক পঞ্চমাংশের অধিক সংগঠিত নয়। কেউই পুঁজিবাদের অধীনে প্রোলেতারিয়েতের অধিকাংশকে সংগঠিত করার সম্ভাব্যতার বিষয়ে গভীর চিন্তা করতে পারবেন না। দ্বিতীয়তঃ এটাই হল প্রধান বিষয় প্রকৃত ও লক্ষ্যগত গুরুত্বের মত সংগঠনের আকারগত প্রশ্নটা ততবড় নয়: এর নীতি কি জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে, এটা কি ওদের সেবা করে, এর লক্ষ্য কি পুঁজিবাদ থেকে ওদের মুক্ত করা, এ কি সংখ্যালঘুদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে; পুঁজিবাদের সঙ্গে সংখ্যালঘুর সমঝোতা? উনবিংশ শতাব্দীতে শেষোক্তটি ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে সত্য ছিল এবং জার্মানীর ক্ষেত্রেও এখন সত্য।

এঙ্গেলস পার্থক্য দেখাচ্ছেন পুরানো ট্রেড ইউনিয়নগুলোর "বুর্জোয়া শ্রমিক পার্টি" অর্থাৎ সুবিধা ভোগী সংখ্যালঘু এবং "নিম্নতর স্তরের জনগণ," অর্থাৎ প্রকৃত সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং শেষোক্তের কাছে আবেদন করে যারা "বুর্জোয়া সম্ভ্রম বোধের" দ্বারা প্রভাবিত হয় নি। এটাই হল মার্কসবাদী কৌশলের সার কথা!

আমরা অথবা অন্য কেউ সঠিকভাবে হিসাব করতে পারে না প্রোলেতারিয়েতের কোন অংশটি সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের ও সুবিধাবাদীদের অনুসরণ করছে এবং করবে। এটা প্রকাশ পাবে একমাত্র সংগ্রামের মধ্যে এবং সুনির্দিষ্ট ভাবে নির্দ্ধারিত হবে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বারা। কিন্তু আমরা সুনিশ্চিত ভাবে জানি যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে পিতৃভূমির রক্ষাকর্তারা একটি সংখ্যালঘু অংশেরই প্রতিনিধিত্ব করেন। এটা তাই আমাদের কর্তব্য, আমরা যদি সমাজতন্ত্রী থাকতে চাই, তাহলেও আরও নীচে আরও গভীরে গিয়ে প্রকৃত জনগণের কাছে পৌঁছানো দরকার; এটাই হল সম্পূর্ণ অর্থ ও সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মূল তাৎপর্য। এই ঘটনাটি প্রকাশের দ্বারা যে সুবিধাবাদীরা ও সোশ্যাল-শোভিনিস্টরা প্রকৃতই বিশ্বাসঘাতকতা করছে

এবং জনগণের স্বার্থকে বিকিয়ে দিচ্ছে, সংখ্যালঘু শ্রমিকদের সাময়িক সুযোগ সুবিধাগুলোকে রক্ষা করছে, ওরা হল বুর্জোয়া আদর্শ ও প্রভাবের বাহক, ওরা প্রকৃতই বুর্জোয়াদের বন্ধু ও প্রতিনিধি, আমরা জনগণকে শিক্ষা দিই তাদের সত্যিকারের রাজনৈতিক স্বার্থ বুঝে নেবার জন্যে, সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রাম করার জন্যে, এবং সর্বপ্রকার সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও যুদ্ধবিরতির দীর্ঘ যন্ত্রণাদায়ক ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে বিপ্লবের জন্যে।

বিশ্বের সমস্ত শ্রমিক আন্দোলনে একমাত্র মার্কসবাদী নীতি হল জনসাধারণের কাছে সুবিধাবাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা ও অবশ্যম্ভাবিতাকে ব্যাখ্যা করা, বিপ্লবের জন্যে ওদের শিক্ষিত করে তোলা, সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে একটা বিরামহীন সংগ্রাম পরিচালনা করে, যুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে গোপন না করে জাতীয় উদারশ্রম রাজনীতির নীচতাকে উদ্ঘাটন করতে।

পরবর্তী প্রবন্ধে আমরা চেষ্টা করব প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যকে সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করতে যা কাউৎস্কির মতবাদের সঙ্গে এর পার্থক্য দেখিয়ে দেয়।

১৯১৬ সালের অক্টোবরে লিখিত — *সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ২৩,
সোবোর্নিক সোৎসিয়াল ডেমোক্রাটা পত্রিকায় — পৃঃ ১০৫-২০
২য় সংখ্যায় ১৯১৬ সালের ডিসেম্বরে
প্রকাশিত হয়।

## আমাদের বিপ্লবে প্রোলেতারিয়েতের কর্তব্য থেকে

### সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি

১৬। রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা এখন বিশেষ শক্তিশালী রূপে সুস্পষ্ট হয়ে সামনে উপস্থিত হচ্ছে।

আজকাল একমাত্র অলস ব্যক্তিরাই আন্তর্জাতিকতাবাদের নামে শপথ নেয় না। এমন কি শোভিনিজমের সমর্থকরা, এমন কি প্লেখানভ, পত্রেসভ, কেরেনস্কিও নিজেদের আন্তর্জাতিকতাবাদী বলে পরিচয় দেন। তাই প্রোলেতারীয় পার্টির অত্যন্ত জরুরী কর্তব্য হল পরিষ্কার ভাবে, সুস্পষ্টভাবে ও সুনির্দিষ্টভাবে মৌলিক আন্তর্জাতিকতার বিরুদ্ধে প্রকৃত আন্তর্জাতিকতাকে উপস্থিত করা।

সমস্ত দেশের শ্রমিকদের কাছে আরও আবেদন, আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি আনুগত্যের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বিভিন্ন যুদ্ধরত রাষ্ট্রে বিপ্লবী প্রোলেতারিয়েতের দ্বারা কার্যাবলীর ক্রমনির্ধারণ করে দেবার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ চেষ্টা, বিপ্লবী সংগ্রামের প্রশ্নে যুদ্ধরত রাষ্ট্রসমূহের সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের পরিশ্রম সাধ্য চেষ্টা, শান্তির পক্ষে প্রচার চালানোর জন্যে হৈ হৈ রবে সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেস আহ্বান ইত্যাদি—এই সমস্ত তত্ত্ব, প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনার প্রণেতারা যতই আন্তরিকতা দেখান না কেন—তাদের বিষয়-গত গুরুত্বের দিক থেকে সবকিছুই পরিণত হয় বাকবৈদগ্ধ্যে এবং বড়জোর নিষ্পাপ শুভাকাঙ্ক্ষায়, যা কেবলমাত্র শোভিনিস্ট কর্তৃক জনগণের প্রতি প্রতারণাকে গোপন করার উপযুক্ত। *ফরাসী* শোভিনিস্টরা যারা পার্লামেন্টারী ভোজবাজি ব্যবস্থায় খুবই পাকাপোক্ত, তারাও বহুপূর্বেই শব্দাড়ম্বরের নজীর ও প্রতিধ্বনিমূলক শান্তিবাহী আন্তর্জাতিক শব্দাবলী ভেঙে দিয়েছেন, যা যুক্ত ছিল সমাজতন্ত্রী ও আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি অবিশ্বাস্য রকমের বিশ্বাস-

ঘাতকতা সহ, সরকার সমূহে সেই সব পদ গ্রহণ যা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ পরিচালনা করে, ঋণের পক্ষে ভোটদান (চখিদজে, স্কোবেলেভ, ৎসেরেতেলি ও স্তেবলভ ইত্যাদিরা হাল আমলে রাশিয়াতে যেমন ছিলেন ) তাঁদের স্বদেশে বিপ্লবী সংগ্রামের বিরোধিতা ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভাল লোকেরা প্রায়ই সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের নিষ্ঠুর ও বর্বর বিন্যাসকে ভুলে যান। এই বিন্যাস বাক্যাবলীকে সহ্য করে না এবং নিষ্পাপ ও শুভাকাঙ্ক্ষা সমূহকে বিদ্রূপ করে।

পৃথিবীতে একটিই এবং কেবলমাত্র এক জাতীয় আন্তর্জাতিকতাবাদই আছে, তা হল—আপন দেশে বিপ্লবী আন্দোলন ও বিপ্লবী সংগ্রামের বিকাশের জন্যে মনে প্রাণে কাজ করা এবং এই সংগ্রামকে (প্রচার, সহানুভূতি ও বিষয়গত সাহায্যের দ্বারা) ও এই নীতিকে ব্যতিক্রমহীন ভাবে প্রতিটি রাষ্ট্রে কার্যকরী করতে সাহায্য করা।

এছাড়া আর সব কিছুই হল মানিলভের মতবাদ।[১০৩]

যুদ্ধ চলাকালীন দুটি বছরে প্রতিটি রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক ও শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলন তিনটি ধারার সৃষ্টি করেছে। যে বাস্তবকে অবহেলা করে এবং এই তিনটি ধারার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, বিশ্লেষণ করতে অস্বীকার করে এবং যে ধারা প্রকৃতই আন্তর্জাতিকতাবাদী তার জন্যে সুসম্বদ্ধ লড়াই চালাতে অস্বীকার করে সে অবধারিত রূপে নিষ্ফল, অসহায় ও ভ্রান্তরূপে পরিগণিত হবে।

ঐ তিনটি ধারা হল নিম্নরূপ :

১। সোশ্যাল-শোভিনিস্টরা অর্থাৎ যারা কথায় সমাজতন্ত্রী কিন্তু, কার্যক্ষেত্রে শোভিনিস্ট, যারা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে "পিতৃভূমি রক্ষা"কে স্বীকার করেন ( সর্বোপরি বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে )।

এই সব ব্যক্তিই হল আমাদের শ্রেণী-শত্রু। ওরা বুর্জোয়াদের দলে ভীড়েছে। ওরা হল সমস্ত রাষ্ট্রের স্বীকৃত সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি-সমূহের অধিকাংশ স্বীকৃত নেতৃবর্গ—রাশিয়াতে প্লেখানভ ও তাঁর সমর্থক-বৃন্দ, জার্মানীতে শেইদেম্যান, ফ্রান্সে, রেণ্ডেল, গেসডি ও সাম্বা, ইতালিতে বিসসোলাতি ও তাঁর সহযোগবৃন্দ, বৃটেনে হিণ্ডম্যান, ফেবিয়ান গোষ্ঠী ও শ্রমিকপন্থীরা ( "শ্রমিক পার্টির" নেতৃবর্গ ), সুইডেনে ব্রান্টিং ও তাঁর সহযোগীরা, হল্যাণ্ডে ট্রোয়েলস্ট্রা এবং তাঁর পার্টি, ডেনমার্কে স্টানিং এবং তাঁর

পার্টি, এবং আমেরিকায় ভিক্টর বার্জার এবং পিতৃভূমি রক্ষায় সমর্থকবৃন্দ ইত্যাদি ইত্যাদি।

২। দ্বিতীয় ধারাটি "কেন্দ্রীয়" নামে পরিচিত, এটা তাদের নিয়ে গঠিত যারা সোশ্যাল-শোভিনিজম ও প্রকৃত আন্তর্জাতিকতার মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকেন।

কেন্দ্র শপথ করে এবং ঘোষণা করে যে তারা মার্কসবাদী ও আন্তর্জাতিকতাবাদী, ওরা শান্তির সপক্ষে, ওরা সরকারের ওপর সর্বপ্রকার চাপ সৃষ্টি করতে চায় যাতে ওদের নিজেদের সরকার "শান্তির জন্যে জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে নির্ধারণ করতে পারে" ওরা সর্বপ্রকার শান্তিপূর্ণ প্রচারের পক্ষে, দখলদারী বর্জিত শান্তির পক্ষে এবং সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের সঙ্গে মৈত্রীর পক্ষে। কেন্দ্র হল আমাদের ঐক্য, কেন্দ্র ভাঙনের বিরোধী।

কেন্দ্র হল কথায় আন্তর্জাতিকতাবাদের ও পৌরুষহীন সুবিধাবাদের মধুমাখা পাতি বুর্জোয়া বুলির জগৎ এবং কার্যক্ষেত্রে সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের তোষামোদকারী।

বিষয়টির মর্মকথা হল এই যে কেন্দ্র তার নিজস্ব সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সুনিশ্চিত নয়; সে বিপ্লবের প্রচার করে না; সে মনে প্রাণে কোন বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনা করে না এবং এই ধরনের কোন সংগ্রাম এড়িয়ে যাবার জন্যে সে আশ্রয় নেয় নীরস ও অতি মার্কসবাদী শোনায় এই ধরনের পন্থার।

সোশ্যাল-শোভিনিজম হল আমাদের শ্রেণী শত্রু, ওরা হল শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনের অভ্যন্তরে বুর্জোয়া। ওরা শ্রমজীবী শ্রেণীর একটা গোষ্ঠী স্তর অথবা অংশের প্রতিনিধিত্ব করে যারা বাস্তব ক্ষেত্রে বুর্জোয়া শ্রেণী কর্তৃক ঘুষের দ্বারা বশীভূত হয়েছে (ভাল বেতন, সম্মানজনক পদ ইত্যাদি) এবং যারা তাদের নিজেদের বুর্জোয়াদের সাহায্য করে ক্ষুদ্র ও দুর্বল জাতির ওপর লুণ্ঠন ও নির্যাতন চালাতে এবং পুঁজিবাদের দ্বারা লুণ্ঠিত সম্পদের ভাগ-বাঁটোয়ারার জন্যে লড়াই করতে।

"কেন্দ্র" গঠিত হয়েছে নিয়মনিষ্ঠ পূজারীদের দ্বারা যারা আইনগত ক্ষতের ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত, সংসদীয় আবহাওয়ায় কলুষিত এবং যাদের আমলারা হাল্কা কাজ ও আরামদায়ক পদ আঁকড়ে থাকতেই অভ্যস্ত। ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বলতে গেলে ওরা মোটেই একটি পৃথক স্তর নয় তবে

শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলনের একটি অতীত স্তর থেকে রূপান্তরের প্রতিনিধিত্ব করে অর্থাৎ ১৮৭১ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যেকার স্তরকে যা প্রোলেতারিয়েতকে এর যতটুকু মূল্য তা দিয়েছিল বিশেষ করে অপরিহার্য, ধীর, অবিচল ও বিরাট আকারের সাংগঠনিক কাজের কৌশলের ক্ষেত্রে এবং তারপর একটি নতুন স্তরে যা বাস্তব ক্ষেত্রে আবশ্যিক হয়ে উঠেছিল প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শুরুর সময় যা উদ্বোধন করেছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী যুগের।

এই কেন্দ্রের প্রধান নেতা ও মুখপাত্র হলেন কার্ল কাউৎস্কি, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের (১৮৮৯-১৯১৪) অত্যন্ত প্রভাবশালী নিয়ামক, কিন্তু ১৯১৪ সালের পর মার্কসবাদী হিসাবে চূড়ান্ত পর্যায়ের দেউলিয়া, অশ্রুতপূর্ব মেরুদণ্ডহীনতার ও চরম লজ্জাকর দোদুল্যমানতা ও বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক। রাইখস্ট্যাগে এই কেন্দ্রীয় ধারার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন হাসে, লেদেবর এবং তথাকথিত শ্রমিক গোষ্ঠীর[৩৪] কমিবৃন্দ, ফ্রান্সে এর অন্তর্ভুক্ত হল লংগেট প্রেসমেন এবং সাধারণভাবে তথাকথিত সংখ্যালঘুবৃন্দ[৩৫] (মেনশেভিকরা) বৃটেনে ফিলিপ স্নোডেন, র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড এবং স্বাধীন শ্রমিক পার্টির অন্যান্য বহু নেতৃবর্গ এবং ব্রিটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টির কিছু নেতা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মরিস হিলকুইট সহ অন্যান্য আরও অনেকে, ইতালিতে, তুরাতি, ত্রিভিস, মোদিগ্লিয়ানী ও অন্যান্য, সুইজারল্যাণ্ডে রবার্ট গ্রিম এবং অন্যান্য, অস্ট্রিয়াতে ভিক্টর এ্যাডলার এবং তাঁর সহযোগীরা, রাশিয়াতে সংগঠন কমিটি পার্টির অ্যাক্সেলরড; মার্তভ চ্খিদজে, সেরেতেলি এবং অন্যান্যরা।

কখনও কখনও স্বাভাবিক ভাবেই কেউ কেউ অচেতনভাবে সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের কাছ থেকে কেন্দ্রীয় অবস্থানের দিকে চলে যায় এবং বিপরীতটিও ঘটে। প্রত্যেক মার্কসবাদীরই জানা আছে যে শ্রেণীগুলো সুস্পষ্ট যদিও ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ এক শ্রেণী থেকে অপর শ্রেণীতে অবাধে চলে যেতে পারে, সেই রকম এই ঘটনাটি সত্ত্বেও রাজনৈতিক জীবনে কোন ধারা হল একটি সুস্পষ্ট ব্যাপার, অর্থাৎ ধারাগুলোকে একীভূত করার সর্বপ্রকার চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ এক ধারা থেকে অন্য ধারায় অবাধে চলে যেতে পারেন।

৩। তৃতীয় ধারা, যেমন প্রকৃত আন্তর্জাতিকতাবাদীদের প্রতিনিধিত্ব-

কারী "বামপন্থী জিমারওয়াল্ড।" (আমরা সংযোজন হিসেবে এর ইস্তেহারকে[১০৬] পুনর্মুদ্রিত করেছি ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যাতে পাঠক, এই ঝোঁক কীভাবে সৃষ্টি হল সেই সম্পর্কে জানতে পারেন।)

এর সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য হল সোশ্যাল-শোভিনিজম ও কেন্দ্রীয় মতবাদের সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্কচ্ছেদ এবং নিজস্ব সাম্রাজ্যবাদী সরকার এবং সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সাহসিকতাপূর্ণ বিপ্লবী সংগ্রাম। এর নীতি হল: "আমাদের প্রধান শত্রু গৃহেই আছে।" সে নির্মম সংগ্রাম চালায় মধুক্ষরা সমাজতন্ত্রী শান্তিবাদী বুলির বিরুদ্ধে (একজন সমাজতন্ত্রী শান্তিবাদী হলেন, কথায় সমাজতন্ত্রী কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বুর্জোয়া শান্তিবাদী; বুর্জোয়া শান্তিবাদীরা পুঁজির প্রাধান্য খর্ব না করে এবং জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে না দিয়ে স্থায়ী শান্তির স্বপ্ন দেখেন) এবং প্রোলেতারীয় বিপ্লবী সংগ্রামের অনুকূল অবস্থা এবং বর্তমান যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত প্রোলেতারীয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাব্যতা অথবা উপযুক্ততাকে অস্বীকার করতে নিয়োজিত সর্বপ্রকার কৌশলের বিরুদ্ধে।

জার্মানীতে এই ঝোঁকের অত্যন্ত প্রভাবশালী প্রতিনিধি হল স্পার্টাকাস গোষ্ঠী অথবা আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী[১০৭], কার্ল লিবকনেট এই দলভুক্ত। কার্ল লিবকনেট হলেন এই ধারার এবং নতুন, প্রকৃত, প্রোলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার সুবিখ্যাত প্রতিনিধি।

কার্ল লিবকনেট জার্মানীর সৈন্যবাহিনী ও শ্রমিকদের ডাক দিয়েছিলেন বন্দুকের নল তাদের সরকারের দিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে। কার্ল লিবকনেট সংসদের বক্তৃতা মঞ্চ থেকে (রাইখস্ট্যাগ) খোলাখুলিভাবে তাই করেছিলেন। তিনি তারপর গেলেন বার্লিনের বৃহত্তম সাধারণ সভানুষ্ঠান মাঠে অর্থাৎ পটস্ডামার প্লাৎজ নামক সভাস্থলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে, সঙ্গে নিয়ে গেলেন বৈধ মুদ্রিত প্রচারপত্র যাতে ঘোষণা করা হয়েছিল "সরকার নিপাত যাক!" তাঁকে গ্রেপ্তার করে কঠিন পরিশ্রমের দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। তিনি এখন জার্মান অপরাধীদের জন্যে নির্দিষ্ট কারাকক্ষে অন্যান্য শত সহস্র প্রকৃত জার্মান সমাজতন্ত্রীদের মতই দণ্ড ভোগ করছেন যাদের বন্দীশালায় রাখা হয়েছে যুদ্ধবিরোধী কার্যাবলীর জন্যে।

কার্ল লিবকনেট তাঁর চিঠিপত্র ও বক্তৃতায় নির্দয়ভাবে শুধু তাঁর দলের প্লেখানভ পত্রেসভদেরই আক্রমণ করেন নি (শেইদেম্যান, লেজিয়েন, ডেভিড

ইত্যাদি ) তাঁর নিজস্ব কেন্দ্রীয় মতবাদের অনুগামী ও চ্খিদজে ও সেরেতেলিদেরও ( কাউৎস্কি, হাসে, লেদেবর ইত্যাদিরা ) আক্রমণ করেছেন।

কার্ল লিবকনেট এবং তাঁর বন্ধু অট্টো রিউল, অর্থাৎ একশ জন ডেপুটির মধ্যে এই দুজন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন, কেন্দ্র ও উগ্র স্বদেশ প্রেমিকদের মধ্যেকার ঐক্য নষ্ট করেছেন এবং ওদের সকলেরই বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। লিবকনেট একাই সমাজতন্ত্রের প্রোলেতারীয় আদর্শ ও প্রোলেতারীয় বিপ্লবের প্রতিনিধিত্ব করেন। জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক-এর অবশিষ্টাংশ রোসা লুক্সেমবার্গের ভাষায় ( স্পার্টাকাস গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দের অন্যতম এবং একজন সদস্যও ) "পুতিগন্ধময় মৃতদেহ" স্বরূপ।

জার্মানীর প্রকৃত আন্তর্জাতিকতাবাদের অপর একটি গোষ্ঠী হল বৃটেন থেকে প্রকাশিত পত্রিকা Arbeiterpoltik[১০৮], কার্যক্ষেত্রে যারা আন্তর্জাতিকতাবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত তারা হল : ফ্রান্সে লরিয়ৎ ও তাঁর বন্ধু বান্ধবেরা ( বুর্দেরন ও মারহিম সামাজিক শান্তিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে ) এবং ফরাসী Guilbeaux, যিনি জেনেভা থেকে Demain নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন; বৃটেনে "ট্রেড ইউনিয়নিস্ট"[১০৯] নামক সংবাদপত্র, ব্রিটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টির এবং, স্বাধীন শ্রমিক পার্টির কিছু সদস্য ( দৃষ্টান্তস্বরূপ রাসেল উইলিয়াম, যিনি নেতৃবর্গের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করার জন্যে খোলাখুলিভাবে ডাক দিয়েছিলেন কারণ নেতৃবর্গ সমাজতন্ত্রের প্রতি *বিশ্বাসঘাতকতা* করেছিল। ) স্কটিশ সমাজতান্ত্রিক স্কুল-শিক্ষক ম্যাকলীন, তাঁকে বৃটেনের বুর্জোয়া সরকার যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিপ্লবী লড়াই চালানোর অভিযোগে সশ্রম দণ্ডাদেশ দেয় এবং একই অপরাধে শত শত বৃটিশ সমাজতন্ত্রীদের জেলে পুরে রাখা রয়েছে। তাঁরা এবং কেবলমাত্র তাঁরাই বাস্তব ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতাবাদী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টি এবং সুবিধাবাদী সমাজতন্ত্রী পার্টিতে যারা আছেন, তাঁরা ১৯১৭ সালে "দা ইন্টারন্যাশনালিস্ট"[১১০] নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের কাজ শুরু করেন; হল্যাণ্ডে "ট্রিবিউনিস্ট"দের পার্টি যারা "De Tribune" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে ( পান্নেকুক, হারম্যান গোর্টার, উইজনকুপ এবং হেনরিয়েটা রোলাণ্ড হোলস্ট, তারা যদিও জিমারওয়াল্ডে কেন্দ্রাভূত কিন্তু এখন আমাদের দলে যোগ দিয়েছেন ); সুইডেনে লিণ্ডহাগেন, টুরে নারম্যান, কার্লসন, স্ট্রম এবং জেড. হোগলাণ্ড-এর নেতৃত্বে যুবক অথবা বামপন্থাদের পার্টি যারা জিমার

ওয়াল্ডে, ব্যক্তিগতভাবে উৎসাহী ছিল ভিমারওয়াল্ড বামপন্থী সংগঠন গড়ে তোলার জন্যে কিন্তু এখন তাঁরা যুদ্ধ বিরোধী বিপ্লবী কাজকর্মের জন্যে জেলে বন্দী হয়ে আছে ; ডেনমার্কে ট্রিয়ার এবং তাঁর বন্ধু বান্ধবরা মন্ত্রী স্টনিং-এর নেতৃত্বে পরিচালিত ডেনমার্কের খাঁটি বুর্জোয়া সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিকে ত্যাগ করেছে ; বালগেরিয়াতে "তেসনিয়াকি"' ইতালিতে নিকটতম হলেন কনস্তান্তিনো লাজারি, পার্টি সম্পাদক, সেরাতি, কেন্দ্রীয় মুখপত্র "আভান্তি"র সম্পাদক, পোল্যাণ্ডে রাদেক হানেকি এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অন্যান্য নেতৃবর্গ যারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন "আঞ্চলিক পরিচালক"দের অধীন এবং রোসা লুক্সেমবার্গ, তিসজকা এবং সোশ্যাল-ডেমোক্রাটের অন্যান্য নেতা যারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন "প্রধান পরিচালকের" অধীন ; সুইজারল্যাণ্ডে বামপন্থীদের মধ্যে যাঁরা গণভোটের যুক্তি উত্থাপন করেছিলেন (১৯১৭ সালের জানুয়ারী) তাঁদের নিজেদের দেশে এবং কেন্দ্রের সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে এবং যারা ১৯১৭ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী টসে অনুষ্ঠিত জুরিখ ক্যান্টোনাল সমাজতান্ত্রিক কনভেনশনে সুসম্বদ্ধভাবে যুদ্ধ বিরোধী বিপ্লবী প্রস্তাব পেশ করেছিলেন ; অস্ট্রিয়াতে, ফ্রিডরিখ এ্যাডলারের নবীন বামপন্থী বন্ধুবর্গ যারা ভিয়েনাস্থিত কার্ল মার্কস ক্লাবের মাধ্যমে আংশিকভাবে কাজ চালিয়েছিলেন, তা এখন প ম শক্র অস্ট্রিয় সরকার কর্তৃক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যা এ্যাডলারের জীবনকে ধ্বংস করে ফেলেছে, তাঁর অবিবেচনা প্রসূত হলেও সাহসিকতাপূর্ণভাবে মন্ত্রীকে লক্ষ্য করে গুলি চালনার ফলে।

এটা মতামতের সামান্য পার্থক্যের প্রশ্ন নয়, নিশ্চিতভাবে যার অস্তিত্ব আছে বামপন্থীদের মধ্যে। এটা হল একটা ধারার প্রশ্ন। বিষয়টা হল এই যে একটি ভয়ঙ্কর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কালে একজন আন্তর্জাতিকতাবাদী হওয়া খুব সহজ কথা নয়। এই ধরনের মানুষ খুবই কম ; কিন্তু একমাত্র এই ধরনের মানুষের ওপরই সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল ; ওরাই হল 'জনগণের একমাত্র নেতা', ওরা জনগণকে বিভ্রান্ত করে না।

সোশ্যাল-ডেমোক্রাট ও সাধারণভাবে গণতন্ত্রের মধ্যে, সংস্কারবাদী ও বিপ্লবীদের মধ্যে পার্থক্য বিষয়গতভাবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবস্থায় পরিবর্তিত হতে বাধ্য। যারা বুর্জোয়া সরকারগুলো শান্তি চুক্তি সম্পাদন করুক অথবা "শান্তির জন্যে জনগণের ইচ্ছা নির্ধারণ করুক" এই দাবীর মধ্যে

নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে সংস্কারের মধ্যে পিছলে পড়ছেন। কারণ বাস্তব ক্ষেত্রে যুদ্ধের সমস্যা একমাত্র বিপ্লবী পন্থায়ই সমাধান করা যেতে পারে।

একটি গণতান্ত্রিক ও নিপীড়ন বর্জিত শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই যুদ্ধ সমাপ্তির কোন সম্ভাবনা নেই অথবা জনসাধারণের ওপর চাপান বিপুল সুদের বোঝা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই যা দিতে হবে পুঁজিপতিদের যারা এই সম্পদ আহরণ করছে যুদ্ধ থেকে প্রোলেতারিয়েত শ্রেণীর বিপ্লবের মাধ্যমে নয়।

বুর্জোয়া সরকারের কাছে অবশ্যই বহুপ্রকারের সংস্কারের দাবী করা যেতে পারে কিন্তু কেউ মেনশেভিকবাদ সংস্কারবাদে ডুবে না গিয়ে দাবী করতে পারে না যে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সহস্র সূতোর জালে আবদ্ধ জনগণ ও শ্রেণীসমূহ ঐ জাল ছিন্ন করবেন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত না ওগুলো ছিন্ন করে ফেলা হচ্ছে ততক্ষণ যুদ্ধের বিরুদ্ধে সবরকমের কথাই প্রতারণামূলক বকবকানি হয়েই থাকবে।

"কাউৎস্কিপন্থী" ও "কেন্দ্রীয়পন্থী"রা কেবলমাত্র কথাতেই বিপ্লবী এবং কার্যক্ষেত্রে সংস্কারবাদী ওরা কেবল আন্তর্জাতিকতাবাদী এবং বাস্তব ক্ষেত্রে সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের সহযোগী।

১৯১৭ সালের ১০ই এপ্রিল (২৩)
তারিখে লিখিত।
পেত্রোগ্রাদের প্রিবই প্রকাশন
কর্তৃক সর্বপ্রথম
প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালের
সেপ্টেম্বরে।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ২৪,
পৃ: ৭৪ ৮০

# আর. এস. ডি. এল. পি (বি)-র ৭ম (এপ্রিল) অনুষ্ঠিত সারা রাশিয়া অধিবেশনে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রদত্ত প্রতিবেদন থেকে

২৪শে এপ্রিল (৭ই মে) ১৯১৭

বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রস্তাবের তিনটি অংশ আছে। প্রথমটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের দ্বারা সৃষ্ট বাস্তব অবস্থার ব্যাখ্যা করছে বিশ্ব পুঁজিবাদ যে অবস্থায় নিজেকে দেখতে পাচ্ছে; দ্বিতীয়টি আলোচনা করছে আন্তর্জাতিক প্রোলেতারীয় আন্দোলনের অবস্থা সম্বন্ধে; তৃতীয়টি আলোচনা করছে ক্ষমতা হস্তগত হওয়ার পর রুশ শ্রমজীবী শ্রেণীর কর্তব্য সম্বন্ধে। প্রথম অংশে আমি উপসংহারটি সূত্রায়িত করি এইভাবে যে যুদ্ধের সময় পুঁজিবাদ যুদ্ধ-পূর্ব অবস্থার চাইতে অধিকতর উন্নতি করেছে। সে ইতিমধ্যে উৎপাদনের সমগ্র ক্ষেত্র অধিকার করেছে। সাতাশ বছর আগে অর্থাৎ ১৮৯১ সালে, জার্মানরা যখন তাদের এরফুর্ট কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল, তখন এঙ্গেলস বলেছিলেন যে কেউ পুঁজিবাদকে পরিকল্পনাবিহীন[111] উৎপাদন ব্যবস্থা বলে আর ব্যাখ্যা করতে পারছিল না। এখন সেটা অপ্রচলিত; একবার যদি ট্রাস্ট সৃষ্টি হয় তাহলে পরিকল্পনার অভাব থাকবে না। পুঁজিবাদ বিরাট বিরাট পদক্ষেপ ফেলেছে, বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীতে এবং গত পঁচিশ বছরে যা হয় নি, যুদ্ধ তার চাইতে অনেক বেশী কিছু করে দিয়েছে। শিল্পের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বৃটেন ও জার্মানীতে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণভাবে একচেটিয়া অধিকার রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া অধিকারের চেহারা নিয়েছে। ঘটনাবলীর বাস্তব অবস্থা থেকে দেখা যায় যে যুদ্ধ পুঁজিবাদী উন্নতিতে দ্রুততর করেছে, যা পুঁজিবাদ থেকে সাম্রাজ্যবাদের দিকে অগ্রসর হয়েছে এবং একচেটিয়া অধিকার থেকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে। এইসব কিছুই সমাজতান্ত্রিক

বিপ্লবকে নিকটতর করেছে এবং এর উপযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এই ভাবে যুদ্ধের ফলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নিকটতর হয়েছে।

যুদ্ধের পূর্বে বিশ্বের আর যে কোন রাষ্ট্রের তুলনায় বৃটেন অধিকতর পরিমাণে স্বাধীনতা ভোগ করত। এই বিষয়টির ওপর ক্যাডেট ধরনের রাজনীতিজ্ঞরা সবিশেষ জোর দিয়েছেন। ওদেশে স্বাধীনতা ছিল কারণ সেখানে কোন বিপ্লবী আন্দোলন ছিল না। যুদ্ধ তৎক্ষণাৎ একটা পরিবর্তন নিয়ে আসে। যে দেশে দশকের পর দশক ধরে সমাজতান্ত্রিক সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার কোন চেষ্টাই করা হয় নি, সেখানে জারতন্ত্রীসুলভ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, যার ফলে সমস্ত জেলখানাই সমাজতন্ত্রীদের দ্বারা ভরে ওঠে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ওখানকার পুঁজিপতিরা বলপ্রয়োগ ব্যতিরেকে জনসাধারণের ওপর শাসন চালাতে শিখেছিল এবং যদি ওরা শক্তির আশ্রয় নিয়ে থাকে তাহলে এর অর্থ হল এই যে ওরা উপলব্ধি করে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে উঠছে, তাই এছাড়া ওদের করণীয় আর কিছু নেই।

প্রথম সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় ১৯২১ সালে এন. লেনিন (ভি. উলিয়ানভ) রচিত রচনাবলীর চতুর্দশ খণ্ডের দ্বিতীয়াংশে।

সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ২৪, পৃঃ ২৪০-৪১

# যুদ্ধ ও বিপ্লব থেকে

## ১৯১৭ সালের ১৪ই ( ২৭শে ) মে. তারিখে প্রদত্ত ভাষণ

অতি সাম্প্রতিক কালে সংবাদপত্রে এবং প্রতিটি জনসভায় এত ঘন ঘন যুদ্ধ ও বিপ্লবের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয়েছে যে সম্ভবতঃ আপনাদের মধ্যে অনেকেই শুধু যে প্রশ্নটির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সুপরিচিত হয়ে উঠেছেন তাই নয় একঘেয়েমির জন্যে বিরক্তও হয়েছেন। আমি এখনও পর্যন্ত এই জেলায় কোন পার্টিতে অথবা ঐ বিষয়ে কোন জনসভায় বক্তৃতা করার সুযোগ পাই নি এবং সেইজন্যে আমার আশঙ্কা আমি সম্ভবতঃ পুনরাবৃত্তি করে ফেলব অথবা সেই সব প্রশ্ন বিশদভাবে আলোচনা করব না যা আপনাদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

আমার মনে হয় যুদ্ধের প্রশ্নে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি সাধারণতঃ উপেক্ষিত হয়—যা একটা প্রধান বিষয় যার ওপর যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় এবং যা নিয়ে এত বিরোধ অর্থাৎ অর্থহীন নৈরাশ্যজনক, ও অলস বিতর্ক, আমি বলব এটা হল যুদ্ধের শ্রেণী চরিত্র : কি কারণে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, কোন কোন শ্রেণী এই যুদ্ধ চালাচ্ছিল এবং কি কি ঐতিহাসিক এবং ইতিহাস-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি থেকে এর উদ্ভব হয়েছিল। যুদ্ধের প্রশ্ন সম্পর্কে যে ভাবে জনসভায় ও পার্টির সভায় আলোচনা হয় আমি তাকে যতদূর অনুসরণ করতে পেরেছি তার থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি যে এই বিষয়টি সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির কারণ হল, প্রায়শঃই যখন যুদ্ধের প্রশ্নটি সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তখন আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষায় কথা বলি।

মার্কসবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থাৎ আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সমাজতন্ত্রীদের দ্বারা কেমন করে যুদ্ধের মূল্যায়ন করতে হবে এবং এর প্রতি কি দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে হবে সম্পর্কিত যে কোন আলোচনার প্রধান বিষয় হল এই : কিসের জন্যে এই যুদ্ধ চালান হচ্ছে এবং

কোন কোন শ্রেণী এই যুদ্ধ শুরু করেছে এবং চালাচ্ছে। আমরা মার্কস-বাদীরা সেই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে পড়ি না যারা নির্বিচারে সবরকম যুদ্ধেরই বিরোধী। আমরা বলি আমাদের লক্ষ্য হল সমাজের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অর্জন যা মানব জাতিকে ভাগ করা বন্ধ করে, মানুষ কর্তৃক মানুষের ওপর এবং রাষ্ট্র কর্তৃক রাষ্ট্রের ওপর শোষণ বন্ধ করে, অবশ্যম্ভাবীরূপে যুদ্ধের সম্ভাবনা-কেই দূর করবে। কিন্তু যে লড়াই থেকে সমাজের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা জয় করে আনতে হবে তাতে আমাদের অবধারিত রূপে বহু পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে যার অধীনে প্রতিটি নির্দিষ্ট জাতির অভ্যন্তরের শ্রেণীসংগ্রাম ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে, যে যুদ্ধ এই শ্রেণী সংগ্রামেরই ফলস্বরূপ। তাই আমরা বিপ্লবী যুদ্ধের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিতে পারি না অর্থাৎ যে যুদ্ধ শ্রেণী সংগ্রাম থেকে সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ বিপ্লবী শ্রেণীসমূহ যে যুদ্ধ চালায়, যে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও তাৎক্ষণিক বিপ্লবী গুরুত্ব আছে। এর সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া আরও কঠিন হয় যখন আমরা স্মরণ করি যে গত শতাব্দীতে অর্থাৎ ১২৫-১৩৫ বছরের মধ্যে ইউরোপীয় বিপ্লবের ইতিহাসে যদিও আমরা যুদ্ধ পাই যার অধিকাংশই ছিল প্রতিক্রিয়াশীল, তাহলেও এটা আমাদের বিপ্লবী যুদ্ধও দিয়েছে যেমন ঐক্যবদ্ধ রাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ফরাসী বিপ্লবী জনগণের লড়াই, পশ্চাৎপদ সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপে। জনগণের প্রতি কোন শঠতাই পশ্চিম ইউরোপে এবং পরবর্তী-কালে এখানে, রাশিয়াতে এত অধিক পরিমাণে প্রচারিত হয় নি যতটা চর্চা করা হয়েছে বিপ্লবী যুদ্ধের উদাহরণ উদ্ধৃত করে। কেবল যুদ্ধ আর যুদ্ধ। আমাদের এ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে কি কি ঐতিহাসিক কারণে এই যুদ্ধের সৃষ্টি হয়েছিল। কোন কোন শ্রেণী এই যুদ্ধ চালাচ্ছিল এবং তাদের লক্ষ্য ছিল কি কি। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা এটা উপলব্ধি করছি ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের সব কথাই অবশ্যই অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে এবং সৃষ্টি করবে আলোর বদলে উত্তাপ। সেইজন্য আপনারা আজকের আলোচ্য বিষয় রূপে যুদ্ধ ও বিপ্লবকে গ্রহণ করেছেন দেখে আমি বিষয়টির এই দিকটা বিশদ আলোচনা করার ইচ্ছা করি।

আমরা সকলেই ক্লজউইৎজ-এর নীতির সঙ্গে পরিচিত, যিনি যুদ্ধের ইতিহাস ও দর্শন বিষয়ে একজন প্রখ্যাত লেখক, তিনি বলছেন: "যুদ্ধ হচ্ছে অন্যান্য পন্থার সাহায্যে নীতিকে অব্যাহত রাখা।" এই নীতিটি আগে

একজন লেখকের কাছ থেকে যিনি যুদ্ধ ইতিহাসের সমীক্ষা করেছেন এবং নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের স্বল্পকাল পর এর থেকে দার্শনিক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। এই লেখক যাঁর মৌলিক চিন্তাগুলো নিঃসংশয়ে প্রতিটি চিন্তাশীল মানুষের কাছে পরিচিত, তিনি প্রায় আশি বছর আগে যুদ্ধ সম্পর্কে অজ্ঞ তুচ্ছ মানুষের চিন্তার বিরোধিতা করেছিলেন সংশ্লিষ্ট সরকার ও শ্রেণীর নীতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হিসেবে, কিন্তু অতি সাধারণ আক্রমণ বলেই শান্তির বিঘ্ন ঘটায় এবং তার পরই বিঘ্নিত শান্তি পুনঃ স্থাপনের কাজ চলে, এইটুকু বলা যায় "ওদের মধ্যে একটা লড়াই হয়েছিল কিন্তু পরে মিটে যায়।" এটা হল চূড়ান্ত অজ্ঞতাপ্রসূত অভিমত, যাকে বহু বছর আগে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল যে কোন ঐতিহাসিক যুগের যুদ্ধের মোটামুটি সযত্ন বিশ্লেষণের দ্বারা।

যুদ্ধ হল অন্যান্য পন্থার দ্বারা নীতি অব্যাহত রাখা। সমস্ত যুদ্ধই সেই রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত যা তাকে সৃষ্টি করে। যে নীতি একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্র, সেই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী কর্তৃক যুদ্ধের পূর্বে দীর্ঘদিন ধরে অনুসৃত হয়ে আসছিল যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী রূপে চলতে থাকার আগে, যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সেই শ্রেণীর ক্রিয়াকলাপের পদ্ধতিটাই শুধু বদলায়।

যুদ্ধ হল অন্যান্য পন্থার দ্বারা নীতি অব্যাহত রাখা। যখন ফরাসী বিপ্লবী শহরবাসী এবং বিপ্লবী কৃষকরা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করেছিল বিপ্লবী উপায়ে এবং প্রতিষ্ঠা করেছিল গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের—যখন ওরা সম্রাটের কাজকে কমিয়ে দিয়েছিল এবং ভূম্যধিকারীদের কাজকেও বিপ্লবী কায়দায় কমিয়ে দিয়েছিল—তখন বিপ্লবী শ্রেণীর ঐ নীতি অবশ্যই অবশিষ্ট সমস্ত স্বৈরতন্ত্রী, জারতন্ত্রী, সাম্রাজ্যবাদী এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে অব্যাহত থাকা ফ্রান্সের বিজয়ী বিপ্লবী শ্রেণীর এই নীতি ছিল যুদ্ধ যার মধ্যে ইউরোপের সমস্ত রাজতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহ, তাদের বিখ্যাত মোর্চা গঠন করে বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল একটা প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধে। ঠিক যেমন দেশের অভ্যন্তরে ফ্রান্সের বিপ্লবী জনতা এই সব প্রথম বিপ্লবী শক্তির এমন পরিচয় দিয়েছিল যা সে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আর কখনও দেয় নি, ঠিক তেমনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে যুদ্ধের সময় সে পরিচয় দিয়েছিল। এই

ধরনের বিশাল আকারের বিপ্লবী সৃষ্টিশীলতার যখন সে তার রণ-কৌশলের সামগ্রিক পরিবর্তন করেছিল, সর্বপ্রকার পুরনো যুদ্ধরীতি ও প্রথা বর্জন করেছিল, পুরনো সৈন্যদলের বদলে প্রতিষ্ঠা করেছিল বিপ্লবী গণবাহিনী এবং যুদ্ধের নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিল। আমার মনে এই উদাহরণটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে, এর মধ্যে পরিষ্কারভাবে প্রদর্শিত হয়েছে সেই সব বিষয় যা বুর্জোয়া সাংবাদিকরা এখন সর্বদাই ভুলে যান যখন ওরা ফিলিস্তিনীয় কুসংস্কার এবং পিছিয়ে পড়া জনগণের অজ্ঞতা সম্পর্কে দালালি করেন, যারা প্রতিটি রাষ্ট্রের পূর্বে অনুসৃত নীতি ও প্রতিটি যুদ্ধের মধ্যেকার নিবিড় অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক যোগসূত্র, প্রতিটি শ্রেণী যারা যুদ্ধের পূর্বে শাসন করেছে এবং তথাকথিত "শান্তিপূর্ণ" উপায়ে তাদের উদ্দেশ্য সাধন করেছে তাদের মধ্যেকার যোগসূত্রকে উপলব্ধি করতে পারে না। তথাকথিত কারণ যে নিষ্ঠুর শক্তির প্রয়োজন ছিল উপনিবেশসমূহে শান্তির শাসন সুনিশ্চিত করার জন্যে তাকে কোনক্রমেই শান্তিপূর্ণ বলা যায় না।

ইউরোপে শান্তি বিরাজ করছিল কিন্তু এর কারণ হল উপনিবেশসমূহের কোটি কোটি মানুষের উপর ইউরোপীয় জাতিসমূহের প্রভুত্ব অব্যাহত রাখা হয়েছিল অবিরাম ও অবিচ্ছিন্ন যুদ্ধের মাধ্যমে যাকে আমরা ইউরোপীয়রা মোটেই যুদ্ধ বলে মনে করি না, কারণ প্রায়ই এই সবের যা চেহারা ফুটে ওঠে তা কেবলমাত্র নিষ্ঠুর হত্যালীলার সঙ্গেই তুলনীয়, অর্থাৎ নিরস্ত্র জনসাধারণের ওপর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড। বিষয়টি হল এই যে আমরা যদি জানতে চাই কী নিয়ে এই বর্তমান যুদ্ধ তাহলে সর্ব প্রথমে আমাদের সাধারণভাবে সমগ্র ইউরোপীয় শক্তিসমূহের অনুসৃত নীতির পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। আমরা এই বা সেই উদাহরণ, অথবা এই বা সেই বিষয় কখনই গ্রহণ করব না যাকে সামাজিক ঘটনা থেকে চাপ দিয়ে বার করে নেওয়া যায় এবং যা অর্থহীন, কারণ ঠিক তার বিপরীত ধর্মী একটি উদাহরণ অতি সহজেই উদ্ধৃত করা যেতে পারে। আমরা গ্রহণ করব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের সমগ্র ব্যবস্থা ও সমগ্র নীতিকে, যদি আমরা উপলব্ধ করতে চাই কেমন করে বর্তমান যুদ্ধ অবিচল ভাবে ও অবধারিত রূপে এই ব্যবস্থা থেকে জন্মলাভ করে।

আমরা স্থিরভাবে বিশেষ করে পুঁজিবাদী সংবাদপত্রসমূহের চেষ্টাকে

লক্ষ্য করে যাচ্ছি—সে রাজতন্ত্রীই হোক আর সাধারণতন্ত্রীই হোক—যারা বর্তমান যুদ্ধের মধ্যে একটা ঐতিহাসিক অর্থ খুঁজে বার করতে চাইছে, যা তার জানা নেই। উদাহরণস্বরূপ অন্য কোন পন্থাই ফরাসী সাধারণতন্ত্রে এত অধিকবার গ্রহণ করা হয় নি বর্তমান যুদ্ধকে যতখানি উপস্থিত করা হয়েছে ১৭৯২ সালের মহান ফরাসী বিপ্লবের যুদ্ধসমূহের অনুপূর্বক অংশ হিসাবে অব্যাহত রাখার জন্যে। ফরাসী জনসাধারণকে, ফরাসী শ্রমিক এবং সমস্ত দেশের শ্রমিকদের ফাঁকি দেবার জন্যে যে কৌশল অবলম্বিত হয়েছে তা সেই পরিমাণে সুবিস্তৃত নয় যে পরিমাণে আমাদের যুগে অন্য যুগের দুর্বোধ্য ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে অথবা চেষ্টা করা হয়েছে বর্তমান বিষয়গুলোকে এমন ভাবে উপস্থাপন করতে যেন সাধারণতন্ত্রী ফ্রান্স স্বাধীনতাকে রক্ষা করছে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে। ঐ সময় অর্থাৎ ১৭৯২ সালে যে নগণ্য বিষয়টি দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল তা হল ফ্রান্সের যুদ্ধটা চালাচ্ছিল একটা বিপ্লবী শ্রেণী যে এটা তুলনাবিহীন বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল এবং অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করেছিল ফরাসী রাজতন্ত্রকে চূড়ান্তরূপে ধ্বংস করে এবং বিপ্লবী সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে ঐক্যবদ্ধ রাজতন্ত্রী ইউরোপের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়ে।

ফ্রান্সের যুদ্ধ ছিল বিপ্লবী শ্রেণীর নীতিকে অব্যাহত রাখার জন্যে, যা বিপ্লবকে চালিয়ে নিয়ে গেছে, সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছে, অতুলনীয় শৌর্যের সঙ্গে ফরাসী পুঁজিপতি ও ভূম্যধিকারীদের সঙ্গে ফয়সালা করেছে এবং একটি বিপ্লবী যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে সংযুক্ত রাজতন্ত্রী ইউরোপের বিরুদ্ধে সেই নীতিকে অব্যাহত রেখে।

বর্তমানে আমাদের সামনে যা আছে তা প্রধানতঃ হল দু'টো লীগ অর্থাৎ পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর দুটো গোষ্ঠী। আমাদের সামনে রয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহ—যেমন বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা ও জার্মানী—যারা কয়েক দশক ধরে নিরলসভাবে একটা অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার নীতি অনুসরণ করে এসেছে, যার লক্ষ্য ছিল সারা বিশ্বে প্রভুত্ব কায়েম করা, ছোট ছোট রাষ্ট্রকে অধীনস্থ করা এবং ব্যাঙ্ক মূলধনের উপর তিন থেকে দশগুণ মুনাফা অর্জন করা যা সারা দুনিয়াকে তার প্রভাবের জালে আটকে ফেলেছে। এটাই হল, বৃটেন ও জার্মানীর নীতি বলতে যা বোঝায় তা। আমি এই ঘটনাটির উপর জোর দিই। এই ঘটনাটির উপর আরও বেশী

জোর দেওয়া যাবে না, কারণ আমরা যদি এটা ভুলে যাই তাহলে কখনও আমরা উপলব্ধি করতে পারব না কী নিয়ে এই যুদ্ধটা এবং তখন আমরা যে কোন বুর্জোয়া প্রচারকের অতি সহজ শিকারে পরিণত হব যে প্রচারক চেষ্টা করে চলেছে আমাদের উপর মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করতে।

দুটি পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর দুটি দৈত্য বৃটেন ও জার্মানীর আসল নীতি, যারা তাদের নিজ নিজ মিত্রদের নিয়ে একে অপরের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে, যা যুদ্ধর পূর্বে কয়েক দশক ধরে ওরা অনুসরণ করে আসছিল, সেই নীতিকে অনুশীলন করতে হবে এবং সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করতে হবে। যদি আমরা তা না করতাম তাহলে আমরা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তাকেই এবং সমগ্র সমাজ বিজ্ঞানকেই অবহেলা করতাম না, আমরা বর্তমান যুদ্ধ সম্পর্কে কোন ধারণাই করতে পারতাম না। আমরা নিজেদের মিল্যুকভের কুক্ষগত করে ফেলতাম, অর্থাৎ সেই প্রতারক, যে শোভিনিজম ও ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে যে পদ্ধতিতে বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলেছিল তা নির্বিচারে সর্বত্র প্রযুক্ত হয়েছে, যে পদ্ধতি সম্পর্কে ক্লজউইৎজ আট বছর আগে লিখে গেছেন, তখন তিনি সেই মতবাদকে বিদ্রূপ করেছিলেন যা আজও কেউ কেউ পোষণ করে থাকেন যেমন, জাতিগুলো শান্তিতে বসবাস করত এবং এখন ওরা লড়াই করছে। যেন এটা সত্যি ছিল! কেমন করে যুদ্ধের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করা যাবে সেই দেশ কর্তৃক অনুসৃত অতীত নীতির ফলাফল বিবেচনা না করে অথবা রাষ্ট্রসমূহের নির্দিষ্ট ব্যবস্থাবলীর ও নির্দিষ্ট শ্রেণীর উপর প্রতিক্রিয়া বিবেচনা না করে? আমি পুনরায় বলছি: এটা হল একটা মূলগত বিষয় যা প্রায়শঃই উপেক্ষা করা হয়। এই বিষয়টা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলে যুদ্ধ সম্পর্কিত আলোচনার ৯/১০ অংশই তর্ক তাঁক ও শব্দাড়ম্বরে পরিণত হবে। আমরা বলি আপনি যদি যুদ্ধরত উভয় গোষ্ঠীর কয়েক দশক ধরে অনুসৃত নীতিগুলো অনুশীলন না করে থাকেন—আকস্মিক বিষয় এবং যেখান সেখান থেকে উদ্ধৃত উদাহরণকে এড়িয়ে যাবার জন্যে—যদি আপনি না দেখিয়ে থাকেন এই যুদ্ধে পূর্বেকার নীতির উপর কী প্রভাব বিস্তার করেছিল তাহলে আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন না কিসের জন্যে এই যুদ্ধ।

এই নীতিগুলো আমাদের একটিমাত্র জিনিস দেখায়—বিশ্বের বৃহত্তম দুটি

দৈত্যের মধ্যে অবিরাম অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। অর্থাৎ পুঁজিবাদী অর্থনীতির মধ্যেকার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে। একদিকে আমাদের সামনে আছে বৃটেন, একটি দেশ যে বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলের মালিক, একটি দেশ যে সম্পদের দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ, সে এই সম্পদ তার নিজের শ্রমিকদের পরিশ্রমের দ্বারা অর্জন করে নি, অর্জন করেছে অসংখ্য উপনিবেশের ওপর শোষণ চালিয়ে তার ব্যাঙ্কের বিশাল ক্ষমতার সাহায্যে যার বিকাশ ঘটেছে. শীর্ষ স্থানীয় হিসাবে অন্যগুলোকে নগণ্য একটি গোষ্ঠীতে পরিণত করে, চার কি পাঁচটা অতি বৃহৎ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করে যারা বিলিয়ন বিলিয়ন রুবল লেনদেন করে এবং এমনভাবে লেনদেন করে যাতে একে অতিরঞ্জিত না করেও বলা যায় যে পৃথিবীতে এমন একখণ্ড জমিও নেই যার ওপর এই পুঁজি তার ভারী হাত স্থাপন করে নি, এমন এক খণ্ড জমিও নেই বৃটিশ পুঁজি যাকে সহস্র সুতোর জালে জড়িয়ে ফেলে নি! শতাব্দীর শুরুর সঙ্গে সঙ্গে এই পুঁজির পরিমাণ এত বৃদ্ধি পেল যে এর কার্যাবলী পৃথক পৃথক রাষ্ট্র সীমানা পার হয়ে বহু দূর প্রসারিত হল এবং প্রভূত সম্পদশালী বিশালকায় ব্যাঙ্ক গোষ্ঠীর পত্তন করল। এই ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কগোষ্ঠী সৃষ্টির পর সারা পৃথিবীকে সে তার বিলিয়নের জালে জড়িয়েছে। এটাই হল বৃটেনের অর্থনৈতিক নীতির সারমর্ম এবং ফ্রান্সেরও তাই। যার সম্পর্কে কয়েকজন ফরাসী লেখকও আছেন, কেউ কেউ আবার 'ল্যুমানিতে' পত্রিকার প্রবন্ধকারও, এই পত্রিকাটি এখন প্রাক্তন সমাজতন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণে (প্রকৃতপক্ষে লাংসিসের মত অর্থনীতি বিষয়ে প্রখ্যাত লেখকের চাইতে কোন অংশে কম নয়) যুদ্ধের বহু বছর পূর্বে বলেছিলেন: "ফ্রান্স হল অর্থনৈতিক রাজতন্ত্র, ফ্রান্স হল অর্থনৈতিক গোষ্ঠীতন্ত্র ফ্রান্স হল বিশ্বের ঋণদাতা।"

অপরদিকে এর বিরোধীরা প্রধানতঃ ইঙ্গ-ফরাসী গোষ্ঠী, আমরা অপর একটি পুঁজিবাদী গোষ্ঠীকে পাই, যারা আরও বেশী হিংস্র এবং আরও বেশী লুণ্ঠনকারী, এমন একটি গোষ্ঠী যারা পুঁজিবাদী ভোজের টেবিলে এসেছিল যখন সব কটি আসনই পূর্ণ ছিল কিন্তু যারা সংগ্রামে পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিকাশ সাধনের নতুন পদ্ধতি, উন্নত কৌশল ও শ্রেষ্ঠতর সংগঠনের প্রবর্তন করেছে, যা প্রাচীন পুঁজিবাদকে, অর্থাৎ অবাধ প্রতিযোগিতার যুগের পুঁজিবাদকে রূপান্তরিত করেছে, বৃহৎ ট্রাস্ট, সিণ্ডিকেট এবং কার্টেলে। এই গোষ্ঠীই প্রবর্তন করেছে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদী উৎপাদন, পুঁজিবাদের

বিরাট শক্তি এবং রাষ্ট্রের বিরাট শক্তিকে যুক্ত করে একটি যন্ত্রে পরিণত করে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের একক যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণাধীন করে। এখানেই অর্থনৈতিক ইতিহাস, এখানেই কূটনীতির ইতিহাস বহু দশককে জড়িয়ে, যার থেকে কেউই বেরিয়ে যেতে পারবে না। এটাই হল একমাত্র নির্দেশ চিহ্ন যার থেকে যুদ্ধ সমস্যার প্রকৃত সমাধানের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে; এটা আপনাকে এই সিদ্ধান্তে নিয়ে আসে যে বর্তমান যুদ্ধও সেই সব শ্রেণী অনুসৃত নীতিরই ফলস্বরূপ যারা এর দ্বারা আটকে পড়েছে। বিরাটকায় দুটি দৈত্য যারা যুদ্ধের বহু পূর্বে সমগ্র দুনিয়াকে আটক করেছিল তাদের অর্থনৈতিক শোষণের জালে এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে পৃথিবীকে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল নিজেদের মধ্যে। তাদের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য কারণ পুঁজিবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বময় ক্ষমতার পুনর্বিভাজন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে।

প্রাচীন বিভাগের ভিত্তি ছিল এই ঘটনাটি যে বহু শতাব্দী ধরে বৃটেন তার পূর্বেকার প্রতিযোগীদের ধ্বংস করে এসেছে। প্রাক্তন প্রতিযোগীদের মধ্যে একটি হল হল্যাণ্ড যে এক সময় সারা বিশ্বে প্রাধান্য স্থাপন করেছিল। অপরটি হল ফ্রান্স যে প্রায় শতাব্দীকাল ধরে প্রাধান্য অর্জনের লড়াই চালিয়ে এসেছে। বেশ কয়েকটি দীর্ঘস্থায়ী লড়াই-এর পর বৃটেন তার অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও বাণিজ্যিক পুঁজির জোরে বিশ্বে তার অপ্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৮৭১ সালে একটি নতুন লুণ্ঠনকারীর আবির্ভাব হল, একটি নতুন পুঁজিবাদী শক্তির জন্ম হল যে বৃটেনের তুলনায় অত্যন্ত দ্রুত বেগে উন্নতি ঘটিয়ে চলল। এটাই হল মূল ঘটনা। আপনি অর্থনীতির ইতিহাস সম্পর্কে এমন একখানা বই পাবেন না যেখানে এই তর্কাতীত বিষয়টিকে স্বীকার করা হয় নি—বিষয়টি হল জার্মানীর দ্রুততর উন্নতি। জার্মানীতে পুঁজিবাদের এই দ্রুত উন্নতির অর্থ হল একটি তরুণ ও শক্তিশালী লুণ্ঠনকারীর উন্নতি, যে ইউরোপীয় শক্তিসংঘে আবির্ভূত হয়েছিল এবং বলেছিল:

"তোমরা হল্যাণ্ডকে ধ্বংস করেছ, ফ্রান্সকে পরাস্ত করেছ, নিজেদের সহায়তা করেছ বিশ্বকে আধাআধি করে নিতে—এখন আমাদের ন্যায্য অংশ পেতে দাও"। "ন্যায্য অংশ" বলতে কি বোঝায়? পুঁজিবাদী জগতে, অর্থাৎ ব্যাঙ্কের জগতে কেমন করে এটা নিরূপিত হবে? সেখানে ক্ষমতা নির্ধারিত

হয় ব্যাঙ্কের সংখ্যার দ্বারা, সেখানে আমেরিকান ক্রোড়পতির মুখপাত্র যে ভাবে নির্দেশ দেন সেইভাবে ক্ষমতা নির্ধারিত হয়, যা মার্কিন উদারতার বৈশিষ্ট্যসূচক ভাবে ঘোষিত হয়: "বিশ্বে প্রভুত্ব করার জন্যেই ইউরোপে যুদ্ধ চালান হচ্ছে। বিশ্বে প্রভুত্ব করতে গেলে দুটো জিনিসের প্রয়োজন: ডলার ও ব্যাঙ্ক। আমাদের ডলার আছে, আমরা ব্যাঙ্ক তৈরী করব এবং আমরা বিশ্বে প্রভুত্ব করব।" এই বক্তব্যটি ঘোষণা করেছিল আমেরিকান ক্রোড়পতিদের একটি প্রভাবশালী সংবাদপত্র। আমি অবশ্যই বলব আমেরিকান ক্রোড়পতির দম্ভোক্তিমূলক উন্নাসিক বক্তব্যে সহস্রগুণ বেশী সত্য নিহিত আছে বুর্জোয়া মিথ্যাবাদীদের হাজার হাজার প্রবন্ধের চাইতে যারা বোঝাতে চায় যে এই যুদ্ধ চালান হচ্ছে জাতীয় স্বার্থে, জাতীয় প্রশ্নে এবং এই ধরনের সর্বাংশে মিথ্যা বলে যায় যা ইতিহাসকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেয় এবং জার্মান শিকারী পশুর বিষয়টিকে বিচ্ছিন্ন একটি উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করে যে বেলজিয়াম আক্রমণ করেছিল। বিষয়টি নিঃসন্দেহে সত্যি। লুণ্ঠনকারীদের এই গোষ্ঠী ভয়ংকর হিংস্রতা সহ বেলজিয়াম আক্রমণ করেছিল কিন্তু এরা সেই একই কাজ করেছিল যা অন্য দল গতকাল করেছিল অন্য উপায়ে এবং আজ করছে অন্যান্য জাতির ওপর।

যখন আমরা দখলদারী সম্পর্কে যুক্তি উত্থাপন করি—এবং এটা সেই প্রশ্নটির ওপর প্রভাব বিস্তার করে যা আমি আপনাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করছি অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্কের ইতিহাস হিসাবে যা বর্তমান যুদ্ধ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে—যখন আমরা দখলদারী সম্পর্কে আলোচনা করি তখন আমরা সর্বদাই ভুলে যাই যে এগুলো সাধারণ ভাবে হল যুদ্ধ কিসের জন্যে তা জানতে, এটা হল দখলীকৃত অঞ্চলকে ছাঁটাই করার জন্যে, আরও পরিষ্কার ভাবে বললে দাঁড়ায়, দুটি দস্যু দলের দ্বারা লুণ্ঠিত সম্পদ ভাগাভাগি। যখন আমরা দখলদারী সম্পর্কে আলোচনা করি আমরা অনবরত পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হই যা বৈজ্ঞানিকভাবে বললে বলা চলে সমালোচনার উপযুক্ত হয় না এবং যা জনসাধারণের সাংবাদিকতার পদ্ধতি হিসাবে সুনিশ্চিত ভাবে দম্ভোক্তিমাত্র। একজন শোভিনিস্ট অথবা সোশ্যাল-শোভিনিস্টকে জিজ্ঞাসা করুন জার্মানা দ্বারা দখলীকৃত শব্দের অর্থ কি, সে আপনাকে একটি চমৎকার ব্যাখ্যা দেবে কারণ সে ওটা খুব ভালভাবে বোঝে। কিন্তু সে কখনই দখলদারী সম্পর্কে সাধারণ

সংজ্ঞার কোন অনুরোধেরই জবাব দেবে না যা ওদের সকলের ক্ষেত্রেই সপ্রযোজ্য—অর্থাৎ জার্মানী, বৃটেন ও রাশিয়ার ক্ষেত্রে। সে কখনই তা করবে না। "রেচ" যখন ( তত্ত্ব থেকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যাওয়ার সময় ) "প্রাভদা"র প্রতি অবজ্ঞাসূচক উক্তি করে বলে "প্রাভদার এই সব অনুগামী কারল্যাণ্ডকে দখলদারীর একটি উদাহরণ হিসাবে বিবেচনা করেন।" আপনারা কেমন করে এই সব ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলবেন। আমরা জবাব দিয়েছিলাম: "অনুগ্রহ করে আমাদের দখলদারী সম্পর্কে এমন সংজ্ঞা দিন যা প্রযুক্ত হতে পারে জার্মান ইংরেজ ও রুশদের ওপর এবং আমরা যুক্ত করি যে হয় আপনারা এই বিষয়টিকে এড়িয়ে যান আর না হয় আমরা এখানেই আপনাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করব"—"রেচ" উচ্চ-বাচ্য করে নি। আমরা মনে করি কোন সংবাদপত্র তা সে সাধারণভাবে শোভিনিস্টদেরই হোক অথবা সোশ্যাল-শোভিনিস্টদেরই হোক, যারা সোজাসুজিভাবে বলে যে পিতৃভূমিকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে, তারা কোন দিনই দখলদারী সম্পর্কে কোন সংজ্ঞা দেয় নি যা জার্মানী ও রাশিয়া এই উভয় রাষ্ট্রেই প্রযোজ্য হবে, অর্থাৎ যে কোন দিকেই প্রযোজ্য হবে।

এই সহজ কারণের জন্যে সে এটা করতে পারে না যে এই যুদ্ধ হল দখল-দারীর নীতি অব্যাহত রাখা, অর্থাৎ সাম্রাজ্য জয়ের একটা নীতি, অর্থাৎ যুদ্ধের সংশ্লিষ্ট উভয় গোষ্ঠীর পক্ষে পুঁজিবাদী দস্যুতা। সুস্পষ্টরূপেই যে প্রশ্ন সম্পর্কে এই দুটি দস্যু দলের কে প্রথমে ছুরি তুলেছিল সেটা আমাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। কয়েক দশক ধরে এই দুটি গোষ্ঠীর নৌ ও সামরিক ব্যয়ের ইতিহাসটাই ধরা যাক, বড় যুদ্ধের পূর্বে যে সব ছোটখাটো যুদ্ধ এরা চালিয়েছিল তার ইতিহাস দেখা যাক—"ছোট" কারণ এই সব যুদ্ধে খুব কম সংখ্যক ইউরোপীয়ই নিহত হয়েছিল অথচ তাদের অধীনস্থ জাতির শত শত ও সহস্র সহস্র মানুষ এই যুদ্ধে নিহত হয়েছিল, অধীন জাতিসমূহকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মোটেই জাতি বলা যায় না ( আপনি সুস্পষ্টভাবে ওদের এশীয় ও আফ্রিকীয় জাতি বলতে পারেন না ) ; এই সব জাতির বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধ নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, যাদের সরাসরি গুলি করে ও মেশিনগানের সাহায্যে হত্যা করা হয়েছে। আপনি কি এগুলোকে যুদ্ধ বলবেন ? সুস্পষ্টভাবে বলতে গেলে ওগুলো মোটেই যুদ্ধ ছিল না এবং

আপনি ওগুলোর কথা ভুলেও যেতে পারেন। জনসাধারণকে চূড়ান্তরূপে প্রতারণা করার এই হল ওদের নীতি।

বর্তমান যুদ্ধ হল রাজ্যাধিকারের নীতিকে অব্যাহত রাখা, সমস্ত জাতিসত্তাকে গুলি করে খতম করা:—আফ্রিকায় জার্মান ও বৃটিশ কর্তৃক অবিশ্বাস্য ধরনের নিষ্ঠুর অত্যাচার এবং পারস্যে বৃটেন ও রাশিয়া কর্তৃক নির্মম অত্যাচার—তার মধ্যে কে কত বেশী অত্যাচার করেছে তা বলা শক্ত। এই সব কারণের জন্যেই জার্মান পুঁজিবাদ ওদের শত্রু হিসাবে গণ্য করেছিল। ওরা বলেছিল, হায়, তোমরা শক্তিমান কারণ তোমরা ধনী? কিন্তু আমরা অধিকতর শক্তিমান, সেই জন্যে আমাদেরও একই "পবিত্র" অধিকার আছে লুণ্ঠন করার। এটাই হল যুদ্ধের আগে বেশ কয়েক দশক ধরে চালু জার্মান বৃটিশ লগ্নী পুঁজির ইতিহাসের পরিণতি। এটাই হল রুশ-জার্মান, ইঙ্গ-রুশ, এবং জার্মান-বৃটিশ সম্পর্কের পরিণতি। এখানে আপনি যুদ্ধ কী নিয়ে তার একটা ইঙ্গিত পাবেন। সেই জন্যে যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে চলতি কাহিনী হল নিছক শঠতা ও দম্ভোক্তি। লগ্নীপুঁজির ইতিহাস ভুলে গিয়ে, পুনর্বিভাজন নিয়ে ধীরে ধীরে কেমন করে এই যুদ্ধের আবহাওয়া গড়ে উঠেছিল তার ইতিহাস ভুলে ওরা বিষয়টিকে এই রকমভাবে উত্থাপন করে:

দুটি রাষ্ট্র শান্তিতে বসবাস করছিল, তারপর এক রাষ্ট্র অপরটিকে আক্রমণ করে, আক্রান্ত রাষ্ট্রটি পাল্টা লড়াই করে। সমস্ত বিজ্ঞান ও সমস্ত ব্যাঙ্কের কথা ভুলে গেল, জাতিসমূহকে বলা হল অস্ত্র তুলে নিতে, কৃষকদেরও তাই বলা হল, যারা রাজনীতির কিছুই জানত না। ওদের একমাত্র করণীয় কাজ ছিল পাল্টা লড়াই করা। এই ধরনের যুক্তি অনুসারে যুক্তিপূর্ণ বিষয়টি হল সমস্ত সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া, সমস্ত বই পুড়িয়ে ফেলা এবং সংবাদপত্রে দখলদারী সম্পর্কিত সমস্ত সংবাদের উল্লেখ বন্ধ করা। এই পদ্ধতিতে দখলদারী সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গী যুক্তিপূর্ণ। ওরা দখলদারী সম্পর্কে কোন সত্য কথা বলতে পারে না, কারণ রাশিয়া-বৃটেন ও জার্মানীর সমগ্র ইতিহাসই হল অবিরাম দখলদারী কায়েম করার নির্মম ও রক্তাক্ত ইতিহাস। পারস্য ও আফ্রিকাতে নিষ্ঠুর যুদ্ধ চালিয়েছিল উদারনৈতিকরা যারা ভারতে রাজনৈতিক অপরাধীদের বেত্রাঘাত করেছিল দাবী-দাওয়া উত্থাপন করার সাহস দেখানোর অপরাধে যার সপক্ষে রাশিয়াতে লড়াই চলছিল। ফরাসী ঔপনিবেশিক সৈন্যরাও মানুষের ওপর অত্যাচার চালিয়েছে। এখানে

আপনি পাবেন ইতিহাস পূর্ব অবস্থা ও নজীরহীন লুণ্ঠনের প্রকৃত ইতিহাস।" এই সমস্ত শ্রেণীর এই হল নীতি, সেই নীতির অব্যাহত ধারাই হল বর্তমান যুদ্ধ। সেই জন্যে দখলদারীর প্রশ্নে আমরা যে জবাব দিই তা ওরা দিতে পারে না, আমরা যখন বলি যে, যে কোন রাষ্ট্র যখন অধিকাংশ অধিবাসীর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত না হয়ে, সম্রাট অথবা সরকারের সিদ্ধান্তের ফলে অন্য কোন রাষ্ট্রের সংগে যুক্ত হয় তখন তাকে বলা হয় দখল। দখলদারী বর্জন করার অর্থ হল প্রতিটি রাষ্ট্রকে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের অধিকার দান করা অথবা তার যে কোন পছন্দসই রাষ্ট্রের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে বাস করার অধিকার মেনে নেওয়ার এই ধরনের একটি জবাব প্রতিটি শ্রমিকের কাছে অত্যন্ত পরিষ্কার যারা অন্ততঃ কিছু পরিমাণে শ্রেণী সচেতন।

প্রথম প্রকাশ
২৩শে এপ্রিল, ১৯২৯ সালে
*প্রাভদার* ১৩নং সংখ্যায়

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ২৪,
পৃঃ ৩৯৮-৪০৭

# রাষ্ট্র ও বিপ্লব থেকে

*তৃতীয় পরিচ্ছেদ*

## রাষ্ট্র ও বিপ্লব
## ১৮৭১ সালের প্যারী কমিউনের অভিজ্ঞতা
## মার্কসের বিশ্লেষণ

### ১। কী কারণে কমিউনার্ডরা বীরোচিত কাজে হাত দিয়েছিল ?

এটা ভালভাবেই জানা যে ১৮৭০ সালের শরৎকালে, কমিউনের কয়েকমাস পূর্বে মার্কস প্যারিস কর্মীদের সাবধান করে দিয়েছিলেন যে সরকারকে উৎখাতের যে কোন প্রচেষ্টা মূর্খতা ও হতাশায় পরিণত হবে। কিন্তু ১৮৭১ সালের মার্চে যখন একটা নির্ধারক লড়াই কর্মীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হল তখন ওরা একে গ্রহণ করেছিল ; যখন অভ্যুত্থান একটি সত্য ঘটনায় পরিণত হল, মার্কস পরম উল্লাসে প্রোলেতারীয় বিপ্লবকে অভিনন্দিত করেছিলেন প্রতিকূল লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও। মার্কস "অসময়োচিত" আন্দোলনের নিন্দা করার জন্যে পণ্ডিতী দৃষ্টিভঙ্গী আঁকড়ে থাকেননি যেমন করেছিল মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত কলঙ্কিত দলত্যাগী রুশীয় প্লেখানভ যে ১৯০৫ সালের নভেম্বরে সোৎসাহে শ্রমিক কৃষকদের সংগ্রাম সম্বন্ধে লিখেছিল, কিন্তু ১৯০৫ সালের ডিসেম্বরের পর উদারনৈতিক কায়দায় চ্যাঁচাতে শুরু করেছিল : "ওদের অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়া উচিত হয় নি।"

মার্কস অবশ্য কমিউনার্ডদের কাজে কেবল যে উৎসাহ বোধ করেছেন তা নয়, তিনি বলেছেন, ওরা "স্বর্গে ঝড় তুলেছিল।" যদিও ব্যাপক বিপ্লবী গণ আন্দোলন তার লক্ষ্য সাধন করতে পারে নি কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এটাকে বিবেচনা করেছেন অসীম গুরুত্বসম্পন্ন ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা বিশ্ব প্রলেতারীয় বিপ্লবের একটি সুনির্দিষ্ট অগ্রগতি, একটি বাস্তব পদক্ষেপ হিসাবে যা শত শত কর্মসূচী ও যুক্তির চাইতে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

মার্কস এই অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছেন, এর থেকে কৌশল-গত শিক্ষা গ্রহণ করতে এবং এর আলোকে তাঁর তত্ত্বকে পুনর্বিবেচনা করতে। মার্কস কমিউনিস্ট ইস্তেহারে যে একটি মাত্র সংশোধনের প্রয়োজন মনে করেছিলেন তা তিনি করেছিলেন প্যারিসের কমিউনার্ডদের বিপ্লবী অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে।

কমিউনিস্ট ইস্তেহারের নতুন জার্মান সংস্করণের শেষ মুখবন্ধে লেখকদ্বয়ের স্বাক্ষর ছিল, তারিখ ছিল ২৪শে জুন, ১৮৭২ সাল। এই মুখবন্ধে লেখকদ্বয় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস বলছেন যে "কমিউনিস্ট ইস্তেহারের অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচী "কিছু পরিমাণে অচল হয়ে গেছে" এবং তাঁরা আরও বলেন :

> একটা বিষয় কমিউনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছিল, যেমন 'শ্রমজীবী শ্রেণী সরাসরি; তৈরী রাষ্ট্রযন্ত্রকে, নিজের উদ্দেশ্য সাধনে পরিচালনা করতে পারে না.........'১১২

ওপরের কথাগুলো মার্কস রচিত "ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ" নামক গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে।

এইভাবে মার্কস ও এঙ্গেলস প্যারী কমিউনের একটি মূল ও প্রধান শিক্ষাকে এত অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেছিলেন যার জন্যে কমিউ-নিস্ট ইস্তেহারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন করেছিলেন।

অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যসূচকভাবে, এই সংশোধনটি সুবিধাবাদীদের দ্বারা বিকৃত হয়েছে, এবং অর্থ সম্ভবতঃ $\frac{৯}{১০}$ অংশেরই অজানা অথবা কমিউনিস্ট ইস্তেহারের পাঠকদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জনের কাছেই অজ্ঞাত। আমরা এই ধরনের বিকৃতি সম্পর্কে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব পরবর্তী একটি অধ্যায়ে যেখানে বিকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

এখানে এটা লক্ষ্য করিলেই যথেষ্ট হবে যে মার্কসের পূর্বোদ্ধৃত বিখ্যাত বক্তব্যের প্রচলিত জঘন্য "ব্যাখ্যা," তাতে বলা হয়েছে ক্ষমতা দখল করতে মার্কস স্ববিরোধিতার ধীরে ধীরে বিকাশ ঘটানোর ওপর জোর দিয়েছেন ইত্যাদি।

সত্যি ঘটনা হল, বিষয়টি ঠিক তার বিপরীত। মার্কসের তত্ত্ব হল এই যে শ্রমিকশ্রেণী "তৈরী করা রাষ্ট্র যন্ত্রকে" ভেঙে ফেলবে এবং চুরমার

করে দেবে এবং কেবলমাত্র দখল করে রাখার ওপরই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবে না।

১৮৭১ সালের ১২ই এপ্রিল, কমিউনের সময় মার্কস কুগেলম্যানকে লিখেছিলেন:

"যদি আপনি আমার "অষ্টাদশ ব্রুমেয়ারের" শেষ অধ্যায়টির প্রতি দৃষ্টি-পাত করেন তাহলে আপনি দেখতে পাবেন আমি বলেছি, যে ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী চেষ্টা পূর্বেকার মত আমলাতান্ত্রিক সামরিক কাঠামোকে হস্তান্তর করায় পর্যবসিত হবে না. চেষ্টা হবে একে চুরমার করে ফেলা এবং মহাদেশে জনগণের প্রতিটি প্রকৃত বিপ্লবের পূর্বশর্তই হল এই। এই কাজটাই প্যারিসে আমাদের বীর পার্টি কমরেডরা চেষ্টা করছেন সম্পন্ন করতে" (New Zeit, খণ্ড ২০, ১ ১৯০১-২, পৃঃ ৭০৯) [কুগেলম্যানের কাছে লেখা মার্কসের চিঠি রাশিয়াতে অন্ততঃপক্ষে দুটি সংস্করণে বেরিয়েছে, এর মধ্যে একটির সম্পাদনা করেছি আমি এবং একটি মুখবন্ধও লিখেছি।]*

এই কথাগুলো, যেমন, "আমলাতান্ত্রিক সামরিক যন্ত্রকে চুরমার করতে রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিপ্লব চলাকালে প্রলেতারিয়েতের কর্তব্য সম্পর্কে মার্কসবাদের প্রধান শিক্ষাকেই সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করে। এটাই সেই শিক্ষা যাকে সম্পূর্ণরূপে কেবল অস্বীকার করাই হয় নি, সুস্পষ্টরূপে বিকৃত করা হয়েছে মার্কসবাদের কাউৎস্কিসুলভ প্রচলিত "ব্যাখ্যার" দ্বারা।

মার্কস কর্তৃক অষ্টাদশ ব্রুমেয়ারের উল্লেখ প্রসংগে আমরা পূর্বেই সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদগুলোর পূর্ণ উদ্ধৃতি দিয়েছি।

মার্কসের উপরোদ্ধৃত যুক্তির মধ্যে বিশেষ করে দুটি বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করে। প্রথমটিতে, তিনি তাঁর সিদ্ধান্তকে মহাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন। এটা বোঝা গিয়েছিল ১৮৭১ সালে যখন বৃটেন ছিল খাঁটি পুঁজি-বাদী রাষ্ট্রের আদর্শ, তবে সামরিক চক্রান্তকারী গোষ্ঠী এবং অনেকাংশে আমলাতন্ত্র বর্জিত। মার্কস তাই বৃটেনকে বাইরে রেখেছিলেন, যেখানে বিপ্লব, এমন কি গণ-বিপ্লবও সম্ভব বলে অনুমিত হয়েছিল এবং বাস্তবিকই সম্ভব ছিল "তৈরি রাষ্ট্র যন্ত্রকে" চুরমার করার পূর্বশর্ত ব্যতিরেকেই।

আজ, ১৯১৭ সালে, প্রথম বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়ে মার্কস কর্তৃক

* দ্রষ্টব্য, সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ১২, পৃঃ ১০৪-১২—সম্পাদক

আরোপিত সীমাবদ্ধতার কার্যকারিতা নেই। বৃটেন ও আমেরিকা উভয়েই সমগ্র বিশ্বের এ্যাঙ্গলো-স্যাক্সন স্বাধীনতার বৃহত্তম ও সর্বশেষ প্রতিনিধি, এই অর্থে যে তাদের কোন সামরিক চক্রান্তকারী গোষ্ঠী ও আমলাতন্ত্র ছিল না, তাঁরা সর্ব ইউরোপীয় আমলাতান্ত্রিক-সামরিক সংস্থাসমূহের নোংরা ও নৃশংসতার কুণ্ডে নিমজ্জিত হয়েছেন যা সব কিছুকেই তাঁদের পদানত করে এবং সব কিছুকেই দমন করে রাখে। আজ বৃটেন ও আমেরিকাতেও জনগণের প্রতিটি প্রকৃত বিপ্লবের পূর্বশর্ত হল "তৈরী করা রাষ্ট্র যন্ত্রকে" ভেঙ্গে চুরমার করা ও ধ্বংস করা (যে যন্ত্রকে ঐ সব রাষ্ট্রে ১৯১৪-১৭ সালের মধ্যে ইউরোপীয় সাধারণ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছিল)।

দ্বিতীয়তঃ বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে মার্কসের অত্যন্ত গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ এই মন্তব্যের উপর যে আমলাতান্ত্রিক সামরিক রাষ্ট্রযন্ত্রের ধ্বংস সাধনই হল "প্রতিটি প্রকৃত গণ-বিপ্লবের পূর্বশর্ত।" গণ-বিপ্লবের এই চিন্তা মার্কসের কাছ থেকে আসছে বলে অদ্ভুত মনে হয় যেহেতু রুশ প্লেখানভের অনুগামীরা ও মেনশেভিকরা; এবং স্ত্রুভের অনুগামীরা যারা মার্কসবাদীরূপে পরিচিত হতে ইচ্ছুক, তারা সম্ভবতঃ এই ধরনের বক্তব্যকে মার্কসের "ভুল" বলে ঘোষণা করতে পারত। ওরা মার্কসবাদকে উদারনৈতিক বিকৃতির দ্বারা এমনই নিম্নস্তরে নামিয়ে এনেছিল যে ওদের পক্ষে বুর্জোয়া বিপ্লব ও প্রোলেতারীয় বিপ্লবের বাইরের ধর্মিতা ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না এবং এই বিপরীত ধর্মিতাকেও ওরা ব্যাখ্যা করেছিল একেবারে প্রাণহীন ভাবে।

আমরা যদি বিংশ শতাব্দীর বিপ্লবগুলোকে উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করি তাহলে অবশ্যই আমাদের মেনে নিতে হবে যে পর্তুগীজ ও তুর্কী বিপ্লব, এই দুটোই ছিল বুর্জোয়া বিপ্লব। এদের কোনটাই অবশ্য "গণ"-বিপ্লব নয় কেন না এর কোনটার মধ্যেই অধিকাংশ জনগণ সক্রিয়ভাবে স্বাধীনভাবে ও লক্ষণীয় পরিমাণে তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবী-দাওয়া নিয়ে এগিয়ে আসে নি। বিপরীত দিকে, যদিও ১৯০৫-০৭ সালের রুশ বুর্জোয়া বিপ্লব কখনও কখনও পর্তুগীজ ও তুর্কী বিপ্লবের অবস্থায় পড়ে ও এই ধরনের চমৎকার সাফল্য দেখাতে পারে নি, তবুও এটা নিঃসন্দেহে ছিল প্রকৃত জনগণের বিপ্লব, কারণ ব্যাপক মানুষ, তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, নিম্নতম স্তরের

সামাজিক গোষ্ঠী, যারা নির্যাতন ও শোষণের দ্বারা বিপর্যস্ত হয়েছিল, তারা স্বাধীনভাবে জেগে উঠেছিল এবং বিপ্লবের সমগ্র যাত্রাপথে অঙ্কিত করে দিয়েছিল তাদের দাবীর কথা, নিজস্ব ধারায় ধ্বংসোন্মুখ পুরানো সমাজের পরিবর্তে একটি নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা দিয়ে।

১৮৭১ সালে ইউরোপীয় মহাদেশে প্রোলেতারিয়েত কোন রাষ্ট্রেই জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল না। "জনগণের" একটি বিপ্লব বললে অধিকাংশকেই স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়, জনগণের বিপ্লব হবে তখনই যদি সে কৃষক ও প্রোলেতারিয়েতকে অঙ্গীভূত করে নেয়। এই দুটি শ্রেণীর দ্বারাই জনগণ গঠিত হয়। এই দুটি শ্রেণী ঐক্যবদ্ধ হয়—"আমলাতান্ত্রিক সামরিক রাষ্ট্রযন্ত্র" কর্তৃক তাদের উপর দমন, পীড়ন ও শোষণ চালানোর ফলে। এই যন্ত্র ধ্বংস করা ও ভেঙে ফেলাই হল প্রকৃত জনগণের সংখ্যা গরিষ্ঠের, শ্রমিকদের ও অধিকাংশ কৃষকদের স্বার্থ এবং এটাই হল গরীব চাষী ওপ্রোলেতারিয়েতের মধ্যে অবাধ মৈত্রীর পূর্বশর্ত অথচ এই ধরনের মৈত্রী ব্যতিরেকে গণতন্ত্র স্থায়ী হতে পারে না এবং সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরও অসম্ভব। এটা সকলেরই জানা যে প্যারী কমিউন প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের একটি মৈত্রীর জন্যেই কাজ করে যাচ্ছিল যদিও অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বহু কারণের জন্যে সে তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে নি।

ফলে, প্রকৃত জনগণের বিপ্লব প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মার্কস, পাতি বুর্জোয়াদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে কোন প্রকারে খাটো না করে ( তিনি তাদের সম্পর্কে বিশদভাবে এবং বহুবার আলোচনা করেছেন ) ১৮৭১ সালে ইউরোপের অধিকাংশ মহাদেশীয় রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিদ্যমান শ্রেণী শক্তিসমূহের প্রকৃত ভারসাম্যের চুলচেরা হিসেব নিয়েছিলেন। অপরদিকে তিনি বলেছিলেন যে রাষ্ট্রযন্ত্রের ধ্বংস সাধনের প্রয়োজন শ্রমিক ও কৃষক উভয়ের স্বার্থে যা তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছে এবং তাদের সামনে তুলে ধরেছে সাধারণ কর্তব্য হিসাবে পরজীবীদের উৎখাত করা এবং এর জায়গায় নতুন কিছু প্রবর্তন করার কাজ। প্রকৃতপক্ষে কিসের দ্বারা ?

১৯১৭ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে লেখা
১৯১৮ সালে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়
প্রকাশক : ঝিজন-ই-জনানিয়ে
পেত্রোগ্রাদ।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ২৫
পৃঃ ৪১৩-১৭

# "বামপন্থী" ছেলেমানুষী এবং পাতি-বুর্জোয়া মনোবৃত্তি থেকে

নিম্নোক্ত অংশটুকুও অত্যন্ত শিক্ষণীয়।

আমরা যখন কেন্দ্রীয় পরিচালক* সমিতিতে কমরেড বুখারিনের সঙ্গে তর্ক করছিলাম, তখন অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তিনি এটাও ঘোষণা করেছিলেন যে বিশেষজ্ঞদের উচ্চ বেতনের প্রশ্নে "আমরা" ( সুস্পষ্টভাবেই "বামপন্থী কমিউনিস্টদের"১১৩ বোঝান হয়েছে) "লেনিনপন্থার চাইতে দক্ষিণপন্থার দিকে বেশী" ঝুঁকেছিলাম, কারণ এই ক্ষেত্রে "আমরা" নীতি থেকে কোন বিচ্যুতি লক্ষ্য করি নি, মার্কসের এই কথা স্মরণ রেখে যে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় শ্রমজীবী শ্রেণীর পক্ষে "ওদের সমগ্র গোষ্ঠীকে কিনে ফেলা" অধিকতর সুবিধাজনক হয় ( যেমন পুঁজিপতিদের সমগ্র গোষ্ঠী অর্থাৎ বুর্জোয়াদের কাছ থেকে ভূমি, কলকারখানা, শিল্প কেন্দ্র ও উৎপাদনের অন্যান্য উপায় ক্রয় করতে )।

অত্যন্ত আগ্রহোদ্দীপক এই বক্তব্য সর্বপ্রথমেই দেখায় যে বুখারিনই হলেন শীর্ষস্থানীয় এবং তিনিই বামপন্থী সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদীদের চাইতে উচ্চে অবস্থান করেন, তিনি কোনক্রমেই বাক্যবিন্যাসের পক্ষে নিরাশা নিয়ে আটকে থাকেন না, অপর পক্ষে, এই পরিবর্তনের বাস্তব অসুবিধা-গুলোকে চিন্তা করে বার করতে সচেষ্ট যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও সুকঠিন পরিবর্তন—অর্থাৎ পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে বিবর্তনের।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এই বক্তব্য বুখারিনের ভ্রান্তিকে আরও প্রকট করে তোলে।

মার্কসের তত্ত্বকে আরও যত্ন সহকারে আলোচনা করা যাক। মার্কস, গত শতাব্দীর সত্তরের দশকের বৃটেন সম্পর্কে বলেছিলেন অর্থাৎ একচেটিয়া

* দ্রষ্টব্য, সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ২৭, পৃ: ৩১০।—সম্পাদক

কারবারের পূর্বে পুঁজিবাদের চরম বিকাশ লাভের কাল সম্পর্কে। ঐ সময় বৃটেন এমন একটা দেশ ছিল যেখানে আমলাতন্ত্র ও সামরিক মনোবৃত্তি অন্যান্য দেশের তুলনায় ততটা প্রাধান্য বিস্তার করে নি, সেখানে সমাজতন্ত্রের পক্ষে "শান্তিপূর্ণ" জয়লাভের সবচাইতে বেশী সম্ভাবনা ছিল তবে তা হল শ্রমিকরা বুর্জোয়াদের কিনে ফেলেছে এই অর্থে। মার্কস বলেছিলেন যে কোন বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে শ্রমিকরা নিশ্চয়ই বুর্জোয়াদের ক্রয় করতে অস্বীকার করবে না। মার্কস নিজে অথবা ভাবীকালের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃবর্গ বিপ্লবকে কার্যকরী করার আকার, পদ্ধতি ও উপায় সম্বন্ধে কোন প্রতিশ্রুতি দেন নি। তিনি খুব ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে অসংখ্য সমস্যার উদ্ভব হবে. বিপ্লব চলাকালে সমগ্র পরিস্থিতিরই বদল ঘটবে এবং বদল ঘটবে চূড়ান্তরূপে এবং বারবার।

তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্বন্ধে কী বলা যায়? এটা কি পরিষ্কার নয় যে প্রোলেতারিয়েত কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পর এবং শোষক শ্রেণী সশস্ত্র প্রতিরোধ ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যাবলীর দমন করার পর কিছু কিছু অবস্থা বিদ্যমান থাকবে যা সেই সব অবস্থার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ যা অর্ধ শতাব্দী পূর্বে বৃটেনেও থাকতে পারত যদি সেখানে শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে রূপান্তরের কাজ শুরু হত? নিম্নলিখিত কারণগুলোর জন্যে বৃটেনে পুঁজিপতি গোষ্ঠীকে শ্রমজীবীদের অধীন করার নিশ্চয়তা দান করা যেত: (১) কৃষক শ্রেণীর অনুপস্থিতির কারণে অধিবাসীদের মধ্যে শ্রমিকদের ও প্রোলেতারিয়েতের একক সংখ্যাধিক্যতা (সত্তরের দশকে বৃটেনে কৃষিজীবী শ্রমিকদের মধ্যে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ছড়িয়ে পড়বে এরকম আশা করা হত); (২) ট্রেড ইউনিয়নসমূহে প্রোলেতারিয়েতের চমৎকার সংগঠন (ঐ সময়ে বৃটেনই ছিল এ বিষয়ে অগ্রণী রাষ্ট্র); (৩) তুলনামূলকভাবে উচ্চতর স্তরের সংস্কৃতি সম্পন্ন প্রোলেতারিয়েত, যাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিকাশের দ্বারা শিক্ষা দান করা হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে; (৪) আপস আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা মিটিয়ে ফেলার জন্যে সুসংগঠিত বৃটিশ পুঁজিপতিদের পুরানো অভ্যাস—ঐ সময় বৃটিশ পুঁজিপতিরা বিশ্বের অন্যান্য যে কোন রাষ্ট্রের পুঁজিপতিদের চাইতে অনেক বেশী সুসংগঠিত ছিল। (এই শ্রেষ্ঠত্ব এখন জার্মানীর অধিকারে)। এই সমস্ত ঘটনাবলীই ঐ সময়ে এই চিন্তার সৃষ্টি করেছিল

যে বৃটিশ পুঁজিপতিদের শান্তিপূর্ণ উপায়ে শ্রমজীবীদের অধীনস্থ করা সম্ভব ছিল।

বর্তমান কালে আমাদের রাষ্ট্রে এই অধীন করার নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে, মূলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নির্দিষ্ট ভূমিকার দ্বারা। (অক্টোবরের জয় এবং অক্টোবরের থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত পুঁজিপতিদের সশস্ত্র প্রতিরোধ ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ দমন)। কিন্তু অধিবাসীদের মধ্যে শ্রমিক ও প্রোলেতারিয়েতের একক সংখ্যা গরিষ্ঠতার পরিবর্তে এবং ওদের মধ্যে উচ্চস্তরের সংগঠনের পরিবর্তে রাশিয়ার অভ্যন্তরে জয়ের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল যাদের আকস্মিক সর্বনাশের অভিজ্ঞতা আছে তাদের এবং গরীব চাষীদের কাছ থেকে লব্ধ সমর্থন। সবশেষে, আমাদের না আছে উচ্চস্তরের সংস্কৃতি আর না আছে আপসে মীমাংসার অভ্যাস। এই দুটি বাস্তব শর্ত যদি যত্ন সহকারে বিবেচনা করা হয় তাহলে এটা পরিষ্কার হবে যে আমরা পারি এবং আমাদের উচিত দুটো পদ্ধতিকে একই সঙ্গে কাজে লাগানো। একদিকে আমরা নির্মমভাবে দমন* করব ববর পুঁজিপতিদের যারা "রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদের" সঙ্গে কোন ব্যাপারে জড়িত হতে অস্বীকার করে এবং যে কোন আকারের মীমাংসায় আসতে অস্বীকার করে এবং মুনাফা অর্জনের দ্বারা ও গরীব চাষীদের ঘুষের দ্বারা বশীভূত করে সোভিয়েত কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাবলীকে বানচাল করে দেবার চেষ্টা চালিয়ে যায়। অপরদিকে আমরা

* এই ক্ষেত্রেও আমরা সত্যকে দেখব মুখমণ্ডলে। এখনও আমাদের মধ্যে নির্মমতার খুব সামান্যই আছে যা সমাজতন্ত্রের সাফল্যের জন্যে অপরিহার্য এবং আমাদের খুব কমই আছে তবে তার কারণ এই নয় যে আমাদের দৃঢ়তার অভাব আছে। আমাদের যথেষ্ট দৃঢ়তা আছে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের যা নেই তা হল অতি দ্রুততার সঙ্গে মুনাফাবাজ ও বেআইনীভাবে অর্থ উপায়কারী ও পুঁজিপতিদের যথেষ্ট সংখ্যায় পাকড়াও করার অক্ষমতা—অর্থাৎ যারা সোভিয়েত কর্তৃক গৃহীত নিয়মকানুন লঙ্ঘন করে। এই কাজ করার সক্ষমতা অর্জিত হতে পারে কেবলমাত্র হিসাব ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের দ্বারা। আরেকটি বিষয় হল এই যে আদালতগুলো যথেষ্ট পরিমাণে দৃঢ় নয়। ঘুষখোর ব্যক্তিদের গুলি করে মৃত্যুদণ্ড দেবার পরিবর্তে ওরা ছ'মাসের কারাদণ্ড দেয়। এই দুটি ত্রুটিরও সেই একই সমাজিক উৎস আছে: পাতি বুর্জোয়া উপাদান-সমূহের প্রভাব এবং এর কোমলতা।

অবশ্যই আপস মীমাংসার পদ্ধতিকে কাজে লাগাব অথবা সুসভ্য পুঁজিপতিদের ক্রয় করার পদ্ধতিকে কাজে লাগাব, যে পুঁজিপতিরা "রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন পুঁজিবাদ"কে মেনে নেন এবং যাঁরা একে চালু রাখতে সক্ষম এবং যাঁরা প্রোলেতারিয়েতের কাছে বৃহত্তম উদ্যোগগুলোর অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সংগঠক-রূপে সহায়ক, যা প্রকৃতপক্ষে কোটি কোটি মানুষের প্রয়োজনীয় পণ্য যোগায়।

বুখারিন মার্কসবাদী অর্থনীতির একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি। তাই তিনি স্মরণ করেন যে মার্কস অত্যন্ত সঠিক ছিলেন যখন তিনি শ্রমিকদের বৃহৎ উৎপাদক সংস্থাগুলোকে রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলেন, বিশেষ করে সমাজতন্ত্রে রূপান্তরকে সহজ করার জন্যে। মার্কস শিখিয়েছিলেন যে (ব্যতিক্রম হিসাবে, এবং বৃটেন তখন একটি ব্যতিক্রমই ছিল) পুঁজিপতিদের ভাল দাম দেওয়া অথবা ওদের ক্রয় করে ফেলার তত্ত্বটি চিন্তাযোগ্য ছিল যদি ঘটনা এই রকম দাঁড়ায় যাতে পুঁজিপতিদের শান্তিপূর্ণ উপায়ে আত্মসমর্পণ করাতে বাধ্য করা যেত এবং সুসংস্কৃত ও সুসংগঠিত পথে ওরা সমাজতন্ত্রের পক্ষ নিত তবে যদি ওদের অর্থ দেওয়া হত।

কিন্তু বুখারিন ভুল পথ ধরেছিলেন কারণ তিনি বর্তমান সময়ে রাশিয়ার পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহের যথেষ্ট গভীরে প্রবেশ করেন নি— একটা অদ্ভুত অবস্থা যখন আমরা অর্থাৎ রুশ প্রোলেতারিয়েতরা বৃটেন অথবা জার্মানীর চাইতে রাজনৈতিক শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে ও শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে অগ্রগামী কিন্তু সব চাইতে পেশী পিছিয়ে পড়া পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রের চাইতে উৎকৃষ্ট "রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন পুঁজিবাদ" সংগঠনের ক্ষেত্রেও সংস্কৃতির স্তর ও সমাজতন্ত্র "প্রবর্তনের" জন্যে বস্তুগত ও উৎপাদনশীল প্রস্তুতির পরিমাণের ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছি।

এটা কি পরিষ্কার নয় যে বর্তমান পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট প্রকৃতি "ক্রয়" করার একটা সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করে যা শ্রমিকদের অবশ্যই দিতে চাওয়া উচিত পুঁজিবাদীদের মধ্যে অত্যন্ত সংস্কৃতিবান, অত্যন্ত কুশলী ও সুদক্ষ সংগঠকদের যারা সোভিয়েত সরকারের কাজে যোগদান করতে ও সম্ভাব্য বৃহত্তম আকারে রাষ্ট্রীয় উৎপাদন ব্যবস্থাকে সততার সঙ্গে সংগঠিত করার কাজে সহায়তা করতে প্রস্তুত? এটা কি পরিষ্কার নয়

যে এই সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করব দুটি ত্রুটিকে এড়িয়ে যেতে, এই ত্রুটিই হল পাতি-বুর্জোয়া চরিত্রের? একদিকে এটা ঘোষণা করা মর্মান্তিক ভুল হবে যে, যেহেতু আমাদের অর্থনৈতিক "শক্তিসমূহ" ও রাজনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে গরমিল আছে, তাই এর থেকে "বেরিয়ে আসে" যে আমাদের ক্ষমতা দখল না করাই উচিত ছিল। এই ধরনের যুক্তি উপস্থাপিত হতে পারে কেবলমাত্র একজন মাফলার[১১৪] জড়ানো ব্যক্তির দ্বারা যিনি ভুলে যান যে সর্বদাই এই ধরনের "গরমিল" থাকবে এবং সর্বদাই প্রকৃতি ও সমাজের বিকাশের ক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকবে—বেশ কিছু সংখ্যক ধারাবাহিক প্রচেষ্টার দ্বারা, যার প্রতিটি পৃথক পৃথকভাবে হবে একপেশে এবং কিছু পরিমাণে সামঞ্জস্যহীনতায় ভুগবে এবং পূর্ণ সমাজতন্ত্র সৃষ্টি হবে সমস্ত রাষ্ট্রের প্রোলেতারিয়েতের বিপ্লবী সহযোগিতার দ্বারা।

অপরদিকে যারা কেবল বুলি আওড়ায় ও চাঁচায় তাদের অবাধ স্বাধীনতা দিলে একটা মস্ত ভুল করা হবে যারা নিজেদের দ্যুতিময় বিপ্লবী উন্মাদনার দ্বারা বাহিত হয়ে যেতে দেবে কিন্তু যারা চিন্তাশীলতা ও সতর্কতার সঙ্গে বিপ্লবী ক্রিয়াকর্মকে বাঁচিয়ে রাখতে অক্ষম বা রূপান্তরকালের অত্যন্ত কষ্টকর স্তরসমূহকে হিসাবের মধ্যে ধরে।

*প্রাভদার* ৮৮, ৮৯ ও ৯০ নং সংখ্যায় ১৯১৮ সালের ৯ই, ১০ ও ১১ই মে প্রকাশিত হয়।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ২৭, পৃঃ ৩৪২-৪৬

# মস্কোর ট্রেড ইউনিয়নসমূহ ও কারখানা কমিটিগুলির চতুর্থ অধিবেশনে বর্তমান পরিস্থিতির ওপর বিতর্কের জবাব থেকে

## ২৮শে জুন, ১৯১৮

১৯১৪ সালে আন্তর্জাতিক ভেঙে যায় কারণ সমস্ত দেশে শ্রমিকরা তাদের স্ব-স্ব রাষ্ট্রের বুর্জোয়াদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং নিজেদের শ্রেণীতে ভাঙন ধরায়। এখন এই ভাঙন রোধ করা হচ্ছে। আপনি সম্ভবতঃ বৃটেনে সাম্প্রতিক কালে পড়েছেন যে একজন স্কটিশ ইস্কুল মাস্টার ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ম্যাকলীনকে দ্বিতীয় বারের জন্যে শাস্তি দান করা হয় পাঁচ বছরের কারাদণ্ড—যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য উদ্ঘাটন করার জন্যে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অপরাধমূলক চরিত্র উদ্ঘাটন করার জন্যে। তিনি যখন মুক্তি পান তখন বৃটেনে সোভিয়েত সরকারের একজন প্রতিনিধি ছিলেন, নাম তাঁর লিতভিনভ, যিনি তৎক্ষণাৎ ম্যাকলিনকে রুশ সাধারণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের বৃটেনস্থ প্রতিনিধি অর্থাৎ কনসালরূপে কার্যে নিযুক্ত করেন, স্কটিশ শ্রমিকরা এই নিয়োগে সোৎসাহে উল্লাস প্রকাশ করেছিল। বৃটিশ সরকার পুনরায় ম্যাকলীনের ওপর অত্যাচার শুরু করে এবং এবার শুধুমাত্র একজন ইস্কুল মাস্টার হিসাবে নয়, সোভিয়েত সাধারণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের কনসাল হিসাবেও। ম্যাকলীন জেলে আবদ্ধ কারণ তিনি প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সরকারের প্রতিনিধিরূপে কাজ করেছেন; আমরা কখনও এই ব্যক্তিটিকে দেখি নি, তিনি স্কটিশ শ্রমিকদের প্রিয় নেতা, তিনি কখনও আমাদের পার্টিভুক্ত ছিলেন না—কিন্তু আমরা তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছি; রুশ ও স্কটিশ শ্রমিকরা বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি এই ঘটনা সত্ত্বেও, যে বৃটিশ সরকার চেকোস্লোভাকদের[১১৭] কিনে ফেলেছে

এবং যেন তেন প্রকারেণ রুশ সাধারণতন্ত্রকে যুদ্ধে জড়াবার চেষ্টা করে চলেছে। এটাই হল প্রমাণ যে সমস্ত দেশে, যুদ্ধে তাদের অবস্থা যাই থাকুক না কেন—জার্মানী আমাদের বিরুদ্ধে লড়ছে, বৃটেন বাগদাদ গ্রাস করতে চাইছে এবং তুরস্কের টুঁটি টিপে ধরতে চেষ্টা করছে—এই সব দেশের শ্রমিকরা রুশ বলশেভিক বিপ্লবসহ রুশ বলশেভিকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে।

লিখিতভাবে একটি প্রশ্ন আমার কাছে পাঠানো হয়েছে ; প্রশ্নটি নিম্নোক্ত রূপ : "প্রতিবিপ্লবী সংবাদপত্র এখনও প্রকাশ হচ্ছে কেন ?" কারণসমূহের মধ্যে একটি হল, মুদ্রকদের মধ্যে এমন সব উপাদান আছে যাদের ঘুষ দিয়ে বুর্জোয়ারা বশীভূত করেছে। (গোলমাল, চীৎকার "এটা সত্যি নয়") আপনারা যত খুশী চ্যাঁচাতে পারেন কিন্তু আপনারা আমাকে সত্য কথা বলা থেকে নিবৃত্ত করতে পারবেন না, যা সমস্ত শ্রমিকই জানে এবং যা আমি সবে মাত্র ব্যাখ্যা করতে শুরু করেছি। একজন শ্রমিক যখন সে যা বেতন পায় তার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে বুর্জোয়া সংবাদপত্রের হয়ে কাজ করার জন্যে, যখন সে বলে : "আমি আমার উচ্চ বেতন ধরে রাখতে চাই বুর্জোয়া কর্তৃক বিষ বিক্রি এবং জনমানসকে বিষাক্ত করার কাজে সাহায্য করতে," তখন আমি বলি এটা যেন বুর্জোয়া কর্তৃক শ্রমিকদের ঘুষে বশীভূত করার মত (হর্ষধ্বনি), এই অর্থে নয় যে ব্যক্তিগতভাবে কোন ব্যক্তিকে ভাড়া করে আনা হয়েছিল, তবে এই অর্থে যে, যার মধ্যে সমস্ত মার্কসবাদী বৃটিশ শ্রমিকদের প্রসংগে বলেছেন যে ওরা ওদের পুঁজিপতি-দের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে। আপনাদের মধ্যে যারা ট্রেড ইউনিয়ন প্রচার-পত্র পড়েছেন তারা জানেন যে বৃটেনে কেবলমাত্র ট্রেড ইউনিয়নই নয়, বিশেষ বিশেষ শিল্পে শ্রমিক ও পুঁজিপতিদের মধ্যে গাঁটছড়াও আছে, দাম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এবং প্রত্যেককে লুণ্ঠন করার জন্যে। সমস্ত মার্কস-বাদী ও সমস্ত দেশের সমাজতন্ত্রীরা এই সব বিষয়কে নিন্দা করে থাকেন এবং মার্কস ও এঙ্গেলসের সঙ্গে শুরু করে বলেন যে এমন সব শ্রমিক আছেন যারা তাঁদের অজ্ঞতা ও কারিগরী স্বার্থের কারণে বুর্জোয়াদের দ্বারা ঘুষে বশীভূত হওয়াকে মেনে নেন। তাঁরা তাঁদের জন্মগত অধিকার অর্থাৎ সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের অধিকারকে বিক্রি করে দিয়েছেন পুঁজিপতিদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের নিজের দেশের ও নিজের শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠ, নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত শ্রমিকদের বিরুদ্ধে। সেই একই ব্যাপার এখানেও ঘটছে। যখন কোন

কোন নির্দিষ্ট শ্রমিক গোষ্ঠী এই ঘটনাটি বলেন যে আমরা যে বিষয়গুলো মুদ্রণ করি তা হল আফিম, বিষ বা মিথ্যা ও উত্তেজনা ছড়ায় ; এগুলোর সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই. আমরা উচ্চ বেতন পাই এবং অন্য কারুর জন্যে আমাদের মাথাব্যথা নেই—আমরা ঐ ধরনের শ্রমিকদের বর্জন করি। আমার প্রচার পত্রে আমরা সর্বদাই খোলাখুলিভাবে বলেছি : "এই ধরনের শ্রমিকরা শ্রমজীবী শ্রেণীকে বর্জন করছে এবং বুর্জোয়াদের পক্ষাবলম্বন করছে।" ( হর্ষধ্বনি )

*মস্কোর ট্রেড ইউনিয়নসমূহ ও কারখানা কমিটিগুলোর চতুর্থ অধিবেশনের কার্য-বিবরণী* নামক পুস্তকে ১৯১৮ সালে পূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।
প্রকাশক : এ.সি.সি.টি.ইউ।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ২৭, পৃঃ ৪৮৩-৮৫।

# কেন্দ্রীয় পরিচালক কমিটি, মস্কো সোভিয়েত, মস্কোর কারখানা কমিটি এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সারা রাশিয়া যুক্ত অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ থেকে ২৯শে জুলাই, ১৯১৮

(হর্ষধ্বনি ক্রমে ক্রমে আনন্দোৎসবে পরিণত হল)। কমরেডবৃন্দ পার্টির সংবাদপত্র, সোভিয়েত সংস্থাসমূহ এবং জনসাধারণের আন্দোলনের মধ্যে আমরা এই প্রথমবারই উল্লেখ করছি না যে নতুন ফসল ওঠা পর্যন্ত সময়টা সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠিন, জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ স্তর যা রাশিয়াতে শুরু হয়েছে। এখন আমি ভাবছি, আমরা অবশ্যই বলব যে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি তার চূড়ান্ত অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। তাই এটা এখন চূড়ান্তভাবে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, কারা এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের সমর্থক এবং কারা সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের সমর্থক। একথা প্রথমেই বলা উচিত যে সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে কেবলমাত্র এখনই সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের অবস্থানটা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। অনেকেই প্রথমে চেকোশ্লোভাক বিদ্রোহকে প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহসমূহের একটি ঘটনা বলে বিবেচনা করেছিলেন। আমরা এই বিপ্লবে বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী এবং বৃটিশ ও ফরাসী পুঁজির অংশ গ্রহণ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব দিই নি। আমরা অবশ্যই স্মরণ করব কেমন করে মারমানস্কে, সাইবেরীয় সৈন্যদলের মধ্যে ও কুবানে ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছিল, কেমন করে ফরাসী ও বৃটিশরা চেকদের সঙ্গে মিতালি করে এবং বৃটিশ বুর্জোয়াদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম যোগাযোগ রেখে সোভিয়েতসমূহকে উৎখাত করতে চেষ্টা করেছিল। এই সব ঘটনা এখন প্রমাণ করে যে চেকোশ্লোভাক আন্দোলন ছিল বহুদিন

পূর্বে সৃষ্ট বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী নীতির ধারাবাহিকতার মধ্যে একটি যোগসূত্র স্বরূপ যে নীতির উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার টুঁটি টিপে ধরে তাকে পুনরায় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রের অন্তর্ভুক্ত করা। সোভিয়েত রাশিয়ার বিশাল জনগণের দ্বারা অবশ্যই এই সংকটের নিরসন হবে কারণ আমরা এখনই কেবলমাত্র চেক আক্রমণ থেকে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রকে বাঁচানোর সমস্যারই সম্মুখীন হইনি, একটি সুনির্দিষ্ট প্রতিবিপ্লবী আক্রমণ হিসাবে, সাধারণ প্রতিবিপ্লবী আক্রমণগুলো থেকেও নয়, সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামসহ একটি সংকটের সম্মুখীন হয়েছি।

প্রথমেই আমি আপনাদের এই ঘটনাটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই চেকোশ্লোভাক বিদ্রোহে বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ বহু পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে; আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই চেকোশ্লোভাক কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র Prukopnik Svobody পত্রিকায় ২৮শে জুন তারিখে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের কথা যা আমাদের সংবাদপত্রে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে:

"৭ই মার্চ জাতীয় পরিষদ বিভাগ ফরাসী কনসালের কাছ থেকে প্রথম কিস্তি হিসাবে পান ত্রিশ লক্ষ রুবল পরিমাণ অর্থ।

মিঃ Sip নামে জাতীয় পরিষদ বিভাগের জনৈক কর্মচারীর হাতে এই অর্থ প্রদত্ত হয়।

৯ই মার্চ, একই ব্যক্তি মিঃ Sip আরেকবার পান কুড়ি লক্ষ পরিমাণ অর্থ এবং ২৫শে মার্চ আর দশ লক্ষ এবং ২৬শে মার্চ জাতীয় পরিষদের উপ-সভাপতি মিঃ Bohumil-Cermak পান দশ লক্ষ, ৩রা এপ্রিল মিঃ Sip পুনরায় আর দশ লক্ষ পান।

৭ই মার্চ থেকে ৪ঠা এপ্রিল পর্যন্ত ফরাসী কনসাল জাতীয় পরিষদকে সর্বমোট ৮০ লক্ষ রুবল দিয়েছেন।

নিম্নলিখিত লেনদেনের ক্ষেত্রে কোন তারিখের উল্লেখ নেই: মিঃ Sip দশ লক্ষ, মিঃ Bohumil-Cermak দশ লক্ষ এবং মিঃ Sip আরও দশ লক্ষ।

এর উপর একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে ১৮৮,০০০ রুবল দেওয়া হয়। সর্বমোট: ৩,১৮৮,০০০ রুবল। পূর্বে উল্লিখিত ৮০ লক্ষের

সঙ্গে আমরা হিসেব পাই ১১,১৮৮০০০ রুবলের যা ফরাসী সরকার কর্তৃক জাতীয় পরিষদ বিভাগকে প্রদত্ত হয়েছে।

বৃটিশ কনসালের কাছ থেকে ঐ বিভাগ ৮০,০০০ পাউণ্ড পেয়েছিল। এইভাবে ৭ই মার্চ থেকে কাজের দিন পর্যন্ত চেক জাতীয় পরিষদের নেতৃবর্গ ফরাসী ও বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে প্রায় দেড় কোটি রুবল পেয়েছিলেন এবং এই অর্থের জন্যই চেকো-শ্লোভাক সৈন্য দলকে ফরাসী এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে বিক্রি করা হয়েছিল।"

যখন খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল তখন আপনাদের মধ্যে অধিকাংশই নিশ্চয়ই পড়ে থাকবেন। আমরা নিশ্চিতভাবে কখনই সন্দেহ করি নি যে সাম্রাজ্যবাদীরা এবং বৃটেন ও ফ্রান্সের পুঁজিপতিরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে সোভিয়েত সরকারকে উৎখাত করার জন্যে এবং পথে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে। কিন্তু সেই সময় এটা দেখানোর মত চিত্রটা পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে নি যে আমরা এখানে যার মুখোমুখি হয়েছি তা হল সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে পরিকল্পিত সুসম্বদ্ধ ও সুশৃঙ্খল প্রতি-বিপ্লবী সামরিক ও অর্থনৈতিক অভিযান যার জন্যে বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ সুস্পষ্টভাবে মাসের পর মাস ধরে প্রস্তুতি চালিয়ে আসছিল। ঘটনাসমূহের সাধারণ গতি-প্রকৃতি থেকে এটা এখন পরিষ্কার বোঝা যায়, যখন আমরা সামগ্রিকভাবে ওদের একটা সমীক্ষা করি, যখন আমরা চেকোশ্লোভাক প্রতিবিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে মারমানস্কে অবতরণের তুলনা করি—যেখানে আমরা জানি বৃটিশরা দশ সহস্রের ওপর সৈন্য নামিয়েছে এবং মারমানস্ক রক্ষার ছুতো করে কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়ে কেম ও সরোকি দখল করেছে, তারপর সরোকির পূর্বে সরে গিয়ে আমাদের সোভিয়েত কর্মচারিদের ওপর গুলি চালাতে শুরু করেছে—এবং আমরা যখন সংবাদপত্রে পড়ি যে সহস্র সহস্র রেলকর্মী ও সুদূর উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য শ্রমিক এইসব ত্রাণকর্তা ও মুক্তিদাতাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে যাদের প্রকৃত নাম হতে পারে নতুন সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদল যারা অপর প্রান্ত থেকে রাশিয়াকে বিদীর্ণ করছে। খুব সাম্প্রতিক কালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইংগ-ফরাসী আক্রমণাত্মক অভিযানের চরিত্র সম্পর্কে নতুন প্রমাণ পেয়েছি।

একমাত্র ভৌগোলিক কারণের জন্যে এটা সুস্পষ্ট যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণাত্মক অভিযানের এই চেহারা জার্মানীর ক্ষেত্রে যেমন ছিল তার সঙ্গে অভিন্ন হতে পারে না। জার্মানীর ক্ষেত্রে যেমন সেই রকম রাশিয়ার সঙ্গে কোন সাধারণ রাষ্ট্রীয় সীমানা নেই; সৈন্য শক্তিও কম। রাজ্য বিস্তারের যুদ্ধে বৃটেন বেশ কয়েক দশক ধরে, তার সামরিক শক্তির ঔপনিবেশিক ও নৌবিভাগীয় বৈশিষ্ট্যের জন্যে, বাধ্য হয়েছিল আক্রমণের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে, প্রধানতঃ শত্রুপক্ষের সরবরাহের উৎসগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে এবং সাহায্যদানের ভান করে; শ্বাস রোধ করে সরাসরি ও সুস্পষ্টভাবে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে। হাল আমলে পাওয়া প্রত্যক্ষ সংবাদ থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে আলেক্সেইয়েভ, রুশ সৈন্যদল ও শ্রমিকদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে যার কুখ্যাতি ছিল. তিনি সাম্প্রতিক-কালে তিখরেৎস্কায়া নামক গ্রামটি দখল করেছেন এবং নিঃসন্দেহে বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগীরূপে কাজ করছেন। এখানে বিপ্লব ছিল আরও পরিষ্কার এবং পুনরায় আপেক্ষিকভাবে কারণ এর মধ্যে বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের হাত ছিল।

সবশেষে আমরা গতকাল খবর পেয়েছি যে বাকুতে বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা অগ্রগমনে সাফল্য অর্জন করেছে। ওরা বাকু সোভিয়েতে আমাদের চাইতে ৩০টি ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে সফল হয়েছে। অর্থাৎ ওরা সফল হয়েছে বলশেভিকদের ও বামপন্থী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে—দুর্ভাগ্যবশতঃ নিতান্তই সংখ্যাল্প—যারা মস্কোর বামপন্থী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীদের[১১৬] বিশ্বাসঘাতকতা ও জঘন্য জুয়াখেলায় সামিল হতে অস্বীকার করেছে এবং যারা সোভিয়েত সরকারের প্রতি বিশ্বস্ত রয়েছে যুদ্ধ ও সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে। বাকু সোভিয়েতের এই শক্তি কেন্দ্র নিয়ে, যারা সোভিয়েত সরকারের প্রতি বিশ্বস্ত এবং যা এতদিন পর্যন্ত সংখ্যা গরিষ্ঠ ছিল, বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা এখন এই কারণের জন্য ৩০ ভোটের সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করেছে যে দাশনাকৃৎসুতিউন পার্টির[১১৭] অধিকাংশ অর্থাৎ আর্মেনীয় আধা সমাজতন্ত্রীরা আমাদের পক্ষাবলম্বন করছে। ( তারবার্তা পাঠ করেন )।

"২৬শে জুলাই গণ-কমিশার কোর্গানভের আদেশে আদজি-কাবুল সৈন্যদল আদজি-কাবুল থেকে সরে এসে আলয়্যাতের কাছাকাছি এক

জায়গায় ঘাঁটি স্থাপন করল। সেমাখা ও মারাজা থেকে সেমাখা সৈন্যদলকে সরিয়ে আনার পর শত্রুপক্ষ পীরসাগাত নদীর অববাহিকা[১১৮] বরাবর আগুয়ান হতে শুরু করল। শত্রুপক্ষের অগ্রগামী বাহিনীর সঙ্গে প্রথম সংঘর্ষ হয় কুবালা গ্রামের নিকটে।

"যুগপৎ দক্ষিণ দিক থেকে কুরার দিকে অশ্বারোহী সৈন্যের একটা বিরাট বাহিনী পীরসাগাত অভিমুখে ধাবমান হল। এই পরিস্থিতিতে, আদজি-কাবুল রক্ষা করার জন্যে আমাদের যা কিছু সামর্থ্য সব নিয়োগ করতে হত তিনটি দিকে : আদজি-কাবুলের পশ্চিমে এবং নাভাগি-পীরসাগাত অববাহিকার উত্তর ও দক্ষিণাংশে। রণাঙ্গনের এই ধরনের সম্প্রসারণ আমাদের সংরক্ষিত শক্তি নিঃশেষ করে দিত এবং যেহেতু আমাদের কোন অশ্বারোহী সৈন্যদল ছিল না তাই শত্রুপক্ষের ওপর আক্রমণ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠত এবং সৈন্যদলকে আদজি-কাবুল রণক্ষেত্রে বিপদের মুখে পড়তে হত যদি রণাঙ্গনকে দক্ষিণ অথবা উত্তর দিকে থেকে ভেঙ্গে ফেলা হ'ত। এই অবস্থা লক্ষ্য করে এবং সৈন্যদলের শক্তি অটুট রাখার জন্যে সৈন্যদলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল আদজি-কাবুল থেকে পিছু হটে এসে আলয়্যাতের কাছাকাছি ঘাঁটি করতে। সুশৃঙ্খলভাবে এই পিছু হটার কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ রেলকেন্দ্র, আদজি-কাবুল স্টেশন এবং কেরোসিন ও তৈলাধারগুলো উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। দাঘেস্তানে সাধারণ আক্রমণাত্মক অভিযানের অংশরূপে শত্রুপক্ষ অগ্রসরমান ছিল। ২৪শে জুলাই শত্রুপক্ষ বিরাট শক্তি নিয়ে চারদিক থেকে অগ্রসর হচ্ছিল। ২৪ ঘন্টা লড়াই চলবার পর আমরা শত্রুপক্ষের পরিখাগুলো দখল করি; শত্রুসেনা জঙ্গলে পালিয়ে যায় কিন্তু রাত হয়ে যাওয়ার অন্যান্য প্রচেষ্টায় বাধা পড়ে। ২৪শে জুলাই সুরা থেকে সাফল্যের সংবাদ পাই শহরের চারপাশে লড়াই চলছে; শত্রুপক্ষ একটা সুসংগঠিত ও দৃঢ় প্রতিরোধ রচনা করেছে এবং পরিচালিত হচ্ছে প্রাক্তন দাঘেস্তানীয় অফিসারদের দ্বারা। সুরার চারপাশের লড়াইতে দাঘেস্তানের কৃষক সম্প্রদায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

"বাকুর দক্ষিণপন্থী পার্টিগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এবং বৃটিশদের আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে সৈন্যদলের অধিনায়কবৃন্দের এবং

এবং রণাঙ্গনে সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও পরিচালিত হচ্ছে। ইংলণ্ডীয় রীতিনীতির সমর্থনে আন্দোলনের ফলে সৈন্যদলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। বৃটিশ আদবকায়দা সাম্প্রতিককালে বেশ প্রসার লাভ করেছে ক্ষতিগ্রস্ত ও হতাশাগ্রস্ত মানুষের মনে।

"দক্ষিণপন্থী পার্টিগুলোর প্ররোচনামূলক ও বিবেক বর্জিত ক্রিয়াকলাপের প্রভাবে ক্যাস্পিয়ান ফ্লোটিলা বৃটিশদের সম্পর্কে কতকগুলো বিপরীত ধর্মী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বৃটিশের ভাড়াটে ও স্বেচ্ছাসেবী অনুচরদের দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়ে অতি সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত সে অন্ধভাবে বৃটিশ সমর্থনের আন্তরিকতায় বিশ্বাস করত।

"সর্বশেষ সংবাদ বলছে যে বৃটিশ সৈন্য পারস্যে অগ্রসর হচ্ছে এবং রেস্ট (গিলজান) দখল করেছে যেখানে চারদিন ধরে ওরা কুচুকখান এবং জার্মান ও তুর্কী সৈন্যদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, যারা মুসাভাতিস্ত-এর নেতৃত্বে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছে, এই মুসাভাতিস্ত বাকু থেকে পালিয়ে এসেছে। রেস্ট লড়াই-এর পর বৃটিশরা আমাদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিল কিন্তু আমাদের পারস্যের প্রতিনিধি তা প্রত্যাখ্যান করেন। বৃটিশরা রেস্টে একটা সুবিধাজনক অবস্থায় এসে পৌঁছায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পারস্যে ওদের কোন ফৌজই নেই। আমরা জানি যে ওদের মাত্র পঞ্চাশজন লোক আছে এনজেলিতে। ওদের প্রয়োজন পেট্রলের, যার বিনিময়ে ওরা আমাদের মোটরগাড়ি দিতে চায়। বিনা পেট্রলে ওরা স্থানু হয়ে আছে।

"২৫শে জুলাই সোভিয়েতের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থা আলোচনা করার জন্যে এবং দক্ষিণপন্থী পার্টি-গুলোর চাপাচাপিতে বৃটিশ প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল। কমরেড শাহুমিয়ান, ককেশাসের পক্ষে অতিরিক্ত কমিশার, সোভিয়েতের পঞ্চম কংগ্রেসের প্রস্তাব ও গণ-কমিশারের কেন্দ্রীয় পরিষদের পক্ষে স্তালিনের তারবার্তায় উল্লেখ করে বৃটিশকে আমন্ত্রণ জানানোর বিপক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন এবং দাবী করেছিলেন, এই প্রশ্নটিকে আলোচ্য বিষয় থেকে বাদ দিতে।

"কমরেড সাহুমিয়ানের প্রস্তাব সামান্য ভোটের ব্যবধানে পরাজিত

হয় অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি একটি শক্তি-শালী প্রতিবাদ উত্থাপন করেছিলেন। ঐ অধিবেশনে প্রতিনিধিবর্গের বক্তব্য পঠিত হয় যারা রণাঙ্গন পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। দক্ষিণপন্থী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীদের ২৫১টি ভোটের দ্বারা; বলশেভিকদের ২৩৬টি ভোটের বিপক্ষে দক্ষিণপন্থী দাসনাক ও মেনশেভিকরা; বামপন্থী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী ও বামপন্থী দাশনাকদের নিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় বৃটিশদের আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে এবং সোভিয়েতে প্রতিনিধিত্বকারী সমস্ত পার্টির সদস্য নিয়ে এবং গণ-কমিশারদের পরিষদের ক্ষমতা স্বীকার করে একটি সরকার গঠনের। এই প্রস্তাবটির তীব্র নিন্দা করে বামপন্থীরা। শাহুমিয়ান ঘোষণা করলেন যে তিনি এটাকে একটা লজ্জাকর বিশ্বাসঘাতকতা এবং রাশিয়ার শ্রমিক কৃষকদের প্রতি চরম অকৃতজ্ঞতা বলে মনে করেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিরূপে তিনি এই সিদ্ধান্তের কোন দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। বলশেভিক গোষ্ঠী, বামপন্থী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী ও বামপন্থী দাশনাকদের পক্ষ থেকে এই মর্মে একটি বিবৃতি দান করা হয় যে তাঁরা সংযুক্ত সরকারে যোগ দেবেন না এবং গণ কমিশারের পরিষদের পদত্যাগ করা উচিত। তিনটি বামপন্থী গোষ্ঠীর তরফ থেকে কমরেড শাহুমিয়ান ঘোষণা করলেন যে প্রকৃতপক্ষে রুশ সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে তারা সোভিয়েত রাশিয়ার কাছ থেকে কোন সমর্থন পাবে না। বৃটিশকে আমন্ত্রণ জানানোর এই বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ নীতির দ্বারা স্থানীয় সোভিয়েত ইউনিয়নকে ও সোভিয়েত সরকারের সমর্থক পার্টিগুলোকে হারিয়েছে।

"গণ-কমিশারের পরিষদের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার ফলে দক্ষিণপন্থী পার্টিগুলো চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার আবর্তে গিয়ে পড়ল। এই পরিস্থিতির সংবাদ যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে তখন রণাঙ্গনে ও জেলাসমূহে হঠাৎ একটা ভাবগত পরিবর্তন দেখা গেল। নাবিকরা উপলব্ধি করল যে ওরা বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছে যারা রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে চেয়েছিল এবং সোভিয়েত সরকারের পতন ঘটাতে চেয়েছিল। জনসাধারণ এখন বৃটিশদের

সম্পর্কে দ্বিতীয় চিন্তা শুরু করেছে। গতকাল গণ-কমিশারের পরিষদের পদত্যাগ নিয়ে পরিচালক সমিতির এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে সমস্ত গণ-কমিশার তাদের স্ব স্ব পদে বহাল থাকুন এবং পূর্বেকার মতই কাজ চালিয়ে যান যতক্ষণ পর্যন্ত না ৩১শে জুলাই-এর সোভিয়েত অধিবেশনে ক্ষমতার প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গৃহীত হচ্ছে। পরিচালক কমিটি জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সম্ভাব্য প্রতিবিপ্লব প্রতিরোধ করার জন্যে। শত্রু-পক্ষ, ইঙ্গ-ফরাসী পার্টির ওড়নার তলায় তাদের ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে।

"গণ-কমিশারের বাকু পরিষদের প্রেস ব্যুরো।"

সেই সব গোষ্ঠীর মত নয় যারা নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলে জাহির করে কিন্তু কখনও বুর্জোয়াদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে নি, সেখানেও এই সব ব্যক্তি বৃটিশ বাহিনীকে বাকু রক্ষার জন্যে আমন্ত্রণ জানাতে বেরিয়ে আসে। আমরা পূর্ব থেকে সাম্রাজ্যবাদী বাহিনীর কাছে সোভিয়েত সাধারণ-তন্ত্র রক্ষার জন্যে এই ধরনের আমন্ত্রণের তাৎপর্য ভালভাবেই জানতাম। আমরা জানি এই আমন্ত্রণের অর্থ সম্প্রসারিত হয়েছিল বুর্জোয়া, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীদের একাংশ ও মেনশেভিকদের দ্বারা। আমরা জানি জর্জিয়ার তিফলিসের মেনশেভিক নেতৃবৃন্দ এই আমন্ত্রণের অর্থের সম্প্রসারণ করেছিলেন।

আমরা এখন বলতে পারি যে বলশেভিকরা অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টিই হল একমাত্র পার্টি যে কখনও সাম্রাজ্যবাদীদের আমন্ত্রণ জানায় নি এবং কখনও লুব্ধ হয়ে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয় নি তবে এই সব দুর্বৃত্তদের চাপ তীব্রতর হবার পূর্বে সরে এসেছে ( হর্ষধ্বনি )। আমরা জানি ককেশাসে আমাদের কমিউনিস্ট কমরেডরা অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্যে ছিলেন কারণ মেনশেভিকরা সবত্র তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে প্রত্যক্ষভাবে জার্মান সাম্রাজ্য-বাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, অবশ্য জর্জিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার ছুতো করে।

আপনারা সকলেই জানেন যে জর্জিয়ার এই স্বাধীনতা নিছক একটি শঠতায় পর্যবসিত হয়েছে। কার্যক্ষেত্রে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা জর্জিয়া

পুরোপুরি অধিকৃত হয়েছে অর্থাৎ বলশেভিক-শ্রমিক ও কৃষকদের বিরুদ্ধে জার্মান সঙ্গীন ও মেনশেভিক সরকারের মৈত্রী স্থাপিত হয়েছে। সেইজন্য আমাদের বাকুর কমরেডরা হাজার গুণ বেশী সঠিক ছিলেন যখন ও'রা বিপজ্জনক পরিস্থিতির প্রতি তাঁদের চোখ বন্ধ রাখতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন এবং বলেছিলেন: আমরা কখনই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে আমাদের নিজস্ব অঞ্চলের একাংশ হস্তান্তরের শর্তে শান্তি স্থাপনের বিরোধী নই তবে এর দ্বারা যেন আমাদের ক্ষতি না হয় আমাদের সৈন্যদলকে যেন শত্রুপক্ষের সঙ্গীদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে না হয় এবং এর দ্বারা আমাদের সমাজতান্ত্রিক পুনর্নির্মাণের কাজ যেন ব্যাহত না হয়।

কিন্তু যেহেতু প্রশ্ন হল তথাকথিত বাকু রক্ষার জন্য বৃটিশকে আমন্ত্রণের দ্বারা ওরা একটি শক্তিকে আহ্বান জানাচ্ছে যারা এখন সমগ্র পারস্যকে গ্রাস করেছে এবং যারা বহুদিন থেকেই দক্ষিণ ককেশাস দখল করার জন্য ফৌজ পাঠাতে শুরু করেছে—অর্থাৎ বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ করছে—আমাদের মুহূর্তের জন্য সন্দেহ বা দ্বিধা নেই এবং অবশ্যই বলব যে, আমাদের বাকুর কমরেডদের যে অসুবিধাই থাক না কেন, এই ধরনের শান্তি স্থাপনকে অস্বীকার করে তাঁরা সত্যিকারের সমাজতান্ত্রিকসুলভ একটিমাত্র পদক্ষেপ নিয়েছেন। বৃটিশ ও ফরাসীদের সঙ্গে যে কোন ধরনের চুক্তির দৃঢ় প্রত্যাখ্যানই বাকুর কমরেডদের সামনে গ্রহণ-যোগ্য একমাত্র সত্য পথ ছিল, কারণ আপনি আপনার স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক সরকারকে, এমন কি অঞ্চল বিচ্ছিন্ন করেও, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ক্রীতদাসে পরিণত করা ছাড়া তাদের আমন্ত্রণ জানাতে পারেন না।

তাই এ বিষয়ে আমাদের সাধারণ ঘটনা ধারার মধ্যে বাকুর ঘটনাবলী সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। গতকাল এই সংবাদ এসেছে যে, ভারতে বৃটিশদের সুস্পষ্ট সহযোগিতায় মধ্য এশিয়ার বহু শহরে প্রতি বিপ্লবী অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে যারা আফগানিস্তানকে তাদের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আসার পর বহুদিন পূর্বে একটা ঘাটি গড়েছিল ঔপনিবেশিক অধিকার বিস্তারের জন্য, জাতিগুলি টুঁটি টিপে ধরতে ও সোভিয়েত রাশিয়াকে আক্রমণ করার জন্য।

এখন এইসব পৃথক পৃথক যোগসূত্র আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠায় আমাদের সাধারণতন্ত্রে বর্তমান সামরিক ও সাধারণ রণনৈতিক অবস্থান

সম্পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। উত্তরে মারমানস্ক, পূর্বে চেকোস্লোভাক-রণাঙ্গন এবং দক্ষিণ-পূর্বে তুর্কীস্তান, ও অস্ত্রাখান—আমরা বাস্তবক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত যোগসূত্র সুদৃঢ় করা হয়েছে।

আমরা এখন পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি যে ভূম্যধিকারী গোষ্ঠী, পুঁজিপতি ও কুলাকরা, এরা সবাই অবশ্য অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে একটা জ্বলন্ত বিদ্বেষ পোষণ করে এবং এখানেও ওরা রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন অন্যান্য অংশে উক্রেনের জমিদার, পুঁজিপতিদের কার্যাবলীর সঙ্গে বহুলাংশে সাদৃশ্যপূর্ণ। বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাসরূপে যে কোন মূল্যে ওরা সোভিয়েত সরকারের ক্ষতিসাধন করার সর্বপ্রকার চেষ্টা করেছে। কেবলমাত্র রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ শক্তি-সমূহের এটা করতে পারে নি, এ-কথা উপলব্ধি করে ওরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মার্তভ ধরনের মধ্যবিত্তদের ভাবানুসরণে বক্তব্য অথবা আবেদন না করে; আরও বেশী কার্যকরী সংগ্রামী পথ অবলম্বন করতে—অর্থাৎ সামরিক সংঘর্ষের পথ ধরতে। ঠিক এখানেই আমাদের দৃষ্টি প্রধানতঃ নিবদ্ধ থাকা উচিত, অর্থাৎ যেখানে আমরা আমাদের সমস্ত বিক্ষোভ প্রচারকে কেন্দ্রীভূত করব, এবং সোভিয়েতের কার্যাবলীর কেন্দ্রকে স্থানান্তরিত করব সেইভাবে।

মূল ঘটনাটি হল এই যে অন্য গোষ্ঠীভুক্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ, যারা এখানে কাজে নিযুক্ত, জার্মান নয়, ইঙ্গ-ফরাসী, তারা আমাদের দেশের একাংশ দখল করেছে এবং ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করেছে। বর্তমান সময় পর্যন্ত ভৌগোলিক অবস্থানই ওদের সোজা পথে রাশিয়া আক্রমণ করা থেকে বিরত রেখেছে। এখন এই যে বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ যারা গত চার বছর ধরে সারা দুনিয়ায় রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছে সারা বিশ্বে ওদের প্রভুত্ব কায়েম করার জন্যে তারা একটা পরোক্ষ পথে সহজে রাশিয়ায় প্রবেশের চেষ্টা করেছে এবং তাদের লক্ষ্য সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রকে টুঁটি টিপে ধরে পুনরায় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ডুবিয়ে দেওয়া। কমরেডবৃন্দ আপনারা খুব ভাল ভাবেই জানেন যে অক্টোবর বিপ্লবের শুরু থেকেই আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অবসান ঘটান; কিন্তু কখনই আমাদের মনে এই মোহ স্থান পায় নি যে প্রলেতারিয়েতের শক্তিসমূহ এবং যে কোন রাষ্ট্রের বিপ্লবী জনসাধারণ, তারা যতই সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল হোক না কেন,

আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করতে পারবে। এটা সম্ভব হতে পারে কেবলমাত্র বিশ্বের শ্রমিকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা।

অবশ্য আমরা যা করেছি তা হল একটি মাত্র রাষ্ট্রে বিশ্বের সমস্ত পুঁজি-বাদীদের সঙ্গে সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যবস্থা। আমাদের সরকার একটি সূত্রের দ্বারাও সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে গ্রন্থিভুক্ত নয়, আর তা কখনও হবেও না, আমাদের বিপ্লব ভবিষ্যতে যে পথই নিক না কেন। আমাদের আট মাসের শাসনকালে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী আন্দোলন বিরাট বিরাট পদক্ষেপ ফেলেছে এবং সাম্রাজ্যবাদের একটা প্রধান ঘাঁটিতে অর্থাৎ জার্মানীতে ১৯১৮ সালের ঘটনাবলী রক্তাক্ত সশস্ত্র সংঘর্ষ ও আন্দোলন দমনে পর্যবসিত হয়েছে। আমরা আমাদের বিপ্লবী কর্তব্য সম্পাদন করেছি যা কোন দেশের কোন বিপ্লবী সরকার কোন দিন আন্তর্জাতিকের পরিমাপে সম্পাদন করেনি। কিন্তু আমরা কখনও নিজেদের এই ভেবে প্রবঞ্চিত করি নি যে এটা একটি মাত্র দেশের চেষ্টায় করা সম্ভব। আমরা জানতাম যে আমাদের প্রচেষ্টা অবধারিত রূপে বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের দিকেই এগোচ্ছে এবং সাম্রাজ্যবাদী সরকারদের দ্বারা যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে তা কেবলমাত্র ঐ সব সরকারদের প্রচেষ্টায় বন্ধ হবে না। একে বন্ধ করা যেতে পারে কেবলমাত্র সমস্ত শ্রমিক-দের প্রচেষ্টার দ্বারা; যখন আমরা ক্ষমতায় এসেছিলাম, সেই সময়ে প্রলেতারীয় পার্টি হিসেবে আমাদের কর্তব্য, যখন অন্যান্য রাষ্ট্রে পুঁজিবাদী শাসন বিদ্যমান—আমি পুনরায় বলছি, আমাদের আশু কর্তব্য ছিল সেই ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখা অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের মশালকে অনির্বাণ রাখা, যাতে ক্রমবর্ধমান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্নিশিখাকে প্রোজ্জ্বল রাখতে যত বেশী সম্ভব স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিতে পারে।

*সারা রাশিয়া কেন্দ্রীয় পরিচালক কমিটির পঞ্চম সমাবর্তন* নামক পুস্তকে ১৯১৯ সালে প্রকাশিত। আক্ষরিক প্রতিবেদন, মস্কো।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ২৮, পৃঃ ১৭-২৫

# ওয়ারশ বিপ্লবী বাহিনীর সভায় ভাষণ
## ২রা আগস্ট, ১৯১৮
### সংবাদপত্রের বিবরণ

( কমরেড সভাগৃহে লেনিনের প্রবেশ সোৎসাহ হর্ষধ্বনি ও "আন্তর্জাতিকের" দ্বারা অভিনন্দিত হয় ) আমরা যারা পোলিশ ও রুশ বিপ্লবী, তারা একটি আকাঙ্ক্ষার তীব্র দহন অনুভব করছি—অর্থাৎ প্রথম শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সুফলকে রক্ষা করার জন্যে সর্বপ্রকার চেষ্টা করা যাকে অনুসরণ করে অন্যান্য রাষ্ট্রে অবশ্যম্ভাবীরূপে কতকগুলি বিপ্লব সংঘটিত হবে। আমাদের অসুবিধা হল এই যে অধিকতর সভ্য ও সংস্কৃতিসম্পন্ন রাষ্ট্রের শ্রমিকদের চাইতে আগেই আমাদের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে।

বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে আন্তর্জাতিক পুঁজির শক্তিসমূহের দ্বারা অর্থাৎ শকুনিদের দুটি গোষ্ঠীর দ্বারা। গত চার বছর ধরে পৃথিবী রক্তস্নাত হয়েছে শুধু এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে যে লোভী সাম্রাজ্যবাদীদের কোন গোষ্ঠী পৃথিবীতে প্রভুত্ব করবে। আমরা অনুভব করি এবং বুঝতে পারছি যে এই অপরাধমূলক যুদ্ধ কোন তরফের জয়লাভেই সমাপ্ত হবে না। প্রতিদিনই এটা স্পষ্টতর হয়ে উঠছে যে বিজয়ী শ্রমিকদের বিপ্লবকে সাম্রাজ্যবাদীরা খতম করতে পারে না। সমস্ত রাষ্ট্রে শ্রমিকদের অবস্থা যত খারাপ হচ্ছে ততই ভয়ংকরভাবে প্রোলেতারীয় মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর খড়্গ চালানো হচ্ছে, বুর্জোয়ারা ততই মরীয়া হয়ে উঠছে, কারণ ওরা ক্রমবর্ধমান আন্দোলনকে ঠেকাতে পারছে না। সমাজতান্ত্রিক বাহিনীর প্রধান অঙ্গ থেকে একসময় এগিয়ে এসেছি যা ভরসায় পূর্ণ, যেহেতু সে আমাদের রক্ষা করে ও বুর্জোয়াদের বলে: যতই তোমরা চীৎকার কর আর যতই রোষ প্রকাশ কর না কেন, আমরা রাশিয়ার পথই অনুসরণ করব এবং রাশিয়ার বলশেভিকরা যা করেছে, আমরাও তাই করব।

আমরা শান্তি চেয়েছিলাম। এর একমাত্র কারণ হল সোভিয়েত রাশিয়া সমগ্র বিশ্বের কাছে[১১১] শান্তির প্রস্তাব দিয়েছিল, কারণ গত ফেব্রুয়ারীতে জার্মান বাহিনী আমাদের দেশ আক্রমণ করে। এখন অবশ্য আমরা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি যে একটি সাম্রাজ্যবাদ অপর একটি সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে কোন অংশেই ভাল নয়। উভয়েই মিথ্যা বলেছে এবং এখনও বলছে যখন ওরা বলে যে ওরা লড়ছে মুক্তিযুদ্ধ। ঈঙ্গ-ফরাসী পুঁজি, দস্যু, জার্মানী চূড়ান্ত লজ্জাকর ভাবে ব্রেস্ট শান্তি[১২০] নিয়ে যেমন করেছিল তার চাইতেও অধিকতর লজ্জাকর ভাবে দেখা দিচ্ছে। ব্রিটিশ ও ফরাসীরা এখন শেষ চেষ্টা করছে যুদ্ধে আমাদের জড়িয়ে ফেলার জন্যে। দেড় কোটির বদলে, সেনাপতি ও অন্যান্য অফিসারদের মাধ্যমে ওরা নতুন তল্পীবাহক চেকদের ক্রয় করেছে যাতে ওদের এই দুঃসাহসিক অভিযানে যুক্ত করা যায় এবং চেকোস্লোভাক বিদ্রোহকে শ্বেত রক্ষী ভূস্বামী আন্দোলনে পর্যবসিত করা যায়। বলতে অদ্ভুত লাগে যে এই সব কাজ করা হচ্ছে আপাতদৃষ্টিতে রাশিয়াকে "রক্ষার" জন্যে। "স্বাধীনতা প্রিয়" ও "সুবিবেচক" ব্রিটিশরা সকলের ওপরই নির্যাতন চালায় মারাত্মক দখল করে, ব্রিটিশ ক্রুজার আর্কেঞ্জেল পর্যন্ত ভেসে আসে এবং উপকূলবর্তী সৈনাদের ওপর গোলাবর্ষণ করে—এসবই করে রাশিয়াকে "রক্ষার" জন্যে। সুস্পষ্টরূপেই ওরা রাশিয়াকে সাম্রাজ্যবাদী লুঠেরাদের দ্বারা ঘিরে ফেলতে চায় এবং গোপন চুক্তির কথা ফাঁস ও প্রত্যাখ্যান করার অপরাধে তাকে পিষে ফেলতে চায়।

আমাদের বিপ্লবের ফলে ব্রিটিশ ও ফরাসী শ্রমিকরা তাদের স্ব স্ব সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছে। বৃটেনে যেখানে নাগরিক জীবনে শান্তি স্থাপিত হয়েছে এবং যেখানে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিক প্রতিরোধ তীব্রতম, কারণ উপনিবেশ লুণ্ঠনে তাদেরও কিছুটা হাত ছিল, শ্রমিকরা এখন নতুন করে চিন্তা ভাবনা শুরু করেছে এবং বুর্জোয়াদের সঙ্গে নাগরিক শান্তি ভঙ্গ করছে।

ফরাসী শ্রমিকরা এখন রাশিয়ার ঘটনাবলীতে ফরাসী হস্তক্ষেপের নিন্দা করছে। সেই জন্যে এই সব রাষ্ট্রের পুঁজিপতি তাদের সব কিছু নিয়েই জুয়া খেলছে।

সোভিয়েত রাশিয়ার অস্তিত্ব ও তেজের সত্যতা ওদের মাথা খারাপ করে দিচ্ছে।

আমরা জানি যুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে ; আমরা জানি, ওরা এই যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পারে না ; আমরা জানি আমাদের বিশ্বস্ত বন্ধু আছে। তাই আমরা আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করব এবং শেষ বারের মত চেষ্টা করব। হয় প্রলেতারিয়েতের শাসন আর না হয় কুলাক, পুঁজিপতি ও জারের শাসন, যেমন ঘটেছিল পাশ্চমের অসফল বিপ্লবে। আপনি যখন রণাঙ্গনের দিকে যাবেন তখন সর্বোপরি আপনি অবশ্যই স্মরণ করবেন যে একমাত্র এই যুদ্ধই, অর্থাৎ লঙ্ঘনকারী ও লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে নির্যাতিত ও শোষিত মানুষের যুদ্ধই হল একমাত্র যুক্তিসঙ্গত, ন্যায্য ও পবিত্র যুদ্ধ।

বিভিন্ন জাতির বিপ্লবীদের মধ্যে একটা মৈত্রীর সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে—যার সম্পর্কে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিরা স্বপ্ন দেখতেন শ্রমিকদের একটি প্রকৃত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, বুদ্ধিজীবী স্বপ্ন বিলাসীদের জোট নয়।

জয়লাভের নিশ্চয়তা নিহিত আছে জাতীয় বিদ্বেষ ও অবিশ্বাসকে কাটিয়ে ওঠার মধ্যে।

পবিত্র চিন্তাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা আপনাদের মহান অধিকার ; অস্ত্র তুলে ধরা এবং বাস্তব ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে গতকালের সামনের সারির শত্রু অর্থাৎ জার্মান, অস্ট্রিয়ান ও ম্যাগিয়ারদের বিরুদ্ধে এক-যোগে লড়াই করা।

কমরেডগণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনারা যদি সমস্ত সামরিক শক্তিকে সংহত করেন এবং একটি প্রচণ্ড শক্তিশালী আন্তর্জাতিক লাল ফৌজ গঠন করেন এবং যদি এইসব লৌহদৃঢ় সৈন্যদলকে শোষক, নির্যাতনকারী ও বিশ্বের প্রতিক্রিয়াশীল ঠগীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করেন এবং লড়াই-এ শ্লোগান তোলেন "জয় অথবা মৃত্যু"—তাহলে কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পক্ষেই আমাদের দখল করা সম্ভব হবে না! (লেনিনের শেষ কথাগুলো দীর্ঘস্থায়ী তুমুল হর্ষধ্বনিতে ডুবে যায়)।

*ভেচেরনিয়ে ইজভেস্তিয়া মস্কোভস্কোগো সোভেতা* পত্রিকার ১৫ নং সংখ্যায় ১৯১৮ সালের ৩রা আগস্ট প্রকাশিত হয়।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড-২৮
পৃঃ ৩৮-৪০

# আমেরিকান শ্রমিকদের প্রতি লেখা চিঠি থেকে

জাতিসমূহের ওপর চার বছর ধরে হত্যালীলা অবশ্য বৃথাই নষ্ট হয় নি। উভয় দস্যুদলের বদমায়েশদের দ্বারা জনগণকে প্রতারণা অর্থাৎ ব্রিটিশ ও জার্মানদের দ্বারা, তা সুস্পষ্ট ও তর্কাতীত ঘটনার দ্বারা চূড়ান্তভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে। চার বছর ধরে যুদ্ধের ফলাফল পুঁজিবাদের সাধারণ নীতিকে প্রকাশ করে দিয়েছে যা লুণ্ঠিত সম্পদ ভাগাভাগি নিয়ে দস্যুদলের লড়াইয়ে প্রযুক্ত হয়। সব চাইতে ধনী ও সব চাইতে শক্তিশালীই সিংহভাগ গ্রাস করে অপরদিকে যে দুর্বলতম সে চূড়ান্ত রূপে বঞ্চিত ও নিগৃহীত হয়।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী দস্যুরা "ঔপনিবেশিক ক্রীতদাসদের" সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক থেকে ছিল সব চাইতে বেশী শক্তিশালী। ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা তাদের অধিকৃত অঞ্চলের এক ইঞ্চি পরিমাণও হারায় নি (যে অঞ্চলগুলো ওরা প্রায় শতাব্দীকাল ধরে গ্রাস করেছে) কিন্তু ওরা আফ্রিকায় সবকটা জার্মান উপনিবেশকেই গ্রাস করেছে, ওরা গ্রাস করে নিয়েছে মেসোপটেমিয়া, ওরা গ্রীসের টুঁটি টিপে ধরেছে এবং রাশিয়াকে লুণ্ঠন করতে শুরু করেছে।

জার্মান সাম্রাজ্যবাদী দস্যুরা ওদের সামরিক সংগঠন ও শৃঙ্খলার দিক থেকে সব চাইতে বেশী শক্তিশালী ছিল কিন্তু ঔপনিবেশিক ক্ষেত্রে ছিল দুর্বল। ওরা ওদের প্রায় সব কটা উপনিবেশই হারিয়েছে কিন্তু ইউরোপের অর্ধেক অংশকে লুণ্ঠন করেছে এবং অধিকাংশ ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ও দুর্বল জাতির টুঁটি টিপে ধরেছে। উভয় দিকেই কি মহান "মুক্তি" যুদ্ধ! কী চমৎকার ভাবে উভয় গোষ্ঠীর দস্যুরা অর্থাৎ ইঙ্গ-ফরাসী ও জার্মান পুঁজিপতিরা ওদের তল্পীবাহকদের অর্থাৎ সোশ্যাল-শভিনিস্ট অর্থাৎ যে সব সমাজতন্ত্রী "তাদের নিজেদের" বুর্জোয়া পক্ষে যোগ দিয়ে তাদের সঙ্গে যুক্তভাবে তাদের "দেশরক্ষা" করেছে।

আমেরিকার ক্রোড়পতিরা সম্ভবতঃ সবচাইতে ধনী এবং ভৌগোলিক দিক থেকে অত্যন্ত নিরাপদ ছিল আর সকলের চাইতে ওরা সব চাইতে বেশী

লাভবান হয়েছে। তারা সকলকে এমন কি যে সব চাইতে ধনী তাকেও পরিণত করেছে ওদের করপ্রদানকারীরূপে। ওরা শত শত বিলিয়ন ডলার গ্রাস করেছে। প্রতিটি ডলারই কর্দমময়, বৃটেন ও তার সহযোগীদের সঙ্গে গোপন চুক্তির পঙ্ক অর্থাৎ জার্মানী ও তার সামন্তবর্গের মধ্যে লুণ্ঠিত সম্পদ ভাগাভাগির চুক্তি শ্রমিকদের ওপর নির্যাতন চালাবার পারস্পরিক চুক্তি এবং আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রীদের ওপর নিপীড়ন চালানোর চুক্তির দ্বারা কলঙ্কিত। প্রতিটি ডলারই যুদ্ধকালীন "লাভজনক" ঠিকার পঙ্কের দ্বারা কলঙ্কিত যা প্রতিটি রাষ্ট্রে ধনীকে আরও ধনী এবং গরীবকে আরও গরীব করেছে। প্রতিটি ডলার সেই শোণিত সাগরের রক্তে চিহ্নিত যা ভরে উঠেছে সেই মহান ও পবিত্র মুক্তিযুদ্ধে নিহত এক কোটি ও আহত দুই কোটি মানুষের রক্তে, যে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ এবং জার্মান দস্যুদের মধ্যে কে লুণ্ঠিত সম্পদের অধিকাংশ ভোগ করবে এবং সারা দুনিয়ার ছোট ও দুর্বল জাতিগুলিকে টুঁটি টিপে ধরবার একচেটিয়া অধিকারী কে হবে।

একদিকে জার্মান দস্যুদল যুদ্ধের নৃশংসতার সমস্ত নজীরকে ছাড়িয়ে গেছে, বৃটিশরা কেবলমাত্র সংখ্যাগত দিক থেকে উপনিবেশ অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যায় নি বিরক্তিকর সূক্ষ্ম শঠতার দিক দিয়েও ওরা সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। এই দিনে ইঙ্গ-ফরাসী ও আমেরিকান বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলো তাদের লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় ছাপানো পাতায় রাশিয়া সম্পর্কে মিথ্যা ও কলংক রটাচ্ছে এবং শঠতামূলকভাবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ওদের লুণ্ঠনমূলক অভিযানের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছে এই যুক্তিতে যে ওরা রাশিয়াকে জার্মানীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে চায়।

এই জঘন্য ও কুৎসিত মিথ্যাকে খণ্ডন করতে বেশী কথার প্রয়োজন হয় না, একটিমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা বললেই যথেষ্ট হবে। ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসের পর রাশিয়াতে শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক সাম্রাজ্যবাদী সরকার উৎখাত হবার পর, বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর সরকার এবং কৃষকরা খোলাখুলি ভাবে একটি প্রকৃত শান্তি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল, দখলদারী অথবা খেসারত দান বর্জিত শান্তি সমস্ত জাতির সমান অধিকারের পূর্ণ নিশ্চয়তা দান করে—এবং সমস্ত যুদ্ধরত রাষ্ট্রের জন্যে এই ধরনের শান্তি প্রস্তাব দিয়েছিল।

ইংগ-ফরাসী ও আমেরিকান বুর্জোয়ারাই এই শান্তি প্রস্তাব মেনে নিতে

অস্বীকার করেছিল। এরাই সাধারণ শান্তি সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে কোন আলোচনা করতেও অস্বীকার করেছিল। এরাই সমস্ত জাতির স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

এরাই রাশিয়াকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে টেনে আনার সম্ভাব্যতার ওপর ভরসা করে শান্তি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে চায় নি এবং এর দ্বারা জার্মান পুঁজিপতিদের দ্বারা লুণ্ঠনকারী ছাড়া আর কিছু ছিল না, অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিল; যারা রাশিয়ার ওপর দখলদারীসুলভ এবং কঠোর ব্রেস্ট শান্তি চাপিয়ে দিয়েছিল।

এই শঠতার চাইতে আরও বিরক্তিকর কিছু হতে পারে তা কল্পনা করা কঠিন, যেভাবে ইংগ-ফরাসী ও আমেরিকান বুর্জোয়ারা ব্রেস্ট শান্তি চুক্তির জন্যে আমাদের ওপর "দোষারোপ" করছে। সেইসব রাষ্ট্রের এই পুঁজিপতিরাই এখন আমাদের দোষী করছে যারা ব্রেস্ট আলোচনাকে সাধারণ শান্তি আলোচনায় পরিণত করতে পারত। ইংগ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী শকুনিরা যারা উপনিবেশ লুণ্ঠন করে ও জাতিসমূহের মধ্যে হত্যাকাণ্ড চালিয়ে লাভবান হয়েছে তারা ব্রেস্টের পর, আরও এক বছর ধরে যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করেছে এবং তা সত্ত্বেও ওরা আমাদের অর্থাৎ বলশেভিকদের ওপর দোষারোপ করে যারা সমস্ত রাষ্ট্রের জন্যেই প্রকৃত শান্তি প্রস্তাব দিয়েছিল। ওরাই আমাদের দোষারোপ করে কারণ আমরা জাতির পক্ষে কলঙ্কস্বরূপ প্রাক্তন জার ও ইংগ-ফরাসী পুঁজিপতিদের মধ্যে সম্পাদিত অপরাধমূলক গোপন চুক্তি ছিঁড়ে ফেলেছিলাম এবং মুদ্রিতাকারে সাধারণ্যে প্রকাশ করেছিলাম।

সমগ্র বিশ্বের শ্রমিকরা, তারা যে দেশভুক্তই হোন না কেন, আমাদের অভিনন্দন জানান, আমাদের প্রশংসা করেন সাম্রাজ্যবাদী বন্ধনের লৌহ-বলয়কে চূর্ণ ও ভয়ংকর সাম্রাজ্যবাদী চুক্তিসমূহ ও সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলার জন্যে, স্বাধীনতার দ্বার মুক্ত করে দেবার জন্যে এবং এই সমস্ত কাজ সম্পাদন করতে চূড়ান্ত আত্মত্যাগ করার জন্যে—কারণ একটি সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র হিসাবে, সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা লুণ্ঠিত ও আহত হওয়া সত্ত্বেও, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে এড়িয়ে চলছে, শান্তির পতাকা এবং সমাজতন্ত্রের পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে ধরছে সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টির সম্মুখে।

এটা মোটেই আশ্চর্যের নয় যে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদল এই

কাজের জন্য আমাদের ঘৃণা করে, আমাদের দোষারোপ করে ; সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত সেবাদাস, আমাদের দক্ষিণপন্থী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী ও মেনশেভিক-সহ, আমাদের ওপর "দোষারোপ" করে। সাম্রাজ্যবাদের পোষা কুত্তাগুলো বলশেভিকদের প্রতি যে ঘৃণা প্রকাশ করে এবং বিশ্বের শ্রেণী সচেতন শ্রমিকদের আমাদের প্রতি যে সহানুভূতি তার দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্যের ন্যায্যতা অধিকতরভাবে প্রতিপন্ন হয়।

একজন প্রকৃত সমাজতন্ত্রী একথা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হবে না যে বুর্জোয়াদের উপর জয়লাভ করতে শ্রমিকদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য, বিশ্ব প্রোলেতারীয় বিপ্লব শুরু করার জন্য, আমরা চূড়ান্ত ত্যাগ স্বীকার করতে দ্বিধা করব না এবং করতে পারি না, রাষ্ট্রের একটি অঞ্চল ত্যাগ ও সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে সাংঘাতিক বিপর্যয়ের ফলে ত্যাগ স্বীকার সহ। একজন প্রকৃত সমাজতন্ত্রী তার স্বদেশের জন্য চরম আত্মত্যাগ স্বীকারের আকাঙ্ক্ষায় প্রমাণ দিতেন তার কাজের দ্বারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কার্যকরী শক্তি প্রয়োগ করে।

তাদের উদ্দেশ্যের স্বার্থে, বিশ্বে গোষ্ঠী শাসন কায়েম করতে, বৃটেন ও জার্মানীর সাম্রাজ্যবাদীরা বেলজিয়াম ও সার্বিয়া থেকে প্যালেস্টাইন ও মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত সমস্ত রাষ্ট্রকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করতে এতটুকু দ্বিধা করে নি। কিন্তু সমাজতন্ত্রীরা কি তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে অপেক্ষাই করে যাবে অর্থাৎ পুঁজির জোয়াল থেকে শ্রমজীবী শ্রেণীকে মুক্ত করার কর্তব্য নিয়ে, সর্বজনীন ও স্থায়ী শান্তি অর্জনের জন্য, আত্মত্যাগ ছাড়া অন্য কোন পথ না পাওয়া পর্যন্ত? একটি সহজ জয়লাভ সম্পর্কে "সুনিশ্চিত" না হওয়া পর্যন্ত কি ওরা লড়াই শুরু করতে ভয় পাবে? ওরা কি 'ওদের' বুর্জোয়াদের দ্বারা সৃষ্ট পিতৃভূমির নিরাপত্তাকে বিশ্ব সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের ঊর্ধ্বে স্থাপন করবে? আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের শয়তানরা যারা এই রকম চিন্তা করে অর্থাৎ ঐ সব সেবাদাস যারা বুর্জোয়া নৈতিকতার কাছে আত্মসমর্পণ করে তারা তিনবার নিন্দনীয়।

ইঙ্গ-ফরাসী ও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী শকুনিরা জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আমাদের "চুক্তি" সম্পাদনের জন্য "দোষারোপ" করে। কী প্রবঞ্চক কী শয়তান ওরা, কাঁপতে কাঁপতে শ্রমিক সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে কারণ তাদের "নিজেদের দেশের" শ্রমিকরাই আমাদের প্রতি

সহানুভূতি প্রদর্শন করেছে। কিন্তু ওদের শঠতা উদ্ঘাটিত হবে। শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ও কর্মীদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রী ও বুর্জোয়াদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি (তাদের নিজস্ব অথবা বিদেশী) এবং শ্রমিকদের রক্ষাকল্পে, যে শ্রমিকরা ওদের বুর্জোয়াদের পরাজিত করেছে, অপর একটি চরিত্র বিশিষ্ট বুর্জোয়াদের বিরোধী একটি জাতীয় চরিত্র বিশিষ্ট বুর্জোয়াদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে না পারার ভান করে, যাতে প্রোলেতারিয়েতরা বুর্জোয়াদের ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধিতার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

প্রকৃত ঘটনায়, প্রতিটি ইউরোপীয় এই পার্থক্যকে ভালভাবেই দেখতে পান এবং আমি মুহূর্তের মধ্যেই দেখাব যে আমেরিকান জনসাধারণ তাঁদের স্বদেশের ইতিহাসে এর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য "উদাহরণ" দেখতে পেয়েছেন। সেখানে রাশি রাশি চুক্তি আছে এবং ফরাসী ভাষায় যাকে **fagots et fagots** বলা হয়।

১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন জার্মান সাম্রাজ্যবাদী শকুনিরা নিরস্ত্র ও অপ্রস্তুত রাশিয়ার উপর ছোঁ মেরেছিল, যে রাশিয়া আস্থা স্থাপন করেছিল প্রোলেতারিয়েতের আন্তর্জাতিক সংহতির ওপর বিশ্ব বিপ্লব পরিণত হয়ে ওঠার আগেই, তখন আমি ফরাসী রাজতন্ত্রীদের সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করি নি। ক্যাপ্টেন সার্দেল এক ফরাসী পদস্থ সামরিক কর্মচারী যিনি মৌখিকভাবে বলশেভিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত ও অনুগত সেবক ছিলেন, তিনি ফরাসী অফিসার দ্য লুবার স্যাককে নিয়ে আসেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাতে। "আমি রাজতন্ত্রের অনুগামী, আমার একমাত্র লক্ষ্য হল জার্মানীর পরাজয় ঘটানো," দ্য লুবার স্যাক আমার কাছে ঘোষণা করলেন। "এতো সকলেরই জানা (cele va sans dire)" আমি জবাব দিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও লুবার স্যাকের সঙ্গে "চুক্তিতে" আবদ্ধ হতে সামান্যতম বাধার সৃষ্টি হয় নি বিশেষ করে নির্দিষ্ট কতকগুলো কাজে যেখানে ফরাসী সামরিক অফিসারবৃন্দ ও বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞরা, রেলপথ উড়িয়ে দেবার কাজে আমাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত ছিলেন যাতে জার্মান আক্রমণকে বাধা দেওয়া যায়। এটা হল "চুক্তির" একটা দৃষ্টান্ত যার থেকে প্রতিটি শ্রেণী সচেতন শ্রমিক সমাজতন্ত্রের স্বার্থে একটি চুক্তি সম্পাদনে সম্মতি দেবেন। আমি

ফরাসী রাজতন্ত্রীর সঙ্গে করমর্দন করি যদিও আমি জানতাম যে আমরা উভয়ে উভয়কে ইচ্ছাকৃতভাবে ফাঁসিতে ঝোলাব। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য আমাদের স্বার্থ অভিন্ন হয়ে উঠেছিল। হিংস্র লুণ্ঠনকারী জার্মানীর অগ্রগতির বিরুদ্ধে, আমরা রুশ ও বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বার্থে, অভিন্ন চরিত্র বিশিষ্ট অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের বিরোধী স্বার্থকে কাজে লাগিয়েছিলাম। এইভাবে আমরা রাশিয়ার শ্রমজীবী শ্রেণীর ও অন্যান্য রাষ্ট্রের শ্রমিকদের স্বার্থের পক্ষে কাজ করেছি। আমরা প্রোলেতারিয়েত শ্রেণীর শক্তি বৃদ্ধি করেছি এবং সমগ্র বিশ্বের বুর্জোয়াদের দুর্বল করেছি. আমরা সেই সব পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছি যা প্রতিটি যুদ্ধের ক্ষেত্রে, অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও আবশ্যিক; কৌশল ও পশ্চাদপসরণ সেই মুহূর্তের কথা ভেবে, যখন বেশ কয়েকটি অগ্রণী প্রোলেতারিয়েত বিপ্লব সম্পূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে।

ইঙ্গ ফরাসী এবং আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী হাঙররা যতই রাগে ফুঁসে উঠুক না কেন, যতই আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করুক না কেন, যত লক্ষ লক্ষ অর্থ ব্যয় করে ওরা দক্ষিণপন্থী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী, মেনশেভিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশপ্রেমিক সংবাদপত্রকে বশীভূত করার চেষ্টা করুক না কেন আমি কিন্তু জার্মান সাম্রাজ্যবাদী শকুনিদের সঙ্গে একই ধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ হতে এক সেকেণ্ডও দ্বিধা করব না যদি রাশিয়ার ওপর ইঙ্গ ফরাসী আক্রমণের ফলে এর প্রয়োজন হয়। আমি পরিষ্কারভাবে জানি যে আমার কৌশলসমূহ. রাশিয়া, জার্মানী, ফ্রান্স, বৃটেন ও আমেরিকার শ্রেণী সচেতন প্রোলেতারিয়েতের দ্বারা সমর্থিত হবে—সংক্ষেপে সমগ্র সভ্য দুনিয়ার দ্বারা। এই ধরনের কৌশল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজকে সহজতর করে তুলবে এবং দ্রুততর করবে। আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াদের দুর্বল করবে এবং শ্রমজীবী শ্রেণীর অবস্থানকে শক্তিশালী করবে যারা বুর্জোয়াদের পরাজিত করে চলেছে।

আমেরিকার জনগণ বহু পূর্বে তাদের বিপ্লবের সুবিধার জন্যে এই কৌশল অবলম্বন করেছিল। যখন ওরা বৃটিশ নিপীড়নের বিরুদ্ধে মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেছিল তখন ওরা ফরাসী এবং স্পেনীয় নির্যাতনকারীদেরও বিরোধিতা করেছিল যারা অধিকার করেছিল বর্তমান কালের উত্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একাংশকে। স্বাধীনতার জন্যে ওদের শ্রমসাধ্য সংগ্রামে আমেরিকার জনসাধারণও চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল কয়েকটি নিপীড়নকারীদের সঙ্গে অন্য

একদল নিপীড়নকারীদের বিরুদ্ধে, নিপীড়নকারীদের দুর্বল করার জন্যে এবং তাদের সাহায্য করার জন্যে যারা বিপ্লবী পন্থায় নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়ছে নির্যাতিত মানুষের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে। আমেরিকান জনগণ বৃটেন, ফ্রান্স ও স্পেনীয়দের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়েছিল; কখনও কখনও ওরা পাশাপাশি লড়াই করেছে ফরাসী ও স্পেনীয় নির্যাতনকারী শক্তির সঙ্গে বৃটিশ নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে। প্রথমে ওরা বৃটিশদের পরাস্ত করে এবং তারপর নিজেদের মুক্ত করে (আংশিক মুক্তিপণের দ্বারা) ফরাসী ও স্পেনীয়দের কাছ থেকে।

মহান রুশ বিপ্লবী চারনিশেভস্কি[১২১] বলেছিলেন ঐতিহাসিক কার্যকলাপ নেভস্কি প্রোসপেক্ট-এর শান বাঁধান স্থান নয়। একজন বিপ্লবী একটি প্রোলেতারীয় বিপ্লবকে কেবলমাত্র এই শর্তে মেনে নেবে না যে এটা অতি সহজেই এবং অবাধে অগ্রসর হয়, প্রথম থেকেই সমস্ত দেশের প্রোলেতারিয়েতের ঐক্যবদ্ধ ক্রিয়াকলাপে সমৃদ্ধ, পরাজয়ের বিরুদ্ধে নিশ্চয়তা বিধান করা আছে বিপ্লবের রাস্তা প্রশস্ত, প্রতিবন্ধকহীন ও সরল এবং জয়ের পথে অগ্রসর হওয়ার সময় বৃহত্তম বিপর্যয়কে মেনে নেবার প্রয়োজন হবে না, "শত্রু অধিকৃত দুর্গে দিন যাপন করতে হবে না," অথবা অত্যন্ত সংকীর্ণ, অপ্রবেশ্য আঁকাবাঁকা, বিপজ্জনক পাহাড়ী পথের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে না। এই ধরনের ব্যক্তিদের মোটেই বিপ্লবী বলা যায় না, তিনি নিজেকে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের পাণ্ডিত্য থেকে মুক্ত করতে পারেন নি; এই ধরনের ব্যক্তিদের দেখা যায় প্রতিনিয়ত প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া শিবিরের দিকে পিছলে যাচ্ছে, আমাদের দক্ষিণপন্থী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী মেনশেভিক ও এমনকি (যদিও খুবই কম) বামপন্থী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীদের মত।

| | |
|---|---|
| *প্রাভদা* ১৭৮ নং | *সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ২৮, |
| ২২শে আগস্ট, ১৯১৮ | পৃঃ ৬৩-৬৮ |

# কারিগরি বিদ্যালয়ের যাদুঘরে প্রদত্ত ভাষণ থেকে
## ২৩শে আগস্ট, ১৯১৮

( *তুমুল হর্ষধ্বনি* ) আমাদের কর্মসূচীর মূল কথা কী? সমাজতন্ত্র অর্জন ; বর্তমান সময়ে সমাজতন্ত্রের জয় ব্যতিরেকে যুদ্ধ এড়াবার আর কোন পথ নেই। কিন্তু অনেকেই একথা উপলব্ধি করেন না। বিশ্বের অধিকাংশ মানুষই এখন এই রক্তক্ষয়ী হত্যার অবসান চান কিন্তু তাঁরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ যোগাযোগকে দেখতে পান না। এই যুদ্ধের ভয়াবহতা বুর্জোয়াদের কাছেও সুস্পষ্ট কিন্তু আপনি আশা করতে পারেন না যে ওরা পুঁজিবাদের অবসান ঘটিয়ে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটাবে…। এটাই হল অবশ্য মূলতত্ত্ব যা সর্বদা বলশেভিক ও অন্যান্য সমস্ত দেশের বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীদের তাদের কাছ থেকে পৃথক করেছে যারা পৃথিবীতে শান্তি আনয়ন করতে চান পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে অটুট রেখে।

যুদ্ধ কিসের জন্য ঘটে? আমরা জানি যে অধিকাংশ যুদ্ধই সংঘটিত হয়েছিল বংশের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে এবং এদের বলা হত বংশগত যুদ্ধ। কোন কোন যুদ্ধ ঘটেছিল নির্যাতিতদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে। স্পার্টাকাস ক্রীতদাস শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্যে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। এই ধরনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ঔপনিবেশিক নির্যাতনের যুগে যা আজও চলছে এবং ক্রীতদাসত্বের যুগে। এই যুদ্ধগুলো ছিল ন্যায়যুদ্ধ এবং অবশ্যই নিন্দাযোগ্য হতে পারে না।

কিন্তু যখন আমরা বর্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধের কথা বলি এবং এর নিন্দা করি, আমরা তা করি তার একমাত্র কারণ,এটা পরিচালিত হয় নির্যাতনকারী শ্রেণীর দ্বারা।

বর্তমান যুদ্ধের লক্ষ্য কী? সমস্ত দেশের কূটনীতিবিদদের যদি আমাদের বিশ্বাস করতে হয় অর্থাৎ বৃটেন ও ফ্রান্স এই যুদ্ধ লড়ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

জাতিসমূহকে বর্বর জার্মান হুনদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্যে কারণ তার দিক থেকেও লড়াই করছে কশাক বর্বরদের বিরুদ্ধে যারা সভ্য জার্মানদের কাছে বিপদস্বরূপ এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে পিতৃভূমিকে রক্ষা করছে।

আমরা জানি এই যুদ্ধ যত্ন সহকারে তৈরী করা হয়েছিল, এটা পরিপক্ক ও অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধ যে রকম অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল এটাও ঠিক সেই রকম অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। কেন?

কারণ পুঁজিবাদ পৃথিবীর ধন সম্পদকে মুষ্টিমেয় কয়েকটি রাষ্ট্রের মধ্যে পুঞ্জীভূত করেছে এবং পৃথিবীর শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত ভাগাভাগি করে নিয়েছে। আরও বিভাজন ও আরও সমৃদ্ধিশালী হতে গেলে অপরকে বঞ্চিত করেই করতে হবে অর্থাৎ একটি রাষ্ট্রের বিনিময়ে অপর রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধিশালী করা যেতে পারে। এই সমস্যাটি একমাত্র বলপ্রয়োগের দ্বারাই সমাধান করা সম্ভব, তাই দুটি বিশ্ব লুণ্ঠনকারীদের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

এখন পর্যন্ত এই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছে দুটি সংস্থা, বৃটেন ও জার্মানী। বৃটেন ছিল ঔপনিবেশিক রাজ্যসমূহের মধ্যে সব চাইতে বেশী শক্তিশালী। যদিও তার জনসংখ্যা ৪০,০০০,০০০ কিন্তু তার উপনিবেশসমূহের জনসংখ্যা ৪০০,০০০.০০০ ছাড়িয়ে যায়। বহুদিন পূর্বে সে অন্যের অধিকারভুক্ত উপনিবেশগুলোকে বলপ্রয়োগের সাহায্যে দখল করে; সে বিশাল অঞ্চল অধিকার করে এবং তাদের শোষণ করে। কিন্তু গত পঞ্চাশ বছর ধরে সে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে জার্মানীর চাইতে পিছিয়ে থাকে। জার্মান শিল্প বৃটিশ শিল্পকে উল্টে দেয়। জার্মানীর আমলাতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত বৃহদাকার পুঁজিবাদ এবং জার্মানী পূর্বেকার সমস্ত সাফল্যকে ছাড়িয়ে গেছে।

এই দুটি দৈত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা একমাত্র বলপ্রয়োগের দ্বারাই মীমাংসা করা সম্ভব ছিল।

এক সময় ছিল যখন বৃটেন তার ক্ষমতার বলে হল্যাণ্ড, পর্তুগাল এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের অংশ বিশেষ ছিনিয়ে নিয়েছিল। তখন জার্মানী দৃশ্যে অবতীর্ণ হল এবং ঘোষণা করল যে এখন তার পালা এসেছে নিজেকে সমৃদ্ধ করার অন্যান্যের স্বার্থের বিনিময়ে।

বিষয়টির মূল এখানেই—বিশ্বকে ভাগাভাগি করে নেবার জন্যে দুটি

শ্রেষ্ঠতম শক্তির মধ্যে সংঘর্ষ। যেহেতু উভয়েরই কোটি কোটি মুদ্রা মূলধন আছে, তাই ওদের সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বব্যাপী।

আমরা জানি কত যে গুপ্ত অপরাধ সংঘটিত হয়েছে এই যুদ্ধের ব্যাপারে। যে গোপন চুক্তি আমরা প্রকাশ করেছি তা দেখায় যে যুদ্ধ সম্পর্কে যে উচ্চ যুক্তি প্রদর্শন করা হয় সেগুলো অর্থহীন শব্দগুচ্ছ মাত্র এবং ঠিক রাশিয়ারই মত সমস্ত রাষ্ট্রই ভয়ংকর চুক্তির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল ক্ষুদ্র ও দুর্বল জাতিগুলির বিনিময়ে ধনী হয়ে ওঠার জন্যে। ফল হল এই যে যারা শক্তিশালী ছিল তারা আরও ধনী হয়ে উঠতে লাগল এবং যারা দুর্বল ছিল তারা ধ্বংস হয়ে গেল।

যুদ্ধ শুরু করার জন্যে ব্যক্তিগতভাবে কাউকে দায়ী করা যায় না; সম্রাট অথবা জারকে এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ঘটানোর জন্যে দোষ দিলে ভুল হবে—এর সংঘটনের জন্যে দায়ী হল পুঁজি। পুঁজিবাদ একটি অন্ধগলিতে ঢুকে পড়েছে। এই অন্ধগলিই হল সাম্রাজ্যবাদ যে বিশ্বের ওপর কর্তৃত্বের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের মুক্তির জন্যে যুদ্ধ চালান বলে যে দাবী করা হয় তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। উভয় প্রকার লুণ্ঠনকারীরাই পারস্পরিক রক্ত পিপাসা মেটাবার জন্যে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অথচ তাদের জন্যই বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বিধ্বস্ত হয়ে গেল।

*ইজভেস্তিয়ার* ১৮২নং সংখ্যায় সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশিত বিবরণ।
২৪শে আগস্ট, ১৯ ৮।
সম্পূর্ণরূপে প্রথম প্রকাশিত হয়,
১৯২৬ সালে এন. লেনিন (ভি. উলিয়ানভ)
কৃত *রচনাবলীর* ২০তম খণ্ডে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ২৮,
পৃঃ ৭৯-৮১।

# প্রেসনিয়া জেলা শ্রমজীবীদের সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ থেকে
# ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৬৮

যদিও বৃটিশ ও ফরাসী পত্রিকাগুলো সত্য গোপন করে তবুও মনে হয় এটা কিছুটা অগ্রসর হয়েছে। শ্রমিকরা অনুভব করছে এবং বুঝতে পারছে যে রাশিয়ার বিপ্লবটা ওদেরই অর্থাৎ একজন শ্রমজীবীর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এমন কি ফ্রান্স এবং বৃটেনেও শ্রমিক আন্দোলনগুলো "রাশিয়া থেকে হাত ওঠাও," "যারা রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তারা অপরাধী"! এই ধরনের স্লোগান দিচ্ছে। সাম্প্রতিককালে লণ্ডনের এ্যালবার্ট হলে একটি সমাজতন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী, যা বৃটিশ সরকার চেপে রাখতে যথেষ্ট চেষ্টা করেছে, ঐ সম্মেলনে দাবী করেছে "রাশিয়া থেকে হাত ওঠাও" এবং প্রতিটি শ্রমিক নেতা সরকারী নীতিকে হিংসাত্মক ও দস্যুসুলভ বলে নিন্দা করেছেন। আমাদের কাছে এ সংবাদও আছে যে ম্যাকলীন যিনি একদা স্কটিশ ইস্কুল মাস্টার ছিলেন, তিনি শ্রমিকদের আহ্বান জানিয়েছিলেন প্রধান প্রধান শিল্পকেন্দ্রগুলিতে ধর্মঘট করার জন্যে এবং যুদ্ধকে অভিহিত করেছিলেন লুঠেরাদের যুদ্ধ বলে। পূর্বে তিনি জেলে বন্দী ছিলেন। সেই সময় তাঁকে পুনরায় কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু ইউরোপে যখন বিপ্লবী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল তখন ম্যাকলীনকে মুক্তি দেওয়া হল এবং পার্লামেন্টের নির্বাচনে গ্লাসগো থেকে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করানো হল। এই গ্লাসগো ছিল ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের উত্তরাংশের বৃহত্তম শহরগুলির অন্যতম। এর থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে বৃটিশ শ্রমিক আন্দোলন এবং তার বিপ্লবী দাবীসমূহের প্রতিক্রিয়া ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। বৃটিশ সরকার তাঁদের সাংঘাতিক শত্রু ম্যাকলীনকে মুক্তি

দিতে বাধ্য হলেন, তিনি এমন একজন মানুষ যিনি নিজেকে ব্রুটিশ বলশেভিক বলতে গর্ববোধ করেন।

ফ্রান্সে যেখানে শ্রমিকরা এখনও শভিনিজম দ্বারা প্রভাবিত এবং এখন ওভাবে যে যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে কেবলমাত্র দেশরক্ষার জন্যে, সেখানেও একটা বিপ্লবী চিন্তা গড়ে উঠছে। এখন যখন বৃটেন ও ফ্রান্স জার্মানীকে পরাস্ত করেছে, ওরা, আপনারা জানেন নিজেদের উপস্থিত করে এমন সব শর্ত সহ যা ব্রেস্ট লিটোভস্ক শান্তি চুক্তির শর্তের চাইতে অনেক বেশী কঠোর[১২২]। বর্তমান কালে ইউরোপে বিপ্লব একটি বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। মিত্রবর্গ, যারা গর্ব করে বলতেন যে তাঁরা কাইজার ও সমরবাদের কাছ থেকে জার্মানীর মুক্তি আনছেন তাঁরা এখন সেই ভূমিকায় আছেন যা প্রথম নিকোলাসের সময় রুশ সৈন্যরা পালন করেছিল, যখন রাশিয়া ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন, যখন প্রথম নিকোলাস হাঙ্গেরীয় বিপ্লব দমন করতে রুশ সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। এটা ছিল আজ থেকে ষাট বছর আগে ক্রীতদাসত্বের আমলে। তবুও আজ স্বাধীন বৃটেন ও অন্যান্য রাষ্ট্র ঘাতকে পরিণত হয়েছে এবং ওরা ভাবছে যে ওরা বিপ্লব দমন করতে ও সত্যকে চেপে রাখতে যথেষ্ট শক্তিশালী। কিন্তু এই সত্য ফ্রান্স এবং বৃটেনের সর্বপ্রকার বাধা কাটিয়ে উঠবে এবং শ্রমিকরা উপলব্ধি করবে যে তারা প্রবঞ্চিত হয়েছে এবং যুদ্ধের ফাঁদে ফেলা হয়েছে অপর একটি রাষ্ট্রকে লুণ্ঠন করার জন্যে, ফ্রান্স অথবা বৃটেনকে মুক্ত করার জন্যে নয়। ফ্রান্স থেকে এখন আমরা শুনতে পাচ্ছি ওখানকার সমাজতান্ত্রিক পার্টির মানুষ, যারা পূর্বে পিতৃভূমির রক্ষাকে সমর্থন করেছিল, তারা সোভিয়েত গণতন্ত্রকে উষ্ণ আমন্ত্রণ জানাচ্ছে এবং রাশিয়ার অভ্যন্তরে সামরিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

*প্রাভদার* ২৭৫নং সংখ্যায় সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হয় ৮ই ডিসেম্বর, ১৯১৮। সম্পূর্ণরূপে প্রথম প্রকাশিত হয় লেনিনের *সংগৃহীত রচনাবলীর* ৪র্থ রুশ সংস্করণে।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ২৮, পৃঃ ৩৫৬-৫৭

# পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের অধিবেশনে পেশ করা লিখিত প্রশ্নের জবাব থেকে

## ১২ই মার্চ, ১৯১৯

পুঁজিবাদের অধীনে বড় বড় শহরে বেশ কিছু সংখ্যক শ্রমিক বিলাস দ্রব্য উৎপাদন করে জীবনধারণ করত। সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রে আমাদের এই ধরনের শ্রমিকদের কিছুকাল বেকার করে রাখতে হবে। আমরা ওদের বলব, "কোন প্রয়োজনীয় কাজে লেগে যাও।" শ্রমিকটি তখন বলবে, আমি সূক্ষ্ম কাজ করতাম, আমি একজন মণিকার ছিলাম. এটা একটা পরিচ্ছন্ন কাজ ছিল, আমি ভদ্রলোকদের জন্যে কাজ করতাম, এখন মুঝিকরা ক্ষমতায় এসেছে, ভদ্রলোকেরা সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে এবং আমি পুনরায় পুঁজি-বাদে ফিরে যেতে চাই। "এই ধরনের লোকেরা পুঁজিবাদে ফিরে যাবার কথা প্রচার করবে অথবা মেনশেভিকরা যেমন বলে স্বাস্থ্যকর পুঁজিবাদ এবং সুদৃঢ় গণতন্ত্রে এগিয়ে যাওয়া। মাত্র কয়েক শত শ্রমিকদের দেখতে পাওয়া যাবে যারা বলবে "আমরা স্বাস্থ্যকর পুঁজিবাদে ভালই ছিলাম" যে সব মানুষ পুঁজিবাদের অধীনে ভালভাবে দিন কাটিয়েছে, তারা সংখ্যায় খুবই নগণ্য— আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থ রক্ষা করি যারা পুঁজিবাদের অধীনে অত্যন্ত দীন-হীন ভাবে জীবনধারণ করত (হর্ষধ্বনি)। স্বাস্থ্যকর পুঁজিবাদ বিশ্বে ব্যাপক নরহত্যা ডেকে এনেছিল সেইসব দেশে যেখানে স্বাধীনতা ছিল সর্বাধিক পরিমাণে। কোন কোন স্বাস্থ্যকর পুঁজিবাদ হতে পারে না, সব চাইতে বেশী স্বাধীন সাধারণতন্ত্রে যেমন আছে সেই রকম ধরনেরই পুঁজিবাদ দেখতে পাওয়া যাবে অর্থাৎ আমেরিকার সাধারণতন্ত্রে যেমন আছে অর্থাৎ সংস্কৃতিবান, ধনী ও কারিগরি দিক থেকে উন্নত। ঐ গণতন্ত্রী এবং সব চাইতে বেশী সাধারণতন্ত্রী পুঁজিবাদ চূড়ান্ত বর্বর বিশ্বব্যাপী হত্যালীলা সংঘটিত করেছিল সারা দুনিয়াব্যাপী লুণ্ঠন চালানো নিয়ে। দেড় কোটি শ্রমিকের মধ্যে আপনি কয়েক হাজার মাত্র দেখতে পাবেন যারা পুঁজিবাদের অধীনে সুখে

বাস করত। ধনী দেশগুলোতে এই ধরনের আরও বহু শ্রমিক আছে, কারণ ওরা আরও অধিক সংখ্যক লক্ষপতি ও ক্রোড়পতিদের জন্যে কাজ করত। ওরা ওই মুষ্টিমেয় কয়েক জনের কাজ করত এবং তাদের কাছ থেকে উচ্চ-বেতন পেত। শত শত বৃটিশ লক্ষপতিদের ধরুন,—ওরা কোটি কোটি মুদ্রা সঞ্চয় করেছে কারণ ওরা ভারত এবং বিরাট সংখ্যক উপনিবেশ লুণ্ঠন করেছে। এর অর্থ ১০ হাজার বা ২০ হাজার শ্রমিককে পুরস্কার দান, দ্বিগুণ বেতন-অথবা উচ্চহারে মাইনে দেওয়া তাদের কাছে কিছুই না, কেন না এর ফলে ওরা ওদের জন্যে আরও ভাল করে কাজ করবে। আমি একবার একটি আমেরিকান নাপিতের পূর্বস্মৃতি পড়েছিলাম যাকে একজন লক্ষপতি প্রত্যহ এক ডলার করে দিতেন দাড়ি কামাবার জন্যে। সেই নাপিতটি ঐ লক্ষপতি এবং তার আশ্চর্যজনক জীবন সম্বন্ধে প্রশংসা করে একখানা বই লিখে ফেলে। তার অর্থদাতার কাছে প্রত্যহ একঘণ্টা করে সময় দেবার জন্যে সে এক ডলার করে পেত, সে এতে সন্তুষ্ট ছিল এবং তাই পুঁজিবাদ ছাড়া আর কিছু চাইত না। আমরা আমাদের যুক্তি প্রদর্শনের সময় যেন এইসব বিষয়ে সতর্ক হই। শ্রমিকদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের এই অবস্থা ছিল না। আমরা সমগ্র বিশ্বের কমিউনিস্টরা শ্রমজীবী শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থ সংরক্ষণ করি এবং শ্রমজীবীদের একটি নগণ্য অংশকে মাত্র পুঁজিবাদ উচ্চ বেতন দিয়ে বশীভূত করে পুঁজিবাদের বশংবদ ভৃত্যে পরিণত করেছিল। দাস প্রথার অধীনে জনসাধারণ ও কৃষকরা ভূম্যধিকারীদের বলেছিল, "আমরা আপনার ক্রীতদাস (এটা হয়েছিল মুক্তির পর), আমরা আপনাকে ত্যাগ করব না।" তাদের সংখ্যা কি খুব বেশী ছিল? জনা কয়েকমাত্র। আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন ওদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে দাস প্রথার বিরুদ্ধে একটা সংগ্রাম হয়েছিল? অবশ্যই না। আজ কমিউনিজমকে অস্বীকার করা যায় না শ্রমিকদের অধিকাংশের কথা উল্লেখ করে যারা বুর্জোয়া সংবাদপত্রে কাজ করে, বিলাসদ্রব্য উৎপাদন করে এবং লক্ষপতিদের ব্যক্তিগত কাজ করে দিয়ে যথেষ্ট রোজগার করত।

আক্ষরিক বিবরণ অনুযায়ী
*লেনিনের সংগৃহীত রচনাবলীর*
৪র্থ রুশ সংস্করণে
প্রথম প্রকাশিত হয়।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ২৯,
পৃঃ ২৮-৩০

# পেত্রোগ্রাদ গুবেরনিয়ার কৃষি শ্রমিকদের প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশনে খামার শ্রমিকদের ইউনিয়ন সংগঠন সম্পর্কে প্রদত্ত ভাষণ থেকে

## ১৩ই মার্চ, ১৯১৯

অতি সম্প্রতি একজন বিখ্যাত ইংরেজের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয় যিনি যুদ্ধের সময় রাশিয়াতে এসেছিলেন। অতীতে তিনি পুঁজিবাদের সমর্থন করতেন কিন্তু আমাদের বিপ্লব চলাকালে তাঁর চমৎকার পরিবর্তন ঘটল, প্রথমে হলেন মেনশেভিক এবং পরে বলশেভিক। আমাদের আলোচনার সময় আমরা ইংলণ্ডে শ্রমিকদের অবস্থাও পর্যালোচনা করেছিলাম—ইংলণ্ডে কোন কৃষক নেই, আছে শুধু বড় বড় পুঁজিপতি ও খামার শ্রমিক—এবং তিনি বললেন, "আমি আশা পোষণ করি না, কারণ আমাদের খামার শ্রমিকরা সামন্ততান্ত্রিক অবস্থায় বাস করে, পুঁজিবাদী অবস্থায় নয়; ওদের বোঝা এত বেশী যে ওরা পর্যুদস্ত ও পরিশ্রমের ফলে গুঁড়িয়ে গেছে, তাই ওদের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হওয়া কঠিন।" এটা হল অত্যন্ত অগ্রণী একটি রাষ্ট্রের কথা যেখানে একটি খামার শ্রমিক খামার শ্রমিকদের সংগঠন গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিল প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল আগে। এটাই হল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে প্রগতি বলতে কি বোঝায় তার নমুনা।

সম্পূর্ণরূপে প্রথম প্রকাশিত হয় Babatnik Zemli i Lesa নামক পত্রিকার ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যায় ১৯২৩ সালে।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ২৯, পৃঃ ৩৯

# তৃতীয় আন্তর্জাতিক এবং ইতিহাসে তার স্থান

আঁতাতভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের সাম্রাজ্যবাদীরা সাধারণতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে অবরোধ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে সংক্রামক ব্যাধির কেন্দ্র হিসাবে পুঁজিবাদী জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য। এইসব জাতি যারা তাদের "গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাবলী ও নীতির জন্য" গর্ববোধ করে তারা সোভিয়েত বিদ্বেষে দ্বারা এমনভাবে অন্ধ হয়ে গেছে, যে ওরা এর দ্বারা নিজেদের কতখানি হাস্যাস্পদ করে তুলছে তাও দেখতে পায় না। একবার চিন্তা করে দেখুন, যে উন্নত, অত্যন্ত সুসভ্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সর্বাঙ্গে অস্ত্র সজ্জিত এবং সারা বিশ্বের ওপর সামরিক একাধিপতা, সে, একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত, অনাহার-পীড়িত, পশ্চাৎপদ এবং যাকে ওরা বলে আধা বর্বর রাষ্ট্র থেকে আদর্শগত সংক্রমণের ভয়ে সাংঘাতিকভাবে ভীত।

এই স্ব-বিরোধিতাই সর্বদেশের শ্রমজীবী শ্রেণীর চোখ খুলে দিচ্ছে এবং সাহায্য করছে সাম্রাজ্যবাদী ক্লিমেনস্, লয়েড জর্জ, উইলসন এবং ওদের সরকার সমূহের ভণ্ডামী উদ্‌ঘাটন করতে।

আমরা অবশ্য কেবলমাত্র পুঁজিপতিদের অন্ধ সোভিয়েত বিদ্বেষ থেকেই যে সহায়তা পাচ্ছি, তা নয়, ওদের মধ্যেকার ঝগড়া বিবাদ থেকেও সাহায্য পাচ্ছি। যা ওদের পরস্পর পরস্পরের চাকায় খোঁয়া ছাড়ার কাজে ব্যস্ত রেখেছে। ওরা যথার্থই একটি নীরবতার ষড়যন্ত্রে নিযুক্ত আছে, কারণ ওরা সাধারণভাবে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র সম্পর্কে যে কোন সত্য সংবাদ প্রচার সম্পর্কে দারুণভাবে ভীত এবং বিশেষ করে এর সরকারী নথিপত্রের প্রকাশ সম্পর্কে। তবুও ফরাসী বুর্জোয়াদের প্রধান মুখপত্র "লে টেম্পস" মস্কোতে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে একটি বিবরণী প্রকাশ করছে।

এই কাজের জন্য আমরা ফরাসী শভিনিজম এবং সাম্রাজ্যবাদীদের

নেতা স্বরূপ ফরাসী বুর্জোয়াদের প্রধান মুখপত্রকে আমাদের সশ্রদ্ধ ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমরা "লে টেম্পস"-এর কাছে আমাদের প্রতি তার উপযুক্ত ও কার্যকরী সহায়তা দানের স্বীকৃতির চিহ্ন স্বরূপ একটি দ্যুতিময় ভাষণ পাঠাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি।

আমাদের বেতার বার্তার ভিত্তিতে "লে টেম্পস" যে পদ্ধতিতে তার বিবরণ সাজিয়েছে তার থেকে সম্পূর্ণরূপে ও পরিষ্কার ফুটে ওঠে ধনকুবেরদের এই মুখপত্রের উদ্দেশ্যটা। উদ্দেশ্যটা ছিল উইলসনের প্রতি বক্রোক্তি করা যেমন "যাদের সঙ্গে আপনি আলাপ-আলোচনা করতে চান তাদের দিকে একবার তাকান। যে সব পণ্ডিতমূর্খ ধনকুবেরদের নির্দেশ মত লিখে থাকেন তাঁরা দেখতে পান না যে উইলসনকে বলশেভিকদের কথা বলে ভয় দেখানোর চেষ্টা শ্রমজীবী শ্রেণীর ব্যাপক অংশের দৃষ্টিতে বলশেভিকদের সপক্ষে প্রচারে পরিণত হচ্ছে। এর জন্য পুনরায় আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানচ্ছি ফরাসী ক্রোড়পতিদের মুখপত্রকে।

তৃতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি বিশ্ব পরিস্থিতির মধ্যে যা নিষেধাজ্ঞা সমর্থন করে না, আঁতাতভুক্ত সাম্রাজ্যবাদীদের ক্ষুদ্র ও জঘন্য পন্থাসমূহ সমর্থন করে না, অথবা জার্মানীর সিডম্যান ও অস্ট্রিয়ার রেনার্স-এর মত পুঁজিপতিদের সেবকবৃন্দ কর্তৃক এই আন্তর্জাতিকের সংবাদ এবং এর প্রতি যে সহানুভূতি ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী জনসাধারণের মধ্যে তার প্রচার বন্ধ করার জন্যে চেষ্টাকে সমর্থন করে না। এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে প্রোলেতারীয় বিপ্লবের বিস্তৃতির ফলে যা উল্লেখযোগ্য রূপে সর্বত্র বড় বড় পদক্ষেপ ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। এর সৃষ্টি হয়েছে শ্রমজীবী শ্রেণীর মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক এই আন্দোলন ছড়িয়ে দেবার ফলে যা এখনই এত শক্তি অর্জন করেছে যার ফলে প্রকৃত আন্তর্জাতিকে উন্নীত হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

প্রথম আন্তর্জাতিক (১৮৬৪-৭২) শ্রমিকদের একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের ভিত্তি স্থাপন করেছিল পুঁজির বিরুদ্ধে বিপ্লবী আক্রমণের প্রস্তুতি চালাবার জন্যে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক (১৮৮৯-১৯১৪) ছিল প্রোলেতারীয় আন্দোলনের একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন যার বৃদ্ধি ঘটছিল প্রস্থের দিকে, বিপ্লবী স্তরের সাময়িক নিম্নগামিতার বিনিময়ে ও সুবিধাবাদ সাময়িক ভাবে শক্তি অর্জন করায় যা শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিকের লজ্জাকর ভাঙনে পরিণতি লাভ করে।

তৃতীয় আন্তর্জাতিক প্রকৃতপক্ষে উদ্ভূত হয় ১৯১৮ সালে, যখন সুবিধাবাদ এবং সোশ্যাল শোভিনিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দীর্ঘ বছরগুলোতে, বিশেষ করে যুদ্ধের সময়, বেশ কয়েকটা রাষ্ট্রে কমিউনিস্ট পার্টির সৃষ্টি হয়েছিল। সরকারীভাবে তৃতীয় আন্তর্জাতিক ১৯১৯ সালে তার প্রথম কংগ্রেসে মস্কো শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আন্তর্জাতিকের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল, মার্কসবাদের শিক্ষাকে সম্পূর্ণতা দান এবং কার্যকরী করা, সমাজতন্ত্রের বহু প্রাচীন আদর্শকে রূপায়িত করা ও শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া—তৃতীয় আন্তর্জাতিকের এই বিশিষ্টতা নিজেকে তৎক্ষণাৎ প্রতিফলিত করেছে এই ঘটনার মধ্যে যে নতুন, "আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী মানুষের সংঘ" কিছুটা উন্নতি করতে শুরু করে দিয়েছে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র সমূহের ইউনিয়নের মধ্যে।

প্রথম আন্তর্জাতিকই ভিত্তি স্থাপন করেছিল সমাজতন্ত্রের জন্য প্রোলেতারীয় আন্তর্জাতিক সংগ্রামের।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক একটি উল্লেখযোগ্য কালপর্ব যেখানে জমি প্রস্তুত করা হয়েছিল বেশ কয়েকটা দেশে সুবিস্তৃত গণভিত্তিক আন্দোলনের।

তৃতীয় আন্তর্জাতিক, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কাজের ফসল সংগ্রহ করেছে, পরিত্যাগ করেছে সুবিধাবাদীদের, সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের, বুর্জোয়া ও পাতি-বুর্জোয়া আবর্জনাকে এবং প্রোলেতারীয় শ্রেণীর একনায়কত্বকে কার্যকরী করতে শুরু করেছে।

পার্টি সমূহের মধ্যে আন্তর্জাতিক জোট, যা বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে অর্থাৎ পুঁজির জোয়াল অপসারণের জন্যে প্রোলেতারীয় আন্দোলনের যা অবস্থান করছে বহু সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের মত অভূতপূর্ব সুদৃঢ়ভাবে যে সাধারণতন্ত্রগুলো কার্যকরী করছে প্রোলেতারীয় শ্রেণীর একনায়কত্বকে এবং যারা আন্তর্জাতিক স্তরে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী শক্তির প্রতীক স্বরূপ।

তৃতীয় আন্তর্জাতিকের যুগান্তকারী গুরুত্ব নিহিত আছে মার্কসের অবশ্য পালনীয় শ্লোগানকে কার্যে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হওয়ার মধ্যে, যে শ্লোগানের মধ্যে নিহিত আছে বহু শতাব্দীর প্রাচীন সমাজতন্ত্রের বিকাশ এবং শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলন, এই শ্লোগান প্রকাশিত হয়েছে প্রোলেতারীয় শ্রেণীর একনায়কত্ব নামক তত্ত্বের মধ্যে।

এই তত্ত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি—একটি প্রতিভার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ও তত্ত্ব আজ বাস্তবে পরিণত হচ্ছে।

লাতিন শব্দগুলো এখন সমকালীন ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের সমস্ত ভাষায় এমন কি পৃথিবীর সমস্ত ভাষায় অনূদিত হচ্ছে।

বিশ্ব ইতিহাসে নবযুগের সূচনা হয়েছে। মানবজাতি আজ ক্রীতদাসত্বের সর্বশেষ প্রকরণকে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে: পুঁজিবাদী অথবা মজুরি দাসত্ব।

ক্রীতদাসত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করে, মানুষ এই সর্বপ্রথম প্রকৃত স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

এটা কেমন ব্যাপার যে ইউরোপের একটা অত্যন্ত পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রই সর্বপ্রথম প্রোলেতারীয় শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করল এবং একটি সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র সংগঠন করল? আমরা মোটেই ভুল করব না যদি আমরা বলি যে এটাই হল সেই স্ব-বিরোধ, রাশিয়ার পশ্চাৎপদতা এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের থেকে শ্রেষ্ঠতম গণতন্ত্রে সে যে "লাফ" দিয়েছে এই দুই-এর মধ্যে বিরোধ অর্থাৎ বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও প্রোলেতারীয় গণতন্ত্রের মধ্যে বিরোধ। এই বিপরীত ধর্মিতাই হল কারণসমূহের একটা (সুবিধাবাদী অভ্যাস ও ফিলিস্তিনীয় কুসংস্কারের গুরুভার ছাড়া, যা বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে অধিকাংশ সমাজতন্ত্রী নেতাদের ওপর) কেন পশ্চিমের জনগণ বিশেষ অসুবিধা বোধ করত অথবা সোভিয়েত সমূহের ভূমিকা উপলব্ধি করতে এত সময় নিত।

পৃথিবীর সর্বত্র শ্রমজীবী মানুষ সহজাতভাবেই সোভিয়েত সমূহের গুরুত্বকে উপলব্ধি করেছে প্রোলেতারীয় একটি হাতিয়ার হিসাবে এবং প্রোলেতারীয় রাষ্ট্রের একটি আকার রূপে। কিন্তু সুবিধাবাদের দ্বারা ভ্রষ্ট "নেতৃবর্গ" এখনও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের উপাসনা করেন, যাকে তাঁরা বলেন সাধারণ "গণতন্ত্র"।

এটা কি আশ্চর্যজনক ঘটনা যে প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা রাশিয়ার পশ্চাৎপদতা ও বুর্জোয়া গণতন্ত্র ছাড়িয়ে "উল্লম্ফনে"র মধ্যে বিরোধকেই প্রধানত: উদ্ঘাটন করেছে? এটাই আমাদের পক্ষে আশ্চর্যজনক হত যদি ইতিহাস বেশ কিছু সংখ্যক বিরোধিতাবিহীন নতুন আকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আমাদের কাজকে অনুমোদন করত।

বাস্তবিকই যে কোন মার্কসবাদী অথবা যে কোন ব্যক্তি যাঁর আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান আছে, তাঁকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে ভিন্ন ভিন্ন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বে রূপান্তর এক ও অভিন্ন পদ্ধতিতে ও সুসঙ্গত ও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ঘটবে কি না, তখন নিঃসন্দেহে তাঁর জবাব হবে না-বোধক। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কোনদিনই ছিল না এবং কোনদিনই রাষ্ট্রের সুসংগত ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ ঘটবে না। প্রতিটি রাষ্ট্রই কোন না কোন দিকে, কোন না কোন বিশিষ্টতার দিক দিয়ে পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্যসমূহের ক্ষেত্রে এবং শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনের ক্ষেত্রে অধিকতর বেগে বিকাশ ঘটিয়েছে। বিকাশের গতি সব সময় সমান ছিল না।

ফ্রান্স যখন তার মহান বুর্জোয়া বিপ্লব চালিয়ে যাচ্ছিল এবং সমগ্র ইউরোপ মহাদেশকে ঐতিহাসিক দিক থেকে একটা নতুন জীবনে উদ্বুদ্ধ করছিল, সেই সময় বৃটেন নিজেকে প্রমাণ করল প্রতিবিপ্লবী জোটের নেতৃত্বদানকারী হিসাবে, যদিও সেই সময় সে ফ্রান্সের তুলনায় পুঁজিতন্ত্রের দিক থেকে অধিকতর উন্নত ছিল। ঐ সময়কার বৃটিশ শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলন অবশ্য চমৎকারভাবে ভবিষ্যৎ মার্কসবাদের মূল বিষয়াবলীকে অনুমান করতে পেরেছিল।

বৃটেন যখন বিশ্ব চার্টিস্টদের ওপর প্রথম প্রশস্ত, প্রকৃত গণ-ভিত্তিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে সুসংগঠিত প্রোলেতারীয় বিপ্লবী আন্দোলন আরোপ করল তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুর্বল বুর্জোয়া বিপ্লব সংঘটিত হচ্ছিল সারা ইউরোপীয় মহাদেশে এবং বুর্জোয়া ও প্রোলেতারিয়েতের মধ্যে প্রথম গৃহযুদ্ধ শুরু হয় ফ্রান্সে। বুর্জোয়ারা একে একে সব কটি পৃথক পৃথক জাতিসত্তা বিশিষ্ট প্রোলেতারিয়েতের জাতীয় বাহিনীকে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে ভিন্ন ভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে পরাস্ত করে।

বৃটেন ছিল একটি আদর্শ রাষ্ট্র, যার মধ্যে এঙ্গেলস যেমন বলেছেন, বুর্জোয়ারা, বুর্জোয়া অভিজাততন্ত্রের পাশাপাশি সৃষ্টি করেছে প্রোলেতারিয়েতের ২২৩ একটি বুর্জোয়া উচ্চস্তরের। কয়েক দশক ধরে এই অগ্রণী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রটি প্রোলেতারিয়েতের বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছিল। ফ্রান্স সম্ভবতঃ বুর্জোয়া বিরোধী ১৮৪৮ ও ১৮৭১ সালের বীরত্ব-ব্যঞ্জক শ্রমিকশ্রেণীর দুটি বিদ্রোহে প্রোলেতারিয়েতের শক্তি নিঃশেষ করে

দিয়েছিল যে বিদ্রোহ বিশ্ব ঐতিহাসিক বিকাশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান যুগিয়েছে। ঐ সময় আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনের নেতৃত্ব চলে যায় জার্মানীর হাতে; এটা হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে; যখন সে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বৃটেনের ও ফ্রান্সের চাইতে পেছনে পড়েছিল। কিন্তু জার্মানী যখন এই সব রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক দিক থেকে ছাড়িয়ে গেল অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে, তখন জার্মানীর মার্কস-বাদী শ্রমিক পার্টি, যা তখন বিশ্বের আদর্শস্বরূপ, দেখতে পেল যে ওরা মুষ্টিমেয় চরম শয়তানদের নেতৃত্বাধীন হয়ে পড়েছে অর্থাৎ অভদ্র ও পাজী ব্যক্তিদের নেতৃত্বাধীন—সিডম্যান, নোস্ক, ডেভিড, লেজিয়েন ঘৃণ্য জল্লাদরা যাদের সংগ্রহ করা হয়েছে শ্রমিকদের নিম্নতম স্তর থেকে, যারা নিজেদের বিক্রি করে দিয়েছে পুঁজিপতিদের কাছে, যারা রাজতন্ত্রের ও প্রতিবিপ্লবীদের সেবায় নিযুক্ত আছে।

বিশ্ব ইতিহাস অবিচলভাবে এগিয়ে চলেছে প্রোলেতারিয়েতের এক-নায়কত্বের দিকে কিন্তু অনুসৃত পথ মসৃণ নয়, সরল নয়, সোজা নয়।

যখন পর্যন্ত কার্ল কাউৎস্কি মার্কসবাদী ছিলেন ও মার্কসবাদী পার্টি ত্যাগ করেন নি, তখন তিনি হয়ে উঠলেন সিডম্যানদের সঙ্গে ঐক্যের প্রবক্তা এবং সোভিয়েত অথবা প্রোলেতারীয় গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে সমর্থন করতে লাগলেন, তিনি একটা প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন—শতাব্দী শুরু হওয়ার সময় প্রবন্ধটির নাম দিয়েছিলেন, "বিপ্লব এবং স্লাভেরা।" এই প্রবন্ধে তিনি ঐতিহাসিক পরিস্থিতির অন্বেষণ করেছিলেন যা বিশ্ব বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্ব স্লাভদের হস্তগত হওয়ার সম্ভাবনা উল্লেখ করেছিল।

তাই ঘটেছে। বিপ্লবী প্রোলেতারীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃত্ব কিছুদিনের জন্যে, স্বল্পকালের জন্যে সত্যই রুশদের হস্তগত হয়েছিল, ঠিক যেমন উনবিংশ শতাব্দীর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নেতৃত্ব ছিল বৃটিশ, ফরাসী ও জার্মানদের হাতে।

আমার কয়েকবার বলার সুযোগ এসেছিল যে অন্যান্য অগ্রণী রাষ্ট্রের রাশিয়ার পক্ষে মহান প্রোলেতারীয় বিপ্লব শুরু করা সহজতর ছিল কিন্তু তাদের পক্ষে একে টিঁকিয়ে রাখা এবং চূড়ান্ত জয়লাভ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ সংগঠনের অর্থেও কঠিনতর হবে।

আমাদের পক্ষে শুরু করা সহজতর হয়েছিল, তার কারণ প্রথমতঃ—বিংশ

শতাব্দীর ইউরোপের জন্যে, তার অনুগামী রাজতন্ত্রের রাজনৈতিক পশ্চাৎ-পদতা জনগণের বিপ্লবী আক্রমণে অস্বাভাবিক শক্তি যুগিয়েছিল। দ্বিতীয়ত: রাশিয়ার পশ্চাৎপদতা প্রোলেতারীয় বিপ্লবের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিশে গিয়েছিল বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহ সহ। এইখান থেকেই আমরা শুরু করেছিলাম ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে এবং আমরা ঐ সময় এত সহজে জয়লাভ করতে পারতাম না যদি আমাদের না থাকত। যতদূর পর্যন্ত মনে পড়ে মার্কস ১৮৫৬ সালে প্রোলেতারীয় বিপ্লব ও কৃষক যুদ্ধের১২৪ অদ্ভুত মিলনের সম্ভাব্যতার কথা উল্লেখ করেছিলেন প্রাশিয়ার প্রসংগে। ১৯০৫ সালের শুরু থেকে বলশেভিকরা প্রোলেতারিয়েত ও কৃষক শ্রেণীর বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের তত্ত্ব সম্পর্কে প্রচার আরম্ভ করে। তৃতীয়ত: ১৯০৫ সালের বিপ্লব কৃষক শ্রেণীর ব্যাপক অংশ ও শ্রমিকদের রাজনৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাট অবদান যোগায় কারণ সে তার অগ্রণী বাহিনীর সঙ্গে পশ্চিমে "সমাজতন্ত্রের শেষ কথা"র পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিল এবং জনগণের বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপও এর কারণ। এই রকম পূর্ণাঙ্গ মহড়া যা আমরা করেছিলাম ১৯০৫ সালে, তা ব্যতিরেকে ১৯১৭ সালের বিপ্লব অর্থাৎ অক্টোবর বিপ্লব অসম্ভব হয়ে উঠত। চতুর্থত রাশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান অন্যান্য রাষ্ট্র সামরিক শক্তিতে উন্নততর পুঁজিবাদী রাষ্ট্র সমূহের বিরুদ্ধে যা করতে পারত তার চাইতে অধিকতর সময় পর্যন্ত ধরে রাখতে রাশিয়াকে সমর্থ করেছিল। পঞ্চমত: কৃষক সমাজের প্রতি প্রোলেতারিয়েতের সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী বুর্জোয়া বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল, শহর কেন্দ্রিক প্রোলেতারিয়েতের, আধা-প্রোলেতারিয়েতের ওপর ও পল্লী অঞ্চলের দরিদ্রতর অংশের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সহায়তা করেছিল। ষষ্ঠত: ধর্মঘট সম্পর্কিত ব্যাপারে দীর্ঘকালের শিক্ষা এবং ইউরোপীয় ব্যাপক শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা, গভীর ও দ্রুত তীব্রতা অর্জনকারী বিপ্লবী পরিস্থিতির উদ্ভবে সহায়তা যুগিয়েছিল, এই ধরনের অদ্বিতীয় বিশিষ্টতা সম্পন্ন প্রোলেতারীয় বিপ্লবী সংগঠন হল সোভিয়েত সমূহ।

এই তালিকাটি অবশ্য অসম্পূর্ণ, কিন্তু তাহলেও, এখনকার মত এটাই যথেষ্ট।

রাশিয়াতে সোভিয়েত অর্থাৎ একটি প্রোলেতারীয় গণতন্ত্রের জন্ম হল। প্যারী কমিউনের পর একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল।

প্রোলেতারীয় ও কৃষকদের সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রই বিশ্বের প্রথম স্থায়ী সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্ররূপে প্রমাণিত হয়েছিল। একটি নতুন ধরনের রাষ্ট্র তাই তার মৃত্যু নেই। সে আর একা নয়।

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ কার্য চালিয়ে যাওয়া ও সম্পাদন করার জন্যে এখনও অনেক, অনেক কিছুর প্রয়োজন। উন্নততর দেশসমূহে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রসমূহে, যেখানে প্রোলেতারিয়েতের প্রভাব ও ক্ষমতা অনেক বেশী সেখানে রাশিয়াকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও বেশী যদি ওরা প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বের পথ গ্রহণ করে।

দেউলিয়া দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক এখন মরণোন্মুখ এবং জীবন্ত অবস্থায় পচছে। প্রকৃতপক্ষে সে বিশ্বের বুর্জোয়া শ্রেণীর তল্পীবাহকদের ভূমিকা পালন করে। সে প্রকৃতপক্ষে একটি বেপরোয়া আন্তর্জাতিক। এর সর্বাগ্রগণ্য আদর্শবাদী নেতৃবর্গের মধ্যে কাউৎস্কি, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রশংসা করেন এবং একে বলেন সাধারণ "গণতন্ত্র" অথবা যা আরও অর্থহীন ও আরও কাঁচা তাকে বলেন "খাঁটি গণতন্ত্র"।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের দিন শেষ হয়ে গেছে ঠিক যেমন শেষ হয়ে গেছে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের দিন, যদিও আন্তর্জাতিক, ঐতিহাসিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী কাজ করেছিল যখন কর্তব্য ছিল শ্রমজীবী শ্রেণীকে এই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে শিক্ষিত করে তোলা।

কোন বুর্জোয়া সাধারণতন্ত্র, যত গণতান্ত্রিকই হোক না কেন, সে পুঁজির দ্বারা শ্রমজীবী শ্রেণীকে দমনকারী যন্ত্র ছাড়া আর কিছু হতে পারে না অর্থাৎ পুঁজির রাজনৈতিক শাসন অর্থাৎ বুর্জোয়া একনায়কত্ব ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া সাধারণতন্ত্র প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং ঘোষণা করেছে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের কিন্তু সে কোন দিনই এটাকে কার্যে পরিণত করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত জমি এবং উৎপাদনের উপায়সমূহের ব্যক্তিগত মালিকানার অস্তিত্ব থাকবে।

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে "স্বাধীনতা" বলতে-বোঝায় কেবলমাত্র ধনীদের স্বাধীনতা। প্রোলেতারীয় ও শ্রমজীবী কৃষকরা একে কাজে লাগাতে পারে এবং পারা উচিত তাদের শক্তিসমূহকে পুঁজির উৎখাত করতে গড়ে তোলার জন্যে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্যে কিন্তু

প্রকৃতপক্ষে শ্রমজীবী মানুষ সাধারণভাবে পুঁজিবাদের অধীনে গণতন্ত্র ভোগ করতে অক্ষম ছিল।

বিশ্বে এই সর্বপ্রথম সোভিয়েত অথবা প্রোলেতারীয় গণতন্ত্র, আপামর জনগণের জন্যে, শ্রমজীবী মানুষের জন্যে, কারখানা শ্রমিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্যে গণতন্ত্রের সৃষ্টি করেছে।

পৃথিবীতে আজও কোথাও সংখ্যাগরিষ্ঠরা রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয় নি, সংখ্যাগরিষ্ঠরা প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে সোভিয়েত শাসনে।

সোভিয়েত শাসন শোষকদের "স্বাধীনতা" ও তাদের সহযোগীদের নিয়ন্ত্রণ করেছে, শোষণ করার "স্বাধীনতা" থেকে ওদের বঞ্চিত করা হয়েছে, অনাহার সুনিশ্চিত করার "স্বাধীনতা" থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, পুঁজির শাসন পুনরায় কায়েম করার জন্যে সংগ্রামের "স্বাধীনতা" থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, স্বদেশের শ্রমিক-কৃষকদের বিরুদ্ধে বিদেশী বুর্জোয়াদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করার "স্বাধীনতা" থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

এই ধরনের স্বাধীনতার কথা কাউৎস্কি অনুগামীদের প্রচার করতে দিন। একমাত্র মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকরাই এই রকম কাজ করতে পারে।

হিলফার্ডিং ও কাউৎস্কির মত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের আদর্শবাদী নেতৃবর্গের দেউলিয়াপনা ওদের সোভিয়েতের গুরুত্ব অথবা প্যারী কমিউনের সংগে তুলনায় প্রোলেতারীয় গণতন্ত্রের গুরুত্ব, ইতিহাসে এর স্থান এবং প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বের একটি রূপ হিসাবে এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার অক্ষমতা আর কিছুতে এত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় নি।

"স্বাধীন" জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির (ওরফে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ফিলিস্তিনীয়, পাতি-বুর্জোয়া) মুখপত্র Die Freiheit নামক সংবাদপত্রের, ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৯ সালে প্রকাশিত ৭৪ নং সংখ্যায় একটি ইস্তেহার প্রকাশ করেছিল যার শিরোনাম ছিল "জার্মানীর বিপ্লবী প্রোলেতারিয়েতের প্রতি।"

এই ইস্তেহারে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন, পার্টির কর্মকর্তা ও জাতীয় পরিষদের সব কজন সদস্য, এই জাতীয় পরিষদকে আমাদের আইন সভারই জার্মান সংস্করণ বলা যেতে পারে।

এই ইস্তেহার শিডম্যানদের দোষারোপ করেছে শ্রমিক সংঘ বিলোপ করতে চেয়েছে বলে এবং প্রস্তাব করেছে—হাসবেন না! যে এই সংঘগুলো আইন পরিষদের সঙ্গে মিশে যাক, অর্থাৎ এই সংঘগুলোকে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হোক এবং শাসনতন্ত্রে একটা নির্দিষ্ট স্থান।

আপস করার জন্যে বুর্জোয়া একনায়কত্বের সঙ্গে প্রোলেতারীয় একনায়কত্বের মিলন! কত সহজ! কি চমৎকার একটি ফিলিস্তিনীয় কল্পনা!

একমাত্র যুক্তি হল এই যে কেরেনস্কির অধীনে সংযুক্ত মেনশেভিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীদের দ্বারা, রাশিয়াতে এটা পরীক্ষিত হয়েছিল, যারা ছিল পাতি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রী এবং যারা নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলে কল্পনা করত।

যিনি মার্কসবাদ অধ্যয়ন করেছেন এবং বুঝতে না পেরে থাকেন যে একটি পুঁজিবাদী সমাজে, প্রতিটি চরম সংকটকালে, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী সংঘর্ষের সময়, বিকল্পরূপে থাকে বুর্জোয়াদের একনায়কতন্ত্র অথবা প্রোলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র, তাহলে তিনি মার্কসের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মতবাদের কিছুই বোঝেন নি।

কিন্তু শান্তিপূর্ণ উপায়ে বুর্জোয়া একনায়কত্ব ও প্রোলেতারীয় একনায়কত্বের মিলন ঘটানো সম্পর্কে হিলফার্ডিং ও কাউৎস্কির চমৎকার ফিলিস্তিনসুলভ তত্ত্ব বিশেষ আলোচনার যোগ্য যদি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসম্ভাব্যতার বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতে হয় যার দ্বারা ১০ই ফেব্রুয়ারীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাস্যকর ইস্তেহারটি ভরে আছে। এটাকে পৃথক একটি প্রবন্ধের জন্যে রেখে দিতে হবে।

মস্কো ১৫ই এপ্রিল, ১৯১৯

*কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক* পত্রিকার ১নং সংখ্যায় ১৯১৯ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয়।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ২৯, পৃঃ ৩০৫-১৩

# তৃতীয় আন্তর্জাতিকের কর্তব্য

## ( তৃতীয় আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গে র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড )

১৯১৯ সালের ১৪ই এপ্রিল তারিখে ফরাসী সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের সংবাদপত্র "ল্যুমানিতে"-র ৫৪৭৫ নং সংখ্যায় তথাকথিত বৃটিশ স্বাধীন শ্রমিক পার্টির বিখ্যাত নেতা র‍্যামসে ম্যাডোনাল্ড লিখিত একটি সম্পাদকীয় আছে; ঐ পার্টি প্রকৃতপক্ষে একটি সুবিধাবাদী পার্টি এবং সবসময়ই বুর্জোয়াদের ওপর নির্ভরশীল ছিল। যে প্রবণতাকে কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলাই রীতি সেই প্রবণতা কর্তৃক গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যসূচক হল এই প্রবন্ধটি যাকে মস্কোর কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেসে ঐ নামেই ডাকা হয়েছিল যার *পূর্ণ* উদ্ধৃতি আমরা দিচ্ছি "ল্যুমানিতে" পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর প্রারম্ভিক ছত্রগুলো সহ :

### তৃতীয় আন্তর্জাতিক

যুদ্ধের পূর্বে কমন্স সভায় শ্রমিক পার্টির অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতা ছিলেন আমাদের বন্ধু র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড। একজন সমাজ-তন্ত্রী ও দৃঢ় বিশ্বাস সম্পন্ন ব্যক্তি, যারা যুদ্ধকে আহ্বান জানায় পবিত্র কর্তব্য হিসেবে তাদের বিপরীতে যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে নিন্দা করা কর্তব্য বলে তিনি মনে করেছিলেন। ফলে, ৪ঠা আগস্টের পর তিনি শ্রমিক পার্টির নেতৃপদ ত্যাগ করেন এবং স্বাধীন শ্রমিক পার্টির কমরেডবৃন্দ ও কির হার্ডিকে নিয়ে আমরা যার প্রশংসা করি, যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে ভয় পান নি।

এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন প্রাত্যহিক বীরত্বের।

ম্যাকডোনাল্ড তাঁর, উদাহরণের দ্বারা দেখিয়েছিলেন যে

"জরেসের" কথা অনুযায়ী সাহস গড়ে ওঠে বিজয়ী মিথ্যার বিধানের কাছে নতশির না হওয়া এবং মূর্খ ও গোঁড়াদের বিদ্রূপের প্রশংসার প্রতিধ্বনি রূপে কাজ না করার মধ্যে।"

নভেম্বরের শেষে অনুষ্ঠিত খাকি* নির্বাচনে ম্যাকডোনাল্ড লয়েড জর্জ কর্তৃক পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত যে ম্যাকডোনাল্ড প্রতিশোধ নেবেনই এবং তা অদূর ভবিষ্যতেই।

সমাজতন্ত্রের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা-কামী ঝোঁকের বৃদ্ধি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্য-জনক।

এটা অবশ্য খারাপ জিনিস নয় যে সমাজতন্ত্রের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন এবং পথের অনুগামীরাও আছেন। আমাদের সমাজতন্ত্র এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে।

এর মৌলিক নীতিসমূহ অপরিবর্তনীয়; কিন্তু এই নীতির সব চাইতে ভালভাবে প্রয়োগের পদ্ধতি, অর্থাৎ জোট বাঁধা, যা বিপ্লবকে বিজয়ী করবে এবং যে পদ্ধতিতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে গড়ে তোলা হবে ইত্যাদি সমস্যাগুলো এখনও আলোচনার বিষয় এবং তাদের যোগসূত্র স্বরূপ শেষ কথাটি এখনও বলা হয় নি। এইসব বিষয়ের গভীর অনুশীলনই আমাদের পরম সত্যে পৌঁছে দিতে পারে।

চরমপন্থীরা সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে এবং এই ধরনের সংঘর্ষ সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীকে শক্তিশালী করার কাজ করতে পারে। অশুভ শুরু হয় যখন প্রত্যেকেই তার বিরোধকে বিশ্বাসঘাতক বলে মনে করে; একজন বিশ্বাসী আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত, যার মুখের সামনে পার্টির স্বর্গদ্বার সশব্দে বন্ধ হয়ে যাওয়াই উচিত।

যখন সমাজতন্ত্রীরা অন্ধ বিশ্বাসের দ্বারা অধিকৃত হন ঠিক যেমন

* সৈন্যরা "খাকি" নির্বাচন বলত যাদের আদেশ করা হয়েছিল সরকারী প্রার্থীর পক্ষে ভোট দেবার জন্যে।

খ্রীস্টান যুগের পুরানো দিনে গৃহযুদ্ধের প্রচার করা হ'ত ঈশ্বরের আরও মহত্ত্ব প্রকাশের জন্যে এবং শয়তানের দুর্গতি বৃদ্ধির জন্যে, তখন বুর্জোয়ারা হয়ত নিদ্রিত থাকবেন, কারণ তাদের শাসনকাল এখনও শেষ হয় নি, সমাজতন্ত্র কর্তৃক অর্জিত জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক সাফল্য যত বিরাটই হোক না কেন।

বর্তমান কালে আমাদের আন্দোলন দুর্ভাগ্যবশতঃ একটা নতুন প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হয়েছে। মস্কোতে একটি নতুন আন্তর্জাতিকের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

আমি এই বিষয়ে বড়ই দুঃখিত হয়েছি কারণ, বর্তমান সময়ে সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক সর্বপ্রকার সমাজতান্ত্রিক চিন্তার কাছেই যথেষ্ট পরিমাণে মুক্ত এবং বলশেভিকবাদ কর্তৃক এর মধ্যে সর্বপ্রকার তাত্ত্বিক ও বাস্তব মত বিরোধ সৃষ্টি করা সত্ত্বেও আমি কোন কারণ দেখতে পাই না কেন এর বামপন্থীরা কেন্দ্র থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং একটা স্বতন্ত্র উপদল গঠন করবে।

সর্বপ্রথমে এটা অবশ্যই স্মরণ করতে হবে যে আমরা এখনও বিপ্লবের শৈশবকালে বাস করছি। সরকারের যে সব আকার সৃষ্টি হয়েছে যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক ও সামাজিক জঞ্জাল থেকে তা এখনও পরীক্ষিত হয়নি এবং সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

একটি নতুন ঝাঁটা দিয়ে প্রথম প্রথম খুব পরিষ্কার করে ঝাঁট দেওয়া যায় কিন্তু কেউই আগে থাকতে বলতে পারে না শেষ পর্যন্ত এটা কতখানি কার্যকরী থাকবে।

রাশিয়া হাঙ্গেরী নয়, হাঙ্গেরী ফ্রান্স নয়, ফ্রান্স বৃটেন নয়; সেই জন্যে যিনি আন্তর্জাতিকের মধ্যে একটি ভাঙনের সৃষ্টি করেন কোন একটি দেশের অভিজ্ঞতা অনুসরণ করে, তিনি অপরাধজনক সংকীর্ণ চিন্তাই প্রকাশ করেন।

এ ছাড়া, রাশিয়ার অভিজ্ঞতার প্রকৃত মূল্য আর কি আছে? কে তার জবাব দেবে? মিত্র সরকারসমূহ আমাদের ওয়াকিবহাল হতে দিতে ভয় পায়। কিন্তু দুটো জিনিস আমরা জানি।

প্রথম এবং সর্বাগ্রগণ্যটি হল এই যে কোন প্রস্তুত পরিকল্পনা ছিল না যাকে অনুসরণ করে বর্তমান রুশ সরকার কর্তৃক বিপ্লব অর্জিত

হয়েছিল। এর বিকাশ ঘটেছিল ঘটনা প্রবাহে। লেনিন কেরেনস্কির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছিলেন একটি আইন সভার দাবী জানিয়ে। ঘটনার গতিতে তাঁকে এই আইন সভা বন্ধ করতে হল। রাশিয়াতে যখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হল কেউই ভাবে নি যে সোভিয়েতসমূহ সরকারে গিয়ে বসবে, যা তারা করেছিল।

পরবর্তীকালে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ভাবেই লেনিন হাঙ্গেরীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন ক্রীতদাসের মত রাশিয়ার অনুকরণ না করতে এবং হাঙ্গেরীয় বিপ্লবকে স্বাধীনভাবে তার নিজস্ব চরিত্র নিয়ে উদ্ভূত হতে দিতে।

এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্রমবিকাশ ও কমা-বাড়া যা আমরা প্রত্যক্ষ করছি, তার ফলে কোনক্রমেই যেন আন্তর্জাতিকে ভাঙ্গন সৃষ্টি না হয়।

সমস্ত সমাজতান্ত্রিক সরকারেরই আন্তর্জাতিকের সাহায্য ও পরামর্শের প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক কর্তৃক তাদের অভিজ্ঞতার ওপর খোলা মন নিয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে এটাই প্রয়োজন।

আমি সবে একজন বন্ধুর কাছ থেকে শুনলাম যিনি অতি সম্প্রতি লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, যে নিজে ছাড়া সোভিয়েত সরকারের এত স্বাধীন সমালোচনা আর কেউ করতে পারে না।

যদি যুদ্ধোত্তর বিশৃঙ্খলা ও বিপ্লব একটি ভাঙ্গনের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন না করে, তাহলে শেষোক্তটি কি সেই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে কোন যৌক্তিকতা দেখতে পান না যে দৃষ্টিভঙ্গী কিছু কিছু সমাজতন্ত্রী যুদ্ধের সময় গ্রহণ করেছিলেন? আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি যে এখানে কারণগুলো আরও যুক্তিপূর্ণ মনে হতে পারে। কিন্তু সত্যিই আন্তর্জাতিকের ভাঙ্গনের পক্ষে যদি কোন যুক্তি থাকত তাহলে নিশ্চয়ই এই প্রশ্নটি অত্যন্ত বিরক্তিকর ভাবে হলেও মস্কো অধিবেশনে উপস্থাপিত হত।

আমি তাদেরই একজন, যারা মনে করেন যুদ্ধের জন্যে দায়ী

কে এই প্রসঙ্গে বার্ন অধিবেশনের আলোচনা ছিল অ-সমাজতান্ত্রিক জনমতকে কিছুটা সুবিধা দান করার ব্যাপার।

বার্নে শুধু যে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই অসম্ভব ছিল তাই নয়, যা একটা ঐতিহাসিক মূল্য অর্জন করতো (যদিও তার একটা রাজনৈতিক মূল্য থাকতে পারত) কিন্তু প্রশ্নটিকেও যথার্থ স্থাপন করা হয় নি।

জার্মান সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিন্দা (যে নিন্দা ঐ সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপযুক্ত রূপেই প্রাপ্য ছিল যার সঙ্গে আমি নিজেকে খুশী মনে যুক্ত করছি) যুদ্ধের উৎস প্রকাশ রূপে কাজ করতে পারে নি।

বার্ন আলোচনার সঙ্গে যুদ্ধ সম্পর্কে অন্যান্য সমাজতন্ত্রীরা যে মনোভাব পোষণ করেন সেই বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা যুক্ত ছিল না।

এই আলোচনা যুদ্ধকালে সমাজতন্ত্রীদের আচরণ সম্পর্কে কোন সূত্র উদ্ভব করে নি। এই সময়ের পূর্বে সমস্ত আন্তর্জাতিক যা বলেছিল তা হল, জাতীয় প্রতিরক্ষার যুদ্ধে সমাজতন্ত্রীরা অবশ্যই অন্যান্য পার্টির সঙ্গে জোটবদ্ধ হবে।

এইসব ঘটনার সময় আমরা কার নিন্দা করব? আমাদের মধ্যে কেউ কেউ জানতেন যে আন্তর্জাতিক যা সিদ্ধান্ত করেছে তার দ্বারা কোন অর্থই প্রকাশ হয় না এবং ক্রিয়াকর্মের বাস্তব নির্দেশাবলীও গঠন করে না।

আমরা জানতাম যে এই ধরনের যুদ্ধ পরিসমাপ্ত হবে সাম্রাজ্যবাদের জয়লাভে এবং স্বাভাবিক অর্থে কোন শান্তিবাদী অথবা শান্তিবাদ বিরোধী না থাকায় আমরা একটা নীতি অনুসরণ করেছি যা আমাদের মতে আন্তর্জাতিকতাবাদের সঙ্গে একমাত্র উপযুক্ত নীতি। কিন্তু আন্তর্জাতিক কখনও আমাদের জন্যে এই ধরনের কোন আচরণ বিধির ব্যবস্থা করে নি।

সেই জন্যেই যে মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হল সেই মুহূর্তেই আন্তর্জাতিকও ভেঙ্গে গেল। সে তার কর্তৃত্ব হারাল এবং কোন একটি সিদ্ধান্তও প্রকাশ করল না যার ভিত্তিতে আমরা তাদের নিন্দা করার অধিকার লাভ করতাম যারা সততার সঙ্গে আন্তর্জাতিক কংগ্রেসসমূহের সিদ্ধান্তগুলি কার্যকরী করেছে।

ফলে, আজ আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করব তা হল নিম্নরূপ: যা ঘটে গেছে তার জন্যে বিভিন্ন পথে বিচ্ছিন্ন না হয়ে, আসুন আমরা একটা প্রকৃত সক্রিয় আন্তর্জাতিক গঠন করি যা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে বিপ্লবের সময় ও পুনর্গঠনের সময় রক্ষা করবে যা আমরা এখন করতে যাচ্ছি।

আমরা অবশ্যই সমাজতান্ত্রিক নীতিসমূহকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করব। আমরা অবশ্যই আমাদের আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আচরণকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করব।

যদি দেখা যায় যে এই সমস্ত নীতির বিষয়ে আমাদের মৌলিক পার্থক্য আছে, আমরা যদি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রশ্নে কোন স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে না পারি, যদি অবস্থা সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী, যার অধীনে প্রোলেতারিয়েত ক্ষমতা গ্রহণ করবে; ভিন্নমুখী থাকে, শেষ পর্যন্ত যদি দেখা যায় যে যুদ্ধ আন্তর্জাতিকের কোন কোন অংশের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের জীবাণু সংক্রামিত করেছে তা হলেই ভাঙ্গন সম্ভব।

আমি মনে করি না এই ধরনের কোন বিপর্যয় ঘটবে। সেইজন্যেই আমি-মস্কো ইস্তেহার অপরিণত বলে দুঃখ প্রকাশ করি কারণ এর দ্বারা কোন কাজই হবে না; আমি আশা করি আমার ফরাসী বন্ধুরা, আমি সহ যাদের বিরুদ্ধে বিগত দুখদায়ক চার বছর ধরে এত কুৎসা ও দুর্ভাগ্য জমা করে রাখা হয়েছে তা ধৈর্যহীনতার ফলে আন্তর্জাতিক সংহতি ধ্বংসের কারণ হবে না।

অন্যথায়, ওদের সন্তানসন্ততিদের পুনরায় একটি সংহতি গড়ে তুলতে হবে যদি প্রোলেতারিয়েতকে বিশ্বের শাসন চালাতে হয়।

*—জে. র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড*

পাঠকরা দেখতে পাবেন, এই প্রবন্ধে লেখক প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে ভাঙ্গন অপ্রয়োজনীয়। যাই হোক, এর অবশ্যম্ভাবিতা ম্যাকডোনাল্ড কর্তৃক উত্থাপিত যুক্তির পদ্ধতির মধ্যে থেকেই বেরিয়ে আসে—যিনি হলেন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বৈশিষ্ট্যে প্রতিনিধি স্বরূপ এবং সিডম্যান, কাউৎস্কি ভান্দারভেল্দ, ব্রান্টিং প্রমুখ আরও অনেকের যোগ্য সহকর্মী।

*

র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের প্রবন্ধ আপাতদৃষ্টিতে সরল, মধুর, গতানুগতিক সমাজতান্ত্রিক বুলির একটি চমৎকার নমুনা স্বরূপ যা দীর্ঘকাল ধরে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহে শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যে বুর্জোয়া নীতিকে গোপন করার চেষ্টা করে এসেছে।

১

যা সব চাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বিশেষ বৈশিষ্ট্যসূচক সেটা দিয়েই শুরু করা যাক। কাউৎস্কির মত ("প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্ব" নামক তাঁর পুস্তিকায়) লেখক এই বুর্জোয়া মিথ্যার পুনরাবৃত্তি করেছেন যে রাশিয়াতে কেউই সোভিয়েতের ভূমিকাকে পূর্বানুমান করতে পারেন নি, এবং আমি ও বলশেভিকরা কেরেনস্কির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা শুরু করেছি একমাত্র আইন সভার প্রশ্নে।

এটা হল একটা বুর্জোয়া মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে ১৯১৭ সালের ৪ঠা এপ্রিল, অর্থাৎ পেত্রোগ্রাদে আমার উপস্থিতির দ্বিতীয় দিনে আমি সোভিয়েতের জন্যে দাবী সম্বলিত একটি প্রস্তাব দিই, বুর্জোয়া সংসদীয় প্রজাতন্ত্রের জন্যে নয়। কেরেনস্কির আমলে আমি বহুবার সংবাদপত্রে ও জনসভায় এর পুনরাবৃত্তি করেছি। বলশেভিক পার্টি সরকারীভাবে ও যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে ১৯১৭ সালের ২৯শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত অধিবেশনের সিদ্ধান্তে একথা ঘোষণা করেছিল। কে না জানে যে এরা রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে সত্য কথা জানতে আগ্রহী নয়। যদি কেউ বুঝতে চান যে আইনসভা সহ একটি বুর্জোয়া সংসদীয় প্রজাতন্ত্র, আইন সভা বর্জিত একই ধরনের সাধারণতন্ত্র থেকে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া এবং সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র হল দুই ধাপ এগিয়ে যাওয়া, তাহলে বুঝতে হবে তিনি বুর্জোয়া ও প্রোলেতারিয়েতের মধ্যে পার্থক্যের প্রতি তাঁর চোখ বন্ধ করে রেখেছেন।

নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলে প্রচার করা এবং রাশিয়াতে ঐ প্রশ্ন উত্থাপিত হবার দুবছর পর এবং রাশিয়াতে সোভিয়েত বিপ্লবের জয়লাভের দেড় বছর পরও পার্থক্য দেখতে না পাওয়ার অর্থ হল "অ-সমাজতন্ত্রী জনমতের" মধ্যে দৃঢ়ভাবে আটকে পড়া, অর্থাৎ বুর্জোয়া চিন্তা ও নীতির দ্বারা চালিত হওয়া।

এই ধরনের মানুষের সঙ্গে বিচ্ছেদ প্রয়োজন এবং অবশ্যম্ভাবী, কারণ

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করা অসম্ভব যদি আপনারা ওদের সঙ্গে হাত মেলান যারা বুর্জোয়াদের দিকেই ঝোঁকে।

যদি র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড অথবা কাউৎস্কির মত নেতৃবৃন্দ সোভিয়েত শক্তি প্রতি বলশেভিকদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কিত পরিচয় লাভের মত তুচ্ছ একটি অসুবিধা ও ১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবরের পরে ও আগে যে চেহারা নিয়ে সমস্যাটা জেগে উঠেছিল সেই সম্পর্কে যৎসামান্য অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে অস্বীকার করেন (৭ই নভেম্বর) তাহলে এইসব ব্যক্তি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য আসল লড়াই-এর তুলনাহীন ও বৃহত্তর অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে প্রস্তুত ও সক্ষম হবেন এই রকম আশা করাটা কি হাস্যকর হবে না?

২

এখন আমাদের দ্বিতীয় অসত্য সম্পর্কে আলোচনা করা যাক (যে অসংখ্য অসত্যে র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের প্রবন্ধ ভরে আছে, কারণ এই প্রবন্ধে সম্ভবতঃ যত কথা আছে তার চাইতে বেশী আছে অসত্য)। এই অসত্যই সম্ভবতঃ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড জোরের সঙ্গে বলেন ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধকাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক শুধু এই কথা বলে এসেছে যে "জাতীয় প্রতিরক্ষার যুদ্ধে সমাজতন্ত্রীরা অন্যান্য পার্টির সঙ্গে জোটবদ্ধ হবে।"

এটা হল সত্য থেকে সাংঘাতিক ধরনের একটা বিচ্যুতি। প্রত্যেকেই জানেন যে ১৯১২ সালের ব্যাসল ইস্তেহার সমস্ত সমাজতন্ত্রীদের দ্বারা সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত হয়েছিল এবং আন্তর্জাতিকের সমস্ত দলিলপত্রের মধ্যে একমাত্র এটাই সুস্পষ্টরূপে বৃটিশ ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনকারীদের উল্লেখ করেছিল, ১৯১২ সালে সবাই যার প্রস্তুতি লক্ষ্য করেছিলেন তা ১৯১৪ সালে শুরু হয়। এই যুদ্ধ সম্পর্কেই ব্যাসল ইস্তেহার তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করেছিল যাকে ম্যাকডোনাল্ড এখন নীরবতার কাছে ঠেলে দিয়েছেন এবং এর দ্বারা সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা বিরাট অপরাধ করেছেন, এবং প্রমাণ করেছেন যে তাঁর মত মানুষের সঙ্গে বিচ্ছেদ প্রয়োজন কারণ প্রকৃতপক্ষে তাঁরা বুর্জোয়াদেরই সেবা করেন, প্রোলেতারিয়েতের নয়।

ঐ তিনটি বিষয় হল নিম্নরূপ:

বিপদের কারণস্বরূপ যুদ্ধকে জাতীয় স্বাধীনতার স্বার্থে কণামাত্র যুক্তিপূর্ণ বলেও মনে করা যায় না।

এই যুদ্ধে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে একে অপরের প্রতি গুলি বর্ষণ করা অপরাধ রূপেই গণ্য হবে।

এই যুদ্ধ নিয়ে যাবে প্রোলেতারীয় বিপ্লবের দিকে।

এখানে আপনারা তিনটি মৌলিক ও ভিত্তি স্থানীয় সত্য দেখতে পাবেন যাকে "ভুলে গিয়ে" (যদিও তিনি যুদ্ধের পূর্বে এর পক্ষে স্বাক্ষর দান করেছিলেন) ম্যাকডোনাল্ড প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়াদেরই পক্ষাবলম্বন করছেন প্রোলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে এবং এর দ্বারা প্রমাণ করেন যে একটি বিচ্ছেদের প্রয়োজন।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সেইসব পার্টির সঙ্গে ঐক্য মেনে নেবে না যারা এই সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং তাদের দৃঢ়তাপূর্ণ কাজের দ্বারা জনসাধারণের কাছে এইসব সত্যকে পৌঁছে দেবার সক্ষমতা ও আগ্রহ প্রদর্শন করতে অক্ষম।

ভার্সাই-এর সন্ধি মূর্খ ও অন্ধের কাছে এমনকি অদূরদর্শী জনসাধারণের কাছেও প্রমাণ করেছে যে আঁতাত ছিল এবং এখনও আছে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনকারী জার্মানীর মতই জঘন্য ও রক্তলিপ্সু। একমাত্র মিথ্যাবাদী ও ভণ্ডরাই একে দেখতে পায় না, যে সব মানুষ ভেবেচিন্তে বুর্জোয়া নীতিকে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যে পরিচালিত করে, প্রত্যক্ষভাবে বুর্জোয়াদের অনুচর ও তল্পীবাহক (পুঁজিপতি শ্রেণীর শ্রমিক সেনাপতিবৃন্দ, আমেরিকান সমাজতন্ত্রীরা এই ভাবেই বলেন) অথবা সেই সব মানুষ যারা এতদিন পর্যন্ত বুর্জোয়া চিন্তা ও প্রভাবের বশীভূত ছিলেন, তারা একমাত্র বাক্যে সমাজতন্ত্রী, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে পাতি-বুর্জোয়া, ফিলিস্তিনীয়, এবং পুঁজিপতিদের হীন মোসাহেব মাত্র। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে তফাৎ তাদের ব্যক্তিত্বের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ সমস্ত দেশের সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের মধ্যে রাম, শ্যাম, যদু যে কোন একজনের মূল্যায়ন করার জন্য। রাজনীতিবিদদের জন্য অর্থাৎ শ্রেণীসমূহের মধ্যেও লক্ষ লক্ষ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে এই তফাৎ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়।

সেই সব সমাজতন্ত্রী যারা ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের সময় বুঝতে সক্ষম হন নি যে এটা ছিল উভয় দিক থেকেই অপরাধমূলক, প্রতিক্রিয়াশীল,

লুণ্ঠনমূলক ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, তারা হলেন সোশ্যাল-শোভিনিস্ট অর্থাৎ মুখে সমাজতন্ত্রী এবং কার্যক্ষেত্রে শোভিনিস্ট; মুখে শ্রমিকশ্রেণীর বন্ধু কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব জাতীয় বুর্জোয়াদের তল্পীবাহক, বা জগত-ভাবে যারা জনগণকে প্রবঞ্চিত করতে সহায়তা করেছিল, বৃটিশ ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদী লুঠেরা গোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধকে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ, দেশরক্ষা, ন্যায়যুদ্ধ ইত্যাদি রূপে চিত্রিত করে, তারাও সমভাবে জঘন্য, স্বার্থপর, রক্ত পিপাসু, অপরাধী ও প্রতিক্রিয়াশীল।

সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের সঙ্গে ঐক্যের অর্থ হল বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা; প্রোলেতারিয়েতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও বুর্জোয়াদের কাছে পরিত্যক্ত হওয়া কারণ এটা হল কারুর নিজের রাষ্ট্রে জাতীয় বুর্জোয়া-দের সঙ্গে ঐক্য আন্তর্জাতিক বিপ্লবী প্রোলেতারিয়েতের ঐক্যের বিরুদ্ধে অর্থাৎ প্রোলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের সঙ্গে ঐক্য।

১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধ এটাকে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করেছে। যিনি এটা বুঝতে পারেন না তাঁকে বিশ্বাসঘাতক সমাজতন্ত্রীদের ১২৫ মিথ্যা বার্ন আন্তর্জাতিকেই থেকে যেতে হবে।

৩

র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড যিনি আরাম বিলাসী সমাজতন্ত্রীর কৌতুককর ভাবভঙ্গী নিয়ে যথেচ্ছভাবে কথার ব্যবহার করেন তাদের গভীর তাৎপর্য সম্পর্কে বিন্দুমাত্র অবহিত না হয়ে এবং এই বিষয়ে কোন প্রকার মনোযোগ না দিয়ে যে কথাই মানুষকে কাজ করতে বাধ্য করে; ঘোষণা করে যে বার্নে অ-সমাজতন্ত্রী জনমতের কিছুটা "সুযোগ" দেওয়া হয়েছিল।

যথার্থই আমরা সমগ্র বার্ন আন্তর্জাতিককেই মিথ্যা ও বিশ্বাসঘাতক বলে মনে করি কারণ, এর সমগ্র নীতিই বুর্জোয়াদের "সুযোগ" দেওয়ার জন্যে তৈরী।

র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড খুব ভালভাবেই জানেন যে আমরা তৃতীয় আন্তর্জাতিক গঠন করেছি এবং পক্ষপাত শূন্য রূপে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছি কারণ আমরা সুনিশ্চিত হয়েছিলাম যে এটা নৈরাশ্য-জনক এবং সংশোধনের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল, সাম্রাজ্যবাদের ভৃত্যের ভূমিকা পালন করেছিল। বুর্জোয়া প্রভাবের বাহকের কাজ করেছিল এবং

শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে বুর্জোয়া ভ্রষ্টাচার ও মিথ্যার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল। তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্বন্ধে আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করে র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড যদি বিষয়টির সারমর্মকেই এড়িয়ে যান, বার্ন জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান, অর্থহীন উক্তি করেন এবং যার সম্বন্ধে বলা উচিত সে সম্পর্কে কিছু না বলেন তাহলে সেটা তাঁর ত্রুটি এবং তাঁর অপরাধ। কারণ প্রোলেতারিয়েতের প্রয়োজন যা সত্যের এবং এইদিক দিয়ে সম্ভাব্য, বিশ্বাসযোগ্য পাতি-বুর্জোয়া মিথ্যা প্রোলেতারীয় আদর্শের প্রতি অধিকতর ক্ষতিকারক।

সাম্রাজ্যবাদী সমস্যা এবং শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে সুবিধাবাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দ কর্তৃক শ্রমিক স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়টি বহু বহু পূর্বে উত্থাপিত হয়েছিল।

চল্লিশ বছর ধরে অর্থাৎ ১৮৫২-১৮৯২ সাল পর্যন্ত মার্কস ও এঙ্গেলস অবিরাম এই বিষয়টির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে গিয়েছিলেন যে বৃটিশ শ্রমিকশ্রেণীর উচ্চতর স্তরটি ক্রমেই বুর্জোয়াতে পরিণত হচ্ছে বৃটেনের নিজস্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ফলে ( উপনিবেশ, বিশ্বের বাজারে একচেটিয়া প্রভুত্ব ইত্যাদি )। গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে ঐ সময়কার বার্ন আন্তর্জাতিক প্রবণতার হীন চরিত্র নেতৃবৃন্দের ঘৃণা জুটেছিল মার্কসের ভাগ্যে, অর্থাৎ সুবিধাবাদী ও সংস্কারবাদীদের ঘৃণা জুটেছিল, কারণ তিনি বহু বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দকে চিহ্নিত করেছিলেন, যারা আত্মবিক্রয় করেছিল বুর্জোয়াদের কাছে অথবা ওদের বেতনভুক রূপে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে থেকেই বুর্জোয়া শ্রেণীর সেবা করত।

ইঙ্গ-বুয়ার যুদ্ধের সময়, এ্যাংলো স্যাক্সন সংবাদপত্র অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে সাম্রাজ্যবাদের সমস্যাকে তুলে ধরেছিল পুঁজিবাদের সর্বাধুনিক স্তর হিসাবে। যদি আমার স্মরণশক্তি ঠিক থেকে থাকে তাহলে বলব যে একমাত্র র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডই তখন ফেবিয়ান সমাজ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন যা বার্ন আন্তর্জাতিকের প্রতিবিম্ব স্বরূপ এবং শিশুশালা ও সুবিধাবাদের আদর্শ স্বরূপ ছিল যাকে সোর্জের সঙ্গে পত্রালাপের মধ্যে এঙ্গেলস বর্ণনা করেছেন তাঁর প্রতিভা সঞ্জাত ক্ষমতা, চমৎকারিত্ব এবং সত্যের দ্বারা। "ফেবিয়ান সাম্রাজ্যবাদ" এই কথাটি তৎকালীন বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যে সাধারণ ভাবে প্রয়োগ করা হত।

র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড যদি এটা ভুলে গিয়ে থাকেন তাহলে তাঁর পক্ষে খুবই দুঃখজনক।

ফেবিয়ান সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ মূলতঃ একই: কথায় সমাজতন্ত্রী কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী, সুবিধাবাদের সাম্রাজ্যবাদে বিবর্তন। ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের সময় থেকে এখন পর্যন্ত এটাই হয়ে রয়েছে একটা সর্বজনীন সত্য ঘটনা। এটাকে বুঝতে না পারা থেকে প্রমাণিত হয় বার্ন-এর মিথ্যা আন্তর্জাতিকের সাংঘাতিক দৃষ্টিহীনতা ও বিরাট অপরাধ। সুবিধাবাদ অথবা সংস্কার অবশ্যম্ভাবীরূপে বৃদ্ধি পেয়ে বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় পরিণত হয়েছিল, সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ অথবা সোশ্যাল-শোভিনিজম কারণ সাম্রাজ্যবাদ মুষ্টিমেয় কয়েকটি উন্নত ধনী রাষ্ট্রকেই সামনে তুলে ধরেছিল যারা বিশ্বে লুণ্ঠনকার্যে নিরত ছিল এবং এর দ্বারা ঐ সব রাষ্ট্রের বুর্জোয়াদের সক্ষম করেছিল, তাদের অতিমুনাফার সাহায্যে (সাম্রাজ্যবাদ হল একচেটিয়া পুঁজিবাদ) শ্রমিক-শ্রেণীর উচ্চতর স্তরকে ঘুষের দ্বারা বশীভূত করতে।

একমাত্র মূর্খ অথবা ভণ্ড যারা শ্রমিকদের প্রবঞ্চিত করে পুঁজিবাদ সম্পর্কে বারবার মামুলি মন্তব্য করে এবং এইভাবে এই তিক্ত সত্যকে গোপন করে যে সমাজতন্ত্রের মধ্যেকার একটা পূর্ণ ঝোঁক সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের পক্ষে গেছে তারা সাম্রাজ্যবাদের অধীনে এই ঘটনার অর্থনৈতিক অবশ্যম্ভাবিতাকে দেখতে পায় না।

এই ঘটনা থেকে দুটো তর্কাতীত সিদ্ধান্ত উদ্ভূত হয়। প্রথম সিদ্ধান্ত: বার্ন আন্তর্জাতিক প্রকৃতপক্ষে, তার প্রকৃত ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ভূমিকার দৃষ্টিকোণ থেকে এবং তার বিশেষ বিশেষ সদস্যের শুভেচ্ছা ও সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের অনুচরবৃন্দের সংগঠন, যা কাজ করছে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে এবং সেই আন্দোলনে বুর্জোয়া প্রভাব, চিন্তাধারা, মিথ্যা ও ভ্রষ্টাচার ছড়াচ্ছে।

যে সব রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক সংসদীয় রীতিনীতি বহুদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে বুর্জোয়ারা সূক্ষ্মতম পন্থায় চমৎকারভাবে প্রয়োগ করতে শিখেছে শঠতা, ঘুষ ও তোষামোদের এমন কি বলপ্রয়োগ পর্যন্ত। কুখ্যাত বৃটিশ "শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে" মিছামিছি "মধ্যাহ্ন ভোজে" আপ্যায়ন করা হয় কি (বুর্জোয়াদের সেনাপতিবৃন্দ যাদের একমাত্র কাজ হল শ্রমিকদের বোকা

বানানো), এঙ্গেলস তাঁর সময়ে এই সম্পর্কে বলেছিলেন। ঐ একই শ্রেণীর ঘটনা যার মধ্যে এম. ক্লিমেনস্যু কর্তৃক বিশ্বাসঘাতক সমাজতন্ত্রী মেরহিমকে "আকর্ষণীয়" সম্বর্ধনা জানানো ও আঁতাতপন্থী মন্ত্রিবর্গ কর্তৃক বার্ন আন্তর্জাতিকের নেতৃবৃন্দকে সাহসী সম্বর্ধনা জ্ঞাপন, ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত। "তোমরা ওদের প্রশিক্ষণ দাও, আমরা ওদের কিনি" একজন ইংরেজ মহিলা ও চতুর পুঁজিপতি স মাজিক সাম্রাজ্যবাদী মিঃ হিণ্ডম্যানকে বলেছিলেন যিনি তাঁর পূর্বস্মৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন কেমন করে এই সম্রান্ত মহিলাটি, যাঁকে বার্ন আন্তর্জাতিকের সমস্ত নেতৃবৃন্দের মধ্যে চতুরতম বলা যায়, শ্রমিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেকার শ্রমিকদের যারা সমাজতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দে পরিণত হবে তাদের মূল্যায়ন করেছিলেন।

যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে, যখন ভ্যান্দারভেল দ ব্র কিং এবং বিশ্বাসঘাতকদের সমস্ত দলটাই "আন্তর্জাতিকের" অধিবেশন সংগঠন করেছিল, তখন ফরাসী বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলো তীব্র নিন্দাবাদ ছড়াচ্ছিল এবং ওরা উপযুক্ত কাজই করেছিল।

ওরা বলেছিল: "মনে হয় ভান্দারভেল্‌দের অনুগামীরা পেশী সংকোচনের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। ঠিক যেমন, যারা মাংসপেশীর সংকোচনের ফলে, পেশীর ওপর অদ্ভুত ধরনের মোচড় না দিয়ে কয়েকটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারেন না, সেই রকম ভান্দারভেল্‌দেরাও টিয়া পাখির মত বারবার আন্তর্জাতিকতাবাদ, সমাজতন্ত্র, শ্রমজীবী শ্রেণীর সংহতি, প্রোলেতারীয় বিপ্লব প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ না করে কোন রাজনৈতিক বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা শ্রমিকদের ক্রীতদাসত্বে আবদ্ধ রাখার জন্যে এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ পরিচালনায় পুঁজিপতিদের সাহায্য করবেন শ্রমিকদের নাকে দড়ি দিয়ে পরিচালিত করতে ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা যে কোন পবিত্র বিধান বারবার অনুসরণ করে যেতে পারেন।"

কখনও কখনও বৃটিশ ও ফরাসী বুর্জোয়ারা অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে এবং চমৎকারভাবে বার্ন আন্তর্জাতিকের জঘন্য ভূমিকার মূল্যায়ন করে।

কোন এক জায়গায় মার্তভ লিখেছিলেন: "তোমরা বলশেভিকরা বার্ন আন্তর্জাতিকের ওপর গালাগালি বর্ষণ কর কিন্তু তোমাদেরই বন্ধু লরিয়ট এর একজন সদস্য।"

এটা হল একটা শয়তানের যুক্তি, কারণ প্রত্যেকেই ভাবেন যে লরিয়ট প্রকাশ্যে, সততার সঙ্গে ও বীরের মত লড়াই করছেন তৃতীয় আন্তর্জাতিকের জন্যে। ১৯০২ সালে যখন জুবাতভ শ্রমিকদের বিভ্রান্ত করার জন্যে মস্কোতে সভা-সমিতি সংগঠন করছিল "পুলিশী সমাজতন্ত্র"[১২৬] দিয়ে। তখন একজন শ্রমিক, বাবুশকিন, যাকে আমি ১৮৯৪ সাল থেকে চিনি, যখন সে সেন্ট পিটার্সবার্গে শ্রমিকদের জন্যে আমার পাঠচক্রের সদস্য ছিল, যে 'ইসক্রাপন্থী'[১২৭] শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও একনিষ্ঠ কর্মী ছিল, যে বিপ্লবী প্রোলেতারিয়েত নেতৃবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ছিল এবং যাকে সাইবেরিয়ার রেনেনক্যাম্ফে ১৯০৬ সালে গুলি করে হত্যা করা হয়—তখন বাবুশকিন জুবাতভের সভায় উপস্থিত হতেন জুবাতভ মতবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে এবং শ্রমিকদের ঐ ফাঁদমুক্ত করার জন্যে। লরিয়টের সঙ্গে বার্নের যে সম্পর্ক ছিল বাবুশকিনের সঙ্গে জুবাতভের সম্পর্ক তার চাইতে বেশি কিছু ছিল না।

৪

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হল এই যে, তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক গঠিত হয়েছে যাতে সমাজতন্ত্রীরা নিজেদের বিপ্লবের মৌখিক স্বীকৃতির মধ্যে আবদ্ধ না রাখেন, যার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের প্রবন্ধে। বিপ্লবের মৌখিক স্বীকৃতি, যা প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণরূপে সুবিধাবাদী, সংস্কারবাদী, জাতীয়তাবাদী ও পাতি-বুর্জোয়া নীতিকে গোপন করে সেটাই ছিল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মৌলিক অপরাধ এবং আমরা এই অশুভের বিরুদ্ধে জীবন-মরণ সংগ্রাম চালাচ্ছি।

যখন বলা হয় যে লজ্জাকর দেউলিয়া জীবনযাপনের পর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মৃত্যু ঘটেছে, তখন যে কেউ বুঝতে পারেন এর অর্থ কি। এর অর্থ হল সুবিধাবাদ, সংস্কারবাদ ও পাতি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মৃত্যু ঘটেছে। কারণ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ঐতিহাসিক কাজ সম্পন্ন করেছিল, এমন কতকগুলো সাফল্য অর্জন করেছে যা চিরস্থায়ী এবং যাকে শ্রেণী সচেতন শ্রমিকরা কোন দিন বর্জন করবে না —যেমন ব্যাপক আকারের শ্রমজীবী শ্রেণীর সংগঠন সৃষ্টি অর্থাৎ সমবায় সংঘ, রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন—অর্থাৎ বুর্জোয়া পার্লামেন্টারী

ব্যবস্থা ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অভ্যন্তরে লভ্য সর্বপ্রকার সুযোগের ব্যবহার।

যে সুবিধাবাদ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের লজ্জাকর মৃত্যুর কারণ হয়েছিল, তাকে প্রকৃতই পরাস্ত করার জন্যে এবং বিপ্লবকে প্রকৃত সহায়তা দানের জন্যে, যে বিপ্লবের আবির্ভাবের কথা র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডকেও স্বীকার করতে হয়েছিল, এইগুলো প্রয়োজন।

প্রথমতঃ বিপ্লবের দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কার বিরোধী রূপে সর্বপ্রকার প্রচার অভিযান ও আন্দোলন চালাতে হবে, ধারাবাহিকভাবে জনগণের কাছে তত্ত্বগত ও প্রায়োগিক দিক থেকে পার্লামেন্টারী, ট্রেড ইউনিয়ন ও সমবায় বিষয়ক কার্যাবলীর প্রতিটি পদক্ষেপে ব্যাখ্যা করতে হবে যে ওরা সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী। কোন অবস্থাতেই (অসাধারণ কিছু থাকলে আলাদা কথা) পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের "স্বাধীনতা"গুলোকে কাজে লাগানো থেকে বিরত হওয়া চলবে না; সংস্কারসমূহকে প্রত্যাখ্যান করার জন্যে নয়, তাদের দেখতে হবে প্রোলেতারিয়েতের বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রামের উপজাত হিসাবে।

বার্ন আন্তর্জাতিকের স্বীকৃতি প্রাপ্ত একটি পার্টিও এইসব প্রয়োজন মেটাতে পারে না। তাদের মধ্যে একটিও দেখাতে পারে না সামগ্রিকভাবে প্রচার ও আন্দোলন পরিচালনা সম্পর্কে তাদের ধারণাটা কি এবং বিপ্লবের সঙ্গে সংস্কারের তফাৎটাই বা কি; ওরা এও জানে না কেমন করে পার্টি ও জনগণকে অবিচলভাবে বিপ্লবের জন্যে গড়ে তুলতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ বৈধ কাজ অবশ্যই যুক্ত থাকবে অবৈধ কাজের সঙ্গে। বলশেভিকরা সর্বদাই এই শিক্ষা দিয়েছে এবং ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধকালীন সময়ে বিশেষ জোরের সঙ্গেই করেছে। হীন সুবিধাবাদী নায়কবৃন্দই এটাকে বিদ্রূপ করেছিল এবং পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্র ও সাধারণতন্ত্রসমূহের "বৈধতা", "গণতন্ত্র" ও "স্বাধীনতা"কে সংকীর্ণচিত্ততার পরিচয় দিয়ে উর্ধ্বে তুলে ধরেছিল। এখন অবশ্য কেবলমাত্র জোচ্চোররা অর্থাৎ যারা বুলির দ্বারা শ্রমিকদের প্রবঞ্চিত করে, তারাই অস্বীকার করে যে বলশেভিকরা সঠিক ছিল। পৃথক পৃথকভাবে বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রে এমন কি সবচাইতে অধিক উন্নত ও সবচাইতে বেশী স্বাধীন বুর্জোয়া সাধারণতন্ত্রেও বুর্জোয়া ত্রাসের রাজত্ব চলে এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে কোন

স্বাধীনতা সেখানে নেই, আরও সুস্পষ্টভাবে, কোন সাংগঠনিক কাজকর্ম ও প্রচার চালাবার স্বাধীনতা নেই। যে পার্টি বুর্জোয়া শাসনাধীনে এটাকে আজও স্বীকার করে নি এবং বুর্জোয়া পার্লামেন্ট ও বুর্জোয়া আইন থাকা সত্ত্বেও ধারাবাহিকভাবে সর্বপ্রকার অবৈধ কাজ চালিয়ে যায় না সেই পার্টি হল বিশ্বাসঘাতক ও শয়তানদের পার্টি যারা বিপ্লবকে মৌখিকভাবে স্বীকৃতি জানিয়ে জনগণকে প্রবঞ্চিত করে। বার্ন আন্তর্জাতিকই এইসব পার্টির উপযুক্ত স্থান। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে ওদের কোন স্থান নেই।

তৃতীয়তঃ শ্রমিক আন্দোলন থেকে ঐ সব নেতৃবৃন্দকে বিতাড়নের জন্যে অবিচলভাবে নির্মম লড়াই চালাতে হবে যারা যুদ্ধের পূর্বে এবং যুদ্ধের সময়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়ন ও সমবায়সমূহের মধ্যে নিজেদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে। "নিরপেক্ষতার" ১:৮ তত্ত্ব হল নিন্দনীয়ভাবে এড়িয়ে দেওয়ার কৌশলমাত্র, এটা ১৯১৪-১৮ সালে জনগণের ওপর অধিকার কায়েম করতে বুর্জোয়াদের সাহায্য করেছিল। যে সব পার্টি কেবলমাত্র কথায় বিপ্লবের সমর্থক কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সর্বপ্রকার গণ-সংগঠন ও শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে বিপ্লবী প্রভাব বিস্তারের কাজে অবিচল থাকতে ব্যর্থ হন তারা বিশ্বাসঘাতকদেরই পার্টি।

চতুর্থতঃ মৌখিকভাবে সাম্রাজ্যবাদের নিন্দা অবশ্যই মেনে নেওয়া হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রকৃত বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে নিজ নিজ সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের কবল থেকে উপনিবেশগুলোর মুক্তির জন্যে (এবং পরাধীন রাষ্ট্র)। এটা হল শঠতা। শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটাই হল বুর্জোয়া প্রতিনিধিবৃন্দের নীতি (পুঁজিপতি শ্রেণীর শ্রমিক সেনাপতিবৃন্দ)।

বৃটিশ, ফরাসী, ওলন্দাজ, বেলজিয়ান অথবা অন্যান্য পার্টি যারা মৌখিকভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব উপনিবেশগুলোর মধ্যে তাদের নিজস্ব বুর্জোয়াদের উৎখাত করার জন্যে কোন বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনা করে না, তাঁরা ধারাবাহিকভাবে বিপ্লবী কাজের সহায়তা করেন না যা উপনিবেশগুলোর সর্বত্র শুরু হয়েছে এবং অস্ত্রশস্ত্র ও প্রচার-পত্র উপনিবেশগুলোর বিপ্লবী পার্টির মধ্যে পৌঁছে দেন না তাঁরা শয়তান ও বিশ্বাসঘাতকদের পার্টির অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চমতঃ বার্ন আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত পার্টিগুলোর চরম শঠতা দৃশ্যমান,

হবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণভাবে বিপ্লবের মৌখিক স্বীকৃতির মধ্যে যখন তাঁরা শ্রমিকদের সামনে তুলে ধরছেন বিপ্লবের স্বীকৃতি সম্পর্কে বাগাড়ম্বরপূর্ণ বুলি কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় তাঁরা জনগণের ব্যাপক অংশের কার্যকলাপের মধ্যে বিপ্লবের বিস্তৃত, প্রকাশ, উপাদান ও আরম্ভ সম্পর্কে একটি বিশুদ্ধ সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা ছাড়া আর বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেন না যা বুর্জোয়া আইন-কানুনকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয় এবং সর্বপ্রকার বৈধতার সীমা লঙ্ঘন করে যায়, উদাহরণস্বরূপ, ধর্মঘট, রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শন, সৈন্যদের বিক্ষোভ, সেনাদলের মধ্যে সভা এবং সেনানিবাসে প্রচার-পত্র বিলি ইত্যাদি।

বার্ন আন্তর্জাতিকের যে কোন নায়ককে যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন তাঁর পার্টি এই ধরনের ধারাবাহিকভাবে কোন কাজ করে কি না, তখন তিনি আপনাকে জবাব দেবেন হয় এই কাজ করা হচ্ছে না এই কথাটাকে গোপন করার জন্যে এড়িয়ে যাওয়ার মত একটা কথা বলে, কারণ তাঁর পার্টির পক্ষে ঐ কাজ করার মত সংগঠন বা অন্যান্য ব্যবস্থা নেই অথবা করতে অক্ষম আর না হয় "বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান" (আতস বাজি) ও "সন্ত্রাসবাদ" সম্পর্কে অলঙ্কারপূর্ণ ভাষণ দিয়ে। এটাই হল বার্ন আন্তর্জাতিক কর্তৃক শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার কারণ এবং বুর্জোয়া শিবিরে ভিড়বার প্রকৃত কারণ।

বার্ন আন্তর্জাতিকের শয়তান নেতৃবৃন্দ যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করে সাধারণভাবে বিপ্লবের জন্যে এবং বিশেষ করে রুশ বিপ্লবের জন্যে তাঁদের যে "সহানুভূতি" আছে তা প্রকাশ করেন। কিন্তু একমাত্র ভণ্ড এবং হাবাগোবারাই এটা বুঝতে ব্যর্থ হবে যে রাশিয়ার অভ্যন্তরে বিপ্লবের দ্রুতগতি সাফল্যের কারণ হল নির্দেশিত পন্থায় বিপ্লবী পার্টির দীর্ঘকাল ধরে কাজ; বছরের পর বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে অবৈধ যন্ত্র তৈরী করা হয়েছিল বিক্ষোভ ও ধর্মঘট পরিচালনার জন্যে ও সৈন্য বাহিনীর মধ্যে প্রচারকার্য চালানোর জন্যে; পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ অনুশীলন চালানো হয়েছিল; সমগ্র অর্জিত অভিজ্ঞতার সারমর্ম ও বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সমগ্র পার্টিকে শিক্ষিত করে তোলার তত্ত্ব সম্বলিত অবৈধ প্রচার-পত্র বিলি করা হয়েছিল; জনগণের নেতৃবৃন্দকে এই সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে শিক্ষিত করে তোলা হয়।

অত্যন্ত গভীর ও মৌলিক পার্থক্য যা সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করে, যা পূর্বে বলা হয়েছে এবং বার্ন আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে বিপ্লবী প্রোলেতারিয়েতের আপসহীন, তত্ত্বগত ও বাস্তব রাজনৈতিক সংগ্রামের অবশ্যম্ভাবিতাকে ব্যাখ্যা করে; তা হল দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে—সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে রূপান্তর এবং প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্ব।

বার্ন আন্তর্জাতিক যে বুর্জোয়া আদর্শবাদের কাছে বন্দী তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ হল এই যে সে ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রকে উপলব্ধি করতে অক্ষম (অথবা উপলব্ধি করতে ইচ্ছুক নয় অথবা না বোঝার ভান করছে) এবং সমস্ত অগ্রণী রাষ্ট্রসমূহে বুর্জোয়া ও প্রোলেতারিয়েতের মধ্যে গৃহযুদ্ধে এর রূপান্তরের অবশ্যম্ভাবিতাকে উপলব্ধি করতেও অক্ষম।

বলশেভিকরা যখন বিগত ১৯১৪ সালের নভেম্বরে এই অবশ্যম্ভাবিতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিল তখন সমস্ত রাষ্ট্রের ফিলিস্তিনিয়রা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছিল এবং এইসব ফিলিস্তিনীয়দের মধ্যে বার্ন আন্তর্জাতিকের সমস্ত নেতাই ছিলেন। এখন বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের গৃহযুদ্ধে রূপান্তর একটি বাস্তব সত্যে পরিণত হয়ে উঠেছে, কেবলমাত্র রাশিয়াতেই নয়, ফিনল্যাণ্ড, হাঙ্গেরি ও জার্মানীতেও এমন কি নিরপেক্ষ সুইজারল্যাণ্ডেও এবং গৃহযুদ্ধ যে পরিণত হয়ে উঠছে তা অনুভূত হচ্ছে এবং আভাস পাওয়া যাচ্ছে ব্যতিক্রমহীন ভাবে সমস্ত অগ্রণী রাষ্ট্রসমূহে।

এখন এই সমস্যাকে অস্বীকার করা (র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড যা করেন) অথবা গৃহযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবিতাকে আপসপন্থী ভাবপ্রবণ শব্দাবলী ব্যবহারের দ্বারা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা (কাউৎস্কি ও তাঁর সহযোগীরা যা করেন) প্রোলেতারিয়েতের প্রতি প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বাসঘাতকতার সমতুল এবং প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়া ছাউনিতে ভিড়ে যাওয়ার সমতুল। কারণ বুর্জোয়াদের প্রকৃত রাজনৈতিক নেতৃবর্গ বহুদিন পূর্বেই গৃহযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবিতাকে উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাই চমৎকার, সুচিন্তিত ও ধারাবাহিক প্রস্তুতি চালাচ্ছেন এর জন্যে এবং এর আগমন প্রতীক্ষায় তাঁরা তাঁদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করে চলেছেন।

আসন্ন গৃহযুদ্ধে প্রোলেতারিয়েতকে গুঁড়িয়ে দেবার জন্যে সমগ্র বিশ্বের বুর্জোয়ারা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে, অমিত শক্তি, বুদ্ধি, দৃঢ়তা,

নিয়ে কোন অপরাধকেই ভ্রূক্ষেপ না করে, সমস্ত রাষ্ট্রগুলোকে দুর্ভিক্ষের কবলে ফেলে এবং নিশ্চিত করে। অপরদিকে বার্ন আন্তর্জাতিকের বীরবৃন্দ, হাবাগোবা; ভণ্ড পূজারি অথবা সুপণ্ডিত অধ্যাপকের মত ক্ষয়প্রাপ্ত, ও আগা-গোড়া সংস্কারবাদী পুরানো সংগীতের কলিই আউড়ে চলেছেন! এর চাইতে আরও নিন্দনীয় ও বিরক্তিকর দৃশ্য আর কিছু হতে পারে না। কাউৎস্কি ও ম্যাকডোনাল্ডের অনুগামীরা বিপ্লবের বিপদ সম্পর্কে পুঁজিপতিদের ভয় দেখাচ্ছেন গৃহযুদ্ধের বিপদ থেকে বুর্জোয়াদের দূরে রাখার জন্যে যাতে ওদের কাছ থেকে কিছু সুবিধা পাওয়া যায় এবং সংস্কারবাদী পথ অনুসরণে ওদের সম্মত করানো যায়। এটাই হচ্ছে বার্ন আন্তর্জাতিকের সমগ্র রচনাবলী, দর্শন ও নীতির সারমর্ম। আমরা ১৯০৫ সালে রাশিয়াতে উদারনৈতিক তল্পীবাহকদের জঘন্য চাতুর্যপূর্ণ খেলা দেখেছি (নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্রীদের) এবং ১৯১৭-১৯ সালে দেখেছি মেনশেভিক ও সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীদের খেলা। বার্ন আন্তর্জাতিকের ক্রীতদাসসুলভ চিন্তাবিদরা গৃহযুদ্ধে বুর্জোয়াদের পরাজিত করা এবং জনগণের মধ্যে গৃহযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবিতার চিন্তাকে প্রসারিত করার কথা কখনও ভাবেন নি, এমন একটা নীতির অনুসরণ যা পুরোপুরিভাবে এই লক্ষ্যের অভিমুখী এবং এর থেকেই সমস্ত সমস্যার উত্থাপন, ব্যাখ্যা ও সমাধান অর্থাৎ কেবলমাত্র এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই হতে পারে তা তাঁরা ভাবেন নি। তাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হল সংশোধনের অযোগ্য সংস্কারবাদীদের চিরতরে সরিয়ে দেওয়া অর্থাৎ বার্ন আন্তর্জাতিকে ৯/১০ অংশ নেতৃবৃন্দকেই বুর্জোয়াদের ভাড়াটে দিয়ে তৈরী নরককুণ্ডে ফেলে দেওয়া।

বুর্জোয়াদের প্রয়োজন সেইসব মানুষের যারা শ্রমিকশ্রেণীর একাংশের আস্থা অর্জন করেছে, সংস্কারবাদী পন্থা অনুসরণের সম্ভাব্যতার বিষয়ে বুর্জোয়াদের কাছে সুন্দর ছবি তুলে ধরা, এই ধরনের কথা বলে সাধারণ মানুষের চোখে ধুলো দেওয়া এবং সংস্কারবাদী পথের সম্ভাব্যতা ও আকর্ষণ সম্পর্কে ঝলমলে বিবরণ দিয়ে মানুষকে বিপ্লবের পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া।

কাউৎস্কি আমাদের মেনশেভিক ও সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীদের সমস্ত রচনাই সুন্দর রূপদান ও ভীরু ফিলিস্তিনীয় কাঁদুনির সমপর্যায়ভুক্ত যারা বিপ্লবকে ভয় পায়।

সেই প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক কারণ যা বিপ্লবী পথকে অবশ্যম্ভাবী করে

তুলেছে তার বিশদ পুনরাবৃত্তি এখানে আমরা করতে পারছি না ( একমাত্র বিপ্লবী ) এবং দিনের ক্রম অনুযায়ী ইতিহাস প্রদত্ত সমস্যার কাছে একমাত্র গৃহযুদ্ধ ব্যতিরেকে আর যে কোন সমাধানকেই অসম্ভব করে তুলেছে। এই সম্পর্কে অবশ্যই অনেক বড় বড় পুস্তক রচিত হবে। যদি কাউৎস্কি স্থীরা এবং বার্ন আন্তর্জাতিকের অন্যান্য নেতা এটা বুঝতে না পারেন তাহলে যা বলা যায় তা হল অজ্ঞতা কুসংস্কারের চাইতে সত্যের নিকটতর।

এখানে যুদ্ধের পর, অজ্ঞ হলেও আন্তরিকতাপূর্ণ শ্রমশীল মানুষ এবং শ্রমজীবী শ্রেণীর সমর্থকবৃন্দ আরও ভালভাবে উপলব্ধি করেন বিপ্লব, গৃহযুদ্ধ ও প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বের অবশ্যম্ভাবিতাকে, কাউৎস্কি, ম্যাকডোনাল্ড, ভ্যান্দারভেল্দ, ব্রন্টিং, তুরাতি এবং অন্যান্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন সুপণ্ডিত সংস্কারবাদী ভদ্রলোকেদের চাইতে অনেক বেশী সহজভাবে।

বৃহদাকারে সর্বত্র গোচরযোগ্য ঘটনার বিশেষ উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে যেমন জনগণের ব্যাপক অংশের মধ্যে বিপ্লবী সচেতনতার বিকাশ, আমরা বেছে নিতে পারি Henri Barbusse-এর উপন্যাসগুলো যেমন Le Feu ( আগুন ঘেরা ) এবং Clarte' ( আলো )। পূর্বোক্তটি সমস্ত ভাষাতেই অনূদিত হয়েছে এবং ফ্রান্সে ২৩০,০০০ সংখ্যা বিক্রি হয়েছে। ফিলিস্তিনীয় চিন্তা ও কুসংস্কারের দ্বারা বিপর্যস্ত নিম্নতম স্তরের আকাটমূর্খ একটি মানুষের যুদ্ধের প্রভাবে বিপ্লবীতে রূপান্তরিত হওয়াকে অসাধারণ ক্ষমতা, প্রতিভা ও সত্যবাদিতার দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রোলেতারীয় ও আধা-প্রোলেতারীয় জনগণের ব্যাপক অংশ আমাদের পক্ষে আছে এবং লাফিয়ে লাফিয়ে আমাদের পক্ষেই আসছে। বার্ন আন্তর্জাতিক হল সৈন্যবাহিনীবিহীন সমরনায়কবৃন্দ যারা তাসের ঘরের মতই ভেঙে পড়বে যদি জনগণের সামনে ছবিটা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা যায়।

যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে অশ্তাতভুক্ত সমস্ত বুর্জোয়া সংবাদপত্রে কার্ল লিবকনেখটের নাম ব্যবহার করা হত জনগণকে ধোঁকা দেবার জন্যে, ফরাসী ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী জলদস্যু ও লুণ্ঠনকারীদের দেখানো হত এই নায়কের প্রতি সহানুভূতিশীল রূপে অর্থাৎ ওদের ভাষায় যিনি ছিলেন "একমাত্র সৎ জার্মান।"

বার্ন আন্তর্জাতিকের নায়কবৃন্দ সিডম্যানদের মতই একই সংগঠনের অন্ত-

ভুক্ত, যে সিডম্যান কার্ল লিবকনেখট ও রোজা লুক্সেমবার্গকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল, এই সিডম্যানরাই শ্রমিক নিধনকারীর ভূমিকা পালন করেছিল এবং বুর্জোয়াদের জল্লাদরূপে কাজ করেছিল। মুখে সিডম্যানদের নিন্দা করার শঠতাপূর্ণ চেষ্টা (যেন নিন্দা করলেই কিছুটা ব্যতিক্রম হয়), কার্যক্ষেত্রে হত্যাকারীদের মত একই সংগঠনভুক্ত।

১৯০৭ সালে প্রয়াত হ্যারি কোয়েল্চ জার্মান সরকার কর্তৃক স্টুটগার্ট থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন ইউরোপীয় কূটনীতিবিদদের একটি সভাকে "তস্করদের সান্ধ্য ভোজ" বলে বর্ণনা করার অপরাধে। বার্ন আন্তর্জাতিকের নেতৃবৃন্দ তস্করদের সান্ধ্য ভোজে কেবলমাত্র অংশগ্রহণকারীই ছিলেন না, গুপ্তঘাতকদের সান্ধ্য ভোজেও অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

বিপ্লবী শ্রমিকদের বিচার তাঁরা এড়িয়ে যেতে পারবে না।

৬

র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বের সমস্যাটির মীমাংসা করেন কয়েকটি শব্দের দ্বারা যেন এটা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র সম্পর্কে একটা আলোচ্য বিষয়।

কিন্তু তা নয়। এখন কাজের সময়, আলোচনার সময় অনেক আগেই অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। বার্ন আন্তর্জাতিকের সব চাইতে বেশী বিপজ্জনক বিষয়টি হল প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বকে মৌখিক স্বীকৃতিদান। এইসব ব্যক্তিই সব কিছুই স্বীকার করতে সক্ষম, সব কিছুতেই স্বাক্ষর দান করতেও রাজী, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃপদে আসীন থাকবেন। কাউৎস্কি এখন বলছেন যে তিনি প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বের বিরোধী নন। ফরাসী সোশ্যাল-শোভিনিস্টবৃন্দ ও কেন্দ্রপন্থীরাও প্রোলেতারীয় একনায়কত্বের অনুকূলে প্রস্তাবের মধ্যে তাদের নাম রাখছে।

কিন্তু তাদের উপর এতটুকুও বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না।

যা প্রয়োজন তা মৌলিক স্বীকৃতি নয়, প্রয়োজন হল বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও বুর্জোয়া স্বাধীনতা সম্পর্কে কুসংস্কার মুক্ত সংস্কারবাদী নীতির সঙ্গে কার্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ এবং বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রামের নীতিকে কার্যক্ষেত্রে অনুসরণ করা।

চেষ্টা চলছে মৌলিকভাবে প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বকে স্বীকৃতি দেওয়ার যাতে চোরা পথে এর সঙ্গে "অধিকাংশের ইচ্ছা" "সর্বজনীন ভোটাধিকার" (এটাই হচ্ছে ঠিক কাউৎস্কি যা চান তা) বুর্জোয়া পার্লামেন্টারী ব্যবস্থাকে আমদানী করা যায় এবং এই চিন্তাকে বর্জন করা যে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে সামগ্রিকভাবে ধ্বংস করতে হবে, গুঁড়িয়ে দিতে হবে এবং উড়িয়ে দিতে হবে। সংস্কারবাদের এড়িয়ে যাওয়ার নতুন কৌশল ও উপায়গুলো হল অত্যন্ত ভয়ের কারণ।

প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্ব অর্জন অসম্ভব হবে যদি জনসংখ্যার অধিকাংশই প্রোলেতারিয়েত ও আধা-প্রোলেতারিয়েতের দ্বারা গঠিত না হয়। কাউৎস্কি এবং তাঁর অনুগামীরা এই সত্যকে মিথ্যা প্রমাণ করতে এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে "উপযুক্ত" বলে স্বীকৃতি পেতে গেলে প্রোলেতারিয়েত শ্রেণীর একনায়কত্বকে "সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোট" পেতে হবে।

হাস্যকর পণ্ডিতি! তাঁরা এই কথা বুঝতে ব্যর্থ হন যে বুর্জোয়া পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার অধীনে, প্রচলিত রীতি ও ব্যবস্থাবলীর মধ্যে ভোটদান হল বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রেরই একটি অংশস্বরূপ যাকে প্রথম থেকে শেষ অংশ পর্যন্ত ভেঙে চুরমার করে ফেলতে হবে প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বকে প্রতিষ্ঠার জন্যে এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্র থেকে প্রোলেতারীয় গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্যে।

তাঁরা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন যে ইতিহাস যখন যুগের ক্রম অনুযায়ী প্রোলেতারীয় একনায়কত্বকে উপস্থিত করেছে তখন এটা ভোট নয়, গৃহযুদ্ধ যা সর্বপ্রকার গভীর রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করে।

তাঁরা একথা বুঝতে অক্ষম যে প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্ব হল একটি শ্রেণীর শাসন যা নতুন রাষ্ট্রের সমগ্র প্রশাসনিক যন্ত্রকেই নিয়ন্ত্রণ করে এবং যা বুর্জোয়াদের পরাজিত করে ও সমস্ত পাতি-বুর্জোয়াদের নিরপেক্ষ করে তোলে—অর্থাৎ কৃষক সমাজ, নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং বুদ্ধিজীবীদের।

কাউৎস্কি ও ম্যাকডোনালডের অনুগামীরা কেবলমাত্র কথায় শ্রেণী-সংগ্রামকে স্বীকার করেন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে প্রোলেতারিয়েতের মুক্তি সংগ্রামের নির্ধারক মুহূর্তে তাঁরা এটা ভুলে যান—সেই মুহূর্তে যখন রাষ্ট্রযন্ত্র অধিকৃত হওয়ার পর আধা-প্রোলেতারিয়ে-

তের সমর্থন লাভ করে প্রোলেতারিয়েত এই শক্তির সহায়তায় শ্রেণীসংগ্রাম অব্যাহত রাখে যতক্ষণ পর্যন্ত না শ্রেণীর বিলুপ্তি ঘটে।

প্রকৃত ফিলিস্তিনদের মত বার্ন আন্তর্জাতিকের নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতা, সাম্য ও গণতন্ত্র সম্পর্কে প্রচলিত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বুলিগুলো বার বার উচ্চারণ করেন কিন্তু লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হন যে তাঁরা অবাধ ও সমান পণ্য মালিকানা সম্পর্কে চিন্তার কণামাত্রই পুনরাবৃত্তি করছেন, তাঁরা বুঝতে ব্যর্থ হন যে প্রোলেতারিয়েতের প্রয়োজন একটি রাষ্ট্রের, "স্বাধীনতার" জন্যে নয়, তার শত্রু, শোষক ও পুঁজিপতিদের দমন করার জন্যে।

স্বাধীনতা ও পণ্য মালিকদের সাম্য পুঁজিবাদের মতই মৃত। কাউৎস্কি ও ম্যাকডোনাল্ডরা একে আর পুনরুজ্জীবিত করতে পারবেন না।

প্রোলেতারিয়েতের প্রয়োজন শ্রেণীর বিলোপ সাধন—এটাই হল প্রোলেতারীয় গণতন্ত্রের প্রকৃত বিষয়বস্তু প্রোলেতারীয় স্বাধীনতা (পণ্য বিনিময় ও পুঁজিপতিদের হাত থেকে মুক্তি), ও প্রোলেতারীয় সাম্যের (শ্রেণীসমূহের সাম্য নয়—এটাই হল সেই তুচ্ছ ব্যাপার যার মধ্যে কাউৎস্কি, ভান্দারভেল্দ, ও ম্যাকডোনল্ডরা পিছলে পড়েন—কিন্তু শ্রমজীবী শ্রেণীর সাম্য পুঁজি ও পুঁজিবাদের উৎপাত ঘটায়)।

যতদিন পর্যন্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকবে ততদিন পর্যন্ত শ্রেণীসমূহের সাম্য হবে বুর্জোয়া শঠতা। প্রোলেতারিয়েত ক্ষমতা গ্রহণ করে, শাসক-শ্রেণীতে পরিণত হয়, বুর্জোয়া পার্লামেন্টারী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিনাশ সাধন করে বুর্জোয়াদের দমন করে এবং পুঁজিবাদের ফিরে আসার জন্যে সমস্ত শ্রেণীর চেষ্টাকে প্রতিরোধ করে, শ্রমজীবী শ্রেণীকে দেয় প্রকৃত স্বাধীনতা ও সাম্য (যা সম্ভব যখন উৎপাদনের উপায়-সমূহের ব্যক্তিগত মালিকানার বিলুপ্তি ঘটে) এবং তাদের শুধু অধিকারই দেয় না, বুর্জোয়াদের কাছ থেকে যা কেড়ে নেওয়া হয়েছে তার প্রকৃত উপযোগিতাও দেয়।

যিনি প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বের এই বিশেষ দিকটি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হবেন (অথবা যা একই জিনিস যেমন সোভিয়েত শক্তি অথবা প্রোলেতারীয় গণতন্ত্র) তিনিই নিশ্চয়ই প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্ব এই কথাটির অপব্যবহার করছেন।

আমি এই বিষয়গুলিকে এখানে আরো বিশদভাবে বর্ণনা করতে পারছি

না ; আমি আমার "রাষ্ট্র ও বিপ্লব" গ্রন্থে এবং "প্রোলেতারীয় বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউৎস্কি" নামক পুস্তিকার এই বিষয়ে আলোচনা করেছি। আমি বার্ন আন্তর্জাতিকের লুসার্ন কংগ্রেসের (১০ই আগস্ট, ১৯১৯) প্রতিনিধিবৃন্দের কাছে এই মন্তব্যগুলো উৎসর্গ করেই শেষ করব।

১৪ই জুলাই, ১৯১৯

১৯১৯ সালের আগস্টে *কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশন্যাল* নামক পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ২৯, পৃঃ ৪৯৪-৫১২

# সিলভিয়া প্যাঙ্কহার্স্টের[১১১] কাছে লেখা চিঠি

*কমরেড সিলভিয়া প্যাঙ্কহার্স্ট, লণ্ডন*

২৮শে আগস্ট, ১৯১৯

প্রিয় কমরেড,

আমি আপনার ১৬ই জুলাই (১৯১৯) তারিখের চিঠি মাত্র গতকালই পেয়েছি। বৃটেন সম্পর্কে খবরাখবরের জন্যে আমি আপনার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করবার চেষ্টা করব অর্থাৎ আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে চেষ্টা করব।

এ-বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নেই যে বহু শ্রমিক যারা শ্রেষ্ঠতমদের মধ্যে পড়ে, অত্যন্ত সৎ এবং আন্তরিকভাবে প্রোলেতারিয়েতের বিপ্লবী সদস্য তারা হল পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা ও পার্লামেন্টের যে কোন কাজে অংশ গ্রহণের বিরোধী। যে কোন রাষ্ট্রে অধিকতর প্রাচীন পুঁজিবাদী সংস্কৃতি ও বুর্জোয়া গণতন্ত্র, এটা আরও বেশী বোধগম্য হয় যখন প্রাচীন পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা-সম্পন্ন রাষ্ট্রে বুর্জোয়ারা অসংখ্য উপায়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্যে শঠতার কৌশল চমৎকারভাবে আয়ত্ত করে, সাধারণ গণতন্ত্র অথবা "বিশুদ্ধ গণতন্ত্র" হিসেবে বুর্জোয়া পার্লামেন্টারী ব্যবস্থাকে চালিয়ে দেয় এবং অত্যন্ত ধূর্ততার সঙ্গে গোপন রাখে অসংখ্য সূত্রকে যা বেঁধে রেখেছে পার্লামেন্টের সঙ্গে স্টাফ এক্সচেঞ্জকে, সর্বত্র কাজে লাগাচ্ছে ক্রয়যোগ্য সংবাদপত্রকে অর্থ-শক্তি ও পুঁজির প্রভাবে।

এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টিগুলো সাংঘাতিক ভুল করবে যদি ওরা সেইসব শ্রমিকদের বিতাড়িত করে যারা সোভিয়েত শক্তির পক্ষে দাঁড়ায় কিন্তু তারা পার্লামেন্টারী সংগ্রামে অংশ গ্রহণের বিরোধী। আমরা যদি সমস্যাটিকে সাধারণভাবে অর্থাৎ তত্ত্বগতভাবে গ্রহণ করি তাহলে এটাই হবে সেই কর্মসূচী অর্থাৎ সোভিয়েত

শক্তির জন্যে ও সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রাম, যা শ্রমিকদের মধ্যে থেকে একনিষ্ঠ ও সৎ বিপ্লবীদের ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম এবং আজ তা অবশ্যই করবে। বহু সংখ্যক সন্ত্রাসবাদী কর্মী এখন সোভিয়েতের একনিষ্ঠ সমর্থক হয়ে উঠছে এবং যেহেতু এটা সত্যি তাই এটা প্রমাণ করে যে তারা আমাদের শ্রেষ্ঠতম কমরেড ও বন্ধু এবং বিপ্লবীদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠতম যারা মার্কসবাদের প্রতি শত্রুতামূলক আচরণ করেছিল কেবলমাত্র ভুল বোঝাবুঝির জন্যে, আরও সঠিকভাবে বললে, ভুলের জন্যে নয়, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের যুগে (১৮৮৯-১৯১৪) সরকারী ভাবে বিদ্যমান সমাজতন্ত্র, মার্কসবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, সুবিধাবাদী শিবিরে ঢুকে পড়েছিল, সাধারণভাবে মার্কসের বিপ্লবী শিক্ষাগুলির বিকৃতি ঘটিয়েছিল এবং বিশেষ করে ১৮৭১ সালের প্যারী কমিউনের শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর নির্দেশাবলীকে বিকৃত করেছিল। আমি আমার "রাষ্ট্র ও বিপ্লব" নামক পুস্তকে এই বিষয়ে বিশদ-ভাবে লিখেছি তাই ঐ সমস্যা নিয়ে আর বেশী দূর এগোব না।

কি হবে, যদি কোন একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রে, যারা বিপ্লবী ক্রিয়াকর্ম চালিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুতি ও দৃঢ় বিশ্বাসের দ্বারা কমিউনিস্ট এবং ঐকান্তিকভাবে সোভিয়েত শক্তির পক্ষে (অ-রুশীয়রা কখনও কখনও বলে থাকেন "সোভিয়েত ব্যবস্থা") তারা যদি ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে সংসদে অংশ গ্রহণের প্রশ্নে মতদ্বৈধতার ফলে?

আমি বর্তমান মুহূর্তে এই মত বিরোধকে অর্থহীন বলেই মনে করি কারণ সোভিয়েত শক্তির জন্যে সংগ্রাম হল প্রোলেতারিয়েতের উচ্চতম, অত্যন্ত শ্রেণী সচেতন এবং অত্যন্ত বিপ্লবী আকারের রাজনৈতিক সংগ্রাম। বিপ্লবী শ্রমিকদের সঙ্গে থাকা আরও ভাল যখন ওরা ভুল করছে আংশিক অথবা কম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্পর্কে, আধা-গণতন্ত্রী অথবা "সরকারী" সমাজ-তন্ত্রীদের সঙ্গে থাকার চাইতে, যদি শেষোক্তরা একনিষ্ঠ ও দৃঢ়পণ বিপ্লবী না হয় এবং শ্রমিক জনসাধারণের মধ্যে বিপ্লবী কাজকর্ম চালাতে অনিচ্ছুক অথবা অক্ষম হয়, কিন্তু আংশিক প্রশ্নে সঠিক কৌশল অবলম্বন করে। সংসদীয় ব্যবস্থার প্রশ্নটি এখন আংশিক ও কম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমার মতে রোসা লুক্সেমবার্গ ও কার্ল লিবকনেখট সঠিক ছিলেন যখন তাঁরা জার্মান বুর্জোয়া সংসদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণের পক্ষে মত দিয়েছিলেন ১৯১৯ সালের জানুয়ারীতে বার্লিনে অনুষ্ঠিত স্পার্টাপন্থীদের জাতীয় কার্য নির্বাহক

সভার অধিবেশনে১০০ সংখ্যা গরিষ্ঠের বিরুদ্ধে। কিন্তু তাঁরা আরও বেশী সঠিক ছিলেন যখন তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, যারা একটা আংশিক ভুল করছিল সমাজতন্ত্রের প্রত্যক্ষ শত্রু সিডম্যান ও তার সহযোগীদের পক্ষাবলম্বন করে অথবা ঐসব হীনচেতা, মতান্ধ ও কার্যক্ষেত্রে সংস্কারবাদী যেমন কাউৎস্কি, হ্যাসে, ডৎমিগ এবং জার্মান "স্বতন্ত্রদের সমস্ত পার্টির" পক্ষাবলম্বন করে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে সুনিশ্চিত যে বৃটেনের বিপ্লবী শ্রমিকদের পক্ষে সংসদীয় নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করা একটা ভুল কিন্তু আপনার তালিকাভুক্ত সর্বপ্রকার ঝোঁক ও উপাদানের মধ্যে থেকে বৃটেনে শ্রমিকদের একটা বড় কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করতে দেরী করার চাইতে ঐ ভুল বরং ভাল, যে ঝোঁক ও উপাদানগুলো বলশেভিকবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের একান্ত সমর্থক। যদি উদাহরণস্বরূপ, বি. এস. পি-র মধ্যে নিষ্ঠাবান বলশেভিকরা থাকত যারা সংসদে অংশ গ্রহণের প্রশ্নে মতদ্বৈধতার জন্যে তৎক্ষণাৎ কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ৪নং, ৬নং ও ৭নং ঝোঁকসহ মিশে যেতে অস্বীকার করেছিল, তা হলে আমার মতে ঐ সব বলশেভিক বৃটিশ বুর্জোয়া সংসদীয় নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে যে ভুল হয়েছে, তার চাইতে হাজার গুণ বড় আকারের ভুল করে বসতেন। এই কথা বলার সময় আমি স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিই যে ৪নং, ৬নং ও ৭নং ঝোঁকগুলো এক সঙ্গে পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত আছে শ্রমজীবীদের ব্যাপক অংশের সঙ্গে, শুধুমাত্র ক্ষুদ্র বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর সঙ্গে নয়, বৃটেনে যেটা প্রায়শঃই দেখা যায়। এই ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় শ্রমিক সমিতি ও দোকান পরিচালক-দের১০১ ওপর যা, যে কেউ কল্পনা করতে পারেন, ব্যাপক জনগণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কযুক্ত।

শ্রমজীবীদের ব্যাপক অংশের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, তাদের মধ্যে অবিরাম আন্দোলন পরিচালনার ক্ষমতা, প্রতিটি ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ, জনগণের প্রতিটি দাবীর প্রতি সমর্থন জানানো—এইগুলোই হল কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান কাজ বিশেষ করে বৃটেনের মত রাষ্ট্রে যেখানে এখন পর্যন্ত (যেমন ঘটনাক্রমে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রেই) সমাজতন্ত্রী আন্দোলনে এবং সাধারণভাবে শ্রমিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ সীমাবদ্ধ আছে প্রধানতঃ শ্রমিকদের ওপর দিককার একটা পাতলা স্তরের মধ্যে অর্থাৎ শ্রমিক অভিজাততন্ত্রের মধ্যে

যাদের অধিকাংশই পুরোপুরি এবং হতাশাজনকভাবে বিনষ্ট হয়েছে সংস্কারবাদের দ্বারা এবং আটক পড়ে আছে বুর্জোয়া ও সাম্রাজ্যবাদী কুসংস্কারের দ্বারা। এই স্তরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ব্যতিরেকে, শ্রমিকদের মধ্যে সম্ভ্রমবোধের প্রতিটি চিহ্ন ধ্বংস করা ব্যতিরেকে, জনগণের মধ্যে বুর্জোয়া কদাচারে আচ্ছন্ন ঐ স্তর সম্পর্কে প্রত্যয় উৎপাদন ব্যতিরেকে গুরুত্বপূর্ণ কমিউনিস্ট শ্রমিক আন্দোলনের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এটা বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা ও জার্মানীর ওপরও প্রযোজ্য।

সেই সব শ্রমজীবী শ্রেণীর বিপ্লবী যারা সংসদীয় ব্যবস্থাকেই তাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য হিসাবে নির্দেশ করে, তা সেই পরিমাণে সঠিক যে পরিমাণে এইসব আক্রমণ নীতিগতভাবে বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থার অস্বীকৃতিকে প্রকাশ করার কাজ করে। সোভিয়েত শক্তি ও সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র—এই দুটোকেই শ্রমজীবীদের বিপ্লব বুর্জোয়া গণতন্ত্রের স্থলাভিষিক্ত করেছে, এটাই হল পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের রূপ অর্থাৎ প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বের আকৃতি। সংসদীয় ব্যবস্থার সমালোচনা শুধুমাত্র যুক্তিপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়ই নয়, সোভিয়েত শক্তিতে রূপান্তরের ঘটনাটিকে তুলে ধরে রাখে, ঐতিহাসিক দিক থেকে শর্তসাপেক্ষ ও সীমিত চরিত্র বিশিষ্ট সংসদীয় ব্যবস্থার স্বীকৃতি বলেই সে সম্পূর্ণ সঠিক, পুঁজিবাদ এবং কেবলমাত্র পুঁজিবাদের সঙ্গেই তার সম্পর্ক, মধ্যযুগের তুলনায় তার প্রগতিশীল চরিত্র এবং সোভিয়েত শক্তির তুলনায় তার প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র।

কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার সংসদীয় ব্যবস্থার সমালোচকেরা, যখন তাঁরা সন্ত্রাসবাদী অথবা সন্ত্রাসবাদী সিণ্ডিক্যালপন্থী, তখন তাঁরা প্রায়শঃই ভুল করেন যে পরিমাণে তাঁরা সংসদীয় ক্রিয়াকর্ম ও নির্বাচনে অংশ গ্রহণকে প্রত্যাখ্যান করেন। এখানে তাঁরা সরলভাবে প্রদর্শন করেন তাঁদের বিপ্লবী অভিজ্ঞতার অভাবকে। আমরা রুশীয়রা যারা বিংশ শতাব্দীর দুটি মহান বিপ্লবের পরও বেঁচে আছি ভালভাবেই জানি সংসদীয় ব্যবস্থার কি গুরুত্ব থাকতে পারে এবং সাধারণভাবে বিপ্লবের কালপর্বে এবং বিশেষ করে বিপ্লবের মধ্যেই বা তার কি গুরুত্ব আছে। বুর্জোয়া পার্লামেন্টকে বিলুপ্ত করে তার জায়গায় স্থাপন করতে হবে সোভিয়েত ব্যবস্থা। এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রাশিয়া, হাঙ্গেরি, জার্মানী ও অন্যান্য রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতার

পর এখন আর কোন সন্দেহ নেই যে এটা অবশ্যই সংঘটিত হবে প্রোলেতারীয় বিপ্লবের মধ্যে। তাই সুসম্বদ্ধভাবে শ্রমজীবী জনগণকে গড়ে তুলতে হবে এই কাজের জন্যে, আগে থাকতেই তাদের কাছে সোভিয়েত শক্তির গুরুত্বের কথা ব্যাখ্যা করে বলতে হবে এবং এর জন্যে প্রচার অভিযান ও আন্দোলন চালাতে হবে—এগুলোই হল শ্রমিকদের একমাত্র কাজ যারা বাস্তব ক্ষেত্রে বিপ্লবী হতে চায়। কিন্তু আমরা রুশীয়রা পার্লামেন্টারী অঙ্গনে কাজ করে সে দায়িত্বও পালন করেছি। জার আমলের সাজানো ভূমাধিকারীদের ডুমায় আমাদের প্রতিনিধিরা দেখিয়েছিল কেমন করে বিপ্লবী ও প্রজাতন্ত্রের পক্ষে প্রচার চালাতে হয়। ঠিক সেই পন্থায়ই সোভিয়েত প্রচার চালাতে পারা যায় এবং অবশ্যই চালাতে হবে বুর্জোয়া পার্লামেন্টের ভেতর থেকেই।

সম্ভবতঃ এখানে আমাদের অন্য কোন পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা সম্বলিত রাষ্ট্র এক্ষুণি তা অর্জন করা সম্ভব হবে না। কিন্তু সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। সমস্ত রাষ্ট্রের বিপ্লবী শ্রমিকরা যাতে এই সঠিক কৌশল আয়ত্ত করতে পারে তা সুনিশ্চিত করার জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

যদি শ্রমিকদের পার্টি প্রকৃতই বিপ্লবী হয়, যদি প্রকৃতই শ্রমজীবীদের পার্টি হয় (অর্থাৎ জনগণের সঙ্গে যুক্ত, শ্রমজীবীদের অধিকাংশের সঙ্গে যুক্ত, প্রোলেতারিয়েতের অধঃস্তন স্তরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কেবলমাত্র ওপরের স্তরের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ নয়) যদি প্রকৃতই একটা পার্টি হয় অর্থাৎ বিপ্লবী অগ্রণী বাহিনীর সংগঠনের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে এবং কার্যকরীভাবে যুক্ত, যার জানা আছে কেমন করে সর্বপ্রকার সম্ভাব্য পন্থার দ্বারা বিপ্লবী কাজকর্ম চালিয়ে যেতে হয়; সেই রকম একটি পার্টি পার্লামেন্টকে হাতের মুঠোয় রাখতে সক্ষম হবেই, সক্ষম হবে তার মধ্য থেকে প্রকৃত বিপ্লবী প্রচারক সৃষ্টি করতে, যেমন ছিলেন কার্ল লিবকনেখট, সুবিধাবাদীরা নয়, তারা নয় যারা বুর্জোয়া পদ্ধতি, রীতি, চিন্তা ও কল্পনা শক্তির দারিদ্র্যের দ্বারা প্রোলেতারিয়েতকে নীতি-ভ্রষ্ট করে।

যদি তা বৃটেনে অর্জন করা এক্ষুণি সম্ভব না হয়, তার ওপর যদি সোভিয়েত শক্তির সমর্থকদের কোন ইউনিয়নের পক্ষেই পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা সম্পর্কে মতবিরোধের ফলে বৃটেনে অর্জন করা সম্ভব না হয়, তাহলে একমাত্র সেই কারণের জন্যেই আমি তখন পূর্ণ ঐক্যের দিকে একটা ভাল

পদক্ষেপের কথা বিবেচনা করব অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ দুটি কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের কথা অর্থাৎ দুটো পার্টি যারা বুর্জোয়া, সংসদীয় ব্যবস্থা থেকে সোভিয়েত শক্তিতে উত্তরণের পক্ষে থাকে। এর মধ্যে যে কোন একটি পার্টি বুর্জোয়া সংসদে অংশ গ্রহণকে স্বীকার করুক এবং অপরটি একে প্রত্যাখ্যান করুক; এই মত-বিরোধ এখন এতই অকিঞ্চিৎকর যে সব চাইতে যুক্তিপূর্ণ হবে এই নিয়ে বিভক্ত না হওয়া। কিন্তু এই ধরনের দুটি পার্টির যুগ্ম অস্তিত্ব বর্তমান পরিস্থিতির তুলনায় প্রভূত উন্নতি ঘটাবে, খুব সম্ভবতঃ পূর্ণ ঐক্য ও কমিউনিজমের দ্রুত জয়লাভে রূপান্তরিত হবে।

প্রায় দু বছরের অভিজ্ঞতার দ্বারা সোভিয়েত শক্তি রাশিয়াতে শুধুমাত্র এটাই দেখায় নি যে একটা কৃষকদের রাষ্ট্রের ও প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্ব সম্ভব, এটাও দেখিয়েছে যে একটা শক্তিশালী সৈন্যদল গঠন করে অবিশ্বাস্য ও অসাধারণ কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতেও সক্ষম (শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ হল সংগঠন ও শৃঙ্খলা বিদ্যমান আছে)।

সোভিয়েত শক্তি আরও বেশী করেছে: সারা দুনিয়ায় সে একটা নৈতিক জয়লাভ করেছে, কারণ সর্বত্র শ্রমজীবী শ্রেণী, যদিও ওরা সোভিয়েত শক্তির সত্যতা সম্পর্কে কদাচিৎ জানতে পারে, যদিও ওরা সোভিয়েত শক্তি সম্পর্কে হাজারে হাজারে ও লাখে লাখে মিথ্যা বিবরণ পায়, তাহলেও ওরা পূর্ব থেকেই সোভিয়েত শক্তির স্বপক্ষে। সমগ্র বিশ্বের প্রোলেতারিয়েত এটা পূর্ব থেকেই উপলব্ধি করেছে যে এই শক্তি হল শ্রমজীবী শ্রেণীর শক্তি, এটাই হল পুঁজিবাদ থেকে, পুঁজির জোয়াল থেকে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ থেকে মুক্তির একমাত্র শক্তি এবং এটাই স্থায়ী শান্তির পথে নিয়ে যায়।

সেই জন্যেই সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা পৃথক পৃথক সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের পরাজয় সম্ভব কিন্তু প্রোলেতারিয়েতের সারা বিশ্বজোড়া সোভিয়েত আন্দোলনকে জয় করা অসম্ভব।

কমিউনিস্ট শুভেচ্ছাসহ

*এন. লেনিন*

পুনঃ—রুশ সংবাদপত্রের কর্তিত অংশ থেকে গৃহীত নিম্নোক্ত বিবরণের মধ্যে আপনারা বৃটেন সম্পর্কে আমাদের খবরের একটা উদাহরণ পাবেন।

"লণ্ডন, ২৫।৮ (বেতারযন্ত্র হ'য়ে)। কোপেনহাগেনের সংবাদপত্র "Berlingske Tidende"-এর লণ্ডনস্থ প্রতিনিধি বৃটেনের বলশেভিক আন্দোলন সম্পর্কে একটি তারবার্তা পাঠান: 'গত কয়েকদিনের মধ্যে যে সব ধর্মঘট হয়েছে এবং সাম্প্রতিক কালের উদ্‌ঘাটনগুলো, বলশেভিকবাদ তাদের দেশে অপ্রবেশ্য, বৃটিশদের এই বিশ্বাসকে টলিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে সংবাদপত্রগুলো জোর আলোচনা করছে এই প্রশ্ন নিয়ে এবং সরকার সর্বপ্রকার চেষ্টা চালাচ্ছে এটা প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে দীর্ঘকাল ধরে একটা 'ষড়যন্ত্র' চলছিল যার লক্ষ্য ছিল প্রচলিত ব্যবস্থার উচ্ছেদ। বৃটিশ পুলিশ একটি বিপ্লবী ব্যুরোকে গ্রেপ্তার করেছে, সংবাদপত্রের অভিমত অনুযায়ী, যার কাছে অস্ত্র ও ধনসম্পদ মজুত ছিল। বন্দী ব্যক্তিদের কাছ থেকে পাওয়া কিছু কিছু নথিপত্রের বিষয়বস্তু প্রকাশিত হয়েছে "দ্য টাইমস" পত্রিকায়। ওগুলোর মধ্যে ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবের কর্মসূচী, সেই কর্মসূচী অনুযায়ী সমগ্র বুর্জোয়াদের নিরস্ত্র করার কথা, লাল ফৌজের ডেপুটিবৃন্দ ও শ্রমজীবীদের সোভিয়েতগুলোর জন্যে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার কথা এবং লালফৌজ গঠনের কথা; সমস্ত সরকারী পদে শ্রমিকদের নিযুক্ত হবার কথা। উপরন্তু এটাও পরিকল্পিত ছিল যে রাজনৈতিক অপরাধীদের জন্যে একটা বিপ্লবী ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হবে এবং এই ট্রাইবুন্যাল তাদেরও বিচার করবে যারা বন্দীদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছেন। সমস্ত খাদ্যশস্য বাজেয়াপ্ত করা হবে। পার্লামেন্ট ও অন্যান্য সরকারী প্রশাসনিক সংস্থা ভেঙ্গে ফেলা হবে এবং সেই সব জায়গায় গঠন করা হবে বিপ্লবী সোভিয়েত। শ্রম দিবসকে ছ'ঘন্টায় কমিয়ে আনা হবে এবং সর্বনিম্ন সাপ্তাহিক মজুরি বৃদ্ধি করে ৭ পাউণ্ড করা হবে। সমস্ত রাষ্ট্রীয় ও অন্যান্য ধরনের ঋণ বাতিল করা হবে। সমস্ত ব্যাঙ্ক, শিল্প ও বাণিজ্যিক সংস্থা ও পরিবহণের উপায়সমূহকে জাতীয়করণ করা হল বলে ঘোষণা করা হবে।"

যদি এটা সত্যি হয় তা হলে আমি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিপতিদের মুখপত্র বিশ্বের সব চাইতে ধনী সংবাদপত্র "দ্য টাইমস"-কে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাব বলশেভিকবাদের পক্ষ হয়ে তাঁদের চমৎকার

প্রচারের জন্যে। "দ্য টাইমস"-এর ভদ্রমহোদয়বৃন্দ, আপনারা এই দৃষ্টিভঙ্গী অব্যাহত রাখুন, আপনারা বলশেভিকবাদের জয়ের জন্য বৃটেনকে চমৎকার ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

*কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল* নামক পত্রিকার ৫নং সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বরে।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ২৯ পৃঃ ৫৬১-৬৬

# বুর্জোয়ারা দলত্যাগীদের কেমন করে কাজে লাগায় থেকে

চল্লিশ বছর ধরে অর্থাৎ ১৮৫২ থেকে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত মার্কস ও এঙ্গেলস বলে আসছিলেন যে বৃটেনের শ্রমিকদের একাংশ (অর্থাৎ উচ্চতর স্তরের নেতৃবৃন্দ ও "অভিজাততন্ত্র") ক্রমেই অধিক পরিমাণে বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন হয়ে উঠছে সেই রাষ্ট্রের ঔপনিবেশিক সুবিধা ও একচেটিয়া অধিকারের জন্যে। এটা দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট যে অন্যান্য বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রে বিংশ শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া অধিকার ভোগীরা বৃটেনের মত অবস্থার সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়েছিল সমস্ত উন্নত রাষ্ট্রে আমরা দেখতে পাই ভ্রষ্টাচার ও ঘুষ এবং শ্রমজীবী শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ ও উচ্চতর স্তর কর্তৃক বুর্জোয়াদের পক্ষাবলম্বন, বুর্জোয়া শ্রেণী কর্তৃক ভাতা দানের ফলস্বরূপ, যারা এইসব নেতৃবৃন্দকে নিয়োজিত করে "হাল্কা কাজে" এই সব উচ্চতর স্তরকে দান করে মুনাফার কয়েকটা টুকরো, সব চাইতে কম মজুরি ও সব চাইতে কঠিন কাজের বোঝা চাপিয়ে দেয় বিদেশ থেকে নিয়ে আসা পশ্চাৎপদ শ্রমিকদের কাঁধে এবং শ্রমজীবী শ্রেণীর অধিকাংশের তুলনায় "শ্রমিক অভিজাততন্ত্রের" সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে।

১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধ প্রোলেতারিয়েতের উচ্চতর স্তরের নেতৃবৃন্দ, সমগ্র সোশ্যাল-শভিনিস্ট, গম্পার, ব্রান্টিং, রেনডেল, ম্যাকডোনাল্ড ও সিডম্যানদের দ্বারা সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও বুর্জোয়া পক্ষ অবলম্বনের চূড়ান্ত প্রমাণ উপস্থিত করেছে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে কিছুকালের জন্য শুধুমাত্র নিষ্ক্রিয়তার জন্যেই এইসব বুর্জোয়া শয়তানদের অনুসরণ করেছিল।

হাইসমান্স, ভান্দারভেলদ ও সিডম্যানদের বার্ন আন্তর্জাতিক আজ পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেছে সমাজতন্ত্রের প্রতি এইসব বিশ্বাসঘাতকদের দুর্নীতিপূর্ণ আন্তর্জাতিকের চেহারা নিয়ে। এদের বিরুদ্ধে যদি লড়াই না করা হয়, যদি ওদের সঙ্গে বিচ্ছেদ না ঘটান যায় তাহলে প্রকৃত সমাজতন্ত্র অথবা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বার্থে আন্তরিকতাপূর্ণ কাজের কোন প্রশ্নই উঠবে না।

জার্মান স্বাতন্ত্র্যবাদীরা১৩২ দুটি টুলের মাঝখানে বসবাসের চেষ্টা করুক—এই রকমই ওদের বিধিলিপি। সিডম্যানেরা কাউৎস্কিকে ওদের 'নিজের লোক' বলে আলিঙ্গন করুক। Stampfer এই কথা প্রচার করেন। কাউৎস্কি বাস্তবিকই সিডম্যানদের একজন যোগ্য কমরেড। যখন হিলফার্ডিং, একজন স্বতন্ত্র এবং লুসানে কাউৎস্কির প্রস্তাবের সমর্থক, সিডম্যানদের আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কার করা হোক, এই প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন তখন অসৎ আন্তর্জাতিকের অসৎ নেতৃবর্গ তার দিকে চেয়ে কেবল হেসেছিলেন। তাঁর প্রস্তাবটি ছিল হয় চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা আর না হয় চূড়ান্ত ভণ্ডামীর; তিনি শ্রমিক জনগণের মধ্যে বামপন্থী হিসেবে পরিচিত থাকতে চেয়েছিলেন এবং একই সঙ্গে বুর্জোয়া খাদ্য পরিবেশকদের আন্তর্জাতিকে তাঁর ভূমিকাকে অক্ষুণ্ণ রাখতেও চেয়েছিলেন। এই নেতার (হিলফার্ডিং) উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন—নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই—স্বতন্ত্রদের মেরুদণ্ডহীনতা ও সিডম্যান, ব্রান্টিং এবং ভান্দারভেলদের বিশ্বাসঘাতকতা অবধারিতরূপে প্রোলেতারিয়েত জনগণের আরও অধিকতর শক্তিশালী আন্দোলন সৃষ্টি করবে বিশ্বাসঘাতক নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে দূরে। কোন কোন রাষ্ট্রে সাম্রাজ্যবাদ শ্রমিকদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বজায় রাখতে পারে দীর্ঘদিন ধরে। বৃটেন হল তারই একটা উদাহরণ: কিন্তু বিপ্লবীদের ঐক্যবদ্ধতা এবং বিপ্লবীদের সঙ্গে জনগণের ঐক্যবদ্ধতা এবং অসৎ উৎপাদনগুলোর বহিষ্কারের কাজ চলছে সারা দুনিয়াব্যাপী এবং তা দৃঢ়ভাবে ও সুনিশ্চিতভাবে এগিয়ে চলেছে। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অভূতপূর্ব সাফল্যই হল তার প্রমাণ: আমেরিকাতে পূর্বেই কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছে, প্যারিসে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে কমিটি এবং সিণ্ডিক্যালপন্থী দেশরক্ষা কমিটি সৃষ্টি হয়েছে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের জন্যে এবং প্যারিসের দুটি সংবাদপত্র তৃতীয় আন্তর্জাতিকের পক্ষাবলম্বন করেছে:

রেমণ্ড পেরিক্যাটের L' Internationale এবং ভজে'র এ্যাক্তিলের Le Titre censure (বলশেভিক?)। বৃটেনে আমরা একটা কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন গড়ে তুলবার মুখে এসে দাঁড়িয়েছি যার সঙ্গে বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টির শ্রেষ্ঠ উপাদানসমূহ, দোকান পরিচালক কমিটি এবং বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়নবাদীরা ঐক্যবদ্ধ। সুইডেনের বামপন্থীরা, নরওয়ের সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, ওলন্দাজ কমিউনিস্ট এবং সুইস ও ইতালীয় সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলোও ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছে জার্মান স্পার্টাপন্থী ও রুশ বলশেভিকদের সঙ্গে।

১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বরে *কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক*-এর ৫ম খণ্ডে প্রকাশিত।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ৩০, পৃঃ ৩৪-৩৫

# সোভিয়েতসমূহের সপ্তম সারা রাশিয়া কংগ্রেসে সারা রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি এবং গণ কমিশারগুলির উপদেষ্টা পরিষদের প্রতিবেদন থেকে
## ৫ই ডিসেম্বর, ১৯১৯

প্রথমতঃ যে প্রশ্নটা মনে জাগে তা হল : কি করে এই রকম একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটা সম্ভব হল, যে সোভিয়েত শক্তিকে দুবছর ধরে পশ্চাৎপদ, বিধ্বস্ত ও রণক্লান্ত বলে প্রচার করা হয়েছে, যার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম চালাচ্ছিল প্রথমে সাম্রাজ্যবাদ এবং পরে আঁতাতভুক্ত সাম্রাজ্যবাদ যারা এক বছর আগেই জার্মানীর সঙ্গে হিসেব চুকিয়ে দিয়েছিল ও যার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না এবং পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রের ওপর যে কর্তৃত্ব করত? সংশ্লিষ্ট শক্তিসমূহের একটা সহজ হিসেবের দৃষ্টিকোণ থেকে, ও এইসব শক্তিসমূহের সামরিক মূল্যায়নের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এটা প্রকৃতই একটা অলৌকিক ঘটনা, কারণ আঁতাত ছিল এবং এখনও আছে আমাদের চাইতে তুলনাহীনভাবে শক্তিশালী। তা সত্ত্বেও আলোচ্য বৎসরটি বিশেষতঃ আমাদের অভূতপূর্ব জয়লাভের জন্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এত বিরাট সে জয়লাভ যে আমার মনে হয় আমরা অতিরঞ্জন না করেও বলতে পারি যে আমাদের প্রধান অসুবিধাগুলো আমাদের পেছনেই আছে। আমাদের ভবিষ্যৎ কালের বিপদ ও অসুবিধাগুলো যাই থাকুক না কেন, প্রধান প্রধান স্পষ্টতঃই আমাদের পেছনে আছে। এর কারণ আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে এবং যা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ তা অবশ্যই সঠিকভাবে নির্ধারণ করবে আমাদের ভবিষ্যৎ নীতি, যেহেতু ভবিষ্যতে সুনিশ্চিতভাবে আঁতাত কর্তৃক হস্তক্ষেপের চেষ্টা হবে এবং সম্ভবতঃ বিগত লুণ্ঠনমূলক জোট পুনরুজ্জীবিত হবে আন্তর্জাতিক ও রুশ পুঁজিপতিদের মধ্যে যাদের লক্ষ্য হল ভূম্যধিকারী ও পুঁজিপতিদের পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা, রাশিয়া থেকে সোভিয়েত

শাসন উচ্ছেদ করা, সংক্ষেপে, একটি জোট যাদের লক্ষ্য হল বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক দাবানলের কেন্দ্রকে নির্বাপিত করার পুরানো পন্থা অনুসরণ—অর্থাৎ রুশ সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের উচ্ছেদ করা।

এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমাদের জন্যে অঁাতাতের হস্তক্ষেপের ইতিহাস ও তার রাজনৈতিক পাঠ পরীক্ষা করে আমি বলব যে এটাকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যেত যার প্রত্যেকটিই পর পর আমাদের এনে দিয়েছে পূর্ণ ও স্থায়ী শান্তি।

প্রথম স্তর যা স্বাভাবিকভাবেই অঁাতাতভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের পক্ষে অত্যন্ত উপযুক্ত ও সহজতম তা জড়িত ছিল তাদের নিজস্ব সেনাদল ব্যবহারের দ্বারা সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে ফয়সালার চেষ্টার মধ্যে। অবশ্য অঁাতাতভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক জার্মানী পরাজিত হবার পর ওদের লক্ষ লক্ষ মানুষের বাহিনী ছিল যারা তখনও প্রত্যক্ষভাবে শান্তির কথা ঘোষণা করে নি এবং জার্মান সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তাদের মধ্যে যে ভীতির সঞ্চার করা হয়েছে তার থেকে তৎক্ষণাৎ তারা মুক্ত হতে পারে নি, যাকে ব্যবহার করা হয়েছিল সমস্ত পশ্চিম ইউরোপে ওদের তাড়িয়ে দেবার জন্যে। অবশ্য সেই সময় সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং বিদেশ নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে অঁাতাতভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের পক্ষে সৈন্যবাহিনীর ১/১০ অংশ নিয়ে রাশিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া সহজতর হত। এটা লক্ষ্য রাখবেন যে সমুদ্রে ওদের পূর্ণ আধিপত্য ছিল এবং নৌশক্তিতে ওরা ছিল সর্বশক্তিমান। সৈন্য ও রসদ পরিবহণ পুরোপুরিভাবে ও সর্বদা তাদের নিয়ন্ত্রণেই ছিল। যদি অঁাতাতভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ, যারা আমাদের ঘৃণা করত, বুর্জোয়ারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে যেভাবে ঘৃণা করে সেইভাবে, তাহলে ওদের পক্ষে আমাদের বিরুদ্ধে ওদের সেনাবাহিনীর এক দশমাংশকে জুড়ে দিয়েও সফলতা অর্জন করা সম্ভব ছিল। এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না যে সোভিয়েত রাশিয়ার সর্বনাশ ঘটত এবং হাঙ্গেরির পরিণতি লাভ করত। কেন অঁাতাতভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ এটা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছিল? ওরা মারমানস্কে সৈন্য অবতরণ করিয়েছিল। সাইবেরিয়া অভিযান পরিচালিত হয়েছিল অঁাতাতভুক্ত সৈন্যদলের সাহায্যে এবং জাপানী সৈন্যবাহিনী পূর্ব-সাইবেরিয়ার বহু দূরবর্তী একাংশ দখল করে আছে অথচ পশ্চিম সাইবেরিয়ার সমস্ত অঞ্চলে অঁাতাতভুক্ত সমস্ত রাষ্ট্রের সামরিক দলগুলো অবস্থান করেছিল। তারপর ফরাসী বাহিনী অবতরণ

করল রাশিয়ার দক্ষিণে। এটাই ছিল আমাদের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের প্রথম স্তর, বলা যেতে পারে, আঁতাতভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ তার সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে সোভিয়েতকে নির্মূল করার প্রথম প্রচেষ্টা অর্থাৎ অধিকতর উন্নত রাষ্ট্রের শ্রমিক-কৃষকদের সাহায্যে, যারা চমৎকারভাবে সুসজ্জিত ছিল, সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে অভিযান পরিচালনার জন্যে আঁতাতভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের কারিগরি ও বস্তু সম্ভারের কোনই অভাব ছিল না। তাদের সামনে কোন প্রতিবন্ধকই ছিল না। তাহলে আমরা কেমন করে ঐ প্রচেষ্টার ব্যর্থতার ব্যাখ্যা করব? এর সমাপ্তি ঘটেছিল আঁতাতভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক সৈন্যদল অপসারণের মধ্যে কারণ ওরা বিপ্লবী সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে অক্ষম বলে প্রমাণিত হয়েছিল। কমরেডবৃন্দ, এটাই আমাদের সব সময়কার প্রধান যুক্তি। বিপ্লব শুরুর গোড়ার থেকেই আমরা বলে আসছি যে আমরা আন্তর্জাতিক প্রোলেতারিয়েতের পার্টি গঠন করেছি এবং বিপ্লবকে যত বড় অসুবিধারই সম্মুখীন হতে হোক না কেন, একটা সময় আসবে যখন একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা নিপীড়িত শ্রমিকশ্রেণীর সহানুভূতি ও সংহতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। এই জন্যেই আমাদের দোষারোপ করা হয়েছিল কল্পনাবিলাসী বলে। কিন্তু অভিজ্ঞতা আমাদের দেখিয়েছে যে যখন আমরা সর্বদা ও সর্বক্ষেত্রে প্রোলেতারিয়েতের ক্রিয়াকর্মের উপর ভরসা করতে পারি না, তখন আমরা বলতে পারি যে বিশ্ব ইতিহাসের এই দুটি বছরে আমরা হাজার বার সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছি। বৃটিশ ও ফরাসী কর্তৃক তাদের নিজেদের সৈন্যের সহায়তায় সোভিয়েত রাশিয়াকে ধ্বংস করার চেষ্টা যে চেষ্টায় ওদের আশা ছিল স্বল্পতম সময়ের মধ্যে একটা সহজ সাফল্য অর্জন করবে, তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে: বৃটিশ সৈন্যদল আর্কেঞ্জেল ত্যাগ করেছে এবং ফরাসী বাহিনী যারা দাক্ষিণে অবতরণ করেছিল তাদের সবাইকে স্বদেশে ফেরৎ পাঠানো হয়েছে। অবরোধ সত্ত্বেও আমাদের চারপাশ ঘিরে ফেলা সত্ত্বেও, পশ্চিম ইউরোপ থেকে আমাদের কাছে সংবাদ এসে পৌঁছয়, আমরা বৃটিশ ও ফরাসী সংবাদপত্রও অবশ্যই পেয়ে থাকি, অনিয়মিতভাবে হলেও যার থেকে আমরা জানতে পারি যে আর্কেঞ্জেল অঞ্চল থেকে পাঠানো বৃটিশ সৈনিকদের চিঠিপত্র কোনক্রমে বৃটেনে গিয়ে পৌঁছয় এবং তারপর সেখানে প্রকাশিত হয়। আমরা সেই ফরাসী মহিলা যাঁর নাম কমরেড Jeanne Labourbe, তাঁকে আমরা জানি যিনি ফরাসী শ্রমিক ও সৈন্যদলের মধ্যে

কমিউনিস্ট কার্যাবলী চালানোর কাজে নিযুক্ত ছিলেন এবং ওডেসায় তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়। তিনি সমগ্র ফরাসী প্রোলেতারিয়েতের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন, যুদ্ধের স্লোগানে পরিণত হয়েছিলেন, একটি নাম যাকে কেন্দ্র করে ফরাসী শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্যে ; আপাতদৃষ্টিতে সিন্ডিক্যালপন্থী অলঙ্ঘনীয় উপদলীয় কোন্দল সত্ত্বেও। কমরেড র‍্যাডেক বলেছেন যিনি সৌভাগ্যবশতঃ আজকের বার্তায় বলছেন, জার্মানীর দ্বারা মুক্ত হয়েছেন, যাকে সম্ভবতঃ আমরা শীগগিরই দেখতে পাব, যে রাশিয়ার মাটি বিপ্লবের আগুনে জ্বলছে, আঁতাতভুক্ত সৈন্যদলের কাছে তা অ-প্রবেশ্য—এইসব কথা যাকে লেখকের কল্পনার সৃষ্টি বলে মনে হয়, তা প্রকৃতই বাস্তবায়িত হয়েছিল। আমাদের সর্বপ্রকার পশ্চাৎপদতা সত্ত্বেও সংগ্রামের সমস্ত বোঝা সত্ত্বেও, বৃটেন ও ফ্রান্সের সৈন্যদল আমাদের দেশের মাটিতে লড়াই করতে অক্ষম বলে প্রমাণিত হয়েছিল। ফল হল আমাদের জয়লাভ। এটাই প্রথমবার যখন ওরা আমাদের বিরুদ্ধে বিশাল সৈন্যবাহিনী পাঠানোর চেষ্টা করেছিল—ওদের ছাড়া জয়লাভ অসম্ভব—একমাত্র ফল হল এই যে ওদের সঠিক শ্রেণী বোধকে ধন্যবাদ, ফরাসী ও বৃটিশ সৈন্যদের রাশিয়া থেকে স্বদেশে ফেরৎ পাঠানো হল, যে রাশিয়া ছিল বলশেভিকবাদের দূষিত ক্ষত, যার বিরুদ্ধে জার্মান সাম্রাজ্য-বাদীরা লড়াই করেছিল যখন ওরা আমাদের রাষ্ট্রদূতদের বার্লিন থেকে বহিষ্কৃত করেছিল। ওরা ভেবেছিল এইভাবেই ওরা নিজেদের রক্ষা করতে পারবে বলশেভিকবাদের দুষ্ট ক্ষত থেকে, যা এখন ছড়িয়ে পড়ছে সমগ্র জার্মানীতে একটা জোরদার শ্রমিক আন্দোলনের চেহারা নিয়ে। বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যদলকে আমাদের দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করে আমরা যে জয়লাভ করেছিলাম তা ছিল আঁতাতভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের উপর আমাদের জয়লাভগুলোর মধ্যে বৃহত্তম। আমরা ওদের সৈন্য বর্জিত করেছি। আঁতাতভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের সীমাহীন সামরিক ও কারিগরি শ্রেষ্ঠত্বের বিরুদ্ধে আমাদের জবাব ছিল এর থেকে ওদের বঞ্চিত করা সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলোর বিরুদ্ধে শ্রমজীবী শ্রেণীর সংহতির মাধ্যমে।

এর থেকে প্রকাশ পায় প্রচলিত মানদণ্ডে এই সব তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের বিচার কত অস্পষ্ট ও ভাসা ভাসা। ওদের সংসদে আছে সুদৃঢ় বুর্জোয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা। এটাকেই ওরা বলে "গণতন্ত্র।" পুঁজি প্রভুত্ব করে

এবং আর সব কিছুকেই ছোট ছোট করে দেখে এবং তবুও সংবাদ প্রকাশের ওপর কঠোর সামরিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। ওরা এটাকেই "গণতন্ত্র" বলে। ওদের সংবাদপত্র ও সাময়িকীগুলোর লক্ষ লক্ষ সংখ্যার মধ্যে আপনি অতি নগণ্য দু একটির মধ্যে ছাড়া আর কোথাও বলশেভিকবাদের প্রতি সহানুভূতির সামান্য ইঙ্গিত মাত্রও দেখতে পাবেন না। সেই জন্যেই ওরা বলে, "আমরা বলশেভিকদের কাছ থেকে সুরক্ষিত, আমাদের দেশে শৃঙ্খলা বিরাজ করে," এবং ওরা এটাকেই "গণতন্ত্র" বলে। এটা কেমন করে ঘটল, বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যদের ক্ষুদ্র একটা অংশ রাশিয়া থেকে আঁতাতভুক্ত রাষ্ট্র-সমূহের সৈন্যদলকে সরিয়ে নিতে বাধ্য করল? এখানে কিছু একটা গোলমাল আছে। এর অর্থ হল বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকাতেও জনগণের বৃহদংশ আমাদের পক্ষে; এর অর্থ, এই সমস্ত বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য যেমন সমাজতন্ত্রীরা সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে অস্বীকার করে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করে এসেছে তা হল শঠতা, এর অর্থ হল এই যে বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থা, বুর্জোয়া গণতন্ত্র, বুর্জোয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হল নিতান্তই পুঁজিপতিদের স্বাধীনতা জনমতকে ঘুষ দেবার জন্যে এবং অর্থের সর্ব প্রকার ক্ষমতার সাহায্যে এর ওপর চাপ দেবার জন্যে। এই কথাগুলোই সমাজ-তন্ত্রীরা সব সময় বলে আসছিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না সাম্রাজ্যবাদীরা ওদের জাতীয় শিবিরের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছিল এবং প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক জাতীয় গোষ্ঠীকে তাদের নিজস্ব বুর্জোয়াদের তল্পীবাহকে পরিণত করেছিল। সমাজতান্ত্রিকরা এই কথাগুলো বলেছিলেন যুদ্ধের পূর্বে এবং আন্তর্জাতিকতা-বাদী ও বলশেভিকরা এই কথাগুলো যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সর্বদাই বলেছেন এবং এর সবই সম্পূর্ণ সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছিল। সব প্রকার বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য ও দোকান সাজাবার কৌশল, সবই ছিল প্রতারণা। এটা ক্রমশঃই আরও বেশী করে মানুষের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে; ওরা সবাই গণতন্ত্র সম্পর্কে চীৎকার করে কিন্তু বিশ্বের কোন সংসদেই ওরা বলতে সাহস করে নি যে ওরা সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে।

তাই আমরা অসংখ্য ফরাসী, বৃটিশ ও আমেরিকান পত্র-পত্রিকায়, যা এখন পাওয়া যাচ্ছে, তাতে দেখতে পাই, প্রস্তাব করা হয়েছে "রাষ্ট্রের কর্ণ-ধারদের আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর জন্যে যারা শাসনতন্ত্রকে লঙ্ঘন করেছেন, যুদ্ধ ঘোষণা না করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে।" কখন এবং

কোথায় এটা অনুমোদিত হয়েছিল, শাসনতন্ত্রের কোন ধারায়, কোন সংসদ এটা অনুমোদন করেছিল? কোথায় ওরা ওদের সংসদের প্রতিনিধিদের জমায়েত করেছিল এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে সমস্ত বলশেভিক ও প্রায় বলশেভিকদের কারারুদ্ধ করার পরও ফরাসী সংবাদপত্রের ভাষ্য ব্যবহার করেছিল। এমন কি সেই সব পরিস্থিতির মধ্যেও ওরা ওদের সংসদে ঘোষণা করতে সাহসী হয় নি যে ওরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। সেই জন্যেই চমৎকারভাবে সুসজ্জিত বৃটিশ ও ফরাসীদের পূর্বেকার অপরাজিত বাহিনী আমাদের পরাজিত করতে সক্ষম হয় নি এবং তাই উত্তরে আর্কেঞ্জেল অঞ্চল থেকে দক্ষিণে সরে গিয়েছিল।

ওটাই ছিল আমাদের প্রথম এবং প্রধান জয়লাভ, কারণ এটা শুধুমাত্র একটা সামরিক জয়লাভই ছিল না, এটা প্রকৃতপক্ষে ছিল শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংহতির জয়লাভ যার জন্যে আমরা সমগ্র বিপ্লবের শুরু করেছিলাম, যাকে আমরা উল্লেখ করেছি এবং বলেছি যে আমাদের যাত্রাপথে পরীক্ষার সংখ্যা যতই হোক না কেন, আমাদের অগ্রসর হতেই হবে, এই সমস্ত ত্যাগের প্রতিদানে আমরা পাব এর শতগুণ বেশী, বিশ্ব বিপ্লবের বিকাশের দ্বারা, যা অবধারিত। ঘটনাসমূহ থেকে এটা মোটামুটি পরিষ্কার যে, যে ক্ষেত্রে স্থুল বস্তুগত উপাদানগুলো বৃহত্তম ভূমিকা পালন করে যেমন সামরিক ক্ষেত্রে, আমরা আঁতাতভুক্ত রাষ্ট্রগুলোকে পরাজিত করেছিলাম সৈনিকের পোশাকে শ্রমিক ও কৃষকদের থেকে ওদের বঞ্চিত করে।

প্রথম জয়লাভের পরই এল আমাদের ব্যাপারে আঁতাতের হস্তক্ষেপের দ্বিতীয় পর্ব। প্রতি জাতির নেতৃত্বে রয়েছেন একজন রাজনীতিবিদ যাদের আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতা আছে এবং সেই জন্যেই এই জুয়াখেলায় হেরে যাবার পর ওরা আরেকবার খেলতে নামল, বিশ্বে ওদের প্রভাব প্রতিপত্তির সুযোগ নিয়ে। একটা দেশও নেই, পৃথিবীর উপরিভাগে একটি খণ্ডাংশও নেই, যেখানে পুরো মাত্রায় বৃটিশ, ফরাসী এবং মার্কিন লগ্নী পুঁজির প্রভাব নেই। এটাই ছিল নতুন প্রচেষ্টা চালানোর ভিত্তি যেমন রাশিয়াকে ঘিরে থাকা ছোট ছোট রাষ্ট্রকে, যার মধ্যে অনেকগুলোই মুক্ত হয়েছে এবং যুদ্ধচলাকালীন সময়ে নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করতে সক্ষম হয়েছিল যেমন পোল্যাণ্ড, এস্তোনিয়া, ফিনল্যাণ্ড, জর্জিয়া উক্রাইন ইত্যাদি,

বাধ্য করেছিল বৃটিশ, ফরাসী ও মার্কিনী ব্যয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে।

কমরেডগণ, আপনাদের স্মরণ থাকতে পারে যে আমাদের সংবাদপত্র বিখ্যাত বৃটিশ ক্যাবিনেট মন্ত্রী চার্চিলের একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছিল, যেখানে তিনি বলেছিলেন যে ১৪টি রাষ্ট্র রাশিয়াকে আক্রমণ করবে এবং সেপ্টেম্বরে দেখা যাবে পেত্রোগ্রাদের পতন হয়েছে এবং ডিসেম্বরে দেখা যাবে পতন হয়েছে মস্কোর। আমি শুনেছিলাম চার্চিল ঐ সময় তাঁর এই বক্তব্যকে অস্বীকার করেছিলেন কিন্তু এটা গৃহীত হয়েছিল ২৫শে আগস্টের সুইডিস Folkets Dagblad—Politiken থেকে। এই সূত্রটি যদি বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রমাণিত নাও হয়, তাহলেও আমরা খুব ভালভাবেই জানি যে চার্চিল ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সুস্পষ্টভাবে এই পথেই অগ্রসর হয়েছিলেন। আমরা এ-বিষয়ে সুনিশ্চিত যে সব কিছুই করা হয়েছিল ফিনল্যাণ্ড, এস্তোনিয়া ও অন্যান্য ছোট ছোট রাষ্ট্রের উপর চাপ দেবার জন্য যাতে ওদের প্রভাবিত করা যায় রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। বৃটেনের সব চাইতে প্রভাবশালী বুর্জোয়া পত্রিকা দ্য টাইমস-এ একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ পাঠ করেছিলাম, তাতে একজন নেতা লিখছেন যখন ইউদেনিচ-এর সৈন্যদল আঁতাতের পরিবহণকেই যোগান দিয়েছে, সজ্জিত করেছে এবং বহন করেছে তখন ওরা পেত্রোগ্রাদ থেকে মাত্র কয়েক ভার্স্ট দূরে ছিল এবং দেৎস্কোয়ে সেলো অধিকৃত হয়ে গিয়েছিল। প্রবন্ধটি ছিল ভয়ঙ্করভাবে আক্রমণাত্মক, যার মধ্যে সবচাইতে বেশী জোর দেওয়া হয়েছিল সামরিক, কূটনৈতিক ও ঐতিহাসিক দিকের ওপর। বৃটিশ পুঁজি আছড়ে পড়ল ফিনল্যাণ্ডে এবং ওর মুখোমুখি হল একটা চরম পত্র দিয়ে: সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল ফিনল্যাণ্ডের প্রতি, বৃটিশ পুঁজিপতিরা বললেন, ফিনল্যাণ্ডের সমগ্র ভাগ্য নির্ভর করছে, সে তার ভূমিকাকে উপলব্ধি করতে পারছে কি না ও সে নোংরা, ময়লা ও রক্তাক্ত বলশেভিকদের ঢেউকে রুখবার জন্য সাহায্য করবে কিনা এবং রাশিয়াকে মুক্ত করবে কিনা তার উপর। এই "মহৎ ও নৈতিক" কাজের জন্য, এই মহান সুসভ্য কাজের জন্যে প্রতিদানে তাকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল বহু মিলিয়ন পাউণ্ড, অমুক অমুক অঞ্চল, এবং অমুক অমুক সুবিধা। ফলটা কি হয়েছিল?

একটা সময় ছিল যখন ইউদেনিচ-এর সৈন্যদল পেত্রোগ্রাদ থেকে মাত্র

কয়েক ভার্স্ট দূরে অবস্থান করছিল, যখন দেনিকিন অবস্থান করছিলেন ওরেলের উত্তরে যখন সামান্যতম সাহায্য ও অতি দ্রুত পেত্রোগ্রাদের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিত, অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে, স্বল্পতম সময়ে আমাদের শত্রুপক্ষের সুবিধা করে।

আঁতাতভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের সমগ্র চাপ কেন্দ্রীভূত করা হল ফিনল্যাণ্ডের ওপর, এমন একটি দেশ যার গলা পর্যন্ত ঋণে ডুবে আছে তাদেরই কাছে। শুধু ঋণেই নয়, এইসব রাষ্ট্রের সাহায্য ব্যতিরেকে ফিনল্যাণ্ডের পক্ষে এক মাসও চালানো সম্ভব নয়। কিন্তু এই রকম একটি শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের অলৌকিক জয়লাভ কি করে ঘটল? আমরাই জয়লাভ করেছিলাম। ফিনল্যাণ্ড যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে নি, ইউদেনিচ পরাজিত হয়েছিল, পরাজিত হয়েছিল দেনিকিন এবং এমন একটা সময়ে যখন ওদের যুগ্ম প্রচেষ্টা সুনিশ্চিত রূপে এবং অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সমগ্র সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারত আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের অনুকূলে। এই সাংঘাতিক ও বেপোরোয়া শক্তি পরীক্ষায় আমরা আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে জিতেছিলাম। কিন্তু কেমন করে এটা আমরা করেছিলাম? কি করে এই "অলৌকিক" ঘটনা সম্পন্ন হল? এটা সংঘটিত হয়েছিল কারণ পুঁজি-পতিদের রাষ্ট্রের মত আঁতাত সেই তাসকেই সমর্থন করেছিল যা কাজ করে কেবলমাত্র শঠতা ও চাপের দ্বারা; সেই জন্যই যা কিছু ওরা করেছিল তার বিরুদ্ধে এত প্রতিবাদ উত্থিত হয়েছিল যার ফলে অবস্থা আমাদের অনুকূলে চলে গেল। আমাদের অস্ত্রশস্ত্রও ছিল খুবই কম, তাও আবার পুরানো, আমরা ফিনিস শ্রমিকদের বলেছিলাম, যাদের ফিনিস বুর্জোয়ারা ধ্বংস করেছে, "তোমরা অবশ্যই আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না।" আঁতাতভুক্ত রাষ্ট্রগুলো অস্ত্রশস্ত্রের দিক থেকে শক্তিশালী বলে প্রতিভাত হল, ওদের সর্বপ্রকার বাহ্যিক সামর্থ্য সহ, খাদ্য ভাণ্ডার সহ যে খাদ্য ওরা এইসব রাষ্ট্রকে সরবরাহ করতে সক্ষম, ওরা দাবী করল, ওরা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। আমরা এই যুদ্ধে জয়লাভ করলাম। আমরা বিজয়ী হলাম কারণ আঁতাতভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর নিজস্ব কোন সৈন্য ছিল না আমাদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য, ওদের নির্ভর করতে হয়েছিল ছোট ছোট দেশের সৈন্যবলের ওপর কিন্তু এখানেও কেবলমাত্র শ্রমিক কৃষকরাই নয়, বুর্জোয়াদেরও একটা বড় অংশ, যারা শ্রমিক-শ্রেণীকে ধ্বংস করেছিল, তারাও শেষ পর্যন্ত আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে নি।

অাঁতাতভুক্ত সাম্রাজ্যবাদীরা যখন গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার কথা বলত তখন এইসব জাতিগুলোর মধ্যে ছিল অাঁতাতের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ধৃষ্টতা আর আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নির্বুদ্ধিতা কারণ ওরা এইসব প্রতিশ্রুতি-গুলোকে গভীরভাবে গ্রহণ করেছিল এবং স্বাধীনতাকে প্রকৃত স্বাধীনতা বলেই মনে করেছিল, বৃটিশ ও ফরাসী পুঁজিপতিদের আরও ধনী করার উপায়রূপে মনে করে নি।

ওরা ভেবেছিল গণতন্ত্র মানে স্বাধীন মানুষের মত জীবনযাপন এবং ভাবে নি যে সমস্ত মার্কিনী ক্রোড়পতিরাই ওদের দেশকে লুঠ করতে সক্ষম হবে অথবা প্রতিটি নিকৃষ্ট অভিজাত অথবা একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী শুকর ছানার মত ব্যবহার করতে পারবে এবং পুরোমাত্রায় কালোবাজার'তে পরিণত হবে এবং প্রভূত পরিমাণ মুনাফার লোভে যে কোন প্রকার নোংরা কাজ করতে প্রস্তুত থাকবে। আমাদের জয়লাভের এটাই হল কারণ। এই ১৪টি রাষ্ট্রের ওপর চাপের বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছিল এই অাঁতাত প্রতিটি রাষ্ট্রে। ফিনিস বুর্জোয়ারা যারা শ্বেত সন্ত্রাসকে কাজে লাগিয়ে ছিল হাজার হাজার ফিনিস শ্রমিকের বিশেষ ঝোঁককে ধ্বংস করার জন্যে, তারা জানে এটা ওরা ভুলবে না এবং জার্মান সঙ্গীনগুলো যা একে সম্ভব করে তুলেছিল তার আর কোন অস্তিত্ব নেই—এইসব ফিনিস বুর্জোয়ারা বলশেভিকদের প্রতি এত তীব্র ঘৃণা পোষণ করেন যে তীব্রতাসহ শোষকশ্রেণী শ্রমিকদের ঘৃণা করে যে শ্রমিকরা ওদের লাথি মেরে তাড়িয়েছে। তা সত্ত্বেও ফিনিস বুর্জোয়ারা মনে মনে বলেছিলেন, "আমরা যদি অাঁতাতের নির্দেশ মেনে চলি তাহলে এর অর্থ হবে স্বাধীনতার সমস্ত আশা ত্যাগ করা।" এই স্বাধীনতাই বলশেভিকরা ওদের দিয়েছিল ১৯১৭ সালে যখন ফিনল্যাণ্ডে ছিল একটি বুর্জোয়া সরকার। ফিনিস বুর্জোয়াদের বিরাট অংশের দৃষ্টিভঙ্গী তাই প্রমাণিত হল দোদুল্যমানতা রূপে। আমরা অাঁতাতভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে লড়াই জিতলাম কারণ ওরা ছোট ছোট রাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করেছিল এবং একই সঙ্গে ওদের বর্জনও করেছিল।

এই অভিজ্ঞতা অতিকায় জাগতিক পরিমাপে আমরা সর্বদা যা বলেছি তা সমর্থন করে। পৃথিবীতে দুটি শক্তি আছে যা মানবজাতির ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে। একটি হল আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ এবং এই শক্তি যদি জয়লাভ করে তাহলে তার পরিচয় পাওয়া যাবে অসংখ্য নিষ্ঠুরতার মধ্যে যা আমরা

দেখতে পাই প্রতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের বিকাশের ইতিহাসে। অপর শক্তিটি হল আন্তর্জাতিক প্রোলেতারিয়েত যে লড়াই করে চলেছে প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অর্জনের জন্যে, যাকে সে আখ্যা দেয় শ্রমিকশ্রেণীর গণতন্ত্র বলে। এখানকার রুশীয় দোদুল্যমান উপাদান-সমূহ অথবা ছোট ছোট রাষ্ট্রের বুর্জোয়ারা কেউই আমাদের বিশ্বাস করে নি; ওরা আমাদের বলত স্বপ্নবিলাসী, দস্যুদল আমরা তার চাইতে খারাপ কিছু কারণ ওদের কাজই ছিল আমাদের উপর যত রকমের কলঙ্ক আছে তা চাপানো। কিন্তু যখন ওরা দুটি পথের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার মত সমস্যার সম্মুখীন হল অর্থাৎ হয় অ'াতাতভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর পক্ষ অবলম্বন করে বলশেভিকদের ধ্বংস করার কাজে ওদের সহায়তা করা আর না হয় নিরপেক্ষতার দ্বারা বলশেভিকদের সাহায্য করা, এটা প্রমাণিত যে আমরা জয়লাভ করেছিলাম এবং সেই নিরপেক্ষতাও পেয়েছিলাম। আমাদের কোন চুক্তি ছিল না অথচ বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার ছিল সর্বপ্রকার প্রতিশ্রুতি ও সর্বপ্রকার চুক্তি; কিন্তু তাসত্ত্বেও ছোট ছোট রাষ্ট্র আমরা যেমন চেয়েছিলাম সেই রকমই কাজ করেছিল; ওরা এই রকম করেছিল তার কারণ এই নয় যে পোলিস, ফিনিস, লিথুয়ানীয় অথবা লাতভীয় বুর্জোয়ারা সুখানুভব করেছিল তাদের নীতিকে এমনভাবে পরিচালিত করে যা বলশেভিকদের পক্ষে সুবিধাজনক—এটা অবশ্য একটা অর্থহীন কথা—কিন্তু যেহেতু ঐতিহাসিক শক্তি সম্পর্কে আমাদের সংজ্ঞা সঠিক ছিল যেমন বর্বর পুঁজি জয়ী হবে এবং তারপর এটা যদি গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রও হয় তাহলেও সে বিশ্বের সমস্ত ছোট ছোট জাতিকে ধ্বংস করবে—অথবা প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্ব বিজয়ী হবে যেটা হল সমগ্র শ্রমজীবী মানুষের এবং নির্যাতিত ও দুর্বল জাতিসমূহের একমাত্র আশা। এর থেকে দেখা গেল যে আমরা কেবলমাত্র তত্ত্বগত দিক থেকেই যে সঠিক তা নয়, বস্তুত বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রেও সঠিক। যখন ফিনল্যাণ্ড ও এস্তোনীয় সৈন্যদের জন্যে লড়াই শুরু হল তখন আমরা জয়লাভ করেছিলাম যদিও ওরা আমাদের ধ্বংস করে ফেলতে পারত সামান্য সংখ্যক সৈন্যদলের সাহায্যে। আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলাম অ'াতাতভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের নিদারুণ অর্থনৈতিক চাপ সত্ত্বেও, ওদের সামরিক বল ও ফিনল্যাণ্ডকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্যে তাদের বিপর্যস্ত অবস্থায় খাদ্য সরবরাহ করা সত্ত্বেও।

কমরেডবৃন্দ,

এটাই ছিল আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের দ্বিতীয় স্তর অর্থাৎ আমাদের দ্বিতীয় ঐতিহাসিক জয়লাভ। প্রথমতঃ আমরা বৃটেন, ফ্রান্স ও আমরিকার শ্রমিক কৃষকদের সহানুভূতি অর্জন করতে পেরেছিলাম। এই সব সৈন্যদল আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে নি। দ্বিতীয়তঃ আমরা ওদের কাছ থেকে ছোট ছোট রাষ্ট্রকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলাম যাদের সকলেই আমাদের বিরোধী ছিল যার মধ্যে সোভিয়েত নয় বুর্জোয়া শাসনই প্রাধান্য অর্জন করে থাকে। ওরা আমাদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করেছিল এবং শক্তিধর বিশ্বশক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করেছিল অর্থাৎ অশাতাতের বিরুদ্ধে, কারণ এটা ছিল একটা পশু যা ওদের ধ্বংস করতে চেয়েছিল।

আমরা সমগ্র বিশ্বের মাঝে সেই একই জিনিস দেখছি যা সংঘটিত হয়েছে সাইবেরীয় কৃষকদের কাছে যারা আইনসভায় বিশ্বাস করত এবং সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবী ও মেনশেভিকদের সাহায্য করেছিল কোলচাকদের বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হতে এবং আমাদের ওপর আঘাত হানতে। যখন আপন মূল্যে তারা জানতে পারল যে কোলচাকরা প্রতিনিধিত্ব করে জঘন্যতম শোষকদের একনায়কত্বের অর্থাৎ ভূস্বামী ও পুঁজিপতিদের লুণ্ঠনমূলক একনায়কত্ব যা জারতন্ত্রের চাইতেও নিকৃষ্টতর ছিল। ওরা অসংখ্য বিপ্লব সংঘটিত করেছিল সাইবেরিয়াতে, যার সম্পর্কে কমরেডরা আমাদের নির্ভরযোগ্য বিবরণ দিয়েছেন এবং যা সম্পূর্ণ সাইবেরিয়ার পুনরায় আমাদের কাছে ফিরে আসার নিশ্চয়তা সহ। সমস্ত পশ্চাৎপদতা ও রাজনৈতিক অজ্ঞতা সহ সাইবেরীয় কৃষকদের কাছে যা ঘটেছিল তাই এখন আরও বৃহত্তর আকারে এবং বিশ্বব্যাপী ঘটছে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির কাছে। ওরা বলশেভিকদের ঘৃণা করত, ওদের কেউ কেউ রক্তাক্ত হাতে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস নিয়ে বল-শেভিকদের দমন করেছিল, কিন্তু যখন ওরা মুক্তিদাতা রূপে দেখল বৃটিশ অফিসারদের তখন ওরা বৃটিশ ও আমেরিকান "গণতন্ত্রের" অর্থ বুঝতে পারল। যখন বৃটিশ ও আমেরিকান বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিরা ফিনল্যাণ্ডে ও এস্তোনিয়াতে আবির্ভূত হলেন তখন দমনমূলক কার্যাবলী যা তারা শুরু করেছিলেন তা রুশ সাম্রাজ্যবাদীরা যা করত তার চাইতেও আরও ভয়ঙ্কর রূপ গ্রহণ করেছিল কারণ রুশ সাম্রাজ্যবাদীরা ছিল পুরানো যুগের অন্তর্ভুক্ত-

এবং জানত না কেমন করে সুষ্ঠুভাবে দমন করতে হয় অথচ এইসব ব্যক্তি তা জানেন এবং ভালভাবেই তা করে যান।

সেই কারণেই দ্বিতীয় স্তরের এই জয়লাভ আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হয় তার চাইতে অধিকতর দীর্ঘস্থায়ী। আমি মোটেই অতিরঞ্জিত করছি না এবং আমার ধারণা অতিরঞ্জন অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যাপার। আমার তিলমাত্র সন্দেহ নেই যে আঁতাত কর্তৃক আরও প্রচেষ্টা চাপানো হবে ছোট রাষ্ট্রগুলোকে আজ একটা, কাল একটা করে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর জন্যে, যে সব ছোট রাষ্ট্রগুলো আমাদের প্রতিবেশী। এই ধরনের চেষ্টা চলবে কারণ ছোট ছোট রাষ্ট্র আঁতাতের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল, কারণ স্বাধীনতা, মুক্তি ও গণতন্ত্র সম্পর্কে ওদের সব কথাই হল প্রতারণা এবং আঁতাত ওদের আবার বাধ্য করতে পারে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে। কিন্তু যদি একটা উপযুক্ত সময়ে এই প্রচেষ্টাকে বানচাল করে দেওয়া যেত যখন আমাদের বিরুদ্ধে একটা লড়াই পরিচালনা ছিল খুবই সহজ, আমার মনে হয়, আমরা সুস্পষ্টরূপে বলতে পারি যে এই ক্ষেত্রে প্রধান অসুবিধেটা নিঃসন্দেহে আমাদের পশ্চাতেই আছে। আমরা এই কথা বলার অধিকারী, কোন প্রকার অতিরঞ্জন না করেই এবং পূর্ণ সচেতনভাবে যে আঁতাতভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর, শক্তি সামর্থের দিক থেকে একটা দারুণ সুবিধা আছে। আমরা একটা স্থায়ী জয় অর্জন করেছি। আমাদের বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা চালানো হবে কিন্তু আমরা আরও সহজে ওদের পরাস্ত করব কারণ ছোট ছোট রাষ্ট্র, ওদের বুর্জোয়া ব্যবস্থা সত্ত্বেও অভিজ্ঞতার দ্বারা সঠিক উপলব্ধি করতে পেরেছে, তত্ত্বের দ্বারা নয়, যে এইসব ভদ্রলোকের মগজে তত্ত্ব অপ্রবেশ্য এবং আঁতাত, ওরা বলশেভিকদের সম্বন্ধে যা কল্পনা করে তার চাইতে অধিকতর নির্লজ্জ, লুণ্ঠনমূলক ও নিষ্ঠুর, এবং বলশেভিকবাদের ভূতের ভয় দেখিয়ে শিশু ও সংস্কৃতিবান ফিলিস্তিনদের সারা ইউরোপে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

*শ্রমিক, কৃষক, লাল ফৌজ ও কসাক ডেপুটিদের সোভিয়েত-সমূহের সপ্তম সারা রাশিয়া কংগ্রেস* নামক পুস্তকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। আক্ষরিক বিবরণ, মস্কো, ১৯২০

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ৩০, পৃঃ ২০৮-১৭

# শ্রমজীবী কসাকদের প্রথম সারা রাশিয়া কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণ থেকে
## ১লা মার্চ, ১৯২০

যখন বৃটিশ সৈন্য উত্তরে অবতরণ করল এবং ফরাসী সৈন্য দক্ষিণে তখন নিষ্পত্তিমূলক পরীক্ষাও চূড়ান্ত পর্যায়ের শুরু হয়। কে সঠিক ছিল এই প্রশ্নটির এখন জবাব পাওয়া যাবে। বলশেভিকরা কি সঠিক ছিল যখন ওরা বলেছিল যে লড়াইতে জিতবার জন্যে শ্রমিকদের উপর ওদের নির্ভর করতে হয়েছিল? অথবা মেনশেভিকরা কি সঠিক ছিল যখন ওরা বলেছিল যে একটি মাত্র রাষ্ট্রে বিপ্লব সংঘটিত করার চেষ্টা হবে পাগলামী ও হঠকারিতা কারণ অন্যান্য রাষ্ট্র একে ধ্বংস করে দেবে? আপনারা এই ধরনের কথা শুধু যে পার্টির লোকেদের মুখেই শুনেছেন তা নয় এমন সব ব্যক্তিদের কাছ থেকেও শুনেছেন যারা সবেমাত্র রাজনীতি সম্পর্কে চিন্তা করতে শুরু করেছে। তার পরই এল চূড়ান্ত পরীক্ষা। দীর্ঘকাল ধরে আমাদের জানা ছিল না ফলাফল কি হবে; বহুকাল ধরে আমরা ফলাফলটা বিচারও করতে পারি নি; কিন্তু এখন ঘটনাটি ঘটে যাবার পর আমরা জানতে পারলাম ঘটনাটা কি ছিল। এমন কি ইংরাজী সংবাদপত্রগুলোতেও, সমস্ত বুর্জোয়া সংবাদপত্র বলশেভিকদের সম্পর্কে চূড়ান্ত মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করলেও আর্কেঞ্জেলের কাছে অবস্থিত বৃটিশ সৈনিকদের চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল, যাতে বলা হয়েছিল যে রুশ ভূমিতে ওরা ইংরাজী ভাষায় মুদ্রিত প্রচার-পত্র দেখতে পেয়েছে যাতে ওদের ব্যাখ্যা করে বোঝান হয়েছে যে ওদের ঠকান হয়েছে এবং ওদের লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে শ্রমিক ও কৃষকদের বিরুদ্ধে যারা ওদের নিজস্ব রাষ্ট্র গঠন করেছে[১৩৩]। এইসব সৈনিক লিখেছিল যে ওরা লড়াই করতে চায় না। ফ্রান্সের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে ওদের নৌবাহিনীতে একটা বিদ্রোহ ঘটেছিল যার জন্যে সম্ভবতঃ হাজার হাজার

ফরাসী এখনও সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করছে। এইসব নাবিক ঘোষণা করেছিল যে ওরা সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের১০৪ বিরুদ্ধে লড়াই করবে না। এখন আমরা দেখতে পাই কেন বর্তমানে ফরাসী অথবা বৃটিশ সৈন্যদল আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে না, কেন বৃটিশ সৈন্যদের আর্কেঞ্জেল থেকে ফেরৎ পাঠানো হয়েছিল এবং কেন বৃটিশ সরকার ওদের আমাদের দেশে আনতে সাহস করে না।

রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে আমাদের লেখকবৃন্দের অন্যতম কমরেড র‍্যাডেক লিখেছিলেন যে রুশ ভূমি এমনই প্রমাণিত হবে যে, যে কোন সৈনিক এই ভূমিতে পদ স্থাপনের পর আর লড়াই করতে পারবে না। এটাকে একটা দম্ভোক্তিমূলক প্রতিশ্রুতি বলেই মনে হয়, মনে হয় ভুল। কিন্তু এটা সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। যে ভূমিতে সোভিয়েত বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল তা সমস্ত রাষ্ট্রের কাছেই বিপজ্জনক বলে প্রতিভাত হল। মনে হয় রুশ বলশেভিকরাই সঠিক ছিল, আর আসলেই ওরা শ্রমিকদের মধ্যে সংহতি সাধনে সক্ষম হয়েছিল, শ্রমিকরাও ছোট ছোট সেল সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল যারা তাদের প্রতি বিশ্বাসী তাদের অভিনন্দন জানিয়েছিল, তা সে ফরাসী শ্রমিকই হোক অথবা বৃটিশ সৈনিকই হোক, ওদের মাতৃভাষায় প্রচারের মাধ্যমে। সত্যিই আমাদের প্রচারপত্র ছিল খুবই ক্ষুদ্র অথচ বৃটিশ ও ফরাসী সংবাদপত্রের প্রচার পরিচালিত হয়েছিল হাজার হাজার সংবাদপত্রের দ্বারা এবং প্রতিটি শব্দ প্রচারিত হত হাজার হাজার সংখ্যায়। আমরা প্রতি মাসে দুই অথবা তিন কোয়ার্টো মাপের কাগজ বার করতাম, বড় জোর একটি সংখ্যা প্রতি দশ হাজার ফরাসী সৈন্যের জন্যে কাজ করত। আমি এ-বিষয়ে সুনিশ্চিত নই ঐ ক'টা তাদের গন্তব্য স্থানে পৌছাত কি না; কেন তাহলে ফরাসী ও বৃটিশ সৈন্যরা ওগুলোকে বিশ্বাস করত? কারণ আমরা সত্যি কথা বলেছিলাম এবং ওরা যখন রাশিয়াতে এল তখন ওরা দেখল যে ওদের ঠকানো হয়েছে। ওদের বলা হয়েছিল নিজেদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে হবে; কিন্তু যখন ওরা রাশিয়াতে এল তখন ওরা দেখল যে ওদের রক্ষা করতে হচ্ছে ভূস্বামী ও পুঁজিপতিদের শাসনকে অর্থাৎ ওদের কাজ হল বিপ্লবকে ধ্বংস করা। যে কারণে আমরা এইসব মানুষের সহানুভূতি অর্জন করেছিলাম মাত্র দুবছরের মধ্যে তা হল, যদিও ওরা ভুলে গিয়েছিল যে এক সময় ওরা ওদের নিজেদের রাজাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে, যে মুহূর্তে ওরা রুশ ভূমিতে পদার্পণ করল, সেই

মুহূর্তেই রুশ বিপ্লব ও রুশীয় শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর জয়লাভ সৈন্যদের মনে জাগিয়ে দিল ফ্রান্স ও বৃটেনে ওদের নিজেদের বিপ্লবের কথা এবং রাশিয়ার বিপ্লবের জন্যেই ওরা স্মরণ করেছিল যা একসময় ওদের নিজেদের রাষ্ট্রে সংঘটিত হয়েছিল।

এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে বলশেভিকরা সঠিক ছিল, পুঁজিপতিদের আশার চাইতে আমাদের আশা দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, যদিও আমাদের অস্ত্রও ছিল না, অর্থও ছিল না অথচ আঁতাতের দুটোই ছিল অস্ত্র-শস্ত্র ও অপরাজেয় সৈন্যদল। কিন্তু আমরা এইসব অপরাজেয় সৈন্যদলের সহানুভূতি অর্জন করেছি এত অধিক পরিমাণে যার জন্যে ওরা আমাদের বিরুদ্ধে বৃটিশ অথবা ফরাসী সৈন্য পাঠাতে সাহস করে না, ওরা অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছে যে এই ধরনের প্রতিটি প্রচেষ্টাই ওদের বিরুদ্ধে যাবে। এটা হল অলৌকিক ঘটনাগুলোর মধ্যে একটা যা সোভিয়েত রাশিয়াতে ঘটেছে।

১৯২০ সালের ২রা, ৩রা ও ৪ঠা মার্চ প্রাভদার যথাক্রমে ৪৭, ৪৮ এবং ৪৯ নং সংখ্যায় সম্পূর্ণ অংশ প্রকাশিত হয়।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ৩০, পৃঃ ৩৮৪-৮৬

# আপস সম্পর্কে[১৩৫]

আমার সঙ্গে আলোচনার সময় কমরেড ল্যান্সবেরী শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে বৃটিশ সুবিধাবাদী নেতৃবৃন্দের নিম্নোক্ত যুক্তির উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন।

> বলশেভিকরা পুঁজিপতিদের সঙ্গে আপস করছে, উদাহরণস্বরূপ এস্তোনিয়ার সঙ্গে শান্তিচুক্তি মেনে নিয়েছে সুবিধা আদায়ের জন্য ; এটা যদি সত্যি হয় তাহলে পুঁজিপতিদের সঙ্গে বৃটিশ শ্রমিক-আন্দোলনের নরমপন্থী নেতৃবর্গের সম্পাদিত আপস মীমাংসাও সমভাবে-যুক্তিপূর্ণ।

কমরেড় ল্যান্সবেরী এই যুক্তিকে বৃটেনের শ্রমিকদের পক্ষে সুদূর-প্রসারী গুরুত্বসম্পন্ন এবং পর্যালোচনার বিষয় বলে মনে করেন।

আমি এই ইচ্ছা পূরণ করবার চেষ্টা করব।

প্রোলেতারীয় বিপ্লবের বেশ কিছু সংখ্যক প্রবক্তা পুঁজিপতিদের সঙ্গে অথবা পুঁজিপতি শ্রেণীর সঙ্গে আপস মীমাংসা সম্পাদন করেন ?

আপাতঃদৃষ্টিতে এটাই হল প্রশ্ন যা নিহিত আছে উপরোক্ত যুক্তির মধ্যে। কিন্তু সাধারণভাবে এটাকে উপস্থাপন করলে দেখা যায় যে হয় চরম রাজনৈতিক অনভিজ্ঞতা এবং প্রশ্নকর্তার নিম্নমানের রাজনৈতিক সচেতনতা, অথবা রাহাজানি, লুণ্ঠন ও সর্বপ্রকার পুঁজিবাদী হিংসাত্মক কার্যাবলীর যৌক্তিকতাকে ঢাকবার জন্য কুতর্কের ছল।

বাস্তবিকই এই সাধারণ প্রশ্নের একটা নেতিবাচক জবাব দেওয়াটা

মুখ'তারই পরিচায়ক হবে। অবশ্য প্রোলেতারীয় বিপ্লবের একজন প্রবক্তা পুঁজিপতিদের সঙ্গে আপস মীমাংসা অথবা চুক্তি করতে পারেন। এটা নির্ভর করে কি ধরনের চুক্তি এবং কি পরিস্থিতিতে সম্পাদিত হল তার ওপর। একটি চুক্তি যা প্রোলেতারীয় বিপ্লবের দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তিপূর্ণ এবং একটি চুক্তি যা ( একই দৃষ্টিকোণ থেকে ) দেশদ্রোহিতামূলক ও বিশ্বাস-ঘাতকতাপূর্ণ, এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্যকে এখানে অথবা ওখানে যে কেউ লক্ষ্য করতে পারেন এবং অবশ্যই করবেন।

এটাকে সুস্পষ্ট করার জন্য আমি প্রথমে স্মরণ করব মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতাদের যুক্তিকে এবং তারপর যুক্ত করব কয়েকটা সহজ ও সুস্পষ্ট উদাহরণ।

মার্কস ও এঙ্গেলসকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বিবেচনা করা মোটেই অর্থহীন নয়। তাঁরা ছিলেন সর্বপ্রকার বাক্যবাগীশদের নির্মম শত্রু। তাঁরা শিখিয়েছিলেন যে সমাজতন্ত্রের সমস্যাগুলোকে ( সমাজতান্ত্রিক কৌশলের সমস্যাসহ ) অবশ্যই বৈজ্ঞানিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে। গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে যখন এঙ্গেলস ফরাসী ব্লাঙ্কুইস্ট ও কমিউনের ফেরারী[১৩৬] বাসিন্দাদের বিপ্লবী ইস্তেহারের বিশ্লেষণ করেছিলেন তখন তিনি সহজ ভাষায় ওদের বলেছিলেন যে ওদের দম্ভোক্তিমূলক "আপস নয়" একটা অর্থহীন শব্দ মাত্র।

আপসের চিন্তা কখনই বর্জন করা যায় না! বিষয়টা হল এই যে সর্ব-প্রকার আপসের মাধ্যমে যা কখনও কখনও আবশ্যিক রূপে ঘটনাচক্রে অত্যন্ত বিপ্লবী পার্টি এমন কি অত্যন্ত বিপ্লবী শ্রেণীর উপরও এসে পড়ে বিপ্লবী কৌশলের বিকাশ, সংগঠন, বিপ্লবী সচেতনতা, দৃঢ়তা এবং শ্রমিক-শ্রেণীর প্রস্তুতি ও তার সংগঠিত অগ্রণী বাহিনী কমিউনিস্ট পার্টিকে বাঁচিয়ে রাখা, শক্তিশালী করা ও ইস্পাত কঠিন করে তুলতে সক্ষম হওয়ার জন্যে।

যিনি মার্কসের শিক্ষার মৌলিক বিষয়গুলোর সঙ্গে পরিচিত তিনি অবশ্যই অবধারিতরূপে ঐ সব শিক্ষার সামগ্রিকতা থেকে এই সিদ্ধান্তেই এসে পৌঁছাবেন। কিন্তু যেহেতু বৃটেনে বেশ কয়েকটা ঐতিহাসিক কারণের জন্য চার্টিজমের যুগ থেকে মার্কসবাদকে ( যে চার্টিজম বহুক্ষেত্রে মার্কস-বাদের প্রস্তুতিপর্ব স্বরূপ অর্থাৎ মার্কসবাদের পূর্বে শেষ কথাটির আগের

কথা) পশ্চাতের পটভূমিতে ঠেলে দিয়েছিল সুবিধাবাদী ও ট্রেড ইউনিয়ন এবং সমবায় সংস্থাগুলোর আধা-বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দ, তাই আমি সাধারণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সর্বজনীন রূপে পরিচিত বিশিষ্ট উদাহরণের সাহায্যে বিশ্লেষিত অভিমতের সত্যতা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করব।

আমি একটা উদাহরণ দিয়ে শুরু করব যা এক সময় আমার পূর্বেকার কোন বক্তৃতায় উল্লেখ করেছি। ধরা যাক যে মোটর গাড়িতে আপনি ভ্রমণ করছেন তা সশস্ত্র দস্যুদলের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। ধরে নেওয়া যাক যখন একটা পিস্তল আপনার কপালে ঠেকানো হল তখন আপনি মোটর গাড়ি, আপনার পিস্তল ও টাকাকড়ি দস্যুদলের হাতে সঁপে দিলেন এবং দস্যুরা এই মোটর গাড়ি নিয়ে চলে গেল আরও রাহাজানি করার জন্য।

এখানে রাজপথের দস্যুদের সঙ্গে নিঃসন্দেহে একটি আপস ও চুক্তি সম্পাদনের বিষয় দেখা যাচ্ছে। এই চুক্তি যদিও স্বাক্ষরবিহীন ও নীরবে সম্পাদিত হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা হল একটা সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট চুক্তি "দস্যু, তোমাকে আমি আমার মোটর গাড়ি, অস্ত্র ও টাকাকড়ি দিয়েছি, তুমি আমাকে তোমার মধুর সঙ্গ থেকে মুক্তি দাও।"

প্রশ্ন জাগে: আপনি কি রাজপথের দস্যুর সঙ্গে যে ব্যক্তি এই রকম একটা চুক্তি করল, তাঁকে দস্যুবৃত্তির সহযোগী বলবেন, তৃতীয় ব্যক্তির উপর দস্যুদলের আক্রমণের সহায়তাকারী বলবেন, দস্যুদল যে তৃতীয় ব্যক্তির সর্বস্ব অপহরণ করেছে, চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তির কাছ থেকে পাওয়া মোটর গাড়ি, অর্থ ও অস্ত্রের সাহায্যে?

না, আপনি তা বলবেন না।

বিষয়টির সূক্ষ্মতম অংশ পর্যন্ত অত্যন্ত সহজ ও সরল।

সেই রকম এটাও পরিষ্কার বোঝা যায় যে অন্যান্য অবস্থার মধ্যে দস্যুদলের কাছে মোটর গাড়ি, অর্থ ও অস্ত্রের নীরব সমর্পণকে প্রতিটি কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ দুষ্কর্মে সহযোগিতা বলেই বিবেচনা করবেন।

সিদ্ধান্তটি সুস্পষ্ট: দস্যুদলের সঙ্গে আক্ষরিকভাবে সর্বপ্রকার চুক্তি অথবা আপসের চিন্তা বর্জন করা, যাকে সাধারণভাবে বলা যায় কখনও কখনও দস্যুদলের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন অনুমোদন যোগ্য ও প্রয়োজনীয়; এই অবাস্তব প্রস্তাবের ভিত্তিতে একজন ব্যক্তিকে দস্যুদলের সঙ্গে সহ-

যোগিতার অভিযোগ থেকে মুক্তি দিলে একই রকম মূর্খতার পরিচয় দেওয়া হবে।

একটা রাজনৈতিক উদাহরণ নেওয়া যাক*......

১৯২০ সালের মার্চ-এপ্রিলে লিখিত
১৯৩৬ সালে *বলশেভিক* পত্রিকার
২নং সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ৩০,
পৃঃ ৪৯১-৯৩

পাণ্ডুলিপি এখানে হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে—সম্পাদক

# তৃতীয় সারা রাশিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণ থেকে

## ৭ই এপ্রিল, ১৯২০

একটি নতুন শ্রেণী গড়ে তুলবার উপায় হিসেবে ট্রেড ইউনিয়নের উৎপত্তি হয় পুঁজিবাদ থেকে। শ্রেণী হল একটি ধারণা যা উদ্ভূত হয় সংগ্রাম ও বিকাশের মধ্যে দিয়ে। একটা শ্রেণী থেকে অপর একটি শ্রেণীকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার কোন প্রাচীর নেই। শ্রমিক ও কৃষকেরা চীনের প্রাচীরের দ্বারা বিচ্ছিন্ন নয়। কেমন করে মানুষ সংঘ গঠনের কথা শিখল? প্রথমতঃ গিল্ডের মাধ্যমে এবং তারপর ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা অনুযায়ী। একটি শ্রেণীতে পরিণত হওয়ার পর প্রোলেতারিয়েত এত শক্তিশালী হয়ে উঠল যে সে সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে দখল করল, সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল, এবং বিজয়ী হয়ে ফিরে এল। গিল্ড এবং ছোট কারিগরদের ইউনিয়নগুলো এখন পশ্চাৎপদ সংস্কারে পরিণত হয়েছে। একটা সময় ছিল যখন পুঁজিবাদের অধীনে প্রোলেতারিয়েতরা গিল্ড ও কারিগরদের দ্বারা অনুসরণ করে একীভূত হয়ে গিয়েছিল। ঐ সময় এটা ছিল প্রগতিশীল কারণ প্রোলেতারিয়েত এছাড়া অন্য কোন পন্থায় মিশে যেতে পারত না। এই কথা বলা অবাস্তব হবে যে প্রোলেতারিয়েতরা তৎক্ষণাৎ একটি শ্রেণী গঠনের জন্যে মিশে যেতে পারত। এই ধরনের মিশে যাওয়ার পক্ষে, বহু দশক সময়ের প্রয়োজন। আর সকলের চাইতে মার্কসই এই সংকীর্ণ ও অদূরদর্শী মতবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন বেশী। পুঁজিবাদী পরিস্থিতিতেই শ্রেণী গড়ে ওঠে এবং যখন বিপ্লবের উপযুক্ত মুহূর্ত উপস্থিত হয় তখন সে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিজের হাতে গ্রহণ করে; এবং তখনই গিল্ড ও কারিগরি ইউনিয়নগুলোর বিলোপ ঘটে,

ওরা পিছু হঠার ভূমিকা পালন করে অর্থাৎ প্রতীপ গতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে, তবে ওরা খারাপ লোক সেইজন্যে নয়, কারণ হল দুষ্ট ব্যক্তি ও সমাজতন্ত্রের শত্রুরা ওদের মধ্যে প্রচারের উর্বর ক্ষেত্র খুঁজে পায়। আমরা পাতি-বুর্জোয়াদের দ্বারা পরিবেষ্টিত যারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও পুঁজিবাদের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে। কার্ল মার্কস প্রাচীন কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড লড়াই করেছেন এবং বৈজ্ঞানিক মতবাদের প্রচার করেছেন যা প্রমাণ করে যে শ্রেণী-সংগ্রাম শ্রেণীর গড়ে ওঠাকে সাহায্য করে এবং শ্রেণীকে অবশ্যই সাহায্য করতে হবে পরিণত হয়ে উঠবার জন্যে।

মার্কস ভুল পথ অনুসরণকারী শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃবর্গের বিরুদ্ধেও লড়াই করেছেন। ১৮৭২ সালে ফেডারেল পরিষদে মার্কসের বিরুদ্ধে একটি নিন্দাসূচক প্রস্তাব গৃহীত হয়, কারণ তিনি বলেছিলেন বৃটিশ নেতৃবর্গ বুর্জোয়াদের ঘুষের দ্বারা বশীভূত হয়েছেন। অবশ্য মার্কস এই অর্থে তা বলেন নি যে কিছু কিছু ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতক। এটা সম্পূর্ণ অর্থহীন। তিনি বলেছিলেন বুর্জোয়াদের সহযোগীরূপে শ্রমিকদের নির্দিষ্ট একটা অংশ সম্পর্কে। বুর্জোয়ারা প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে শ্রমিকদের এই অংশটিকে সমর্থন করে। এই পন্থাতেই ওরা ওদের ঘুষের দ্বারা বশীভূত করে।

ওদের প্রতিনিধিকে সংসদে নির্বাচিত করে আনার প্রসঙ্গে বুর্জোয়ারা অসাধ্য সাধন করেছে এবং অন্য আর সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। মার্কস ও এঙ্গেলস চল্লিশ বছর ধরে অর্থাৎ ১৮৫২ থেকে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত বুর্জোয়াদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন এবং সমস্ত রাষ্ট্রে বুর্জোয়া কার্যধারার অভিন্নতাকে তুলে ধরেছেন। সারা বিশ্বের ট্রেড ইউনিয়নগুলো ক্রীতদাসের ভূমিকা ত্যাগ করে নির্মাণকারীর ভূমিকা পালন করছে এই সত্যি ঘটনাটি একটি সন্ধিক্ষণের নির্দেশক।

*তৃতীয় সারা রাশিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস* নামক পুস্তকে *সম্পূর্ণরূপে* প্রথম প্রকাশিত হয়। আক্ষরিক বিবরণ, ১৯২১।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ৩০, পৃঃ ৫১২-১৩

## বামপন্থী কমিউনিজম
## একটি শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা[১৩১]
## থেকে

আজ যখন আমি শুনতে পাই যে ব্রেস্ট লিতভস্ক চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে আমাদের কৌশলের ওপর আক্রমণ আসছে সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীদের দ্বারা অথবা উদাহরণস্বরূপ যখন আমি শুনি কমরেড ল্যান্সবেরী আমার সঙ্গে আলোচনার সময় বলেছেন "আমাদের বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবর্গ বলেন যে যদি বলশেভিকদের পক্ষে আপস করা যুক্তিসম্মত হয়ে থাকে তাহলে ওদের পক্ষেও আপস করা যুক্তিসম্মত হবে", তখন সকলের আগে আমি একটি সহজ এবং "জনপ্রিয়" উদাহরণের সাহায্যে তার জবাব দিই :

কল্পনা করুন, আপনার মোটর গাড়িখানা সশস্ত্র দস্যু দল আটকে রেখেছে। আপনি আপনার টাকাকড়ি, পাশপোর্ট, পিস্তল এবং গাড়িটাও ওদের হাতে সমর্পণ করলেন। এর বিনিময়ে আপনি ওদের মধুর সঙ্গ থেকে মুক্তি পেলেন। এটা তর্কাতীতভাবে একটা আপস। "Do ut des" (আমি তোমাদের টাকাকড়ি, আগ্নেয়াস্ত্র ও মোটরগাড়ি "দিচ্ছি", "যাতে তোমরা" আমাকে চামড়া অক্ষুণ্ণ রেখে তোমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাবার সুযোগ "দাও")। এমন একজন বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ খুঁজে পাওয়া খুব শক্ত যিনি এই ধরনের আপসকে "নীতিগত ভাবে গ্রহণযোগ্য নয়" বলে ঘোষণা করবেন অথবা যিনি আপসকারীকে দুষ্কৃতকারীদের সহযোগী বলবেন (এমন কি যদি দস্যুরা মোটরগাড়ি ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে আরও লুণ্ঠনের জন্যে) সাম্রাজ্যবাদী জার্মান দস্যুদের সঙ্গে আমাদের আপসও ঠিক সেই ধরনের।

কিন্তু যখন ১৯১৪-১৮ সালে এবং ১৯১৮-২০ সালে রাশিয়ার মেনশেভিক ও সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীরা, জার্মানীর সিডম্যানের অনুগামীরা (এবং বেশ কিছু

সংখ্যাক কাউৎস্কির অনুগামীবৃন্দ), অস্ট্রিয়ার অটো বাউয়ার ও ফ্রিডরিক এ্যাডলার (রেনার ও তার সহযোগীদের সম্পর্কে কিছু না বললেও), ফ্রান্সে রেনডেল ও লংগুয়েটদের সহযোগীবৃন্দ এবং বৃটেনের ফেবিয়ান, স্বতন্ত্র ও শ্রমিকপন্থীরা তাদের স্ব স্ব বুর্জোয়া দস্যুদের সঙ্গে আপস করেছিলেন, কখনও কখনও সহযোগী বুর্জোয়াদের সঙ্গে, তবে তাদের স্ব স্ব দেশের বিপ্লবী প্রোলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে। এইসব ভদ্রলোক প্রকৃতপক্ষে দস্যুবৃত্তিকেই সহায়তা করেছেন।

সিদ্ধান্তটি পরিষ্কার: "নীতিগতভাবে" আপনাকে প্রত্যাখ্যান করা, সাধারণভাবে আপসের স্বীকৃতিদানের সম্ভাব্যতাকে বাতিল করা, সে যে ধরনেরই হোক না কেন তা শিশুসুলভ, যাকে গভীরভাবে বিবেচনা করাও খুব কঠিন। একজন রাজনৈতিক নেতা যিনি বিপ্লবী প্রোলেতারিয়েতের কাছে কার্যকরী হতে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন তাঁকে আপস বিষয়ক সুস্পষ্ট ঘটনাসমূহের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম হতে হবে অর্থাৎ বুঝতে হবে কোনটা অমার্জনীয় এবং সুবিধাবাদ ও বিশ্বাসঘাতকতা; তিনি সমালোচনার সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন, নির্দয়ভাবে স্বরূপ উদ্ঘাটন করবেন এবং অবিরাম যুদ্ধ চালাবেন এইসব সুস্পষ্ট আপসের বিরুদ্ধে এবং "বাস্তব" সমাজতন্ত্রীদের প্রাজ্ঞন সুদক্ষ নায়কদের এবং সংসদে জেসুইটদের "সাধারণ আপস মীমাংসা" সম্পর্কে আলোচনার কথা বলে ছল চাতুরী করে দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে তিনি দেবেন না। এই পন্থা অবলম্বন করেই বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন "নেতৃবৃন্দ" ও সমাজের নায়কেরা এবং স্বতন্ত্র শ্রমিক পার্টি, ওরা যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে, কারণ যে আপস ওরা করেছে তা প্রকৃতপক্ষে চরম সুবিধাবাদ ও বিশ্বাসঘাতকতার সমান।

বহু প্রকারের আপস আছে। প্রতিটি আপসের বাস্তব অবস্থা আমাদের বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা অথবা প্রত্যেক ধরনের আপসকে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা থাকা চাই আমাদের অবশ্যই পার্থক্য নির্ণয় করতে শিখতে হবে এই দুটির মধ্যে যেমন এক ব্যক্তি তার অর্থ ও আগ্নেয়াস্ত্র দস্যুদের হাতে অর্পণ করেছেন ওদের ক্ষতি সাধনের ক্ষমতা হ্রাস করার জন্যে এবং ওদের গ্রেপ্তার ও প্রাণদণ্ডাদেশের সুবিধা করার জন্যে, অপর একব্যক্তি যিনি তাঁর অর্থ ও আগ্নেয়াস্ত্র দস্যুদলের কাছে সমর্পণ করেছেন লুণ্ঠিত সম্পদের অংশ পাওয়ার জন্যে। রাজনীতিতে এটা কোনক্রমেই তাঁর এই শিশুসুলভ সহজ উদাহরণের মত

সর্বদা প্রাথমিক বিষয়রূপে বিবেচিত হয় না। যাই হোক যিনি শ্রমিকদের কিছু সুবিধা দেবার কথা চিন্তা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যার ফলে ওরা পেয়ে যাবে সমস্ত আকস্মিকতা ও প্রতিশ্রুতির তৈরী সমাধান এবং বিপ্লবী প্রোলেতারিয়েতের নীতি কখনই কঠিন অথবা জটিল অবস্থার মুখোমুখি হবে না, তিনি নিশ্চয়ই একজন আনাড়ি।

ভুল ব্যাখ্যার কোন অবকাশ না রাখার জন্যে আমি মোটামুটিভাবে বলবার চেষ্টা করব, খুব সংক্ষিপ্তাকারে হলেও, সুস্পষ্ট আপসসমূহের বিশ্লেষণের কতকগুলো মৌলিক নীতি। যে পার্টি ব্রেস্ট লিতভস্ক সন্ধি চুক্তিতে স্বাক্ষর দান করে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আপস করেছিল, তারা ১৯১৪ সালের পর থেকেই কার্য ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতাবাদকে সৃষ্টি করে চলছিল। সেই দুই সাম্রাজ্যবাদী দস্যুর মধ্যে যুদ্ধের সময় জারের রাজতন্ত্রের পরাজয় ও "উপনিবেশ রক্ষার" নিন্দার ডাক দিতে ভয় পায় নি। এই পার্টির সংসদের সদস্যবৃন্দ বুর্জোয়া সরকারের মন্ত্রিত্ব লাভের পথ অনুসরণ করার পরিবর্তে সাইবেরিয়ায়[১৩৮] নির্বাসনকে শ্রেয়তর মনে করেছিলেন। যে বিপ্লব জারতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়েছে এবং গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছে তা এই পার্টিকে একটি কঠিন পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে—সে তার নিজস্ব সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হয় নি কিন্তু ওদের উচ্ছেদের জন্যে তৈরী হয়েছিল এবং উচ্ছেদ করেছিল। যখন সে রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণ করল তখন এই পার্টি জমিজমা সংক্রান্ত অথবা পুঁজিবাদী মালিকানার কোন চিহ্নই রাখল না। সাম্রাজ্যবাদীদের গোপন চুক্তির কথা জনসমক্ষে তুলে ধরে এবং তা বর্জন করে এই পার্টি সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে শান্তির প্রস্তাব করে এবং ব্রেস্ট লিতভস্কের দস্যুদলের হিংসাত্মক কার্যাবলীর কাছে নতি স্বীকার করে তবে ইংগ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক শান্তিচুক্তি বানচাল করে দেবার পর এবং জার্মানী ও অন্যান্য রাষ্ট্রে বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার জন্যে বলশেভিক পার্টি কর্তৃক মনুষ্য সাধ্য যা কিছু করণীয় তা করার পর। এই রকম একটি পরিস্থিতিতে এই রকম একটি পার্টি কর্তৃক আপস করা যে নির্ভুল সিদ্ধান্ত ছিল তা প্রতিদিনই আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

রাশিয়ার মেনশেভিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীরা (১৯১৪-২০ সালের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃবৃন্দের মত সারা দুনিয়া জুড়ে) বিশ্বাস-ঘাতকতা দিয়ে শুরু করেছিল—প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে "উপনিবেশ

রক্ষা"র যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করে অর্থাৎ ওদের নিজস্ব লুণ্ঠনকারী বুর্জোয়াদের রক্ষার জন্যে। ওরা ওদের স্বদেশের বুর্জোয়াদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে তাদের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কাজ চালিয়ে যায় এবং লড়াই চালিয়ে যায় ওদের নিজস্ব বুর্জোয়াদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে তাদেরই স্বদেশের বিপ্লবী প্রোলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে। ওদের মোর্চা প্রথমতঃ কেরেনস্কি এবং ক্যাডেটদের সঙ্গে এবং তারপর রাশিয়ার কোলচাক ও দেনিকিনদের সঙ্গে ঠিক বিদেশে যেমন ভাবে ওদের মিতালী হয় সমধর্মী স্বদেশী বুর্জোয়াদের সঙ্গে—এর প্রকৃত অর্থ হল প্রোলেতারিয়েতের বিরুদ্ধাচরণ করা ও বুর্জোয়াদের পক্ষাবলম্বন করা। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদলের সঙ্গে ওদের আপসের অর্থ সাম্রাজ্যবাদী দস্যুবৃত্তির সহায়ক হয়ে ওঠা।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং তার পরবর্তীকালে সমস্ত দেশে "নেতৃবর্গ ও জনগণের" মতবিরোধকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বৃটেনের উদাহরণ থেকে ১৮৫২-১৮৯২ এই সময় কালের মধ্যে মার্কস ও এঙ্গেলস বহুবার এর প্রধান কারণের ব্যাখ্যা করেছেন। ঐ রাষ্ট্রের একমেবাদ্বিতীয়ম অবস্থান থেকেই আধা-পাতিবুর্জোয়া সুবিধাবাদী "শ্রমিক অভিজাততন্ত্র" জন্মলাভ করে।

শ্রমিক অভিজাততন্ত্রের এইসব নেতৃবৃন্দ সর্বদাই বুর্জোয়াদের পক্ষেই যেতেন এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ওদের তালিকাভুক্তই থাকতেন। মার্কস এইসব কলঙ্কিত ব্যক্তিদের ঘৃণার পাত্র হয়েছিলেন খোলাখুলিভাবে ওদের বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিয়ে। বর্তমান যুগের ( বিংশ শতাব্দী ) সাম্রাজ্যবাদ কয়েকটি উন্নত রাষ্ট্রকে অসাধারণ সুবিধা দান করেছে যা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সর্বত্র একটা বিশিষ্ট ধরনের বিশ্বাসঘাতক সুবিধাবাদী ও সোশ্যাল-শভিনিস্ট নেতৃবৃন্দের জন্ম দিয়েছে যারা ওদের নিজস্ব কারিগরিবৃত্তি ও নিজেদের শ্রমিক অভিজাততন্ত্রের একাংশের স্বার্থকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে। সুবিধাবাদী পার্টিগুলি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে অর্থাৎ শ্রমজীবী শ্রেণীর বৃহত্তম অংশ অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নতম বেতনের শ্রমিকদের কাছ থেকে। বিপ্লবী প্রোলেতারিয়েত কখনই বিজয়ী হতে পারে না যদি না অশুভের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না সুবিধাবাদী ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতক নেতৃবর্গের মুখোশ ছিঁড়ে দেওয়া হচ্ছে, নিন্দা করা হচ্ছে

এবং বহিষ্কার করা হচ্ছে। তৃতীয় আন্তর্জাতিক যে নীতি অনুসরণ করছেন এটা হল তাই।

কমিউনিস্টদের প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়নে কাজ করা উচিত নয় এই হাস্যকর তত্ত্ব সুস্পষ্টরূপে জনগণকে প্রভাবিত করার প্রশ্নের প্রতি "বাম" কমিউনিস্টদের অসার দৃষ্টিভঙ্গীকে সুস্পষ্টরূপে উদ্‌ঘাটন করে এবং "জনগণ" সম্পর্কে ওদের চীৎকারের অপব্যবহারকেও। যদি আপনি জনগণকে সাহায্য করতে চান এবং জনগণের সাহায্য ও সমর্থন লাভ করতে চান তাহলে আপনাকে অসুবিধে, ছুঁচ ফোটানো, প্রতারণা, অপমান ও "নেতৃবর্গের" কাছ থেকে ভৎ‌র্সনাকে ভয় করলে চলবে না (যারা সুবিধাবাদী ও সোশ্যাল-শভিনিস্ট হওয়ার জন্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে পুলিশ এবং বুর্জোয়াদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত) কিন্তু যেখানেই জনগণের দেখা মিলবে সেখানে অবশ্যই চূড়ান্তভাবে কাজ করতে হবে। আপনাকে যে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে, বৃহত্তম বাধা কাটিয়ে উঠবার জন্যে, যাতে আপনি সুসম্বদ্ধভাবে আন্দোলন ও প্রচার চালিয়ে যেতে পারেন অধ্যবসায় নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সঙ্গে সেই সব সংস্থা, সমাজ ও সংঘে—এমন কি চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল হলেও—যার মধ্যে প্রোলেতারীয় অথবা আধা প্রোলেতারীয় জনগণের দেখা মিলবে। ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রমিক সমবায়গুলি (শেষোক্তটি কখনও কখনও অন্ততঃপক্ষে) হল সেইসব সংস্থা যার মধ্যে জনগণকে দেখতে পাওয়া যায়।

১৯২০ সালের ১০ই মার্চ তারিখের সুইডিশ পত্রিকা Folkets Dagblad Politiken-এ উদ্ধৃত পরিসংখ্যান অনুযায়ী বৃটেনে ১৯১৭ সালের শেষে ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সদস্য সংখ্যা ৫,৫০০,০০০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯১৮ সালের শেষে ৬,৬০০,০০০ জনে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ শতকরা ১৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯১৯ সালের শেষ দিকে সদস্য সংখ্যা অনুমান করা হয়েছিল ৭,৫০০,০০০। আমি ফ্রান্স ও জার্মানীর অনুরূপ পরিসংখ্যান এখনও হাতে পাইনি কিন্তু চূড়ান্তরূপে সন্দেহাতীত এবং সাধারণভাবে পরিচিত ঘটনা এইসব রাষ্ট্রে ও ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির প্রমাণ দেয়।

এই ঘটনাগুলো এমন একটা বিষয়কে স্ফটিক স্বচ্ছ করে তোলে যা হাজার হাজার অন্যান্য লক্ষণের দ্বারা প্রমাণিত হয় যেমন প্রলেতারীয় জনগণের ব্যাপক অংশের মধ্যে শ্রেণী সচেতনতা ও সংগঠন গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা

ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছে, অধঃস্তন স্তরের মধ্যে এবং পশ্চাৎপদ উপাদানসমূহের মধ্যেও। গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স ও জার্মানীর লক্ষ লক্ষ শ্রমিক এই সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ সংগঠন বর্জিত অবস্থা থেকে একেবারে প্রাথমিক, নিম্নতম, সরলতম এবং (সেইসব বিষয়ের প্রতি যা এখনও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন) অতি সহজে বোধগম্য সংগঠনের রূপ গ্রহণ করছে যেমন, ট্রেড ইউনিয়ন ; কিন্তু তবুও হঠকারী বাম কমিউনিস্টরা চীৎকার করে চলে 'জনগণ' 'জনগণ' বলে ! অথচ ট্রেড ইউনিয়নসমূহের মধ্যে কাজ করতে অস্বীকার করে এই ওজর দেখিয়ে যে ওরা 'প্রতিক্রিয়াশীল' এবং সৃষ্টি করে সম্পূর্ণ নতুন ও পবিত্র "শ্রমিক ইউনিয়ন" যা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক কুসংস্কার মুক্ত এবং কারিগরি বিষয়ক অথবা সংকীর্ণ চিত্ত কারিগরি ইউনিয়নসমূহের দোষ বর্জিত, ওরা দাবী করে এই ইউনিয়ন হবে একটা সুবৃহৎ সংগঠন। সদস্য হবার একমাত্র শর্ত হবে "সোভিয়েত ব্যবস্থা ও একনায়কতন্ত্রের প্রতি সমর্থন। ( উপরে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ দেখুন )।১৩৯

বামপন্থী বিপ্লবীদের দ্বারা বিপ্লবের যে ক্ষতি সাধিত হচ্ছে তার চাইতে অধিকতর ক্ষতি ও মূঢ়তার কথা কল্পনা করাও শক্ত ! যদি রাশিয়াতে আজ আমরা আড়াই বছর আগে আঁতাত ও রুশ বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব জয়লাভের পর ট্রেড ইউনিয়ন সদস্য ভুক্তির শর্ত হিসাবে "একনায়কতন্ত্রের স্বীকৃতিকে" মেনে নিই তাহলে কেন আমাদের পক্ষে মূর্খামী হবে, জনগণের উপর আমাদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হবে এবং এর দ্বারা মেনশেভিকদেরই সাহায্য করা হবে। পশ্চাৎপদ উপাদানসমূহের মধ্যে প্রত্যয় উৎপাদনে যে দায়িত্ব কমিউ-নিস্টদের উপর বর্তাচ্ছে তা হল ওদের মধ্যে থেকে কাজ করা কৃত্রিম এবং শিশুসুলভ 'বাম' স্লোগানের বেড়া দিয়ে ওদের বিচ্ছিন্ন করা নয়।

এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে গম্পার হেণ্ডারসন, জোউহক্স এবং লেজিয়েনদের অনুগামীরা সেইসব বামপন্থী বিপ্লবীদের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যারা জার্মান বিরোধী দলের মত "নীতিগতভাবে" (ঈশ্বর আমাদের যেন এইসব 'নীতির' হাত থেকে রক্ষা করেন ! ) অথবা বিশ্বের১৪০ মার্কিন শিল্প শ্রমিকদের কোন কোন বিপ্লবীর মত প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়ন বর্জন করার কথা প্রচার করে এবং ওদের সঙ্গে কাজ করতে অস্বীকার করে।

৯।

## ব্রিটেনে "বামপন্থী" কমিউনিজম

এখনও পর্যন্ত বৃটেনে কোন কমিউনিস্ট পার্টি নেই কিন্তু শ্রমিকদের মধ্যে একটা নতুন, বিস্তৃত, শক্তিশালী ও দ্রুত বর্ধনশীল আন্দোলন গড়ে উঠছে যা শ্রেষ্ঠতম আশার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করে। ওখানে অনেকগুলো রাজনৈতিক পার্টি ও সংগঠন আছে ( বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টি, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টি, দক্ষিণ ওয়েলস সমাজতান্ত্রিক পার্টি, শ্রমিকদের সমাজতান্ত্রিক ফেডারেশন)[৯৪] যারা কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে এবং এর জন্যে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু করে দিয়েছে। শেষোক্ত সংগঠনসমূহের সাপ্তাহিক মুখপত্র "দ্য ওয়ার্কার্স ড্রেডনট"-এর ১৯২০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ৪৮ নং সংখ্যার ষষ্ঠ খণ্ডে কমরেড সিলভিয়া প্যাঙ্কহার্স্টের লেখা একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল যার শিরোনাম ছিল "একটি কমিউনিস্ট পার্টির অভিমুখে"। এই প্রবন্ধে পূর্বোক্ত চারটি সংগঠনের মধ্যে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অনুমোদনের ভিত্তিতে সংসদীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে সোভিয়েত ব্যবস্থাকে স্বীকৃতিদান এবং প্রোলেতারিয়েত শ্রেণীর একনায়কত্বকে স্বীকার করে একটি সংযুক্ত কমিউনিস্ট পার্টি গঠন সম্পর্কে আলোচনার অগ্রগতি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছে। এর থেকে দেখা যায় যে এক্ষুণি সংযুক্ত কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের পথে বৃহত্তম প্রতিবন্ধকসমূহের অন্যতম হল সংসদে অংশ গ্রহণের প্রশ্নে এবং নতুন কমিউনিস্ট পার্টি, পুরানো ট্রেড ইউনিয়নপন্থী, সুবিধাবাদী ও সোশ্যাল-শভিনিস্ট শ্রমিক পার্টির অনুমোদন গ্রহণ করবে কিনা এইসব প্রশ্নে মতবিরোধ, কেন না এই শভিনিস্ট শ্রমিক পার্টি প্রধানতঃ ট্রেড ইউনিয়নগুলোর দ্বারাই গঠিত। শ্রমজীবীদের সমাজতান্ত্রিক ফেডারেশন এবং সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টি* সংসদীয় নির্বাচনে এবং সংসদ অংশ গ্রহণের বিরোধী এবং ওরা শ্রমিক পার্টির অনুমোদন গ্রহণেরও বিরোধী, এই ক্ষেত্রে ওরা সকলের অথবা বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টির অধিকাংশ সদস্যের মতে বিরোধী, কেন না বৃটিশ সমাজ-

* আমার বিশ্বাস এই পার্টি শ্রমিক পার্টির দ্বারা অনুমোদিত হওয়ার বিরোধী কিন্তু এর সকল সদস্যই সংসদে অংশ গ্রহণের বিরোধী নন।

তান্ত্রিক পার্টিকে গ্রেট বৃটেনে ওরা "দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির একটি অঙ্গ" স্বরূপ মনে করে (সিলভিয়া প্যাঙ্কহার্স্ট লিখিত প্রবন্ধে, ৫ম পৃষ্ঠায়)।

তাই দেখা যায় প্রধান ভাগাভাগিটা হল জার্মানীর মতই, আকারগতভাবে বিরাট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, যার মধ্যে মতপার্থক্য আত্মপ্রকাশ করে (জার্মানীতে আকারটা, গ্রেট বৃটেনে যেমন দেখা যায় তার চাইতে রাশিয়ার আকারের সঙ্গে অনেক বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ) অনেকগুলো বিষয়ের মধ্যে। "বামপন্থীদের" যুক্তিসমূহকে পর্যালোচনা করা যাক।

সংসদে অংশ গ্রহণের প্রশ্নে কমরেড সিলভিয়া প্যাঙ্কহার্স্ট ঐ একই সংখ্যার একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন যে প্রবন্ধের লেখক হলেন কমরেড গ্যালাচার, যিনি স্কটিশ শ্রমিক সভার নামে গ্লাসগোতে লিখে থাকেন।

তিনি লিখছেন, "উপরোক্ত সভা সুস্পষ্টভাবে সংসদ বিরোধী এবং এর পেছনে আছে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের বামপন্থীরা। আমরা স্কটল্যাণ্ডের বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করি এবং শিল্প-সমূহের মধ্যে একটি বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলতে অবিরাম চেষ্টা চালাচ্ছি (উৎপাদনের বিভিন্ন শাখায়) এবং সারা দেশময় সামাজিক কমিটি ভিত্তিক কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলবার চেষ্টা করছি। বেশ: কিছু কাল ধরেই আমরা অনুমোদিত সংসদ সদস্যদের সগে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলাম। আমরা ওদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার কথা চিন্তা করি নি এবং ওরাও আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে ভয় পান।

"কিন্তু এই অবস্থা দীর্ঘকাল চলতে পারে না। আমরা আমাদের পথে সর্বদাই জয়লাভ করে চলেছি।

স্কটল্যাণ্ড আই.এল.পি-র নিম্নতম পর্যায়ের কর্মীরা সংসদ সম্পর্কিত বিষয়ে চিন্তা করে ক্রমেই অধিকতর বিরক্ত হয়ে উঠছেন এবং সোভিয়েত (ইংরাজীতে অনূদিত সোভিয়েত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে) অথবা শ্রমিক সভ্যকেই সমর্থন করছে প্রায় প্রতিটি শাখা? এটা অবশ্য সেই সব ভদ্রলোকের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যাঁরা রাজনীতিকে বৃত্তি হিসেবে দেখতে চান এবং তাঁরা প্রতিটি উপায় অবলম্বন করছেন তাঁদের সদস্যদের বুঝিয়ে সুজিয়ে সংসদীয় ব্যবস্থায় ফিরিয়ে আনার

জন্যে। বিপ্লবী কমরেডরা অবশ্যই এই দলকে সমর্থন করবে না। এখানে আমাদের লড়াই খুব কঠিন হয়ে উঠতে যাচ্ছে। এর নিকৃষ্টতম বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম হবে তাদের বিশ্বাসঘাতকতা যাদের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিপ্লবের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধার চাইতে অনেক বেশী শক্তি-শালী। সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতি যে কোন প্রকার সমর্থনের অর্থই হবে ক্ষমতাকে আমাদের সিডম্যান, নস্ক, হেণ্ডারসন, ক্লাইন প্রমুখ ব্যক্তিদের সহযোগীদের হাতে তুলে দিতে সহায়তা করা যারা হতাশা-জনক ভাবেই প্রতিক্রিয়াশীল। অনুমোদিত আই. এল. পি. ক্রমেই আরো অধিক পরিমাণে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদারনৈতিকদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসছে যারা তাঁদের আত্মিক আবাস স্থলের সন্ধান পেয়েছেন ম্যাকডোনাল্ড, ও স্নোডেনদের শিবিরে। অনুমোদিত আই. এল. পি. তৃতীয় আন্তর্জাতিকের তীব্র বিরোধী কিন্তু অধস্তন কর্মীরা এর স্বপক্ষে। সংসদীয় সুবিধাবাদীদের প্রতি যে কোন সমর্থনের অর্থ পূর্বোক্তদের ক্রীড়নকে পরিণত হওয়া। বি. এস. পি-র এখানে কোন মূল্যই নেই …এখানে যা প্রয়োজন তা হল একটি সুসংগঠিত বিপ্লবী শিল্প সংগঠন এবং একটি কমিউনিস্ট পার্টি যে পাশাপাশি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট রূপে বৈজ্ঞানিক ধারা অনুসরণ করে কাজ করে যাবে। আমাদের কমরেডরা যদি এইসব গড়ে তুলবার জন্যে আমাদের সাহায্য করেন তাহলে আমরা সানন্দে সেই সাহায্য গ্রহণ করব; যদি তাঁরা না পারেন তাহলে ঈশ্বরের দিব্যি তাঁদের সম্পূর্ণ আলাদা থাকতে দিন, তা না হলে ওরা প্রতিক্রিয়াশীলদের সমর্থন করে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করতে পারে কারণ প্রতিক্রিয়াশীলরা গভীর আগ্রহের সঙ্গে হৈ-চৈ করছে সংসদীয় "সম্মান" লাভের আশায় (!) [ চিহ্নটি লেখকেরই দেওয়া ] এবং ওরা এটা প্রমাণ করার জন্যে এতই আগ্রহী যে ওরা নিজের প্রভুশ্রেণীর রাজনীতিবিদদের মতই দক্ষতার সঙ্গে শাসন কার্য চালাতে পারে।"

আমার মতে সম্পাদকের কাছে লেখা ঐ চিঠিতে নবীন কমিউনিস্ট অথবা অধস্তন কর্মীদের মেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গী চমৎকারভাবে প্রকাশ পেয়েছে যারা সবে মাত্র কমিউনিজমকে গ্রহণ করতে শুরু করেছে। এই মেজাজ অত্যন্ত

সুখদায়ক ও মূল্যবান, এটাকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে এবং সমর্থন করতে হবে কারণ এর অনুপস্থিতিতে বৃটেনে প্রোলেতারিয়েতের বিপ্লবের আশা দুরাশায় পরিণত হবে এবং একই কারণের জন্যে অন্যান্য যে কোন দেশে তাই হবে। যে জাতি এই ধরনের গণচেতনাকে প্রকাশ করতে পারেন এবং সৃষ্টি করতে সক্ষম (যা প্রায়শঃই অত্যন্ত চাপা, অচেতন ও সুপ্ত) জনসাধারণের মধ্যে, তাদের বাহবা দিতে হবে এবং সর্বপ্রকার সাহায্য দিতে হবে। সেই সঙ্গে আমরা ওদের অবশ্যই খোলাখুলিভাবে এবং প্রকাশ্যে বলব যে একটা মহান বিপ্লবী সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে মানসিক অবস্থাই যথেষ্ট নয় এবং কোন ভুল ভ্রান্তির ফলে বিপ্লবের মূল উদ্দেশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে অর্থাৎ উদ্দেশ্যের প্রতি গভীর নিষ্ঠা থাকার ফলে জনসাধারণ যে ভুল করতে পারে বা করে, কমরেড গ্যালাচারের চিঠিতে নিঃসন্দেহে সেইসব ভুলের মূল কারণগুলো প্রকাশিত হয়েছে যে ভুলগুলো জার্মান বামপন্থী কমিউনিস্টরা করে চলেছেন এবং রুশ "বামপন্থী" বলশেভিকরা করেছিল ১৯০৮ ও ১৯১৮ সালে।

পত্র লেখকের মন বুর্জোয়া "শ্রেণী রাজনীতিবিদ"দের সম্পর্কে একটি মহান ও শ্রমজীবী সুলভ ঘৃণায় পরিপূর্ণ হয়ে আছে (একটি ঘৃণা উপলব্ধি করেছেন এবং এই মনোভাবের অংশীদার হয়েছেন অবশ্য কেবলমাত্র প্রোলেতারিয়েত-রাই নয়, সমস্ত শ্রমজীবীও অর্থাৎ জার্মান ভাষায় সমস্ত Kleinen Reute*রাও) একটি নির্যাতিত ও শোষিত জনগণের প্রতিনিধির মধ্যে এই ঘৃণাই হল প্রকৃতপক্ষে "সর্বপ্রকার জ্ঞানের আরম্ভ" মাত্র অর্থাৎ যে কোন প্রকার সমাজতান্ত্রিক এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের এবং তার সাফল্যের ভিত্তি-স্বরূপ। লেখক অবশ্য, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এই ঘটনাটি লক্ষ্য করেন না যে রাজনীতি হল একটা বিজ্ঞান এবং শিল্প, যা আকাশ থেকে পড়ে না এবং মাগনা পাওয়া যায় না এবং যদি বুর্জোয়াদের অতিক্রম করতে হয় তাহলে প্রোলেতারিয়েত নিজেদের "শ্রেণী রাজনীতিবিদ"দের এমন ভাবে শিক্ষিত করে তুলবে যাতে কোনক্রমেই বুর্জোয়া রাজনীতিবিদদের চেয়ে হীনতর না হয়।

পত্র লেখক পুরোপুরিভাবে উপলব্ধি করেন, যে কেবলমাত্র শ্রমিকদের সোভিয়েত সংসদ নয়, হাতিয়ার হিসাবে প্রোলেতারিয়েতকে সক্ষম করে

---

* ক্ষুদ্র গোষ্ঠী, ক্ষুদ্র জাতি।—সম্পাদক।

ভুলবে এই লক্ষ্যসাধনে, যাঁরা এটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন তাঁরা অবশ্যই হাড়ে হাড়ে প্রতিক্রিয়াশীল যদিও তারা অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি, অত্যন্ত অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ, অত্যন্ত নিষ্ঠাবান সমাজতন্ত্রী, মার্কসবাদে সুপণ্ডিত এবং অত্যন্ত সৎ নাগরিক এবং পরিবারের জনক।

কিন্তু পত্র লেখক জিজ্ঞাসাও করেন না—জিজ্ঞাসা করার কথা তাঁর মনেও হয় নি যে সংসদের বিরুদ্ধে সোভিয়েতের জয়লাভ করা সম্ভব কিনা, সোভিয়েতপন্থী রাজনীতিবিদদের সংসদে না পাঠিয়ে, ভেতর থেকে সংসদ ভেঙে না ফেলে, সংসদ ভেঙে দেওয়া সম্পর্কে আসন্ন দায়িত্ব পালনে সোভিয়েতের সফলতার জন্যে সংসদের অভ্যন্তরে কাজ না করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পত্রলেখক সম্পূর্ণ সঠিক তত্ত্বই প্রকাশ করেছেন যে গ্রেট বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টিকে অবশ্যই বৈজ্ঞানিক নীতি অনুসরণ করে কাজ করতে হবে। বিজ্ঞান দাবী করে প্রথমতঃ অন্যান্য রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতাকে হিসাবের মধ্যে ধরতে হবে, বিশেষ করে এইসব অন্যান্য রাষ্ট্র যারা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হলেও একই অভিজ্ঞতা সাম্প্রতিককালে সঞ্চয় করেছে অথবা এখনও করছে, দ্বিতীয়তঃ সে দাবী করে কোন নির্দিষ্ট রাষ্ট্রে যে সব শক্তি গোষ্ঠী, পার্টি শ্রেণী এবং জনগণ কাজ করে চলেছে তাদের সকলেরই হিসাব নিতে হবে এবং একটি গোষ্ঠী অথবা একমাত্র পার্টির জন্যাভাব শ্রেণী সচেতনতার মান, আকাঙ্ক্ষা এবং অভিমতের দ্বারা নীতি নির্ধারণ করা উচিত হবে না।

এটা সত্যি যে হেণ্ডারসন ক্লাইন, ম্যাকডোনাল্ড এবং স্নোডেনরা নৈরাশ্য-জনক ভাবে প্রতিক্রিয়াশীল। এটাও সমভাবে সত্যি যে তাঁরা ক্ষমতা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক (যদিও তাঁরা বুর্জোয়াদের সঙ্গে মোর্চা গঠনই পছন্দ করে-ছিলেন) তাঁরা পুরানো বুর্জোয়া ধারাতেই শাসন করতে চান এবং যখন তাঁরা ক্ষমতায় থাকবেন তখন তাঁরা নিশ্চয়ই সিডম্যান এবং নস্কেদের মতই ব্যবহার করবেন। এ সবই সত্যি। কিন্তু এর দ্বারা এটা বেরিয়ে আসে না যে তাঁদের সমর্থন করার অর্থ বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, যা বেরিয়ে আসে তা হল বিপ্লবের স্বার্থে শ্রমজীবী শ্রেণীর বিপ্লবীদের উচিত এই ভদ্র-লোকদের কিছুটা সংসদীয় সমর্থন দান করা। এই ধারণাটাকে ব্যাখ্যা করতে আমি দুটো বৃটিশ সমকালীন নজীর গ্রহণ করব: (১) ১৯২০ সালের ১৮ই মার্চ তারিখে প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ (১৯২০ সালের ১৯শে মার্চ তারিখে ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানে যেমন প্রকাশিত হয়েছে) এবং

(২) উপরে উল্লিখিত প্রবন্ধে একজন "বামপন্থী" কমিউনিস্ট সিলভিয়া প্যাঙ্কহার্স্টের যুক্তি।

লয়েড জর্জ তাঁর বক্তৃতার সময় এ্যাসকুইসের সঙ্গে একটি বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন (যাঁকে বিশেষ আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এই সভায় যোগ দেবার জন্যে কিন্তু তিনি যোগদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন) এবং সেইসব উদারনৈতিকদের সঙ্গে যারা রক্ষণশীলদের সঙ্গে মোর্চা গঠন করতে চান না কিন্তু শ্রমিক পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলতে চান (পূর্বোদ্ধৃত পত্রে কমরেড গ্যালাচারও এই বিষয়ের উল্লেখ করেন যে উদারনৈতিকরা স্বতন্ত্র শ্রমিক পার্টিতে যোগ দিচ্ছে)। লয়েড জর্জ এই যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে মোর্চা উদারনৈতিক ও রক্ষণশীলদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সমঝোতা আবশ্যিক, অন্যথায় শ্রমিক পার্টি জয়ী হয়ে যেতে পারে যাকে লয়েড জর্জ "সমাজতন্ত্রী" বলতে পছন্দ করেন এবং যা কাজ করে চলেছে উৎপাদনের উপায়সমূহের যৌথ মালিকানার জন্যে। "এটাই......ফ্রান্সে কমিউনিজম বলে পরিচিত", বলে উঠলেন বৃটিশ বুর্জোয়াদের নেতা, এটাকে আকর্ষণীয়ভাবে শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরে, উদারনৈতিক সংসদ সদস্যবৃন্দ সম্ভবত এটা আগে কখনও জানতেন না। জার্মানীতে একে বলা হত সমাজতন্ত্র। রাশিয়াতে একে বলা হয় বলশেভিকবাদ, এইভাবে তিনি বলে চলেন। লয়েড জর্জ ব্যাখ্যা করেছিলেন যে উদারনৈতিদের কাছে এটা নীতিগতভাবে গ্রহণযোগ্য নয় কারণ তারা নীতিগতভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির পক্ষেই দাঁড়ায়। বক্তা ঘোষণা করলেন "সভ্যতা সংকটাপন্ন" এবং সেই জন্যেই উদারনৈতিক ও রক্ষণশীলদের অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে......

লয়েড জর্জ বললেন "আপনি যদি কৃষি এলাকাতে যান, আমি স্বীকার করি আপনি পার্টিগুলোর মধ্যে বিভেদ পূর্বের মতই শক্তিশালীরূপে দেখবেন। ওদের বিপদ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ওরা নিজেরা নিজেদের পথ ধরে হাঁটে নি। যখন ওরা এটাকে দেখবে, তখন ওরা আজকালকার কোন একটা শিল্প এলাকার মতই শক্তিশালী হয়ে উঠবে। এই দেশের $\frac{৪}{৫}$ অংশই শিল্প এবং বাণিজ্য এলাকা $\frac{১}{৫}$, এরও কম অংশ কৃষি এলাকা। এটা হল অন্যান্য আর সমস্ত বিষয়ের মধ্যে একটা যা সর্বদা আমার মনে থাকে যখন আমি এখানকার

ভবিষ্যতের বিপদসমূহের কথা চিন্তা করি। ফ্রান্সে অধিবাসীরা হল কৃষিজীবী এবং আপনার আছে অভিমত প্রদানের একটা দৃঢ় সংগঠন যা খুব দ্রুত গমনশীল নয় এবং যাকে বিপ্লবী আন্দোলনের দ্বারা খুব সহজেই উত্তেজিত করা যায় না। এখানে বিষয়টা তা নয়। এই দেশটি অন্য যে কোন দেশের তুলনায় মাথাভারী এবং যদি কখনও দুলতে শুরু করে তাহলে ঐ কারণের জন্যে এখানে ভাঙচুর হবে অন্য যে কোন দেশের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে।"

এর থেকে পাঠক দেখতে পাবেন যে মিঃ লয়েড জর্জ কেবলমাত্র একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই নন, তিনি এমন একজন যিনি মার্কসবাদীদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। আমাদেরও লয়েড জর্জের কাছ থেকে কিছু শেখবার আছে।

নিম্নোক্ত ঘটনাটি সুনির্দিষ্টভাবে আগ্রহোদ্দীপক যা লয়েড জর্জের বক্তৃতার পর আলোচনা চলার সময় ঘটেছিল।

"মিঃ ওয়ালেশ, সংসদের সদস্য: আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই শিল্প এলাকায় শিল্প শ্রমিকদের উপর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী কি বোঝাতে চান, যে শ্রমিকদের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে উদারনৈতিক এবং যাদের কাছ থেকে আমরা সমর্থন পাই। একটা সম্ভাব্য ফল হিসাবে শ্রমিক পার্টিতে কি সেই সব মানুষের একটা প্রচণ্ড শক্তির সংযোজন ঘটাবে না যারা বর্তমানে আমাদের সহৃদয় সমর্থক?

"প্রধানমন্ত্রী: আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করি। এই ঘটনাটি যে উদারনৈতিকরা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত, যার ফলে বেশ কিছু সংখ্যক উদারনৈতিক হতাশ হয়ে শ্রমিক পার্টিতে যোগ দিয়েছে, সেই শ্রমিক পার্টিতে আপনি পাবেন বেশ কিছু সংখ্যক উদারনৈতিক, অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, যাদের কাজ হল সরকারের অখ্যাতি। এর ফলে নিঃসন্দেহে জনমতের একটা বৃহদংশ শ্রমিক পার্টির অনুকূলে আসবে। এটা উদারনৈতিকদের কাছে যাবে না যারা বাইরে রয়েছেন, এটা যাবে শ্রমিক পার্টির কাছে, উপনির্বাচন তাই প্রমাণ করে।"

প্রসঙ্গক্রমে এই কথা বলা যায় যে এই যুক্তি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় বুর্জোয়াদের অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও কি পরিমাণে হতবুদ্ধি হয়ে যান এবং

কেমন করে ওরা সংশোধনের অযোগ্য ভুল না করে পারে না। এটাই সত্য ঘটনা হিসাবে বুর্জোয়াদের পতন নিয়ে আসবে। আমাদের লোকেরা অবশ্য ভুল করতে পারে ( অবশ্য যদি অত্যধিক পরিমাণে গম্ভীর না হয়ে ওঠে এবং সময় থাকতে ওদের ভুল সংশোধন করা হয় ) এবং তা সত্ত্বেও ওরাই জয়ী হবে।

দ্বিতীয় রাজনৈতিক তথ্যটি হল "বামপন্থী" কমিউনিস্ট সিলভিয়া প্যাঙ্কহার্স্ট' কর্তৃক উপস্থাপিত নিম্নোক্ত যুক্তিটি :

"......কমরেড ইস্টপিন [ বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টির সাধারণ সম্পাদক ] শ্রমিক পার্টির নাম উল্লেখ করেন শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনের প্রধান সংগঠন হিসাবে। বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টির অপর একজন কমরেড, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত তৃতীয় আন্তর্জাতিকে বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টির অবস্থাকে জোরালোভাবে উপস্থিত করেছেন। তিনি বলেছেন : "আমরা শ্রমিক পার্টিকে সংগঠিত শ্রমজীবী শ্রেণী বলে মনে করি।"

"আমরা শ্রমিক পার্টি সম্পর্কে এই অভিমতকে গ্রহণ করি না। শ্রমিক পার্টি সংখ্যার দিক থেকে বৃহৎ যদিও এর সদস্যবৃন্দ বেশ কিছু পরিমাণ সক্রিয় ও উদাসীন, এর মধ্যে মহিলা ও পুরুষ উভয়েই আছেন তাঁরা ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে রয়েছেন কারণ তাঁদের সহকর্মীরা ট্রেড ইউনিয়নপন্থী এবং পারস্পরিক বন্ধুত্বের সুবিধা ভাগ করে নিতে চান।

"কিন্তু আমরা জানি যে শ্রমিক পার্টির এই বিশাল আকৃতির কারণও এই ঘটনা যে এটা একদল চিন্তাবিদদের সৃষ্টি যার বাইরে বৃটিশ শ্রমজীবী শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আত্মপ্রকাশ করে নি যদিও মানুষের মনে বিরাট বিরাট পরিবর্তন কাজ করে চলেছে যা এক্ষুণি ঘটনাবলীকে পাল্টে দেবে......

"বৃটিশ শ্রমিক পার্টি অন্যান্য রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক দেশপ্রেমিক সংগঠনসমূহের মত সমাজের স্বাভাবিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী রূপে ক্ষমতায় আসবে। এটা হল একমাত্র কমিউনিস্টদের দায়িত্ব, শক্তিকে সংহত করা, যা উৎখাত করবে সমাজতান্ত্রিক দেশপ্রেমিকদের

এবং এই দেশে আমরা ঐ কাজ ক'রতে আর দেরী অথবা দ্বিধা করব না।

আমরা অবশ্যই শ্রমিক পার্টির শক্তি বৃদ্ধির জন্যে আমাদের শক্তি নিঃশেষ করব না। ওরা যে ক্ষমতায় আসবে সেটা অবধারিত। আমরা অবশ্যই সংহত হব একটা কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তুলবার জন্যে যা একে পরাজিত করবে। শ্রমিক পার্টি শীগগিরই একটা সরকার গঠন করবে, বিপ্লবী বিরোধিতা অবশ্যই প্রস্তুত থাকবে একে আক্রমণ করার জন্যে......"

এইভাবে উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা ঐতিহাসিক "দুই পার্টি" ব্যবস্থাকে বর্জন (শোষকদের) করছে যা বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতায় পবিত্র বলে স্বীকৃত ছিল এবং শোষকদের পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক ছিল, এখন ওরা শ্রমিক পার্টির বিরুদ্ধে এই দুটো পার্টির মধ্যে ঐক্যের প্রয়োজন অনুভব করছে। নিমজ্জমান জাহাজের ইঁদুরের মত বেশকিছু সংখ্যক উদারনৈতিক, শ্রমিক পার্টিতে যোগ দিচ্ছে। "বামপন্থী" কমিউনিস্টরা বিশ্বাস করে যে শ্রমিক পার্টির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর অবশ্যম্ভাবী এবং স্বীকার করে যে তাদের পেছনে অধিকাংশ শ্রমিকের সমর্থন আছে। এর থেকেই ওরা এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তে আসে যাকে কমরেড সিলভিয়া প্যাঙ্কহার্স্ট নিম্নোক্তভাবে সূত্রায়িত করেছেন :

"কমিউনিস্ট পার্টি অবশ্যই আপস করবে না......কমিউনিস্ট পার্টি তার নীতিকে বিশুদ্ধ এবং সংস্কারের স্বাধীনতাকে অলঙ্ঘনীয় রাখবে; এর লক্ষ্য হল পথের নির্দেশ দেওয়া, এপাশ ওপাশ না ঘুরে এবং কখনও না থেমে, সোজা সাম্যবাদী বিপ্লবের দিকে।"

বিপরীত দিকে ঘটনাটি এই যে অধিকাংশ বৃটিশ শ্রমিক এখনও বৃটিশ কেরেনস্কি অথবা সিডম্যানদের নেতৃত্বই অনুসরণ করে চলেছে এবং এইসব ব্যক্তির দ্বারা গঠিত সরকারের কোন অভিজ্ঞতা অর্জন করে নি—এমন একটা অভিজ্ঞতা রাশিয়া ও জার্মানীতে যার প্রয়োজন ছিল জনতার ব্যাপক অংশের সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সুনিশ্চিত করতে—যা নিঃসন্দেহে আভাস দেয় যে বৃটিশ কমিউনিস্টদের সংসদীয় ক্রিয়াকলাপে অংশ গ্রহণ করা উচিত এবং সংসদের ভেতর থেকে শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক অংশকে বাস্তবক্ষেত্রে হেণ্ডারসন

ও স্নোডেন সরকারের কার্যকলাপের ফলাফল দেখতে সাহায্য করা উচিত এবং হেণ্ডারসন ও স্নোডেনদের সাহায্য করা উচিত লয়েড জর্জ ও চার্চিলের সম্মিলিত শক্তিকে পরাজিত করার জন্যে। অন্যথা করলে এর অর্থ দাঁড়াবে বিপ্লবের মূল উদ্দেশ্যের ক্ষতিসাধন করা যেহেতু শ্রমজীবী শ্রেণীর অধিকাংশের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন না ঘটলে বিপ্লব অসম্ভব, যে পরিবর্তন আসবে জনগণের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে, শুধুমাত্র প্রচারের দ্বারা নয়। "আপসবিহীন পথ নির্দেশ এবং কোন দিকে না ফিরে" এই শ্লোগানটি স্পষ্টতঃই ভুল, যদি এটা শ্রমিকদের যথার্থ নিষ্ক্রিয় সংখ্যালঘু অংশ থেকে আসে, যারা জানে ( অথবা যে কোন অবস্থাতেই জানা উচিত ) লয়েড জর্জ ও চার্চিলের বিরুদ্ধে হেণ্ডারসন ও স্নোডেনরা জয়লাভ করে তাহলে অধিকাংশই তাদের নেতৃবর্গের সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়বে এবং কমিউনিজমকে সমর্থন করতে শুরু করবে ( অথবা যে কোন অবস্থায়ই একটা নিরপেক্ষতার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করবে এবং তা হবে প্রধানতঃ কমিউনিজমের প্রতি সহানুভূতি-সূচক নিরপেক্ষতা )। এটা যেন এই রকম যে ১০,০০০ হাজার সৈন্যের একটা দল নিজেরাই ৫০,০০০ শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে, যখন উপযুক্ত সময়, তখন "থাম", "এড়িয়ে যাবার কৌশল অবলম্বন কর" অথবা "আপস"ও করতে পার যাতে শক্তি বৃদ্ধির জন্যে আরও ১০,০০০০ সৈন্য এসে না পৌঁছন পর্যন্ত সময় পাওয়া যায়, যারা, পথিমধ্যে কিন্তু এক্ষুণি লড়াইতে নামতে পারছে না। এটা হল বুদ্ধিজীবীদের ছেলেমানুষী, বিপ্লবী শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ কৌশল নয়।

বিপ্লবের মূলনীতি যা সমস্ত বিপ্লবের দ্বারাই অনুমোদিত হয়েছে বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর তিন তিনটে রুশ বিপ্লবের দ্বারা তা হল নিম্নরূপ : বিপ্লব সংঘটিত হতে গেলে নির্যাতিত জনগণের পক্ষে পুরনো ধাঁচে জীবনধারণের অসম্ভাব্যতা উপলব্ধি করলেই এবং পরিবর্তনের জন্যে দাবী জানালেই যথেষ্ট হবে না কারণ বিপ্লব সংঘটিত হতেগেলে এটা আবশ্যিক যে শোষকরা পুরানো পন্থায় বাঁচতে ও শাসন চালাতে সক্ষম হচ্ছে না। একমাত্র তখনই বিপ্লব সফল হতে পারে যখন "নিম্নতর শ্রেণী" আর পুরানো ধারায় বাঁচতে চায় না এবং "উচ্চতর শ্রেণী" পুরানো পন্থায় আর শাসন চালাতে পারে না। এই সত্যটিকে অন্যভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে : একটি সর্বব্যাপক জাতীয় সংকট ব্যতিরেকে বিপ্লব অসম্ভব (যা প্রভাবিত করবে শোষক ও শোষিত উভয়কে)।

এর থেকে পাওয়া যায় যে একটা বিপ্লব সংঘটিত হতে গেলে এটা আবশ্যিক যে প্রথমতঃ শ্রমিক শ্রেণীর অধিকাংশ (অথবা অন্ততঃপক্ষে শ্রেণী সচেতন, চিন্তাশীল এবং রাজনৈতিক দিক থেকে সক্রিয় শ্রমিকবৃন্দের অধিকাংশ) পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করবে যে বিপ্লবের প্রয়োজন আছে এবং ওরা এর জন্যে মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত; দ্বিতীয়তঃ শাসক শ্রেণী সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে সংকটের মধ্য দিয়ে যাবে, যা অত্যন্ত পশ্চাৎপদ জনসাধারণকেও রাজনীতিতে টেনে আনে (প্রকৃত বিপ্লবের লক্ষণ হল শ্রমিক শ্রেণী ও নির্যাতিত জনগণের সংখ্যা দ্রুত দশ থেকে একশগুণ বৃদ্ধি—যারা পূর্বে নিষ্ক্রিয় ছিল—যারা রাজনৈতিক সংগ্রাম চালাতে সক্ষম) যার ফলে সরকার দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বিপ্লবীদের কাছে সহজ হয়ে ওঠে তাকে উৎখাত করা।

ঘটনা প্রসঙ্গে লয়েড জর্জের বিবৃতির মধ্যেও দেখা যাবে যে সফল প্রোলেতারীয় বিপ্লবের জন্য উভয় শর্তই গ্রেট বৃটেনে সুস্পষ্টরূপে পরিণতির দিকে যাচ্ছে। বর্তমান মুহূর্তে বামপন্থী কমিউনিস্টদের ভুলভ্রান্তিগুলো অত্যন্ত বিপজ্জনক কারণ বিপ্লবীদের কতকাংশ এর প্রতিটি শর্তের প্রতি যথেষ্ট চিন্তা, মনোযোগ, বুদ্ধিমত্তা ও চতুর দৃষ্টিভঙ্গী প্রদর্শন করছেন না। আমরা যদি বিপ্লবী শ্রেণীর পার্টি হই, শুধুমাত্র একটি বিপ্লবী গোষ্ঠীর পার্টি না হই এবং আমরা যদি চাই জনসাধারণ আমাদের অনুসরণ করবে (এবং আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত না তা অর্জন করছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের বাকসর্বস্ব হয়ে ঝুঁকি নিয়ে থাকতে হবে) তাহলে আমরা অবশ্যই হেণ্ডারসন অথবা স্নোডেনকে সাহায্য করব লয়েড জর্জ এবং চার্চিলকে পরাজিত করার জন্যে (অথবা বরং প্রথমোক্তকে বাধ্য করব শেষোক্তকে পরাজিত করার জন্যে কারণ প্রথমোক্ত ব্যক্তি ওদের জয়লাভের সম্ভাবনায় ভীত!), দ্বিতীয়তঃ আমরা শ্রমজীবী শ্রেণীর অধিকাংশকে সাহায্য করব তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে স্থির নিশ্চয় হতে যে আমরা সঠিক পথে চলছি অর্থাৎ হেণ্ডারসন ও স্নোডেনরা কোন কাজের নয় এবং ওরা পাতি-বুর্জোয়া এবং প্রকৃতিগত ভাবে বিশ্বাসঘাতক এবং ওদের দেউলিয়া হওয়া অবশ্যম্ভাবী; তৃতীয়তঃ আমরা সেই মুহূর্তের নিকটবর্তী আসব, যখন হেণ্ডারসনের অধীনে অধিকাংশ শ্রমিকের হতাশার ভিত্তিতে জয়লাভের উজ্জ্বলতর সুযোগ আসবে হেণ্ডারসনের সরকারকে তৎক্ষণাৎ উৎখাত করার; কারণ যদি অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং ক্ষমতাবান লয়েড জর্জ, পাতি নয় বৃহৎ বুর্জোয়া, আতঙ্ক প্রকাশ

করেন এবং ক্রমেই নিজেকে দুর্বল করে ফেলেন (এবং সামগ্রিকভাবে বুর্জোয়াদের), আজ চার্চিলের সঙ্গে এবং আগামীকাল এ্যাসকুইথের সঙ্গে মত বিরোধের ফলে, তাহলে হেণ্ডারসন সরকারের আতঙ্ক কত বেশী হবে!

আমি বিষয়টাকে আরও সুস্পষ্টরূপে উত্থাপন করব। আমার মতে বৃটিশ কমিউনিস্টদের উচিত তাদের গোষ্ঠীসহ চারটি পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করা তৃতীয় আন্তর্জাতিকের নীতির ভিত্তিতে একটি মাত্র কমিউনিস্ট পার্টিতে পরিণত করে এবং সংসদে অংশ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করে। কমিউনিস্ট পার্টির উচিত হেণ্ডারসন ও স্নোডেনদের কাছে নির্বাচনী "আপস" চুক্তির প্রস্তাব দেওয়া : লয়েড জর্জ এবং রক্ষণশীলদের জোটের বিরুদ্ধে যুক্তভাবে লড়াই করা যাক, শ্রমিক পার্টি এবং কমিউনিস্ট পার্টির স্বপক্ষে প্রদত্ত শ্রমিক ভোটের অনুপাত অনুসারে পার্লামেন্টের আসন ভাগাভাগি করে নেওয়া যাক (নির্বাচনে নয়, বিশেষ ভোটে) এবং আন্দোলন, প্রচার এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপের পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা করা যাক। অবশ্য শেষোক্ত শর্তটি ব্যতিরেকে আমরা জোটবদ্ধ হতে রাজী হতে পারি না কারণ তার দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে; বৃটিশ কমিউনিস্টরা অবশ্যই দাবী করবে এবং পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা করবে হেণ্ডারসন ও স্নোডেনদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে ঠিক সেই পন্থায় যেমন (পনের বছরের জন্যে ১৯০৩-১৭) রুশ বলশেভিকরা এটাকে পেয়েছিল রুশ হেণ্ডারসন ও স্নোডেনদের কাছ থেকে অর্থাৎ মেনশেভিকদের কাছ থেকে।

যদি হেণ্ডারসন এবং স্নোডেনরা এই সমস্ত শর্তে জোটবদ্ধ হতে রাজী হয় তাহলে আমরা লাভবান হব, কারণ সংসদের আসন সংখ্যা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়, আমরা আসনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠি নি। আমরা এই ক্ষেত্রে নরম হব (অথচ হেণ্ডারসনরা বিশেষ করে তাদের নতুন বান্ধবেরা অথবা নয়া প্রভুরা অর্থাৎ উদারনৈতিকরা যারা স্বতন্ত্র শ্রমিক পার্টিতে যোগ দিয়েছে তারা আসনের জন্যে অত্যন্ত আগ্রহী)। আমরা লাভবান হব কারণ আমরা জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলন চালিয়ে যাব এমন একটা সময়ে যখন লয়েড জর্জ নিজেই ওদের "উস্কানী" দেবেন এবং আমরা তখন শুধু যে শ্রমিক পার্টি কেন্দ্র ও সরকার গঠনে মদৎ দেব তা নয় জনসাধারণকেও এই কমিউনিস্ট প্রচার উপলব্ধি করতে সাহায্য করব। যা হেণ্ডারসনদের বিরুদ্ধে আমরা চালিয়ে যাব ভুল ভ্রান্তি ও বাকসংযম ব্যতিরেকে।

যদি হেণ্ডারসন এবং স্নোডেনরা এই সব শর্তে আমাদের সঙ্গে জোট বাঁধতে অস্বীকার করে তাহলে আমরা আরও বেশী লাভবান হব কারণ এইমাত্র আমরা জনসাধারণকে দেখিয়েছি (লক্ষ্য করুন, এমন কি বিশুদ্ধ মেনশেভিক এবং পুরোপুরি সুবিধাবাদী স্বতন্ত্র শ্রমিক পার্টির অধঃস্তন কর্মীরাও সোভিয়েতের পক্ষে) যে হেণ্ডারসনরা সমস্ত শ্রমজীবী শ্রেণীর ঐক্যের চাইতে পুঁজিপতিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপনে বেশী আগ্রহী।

জনসাধারণের দৃষ্টিতে আমরা এক্ষুনি লাভ করব, যে জনসাধারণ লয়েড জর্জ প্রদত্ত চমৎকার, অত্যন্ত সঠিক এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যার (কমিউনিজমের কাছে) পর লয়েড জর্জ রক্ষণশীল জোটের বিরুদ্ধে সমস্ত শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ করার ধারণার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠবে। আমাদের আশু লাভ হবে কারণ আমরা জনসাধারণের কাছে প্রদর্শন করতে পারি যে হেণ্ডারসন ও স্নোডেনরা লয়েড জর্জকে পরাজিত করতে ভয় পায়, একা ক্ষমতা গ্রহণ করতে ভয় পায় এবং গোপনে লয়েড জর্জের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করছে, যে লয়েড জর্জ প্রত্যক্ষভাবে শ্রমিক পার্টির বিরুদ্ধে রক্ষণশীলদের দিকে তাঁর সাহায্যের হাত প্রসারিত করে দিয়েছেন। এটা লক্ষ্য করা উচিত যে রাশিয়াতে ১৯১৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারীর বিপ্লবের পর (প্রাচীন পদ্ধতি) মেনশেভিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে বলশেভিকদের প্রচার (অর্থাৎ রুশ হেণ্ডারসন ও স্নোডেনদের বিরুদ্ধে) এই ধরনের বিশিষ্ট একটি অবস্থা থেকেই লাভবান হয়েছিল। আমরা মেনশেভিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীদের বলেছিলাম: বুর্জোয়াদের বাদ দিয়ে পূর্ণ ক্ষমতা গ্রহণ কর কারণ সোভিয়েতসমূহে তোমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে (সোভিয়েতসমূহের প্রথম সারা রাশিয়া কংগ্রেসে, ১৯১৭ সালের জুন মাসে, বলশেভিকদের শতকরা মাত্র তেরটি ভোট ছিল)। কিন্তু রুশ হেণ্ডারসন ও স্নোডেনরা বুর্জোয়াদের বাদ দিয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করতে ভয় পেয়েছিল এবং যখন বুর্জোয়ারা আইন সভার নির্বাচন স্থগিত রাখল এই বিষয়টি ভালভাবে বুঝবার পর যে নির্বাচনের ফলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী ও মেনশেভিকরা•

• ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে রাশিয়ার আইনসভার নির্বাচনের ফলাফল, যার ভিত্তি ছিল ৩৬,০০০,০০০ ভোটারের ভোট, তা হল নিম্নরূপ: বলশেভিকরা পেয়েছিল সমগ্র ভোটের ২৫ শতাংশ; ভূস্বামী এবং বুর্জোয়া-

সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে (যারা একটা নিবিড় রাজনৈতিক জোট গঠন করেছিল যা প্রকৃতপক্ষে প্রতিনিধিত্ব করত পাতি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রের) তখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী ও মেনশেভিকরা উৎসাহ নিয়ে ও সুসম্বদ্ধভাবে এই বিলয়ের বিরোধিতা করতে সক্ষম হল না।

হেণ্ডারসন এবং স্নোডেনরা যদি কমিউনিস্টদের সঙ্গে জোট বাঁধতে অস্বীকার করে তাহলে শেষোক্তরা তৎক্ষণাৎ জনসাধারণের সহানুভূতি অর্জন করে এবং হেণ্ডারসন ও স্নোডেনদের নিন্দা করে লাভবান হবে, যদি এর ফলে আমরা দু একটা পার্লামেন্টারী আসন হারাইও তাহলেও এটা আমাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়।

আমরা মাত্র গুটি কয়েক প্রার্থী দাঁড় করাব এবং তাদের সেই সব নির্বাচন কেন্দ্রে যে সব কেন্দ্র সম্পর্কে আমরা সুনিশ্চিত, যেমন সেই সব নির্বাচন কেন্দ্র যেখানে আমাদের প্রার্থীরা শ্রমিক প্রার্থীর বিনিময়ে কোন আসনই উদারনৈতিকদের ছেড়ে দেবে না। আমরা নির্বাচনী প্রচারে অংশ গ্রহণ করব, কমিউনিজমের জন্যে আন্দোলন করার প্রচার-পত্র বিলি করব এবং যে সব নির্বাচন কেন্দ্রে আমাদের কোন প্রার্থী নেই সেখানে আমরা ভোটারদের কাছে দাবী করব শ্রমিক প্রার্থী'র পক্ষে এবং বুর্জোয়া প্রার্থীর বিপক্ষে ভোট দেবার জন্যে। কমরেড সিলভিয়া প্যাঙ্কহার্স্ট এবং গালাচার ভুল চিন্তা করেছেন যে এটা কমিউনিজমের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা অথবা সামাজিক বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বর্জন। বিপরীতপক্ষে এর দ্বারা কমিউনিস্ট বিপ্লবের আদর্শ নিঃসন্দেহে লাভবান হবে।

বর্তমানে বৃটিশ কমিউনিস্টরা প্রায়ই জনসাধারণের মুখোমুখি হতেও ভয় পান এবং এমন কি তাদের কোন বক্তব্য শুনতেও ভয় পান। আমি যদি একজন কমিউনিস্ট হিসাবে বেরিয়ে এসে ওদের বলি হেণ্ডারসনের পক্ষে এবং লয়েড জর্জের বিপক্ষে ভোট দিন তাহলে ওরা নিশ্চয়ই আমাকে কিছু শুনিয়ে দেবে। এবং আমি জনপ্রিয় পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হব কেবলমাত্র কেন সোভিয়েতসমূহ পার্লামেন্টের চাইতে শ্রেষ্ঠতর এবং কেন চার্চিলের একনায়কত্বের চাইতে প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্ব শ্রেষ্ঠতর

দের বিভিন্ন পার্টি পেয়েছিল ১৩ শতাংশ, আর পাতি-বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পার্টিগুলো অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী, মেনশেভিক এবং এই ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী পেয়েছিল ৬২ শতাংশ ভোট।

( বুর্জোয়া "গণতন্ত্রের" বিজ্ঞাপন এঁটে ছদ্মবেশ ধারণ করে আছে ) তাইই নয়, এটাও ব্যাখ্যা করব যে আমার ভোটের দ্বারা আমি হেণ্ডারসনকে ঠিক সেইভাবে সমর্থন করব যেভাবে একটি দড়ি ধরে একজন ফাঁসি কাঠে ঝোলা ব্যক্তিকে করে—এবং হেণ্ডারসনদের দ্বারা গঠিত আসন্ন সরকার প্রমাণ করবে যে আমি সঠিক এবং জনগণের ব্যাপক অংশকে আমার পক্ষে নিয়ে আসবে এবং হেণ্ডারসন ও স্নোডেনদের রাজনৈতিক মৃত্যু ত্বরান্বিত করবে যেমন ওদের প্রিয় সত্তার পরিণতি হয়েছিল রাশিয়া ও জার্মানীতে।

যদি প্রতিবাদ উত্থিত হয় যে এইসব কৌশল জনসাধারণের বুঝবার পক্ষে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল, এই কৌশলগুলো আমাদের শক্তিকে খণ্ড খণ্ড করে দেবে, সোভিয়েত বিপ্লবের ক্ষেত্রে ওদের সংহত করতে বাধা দেবে ইত্যাদি তখন আমি "বামপন্থী" প্রতিবাদকারীদের জবাব দেব এই বলে যে : তোমাদের মতান্ধতাকে জনসাধারণের ওপর আরোপ করো না। রুশ জনসাধারণ যে বৃটেনের সাধারণ মানুষের চাইতে বেশী শিক্ষিত নয় এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ; যদি কিছু হয় তাহলে ওরা তার চাইতেও কম। কিন্তু তবুও জনসাধারণ বলশেভিকদের উপলব্ধি করেছিল এবং এই ঘটনাটি যে ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরে সোভিয়েত বিপ্লবের প্রাক্কালে বলশেভিকরা বুর্জোয়া পার্লামেন্টের জন্যে ওদের প্রার্থী দিয়েছিল ( আইনসভা ) এবং সোভিয়েত বিপ্লবের এক দিন পর ১৯১৭ সালের নভেম্বরে এই আইনসভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল যার থেকে ওরা মুক্ত হয়েছিল ৫ই জানুয়ারী ১৯১৮ সালে—এর দ্বারা বলশেভিকদের কোন ক্ষতি হয় নি বরং তাদের সহায়ক হয়েছিল।

আমি ব্রিটিশ কমিউনিস্টদের মধ্যে মতপার্থক্যের দ্বিতীয় বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা করতে পারি না—অর্থাৎ শ্রমিক পার্টির অনুমোদন অথবা অননুমোদন সম্পর্কিত প্রশ্ন। এই বিষয়ে আমার হাতে খুব সামান্য পরিমাণ নথিপত্র আছে যা অত্যন্ত জটিল তার কারণ বৃটিশ শ্রমিক পার্টির অদ্বিতীয় চরিত্র যার গঠন ইউরোপীয় মহাদেশের স্বাভাবিক রাজনৈতিক পার্টি সংগঠনের থেকে ভিন্নতর। এটা অবশ্য সন্দেহের উর্ধ্বে যে প্রথমতঃ এই প্রশ্নেও যারা বিপ্লবী প্রোলেতারিয়েতের কৌশল বার করার চেষ্টা করেন এই ধরনের নীতির মধ্যে থেকে যেমন : কমিউনিস্ট পার্টি অবশ্যই তার নীতি বিশুদ্ধ রাখবে এবং সংস্কারের স্বাধীনতাকে অলঙ্ঘনীয় রাখবে ; তার লক্ষ্য হল পথনির্দেশ দেওয়া,

কখনও না থেমে এবং কোন দিকে না ফিরে, সোজা কমিউনিস্ট বিপ্লবে দিকে"—তা ভ্রান্ত হতে বাধ্য। এই সব নীতি হল ফরাসী ব্লাংকুইস্ট কমিউনবাসীদের দ্বারা কৃত ভুলের পুনরাবৃত্তি মাত্র, যে কমিউনবাসীরা সর্বপ্রকার আপস ও সর্বপ্রকার মধ্যবর্তী স্তর বর্জন করেছিলেন ১৮৭৪ সালে। দ্বিতীয়তঃ এটা সন্দেহের উর্ধ্বে যে এই প্রশ্নেও, যেমন সর্বদা হয়ে থাকে, দায়িত্ব হল, কমিউনিজমের সাধারণ ও মৌলিক নীতির ওপর, শ্রেণী ও পার্টিসমূহের সুনির্দিষ্ট সম্পর্কের ওপর, কমিউনিজমের অভিমুখে বস্তুগত উন্নতির সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রয়োগ কৌশল করায়ত্ত করা যা ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের যার সম্পর্কে আমাদের আবিষ্কার, অনুশীলন এবং পূর্বাভাস দিতে সক্ষম হবে।

এটা অবশ্য আলোচিত হওয়া উচিত তবে কেবলমাত্র বৃটিশ সমাজতন্ত্রের প্রসঙ্গে নয় সাধারণ সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে সমস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে কমিউনিজমের বিকাশ সম্পৃকিত বিষয়। আমরা এখন এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হব।

১০।

## কতিপয় সিদ্ধান্ত

১৯০৫ সালের রুশ বুর্জোয়া বিপ্লব বিশ্ব ইতিহাসে একটি সম্পূর্ণ নতুন বাঁকের উদ্ঘাটন করে: সব চাইতে বেশী পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে একটিতে ধর্মঘট আন্দোলন এমন একটা সুযোগ এবং ক্ষমতা অর্জন করেছিল পৃথিবীতে যার তুলনা নেই। ১৯০৫ সালের প্রথম মাসেই ধর্মঘটীদের সংখ্যা গত দশ বছরের (১৮৯৫-১৯০৪) বাৎসরিক গড় হিসেবের চাইতে দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯০৫ সালের জানুয়ারী থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সব সময় ধর্মঘট বেড়েই চলল এবং শেষ পর্যন্ত একটা বিশাল আকার ধারণ করল। কয়েকটি অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক অবস্থার প্রভাবের ফলে পশ্চাৎপদ রাশিয়াই সর্বপ্রথম বিশ্বকে দেখাল যে বিপ্লবের সময় নির্যাতিত জনসাধারণের স্বাধীন ক্রিয়াকর্ম শুধুমাত্র অসম্ভব দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পায় নি (সব মহান বিপ্লবেই এইরকম ঘটেছে) মোট জনসংখ্যার অনুপাতে প্রোলেতারিয়েতের গুরুত্ব বৃদ্ধি

পেয়েছে অপরিমেয়রূপে ; সে প্রদর্শন করছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ধর্মঘটসমূহের একটা সমঝোতা ; শেষোক্তটির সঙ্গে যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দিকে এগোচ্ছে এবং সৃষ্টি করছে সোভিয়েতসমূহকে যা একটি নতুন ধরনের গণ-সংগ্রাম এবং পুঁজিবাদের দ্বারা নির্যাতিত শ্রেণীসমূহের গণ সংগঠন।

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী ও অক্টোবরের বিপ্লবের ফলস্বরূপ সারা দেশ-ব্যাপী সার্বিক উন্নতি সংঘটিত হয়েছিল এবং প্রোলেতারীয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়লাভ সম্ভব হয়েছিল। দু বছরেরও কম সময়ের মধ্যে, সোভিয়েত-সমূহের আন্তর্জাতিক চরিত্র, এই ধরনের সংগ্রাম ও সংগঠন বিশ্বের সমগ্র শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল, কবর খননকারী হিসেবে সোভিয়েতসমূহের ঐতিহাসিক ভূমিকা এবং বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থা এবং সাধারণভাবে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের উত্তরাধিকার সম্পর্কে সব কিছুই পরিষ্কার হয়ে গেল।

কিন্তু এটাই সবকিছু নয়। সমস্ত দেশে শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনের ইতিহাস এখন দেখায় যে সে একটা সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যাবার মত অবস্থায় এসে পড়েছে যে সংগ্রাম শুরু করেছে কমিউনিজম আকস্মিকভাবে এবং শক্তি অর্জন করে চলেছে এবং অগ্রসর হচ্ছে জয়লাভের পথে—প্রধানতঃ মেন-শেভিকবাদের বিরুদ্ধে অর্থাৎ সুবিধাবাদ ও সোশ্যাল শভিনিজমের বিরুদ্ধে (প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন) এবং তারপর সম্পূরক হিসাবে বলা যায় বামপন্থী কমিউনিজমের বিরুদ্ধে। পূর্বেকার সংগ্রাম এখন বিস্তৃত হয়েছে সমস্ত রাষ্ট্রে আপাতদৃষ্টিতে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক (পূর্ব থেকেই মৃতবৎ) এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের মধ্যে লড়াই হিসাবে কোন বাছবিচার না করে। শেষোক্ত সংগ্রামকে এখন দেখতে পাওয়া যাবে জার্মানী, গ্রেট বৃটেন, ইতালি, আমেরিকা (যে কোন ভাবেই হোক বিশ্বের শিল্প শ্রমিকদের নির্দিষ্ট একটা অংশ এবং সন্ত্রাস-সিণ্ডিক্যালপন্থী ঝোঁক বামপন্থী কমিউনিস্ট ভুল-ভ্রান্তিগুলোকেই রক্ষা করে প্রায় সর্বজনীন এবং উদারভাবে স্বীকৃত সোভিয়েত ব্যবস্থার পাশাপাশি) এবং ফ্রান্সে (রাজনৈতিক পার্টি এবং সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতি প্রাক্তন সিণ্ডিক্যালপন্থীদের একাংশের দৃষ্টিভঙ্গী ও সোভিয়েত ব্যবস্থাকে নেওয়ার পক্ষে) ; অন্যভাবে, লড়াই নিঃসন্দেহে পরিচালিত হচ্ছে শুধু আন্তর্জাতিক স্তরেই নয়, বিশ্বব্যাপী।

কিন্তু শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলন যখন সর্বত্র তার ভেতর দিয়েই

যা প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করার জন্যে একই ধরনের প্রস্তুতি চালাবার শিক্ষালয়, সে তখন প্রতিটি রাষ্ট্রে তার নিজস্ব ধারায় সেই উন্নতিই লাভ করছে। বৃহৎ এবং উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো বলশেভিকদের চাইতেও অধিকতর দ্রুতগতিতে এই পথে ভ্রমণ করছে যেখানে একটি সংগঠিত রাজনৈতিক ঝোঁক হিসাবে জয়লাভের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করতে ইতিহাস পনর বছর সময় অনুমোদন করেছে। এক বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই তৃতীয় আন্তর্জাতিক একটি নির্ধারক জয়লাভ করেছে, সে অসৎ, সোশ্যাল-শাভিনিস্ট দ্বিতীয় আন্তর্জাতিককে পরাজিত করেছে যা মাত্র কয়েক মাস পূর্বেও ছিল তৃতীয় আন্তর্জাতিকের চাইতে তুলনাহীনভাবে শক্তিশালী, যাকে মনে হত স্থায়ী ও শক্তিশালীরূপে এবং বিশ্ব বুর্জোয়াদের কাছ থেকে সর্বপ্রকার সমর্থন পেত, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ, বস্তুগত (ক্যাবিনেটে স্থান, পাশপোর্ট এবং সংবাদপত্র) এবং আদর্শগত।

এখন প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের কমিউনিস্টদের কাছে অত্যাবশ্যক হল পূর্ণ সচেতনভাবে সুবিধাবাদ ও "বামপন্থী" মতান্ধতা এই উভয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মৌলিক লক্ষ্যকে হিসাবের মধ্যে ধরা এবং বাস্তব বৈশিষ্ট্য-গুলোকেও হিসাব করা যা এই সংগ্রাম গ্রহণ করে এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে গ্রহণ করে প্রতিটি রাষ্ট্রে এবং সামঞ্জস্য রক্ষা করে তার সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক চরিত্র, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও জাতীয় গঠন (আয়ারল্যাণ্ড ইত্যাদি) উপনিবেশ, ধর্মগত ভেদাভেদ, ইত্যাদির সঙ্গে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্পর্কে অসন্তোষ সর্বত্র অনুভূত হচ্ছে, ছড়াচ্ছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে, কারণ এর সুবিধা-বাদ এবং প্রকৃত কেন্দ্রীভূত ও প্রধান কেন্দ্র সৃষ্টি করার অক্ষমতা, যে কেন্দ্র বিপ্লবী প্রোলেতারিয়েতকে আন্তর্জাতিক কৌশল সহযোগে পরিচালিত করতে সক্ষম হবে বিশ্ব সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের জন্য তার সংগ্রামে। একথা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করতে হবে যে এই ধরনের একটি প্রধান কেন্দ্রকে গতানুগতিক, যন্ত্রের দ্বারা সমদ্বিখণ্ডিত এবং সংগ্রামের সাদৃশ্যপূর্ণ কৌশলগত নীতির ওপর কখনই গড়ে তোলা যাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত জনগণ ও রাষ্ট্র-সমূহের মধ্যে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পার্থক্যের অস্তিত্ব থাকবে এবং এগুলো বিদ্যমান থাকবে আরও বহুকাল ধরে এমন কি বিশ্বব্যাপী প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পরও থাকবে—ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত দেশের কমিউনিস্ট শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনের আন্তর্জাতিক কৌশলগত ঐক্যের

দাবী হবে, বিভিন্নতা দূর করা নয়, অথবা জাতীয় পার্থক্যসমূহকে চেপে রাখা নয়, (যা বর্তমানে উদ্ভট প্রশ্ন) তা হবে কমিউনিজমের মৌলিক নীতিসমূহের প্রয়োগ (সোভিয়েত শক্তি এবং প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্ব) যা সঠিকভাবে সংস্কার করবে এইসব নীতিকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, সঠিকভাবে উপযোগী করে নেবে এবং প্রয়োগ করবে জাতীয় ও জাতীয় রাষ্ট্রের পার্থক্যের ক্ষেত্রে। খুঁজে বার করা, অনুসন্ধান করা, পূর্বাভাস দেওয়া এবং উপলব্ধি করা, যা বাস্তবক্ষেত্রে জাতিগত দিক থেকে সুস্পষ্ট এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যার মধ্যে প্রত্যেকটি রাষ্ট্র একটিমাত্র আন্তর্জাতিক কর্তব্য দেখাশোনা করবে: শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যে সুবিধাবাদ এবং বামপন্থী মতান্ধতার ওপর জয়লাভ; বুর্জোয়াদের উৎখাত; একটি সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র এবং প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা ঐতিহাসিক কালের এইগুলোই হল মূল কাজ যা সমস্ত উন্নত রাষ্ট্রই করে চলেছে (কেবলমাত্র ওরাই নয়)। প্রধান বিষয়—যদিও অবশ্য আর সব কিছু থেকেই অনেক দূরে—প্রধান বিষয়টি পূর্বেই অর্জিত হয়েছে: শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী বাহিনার সমর্থন পাওয়া গেছে, সংসদীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং সোভিয়েত সরকারের পক্ষে দাঁড়িয়েছে, প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বের পক্ষে এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে। সমস্ত প্রচেষ্টা এবং সমস্ত মনোযোগ এখন কেন্দ্রীভূত করতে হবে পরবর্তী পদক্ষেপের ওপর যাকে মনে হতে পারে—এবং কোন নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী থেকে—প্রকৃতপক্ষে কম গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অপরদিকে প্রকৃতপক্ষে কর্তব্যের বাস্তব সম্পাদনের নিকটবর্তী। এই পদক্ষেপ হল: রূপান্তরের আকার সন্ধান অথবা প্রোলেতারিয়েতের বিপ্লবের অভিগমন করা।

প্রোলেতারীয় অগ্রণী বাহিনীকে জয় করা হয়েছে আদর্শগতভাবে। এটাই হল প্রধান বিষয়। এটা ব্যতিরেকে জয়লাভের দিকে এক পাও এগোন যাবে না। কিন্তু সেটা এখনও জয়ের পথ থেকে বহু দূরে। শুধু অগ্রণী বাহিনী দিয়েই জয়লাভ করা যাবে না। সমগ্র শ্রেণী এবং জনগণের ব্যাপক অংশ কর্তৃক অগ্রণী বাহিনীর প্রতি প্রত্যক্ষ সমর্থন করা অথবা অন্ততঃপক্ষে এর প্রতি সহানুভূতি সূচক নিরপেক্ষতা রাখা অথবা শত্রুপক্ষের প্রতি সমর্থন তুলে নিয়ে নির্বাচিত স্থানে ঘাঁটি করার পূর্বেই, চূড়ান্ত লড়াইয়ের শুধুমাত্র অগ্রণী বাহিনীকে ছুড়ে দেওয়া শুধু মূর্খামিই নয়, অপরাধও হবে। প্রচার

এবং আন্দোলনই সমগ্র শ্রেণী এবং পুঁজির দ্বারা নির্যাতিত শ্রমিকশ্রেণীর বিশাল অংশকে এই রকম একটা দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করবে না। ঐ কাজের জন্যে জনসাধারণের নিজস্ব অভিজ্ঞতার অবশ্য প্রয়োজন। এটাই হল সমস্ত বিপ্লবের প্রাথমিক সূত্র যা প্রচণ্ড শক্তি ও সুস্পষ্টতা সহ স্বীকৃত হয়েছে শুধু রাশিয়াতেই নয়, জার্মানীতেও। দৃঢ়তার সঙ্গে কমিউনিজমের অভিমুখী হওয়ার জন্যে এটার প্রয়োজন ছিল শুধু মাত্র অজ্ঞ এবং অধিকাংশ কৃশীয় অশিক্ষিত জনগণের পক্ষেই নয়, জার্মানীর স্বাক্ষর এবং সুশিক্ষিত জনসাধারণের জন্যেও, তাদের নিজস্ব তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করার জন্যে, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নায়কবৃন্দের সরকারের চূড়ান্ত নীচতা, বুর্জোয়াদের চূড়ান্ত অসহায়তা ও হীনতা, অকার্যকারিতা ও মেরুদণ্ডহীনতাকে, তাদের একথা উপলব্ধি করতে হয়েছিল যে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের একনায়কতন্ত্র হল (রাশিয়ার কর্নিলভ ; জার্মানীতে ক্যাপ ও তার সহযোগিবৃন্দ) অবশ্যম্ভাবী রূপে প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বের একমাত্র বিকল্প।

আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনের শ্রেণীসচেতন অগ্রণী বাহিনীর অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টিসমূহ, গোষ্ঠী ও ঝোঁকগুলোর তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য হল ব্যাপক জনসাধারণকে (যারা এখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্লিপ্ত, অচেতন, সুপ্ত ও ঐতিহ্য অনুগামী) নতুন অবস্থানে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হওয়া অথবা কেবলমাত্র নিজস্ব পার্টিকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হওয়াই নয় এই বিশাল জনতাকে তাদের অগ্রগমনে ও নতুন অবস্থানে পরিবর্তিত হতে নেতৃত্বদানে সক্ষম হওয়া।

এদিকে প্রথম ঐতিহাসিক লক্ষ্য (সোভিয়েত শক্তি এবং শ্রমজীবী শ্রেণীর একনায়কত্বের পক্ষে প্রোলেতারিয়েতের শ্রেণীসচেতন অগ্রণী বাহিনীর সমর্থন অর্জন করা) সুবিধাবাদ ও সোশ্যাল-শভিনিজমের বিরুদ্ধে পূর্ণ আদর্শগত ও রাজনৈতিক জয়লাভ ব্যতিরেকে হয়ত সাধিত হত না। দ্বিতীয় ও আশু লক্ষ্য অর্থাৎ বিপ্লবে অগ্রণী বাহিনীর জয়লাভ সুনিশ্চিত করা ও বিশাল জনতাকে নতুন অবস্থানে পৌঁছে দিতে সক্ষম হওয়া, বামপন্থী মতান্ধতার অবসান এবং এর ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করা ব্যতিরেকে অর্জন করা যাবে না।

যতদিন পর্যন্ত (এবং যে পরিমাণে এখনও) কমিউনিজমের পক্ষে প্রোলে-তারিয়েতের অগ্রণী বাহিনীর সমর্থন অর্জন করার প্রশ্ন ছিল, ততদিন অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল এবং এখনও দেওয়া হয় প্রচারকার্যের প্রতি,

এমন কি এইসব পরিস্থিতির অধীনে প্রচারচক্রগুলো তাদের সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতা নিয়েও বেশ কার্যকরী এবং ভাল ফল দেখায়। কিন্তু যখন এটা বিশাল জনতার বাস্তব ক্রিয়াকর্মের প্রশ্ন হিসাবে দেখা দেয় অর্থাৎ বিশাল বাহিনীর প্রবণতা হিসাবে যদি কেউ এটাকে দেখাতে চান, একটি নির্দিষ্ট সমাজে সমস্ত শ্রেণী শক্তির সমঝোতা হিসাবে শেষ ও চূড়ান্ত লড়াই-এর জন্যে, তাহলে একমাত্র প্রচারধর্মী পদ্ধতিই অর্থাৎ "বিশুদ্ধ" কমিউনিস্ট সত্যগুলোকে পুনরাবৃত্তি করলেই কোন ফল হবে না। এইসব অবস্থায় হাজার হাজারের ওপর অবশ্যই আস্থা স্থাপন করা উচিত নয়, যেমন প্রচারকরা অন্তর্ভুক্ত থাকে ছোট ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে যারা কখনও ব্যাপক জনতাকে নেতৃত্ব দেয় নি; এইসব অবস্থায় লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটির ওপর অবশ্যই আস্থা স্থাপন করতে হবে। এই রকম অবস্থায় আমরা অবশ্যই আত্মজিজ্ঞাসা করব বিপ্লবী শ্রেণীর অগ্রণী বাহিনীর মধ্যে আমরা প্রত্যয় উৎপাদন করতে পেরেছি কি না এবং এটাও যে সমস্ত শ্রেণীর ঐতিহাসিক দিক থেকে কার্যকরী শক্তিসমূহ সুনিশ্চিতরূপে একটি নির্দিষ্ট সমাজের প্রতিটি শ্রেণী, কোন বাছ-বিচার না করে, এমনভাবে সাজান হয়েছে কি না যাতে চূড়ান্ত লড়াই হাতের কাছে এসে গেছে—এমনভাবে যেন (১) আমাদের বিরোধী সমস্ত শ্রেণীশক্তি যথেষ্ট পরিমাণে জড়িয়ে পড়েছে, পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত, একটি সংগ্রামে নিজেদের যথেষ্ট পরিমাণে দুর্বল করে ফেলেছে, (২) সর্বপ্রকার দোদুল্যমান, অস্থায়ী এবং অন্তর্বর্তী উপাদানসমূহ যেমন পাতি-বুর্জোয়া ও পাতি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা, বুর্জোয়াদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথকরূপে জনসাধারণের দৃষ্টির সামনে ভালভাবেই নিজেদের উন্মোচিত করেছে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে দেউলিয়া হয়ে নিজেদের সম্মান হানি ঘটিয়েছে, (৩) প্রোলেতারিয়েতের মধ্যে দৃঢ় সাহসী ও আত্মত্যাগমূলক বিপ্লবী ক্রিয়াকর্মের অনুকূলে বুর্জোয়া বিরোধী গণ-চেতনার সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রচণ্ড শক্তি অর্জন করছে। বিপ্লব বাস্তবিকই পরিণত অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, উপরে উল্লিখিত সমস্ত শর্ত ও সংক্ষিপ্তসারকে যদি আমরা সঠিকভাবে পরিমাপ করে থাকি এবং আমরা যদি উপযুক্ত-মুহূর্তকে বেছে নিয়ে থাকি তাহলে আমাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত।

তুচ্ছ জাতীয় পার্থক্য নিয়ে চার্চিল ও লয়েড জর্জের মধ্যে মতবিরোধ এই সব রাজনৈতিক ধরন একদিকে সমস্ত দেশেই এবং অন্যদিকে লয়েড জর্জ ও হেণ্ডারসনপন্থীদের মধ্যে যা বিদ্যমান আছে তা বিশুদ্ধ কমিউনিজমের দৃষ্টি-

কোণ (অর্থাৎ বিমূর্ত) থেকে নিতান্তই ক্ষুদ্র ও নগণ্য অর্থাৎ যে কমিউনিজম এমন অবস্থায় পৌঁছয়নি যেখান থেকে ব্যাপক জনগণ বাস্তব রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ শুরু করতে পারে। যাই হোক জনগণ কর্তৃক এই বাস্তব ক্রিয়াকলাপের দৃষ্টিকোণ থেকে এই মত পার্থক্যগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সব মতপার্থক্যকে গুরুত্ব দিতে এবং সেই মুহূর্ত নির্ধারণ করতে যখন এইসব বন্ধুদের মধ্যে অবধারিত সংঘর্ষ উপস্থিত হয় যা সমস্ত বন্ধুবর্গকে সম্মিলিত ভাবে দুর্বল করে তোলে এবং একটা চরম অবস্থায় এসে পৌঁছায় তখনই আসে একজন কমিউনিস্টের ভাবনা ও দায়িত্ব, যিনি কেবলমাত্র শ্রেণী সচেতন ও সন্দেহ বর্জিতরূপে চিন্তাধারার প্রচারকই নন, বিপ্লবের মধ্যে জনগণের কার্যকরী নেতাও। কমিউনিস্ট চিন্তাধারার সঙ্গে চূড়ান্ত আনুগত্যকে যুক্ত করা প্রয়োজন সর্বপ্রকার আপস মীমাংসার কলাকৌশল, জোড়া দেওয়া, ঘোর প্যাঁচ, পিছু হটা ইত্যাদির ক্ষমতাসহ যাতে সাফল্য অর্জনের গতি ত্বরান্বিত করা যায় এবং তারপর হেণ্ডারসনদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হরণ সম্ভব হয় (যারা ছিল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নায়ক, আমরা যদি পাতি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতিনিধিদের ব্যক্তিগতভাবে নামোল্লেখ না করি, যারা নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলে জাহির করেন); কার্যক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবীরূপে ওদের দেউলিয়া হওয়াকে ত্বরান্বিত করতে, যা জনগণকে আমাদের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করবে কমিউনিজমের দিকে, হেণ্ডারসন লয়েড জর্জ এবং চার্চিল-পন্থীদের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী বিরোধ, মতান্তর দ্বন্দ্ব এবং সম্পূর্ণ ভাঙাভাঙি ত্বরান্বিত করতে (মেনশেভিক, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী, নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্রী, রাজতন্ত্রী, সিডম্যানপন্থী, বুর্জোয়া ও ক্যাপিটালিস্টরা); উপযুক্ত মুহূর্ত নির্ধারণ করতে, যখন এইসব ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্র স্তম্ভগুলোর মধ্যে মনোমালিন্য চরম পর্যায়ে এসে পৌঁছাবে যাতে একটি নির্ধারক আক্রমণের মাধ্যমে প্রোলেতারিয়েত ওদের পরাভূত করবে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করবে।

সামগ্রিকভাবে ইতিহাস এবং বিশেষ করে বিপ্লবের ইতিহাস, সবচাইতে অগ্রসর শ্রেণীর অত্যন্ত শ্রেণী সচেতন অগ্রণী বাহিনী ও এমন কি শ্রেষ্ঠ পার্টিগুলো যা কল্পনা করেন তার চাইতে বিষয়বস্তুর দিক থেকে অনেক বেশী সম্পদশালী, অনেক বেশী বৈচিত্র্যময়, বিভিন্নতাময় এবং অনেক বেশী জীবন্ত ও অকপট। এটা চটপট বুঝতে পারা যায়, কারণ শ্রেষ্ঠতম অগ্রণীরাও

শ্রেণী সচেতনতা, ইচ্ছা ও হাজার হাজার মানুষের আবেগ ও কল্পনাকে প্রকাশ করেন অথচ বিরাট অভ্যুত্থানের মুহূর্তে এবং মানবিক সর্বপ্রকার ক্ষমতা প্রয়োগের মুহূর্তে বিপ্লব ঘটে যায় শত লক্ষ মানুষের শ্রেণী সচেতনতা, ইচ্ছা, আবেগ ও কল্পনার দ্বারা যা উদ্দীপিত হয়ে ওঠে তীব্র শ্রেণীসংগ্রামের দ্বারা। এর থেকে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে : প্রথমতঃ কর্তব্য সমাধা করতে বিপ্লবী শ্রেণীকে অবশ্যই যে কোন ধরনের সামাজিক ক্রিয়াকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হতে হবে ( রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল সমাপ্ত করার পর কখনও কখনও দারুণ ঝুঁকি ও সাংঘাতিক বিপদ নিয়ে ক্ষমতা দখলের পূর্বে যা সে সম্পূর্ণ করে নি ), দ্বিতীয়তঃ বিপ্লবী শ্রেণী একটা ধারার যায়গায় অপর একটি ধারাকে অত্যন্ত দ্রুত এবং কঠোরভাবে প্রতিষ্ঠা করতে অবশ্যই প্রস্তুত থাকবে।

যে কেউ অতি সহজেই মেনে নেবেন যে, যে সৈন্যদলে শত্রুর অধিকৃত বা তাদের অধিকারে থাকতে পারে এমন সব অস্ত্রশস্ত্র, রণকৌশল ও উপায়ের ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষালাভ করে না তারা অজ্ঞ অথবা অপরাধীর কাজ করছে। এটা যুদ্ধ কৌশলের প্রতি যতটা প্রযোজ্য তার চাইতে অধিক পরিমাণে প্রযোজ্য রাজনীতির ক্ষেত্রে। রাজনীতিতে আগেভাগেই এটা জানা খুব শক্ত সংগ্রামের কোন পদ্ধতির ব্যবহার ভবিষ্যতের বিশেষ একটি অবস্থায় আমাদের সহায়ক হবে! আমরা যদি সংগ্রামের প্রতিটি পদ্ধতির প্রয়োগ কৌশল না জানি, তাহলে আমাদের গভীর বিপদে পড়তে হতে পারে এবং কখনও বা চূড়ান্ত পরাজয়ও ঘটতে পারে। যদি অন্যান্য শ্রেণীর অবস্থানের মধ্যে আমাদের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন পরিবর্তন কোন একপ্রকার কার্যাবলীকে আমাদের সামনে উপস্থিত করে যেখানে আমরা বিশেষভাবে দুর্বল। যদি অবশ্য আমরা সংগ্রামের সমস্ত কৌশল প্রয়োগ করতে শিখি তাহলে জয়লাভ সুনিশ্চিত হবে, কারণ আমরা প্রতিনিধিত্ব করি প্রকৃত অগ্রগামী ও প্রকৃত বিপ্লবী শ্রেণীর এমন কি যদি আমরা অবস্থার শত্রুর পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক অস্ত্র ব্যবহার করতে নাও পারি অর্থাৎ যে অস্ত্র দ্রুততম বেগে চরম আঘাত হানতে পারে। অভিজ্ঞতাহীন বিপ্লবীরা প্রায়ই ভেবে থাকেন যে সংগ্রামের বৈধ পদ্ধতিগুলো সুবিধাবাদী ব্যাপার কারণ এই ক্ষেত্রে বুর্জোয়ারা অত্যন্ত ঘন ঘন শ্রমিকদের প্রতারিত করেছে (বিশেষ করে বিপ্লব-হীন শান্তির সময়ে) অথচ সংগ্রামের অবৈধ পদ্ধতি হল হল বিপ্লবী। এটা

অবশ্য ভুল। সত্য হল এই যে ঐ সব পার্টি এবং নেতৃবৃন্দ হল সুবিধাবাদী এবং শ্রমজীবী শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতক, যে শ্রমজীবীরা সেইসব অবস্থায় সংগ্রামের অবৈধ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে অক্ষম অথবা অনিচ্ছু (বলবে না, "আমি পারি না" বলবে, "আমি করব না") যে অবস্থা ছিল ১৯১৪-১৮ সালের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় যখন সবচাইতে বেশী স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বুর্জোয়ারা নির্লজ্জভাবে এবং নিষ্ঠুরভাবে শ্রমিকদের প্রবঞ্চিত করেছিল এবং লুণ্ঠনমূলক যুদ্ধের সত্যতাকে হত্যা করেছিল। কিন্তু যে সব বিপ্লবী সংগ্রামের বৈধ আকারের সঙ্গে অবৈধ আকারের সংগ্রামকে মিশিয়ে দিতে পারেন না তাঁরা বাস্তবিকই নিকৃষ্ট বিপ্লবী।

বিপ্লবী যখন শুরু হয়ে গেছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে তখন বিপ্লবী হওয়া শক্ত নয়, যখন সমস্ত মানুষই বিপ্লবে যোগ দিচ্ছে, তার একমাত্র বিপ্লবের হাওয়া তাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে, কারণ এটা চলছে এবং কখনও কখনও কর্মজীবনে উন্নতি ঘটাবার দৃষ্টিভঙ্গী থেকেও। জয়লাভের পর প্রোলেতারিয়েতকে এইসব ছদ্মবেশী বিপ্লবীদের কাছ থেকে নিজেদের "মুক্ত" করতে অত্যন্ত কষ্টদায়ক হলেও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। কিন্তু তার চাইতে আরও বেশী কঠিন এবং আরও বেশী মূল্যবান হল বিপ্লবী হওয়া যখন প্রত্যক্ষ ও খোলাখুলিভাবে প্রকৃত গণভিত্তিক, প্রকৃত বিপ্লবী সংগ্রামের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় নি অ-বিপ্লবী সংস্থাসমূহের মধ্যে বিপ্লবের উদ্দেশ্যকে তুলে ধরার জন্যে (প্রচার, আন্দোলন ও সংগঠনের দ্বারা) এবং অ-বিপ্লবী পরিস্থিতিকে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠনসমূহের মধ্যে ও জনসাধারণের মধ্যে যারা বিপ্লবী ক্রিয়াকর্মের আশু প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে অক্ষম। সুনির্দিষ্ট পন্থাকে সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে অথবা নির্দিষ্ট ঘটনার আবর্তনকে খুঁজে বার করতে সক্ষম হওয়া যা ব্যাপক জনসাধারণকে নেতৃত্ব দেবে প্রকৃত, নির্ধারক এবং চূড়ান্ত বিপ্লবী সংগ্রামে, আজকের পশ্চিম ইউরোপ এবং আমেরিকাতে কমিউনিজমের প্রধান লক্ষ্য হবে তাই।

বৃটেন একটি উদাহরণ। আমরা বলতে পারি না এবং কেউই আগে ভাগে বলতে পারে না কবে নাগাদ ওখানে একটি প্রকৃত প্রোলেতারীয় বিপ্লব সংঘটিত হবে এবং বিশাল জনসাধারণের মধ্যে তৎক্ষণাৎ কি কি কারণ সংগ্রামের প্রেরণা জাগিয়ে তুলবে যারা এখনও সুপ্ত। তাই আমাদের কর্তব্য হল প্রস্তুতির কাজ এমনভাবে চালিয়ে যাওয়া যাতে "চারটি পায়েই ভালভাবে

'পা'দুকা আবৃত থাকে" (প্রয়াত প্লেখানভকে বলতে শোনা গিয়েছিল যখন তিনি মার্কসবাদী ও বিপ্লবী)। এটা সম্ভব যে ভাঙন ধরবেই এবং নীরবতা ভাঙবে একটি সংসদীয় সংকটের দ্বারা অথবা সেই সংকট থেকে যা সৃষ্টি হবে ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী স্ববিরোধ থেকে, যা নৈরাশ্যজনক-ভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে এবং ক্রমবর্ধমানভাবে বেদনাদায়ক ও তীব্র হয়ে উঠছে অথবা সম্ভবতঃ তৃতীয় কোন কারণের দ্বারা। আমরা সেই ধরনের কোন সংগ্রামের কথা আলোচনা করছি না যা গ্রেট বৃটেনের প্রোলেতারীয় বিপ্লবের ভাগ্য নির্ধারণ করবে (এই বিষয়ে কোন কমিউনিস্টেরই কোন সন্দেহ নেই; কারণ আমাদের সকলের ক্ষেত্রেই এটা হল একটা অতীত ঘটনা): আমাদের আলোচনার বিষয় হল, আশু কারণ, যা এখানকার সুপ্ত প্রোলেতারীয় জনগণকে সক্রিয় করে তুলবে এবং সরাসরি বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত করবে। এটা আমাদের ভুললে চলবে না যে ফরাসী বুর্জোয়া সাধারণ-তন্ত্রের মধ্যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটা পরিস্থিতির মধ্যে, যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, আজকের চাইতে শতগুণ কম বিপ্লবী ছিল, এই ধরনের একটি "অপ্রত্যাশিত" ও তুচ্ছ কারণ যা সামরিক মনোভাবাপন্নদের হাজার হাজার প্রতারণাপূর্ণ কৌশলের অন্যতম (ড্রেফাসের ঘটনা), তা জন-সাধারণকে গৃহযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে আসার পক্ষে যথেষ্ট ছিল! গ্রেট বৃটেনে কমিউনিস্টদের উচিত সংসদীয় নির্বাচনগুলোকে অবিরাম ও একটানা কাজে লাগিয়ে চলা, বৃটিশ সরকারের ঔপনিবেশিক ও বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী নীতিসহ আইরিশ ঘটনাবলী এবং অন্যান্য ক্ষেত্র ও জনজীবনের বিভিন্ন দিককেও কাজে লাগানো উচিত এবং এইসব ক্ষেত্রের সব কিছুর মধ্যে একটি নতুন পন্থায়, অর্থাৎ কমিউনিস্ট পন্থায়, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নয়; তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করা উচিত। সংসদীয় সংগ্রাম সংসদীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে "রুশ" "বলশেভিক" পদ্ধতিকে বর্ণনা করার স্থানও এখানে নেই এবং সময়ও আমার নেই। আমি অবশ্য ভিনদেশী কমিউনিস্টদের আশ্বাস দিতে পারি যে ওরা প্রচলিত পশ্চিম ইউরোপীয় সংসদীয় প্রচার অভিযানের চাইতে ভিন্নতর। এর থেকে প্রায়শঃই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়: "বেশ, কিন্তু ওটাতো রাশিয়ায় হয়েছিল, আমাদের দেশের সংসদীয় ব্যবস্থা অন্য ধরনের" এটা একটা মিথ্যা সিদ্ধান্ত। কমিউ-নিস্টরা অর্থাৎ তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অনুগামীবৃন্দ সর্বদেশে বিদ্যমান রয়েছে, নীতি অনুসরণ করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে, প্রাচীন সমাজতন্ত্রী, ট্রেড ইউনিয়ন-

পন্থী, সিণ্ডিক্যালপন্থী ও সংসদীয় ধাঁচের কার্যাবলীকে নতুন ধরনের কাজে অর্থাৎ কমিউনিস্ট কাজে পরিবর্তিত করার জন্যে। রাশিয়াতেও সব সময়ই সুবিধাবাদের প্রাচুর্য, খাঁটি বুর্জোয়া ছলাকলা এবং নির্বাচনে পুঁজিবাদী কারচুপি ছিল। পশ্চিম ইউরোপে এবং আমেরিকাতে কমিউনিস্টদের শিখতে হবে নতুন, অপ্রচলিত, সুবিধাবাদ বর্জিত, সংসদীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে যা চাকরী জীবনে উন্নতি ঘটানোর সহায়ক নয়। কমিউনিস্ট পার্টি-সমূহকে আওয়াজ তুলতে হবে, অসংগঠিত ও নিপীড়িত গরীব মানুষের সহায়তায় প্রকৃত প্রোলেতারিয়েতদের উচিত প্রচার-পত্র বিলি করা, পল্লী অঞ্চলের প্রোলেতারিয়েতদের কুটিরে কুটিরে ও শ্রমিকদের ঘরে ঘরে এবং বহু দূরবর্তী স্থানের কৃষকদের কাছে; (সৌভাগ্যবশতঃ ইউরোপে রাশিয়ার তুলনায় বহু গুণ কম করা গ্রাম আছে এবং বৃটেনে তার সংখ্যা খুবই কম); ওদের সরকারী সংস্থাসমূহের অভ্যন্তরে যাওয়া উচিত এবং ইউনিয়ন, সংস্থা ও সাধারণ মানুষের আকস্মিক জমায়েতের ভেতর অনুপ্রবেশ করা উচিত এবং তাদের কাছে বক্তব্য রাখা উচিত, তবে শিক্ষিত ব্যক্তির ভাষায় নয়; সংসদে ক'টা আসন পাওয়া যাবে তার জন্যে ওদের চেষ্টা করা উচিত নয়, তবে সর্বত্র ওদের চেষ্টা করা উচিত যাতে মানুষ ভাবতে শুরু করে এবং যাতে জনসাধারণকে সংগ্রামে সামিল করা যায়, বুর্জোয়াদের কথার জবাব দেওয়া যায় এবং যন্ত্রকে খাড়া করা হয়েছে, যে নির্বাচন চালান হচ্ছে এবং জনসাধারণের কাছে যে আবেদন সে রেখেছে তাকে লাগান যায়; জন-সাধারণের কাছে ওদের ব্যাখ্যা করে বলা উচিত, বলশেভিকবাদ কি এবং তা এমনভাবে যা (বুর্জোয়া শাসনাধীনে) নির্বাচনী সময়ের বাইরে কখনও সম্ভব ছিল না (অবশ্য বড় বড় ধর্মঘটের সময় ব্যতিরেকে যখন রাশিয়াতে একই ধরনের যন্ত্র কাজ করেছিল ব্যাপক বিক্ষোভ আন্দোলনের জন্যে এবং আরও তীব্রভাবে)। পশ্চিম ইউরোপে এই কাজ করা শক্ত এবং আমেরিকাতে করা অত্যন্ত কঠিন কিন্তু এটা করতে পারা যায় এবং করতেই হবে কেন না কমিউনিজমের লক্ষ্য চেষ্টা ব্যতিরেকে অর্জিত হতে পারে না। আমাদের কাজ করতে হবে বাস্তব দায়িত্বসমূহ পালন করার জন্যে সমাজ-জীবনের সমস্ত শাখার বহু বৈচিত্র্যের সঙ্গে ক্রমবর্ধমানভাবে নিবিড় যোগাযোগ রেখে এবং বুর্জোয়াদের কাছ থেকে শাখার পর শাখা ও অঞ্চলের পর অঞ্চল জয় করে।

গ্রেট বৃটেনেও প্রচারের কাজ, আন্দোলন ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে এবং সুবিধা বঞ্চিত জাতিগুলোর নিজেদের রাষ্ট্রে (আয়ারল্যাণ্ড ও উপনিবেশসমূহ) সংগঠন গড়ে তোলার কাজকেও অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে একটা নতুন কায়দায় (যা সমাজতন্ত্রী নয় কিন্তু কমিউনিস্ট, সংস্কারবাদী নয় কিন্তু বিপ্লবী)। এর কারণ সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদের যুগে এবং বিশেষ করে যুদ্ধের পর আজকে এটা জনসাধারণের কাছে একটা পরীক্ষা বিশেষ এবং সত্যের দিকে ওদের দৃষ্টি দ্রুত উন্মোচিত করেছে (অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত বা পঙ্গু হয়েছে শুধু এইটুকু নির্ধারণ করতে যে বৃটিশ ও জার্মান দস্যুদলের মধ্যে কারা অধিকাংশ রাষ্ট্রকে লুণ্ঠনের অধিকারী), সামাজিক জীবনের এই সমস্ত দিকগুলো দাহ্য পদার্থে ঠাসা এবং অসংখ্য বিরোধের কারণ, সংকট এবং শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি করে চলেছে। আমরা জানি না এবং বলতে পারি না অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের ফলে সৃষ্ট সমস্ত দেশে ভাসমান অসংখ্য স্ফুলিঙ্গের মধ্যে কোনটা দাবানলের সৃষ্টি করবে, জন-জাগরণ ঘটাবার অর্থে; তাই আমাদের অবশ্যই নতুন ও কমিউনিস্ট নীতি নিয়ে কাজে লেগে যেতে হবে সর্বত্র আলোড়ন সৃষ্টি করতে এমন কি প্রাচীনতম, অত্যন্ত নোংরা ও আপাতদৃষ্টিতে নৈরাশ্যময় ক্ষেত্রেও কারণ অন্যথায় আমরা আমাদের দায়িত্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারব না, সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হতে পারব না, সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র অধিকারে রাখতে পারব না এবং বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে জয়লাভের জন্যে (যারা সমাজ জীবনের সর্বপ্রকার স্তর বিন্যাস করেছে এবং বুর্জোয়া পদ্ধতিতে তাকে এখন এলোমেলো করে দিয়েছে) অথবা সেই জয়লাভের পর জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে আসন্ন কমিউনিস্ট পুনঃ সংগঠন গড়ে তুলতে।

যেহেতু রাশিয়ার প্রোলেতারীয় বিপ্লব এবং আন্তর্জাতিক পরিমাপে তার জয়লাভগুলোকে বুর্জোয়া অথবা ফিলিস্তিনীয়রা কেউই আশা করে নি, সমগ্র জগৎ পরিবর্তিত হয়ে গেছে এবং বুর্জোয়ারাও সর্বত্র পাল্টে গেছে। এরা বলশেভিকবাদের ভয়ে সন্ত্রস্ত ও যন্ত্রণাকাতর যা পাগলামীর পর্যায়ে পড়ে এবং সেই কারণেই একদিকে ঘটনার বৃদ্ধি থিতিয়ে পড়ছে এবং অপরদিকে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে বলশেভিকবাদকে বলপ্রয়োগে দমন করতে যার ফলে বেশ কিছু ক্ষেত্রে সে নিজেই নিজেকে দুর্বল করে ফেলছে। অন্যান্য আর সমস্ত অগ্রণী রাষ্ট্রে কমিউনিস্টরা তাদের কৌশল নিয়ে অবশ্যই এই উভয় ঘটনাকে হিসেবের মধ্যে ধরবে। যখন রুশ ক্যাডেটরা ও কেরেনস্কি ভয়ঙ্করভাবে

ঝাঁপিয়ে পড়ল বলশেভিকদের ওপর বিশেষতঃ ১৯১৭ সালের এপ্রিলে এবং আরও বিশেষ করে ১৯১৭ সালের জুন ও জুলাই মাসে তখন ওরা অত্যধিক করে বসেছিল। বুর্জোয়া সংবাদপত্রসমূহের লক্ষ লক্ষ সংখ্যা সহস্র স্বরে চীৎকার শুরু করেছিল বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে যা জনসাধারণ কর্তৃক বলশেভিকদের মূল্যায়ন করতে সহায়তা করেছিল ; সংবাদপত্রগুলো ছাড়াও সমস্ত জনজীবন মুখর হয়ে উঠেছিল বলশেভিকবাদ সম্পর্কিত আলোচনায়, এটা হয়েছিল বুর্জোয়াদের "প্রবল আগ্রহের" ফলে। আজকে সমস্ত দেশের ক্রোড়পতিরা আন্তর্জাতিক পরিমাপে এমনভাবে ব্যবহার করছেন যা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদের যোগ্য। কেরেনস্কি ও তাঁর সহযোগীরা যে উৎসাহ নিয়ে বলশেভিকবাদের ওপর আক্রমণ শুরু করেছিল ওরাও ঠিক তাই করছে ; ওরাও অত্যধিক করে ফেলছে এবং কেরেনস্কিরা আমাদের যেভাবে সাহায্য করেছিল ওরাও ঠিক সেইভাবেই আমাদের সাহায্য করছে। ফরাসী বুর্জোয়ারা যখন নির্বাচনে বলশেভিকবাদকেই মূল সমস্যারূপে দেখায় এবং তুলনামূলকভাবে নরম ও দোদুল্যমান সমাজতন্ত্রীদের বলশেভিক বলে দোষারোপ করে ; যখন মস্তকবিহীন আমেরিকান বুর্জোয়ারা হাজার হাজার মানুষকে বলশেভিক সন্দেহে আটক করে আতঙ্কের সৃষ্টি করে এবং বেতারে বলশেভিক ষড়যন্ত্রের কাহিনী প্রচার করে যখন বৃটিশ বুর্জোয়ারা যারা পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে বেশী শক্তিশালী তারা তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও অবিশ্বাস্য ধরনের ভুল করে বসে, "অর্থশালী বলশেভিক বিরোধী" সংস্থার প্রতিষ্ঠা করে, বলশেভিকবাদের ওপর নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করে এবং অতিরিক্ত কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানী, আন্দোলনকারী ও পুরোহিতদের নিয়োগ করে এর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে, আমরা অবশ্যই পুঁজিপতিদের সেলাম ও ধন্যবাদ জানাব। ওরা আমাদের জন্যেই কাজ করছে। ওরা আমাদের সহায়তা করছে জনগণকে বলশেভিকবাদের মূল কথা ও গুরুত্ব সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলতে এবং এছাড়া ওরা অন্য কিছু করতে পারে না কারণ ওরা পূর্বেই বলশেভিকবাদকে উপেক্ষা করতে ও টুঁটি টিপে ধরতে অসফল হয়েছে।

কিন্তু সেই সঙ্গে বুর্জোয়ারা প্রকৃতপক্ষে বলশেভিকবাদের একটি মাত্র দিককেই দেখতে পায়—রাষ্ট্রদ্রোহীর হিংসাত্মক কার্যাবলী ও সন্ত্রাস ; তাই সে নিজেকে প্রস্তুত করার চেষ্টা করে প্রধানত এই ক্ষেত্রে প্রতিরোধ ও বিরোধিতার জন্যে। এটা সম্ভব যে কোন কোন ক্ষেত্রে, কোন কোন রাষ্ট্রে

এবং কোন কোন সংক্ষিপ্ত সময়কালের জন্যে এই কাজে সে সফল হবে। আমরা এই ধরনের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক থাকব এবং যদি সে সফলতা অর্জন করেও তাহলেও আমাদের ভয় পাবার কোন কারণ নেই। জনজীবনের সমস্ত স্তরে কমিউনিজম আসছে সুনিশ্চিতভাবে; সমস্ত দিকেই এর শুরু হয়ে যাওয়ার কাজ দেখা যাচ্ছে। "সংক্রমণ" (যা বুর্জোয়া ও বুর্জোয়া পুলিশের প্রিয় রূপক এবং যেটা ওরা সবচাইতে বেশী পছন্দ করে) সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে এবং সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করেছে। যে কোন পথের যদি একটাকে বন্ধ করতে বিশেষ চেষ্টা করা হয় তাহলে এই "সংক্রমণ" অন্য পথে ধাবিত হবে এবং কখনও কখনও অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে। জীবন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেই। বুর্জোয়ারা ক্ষেপে উঠুক, উন্মাদের মত কাজ করুক, চরম সীমায় চলে যাক, ভুল করুক আগেভাগেই বলশেভিকদের ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করুক এবং চেষ্টা করুক (যেমন ভারত, হাঙ্গেরী ও জার্মানীতে করেছে) বিগত দিনের এবং আগামী দিনের শত শত ও হাজার হাজার বলশেভিকদের হত্যা করতে। এইভাবে কাজ করে বুর্জোয়ারা ঐতিহাসিকদের থেকে অন্যান্য সমস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত শ্রেণীর মতই কাজ করেছে। কমিউনিস্টদের এটা জানা উচিত যে যাই ঘটুক না কেন ভবিষ্যৎ তাদেরই। তাই মহান বিপ্লবী সংগ্রামের তীব্র ব্যাকুলতার সঙ্গে বুর্জোয়া খ্যাপামীর অত্যন্ত শান্ত ও মার্জিত মূল্যায়নের নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এবং তা আমাদের করতেই হবে। রুশ বিপ্লব নিষ্ঠুরভাবে দমিত হয়েছিল ১৯০৫ সালে; রুশ বলশেভিকরা পরাজিত হয়েছিল ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে; সিডম্যান ও নোস্কদের কৌশলপূর্ণ প্ররোচনা ও চতুর ছলাকলার ফলে পনর হাজারেরও অধিক জার্মান কমিউনিস্ট নিহত হয়েছিল; যারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বুর্জোয়াদের সঙ্গে কাজ করছিল এবং রাজতন্ত্রী সেনাপতিদের সঙ্গেও হাত মিলিয়েছিল। হাঙ্গেরী ও ফিনল্যাণ্ডে শ্বেত সন্ত্রাস চলছে পূর্ণ উদ্যমে। কিন্তু সমস্ত ক্ষেত্রে এবং সমস্ত দেশেই কমিউনিজম কঠিনতর হয়ে উঠছে এবং বেড়ে চলেছে; এর মূল একই গভীরে প্রোথিত যে হত্যা একে আর দুর্বল করতে পারে না বরং শক্তিশালী করে তোলে। দৃঢ়তার সঙ্গে জয়লাভের পথে আরও আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যেতে আমাদের একটি মাত্র জিনিসের অভাব আছে এবং তা হল সমস্ত দেশের সমস্ত কমিউনিস্টদের কৌশল অবলম্বনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত নমনীয়তা প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সর্বজনীন ও পূর্ণ সচেতনতা। যে

কমিউনিস্ট আন্দোলনের এখন চমৎকার বিকাশ ঘটছে তার মধ্যে অভাব রয়েছে, বিশেষ করে অগ্রসর দেশগুলোতে এই সচেতনতার এবং কার্যক্ষেত্রে এর প্রয়োগ ক্ষমতার।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃবর্গের কাছে এই রকম ঘটনা ঘটার ফলে, এইসব উচ্চ স্তরের মার্কসবাদী পণ্ডিতরা কাউৎস্কি, অট্টো বাউয়ার এবং অন্যান্যদের সমাজতন্ত্রের অনুরক্ত হয়ে পড়লেন যারা একটা প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে পারতেন ( এবং উচিতও বটে )। তাঁরা নমনীয় কৌশল অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন ; তাঁরা নিজেরাও মার্কসবাদী দ্বান্দ্বিকতা শিক্ষা করলেন এবং অন্যান্যদেরও শেখালেন ( এই ক্ষেত্রে তাঁরা যা করেছেন তা সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যে মূল্যবান অবদানরূপে সর্বদা স্বীকৃত হবে ), অবশ্য এই দ্বান্দ্বিকতার প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁরা এমন একটা ভুল করলেন অথবা কার্যক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিকতা বর্জিতরূপে প্রমাণিত হল, যা আকারসমূহের দ্রুত পরিবর্তন ও পুরানো আকারসমূহ কর্তৃক দ্রুত নতুন বিষয়বস্তু আহরণকে হিসেবের মধ্যে ধরতে এতই অক্ষম যে তাদের ভাগ্যকে হিণ্ডম্যান, গেসডে এবং প্লেখানভের ভাগ্যের চইতে বেশী ঈর্ষাযোগ্য বলে মনে করা যায় না। ওদের দেউলিয়া হওয়ার প্রধান কারণ ছিল সমাজতন্ত্র ও শ্রমজীবী শ্রেণীর বিস্তৃতির সুনির্দিষ্ট আকারের দ্বারা সম্মোহিত হয়ে গিয়েছিল, ঐ আকারের একপেশে দিকটার সব কিছু ভুলে গিয়েছিল, পৃথক পৃথক বিভাগকে দেখতে ভয় পেয়েছিল যা বাস্তব পরিস্থিতি অবশ্যম্ভাবী করে তোলে এবং সহজ ও প্রথম দৃষ্টিতে তর্কাতীত স্থির সিদ্ধান্তগুলোকে পুনরাবৃত্তি করে চলে যা কেবল মুখস্ত করা হয়েছে যেমন : "দুটোর বেশী আছে"। কিন্তু রাজনীতি গণিতের চাইতে বীজগণিতের সঙ্গে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ এবং প্রারম্ভিক অঙ্কশাস্ত্রের চাইতে উচ্চতর অঙ্কশাস্ত্রের সঙ্গে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ। বাস্তব ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সমস্ত পুরানো আকৃতি একটা নতুন বিষয়বস্তু আহরণ করেছে, ফলে একটি নতুন প্রতীক, "বিয়োগ" চিহ্ন, সমস্ত সংখ্যার সামনে উপস্থিত হয়েছে ; আমাদের পণ্ডিতমূর্খ'রা অবশ্য গোঁয়ার্তুমি করে নিজেদের ও অপরকে বুঝিয়েছেন ( এবং এখনও বোঝাচ্ছেন ) যে বিয়োগ চিহ্নের অর্থ হল "বিযুক্ত দুই-এর" অধিক।

আমাদের এটার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে কমিউনিস্টরা একই ধরনের ভুল না করে বসেন, কেবলমাত্র বিপরীত অর্থে, অথবা বরং আমরা অবশ্যই

দেখব একই ধরনের ভুল যা বামপন্থী কমিউনিস্টরা করেছে কেবলমাত্র বিপরীত অর্থে তা সংশোধিত হবে ও দূরীভূত হবে যত দ্রুত ও বেদনাহীনভাবে সম্ভব। কেবলমাত্র দক্ষিণপন্থী মতান্ধতাই যে ভুল তা নয় বামপন্থী মতান্ধতাও ভ্রান্ত। অবশ্য কমিউনিজমের মধ্যে বামপন্থী মতান্ধতা বর্তমানে দক্ষিণপন্থী মতান্ধতার চাইতে হাজার গুণ কম বিপজ্জনক (অর্থাৎ সোশ্যাল-শভিনিস্টদের ও কাউৎস্কিবাদীদের চাইতে); কিন্তু মোটের ওপর এটা হল এই কারণের জন্যে যে বামপন্থী কমিউনিজম হল একটা অত্যন্ত অপরিণত ঝোঁক, সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। একমাত্র এই কারণের জন্যেই, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এই রোগকে সহজেই দূরীভূত করা যায় এবং পূর্ণ উৎসাহ নিয়ে আমরা অবশ্যই একে দূর করার কাজে লেগে যাব।

পুরানো আকারগুলো ভেঙে চৌচির হয়ে যায় কারণ দেখা যায় যে তাদের নতুন বিষয়বস্তু অর্থাৎ প্রোলেতারীয় বিরোধিতা এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা একটা অস্বাভাবিক উন্নতি লাভ করেছে। আন্তর্জাতিক কমিউনিজম বিকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের আজকের কাজে এমন স্থায়ী শক্তিশালী বিষয়বস্তু আছে (সোভিয়েত শক্তি এবং প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বের জন্য) যে সে নিজেকে নতুন অথবা পুরানো যে কোন আকারে উন্মোচিত করতে পারে এবং অবশ্যই করবে; সে সর্বপ্রকার আকারকে পুনরুজ্জীবিত করতে, জয় করতে এবং অধীন করতে পারে এবং অবশ্যই করবে, কেবলমাত্র নতুনদেরই নয় পুরানোদেরও, প্রাচীনদের সঙ্গে আপস-মীমাংসার জন্যেই নয়, নতুন ও পুরানো, সর্বপ্রকার আকারকে কমিউনিস্টদের পূর্ণ ও অবধারিত জয়লাভে অস্ত্রে পরিণত করার উদ্দেশ্যে।

কমিউনিজমের অবশ্যই সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাতে হবে শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলন এবং সাধারণভাবে সামাজিক বিকাশকে সরাসরি এবং দ্রুততম পথে সোভিয়েত শক্তির জয় ও বিশ্বব্যাপী প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বের জন্য। এটা একটা তর্কাতীত সত্য। কিন্তু একটা ক্ষুদ্র পদক্ষেপ নেওয়াই যথেষ্ট—যে পদক্ষেপ মনে হবে একই দিকে—যেদিকে সত্য ভ্রান্তিতে পরিণত হয়। জার্মান ও বৃটিশ বামপন্থী কমিউনিস্টদের মত আমরা শুধু এইটুকু বলতে চাই যে আমরা কেবলমাত্র একটি পথকেই স্বীকার করি, যেটা হল সোজা পথ যা আটকে দেওয়া; আপস-মীমাংসামূলক কোন কৌশলকে বরদাস্ত করবে না—এবং এটা হবে একটা ভুল যা কমিউনিজমের পক্ষে সাংঘাতিক

বিপদ ঘটাতে পারে এবং ঘটিয়েছে। দক্ষিণপন্থী মতান্ধতা কেবলমাত্র পুরোনো আকারকে স্বীকৃতি দানের কাজই করে আসছিল যার ফলে চূড়ান্তরূপে দেউলিয়া হয়ে গেছে কারণ সে নতুন বিষয়বস্তুকে লক্ষ্য করে নি। বামপন্থী মতান্ধতা শর্তহীনভাবে কিছু কিছু পুরানো আকারকে বর্জন করে এসেছে, দেখতে ব্যর্থ হয়েছে যে নতুন বিষয়বস্তু সব ধরনের আকারেই সজোরে বেরিয়ে আসছে, সর্বপ্রকার আকারকে নখদর্পণে রাখা কমিউনিস্ট হিসাবে আমাদের কর্তব্য এবং শিখে রাখা কর্তব্য কেমন করে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে একটি আকারকে অন্য একটি আকার দিয়ে সম্পূর্ণ করা যায় এবং আমাদের কৌশলগুলোকে এই ধরনের যে কোন পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায়—যা আমাদের আকার, শ্রেণী অথবা প্রচেষ্টা থেকে উত্থিত হয় না।

বিশ্ব বিপ্লব এক শক্তিশালী রূপে উদ্দীপিত ও গতিশীল হয়েছে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং তার দ্বারা সৃষ্ট বৈরাগ্যজনক অবস্থা, সন্ত্রাস, নীচতা ও নিদারুণ ঘৃণার দ্বারা যে এই বিপ্লব পরিসর ও গভীরতার দিক থেকে চমৎকার দ্রুততার সঙ্গে বিকশিত হচ্ছে এমন অপূর্ব বৈচিত্র্যময় পরিবর্তনশীল আকার নিয়ে, সমস্ত মতান্ধতাকে খণ্ডন করার বাস্তব ও শিক্ষামূলকরূপে যে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনকে "বামপন্থী" কমিউনিজমের শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা থেকে সম্পূর্ণরূপে ও দ্রুত মুক্ত করার সর্বপ্রকার আশা দেখতে পাওয়া যায়।

২৭শে এপ্রিল, ১৯২০

১৯২০ সালের এপ্রিল-মে মাসে লিখিত।
রাষ্ট্রীয় প্রকাশনা কর্তৃক পুস্তিকাকারে
প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালের জুন মাসে।
পেত্রোগ্রাদ।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ৩১,
পৃঃ ৩৬-৩৯, ৪২-৪৩, ৫৩-৫৪,
৭৭-১০৪

# বৃটিশ শ্রমিকদের[১৪২] কাছে লেখা চিঠি

কমরেডগণ :

সোভিয়েত রাশিয়ার[১৪৩] সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে আপনারা যে প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছেন তার জন্যে সর্বপ্রথমে আপনাদের ধন্যবাদ জানাবার সুযোগ দিন। যখন আপনাদের প্রতিনিধিদল আমার কাছে প্রস্তাব রাখলেন যে আমি যেন তাঁদের মারফৎ বৃটিশ শ্রমিকদের কাছে এবং সম্ভবতঃ বৃটিশ সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠাই তখন আমি জবাব দিয়েছিলাম যে আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে প্রথম প্রস্তাব গ্রহণ করলাম, তবে আমি নিজে সরকারের কাছে বক্তব্য রাখব সরাসরিভাবে, আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে কমরেড চিচেরিনের মাধ্যমে, শ্রমিকদের প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে নয়। বহুক্ষেত্রে আমরা নিজেরা এইভাবে বৃটিশ সরকারের কাছে আমাদের বক্তব্য রেখেছি যাতে নিতান্ত আনুষ্ঠানিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবের দ্বারা শান্তি আলোচনা শুরু হয়। আমাদের সমস্ত প্রতিনিধি যেমন কমরেড লিংভিনভ, কমরেড ক্রাসিন এবং আরো অনেকে এই সমস্ত প্রস্তাব রাখার অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বৃটিশ সরকার গোঁয়ার্তুমি করে এই প্রস্তাবগুলোকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে। এটা তাই আশ্চর্যজনক নয় যে আমি শুধুমাত্র শ্রমিক প্রতিনিধিদল রূপে বৃটিশ শ্রমিক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে কথাবার্তা বলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম, সোভিয়েত রাশিয়ার সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে নয়, নিছক একজন কমিউনিস্ট হিসেবে।

আমি দেখে আশ্চর্য হই নি যে আপনাদের প্রতিনিধি দলের বহু সদস্যই এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন যা শ্রমজীবী শ্রেণীর নয়, বুর্জোয়াদের অর্থাৎ শোষকশ্রেণীর সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ একটা বহু পুরানো ক্ষতকে উদ্ঘাটিত করেছে যেমন শ্রমিকশ্রেণীর পার্লামেন্টারী ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবর্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই বুর্জোয়াদের পক্ষ অবলম্বন করেছে। "দেশ

রক্ষার" মিথ্যা ওজর দেখিয়ে ওরা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের দুটি দস্যুদলের মধ্যে যে কোন একটির লুণ্ঠনমূলক স্বার্থকেই রক্ষা করছে, অর্থাৎ ইঙ্গ-মার্কিন দল অথবা জার্মান দল; ওরা প্রোলেতারিয়েতের বিপ্লবী সংগ্রামের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েছিল; ওরা এই বিশ্বাসঘাতকতাকে গোপন করেছিল শান্তিপূর্ণ ক্রমবিকাশ, নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি ও গণতন্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে ভাবাবেগপূর্ণ পাতি-বুর্জোয়া সংস্কারবাদী এবং শান্তিবাদী বুলি আউড়ে। ঠিক এই জিনিসটাই ঘটেছিল সমস্ত দেশে; এটা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয় যে বৃটেনেও এই ধরনের ঘটনাবলী আপনাদের প্রতিনিধিদল গঠনে প্রতিফলিত হবে।

আপনাদের প্রতিনিধিদলের সদস্য এবং গেস্ট সুস্পষ্টরূপে আমার এই বক্তব্যের দ্বারা আশ্চর্যান্বিত ও দুঃখিত হয়েছেন যে বৃটেন আমাদের শান্তি প্রস্তাব সত্ত্বেও এবং তাদের সরকারের ঘোষণা সত্ত্বেও, হস্তক্ষেপ চালিয়ে যাচ্ছে, আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে, ক্রিমিয়াতে বিবাদ করছে এবং পোল্যাণ্ডের১৪৪ শ্বেতরক্ষীদের সাহায্য করছে—আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এ-বিষয়ে আমার কাছে কোন প্রমাণ আছে কিনা এবং বৃটেন কত গাড়ি সামরিক সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করেছে পোল্যাণ্ডকে। আমি জবাব দিয়েছিলাম যে বৃটিশ সরকারের গোপন চুক্তিগুলোকে জানতে বিপ্লবী পদ্ধতিতে এর উৎখাত করা প্রয়োজন এবং তার বিদেশনীতি সংক্রান্ত দলিলপত্রসমূহকে ১৯১৭ সালে আমরা যেভাবে অধিকার করেছিলাম সেইভাবে অধিকার করা দরকার। যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি অথবা রাজনীতিতে আন্তরিকভাবে আগ্রহী যে কোন ব্যক্তিই আমাদের বিপ্লবের পূর্বেও এ-বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে রাশিয়ার জার গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন এই সব লুঠেরা সরকারের সঙ্গে যেমন বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, ইতালি ও জাপান, লুণ্ঠিত সম্পদের ভাগ-বাঁটোয়ারা প্রসঙ্গে এবং কনস্তান্তিনোপল, গ্যালিশিয়া, আর্মেনিয়া, সিরিয়া এবং মেসোপোটেমিয়া ইত্যাদি নিয়ে। একমাত্র মিথ্যাবাদী ও ভণ্ডরা (অবশ্য এর মধ্যে থেকে বাদ যাবে যারা অত্যন্ত অজ্ঞ, পশ্চাৎপদ এবং অশিক্ষিত মানুষ) এটাকে অস্বীকার করতে পারে এবং না জানার ভান করতে পারে। যাই হোক একটি বিপ্লব ব্যতিরেকে আমরা কখনই পুঁজিপতি শ্রেণীর লুঠেরা সরকারদের গোপন দলিলপত্র অধিকার করতে পারতাম না। ঐসব নেতৃবৃন্দ অথবা বৃটিশ

প্রোলেতারিয়েতের প্রতিনিধিবর্গ—তাঁরা পার্লামেন্টের সদস্য, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, সাংবাদিক অথবা অন্য যা কিছুই হোন না কেন—যারা বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, ইতালি, জাপান ও পোল্যাণ্ডের সঙ্গে অন্যান্য দেশ লুণ্ঠন সম্পর্কিত ও লুণ্ঠিত সম্পদ ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্পর্কিত গোপন চুক্তির কথা না জানার ভান করেন এবং যাঁরা এইসব চুক্তি ফাঁস করার জন্যে একটা বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনা করেন না তাঁরা শুধু এইটাই দেখান যে তাঁরা পুঁজিপতি-দের অনুগত ভৃত্য। আমরা বহুদিন আগে থেকেই এটা জানি; আমাদের নিজেদের দেশে এবং বিশ্বের সর্বত্র আমরা এটাকে উদ্ঘাটিত করছি, বৃটিশ শ্রমিক প্রতিনিধিদলের রাশিয়া সফর বৃটেনেও এই ধরনের নেতাদের স্বরূপ উদ্ঘাটনের কাজ দ্রুততর করে তুলবে।

২৬শে মে, বুধবার আমি আপনাদের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনা করেছি। পরের দিন তারবার্তা এসে পৌঁছাল এবং তাতে দেখা গেল যে বোনার লু বৃটিশ পার্লামেন্টে স্বীকারোক্তি করেছিলেন যে অক্টোবর মাসে পোল্যাণ্ডকে সামরিক সাহায্য দেওয়া হয়েছিল "রাশিয়ার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্যে", (অবশ্য প্রতিরক্ষাও কেবল অক্টোবর মাসেই! এখনও "প্রভাবশালী শ্রমিক নেতৃবৃন্দ" আছেন যাঁরা পুঁজিপতিদের সাহায্য করছেন শ্রমিকদের প্রতারণা করতে) কিন্তু নরমপন্থী পাতি-বুর্জোয়া সংবাদপত্র ও পত্রিকা-সমূহের মধ্যে সব চাইতে নরম নিউ স্টেটসম্যান পত্রিকা লিখেছিল যে পোল্যাণ্ডকে ট্যাঙ্কও সরবরাহ করা হয়েছিল যা যুদ্ধের সময় জার্মানদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত ট্যাঙ্কগুলোর চাইতেও শক্তিশালী ছিল। এর পরেও বৃটিশ শ্রমিকশ্রেণীর এই ধরনের নেতৃবর্গকে বিদ্রূপ না করে কেউ থাকতে পারে যারা নির্দোষের ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেন বৃটেন যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এবং পোল্যাণ্ডকে ও ক্রিমিয়াতে শ্বেতরক্ষীদের সাহায্য করছে তার প্রমাণ আছে কি?

প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কোনটাকে আমি বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করি: বৃটেনে সুবিন্যস্তভাবে একটি বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি গঠন অথবা রাশিয়ার সঙ্গে শান্তি স্থাপনের জন্যে বৃটেনের শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক অংশের কাছ থেকে অবিলম্বে সাহায্য সংগ্রহ। আমি জবাব দিয়েছিলাম যে এটা হল আপন আপন বিশ্বাসের ব্যাপার। পুঁজির জোয়াল থেকে শ্রমিকদের মুক্তির একনিষ্ঠ সমর্থকরা সম্ভবতঃ কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের

বিরোধিতা করবে না। কেননা একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিই শ্রমিকদের, বুর্জোয়া ও পাতি-বুর্জোয়া পন্থার বাইরে, শিক্ষিত করে তুলতে সক্ষম এবং একমাত্র এই পার্টিই "নেতৃবর্গ"কে উপহাস্য ও হীনরূপে তুলে ধরতে ও তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে সক্ষম কারণ এইসব নেতৃবর্গের মন সন্দেহ আছে বৃটেনের পোল্যাণ্ডকে সাহায্যদান বিষয়ে। এ-বিষয়ে আতঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই যে বৃটেনে কমিউনিস্টে ছেয়ে যাবে কারণ ওখানে একটা ছোট্ট কমিউনিস্ট পার্টিও নেই। কিন্তু কেউ যদি বুর্জোয়াদের কাছে তার মস্তিষ্ক বাঁধা দিয়ে থাকেন এবং যদি "গণতন্ত্র" সম্পর্কে পাতি-বুর্জোয়া কুসংস্কার-গুলোকে লালন করতে থাকেন তাহলে অবশ্য এই ধরনের ব্যক্তিরা প্রোলে-তারিয়েতের অনেক ক্ষতিসাধন করবেন যদি তাঁরা নিজেদের কমিউনিস্ট বলে জাহির করার কথা ভেবে থাকেন এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অনুমোদন লাভ করেন। এই সব ব্যক্তি যা করতে সক্ষম তা হল শুধু ফিলিস্তিনীয় বাক্যাবলীর আড়ালে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ভাবাবেগপূর্ণ "প্রস্তাব" পাশ করবে। একটা নির্দিষ্ট অর্থে এই সমস্ত প্রস্তাবও প্রয়োজনীয় যেমন এই অর্থে যে প্রবীণ "নেতৃবৃন্দ" (শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অনুগামীরা) জনগণের সামনে নিজেদের উপহাসের পাত্র করে তুলবেন এবং যতই তাঁরা বিপ্লবী ক্রিয়াকর্ম বর্জিত, শূন্য ও প্রতিশ্রুতিবিহীন প্রস্তাব গ্রহণ করবেন তত দ্রুত তাঁরা তাঁদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করবেন। প্রত্যেককে তারা নিজ নিজ কাজে লেগে থাকতে দিন, কমিউনিস্ট পার্টি সরাসরি তাদের পার্টির মাধ্যমে কাজ করুক এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিপ্লবী সচেতনতা জাগিয়ে তুলুক। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় যারা "দেশরক্ষার" প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল বিশ্ব ভাগ-বাঁটোয়ার জন্যে, তুরস্ককে লুণ্ঠন করার জন্যে বৃটিশ পুঁজিপতি ও জারের মধ্যে গোপন চুক্তিকে "রক্ষার" জন্যে তারা "দেখতে না পাক" যে বৃটেন পোল্যাণ্ডকে ও রাশিয়ার শ্বেতরক্ষীদের সাহায্য করছে—এইসব ব্যক্তি তাদের শান্তি প্রস্তাবের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি করুক উপহাসের পাত্র হয়ে ওঠা পর্যন্ত, ওরা যত বেশী এই রকম করবে তত তাড়াতাড়ি ওরা কেরেনস্কি, মেনশেভিক ও রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীদের অবস্থায় পরিণতি লাভ করবে।

আপনাদের প্রতিনিধিদলের বহু সদস্যই আমাকে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন লাল আতঙ্ক রাশিয়াতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাহীনতা, সভা-সমিতির

স্বাধীনতা, মেনশেভিক-অনুগামী ও মেনশেভিক কর্মীদের ওপর নির্যাতন সম্পর্কে। আমার জবাব ছিল এই যে আতঙ্কের প্রকৃত কারণ হল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের "মিত্রবর্গ" যারা ফিনল্যাণ্ড ও হাঙ্গরিতে শ্বেত সন্ত্রাস চালিয়েছিল এবং এখনও চালাচ্ছে, ভারত ও আয়ারল্যাণ্ডেও তাই চালাচ্ছে যারা সমর্থন করে যাচ্ছিল ইউদেনিচ, কোলচাক, দেনিকিন, পিলসুদস্কি এবং র‍্যাঙ্গেলকে। আমাদের লাল আতঙ্ক হল শোষকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং শোষকদের প্রতিরোধ চুরমার করে দেওয়ার ব্যবস্থা যাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী, মেনশেভিক এবং সামান্য কিছু সংখ্যক মেনশেভিকদের অনুগামী কর্মী। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অধীনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সভা-সমিতির স্বাধীনতা হল শ্রমজীবীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্যে ধনীদের স্বাধীনতা, উৎকোচ দানের ও সংবাদপত্রকে কিনে ফেলার জন্যে পুঁজিপতিদের স্বাধীনতা। আমি সংবাদপত্রের প্রবন্ধে এই বিষয়ে এত বেশী আলোচনা করেছি যার ফলে পুনরায় সেই একই কথা বলতে আমি আনন্দ পাচ্ছি না।

আপনাদের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলোচনা করার দুদিন পর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল যে ফ্রান্সে মোনাত্তে এবং লরিৎকে গ্রেপ্তার করা ছাড়াও বৃটেনে সিলভিয়া প্যাঙ্কহার্স্ট'কে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। অ-কমিউনিস্ট বৃটিশ শ্রমিক "নেতাদের" প্রশ্নের এটাই ছিল শ্রেষ্ঠ জবাব যা বৃটিশ সরকারের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল এইসব নেতৃবৃন্দ যারা বুর্জোয়া কুসংস্কারের দ্বারা বন্দী তাঁরা জিজ্ঞাসা করতেও ভয় পান যেমন এই আতঙ্ক কোন শ্রেণীর বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে—নির্যাতিত ও শোষিত অথবা নির্যাতনকারী ও শোষক শ্রেণী? এটা কি শ্রমজীবীদের ঠকানো, প্রতারণা ও সম্পদ অপহরণের জন্যে পুঁজিপতিদের "স্বাধীনতার" প্রশ্ন অথবা সম্পদশালী, ফাটকাবাজ ও পুঁজিপতিদের জোয়াল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে শ্রমিকদের স্বাধীনতার প্রশ্ন? কমরেড সিলভিয়া প্যাঙ্কহার্স্ট হাজার হাজার ও লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন যে সব মানুষ বৃটিশ এবং অন্যান্য পুঁজিপতির দ্বারা নিপীড়িত। সেই কারণেই তাঁকে শ্বেত সন্ত্রাসের আক্রমণের মুখে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। যে সব শ্রমিক নেতা একটা অ-কমিউনিস্ট নীতি অনুসরণ করেন তাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জনই বুর্জোয়াদের এবং তাদের ছলনা ও কুসংস্কারের প্রতিনিধিত্ব করেন।

উপসংহারে, আপনারা এখানে প্রতিনিধিদল পাঠানোর জন্যে আমি পুনরায় আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সোভিয়েত ব্যবস্থা এবং প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্ব সম্পর্কে বহু সদস্যে বিরুদ্ধ মনোভাব থাকা সত্ত্বেও এবং যদিও তাদের মধ্যে অনেকেই বুর্জোয়া সংস্কারে আবদ্ধ, তবুও সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে তাদের পরিচিতি সারা বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের পতনকে ত্বরান্বিত করে তুলবে।

*এন. লেনিন*

৩০. ৫. ১৯২০

*প্রাভদা* ১৩০ সংখ্যা
*ইজভেস্তিয়া* VTsIK ১৩০ সংখ্যা
১৭ই জুন, ১৯২০

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ৩১,
পৃঃ ১৩৯-৪৩

# কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের প্রাথমিক কর্তব্যের উপর প্রবন্ধ থেকে

৩।

## রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সংশোধন আংশিকভাবে গঠনের ও অনুমোদিত পার্টিসমূহ অথবা যারা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অনুমোদন লাভে আগ্রহী

১৪। বিশ্ব অর্থনীতি ও রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হল বিভিন্ন দেশের প্রোলেতারিয়েত কি পরিমাণে প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রস্তুত যা বৃহত্তম বাস্তবতা ও সূক্ষ্মতাসহ দেখতে পাওয়া যাবে এই ঘটনার মধ্যে যে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের চাইতে বেশী প্রভাবশালী পার্টিগুলো যেমন ফরাসী সমাজতান্ত্রিক পার্টি, জার্মানীর স্বাধীন সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি, গ্রেট বৃটেনের স্বাধীন শ্রমিক পার্টি এবং আমেরিকার সমাজতান্ত্রিক পার্টি এই অসৎ আন্তর্জাতিক থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে—প্রথম তিনটি শর্তসাপেক্ষে, শেষোক্তটি প্রায় নিঃশর্তে—তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অনুমোদন লাভের জন্যে। এটা প্রমাণ করে যে কেবলমাত্র বিপ্লবী প্রোলেতারিয়েতের অগ্রণী বাহিনীই নয়, এর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশও, সমগ্র ঘটনা ধারার দ্বারা প্রত্যয়সিদ্ধ হয়ে আমাদের পক্ষেই যোগ দিতে শুরু করেছিল। এখন প্রধান বিষয়টা হল এই কার্যধারাকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া এবং সাংগঠনিক ক্ষেত্রে যা অর্জিত হয়েছে তাকে দৃঢ় সংবদ্ধ করা যাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে এই পথ ধরে এগিয়ে যাওয়া যায়।

১৫। উল্লিখিত পার্টিসমূহের সর্বপ্রকার ক্রিয়াকলাপ (যার সঙ্গে যুক্ত করা উচিত সুইজারল্যাণ্ডের সমাজতান্ত্রিক পার্টিকে, যদি তৃতীয় আন্তর্জাতিকে যোগদান সম্পর্কে তারবার্তায় প্রাপ্ত তার সিদ্ধান্ত সত্যি হয়) দেখায়—যা এইসব পার্টির যে কোন সাময়িক পত্রিকা সুস্পষ্টরূপে সমর্থন করে—যে তারা

এখনও কমিউনিস্ট হয়ে ওঠে নি এবং প্রায়ই সরাসরিভাবে তৃতীয় আন্তর্জাতিকে মৌলিক নীতির পরিপন্থী কাজ করে যেমন বুর্জোয়া গণ-তন্ত্রের পরিবর্তে প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্ব এবং সোভিয়েত সরকারের স্বীকৃতি।

তাই কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসকে অবশ্যই প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে যে সে এক্ষুণি এইসব পার্টির অনুমোদন গ্রহণ করতে পারে না; জার্মান "স্বতন্ত্র"দের কাছে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের পরিচালক সমিতির জবাবকে সমর্থন করছে; যে সব পার্টি দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপনে ইচ্ছুক তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাতে তার প্রস্তুত থাকার কথা সে স্বীকার করছে; সে এইসব পার্টির প্রতিনিধিবৃন্দকে তার সমস্ত কংগ্রেস ও অধি-বেশনে অংশ গ্রহণ করতে দেবে; সে নিম্নলিখিত শর্তগুলো আরোপ করছে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সঙ্গে এইসব পার্টির (সাদৃশ্যপূর্ণ) পরিপূর্ণ রূপে অঙ্গীভূত হওয়ার জন্যে।

১। পরিচালক সমিতি এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সবকটি কংগ্রেসের সমস্ত সিদ্ধান্তকেই সংশ্লিষ্ট পার্টিসমূহের সাময়িক পত্রে প্রকাশ করতে হবে;

২। এই সিদ্ধান্তসমূহ পার্টিগুলোর সমস্ত অংশ ও স্থানীয় সংগঠনসমূহের বিশেষ সভায় আলোচিত হবে;

৩। এই ধরনের আলোচনার পর পার্টিসমূহের বিশেষ কংগ্রেস আহূত হবে ফলাফলগুলোকে সংক্ষেপ করার জন্যে এবং নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে—

৪। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মূল সুর রক্ষা করে যে সব পার্টি কাজ করে চলেছে তাদের বিতাড়ন;

৫। পার্টিগুলোর সমস্ত সাময়িক পত্রিকা পুরোপুরিভাবে কমিউনিস্ট সম্পাদকের অধীনে আনা হবে।

তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের উচিত তার পরিচালক সমিতিকে নির্দেশ দেওয়া এইসব একই ধরনের পার্টিগুলোকে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের স্বীকৃতি অনুমোদন করা তবে এ-বিষয়ে সুনিশ্চিত হয়ে যে এইসব শর্ত প্রকৃতই পালিত হয়েছে এবং এইসব পার্টির ক্রিয়াকলাপ একটি কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জন করেছে।

১৬। কমিউনিস্টদের আচরণের প্রশ্নে, যে সব কমিউনিস্ট এখন এইসব একই ধরনের পার্টিতে দায়িত্বশীল পদের ক্ষুদ্রাংশ দখল করে আছে, কমিউ-নিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত যে পার্টিসমূহের অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিজমের প্রতি সহানুভূতি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হওয়ার জন্যে কমিউনিস্টদের পক্ষে শেষোক্তটির থেকে পদত্যাগ করা অবাঞ্ছনীয় হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা ওদের মধ্যে থেকে কাজ চালিয়ে যেতে পারেন প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্ব ও সোভিয়েত সরকারের স্বীকৃতির জন্যে এবং যতদিন পর্যন্ত সুবিধাবাদী ও মধ্যপন্থাদের সমালোচনা করা সম্ভব যারা এইসব পার্টিতে অবস্থান করবে।

সেই সঙ্গে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের উচিত কমিউনিস্ট গোষ্ঠী ও সংগঠনসমূহের সপক্ষে ঘোষণা করা অথবা যে সব গোষ্ঠী ও সংগঠন কমিউনিজমের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সদস্যপদ থাকা সত্ত্বেও গ্রেট বৃটেনের শ্রমিক পার্টিতে যোগ দিচ্ছে তাদের পক্ষে ঘোষণা প্রচার করা। যতক্ষণ পর্যন্ত এই পার্টি তার স্বীকৃত সংগঠনসমূহকে প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্ব ও সোভিয়েত সরকারের অনুকূলে বর্তমান-কালের মত সমালোচনা, প্রচার কার্য চালানো, আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলার স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত রাখবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এই পার্টি শ্রম-জীবী শ্রেণীর সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নের সংগঠনসমূহের ফেডারেশনের চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখবে, ততক্ষণ কমিউনিস্টদের পক্ষে সবকিছু করা এবং বিশাল জনতার ওপর প্রভাব কার্যকরী করার জন্যে এবং উচ্চতর স্তর থেকে তাদের সুবিধাবাদী নেতাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্যে জনগণের সম্প্রসারিত দৃষ্টির ক্ষেত্রে কিছু কিছু আপস মীমাংসার অবশ্য প্রয়োজন রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর দ্রুততর করার জন্যে বুর্জোয়াদের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধিদের কাছ থেকে পুঁজিপতি শ্রেণীর শ্রমিক সেনাপতিদের হাতে, যাতে জনসাধারণকে এই ক্ষেত্রে তাদের শেষ মোহ থেকে দ্রুত বিচ্ছিন্ন করা যায়।

১৭। ইতালির সমাজতন্ত্রী পার্টি সম্পর্কে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেস মনে করে যে ঐ পার্টির সমালোচনা এবং পার্টির তুরিন শাখার নামে ইতালির সমাজতান্ত্রিক পার্টির জাতীয় সভায় উত্থাপিত কার্যকরী প্রস্তাবসমূহ, যেমনভাবে ১৯২০ সালের ৮ই মে তারিখে L'ordine Nuovo পত্রিকায়

প্রকাশিত হয়েছে, তা মূলতঃ সত্য এবং সর্বাংশে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের মৌলিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সেইভাবে, তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেস ইতালির সমাজতান্ত্রিক পার্টির কাছে অনুরোধ জানায় একটি বিশেষ কংগ্রেস অধিবেশন আহ্বান করে প্রস্তাবগুলো আলোচনা করতে এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দুটো কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলোরও আলোচনা করতে যাতে পার্টির দৃষ্টিভঙ্গীর সংশোধন করা যায় এবং এর ভেতর থেকে বিশেষ করে পার্লামেন্টারী গোষ্ঠী ও অ-কমিউনিস্ট উপাদানগুলোকে বহিষ্কার করা যায়।

১৮। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেস শ্রেণী ও জনগণের সম্পর্ক বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গীকে ভুল বলে মনে করে এবং বুর্জোয়া পার্লামেন্টে ও প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়নে কমিউনিস্ট পার্টির অংশ গ্রহণ বাধ্যতামূলক নয় এই অভিমতকেও ভুল বলে মনে করে। বর্তমান কংগ্রেসে বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এইসব অভিমতকে বিশদভাবে খণ্ডন করা হয়েছে, এর পক্ষে সবচাইতে জোরালো যুক্তি উত্থাপন করেছিলেন জার্মানীর কমিউনিস্ট শ্রমিকদের পার্টি এবং আংশিকভাবে সুইজারল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টি, ভিয়েনাস্থিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পূর্ব ইউরোপীয় সেক্রেটারিয়েটের মুখপত্র *কমিউনিসমাস*, আমস্টারডামের অধুনা অবলুপ্ত সেক্রেটারিয়েট; বেশ কিছু সংখ্যক ওলন্দাজ কমরেড, গ্রেট বৃটেনের বেশ কয়েকটি কমিউনিস্ট সংগঠন, উদাহরণস্বরূপ শ্রমিকদের সমাজতান্ত্রিক ফেডারেশন এবং তাছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বের শিল্প শ্রমিক এবং গ্রেট বৃটেনের দোকান পরিচালক সমিতিসমূহ।

তাছাড়াও তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেস, এটা সম্ভব এবং আকাঙ্ক্ষিত বলে মনে করে যে পূর্বে উল্লিখিত সংগঠনসমূহের মধ্যে যারা এখনও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অনুমোদন পায়নি তাদের এখুনি তাই করা উচিত; কারণ বর্তমান ক্ষেত্রে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়াতে বিশ্ব শিল্প শ্রমিকদের প্রসঙ্গে এবং গ্রেট বৃটেনের দোকান পরিচালক সমিতিসমূহের প্রসঙ্গে আমরা মুখোমুখি হয়েছি একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রোলেতারীয় গণ-আন্দোলনের, যা মূলগতভাবে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নীতির সপক্ষে দাঁড়ায়। বুর্জোয়া পার্লামেন্টে অংশ গ্রহণ সম্পর্কে এইসব সংগঠন যে ভুল অভিমত পোষণ করত তাকে ব্যাখ্যা করতে পারা যায়, বুর্জোয়াদের কাছ

থেকে আসা উপাদানসমূহের প্রভাবের দ্বারা ততটা নয়, যারা অপরিহার্যরূপে পাতি-বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গীকে আন্দোলনের মধ্যে নিয়ে আসে—এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী যা সন্ত্রাসবাদীরা প্রায়শঃই পোষণ করে—প্রোলেতারিয়েতদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা অনুযায়ী যারা অত্যন্ত বিপ্লবী এবং জনগণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

এই কারণের জন্যেই তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেস অ্যাঙ্গলো-স্যাক্সন দেশসমূহের সমস্ত কমিউনিস্ট সংগঠন ও গোষ্ঠীর কাছে অনুরোধ করে, এমন কি যদি বিশ্বের শিল্প শ্রমিকরা এবং দোকান পরিচালক সমিতিগুলো অবিলম্বে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অনুমোদন নাও পায়, এই সমস্ত সংগঠনের প্রতি একটা বন্ধুভাবাপন্ন নীতি অনুসরণ করতে তাদের সঙ্গে ও জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষার জন্যে, যারা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং বন্ধু ভাবাপন্ন তাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে সমস্ত বিপ্লবের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে, বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর তিনটি রুশ বিপ্লবকে ভিত্তি করে; যে তাদের পূর্বে উল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গী ভুল এবং ওদের সঙ্গে মিশে যাওয়ার প্রচেষ্টা থেকে বিরত না হতে যাদের নিয়ে একটি মাত্র কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করা যায়।

১৯। এই প্রসংগে কংগ্রেস সমস্ত কমরেডদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বিশেষ করে লাতিন ও অ্যাঙ্গলো-স্যাক্সন দেশসমূহে এই বিষয় সম্পর্কে যে যুদ্ধের পর সারা বিশ্বে সমস্ত সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে গুরুতর আদর্শগত ভাঙন দেখা দিয়েছে সোভিয়েত সরকার ও প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্ব সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী কি হবে তাই নিয়ে। তার ওপর এইসব নীতি সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধির চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় বিশেষ করে প্রোলেতারীয় উপাদানসমূহের মধ্যে যারা সন্ত্রাসবাদের প্রতি আকর্ষণ বোধ করছিল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত পার্টিসমূহের সংস্কারবাদ ও সুবিধাবাদের প্রতি নিদারুণ ও যুক্তিসংগত ঘৃণার দ্বারা। এই উপলব্ধি তাদের মধ্যে ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে এবং ওরা আরও বেশী পরিচিত হয়ে উঠছে রাশিয়া, ফিনল্যাণ্ড, হাঙ্গেরি, লাতভিয়া, পোল্যাণ্ড এবং জার্মানীর অভিজ্ঞতার সাহায্যে।

কংগ্রেস তাই মনে করে যে, সমস্ত কমিউনিস্টদের কর্তব্য হল প্রোলেতারীয় গণ-উপাদানকে সর্ব প্রকার সাহায্য করা সন্ত্রাসবাদ বর্জনের জন্যে এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের পাশে দাঁড়াবার জন্যে। কংগ্রেস উল্লেখ করে

যে, যে পরিমাণে প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি'সমূহ সন্ত্রাসবাদ থেকে বুদ্ধিজীবী ও পাতি বুর্জোয়াদের চাইতে বিশাল সংখ্যক প্রোলেতারীয় উপাদানের সমর্থন আদায় করতে সফলতা অর্জন করে সেটাই হল পার্টিগুলোর সাফল্যের মান।

৪ঠা জুলাই, ১৯২০

সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ৩১
পৃঃ ১৯৭-২০১

"কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক"
পত্রিকার ১২নং সংখ্যায়,
প্রকাশিত হয় ১২ই জুলাই, ১৯২০ সালে।

# বৃটেনের[১৪৫] কমিউনিস্ট পার্টির যুগ্ম অস্থায়ী কমিটির চিঠির জবাব

বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টি'র যুগ্ম অস্থায়ী কমিটির ১০ই জুন তারিখের চিঠি আমার হস্তগত হয়েছে এবং তাঁদের অনুরোধ অনুযায়ী আমি তাড়াতাড়ি এই জবাব দিচ্ছি যে বৃটেনে অবিলম্বে একটি মাত্র কমিউনিস্ট পার্টি' গড়ে তোলা সম্পর্কে তাঁদের পরিকল্পনার প্রতি আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে। আমার ধারণায় কমরেড সিলভিয়া প্যাঙ্কহার্স্ট' ও শ্রমিকদের সমাজতান্ত্রিক ফেডারেশন কর্তৃক অনুসৃত কৌশল ভ্রান্ত ছিল। এরা একটি মাত্র কমিউনিস্ট পার্টি' গঠনের জন্যে ব্রিটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টি', সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টি' ও অন্যান্যদের সঙ্গে একীভূত হওয়ার আলোচনায় বসতে অস্বীকার করেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি সংসদে অংশগ্রহণ, শ্রমিক পার্টি'র অনুমোদন এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র কমিউনিস্ট ক্রিয়াকলাপের পক্ষপাতী।

আমি ১৯২০ সালের ১৫ই জুলাই তারিখে মস্কোতে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের কংগ্রেসে এইসব কৌশলকে সমর্থন করব। আমি, তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সিদ্ধান্তসমূহকে ভিত্তি করে একটি একক কমিউনিস্ট পার্টি' দ্রুত গড়ে ওঠাকে অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি এবং এই ধরনের একটি পার্টি'র উচিত ঘনিষ্ঠতম যোগাযোগ রক্ষা করে চলা বিশ্বের শিল্প শ্রমিক ও দোকান পরিচালক সমিতির সঙ্গে যাতে অদূর ভবিষ্যতে তাদের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিশে যাওয়া কার্যকরী করা যায়।

এন. লেনিন

৮.৭.১৯২০

১৯২০ সালের ২২শে জুলাই
"দি কল" পত্রিকার
২২৪ নং সংখ্যায় ইংরাজীতে প্রকাশিত

সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ৩১,
পৃঃ ২০২

# আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিবেদন এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের প্রতি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রাথমিক কর্তব্য

১৯শে জুলাই, ১৯২০

( "একটি জয়ধ্বনি ভেঙ্গে পড়ল। উপস্থিত সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে প্রশংসা করলেন। বক্তা শুরু করতে যাচ্ছেন কিন্তু প্রশংসা ও চীৎকার চলছে সব ভাষাতেই। জয়ধ্বনি কমছে না।" ) কমরেডগণ, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রাথমিক কর্তব্য সম্পর্কে প্রবন্ধসমূহ সমস্ত ভাষাতেই প্রকাশিত হয়েছে এবং সেগুলোর মধ্যে বস্তুগতভাবে নতুন কিছু নেই ( বিশেষ করে রুশ কমরেডদের কাছে )। এর কারণ হল বেশ কিছু পরিমাণে আমাদের বিপ্লবী অভিজ্ঞতার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহের অনেকগুলোর মধ্যে এবং পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের কাছে আমাদের বিপ্লবী আন্দোলনের শিক্ষাসমূহের মধ্যে ওগুলো ছড়িয়ে আছে। তাই আমার প্রতিবেদনে সংক্ষিপ্ত হলেও একটু বিশদভাবে আমার বিষয়বস্তুর প্রথম অংশ নিয়ে আলোচনা থাকবে যেমন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি।

বর্তমানে আমরা যেমন দেখতে পাচ্ছি ঠিক সেই রকম সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক সম্পর্কই সমগ্র আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মূল ভিত্তি রচনা করে। সমগ্র বিংশ শতাব্দীব্যাপী এই নতুন এবং পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর পরিপূর্ণ আকার লাভ করেছে। অবশ্য আপনারা জানেন পুঁজি যে অস্বাভাবিক আকার ধারণ করেছে তা হল সাম্রাজ্যবাদের অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যসূচক এবং অপরিহার্য বিশিষ্টতা। অতিকায় একচেটিয়া কারবার অবাধ প্রতিযোগিতার স্থান দখল করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি তাদের হাতে শিল্পের সমস্ত শাখাকে কেন্দ্রীভূত করতে সক্ষম হয়েছে, এগুলো হস্তান্তরিত হয়ে গেছে গোষ্ঠীভুক্ত কার্টেল, সিণ্ডিকেট ও ট্রাস্টগুলোর হাতে—আন্তর্জাতিক

চরিত্র অনুযায়ী যে কখনও সখনও হয়েছে তা নয়। এইভাবে শিল্পের সমস্ত শাখা, কেবলমাত্র একটি দেশেই তা নয়, সারা বিশ্বব্যাপী একচেটিয়া কারবারীর অধিকার করে নিয়েছে পুঁজি, সম্পত্তির অধিকার ও আংশিক-ভাবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে।

এটাই মুষ্টিমেয় বড় বড় ব্যাঙ্ক পুঁজিপতি ও মহাজনদের অভূতপূর্ব প্রাধান্যের ভিত্তি স্থাপন করেছে, যারা প্রকৃতপক্ষে সবচাইতে বেশী স্বাধীন সাধারণতন্ত্রসমূহকেও অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যে পরিণত করেছে। যুদ্ধের পূর্বে এটা ফ্রান্সের লাইসিসের মত ষ-বিপ্লবী লেখকদের দ্বারাও প্রকাশ্যে স্বীকৃত হয়েছিল।

মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির প্রাধান্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটে যখন সমগ্র বিশ্ব বিভাজিত হয়ে গেছে, শুধু এই অর্থেই নয় যে কাঁচামালের বিভিন্ন উৎস ও উৎপাদনের উপায় সবচাইতে ধনী পুঁজিপতিরা দখল করে নিয়েছে, এই অর্থেও যে উপনিবেশসমূহের প্রাথমিক বিভাজনও সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রায় চল্লিশ বছর আগে উপনিবেশসমূহের জনসংখ্যা ছিল ২৫ কোটিরও উপর যারা মাত্র ছ'টি পুঁজিবাদী শক্তির অধীন হয়ে পড়েছিল। ১৯১৪ সালের যুদ্ধের আগে উপনিবেশগুলোর লোকসংখ্যা ছিল ৬০ কোটি এবং আমরা যদি পারস্য, তুরস্ক ও চীনের মত দেশকে তার সঙ্গে যোগ করি, যারা পূর্ব থেকেই আধা-উপনিবেশ, তাহলে আমরা জনসংখ্যার হিসেব পাব এক শ' কোটি, যারা ঔপনিবেশিক পরাধীনতার ফলে নির্যাতিত হয়েছে সবচাইতে ধনী, সবচাইতে সভ্য এবং সবচাইতে স্বাধীন দেশগুলোর দ্বারা। আপনারা জানেন যে প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক ও আইনসঙ্গত অধীনতা ছাড়াও ঔপনিবেশিক পরনির্ভরতা পুঁজিবাদকে ও অর্থনৈতিক পরনির্ভরতার বহু প্রকার সম্পর্ককে পূর্বানুমান করে নেয় এবং সেই সঙ্গে অনুমান করে নেয় কয়েকটা যুদ্ধকেও যাকে যুদ্ধ বলে ধরা হত না, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা পর্যবসিত হত হত্যাকাণ্ডে, যখন ইউরোপীয় ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী সৈন্য-দল ধ্বংসলীলার অত্যন্ত আধুনিক ধরনের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উপনিবেশ-গুলোর নিরস্ত্র ও অসহায় অধিবাসীদের হত্যা করত।

১৯১৪-১৮ সালের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হল সমগ্র বিশ্ব বিভাজনের, পুঁজিবাদীদের একচেটিয়া প্রভুত্ব স্থাপনের ও কয়েকটা মাত্র বড় বড় ব্যাঙ্কের প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠার অবশ্যম্ভাবী ফল—প্রতিটি দেশে দুটো, তিনটে,

চারটে অথবা পাঁচটা করে। এই যুদ্ধ শুরু করা হয়েছিল পৃথিবীকে পুনরায় ভাগ করার জন্যে। এই যুদ্ধ চালানো হয়েছিল বৃহত্তম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কোন ছোট ছোট গোষ্ঠী, বৃটিশ ও জার্মানদের মধ্যে, যারা বিশ্বকে লুণ্ঠন, শোষণ ও শ্বাসরোধ করার সুযোগ পাবে এটা স্থির করার জন্যে। আপনারা জানেন ঐ যুদ্ধ এই প্রশ্নের সমাধান করেছিল বৃটিশ গোষ্ঠীর অনুকূলে রায় দিয়ে। এই যুদ্ধের ফলে সমস্ত পুঁজিবাদী স্ব-বিরোধগুলো সাংঘাতিক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। একটি খোঁচায় এই যুদ্ধ ২৫ কোটি অধিবাসীকে নিম্নস্তরে নামিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ ঔপনিবেশিক স্তরে, যেমন রাশিয়া যার জনসংখ্যা হতে পারে প্রায় ১৩ কোটি জন এবং অস্ট্রীয়া-হাংগেরী, জার্মানী এবং বালগেরিয়ায় সর্বমোট জনসংখ্যা ১২ কোটির কম নয়। এর অর্থ ২৫ কোটি জন অধিবাসী বিভিন্ন দেশে বাস করছে যার মধ্যে কিছু কিছু আছে জার্মানীর মতই অত্যন্ত উন্নত, আলোকপ্রাপ্ত এবং আধুনিক কারিগরী দক্ষতার দিক থেকে সমান এবং সংস্কৃতিবান। ভার্সাই সন্ধির ফলে যুদ্ধ এইসব রাষ্ট্রের ওপর এমন সব শর্ত আরোপ করেছে যার ফলে উন্নত জাতিগুলো ঔপনিবেশিক পরনির্ভরতা, দারিদ্র্য, অনাহার কবলিত, বিপর্যস্ত ও অধিকারবর্জিত অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। এই চুক্তি বংশানুক্রমিকভাবে ওদের জড়িয়ে ফেলেছে এবং এমন শর্ত কন্টকিত যার মধ্যে কোন সভ্য জাতি বাস করে নি। নিম্নে বিশ্বের যুদ্ধোত্তর চিত্র তুলে ধরা হল: ১২৫ কোটি মানুষকে সাম্রাজ্যবাদী জোয়ালে আবদ্ধ করা হল যারা নিষ্ঠুর পুঁজিবাদী শোষণের অধীনে যারা এক সময় শান্তির প্রতি আকাঙ্ক্ষার কথা সদম্ভে ঘোষণা করত এবং প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে এই রকম কিছু করার অধিকার ছিল যখন পৃথিবী ভাগাভাগি হয়ে যায় নি, একচেটিয়া কারবারীদের শাসন তখনও চালু হয় নি, পুঁজিবাদের পক্ষে তুলনামূলকভাবে আরও বিকাশ ঘটানোর সুযোগ ছিল গুরুতর সামরিক সংঘর্ষে জড়িয়ে না পড়ে।

আজকাল এই "শান্তিপূর্ণ" কাল অতিবাহিত হবার পর আমরা দেখতে পাই নির্যাতনের সাংঘাতিক তীব্রতা ও ঔপনিবেশিক ও সামরিক নির্যাতনে পুনরায় ফিরে আসা, যা আগের চাইতেও খারাপ। ভার্সাই সন্ধি জার্মানী এবং অন্যান্য পরাধীন রাষ্ট্রগুলোকে এমন একটা অবস্থায় এনে ফেলেছে যা তাদের অর্থনৈতিক অস্তিত্বকে বাস্তবক্ষেত্রে অসম্ভব করে তুলেছে, সর্বপ্রকার অধিকার হরণ করছে এবং হতমান করছে।

কতগুলো জাতি উপকৃত হয়েছে? এই প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে আমাদের অবশ্যই স্মরণ করতে হবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার কথা— যে রাষ্ট্র যুদ্ধ থেকে পূর্ণ সুবিধা আদায় করেছে; একটি রাষ্ট্র দেনদার অবস্থা থেকে পাওনাদার রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, সেই রাষ্ট্রের জনসংখ্যা ১০ কোটির বেশী নয়। যে জাপান ইউরোপ ও আমেরিকান সংঘর্ষের বাইরে থেকে এবং বিশাল পরিমাণ এশীয়-ভূখণ্ড দখল করে প্রচুর লাভবান হয়েছিল তার জনসংখ্যা ছিল ৫ কোটি। বৃটেন যে পূর্বোক্ত রাষ্ট্রগুলোর পরেই সব চাইতে বেশী লাভবান হয়েছিল তার জনসংখ্যা হল ৫০ লক্ষ জন। আমরা যদি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহ এবং তাদের জনসংখ্যাগুলো যোগ করি, যারা যুদ্ধের ফলে লাভবান হয়েছিল, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে জনসংখ্যার পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে প্রায় ২৫ কোটি।

এইভাবে আমরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পর পৃথিবীর যে চিত্র ফুটে ওঠে তার মোটামুটি একটা আভাস পাই। নির্যাতিত উপনিবেশ ও রাষ্ট্রসমূহে যাদের অধিবাসীদের বিতাড়ন করা হচ্ছে, যেমন পারস্য, তুরস্ক ও চীন যারা পরাজিত হয়েছিল এবং যাদের উপনিবেশের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে— সেখানে আছে ১২৫ কোটি অধিবাসী। যে সমস্ত দেশ তাদের পুরানো মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছে তাদের অধিবাসীর সংখ্যা ২৫ কোটিরও বেশি নয় কিন্তু তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েছে আমেরিকার উপর এবং যুদ্ধের সময় সকলেই সামরিক দিক থেকে পরনির্ভরশীল ছিল, যুদ্ধ যখন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল এবং একটি রাষ্ট্রকেও প্রকৃত পক্ষে নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে দিল না। অবশেষে আমরা সেইসব দেশে ২৫ কোটিরও বেশি অধিবাসী দেখতে পাই না যার উপরিস্থিত স্তরে একমাত্র পুঁজিবাদীরাই বিশ্ব বিভাগের ফলে সুবিধা আদায় করেছিল। আমরা এইভাবে সমগ্র পৃথিবীর লোকসংখ্যা পাই ১৭৫ কোটি। আমি আপনাদের পৃথিবীর এই চিত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই কারণ পুঁজিবাদের সমস্ত মৌলিক স্ব-বিরোধ ও সাম্রাজ্যবাদের স্ব-বিরোধ যা বিপ্লবের দিকে পদক্ষেপ ফেলছে, শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনের সমস্ত মৌলিক স্ব-বিরোধ যার ফলে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম শুরু হয়েছিল অর্থাৎ যে সব ঘটনার কথা আমাদের চেয়ারম্যান উল্লেখ করেছেন তার সব কিছুই যুক্ত রয়েছে বিশ্বের অধিবাসী বিভাজনের সঙ্গে।

অবশ্য এই সংস্থাগুলো মোটামুটিভাবে বিশ্বের অর্থনৈতিক চিত্রটাই তুলে ধরে। কমরেডগণ, এটা স্বাভাবিক যে এইভাবে বিশ্বের অধিবাসী বিভাজন, লগ্নী পুঁজির শোষণ ও পুঁজিবাদীদের একচেটিয়া প্রভুত্ব বহুগুণ বেড়ে গেছে।

শুধু যে উপনিবেশ ও পরাজিত রাষ্ট্রগুলোকেই পরনির্ভরতার স্তরে নামিয়া আনা হয়েছে তা নয়; দুটি বিজয়ী রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধিতাও তীব্রতর হয়েছে; সর্বপ্রকার পুঁজিবাদী বিরোধিতা আরও বেড়েছে। সংক্ষেপে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়ে আমি এর ব্যাখ্যা করব। জাতীয় ঋণের কথাই ধরা যাক। আমরা জানি যে প্রধান প্রধান ইউরোপীয় রাষ্ট্রের ঋণ ১৯১৪ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে কমপক্ষে দশগুণ বেড়েছে। আমি অপর একটি অর্থনৈতিক সূত্রের উল্লেখ করছি যার বিশেষ গুরুত্ব আছে বৃটিশ কূটনীতিবিদ এবং "দ্য ইকনমিক কনসিকোয়েন্সেস অফ দ্য পীস" নামক গ্রন্থের লেখক কীনস, যিনি তাঁর সরকারের দ্বারা নির্দেশিত হয়ে ভার্সাই চুক্তি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তিনি যথাস্থানে বিষয়গুলোকে লক্ষ্য করেছিলেন বিশুদ্ধ বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, বিষয়টিকে বিশদভাবে অনুশীলন করেছিলেন ধাপে ধাপে এবং অধিবেশনগুলোকে অংশগ্রহণ করেছিলেন একজন অর্থনীতিবিদ হিসাবে। তিনি যে সব সিদ্ধান্তে এসেছেন তার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে যা যে কোন কমিউনিস্ট বিপ্লবীর সিদ্ধান্তের চাইতে অনেক বেশী লক্ষণীয় শিক্ষণীয় কারণ ওগুলো হল একজন প্রখ্যাত বুর্জোয়া ও বলশেভিকবাদের পরম শত্রুর সিদ্ধান্ত যাকে তিনি একজন বৃটিশ ফিলিস্তিনবাদী হিসাবে কল্পনা করেন অতিকায়, ভয়ঙ্কর ও পশুসুলভ বলে। কীনস এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে ভার্সাই শান্তির পর ইউরোপ এবং সমগ্র বিশ্ব দেউলিয়া হওয়ার দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি পদত্যাগ করেছেন এবং তাঁর পুস্তকখানিকে সরকারের মুখের উপর ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন এই কথা ক'টি বলে: "আপনারা যা করেছেন তা পাগলামী।" সংক্ষিপ্তাকারে নিয়ে তাঁর সংখ্যাগুলিকে আমি উদ্ধৃত করব।

প্রধান প্রধান শক্তির মধ্যে যে দেনদার-পাওনাদার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সেটা কি? আমি পাউণ্ড স্টার্লিংকি, ১০ রুবল=১ পাউণ্ড, এই হারে সোনার রুবলে পরিণত করব। আমরা যা পাই তা হল এই: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পদের পরিমাণ হল ১৯০০ কোটির কিন্তু দায় কিছুই নেই। যুদ্ধের আগে এটা ছিল বৃটেনের ঋণ। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির ১৯২০ সালের ১৪ এপ্রিল তারিখে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ কংগ্রেসে প্রদত্ত প্রতিবেদন কমরেড

লেভি সঠিকভাবেই উল্লেখ করেছেন যে এখন বিশ্বে মাত্র দুটি শক্তি আছে যারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে তারা হল বৃটেন ও আমেরিকা। একমাত্র আমেরিকাই অর্থ নৈতিক দিক থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন। যুদ্ধের আগে সে ছিল একটা দেনদার রাষ্ট্র, এখন সে পাওনাদার। বিশ্বের অপর সমস্ত রাষ্ট্রই হল দেনদার, বৃটেন এমন একটা অবস্থায় পরিণত হয়েছে যখন তার সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৭,০০ কোটি এবং দায়ের পরিমাণ ৮,০০ কোটি। সে এখন পাওনাদার রাষ্ট্রে পরিণত হবার মাঝ পথে এসে উপস্থিত হয়েছে। অধিকন্তু, তার সম্পদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে রাশিয়ার কাছ থেকে পাওনা ৬০০ কোটি। এই ঋণের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যুদ্ধের সময় রাশিয়া কর্তৃক গৃহীত সামরিক সাজ-সরঞ্জাম। সোভিয়েত সরকারের প্রতিনিধি ক্রাসিন সম্প্রতি লয়েড জর্জের সঙ্গে ঋণ চুক্তি বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন, তিনি বিজ্ঞানীদের, রাজনীতিবিদদের এবং বৃটিশ সরকারের নেতৃস্থানীয়দের কাছে পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন যে যদি তাঁরা এইসব ঋণ ফেরৎ পাওয়ার কথা ভেবে থাকেন তাহলে সেটা অলীক কল্পনাই হবে। বৃটিশ কূটনীতিবিদ কীনস পূর্বেই এই অলীকতাকে প্রকাশ করে দিয়েছেন।

অবশ্য এটা একমাত্র প্রশ্ন নয় এবং মোটেই তা নয় যে রুশ বিপ্লবী সরকারের সেই ঋণ পরিশোধের কোন ইচ্ছাই নেই। কোন সরকারই, পরিশোধ করবে না কারণ এই ঋণগুলো হল এমন একটা পরিমাণ অর্থের উপর অত্যধিক পরিমাণে জমা সুদ যে অর্থের ২০ গুণ বেশী পূর্বেই পরিশোধ করা হয়েছে অথচ সেই একই বুর্জোয়া কীনস, যাঁর রুশ বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি এতটুকু সহানুভূতি নেই, বলেন: "এটা পরিষ্কার যে এইসব ঋণকে হিসাবের মধ্যে ধরা যায় না।"

পুঁজি প্রসঙ্গে কীনস নিম্নোক্ত সংখ্যাগুলোর উদ্ধৃতি দেন: তার সম্পদের পরিমাণ ৫৫০ কোটি এবং দায় ১০৫০ কোটি! এটা এমন একটা দেশ যাকে ফরাসীরা নিজেরাই বলে বিশ্বের ঋণদাতা, কারণ তার সঞ্চয় হল প্রভূত পরিমাণ, ঔপনিবেশিক ও অর্থ নৈতিক লুঠতরাজ থেকে আহৃত সম্পদ অর্থাৎ পাহাড় প্রমাণ পুঁজি তাকে কোটি কোটি মুদ্রা ঋণ দিতে সক্ষম করেছিল বিশেষ করে সোভিয়েত রাশিয়াকে। এই ঋণ থেকে প্রভূত পরিমাণ আয় করেছিল। এটা এবং জয়লাভ সত্ত্বেও ফ্রান্স দেনদার রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

কমরেড ব্রন, একজন কমিউনিস্ট, "হু মাস্ট পে দ্য ওয়ার ডেট্‌স্‌" নামক তাঁর পুস্তকে উদ্ধৃত একটি বুর্জোয়া আমেরিকান সংস্থা জাতীয় সম্পদের সঙ্গে ঋণের অনুপাত নিম্নোক্তরূপে নির্ধারণ করেছিলেন, বিজয়ী দেশগুলিতে অর্থাৎ বৃটেন ও ফ্রান্সে মোট জাতীয় সম্পদের তুলনায় ঋণের অনুপাত হল শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশী; ইতালিতে শতকরা ৬০ থেকে ৭০-এর মধ্যে এবং রাশিয়াতে ৯০। অবশ্য আপনারা জানেন যে এইসব ঋণ আমাদের অস্বস্তি সৃষ্টি করে না কারণ আমরা কীনসের চমৎকার উপদেশ অনুসরণ করেছিলাম তাঁর পুস্তক প্রকাশিত হবার কিছু পূর্বেই—আমরা আমাদের সর্বপ্রকার ঋণকে বাতিল করেছিলাম। (প্রচণ্ড হর্ষধ্বনি)

এর মধ্যে অবশ্য কীনস ফিলিস্তিনদের স্বাভাবিক খামখেয়ালিপনার উদ্‌ঘাটন করেন: সমস্ত ঋণই বাতিল করা উচিত বলে উপদেশ দেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ কথাও বলেন যে অবশ্য ফ্রান্স এর দ্বারা লাভবানই হয়েছে। অবশ্য বৃটেন বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, যেহেতু রাশিয়ার কাছ থেকে কোন প্রকারেই কিছু বার করা যাবে না। আমেরিকা বেশ কিছু হারাবে, কিন্তু কীনস আমেরিকার "উদারতার" ওপর ভরসা রাখেন। এই বিষয়ে আমাদের মতের সঙ্গে কীনসের মতের অমিল আছে এবং অন্যান্য পাতি-বুর্জোয়া শান্তিবাদীদের মতের সঙ্গেও অমিল আছে। আমরা মনে করি ঋণগুলোকে বাতিল করতে ওদের অন্য একটা ঘটনা ঘটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এবং পুঁজিপতিদের "উদারতার" ওপর নির্ভর না করে অন্য কোন পথে চেষ্টা করতে হবে।

এই ক'টা সংখ্যা প্রমাণ করে যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বিজয়ী শক্তিদের জন্যেও একটা অসম্ভব পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। মজুরি এবং মূল্য স্তরের ঊর্ধ্বগতির মধ্যে বিরাট পার্থক্যের দ্বারা এটা আরও প্রমাণিত হয়েছে এই বছরের ৮ই মার্চ সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক সভা, যার দায়িত্ব হল সারা বিশ্বের বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে ক্রমবর্ধমান বিপ্লবের হাত থেকে রক্ষা করা, একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যার শেষ হয়েছে শৃঙ্খলা, পরিশ্রম ও ব্যয়-সংকোচের জন্যে আবেদনে অবশ্য যদি শ্রমজীবীরা পুঁজির হুকুম অনুযায়ী চলে। এই সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক সভা অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের পুঁজিপতি ও তাঁদের মুখপত্র নিম্নোক্ত সংক্ষিপ্তসার উপস্থিত করেছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে গড়ে শতকরা ১২০ ভাগ

অথচ মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে ১০০ শতাংশ। বৃটেনে খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ১৭০ ভাগ কিন্তু মজুরি বেড়েছে শতকরা ১৩০, ফ্রান্সে খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৩০০ ভাগ এবং মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ২০০ ভাগ, জাপানে খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে শতকরা করা ১৩০ ভাগ এবং মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে ৬০ শতাংশ ( আমি কমরেড ব্রনের পুস্তকের পরিসংখ্যান এবং ১৯২০ সালের ১০ই মার্চ তারিখে "দি টাইমস" পত্রিকায় সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক সভার যে পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছে তার বিশ্লেষণ করেছি)।

এই ধরনের ঘটনায় শ্রমজীবীদের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ, বিপ্লবী মেজাজ ও চিন্তাধারার বিকাশ এবং স্বতস্ফূর্তভাবে ব্যাপক ধর্মঘটের বৃদ্ধি স্পষ্টতঃই অবশ্যম্ভাবী যেহেতু শ্রমজীবীদের অবস্থা ক্রমেই অসহনীয় হয়ে উঠছে। শ্রমজীবীদের নিজেদের অভিজ্ঞতাই তাদের মনে প্রত্যয় জাগিয়ে দিচ্ছে যে পুঁজিপতিরা প্রভূত পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হয়েছে এই যুদ্ধের দ্বারা এবং যুদ্ধের খরচ ও ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে শ্রমজীবীদের কাঁধে। আমরা সাম্প্রতিক একটি তারবার্তার মাধ্যমে জেনেছি যে আমেরিকা ৫০০ জন কমিউনিস্টের অপর একটি দলকে রাশিয়ায় পাঠাতে চায় "বিপজ্জনক আন্দোলনকারীদের" হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য।

আমেরিকা যদি ৫০০ জনের বদলে ৫০০০০০ জন রুশ, আমেরিকান, জাপানী এবং ফরাসী আন্দোলনকারীকে আমাদের দেশে পাঠিয়েও দেয় তাহলেও কোন পরিবর্তন দেখা দেবে না কারণ তা সত্ত্বেও দ্রব্য মূল্য ও মজুরির মধ্যে পার্থক্য থেকে যাবে যার সম্পর্কে ওরা কিছুই করতে পারে না।

কেন ওরা কিছু করতে পারে না তার কারণ হল ব্যক্তিগত সম্পত্তি সেখানে সুদৃঢ়ভাবে ও "পবিত্র" হিসাবে রক্ষিত আছে। এটাকে ভুললে চলবে না কারণ একমাত্র রাশিয়াতে শোষকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন করা হয়েছে। পুঁজিপতিরা দ্রব্যমূল্য ও মজুরির মধ্যে ফাঁক সম্পর্কে কিছুই করতে পারে না এবং শ্রমিকরা তাদের পূর্বেকার মজুরি নিয়ে বাঁচতে পারে না। এই বিপর্যয়ের মুখোমুখি প্রাচীন পদ্ধতি অর্থহীন। বিচ্ছিন্নভাবে ধর্মঘট পার্লামেন্টারী সংগ্রাম অথবা ভোটের দ্বারা কিছুই অর্জিত হতে পারে না কারণ "ব্যক্তিগত সম্পত্তি হল পবিত্র" এবং পুঁজিপতিরা এত ঋণ জমা করেছে যার ফলে সমগ্র বিশ্ব মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে বাঁধা পড়েছে। ইত্যবসরে

শ্রমিকদের জীবনধারণের অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে। শোষকদের "ব্যক্তিগত সম্পত্তির" বিলোপ ঘটানো ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

তাঁর পুস্তিকা "বৃটেন এবং বিশ্ব বিপ্লব" যেখান থেকে মূল্যবান অনুচ্ছেদ প্রকাশিত হয়েছে আমাদের বুলেটিন অফ দ্য পিপলস কমিসারিয়েট অফ ফরেন আফেয়ার্সে ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, যেখানে কমরেড ল্যাপিনস্কি উল্লেখ করেছেন যে বৃটেনে কয়লার রপ্তানী মূল্য সরকারী শিল্প সংস্থাসমূহের অনুমানের দ্বিগুণ হয়েছে।

ল্যাঙ্ক শায়ারে ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছে যে শেয়ারের দর শতকরা ৪০০ ভাগ বেড়েছে। ব্যাঙ্কের লাভ বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৪০ থেকে ৫০ ভাগ। অধিকন্তু এটা লক্ষ্য করা উচিত যে ব্যাঙ্কের লাভ নির্ধারণ করার সময় সমস্ত ব্যাঙ্ক পরিচালকরা লাভের সিংহ ভাগকে গোপন করেন বোনাস, কমিশন ইত্যাদি বলে। তাই এখানেও তর্কাতীত অর্থনৈতিক ঘটনাসমূহ প্রমাণ করে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ধন সম্পদ অপরিমিতরূপে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের বিলাস বহুলতার বর্ণনা দেওয়া যায় না, অথচ শ্রমজীবী শ্রেণীর দারিদ্র্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আমরা অবশ্যই বিশেষভাবে লক্ষ্য করব কমরেড লেভি কর্তৃক বিবরণের মধ্যে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত অন্যান্য ঘটনাসমূহ যা আমি সবে উল্লেখ করেছি অর্থাৎ মুদ্রামূল্যের পরিবর্তন। সর্বত্রই মুদ্রামূল্য হ্রাস পেয়েছে ঋণের জন্যে ও কাগজী মুদ্রা চালু করার জন্যে। সেই একই বুর্জোয়া স বাদ উৎস আমি পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি যেমন ১৯২০ সালে ৮ই মার্চ তারিখের সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক সভার বক্তব্য যা হিসেব করেছে যে বৃটেনে ডলারের তুলনায় মুদ্রামূল্যের হ্রাস পেয়েছে প্রায় ⅓, ফ্রান্স ও ইতালিতে ⅔ এবং জার্মানীতে শতকরা ৯৬ ভাগের মত।

এই ঘটনা প্রমাণ করে যে বিশ্ব পুঁজিবাদী আর্থ ব্যবস্থার কাঠামো ভেঙে পড়েছে। ব্যবসায়িক সম্পর্ক যার ওপর কাঁচামাল আহরণ ও পণ্য বিক্রয় নির্ভরশীল তা পুঁজিবাদের অধীনে চালু থাকতে পারে না; বহু রাষ্ট্রকে একটি রাষ্ট্রে অধীনস্থ করে রাখার ভিত্তিতে তা চলতে পারে না—কারণ হল মুদ্রা মূল্যের পরিবর্তন। কোন ধনী রাষ্ট্রই অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে না অথবা ব্যবসা চালাতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার পণ্য বিক্রয় করতে পারে এবং কাঁচামাল সংগ্রহ করতে পারে।

এইভাবে আমরা একটি পরিস্থিতি পাই যেখানে আমেরিকা একটি ধনী

রাষ্ট্র এবং অন্যান্য সমস্ত রাষ্ট্রই তার অধীন কিন্তু সে কিনতেও পারে না, বেচতেও পারে না। কিন্তু সেই একই কীনস যিনি ভার্সাই আলোচনার পুরোপুরি পর্যালোচনা করেছেন, তিনি পুঁজিবাদের সপক্ষে অনমনীয় দৃঢ়তা এবং বলশেভিকবাদের প্রতি ঘৃণা সত্ত্বেও এই অসম্ভাব্যতাকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। ঘটনা প্রসঙ্গে আমার মনে হয় না কোন কমিউনিস্ট ইস্তেহার অথবা কিছু একটা যা সাধারণভাবে বিপ্লবী তাকে কীনসের পুস্তকের সঙ্গে সমান শক্তিসম্পন্ন রূপে তুলনা করা যেতে পারে যা উইলসনের সক্রিয় "উইলসনবাদের" বর্ণনা দেয়। উইলসন ছিলেন ফিলিস্তিনদের আদর্শ এবং কীনস ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নায়কবৃন্দের মত শান্তিবাদীরা (এমন কি আড়াই আন্তর্জাতিকেরও১৪৬ যারা "চৌদ্দ দফা"১৪৭ সম্পর্কে ঢাক-ঢোল পিটিয়েছিলেন এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তকও রচনা করেছিলেন উইলসন নীতির মূল সম্পর্কে), তাঁরা আশা করেছিলেন যে উইলসন সামাজিক শান্তিকে বাঁচিয়ে রাখবেন, শোষক ও শোষিতদের মধ্যে আপস মীমাংসা করবেন এবং সামাজিক সংস্কার সাধন করবেন। কীনস সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন কেমন করে উইলসনকে বোকা বানানো হয়েছিল এবং এই সমস্ত মোহ, বাস্তব, ব্যবসায়ীসুলভ ও ফেরিওয়ালাদের পুঁজিতন্ত্রের প্রথম আঘাতে ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গিয়েছিল যে পুঁজিতন্ত্রের ওপর ব্যক্তিত্ব আরোপিত হয়েছিল ক্লিমেন্সু ও লয়েড জর্জের দ্বারা শ্রমিকদের বিশাল অংশ এখন তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে পূর্বের চাইতে আরও সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে, এবং শিক্ষিত পণ্ডিতরা দেখতে পাচ্ছে কীনসের পুস্তক পাঠ করে যে উইলসনের নীতির মূলকথা নিহিত আছে পবিত্র ফিসফিসানি, পাতি-বুর্জোয়া বাগাড়ম্বর এবং শ্রেণীসংগ্রাম উপলব্ধির চূড়ান্ত অক্ষমতার মধ্যে।

এর ফলে দুটো অবস্থা, দুটো মৌলিক পরিস্থিতি অবশ্যম্ভাবীরূপে এবং স্বাভাবিকরূপে উদ্ভূত হয়েছে। একদিকে জনগণের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে অবিশ্বাস্যরূপে, প্রধানতঃ ১২৫ কোটি মানুষের মধ্যে অর্থাৎ বিশ্বের জনসংখ্যার শতকরা ৭০ জনের মধ্যে। এগুলো হল উপনিবেশ এবং অধীনস্থ রাষ্ট্র যাদের অধিবাসীদের কোন বৈধ অধিকার নেই এবং "নির্দেশিত" হয়েছে পুঁজির দস্যুদলের দ্বারা লুণ্ঠিত হবার জন্যে। এছাড়া পরাভূত রাষ্ট্রসমূহের ক্রীতদাসত্ব ভার্সাই চুক্তির দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে এবং রুশ সম্পর্কিত বিদ্যমান গোপন চুক্তির দ্বারা, যার কার্যকারিতা কখনও কখনও অপ্রয়োজনীয়

কাগজের মতই এত বাস্তব যেন বলছে যে আমরা কোটি কোটি ক্রবল ঋণী। বিশ্ব ইতিহাসে আমরা সর্বপ্রথম দেখছি যে দস্যুতা, দাসত্ব, অধীনতা, দারিদ্র্য এবং অনাহার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ১·২৫ কোটি মানুষের ওপর একটা বৈধ আইনের দ্বারা।

অপরদিকে প্রতিটি পাওনাদার রাষ্ট্রের শ্রমিকরা নিজেদের এমন একটা অবস্থায় দেখতে পাচ্ছে যা অসহনীয়। এই যুদ্ধের ফলে সর্বপ্রকার পুঁজিবাদী স্ব-বিরোধ অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এটাই হল বিপ্লবী চিন্তাধারা গড়ে ওঠার মূল কথা যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুদ্ধের সময় জনসাধারণকে সামরিক শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ করা হয়েছিল, মৃত্যুগহ্বরে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল অথবা শাসান হয়েছিল যুদ্ধকালীন সাজা পাওয়ার। যুদ্ধাবস্থা চলার জন্যে মানুষ অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে লক্ষ্য করতে পারে নি। লেখক কবি ও ধর্মযাজক সকলেই ব্যস্ত ছিল যুদ্ধকে মোহনীয় করে তুলবার জন্যে। এখন যুদ্ধ সমাপ্ত হবার পর উদ্ঘাটন শুরু হয়েছে। ব্রেস্ত-লিতভস্কের শান্তিসহ জার্মান সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে; যে ভার্সাই চুক্তি সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে জয়ের দ্যোতক হওয়ার কথা তা পরাজিত হল এবং স্বরূপ উদ্ঘাটিত হল। প্রসঙ্গক্রমে কীনসের দৃষ্টান্ত দেখায় যে ইউরোপ ও আমেরিকায় সহস্র সহস্র এবং লক্ষ লক্ষ পাতি-বুর্জোয়া, বুদ্ধিজীবী এবং মোটামুটি সাক্ষর ও শিক্ষিত ব্যক্তিকে কীনসের অনুসৃত পথকেই অনুসরণ করতে হয়েছিল, যে কীনস পদত্যাগ করেছিলেন এবং সরকারের মুখের ওপর একখানা বই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন যা তাদের স্বরূপকে উদ্ঘাটিত করেছিল। কীনস দেখিয়েছেন যে এটা গড়ে উঠছে এবং সংঘটিত হবে লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে যখন ওরা উপলব্ধি করবে "মুক্তির জন্য যুদ্ধ" সম্পর্কে যাবতীয় বক্তব্য নিছক শঠতা ছাড়া আর কিছু নয় এবং ফলে মুষ্টিমেয় কয়েকজনই ধনী হয়েছে অথচ অন্যান্যরা ধ্বংস হয়ে গেছে অথবা ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে। এটা কি সত্য ঘটনা নয় যে বুর্জোয়া কীনস ঘোষণা করেন যে যদি বেঁচে থাকতে হয় এবং বৃটিশ আর্থব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে হয় তাহলে বৃটিশ জাতিকে জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে পুনরায় বাণিজ্যিক লেনদেন শুরু করার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে? কিন্তু এটা কেমন করে অর্জিত হবে? কীনসের প্রস্তাব মত সমস্ত ঋণ বাতিল করে। এটা এমনই একটা সিদ্ধান্ত যেখানে কেবলমাত্র কীনসই এসে পৌঁছান নি, লক্ষ লক্ষ

মানুষও একই কথা ভাবছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদের এই ঘোষণাকেও শুনতে পায় যে ঋণ বাতিল করা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই; তাই "বলশেভিকরা গোল্লায় যাক" (যারা ঋণকে বাতিল করেছিল) এবং আমাদের উচিত আমেরিকার "উদারতার" কাছে আবেদন করা। আমি মনে করি, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এইসব অর্থনীতিবিদদের কাছে একটি ধন্যবাদসূচক বার্তা পাঠানো উচিত যারা বলশেভিকবাদের জন্যে আন্দোলন চালাচ্ছিলেন।

একদিকে যদি জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা অসহনীয় হয়ে থাকে এবং অপরদিকে কীনস বর্ণিত ভাঙন শুরু হয়ে থাকে এবং নগণ্য সংখ্যা লঘিষ্ঠ সর্বশক্তিমান বিজয়ী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে আমরা বিশ্ববিপ্লবের জন্যে প্রয়োজনীয়, পরিণতির দিকে অগ্রসর দুটি অবস্থার মধ্যে রয়েছি।

আমরা এখন তাই সমগ্র বিশ্বের একটা মোটামুটি পূর্ণ চিত্র পাই। আমরা জানি ১·২৫ কোটি মানুষের মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনী ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীলতার অর্থ কি যারা অসহনীয় অবস্থায় বাস করছে। অপরদিকে যখন জাতিসমূহকে উপহার দেওয়া হয়েছিল লীগ অফ নেশনস-এর চুক্তি যাতে ঘোষিত হয়েছিল যে লীগ যুদ্ধ সমাপ্ত করার ব্যবস্থা করেছে এবং এর পর থেকে আর কাউকেই শান্তিভঙ্গ করতে দেওয়া হবে না এবং এই চুক্তি অর্থাৎ সমগ্র দুনিয়ার শ্রমজীবীদের শেষ আশা, যখন বাস্তবায়িত হল, তখন প্রমাণিত হল যে এটা আমাদের প্রথম শ্রেণীর জয়লাভ। এটা কার্যকরী হবার আগে লোকে বলত জার্মানীর মত রাষ্ট্রের ওপর বিশেষ শর্ত আরোপ না করা অসম্ভব কিন্তু চুক্তি যখন তৈরী হল তখন সবকিছুই সুবিন্যস্ত হল। কিন্তু তবুও চুক্তি যখন প্রকাশিত হল তখন বলশেভিকবাদের তীব্র বিরোধীরা একে মানতে অস্বীকার করলেন। চুক্তি যখন কার্যে পরিণত হল, তখন দেখা গেল যে সবচাইতে ধনী রাষ্ট্রসমূহের একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠী অর্থাৎ "চার বৃহৎ" ক্লিমেনস্যু, লয়েড জর্জ, অরল্যাণ্ডো ও উইলসন রূপে নিযুক্ত হয়েছেন নতুন সম্পর্ক সৃষ্টি করার কাজে। সমস্ত চুক্তিটি কার্যকরী হওয়ার ফলে একটা সম্পূর্ণ বিপর্যয় দেখা গেল।

এটাকে আমরা লক্ষ্য করেছি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্রে। দুর্বল, বিপর্যস্ত, ধ্বংসপ্রাপ্ত ও অত্যন্ত পশ্চাৎপদ দেশ রাশিয়া সমস্ত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে

এবং ধনী ও শক্তিশালী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল, যারা বিশ্বের ওপর প্রভুত্ব করছে এবং শেষ পর্যন্ত এই সংগ্রামে জয়ী হয়েছিল। ওদের সমকক্ষ হতে পারে এমন কোন শক্তি আমরা সমাবেশ করতে পারি নি কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা বিজয়ী হয়েছিলাম। কেন এটা হল? কারণ ওদের মধ্যে সামান্যমাত্র ঐক্যও ছিল না এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কাজ করছিল। ফ্রান্স চেয়েছিল রাশিয়া তার ঋণ পরিশোধ করে জার্মানীর বিরুদ্ধে শক্তিশালী শক্তিতে পরিণত হোক, বৃটেন চেয়েছিল রাশিয়াকে ভাগ করতে এবং চেষ্টা করেছিল বাকু তৈলখনি অঞ্চল দখল করে রাশিয়ার সীমান্ত অঞ্চলের কয়েকটি রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে। বৃটিশ সরকারের নথিপত্রের মধ্যে দেখা গেছে একটি পত্রে চৌদ্দটি রাষ্ট্রের কথা সতর্কতার সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যারা প্রায় ছ'মাস পূর্বে, ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে শপথ নিয়েছিল মস্কো ও পেত্রোগ্রাদ দখল করবার জন্যে। বৃটেন এইসব রাষ্ট্রের সম্পর্কে তার নীতি নির্ধারণ করেছিল যাদের সে কোটি কোটি মুদ্রা ঋণ দিয়েছিল। এই সমস্ত হিসাবেই এখন গোলমাল হয়ে গেছে এবং এই ঋণগুলোও আর পুনরুদ্ধার যোগ্য নয়।

এই হল লীগ অফ নেশনের দ্বারা সৃষ্ট অবস্থা। এই চুক্তির প্রতিদিনের অস্তিত্ব বলশেভিকবাদের পক্ষে প্রচার চালানোর সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয়রূপে পরিণত হল যেহেতু পুঁজিবাদী "ব্যবস্থার" অত্যন্ত শক্তিশালী অনুগামীরা প্রতিটি প্রশ্নে তা প্রকাশ করছেন এবং একে অপরের বিষয়ে নাক গলাচ্ছেন। জাপান, বৃটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সের মধ্যে ভয়ঙ্কর বিবাদ উপস্থিত হয়েছে তুরস্ক, পারস্য, মেসোপোটেমিয়া এবং চীন ভাগাভাগির প্রশ্নে। এই সমস্ত রাষ্ট্রের বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলো তীব্র আক্রমণ চালাচ্ছে এবং তীব্র রোষপূর্ণ বক্তব্য প্রকাশ করে চলেছে তাদের "সহযোগীদের" বিরুদ্ধে, চোখের সামনে থেকে লুণ্ঠিত সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টার জন্যে। আমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সর্বোচ্চ স্তরে চূড়ান্ত মতবিরোধ লক্ষ্য করছি অর্থাৎ সব চাইতে ধনী রাষ্ট্র-সমূহের এই ক্ষুদ্রাংশের মধ্যে। ১·২৫ কোটি মানুষ যাদের পক্ষে ক্রীতদাসসুলভ অবস্থার মধ্যে জীবনধারণ অসম্ভব, যা উন্নত ও সভ্য পুঁজিবাদ তাদের উপর চাপিয়ে দিতে চায়: অবশ্য এটা বিশ্বের জনসংখ্যার ৭০ শতাংশকেই প্রতিফলিত করে। মুষ্টিমেয় এই ক'টা ধনী রাষ্ট্র অর্থাৎ বৃটেন, আমেরিকা ও জাপান (যদিও জাপান প্রাচ্যদেশীয় ও এশীয় রাষ্ট্রগুলোকে লুণ্ঠন করতে

সক্ষম হয়েছিল. কিন্তু তবুও সে অন্য কোন রাষ্ট্রের সহায়তা ছাড়া অর্থ নৈতিক ও সামরিক দিক থেকে একটা স্বাধীন শক্তি গড়তে পারে না ) এই দুটি অথবা তিনটি রাষ্ট্র, অর্থ নৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে অক্ষম এবং তাদের কার্যাবলীকে পরিচালিত করছে লীগ অফ নেশনে তাদেরই সহযোগী ও অংশীদারদের নীতির বিরুদ্ধে। তাই এই বিশ্বব্যাপী সংকট, অর্থ নৈতিক সংকটের এই মূল কারণই হল কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক যে চমৎকার সফলতা অর্জন করছে তার প্রধান কারণ।

কমরেডগণ, আমরা এখন এসে পৌঁছেছি বিপ্লবী সংকটের প্রশ্নে যা বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি। এখানে আমরা সর্বপ্রথমে দুটি সর্বত্র-দৃশ্য ভুলকে লক্ষ্য করব। একদিকে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা এই সংকটকে শুধুমাত্র "অশান্তি" বলে বর্ণনা করেন, বৃটিশদের চমৎকার ভাষা অনুযায়ী। অপর দিকে বিপ্লবীরা কখনও কখনও প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে সংকট সমাধানের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

এটা একটা ভুল। পৃথিবীতে এমন কোন বিষয় নেই যাকে সম্পূর্ণরূপে নৈরাশ্যজনক অবস্থা বলা যায়। বুর্জোয়ারা নির্লজ্জ লুঠেরাদের মত ব্যবহার করছে যারা তাদের মস্তিষ্ক হারিয়েছে, ওরা একটার পর একটা মূর্খতা-পূর্ণ কাজ করে চলেছে এবং অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটাচ্ছে ও তাদের বিপর্যয়কে ত্বরান্বিত করছে। এই সবই সত্যি। কিন্তু কেউই "প্রমাণ" করতে পারবেন না, যে ওদের পক্ষে শোষিতদের সংখ্যালঘিষ্ঠদের কিছু রেহাই দিয়ে শান্তি স্থাপন সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং শোষিতদের কোন কোন অংশের আন্দোলন অথবা অভ্যুত্থানকে দমন করা অসম্ভব।

এই সংকট থেকে মুক্তির সত্যি সত্যি কোন পথ নেই এটা আগে ভাগে প্রমাণ করতে যাওয়ার চেষ্টা নিছক পাণ্ডিত্য অথবা প্রচলিত কথা ও ধারণা-সমূহের সঙ্গে গা ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। একমাত্র বাস্তব ক্ষেত্রেই এই বিষয়ে এবং অনুরূপ অন্যান্য প্রশ্নের প্রকৃত "প্রমাণ" পাওয়া যেতে পারে। সারা বিশ্বে বুর্জোয়া ব্যবস্থা প্রচণ্ড বিপ্লবী সংকটের অভিজ্ঞতা অর্জন করছে। বাস্তব ক্ষেত্রে বিপ্লবী পার্টিগুলোকে এখন প্রমাণ করতে হবে যে তাদের যথেষ্ট উপলব্ধি, সংগঠন ও যোগাযোগ আছে শোষিত জনগণের সঙ্গে, এবং দৃঢ়তা ও দক্ষতা আছে এই সংকটকে সফল বিপ্লবে রূপান্তরিত করতে।

প্রধানতঃ এই প্রমাণ সৃষ্টি করার জন্যেই আমরা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের এই কংগ্রেসে সমবেত হয়েছি।

পার্টিসমূহের মধ্যে কি পরিমাণে সুবিধাবাদ ছড়িয়ে আছে, যারা তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অনুমোদন লাভে আগ্রহী এবং কি পরিমাণে কোন কোন পার্টি'র কার্যাবলী বিপ্লবী শ্রেণীকে শিক্ষা দিয়ে বিপ্লবী সংকটকে কাজে লাগানো থেকে দূরে সরে আছে, তা ব্যাখ্যা করার জন্যে আমি বৃটিশ স্বাধীন শ্রমিক পার্টি'র নেতা র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের উক্তির উদ্ধৃতি দেব। "সংসদ ও বিপ্লব" নামে তাঁর লেখা গ্রন্থে, যেখানে মৌলিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যে সমস্যাগুলো আজকাল আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে ম্যাকডোনাল্ড ঘটনাবলীর বর্ণনা দেন যেটা বুর্জোয়া শান্তিবাদী দৃষ্টি-ভঙ্গীরই অনুরূপ। তিনি স্বীকার করেন যে একটি বিপ্লবী সংকট আছে এবং বিপ্লবী মনোভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। শ্রমিকদের সহানুভূতি আছে সোভিয়েতসমূহের প্রতি এবং প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বের প্রতি (লক্ষ্য করবেন, এটা বৃটেন সম্পর্কিত) এবং বর্তমান প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্ব বৃটিশ বুর্জোয়া একনায়কত্বের চাইতে শ্রেষ্ঠতর।

কিন্তু ম্যাকডোনাল্ড একজন পুরোপুরি বুর্জোয়া শান্তিবাদী ও আপস-কামীরূপে থেকে, একজন পাতি-বুর্জোয়া রূপে, যিনি এমন একটি সরকারের স্বপ্ন দেখেন যা শ্রেণীসমূহের ঊর্ধ্বে অবস্থান করে। সমস্ত বুর্জোয়া মিথ্যাবাদী, কুতার্কিক এবং পণ্ডিতদের মত ম্যাকডোনাল্ড শ্রেণী সংগ্রামকে স্বীকার করেন শুধুমাত্র "বর্ণনাযোগ্য বিষয়" রূপে। তিনি কেরেনস্কি এবং রাশিয়ার মেনশেভিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীদের অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করেন এবং শ্রেণীসমূহের ঊর্ধ্বে "গণতান্ত্রিক" সরকার গঠন সম্পর্কে হাঙ্গেরি ও জার্মানীর অনুরূপ অভিজ্ঞতাকেও স্বীকার করেন না। ম্যাকডোনাল্ড তাঁর পার্টি এবং সেইসব শ্রমিককে, যারা দুর্ভাগ্যবশতঃ এই বুর্জোয়াকে সমাজতন্ত্রী বলে মনে করে, একজন ফিলিস্তীনীয় নেতা হিসাবে ঘুম পাড়িয়ে রাখেন নিম্নোক্ত বক্তব্য দিয়ে:

"আমরা জানি এই সমস্তই [অর্থাৎ বিপ্লবী সংকট ও বিপ্লবী স্ফুরণ] শেষ হয়ে যাবে.........থিতিয়ে যাবে।" তিনি বলেন যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবীরূপে সংকট সৃষ্টি করেছিল কিন্তু যুদ্ধের পর এটা "স্থিতিশীল" হবে যদি এক্ষুণি না হয় তাহলেও!

এই কথাটাই লিখেছেন একজন মানুষ যিনি একটি পার্টি'র নেতা যে পার্টি তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অনুমোদন পেতে চায়। এটা হল একটা উদ্‌ঘাটন বিশেষ এবং অধিকতর মূল্যবান তার বিরল স্পষ্ট ভাষণের জন্যে যা কিছু কম দেখা যায় না ফরাসী সমাজতান্ত্রিক পার্টি ও জার্মান স্বাধীন সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি'র ওপর মহলে যেমন শুধুমাত্র অক্ষমতা নয়, বিপ্লবী অর্থে বিপ্লবী সংকটের সুযোগ গ্রহণ করতে অনিচ্ছাও অথবা অন্যভাবে যথার্থরূপে পার্টি ও শ্রেণীকে প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বের জন্যে বিপ্লবী কায়দায় গড়ে তুলতে অক্ষমতা ও অনিচ্ছা উভয়ই।

এটাই হল বহুসংখ্যক পার্টি'র প্রধান দোষ যারা এখন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বর্জন করছে। সুস্পষ্টরূপে এই কারণের জন্যেই এই প্রবন্ধে আমি বর্তমান কংগ্রেসের কাছে পেশ করেছি, অধিকাংশ সময় আমি আলোচনা করেছি প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বের প্রস্তুতির সঙ্গে জড়িত কর্তব্য সম্পর্কে এবং যতদূর সম্ভব তাদের একটা বাস্তব ও সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দিয়েছি।

অপর একটি দৃষ্টান্ত। সাম্প্রতিককালে বলশেভিকবাদের বিরোধী একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এই ধরনের অসংখ্য পুস্তক আজকাল ইউরোপ ও আমেরিকাতে প্রকাশিত হচ্ছে; যত অধিক সংখ্যায় বলশেভিকবাদ বিরোধী পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে, বলশেভিকবাদের প্রতি জনগণের সহানুভূতি তত বেশী দৃঢ়তর হচ্ছে এবং আরও দ্রুত বেগে। আমি অটো বাউয়ারের লেখা "বলশেভিজম অব সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি"র কথা উল্লেখ করছি। এই পুস্তকখানি জার্মানদের কাছে সুস্পষ্টরূপে মেনশেভিকবাদের মূল কথাকে তুলে ধরে, রুশ বিপ্লবের সময় যাদের লজ্জাকর ভূমিকা সর্বদেশের শ্রমজীবীদের দ্বারাই ভালভাবে উপলব্ধ হয়েছে। অটো বাউয়ার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে একটি মেনশেভিক পুস্তিকা প্রণয়ন করেছেন অবশ্য তিনি মেনশেভিকবাদের প্রতি তাঁর নিজস্ব সহানুভূতির কথা গোপন রেখেছেন। ইউরোপ ও আমেরিকাতে অবশ্য এখন মেনশেভিকবাদ প্রকৃতপক্ষে কি সে সম্পর্কে আরও সুস্পষ্ট সংবাদ প্রকাশিত হওয়া উচিত কারণ এটা হল প্রচলিত সমাজতন্ত্রী, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক এবং অন্যান্য সমস্ত মতবাদের ধরনকেই বোঝায় যা বলশেভিকবাদের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন। এটা মূল্যহীন লেখা হয়ে দাঁড়াবে যদি আমাদের অর্থাৎ রুশীয়দের মেনশেভিকবাদ কি তা ইউরোপীয়দের কাছে ব্যাখ্যা করতে হয়।

অট্টো বাউয়ার তাঁর পুস্তকে এটাকে দেখিয়েছেন এবং আমরা আগে-ভাগেই বুর্জোয়াদের ও সুবিধাবাদী প্রকাশকদের ধন্যবাদ জানিয়ে রাখি যারা এটা প্রকাশ করবেন এবং বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করবেন। বাউয়ারের পুস্তক প্রয়োজনীয় হবে যদি কমিউনিজম বিষয়ক পাঠ্য পুস্তকে একটি পরিশিষ্ট যুক্ত থাকে। অট্টো বাউয়ারে পুস্তক থেকে যে কোন অনুচ্ছেদ বা যে কোন যুক্তি গ্রহণ করুন এর মধ্যে মেনশেভিকবাদের নির্দেশ করুন যেখানে মতবাদ-সমূহের মূল নিহিত আছে এমন এক স্থানে যা সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকদের, কেরেনস্কি ও সিডম্যানের বন্ধুবান্ধবদের ক্রিয়াকলাপ পর্যন্ত প্রদর্শিত হয়—এটা এমন একটা প্রশ্ন যা কার্যকরীভাবে ও সাফল্যের সঙ্গে "পরীক্ষায়" দেওয়া যেতে পারে যে পরীক্ষার উদ্দেশ্য হল কমিউনিজম সম্পূর্ণরূপে আত্মভূত হয়েছে কিনা তা যাচাই করা। আপনি যদি এই প্রশ্নের জবাব দিতে না পারেন তাহলে আপনি এখনও কমিউনিস্ট হননি এবং কমিউনিস্ট পার্টিতে আপনার যোগদান করা অনুচিত। ( হর্ষধ্বনি )

অট্টো বাউয়ার একটি মাত্র বাক্যের মধ্যে চমৎকারভাবে বিশ্বের সুবিধাবাদী মতবাদের মূল কথাকে প্রকাশ করেছেন, এই জন্যেই যদি আমরা ভিয়েনাতে আমাদের খেয়ালখুশি মত কাজ করতে পারতাম তাহলে আমরা তাঁর জীবদ্দশায়ই একটা স্মৃতিসৌধ স্থাপন করতাম। অট্টো বাউয়ার বলেন আধুনিক উপাদান গণতন্ত্রসমূহের শ্রেণী সংগ্রামে বল প্রয়োগ "শক্তির সামাজিক উপাদানসমূহের বিরুদ্ধে হিংসার প্রয়োগরূপে পরিগণিত হবে"।

আপনার মনে হতে পারে যে এটা অদ্ভুত ও দুর্বোধ্য। এটা হল মার্কস-বাদকে কোন পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে তার একটা উদাহরণ মাত্র, শোষকদের সপক্ষে গতানুগতিক একটা যুক্তি যে পর্যায়ে অত্যন্ত বিপ্লবী তত্ত্বকে নামিয়ে আনা যায়। ফিলিস্তিনবাদের একটি জার্মান সংস্করণের প্রয়োজন, এর মধ্যে আপনি পাবেন এই "তত্ত্ব" যে "শক্তির সামাজিক উপাদানসমূহ" হল: সংখ্যা, সংগঠনের পরিমাপ, উৎপাদন ও বন্টনের ক্ষেত্রে অর্জিত স্থান, কার্যকলাপ ও শিক্ষা। যদি একজন গ্রাম্য কৃষি শ্রমিক অথবা একজন শহুরে মানুষ ভূম্যধিকারী অথবা পুঁজিপতির বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কাজ করে তাহলে সেটা প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্ব নয়, জনগণের ওপর নির্যাতন-কারী ও শোষকদের বিরুদ্ধে কোন হিংসাত্মক কাজ নয়। আহা তা নয়! এটা হল শক্তির সামাজিক উপাদানসমূহের বিরুদ্ধে হিংসা।

সম্ভবতঃ আমার উদাহরণটা হাসি-ঠাট্টার মত মনে হচ্ছে। যাই হোক এটাই হচ্ছে বর্তমান কালের সুবিধাবাদের চরিত্র অর্থাৎ বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে এর সংগ্রাম হাসি-তামাসার বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

শ্রমজীবী শ্রেণী এবং তাদের সমস্ত চিন্তাশীল উপাদানকে আন্তর্জাতিক মেনশেভিকবাদ (ম্যাকডোনাল্ড, আট্টো বাউয়ার ইত্যাদিদের অনুগামীবৃন্দ) এবং বলশেভিকবাদের মধ্যে সংগ্রামে সামিল করার কর্তব্য হল ইউরোপ ও আমেরিকার কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও জরুরী।

এখানে আমরা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব: ইউরোপে এই ধরনের চিন্তাধারার স্থায়িত্বকে কেমন করে ব্যাখ্যা করা হবে? এই ধরনের সুবিধাবাদ আমাদের দেশের চাইতে পশ্চিম ইউরোপে অধিকতর শক্তিশালী কেন? এর কারণ হল উন্নত রাষ্ট্রসমূহের সংস্কৃতি কোটি কোটি নির্যাতিত মানুষের আত্ম-ত্যাগের ফলস্বরূপ ছিল এবং এখনও আছে। এর কারণ এইসব রাষ্ট্রের পুঁজিপতিরা তাদের স্বদেশের শ্রমিকদের লুণ্ঠন করে যে মুনাফা অর্জন করতে পারত তার চাইতে এই পথে ওরা বেশী অর্জন করে।

যুদ্ধের পূর্বে এই রকম হিসেব করা হয়েছিল যে তিনটি সব চাইতে ধনী রাষ্ট্র বৃটেন, ফ্রান্স ও জার্মানী একমাত্র পুঁজি রপ্তানী করেই বছরে আটশ থেকে হাজার কোটি ফ্রাঙ্ক উপার্জন করে, তার ওপর অন্যান্য পথ তো আছেই।

এ কথা বলা অপেক্ষা রাখে না যে এই পরিষ্কার অংক থেকে, অন্ততঃ পক্ষে পঞ্চাশ কোটি ব্যয় করা যেতে পারে শ্রমিক নেতাদের প্রসাদ দানের জন্যে এবং শ্রমিক অভিজাততন্ত্রের জন্যে অর্থাৎ সর্বপ্রকার উৎকোচ প্রদানের কাজে। সমস্ত ব্যাপারটাই উৎকোচে বশীভূত করাতেই পরিণত হয়। এটা করা হয় সহস্র পন্থায়: বৃহত্তম কেন্দ্রগুলোতে সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে, শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করে এবং সমবায়, ট্রেড ইউনিয়ন এবং সংসদীয় নেতৃবর্গকে আরামদায়ক চাকরীতে নিয়োগ করে। এটা করা হয় যেখানেই বর্তমান যুগের সভ্য পুঁজিবাদী সম্পর্ক বিদ্যমান আছে। এই কোটি কোটি মুদ্রা অতি মুনাফাই শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যে সুবিধাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি গঠন করে। আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্সে আমরা আরও অনেক বেশী সংখ্যক সুবিধাবাদী নেতৃত্বের স্থায়িত্ব দেখতে পাই যারা শ্রমজীবী শ্রেণীর উপরিস্থিত স্তরের অর্থাৎ

শ্রমিক অভিজাততন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। এরা কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে শক্তিশালী প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। তাই এটা প্রত্যক্ষ করতে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে যে আমাদের দেশে যেমন ছিল তার চাইতে ইউরোপীয় ও আমেরিকান শ্রমিক পার্টির পক্ষে এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া অনেক বেশী কঠিন। আমরা জানি যে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই রোগ দূরীকরণের ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য অর্জিত হয়েছে বটে কিন্তু কাজ আমাদের এখনও শেষ হয় নি, শ্রমিক পার্টি ও সারা বিশ্বব্যাপী প্রোলেতারিয়েতের বিপ্লবী পার্টিসমূহকে বুর্জোয়া প্রভাব এবং সর্বস্তরে সুবিধাবাদীদের প্রভাব থেকে মুক্ত করার কাজ সম্পূর্ণ হতে এখনও অনেক দেরী।

কি পদ্ধতিতে আমাদের তা অবশ্যই করতে হবে সেই প্রসংগে আমি সুস্পষ্টরূপে আলোচনা করব না, সেটা আলোচিত হয়েছে আমার প্রকাশিত প্রবন্ধে। এই ঘটনার গভীর অর্থনৈতিক তাৎপর্য উল্লেখ করাই আমার কর্তব্য। রোগটি দীর্ঘস্থায়ী; এই রোগ নিরাময় করতে আশাবাদীরা যে আশা পোষণ করেছিলেন তার চাইতে অনেক বেশী সময় লাগবে। সুবিধাবাদই হল আমাদের প্রধান শত্রু। শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনের উচ্চতর স্তরের সুবিধাবাদ হল বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র, প্রোলেতারীয় সমাজতন্ত্র নয়। কার্যক্ষেত্রে এটা প্রদর্শন করা হয়েছে যে শ্রমজীবী শ্রেণীর সক্রিয় কর্মিবৃন্দ যারা সুবিধাবাদী-ঝোঁকের অনুসারী তারা বুর্জোয়াদের নিজেদের চাইতে বুর্জোয়া ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠতর রক্ষাকর্তা। শ্রমিকদের মধ্যে ওদের নেতৃত্ব ব্যতিরেকে বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারত না। এটা প্রমাণিত হয়েছে, শুধুমাত্র রাশিয়াতে কেরেনস্কির শাসনের ইতিহাসের দ্বারাই নয়, সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক সরকারের অধীনে জার্মানীতে গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের দ্বারাও প্রমাণিত হয়েছে এবং বুর্জোয়া সরকারের প্রতি আলবার্ট টমাসের দৃষ্টিভঙ্গী থেকেও। বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ অভিজ্ঞতার দ্বারাও এটা প্রমাণিত হয়েছে। এখানেই আমাদের প্রধান শত্রুর বাস যে শত্রুকে আমরা কাটিয়ে উঠতে চাই। আমরা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এই কংগ্রেস ত্যাগ করতে চাই সমস্ত পার্টির মধ্যে এই সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। এটাই আমাদের প্রধান কর্তব্য।

এই কর্তব্যের তুলনায় কমিউনিজমের মধ্যে বামপন্থী ঝোঁকের ভুলভ্রান্তির

স শোধনের কাজ সহজতর হবে। বেশ কিছু সংখ্যক রাষ্ট্রে পার্লামেন্ট বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায় যা পাতি-বুর্জোয়া মূল ধারার মানুষের দ্বারা ততটা প্রবর্তিত হয় নি যতটা লালিত হয়েছে প্রোলেতারিয়েতের নির্দিষ্ট অগ্রণী অংশের পুরানো পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার প্রতি ঘৃণার জন্যে, যে ঘৃণা, ইতালি, ফ্রান্স, বৃটেন ও অন্যান্য দেশে পার্লামেন্ট সদস্যদের পরিচালনা করার জন্যে ন্যায়সঙ্গত, উপযুক্ত ও আবশ্যিক। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিককে অবশ্যই নির্দেশ দিতে হবে এবং কমরেডদের অবশ্যই আরও বেশী পরিচিত হতে হবে রাশিয়ার সঙ্গে, একটি প্রকৃত প্রোলেতারীয় রাজনৈতিক পার্টির গুরুত্বসহ। আমাদের কাজ হবে এই কর্তব্য পালন করা। প্রোলেতারীয় আন্দোলনের মধ্যে এইসব ভুলভ্রান্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সেইসব বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের চাইতে হাজার গুণ সহজ হবে, যারা সংস্কারবাদীর নামাবলী গায়ে দিয়ে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পুরানো পার্টিগুলোর অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং তাদের সমস্ত ক্রিয়াকর্মকে পরিচালিত করে প্রোলেতারিয়েত চিন্তাধারার পরিবর্তে বুর্জোয়া চিন্তাধারা অনুযায়ী।

কমরেডগণ, উপসংহারে আমি বিষয়টির অপর একটি দিক সম্বন্ধে আলোচনা করব। আমাদের কমরেড ও চেয়ারম্যান বলেছেন যে আমাদের কংগ্রেস, বিশ্ব কংগ্রেস খেতাব পাওয়ার যোগ্য। আমার মনে হয় তিনি ঠিকই বলেছেন বিশেষত কারণ আমরা এখানে পশ্চাৎপদ ও উনিবেশ-সমূহে বিপ্লবী আন্দোলনের বেশ কয়েকজন প্রতিনিধিকে পাচ্ছি। এটা একটা ক্ষুদ্র আরম্ভ মাত্র কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল এই যে আরম্ভটা হয়ে গেছে। এই কংগ্রেসে আমরা দেখতে পাচ্ছি পুঁজিবাদী উন্নত রাষ্ট্রসমূহের বিপ্লবী প্রোলেতারিয়েত এবং সেইসব রাষ্ট্রের বিপ্লবী জনতার মধ্যে একটা ঐক্য গড়ে উঠছে, যে সব রাষ্ট্রে প্রকৃতপক্ষে প্রোলেতারিয়েত বলতে কিছু নেই অর্থাৎ প্রাচ্যদেশীয় উপনিবেশসমূহের নির্যাতিত জনতা। এই ঐক্যকে সুসংহত করা নির্ভর করে আমাদের ওপর এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি এই কাজে সফল হব। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের পতন ঘটবে যখন প্রতিটি রাষ্ট্রে নির্যাতিত ও শোষিত শ্রমিকদের বিপ্লবী আক্রমণ, শ্রমিক অভিজাততন্ত্রের ওপরতলার ক্ষুদ্রাংশের প্রভাব ও পাতি-বুর্জোয়া উপাদানসমূহের প্রতিরোধকে কাটিয়ে শত শত ও লক্ষ লক্ষ মানুষের বিপ্লবী আক্রমণের সঙ্গে মিশে যাবে, যে মানুষগুলো এতদিন অবস্থান

করেছিল ইতিহাসের চৌহদ্দির বাইরে এবং বিবেচিত হয়েছিল শুধুমাত্র লক্ষ্যবস্তু হিসাবে।

এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বিপ্লবকে সাহায্য করছে: উপনিবেশ ও পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রসমূহ থেকে এবং যে নিঃসঙ্গতার মধ্যে ওরা বাস করত তার থেকে এবং বুর্জোয়া কর্তৃক এই যুদ্ধের জন্যে সৈন্য সংগ্রহ থেকে। বৃটিশ বুর্জোয়ারা ভারত থেকে আগত সৈন্যদের মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন করেছিল যে জার্মানীর বিরুদ্ধে গ্রেট ব্রিটেনকে রক্ষা করাই ছিল ভারতীয় কৃষকদের কর্তব্য; ফরাসী বুর্জোয়ারা ফরাসী উপনিবেশসমূহ থেকে আগত সৈন্যদের মধ্যে এই বিশ্বাস জাগিয়েছিল যে তাদের কর্তব্যই ছিল ফ্রান্সকে রক্ষা করা। ওরা ওদের অস্ত্রের ব্যবহার শিখিয়েছিল. একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস, যার জন্যে আমরা বুর্জোয়াদের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাতে পারি, আমরা কৃতজ্ঞতা জানাতে পারি সমগ্র রুশ শ্রমিক ও কৃষকদের পক্ষ থেকে এবং বিশেষ করে রুশ লালফৌজের সমগ্র বাহিনীর পক্ষ থেকে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, অধীন জাতিগুলোকে টেনে এনেছে ইতিহাসের মধ্যে। এখন সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটা আমাদের সামনে উপস্থিত, তা হল কেমন করে অ-পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহে সোভিয়েত আন্দোলন সংগঠনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হবে তা বিবেচনা করা। যেখানে সোভিয়েত স্থাপন করা সম্ভব; ওগুলো শ্রমিকদের সোভিয়েত হবে না, হবে কৃষকদের সোভিয়েত অথবা শ্রমজীবী শ্রেণীর সোভিয়েত।

এখনও বহু কাজ করতে হবে; ভুল অবশ্যম্ভাবী; এই পথে বহু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হবে। বাস্তব নীতির আভাস দান করা অথবা বিশদ ব্যাখ্যা করাই হল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মৌলিক কর্তব্য যা শ্রমিকদের সক্ষম করে তুলবে, যা এখনও পর্যন্ত অসংগঠিতরূপে লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে পরিচালিত হচ্ছে, সুসংগঠিত, সুবিন্যস্ত ও সুসম্বদ্ধরূপে গড়ে তুলতে। এখন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেসের এক বছর অথবা আরও কিছু পরে আমরা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে বেরিয়ে এসেছি; কেবলমাত্র সভ্য রাষ্ট্রসমূহের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেই যে সোভিয়েত সম্পর্কিত চিন্তার প্রসার ঘটেছে তা নয় এবং কেবলমাত্র তাঁদের কাছেই যে এগুলো পরিচিত ও বোধগম্য হয়েছে তাও নয়। সমস্ত দেশের শ্রমিকরাই পণ্ডিতমূর্খদের বিদ্রূপ করছে, এইসব পণ্ডিতমূর্খদের মধ্যে যাঁরা নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলে পরিচয় দেন

তাদের সংখ্যা কিছু কম নয়। যাঁরা পণ্ডিত অথবা পণ্ডিতি কায়দায় যুক্তি প্রদর্শন করেন সোভিয়েত "ব্যবস্থা" সম্বন্ধে, যেভাবে জার্মান সুবিধাবাদীরা বলতে পছন্দ করেন অথবা সোভিয়েত "চিন্তাধারা" সম্বন্ধে যেভাবে বৃটিশ গিল্ড সমাজতন্ত্রীরা বলে থাকেন, কখনও সখনও নয়, সোভিয়েত "ব্যবস্থা" অথবা "চিন্তাধারা" বিষয়ক যুক্তি শ্রমিকদের মন ও চোখকে ভারী করে তোলে। যাইহোক শ্রমিকরা এইসব পণ্ডিতি জঞ্জালকে সরিয়ে ফেলছে এবং সোভিয়েত প্রদত্ত অস্ত্র বহন করছে, সোভিয়েতসমূহের ভূমিকা ও এবং সোভিয়েত প্রদত্ত অস্ত্র বহন করছে, সোভিয়েতসমূহের ভূমিকা ও গুরুত্বের স্বীকৃতি যখন ছড়িয়ে পড়ছে প্রাচ্যের দেশসমূহেও।

প্রাচ্যের সর্বত্র, এশিয়ার সর্বত্র ও সমস্ত ঔপনিবেশিক জাতিসমূহের মধ্যে সোভিয়েত আন্দোলনের ভিত্তিমূলক কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

এই প্রস্তাবটি যে যারা শোষিত তারা রুখে দাঁড়াবে শোষকদের বিরুদ্ধে এবং তাদের নিজ নিজ সোভিয়েত প্রতিষ্ঠা করবে, এটা খুব জটিল নয়। আমাদের অভিজ্ঞতার পর রাশিয়াতে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের আড়াই বছরের অস্তিত্বের পর এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেসের পর এই চিন্তাধারা লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে শোষকরা সারা বিশ্বব্যাপী যাদের উপর উৎপীড়ন চালিয়েছিল। রাশিয়াতে আমরা প্রায়ই আপস করতে আগ্রহী, আমাদের সময় কাটাতে, যেহেতু আমরা আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদীদের চাইতে দুর্বলতর? কিন্তু তবুও জানি আমরা একশ পঁচিশ কোটি মানুষের স্বার্থ রক্ষা করছি। সাময়িকভাবে আমরা ব্যাহত হচ্ছি বাধা, কুসংস্কার ও অজ্ঞতার জন্যে যা প্রতি ঘণ্টায়ই পেছনে সরে যাচ্ছে; কিন্তু ক্রমেই আমরা আরও বেশি করে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার শতকরা সত্তর ভাগের প্রতিনিধি ও তাদের স্বার্থের প্রকৃত রক্ষক হয়ে উঠছে অর্থাৎ নিপীড়িত শ্রমজীবী মানুষের বিশাল অংশের। আমরা এই কথা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে প্রথম কংগ্রেসে আমরা প্রকৃতপক্ষে ছিলাম প্রচারক, আমরা কেবলমাত্র মৌলিক চিন্তাধারাগুলো প্রচার করতাম বিশ্বের প্রোলেতারিয়েতের মধ্যে; আমরা শুধু সংগ্রামের ডাক দিলাম, আমরা শুধু তাদেরই ডাকতাম যে সব মানুষ এই পথে আসতে সক্ষম ছিল। আজ সর্বত্রই অগ্রণী প্রোলেতারিয়েত আমাদের সঙ্গে রয়েছে। সর্বত্রই একটি প্রোলেতারীয় বাহিনী রয়েছে, যদিও অবশ্য কখনও কখনও সুসংগঠিত-

রূপে নয় এবং পুনর্গঠন প্রয়োজন। যদি সমস্ত দেশে আমাদের কমরেডরা একটি ঐক্যবদ্ধ বাহিনী গঠন করতে সহায়তা করেন তাহলে কোন ত্রুটি বিচ্যুতিই আমাদের কর্তব্য পালনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। এই কর্তব্য হল বিশ্ব প্রোলেতারীয় বিপ্লব অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। (দীর্ঘ হর্ষধ্বনি)।

*প্রাভদা*, ১৬২ নং সংখ্যা
২৪শে জুলাই, ১৯২০।
সম্পূর্ণরূপে প্রথম প্রকাশিত
হয় *"কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের
দ্বিতীয় কংগ্রেস"* নামক পুস্তকে।
আক্ষরিক বিবরণ প্রকাশ করেন
কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক
পেত্রোগ্রাদ।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ৩১,
পৃঃ ২১৬-৩৪

# কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা সম্পর্কে প্রদত্ত ভাষণ

## ২৩শে জুলাই, ১৯২০

বন্ধুগণ, আমি কমরেড ট্যানার ও ম্যাকলেইনের বক্তব্য সম্পর্কে কয়েকটা মন্তব্য করতে চাই। ট্যানার বলছেন যে তিনি প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বের পক্ষে রয়েছেন কিন্তু প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বকে ঠিক আমরা যেভাবে দেখি সেভাবে তিনি দেখেন না। তিনি বলেন যে প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বের দ্বারা আমরা প্রকৃতপক্ষে বোঝাতে চাই প্রোলেতারিয়েতের সংগঠিত, এবং শ্রেণীসচেতন সংখ্যালঘু অংশের একনায়কত্বকে।

যথেষ্ট সত্য কথা, পুঁজিবাদের যুগে যখন শ্রমিকশ্রেণীর বিশাল অংশকে নিরবচ্ছিন্নভাবে শোষণের মধ্যে রাখা হয় এবং ওরা মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতে পারে না, তখন শ্রমজীবী শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টিসমূহের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হল এই যে ওরা একমাত্র ওদের শ্রেণীর কোন সংখ্যালঘু অংশকেই বিজড়িত করতে পারে। একটি রাজনৈতিক পার্টি একটি শ্রেণীর সংখ্যালঘুদের দ্বারাই গঠিত হতে পারে ঠিক সেইভাবে যেমন প্রকৃত শ্রেণী সচেতন শ্রমিকরা যে কোন পুঁজিবাদী সমাজে সমস্ত শ্রমিকদের মধ্যে সংখ্যালঘু। আমরা তাই এটা মেনে নিতে বাধ্য যে এটা হল সেই শ্রেণী-সচেতন সংখ্যালঘু যারা বিরাট সংখ্যক শ্রমিককে পরিচালিত করতে পারে এবং নেতৃত্ব দিতে পারে। কমরেড ট্যানার যদি বলেন যে তিনি পার্টি

বিরোধী এবং সেই সঙ্গে একটি সংখ্যালঘু অংশের সপক্ষে যারা অত্যন্ত সংগঠিত ও অত্যন্ত বিপ্লবী শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করে সমস্ত প্রোলেতারিয়েতকে পথ দেখিয়ে তাহলে আমি বলব যে আমাদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থক্য নেই। এই সংগঠিত সংখ্যালঘু বলতে কী বোঝায়? যদি এই সংখ্যালঘু প্রকৃতই শ্রেণীসচেতন হয়, যদি সে জনগণকে নেতৃত্ব দিতে পারে, যদি সে প্রতিদিন যে সব প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে তার প্রত্যেকটির জবাব দিতে পারে, তাহলে এটা প্রকৃতই একটা পার্টি। কিন্তু ট্যানারের মত কমরেডরা যাদের প্রতি, গণ-আন্দোলনের প্রতিনিধিত্বকারী বলে, আমরা বিশেষ মনোযোগ দিই, যে গণ-আন্দোলনকে কিছুটা অতিরঞ্জন ব্যতিরেকে বলা যায় না যে এটা ব্রিটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টি'র প্রতিনিধিত্ব করছে, সেইসব কমরেড যদি ওখানে সংখ্যালঘু হওয়ার অনুকূলে থাকেন যারা কেবলমাত্র প্রোলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের জন্যেই লড়াই করবে এবং এই নীতি অনুসরণ করে শিক্ষিত করে তুলবে বিশাল সংখ্যক শ্রমিককে তখনই এই সংখ্যালঘুরাই একটি পার্টি'তে পরিণত হবে অন্য কিছুতে নয়। কমরেড ট্যানার বলেন এই সংখ্যালঘুদেরই উচিত সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করা ও নেতৃত্ব দেওয়া। যদি কমরেড ট্যানার এবং দোকান পরিচালকদের গোষ্ঠীভুক্ত অন্যান্য কমরেড ও বিশ্বের শিল্প শ্রমিকবৃন্দ এটাকে গ্রহণ করেন— ওদের সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন আলাপ-আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তাঁরা এটাকে মেনে নিয়েছেন—তাঁরা যদি এই তত্ত্বটিকে অনুমোদন করেন যে শ্রমজীবী শ্রেণীর শ্রেণী সচেতন সংখ্যালঘু অংশই প্রোলেতারিয়েতদের নেতৃত্ব দেয় তাহলে তাঁদের এটাও মানতে হবে যে এটাই হল আমাদের সমস্ত প্রস্তাবের মূল কথা। এই ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে একটি মাত্র বিষয়ে অমিল থেকে যায় এবং সেটা হল তাঁদের দ্বারা "পার্টি" কথাটির ব্যবহারকে এড়িয়ে যাওয়া কারণ বৃটিশ কমরেডদের মধ্যে রাজনৈতিক পার্টি সম্পর্কে কিছুটা অবিশ্বাস রয়েছে। তাঁরা পার্টি বলতে গম্পার ও হেণ্ডারসনের পার্টি এবং ধূর্ত পার্লামেন্ট ব্যবসায়ী ও শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকদেরই ধারণা করেন। তাঁরা যে পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার অর্থ করেন তা যদি আজকাল বৃটেন ও আমেরিকায় যা আছে তাকে বোঝায় তাহলে আমরাও এই ধরনের পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক পার্টি'সমূহের বিরোধী। আমরা যা চাই তা হল নতুন এবং পৃথক পার্টি'সমূহ। আমরা সেইসব পার্টিই

চাই যারা নিরবচ্ছিন্নভাবে জনগণের সঙ্গে প্রকৃত যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে এবং ঐ সব জনগণকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে।

আমি এখন কমরেড ম্যাকলেইনের বক্তৃতা প্রসঙ্গে তৃতীয় প্রশ্নটিকে ছুঁয়ে যেতে চাই। তিনি শ্রমিক পার্টি কর্তৃক বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টি অনুমোদিত হওয়ার সপক্ষে। এই বিষয়ে আমি আমার অভিমত জ্ঞাপন করেছি তৃতীয় আন্তর্জাতিকের কাছে আমার প্রবন্ধে। আমার পুস্তিকায় প্রশ্নটিকে আমি মুক্ত রেখেছি। অবশ্য বেশ কিছু সংখ্যক কমরেডদের সঙ্গে আলোচনার পর আমি এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি যে শ্রমিক পার্টির অভ্যন্তরে থাকার সিদ্ধান্তটিই একমাত্র সঠিক কৌশল। কিন্তু এখানে কমরেড ট্যানার ঘোষণা করছেন "অতিরিক্ত মতান্ধ হয়ো না।" আমার ধারণা তাঁর মন্তব্য এখানে নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। কমরেড র‍্যামসে বলেন: "অনুগ্রহ করে বৃটিশ কমিউনিস্টদের নিজেদেরই এই প্রশ্ন সমাধান করতে দিন।" সেই আন্তর্জাতিক কি রকম হবে যদি প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী এসে বলে: "আমাদের মধ্যে কিছু কিছু এটার সপক্ষে এবং ওটার বিপক্ষে, সিদ্ধান্ত নেবার ভার আমাদের উপর ছেড়ে দিন?" তাহলে একটি আন্তর্জাতিক রাখার কি মূল্য থাকতে পারে এবং একটি কংগ্রেস ও এত শত, আলোচনারই বা প্রয়োজনীয়তা কি? কমরেড ম্যাকলেইন কেবলমাত্র রাজনৈতিক পার্টির ভূমিকার কথাই বলেছেন। কিন্তু সেই একই ব্যাপার প্রযোজ্য হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন ও পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার ওপর। এটা খুবই সত্যি যে শ্রেষ্ঠতম বিপ্লবীদের মধ্যে বড় একটা অংশ শ্রমিক পার্টির অনুমোদনের বিরোধী কারণ তাঁরা সংগ্রামের পন্থা হিসাবে পার্লামেন্টারী পথের বিরোধী। সম্ভবতঃ এই প্রশ্নটিকে একটি কমিশনের কাছে বিচারের জন্যে পেশ করা সবচাইতে ভাল, যেখানে এটা আলোচিত হবে, ও বিশ্লেষিত হবে এবং তারপর কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের এই কংগ্রেসেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। আমরা মেনে নিতে পারি না যে এটা কেবলমাত্র বৃটিশ কমিউনিস্টদের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। আমরা সাধারণভাবে অবশ্যই বলব কোন কোনগুলো সঠিক কৌশল।

আমি বৃটিশ শ্রমিক পার্টির প্রশ্ন সম্পর্কিত কমরেড ম্যাকলেইনের যুক্তির কিছু কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আমরা খোলাখুলিভাবে অবশ্যই বলব যে কমিউনিস্টদের পার্টি শ্রমিক পার্টিতে একটি মাত্র শর্তে যোগ দিতে পারে এবং তা হল এই যে তার সমালোচনার পূর্ণ অধিকার থাকার কথা

নিতে হবে এবং সে তার নিজস্ব নীতি অনুসরণ করতে সক্ষম হবে। এটা হল সব চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে যখন কমরেড সেরাতি শ্রেণী সহযোগিতার কথা বলেন তখন আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলি যে এর দ্বারা শ্রেণী সহযোগিতা হবে না। ইতালীয় কমরেডরা যখন তুরাতি ও তার সহযোগী-দের মত সুবিধাবাদীদের অর্থাৎ বুর্জোয়া উপাদানগুলোকে পার্টির অভ্যন্তরে সহ্য করে চলেন তখন বাস্তবিকই তা শ্রেণী সহযোগিতা। এই ক্ষেত্রে অবশ্য বৃটিশ শ্রমিক পার্টি সম্পর্কে ব্যাপারটা হল নিছক সহযোগিতার প্রশ্ন বৃটিশ শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী সংখ্যালঘু ও তাদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে। শ্রমিক পার্টির সদস্যবৃন্দ সকলেই ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য। এর একটা অস্বাভাবিক গঠন আছে যা অন্য কোন রাষ্ট্রে লক্ষ্য করা যায় না। এটা হল এমন একটা সংগঠন যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনসমূহের মধ্যেকার বাট থেকে সত্তর লক্ষ কর্মীর মধ্যে চল্লিশ লক্ষ। তাদের কাছ থেকে কোন রাজনৈতিক অভিমত চাওয়া হয় না। কমরেড সেরাটি আমাকে প্রমাণ করে দেখান যে সেখানে এমন কেউ আছে যে সমালোচনার অধিকার প্রয়োগ করা থেকে আমাদের বঞ্চিত করতে পারে। কেবলমাত্র এটা প্রমাণ করলেই আপনি প্রমাণ করবেন যে কমরেড ম্যাকলেইন ভ্রান্ত। বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টি খুব সহজভাবেই হেণ্ডারসনকে বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিতে পারে এবং সেই সঙ্গে শ্রমিক পার্টিতেও থাকতে পারে। এখানে আমাদের যোগাযোগ আছে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী বাহিনী ও পশ্চাদ্ভাগ রক্ষীদের মধ্যে অর্থাৎ পিছিয়ে পড়া শ্রমিকদের মধ্যে এই সহযোগিতা সমগ্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে একই গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টিকে সুস্পষ্টরূপে বার বার বলেছিলাম যারা পার্টি ও অবশিষ্ট শ্রমিকদের মধ্যে যোগসূত্ররূপে কাজ করছে অর্থাৎ পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যালঘু অংশের মধ্যে। সংখ্যালঘু অংশ যদি জনগণকে নেতৃত্ব দিতে এবং তাদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করতে অক্ষম হয় তাহলে তাকে পার্টি বলা যায় না এবং সাধারণভাবে কোন কাজেরই হয় না, এমন কি যদি সে নিজেকে একটি পার্টি বলে ঘোষণা করে অথবা জাতীয় দোকান পরিচালকদের কমিটি বলে ঘোষণা করে তাহলেও না—আমি যতদূর জানি বৃটেনের দোকান পরিচালকদের কমিটিসমূহের একটি জাতীয় কমিটি আছে, যা হল একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন, যাকে বলা যায় পার্টি গঠনের পথে একটি পদক্ষেপ।

কলে যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা খণ্ডন করা যাচ্ছে যে বৃটিশ শ্রমিক পার্টি প্রোলেতারিয়েতদের দ্বারা গঠিত, এটা হল শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী বাহিনী ও পশ্চাৎপদ শ্রমিকদের সহযোগিতা; যদি এই সহযোগিতাকে সুসম্বদ্ধরূপে পরিচালনা করা না যায় তাহলে কমিউনিস্ট পার্টি'র কোন কার্যকারিতা থাকবে না এবং প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বের কোন প্রশ্নই উঠবে না। যদি আমাদের ইতালীয় কমরেডবৃন্দ অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি প্রদর্শন করতে না পারেন তাহলে পরবর্তীকালে আমাদের অবশ্যই প্রশ্নটিকে এখানেই সমাধান করতে হবে, আমরা যা জানি তার ভিত্তিতে—এবং আমরা এই সিদ্ধান্তে আসব যে অনুমোদনই হল সঠিক কৌশল।

কমরেড ট্যানার ও র‍্যামসে আমাদের বলেন যে ব্রিটিশ কমিউনিস্টদের অধিকাংশই অনুমোদনকে মেনে নেবে না। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই কি আমরা আবশ্যিকরূপে সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্গে একমত হব? না, মোটেই না। যদি ওরা উপলব্ধি না করে থাকে কোনগুলো সঠিক কৌশল তাহলে সম্ভবতঃ অপেক্ষা করাটাই ভাল। কোন কোন সময়ে পাশাপাশি দুটো পার্টি'র অবস্থান, কোন কৌশল সঠিক এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করার চাইতে, শ্রেয়তর। অবশ্য সমস্ত কংগ্রেস প্রতিনিধিদের অভিজ্ঞতা ও যুক্তির ওপর ভিত্তি করে কাজ করতে, যে যুক্তিকে এখনে টেনে আনা হয়েছে আপনি এখানে এবং একটি প্রস্তাব গ্রহণের ওপর চাপ দেবেন না, প্রতিটি রাষ্ট্রে অবিলম্বে একটি করে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করার ডাক দিয়ে। এটা অসম্ভব। কিন্তু আমরা খোলাখুলিভাবে আমাদের অভিমত জ্ঞাপন করতে পারি এবং নির্দেশ দিতে পারি। বৃটিশ প্রতিনিধিদল কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নটিকে আমরা একটি বিশেষ কমিশনে আলোচনা করব এবং তারপর আমরা বলব: শ্রমিক পার্টির অনুমোদনই হল সঠিক কৌশল। যদি অধিকাংশই এর বিরোধিতা করেন, তাহলে আমরা অবশ্যই একটি পৃথক সংখ্যালঘুদের সংগঠন গড়ে তুলব। এর একটা শিক্ষাগত মূল্য থাকবে। বৃটিশ শ্রমিকদের অধিকাংশ যদি এখনও পুরানো কৌশলেই বিশ্বাসী থাকেন তাহলে পরবর্তী কংগ্রেসে আমরা আমাদের সিদ্ধান্তকে পুনরায় পরীক্ষা করব। আমরা অবশ্য বলতে পারি না যে এই প্রশ্নটি কেবলমাত্র বৃটেনের একার—যার অর্থ হল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের জঘন্য অভ্যাসের অনুকরণ।

আমরা অবশ্যই আমাদের অভিমতকে খোলাখুলিভাবেই বলব। বৃটিশ

কমিউনিস্টরা যদি একমত হতে না পারে এবং যদি কোন গণ-ভিত্তিক পার্টি গঠিত না হয় তাহলে কোন না কোন পথে* বিচ্ছেদ অনিবার্য।

*কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের ৫নং বুলেটিন।*
৫ই আগস্ট, ১৯২০

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ৩১,
পৃঃ ২৩৫-৩৯

* *কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের ৫নং বুলেটিনে* এই ভাষণের শেষ বাক্যটিকে নিম্নোক্তরূপে পরিবেশন করেছিল—

"যাই হোক না কেন আমরা খোলাখুলিভাবেই আমাদের অভিমত জ্ঞাপন করব। বৃটিশ কমিউনিস্টরা যদি গণ-আন্দোলন সংগঠনের প্রশ্নে একমত হতে না পারে এবং এই প্রশ্নে যদি কোন বিচ্ছেদ দেখা দেয় তাহলে গণ-আন্দোলন প্রত্যাখ্যান করার চাইতে এই বিচ্ছেদ মেনে নেওয়া ভাল। পূর্বতন বিশৃঙ্খলায় অবস্থান করার চাইতে সুনির্দিষ্ট ও যথেষ্ট স্বচ্ছ কৌশল ও আদর্শ-বাদে পৌঁছান অনেক ভাল"—সম্পাদক।

# কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্ন সম্পর্কে কমিশনের প্রতিবেদন

## ২৬শে জুলাই, ১৯২০

কমরেডগণ, আমি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখব একটি সংক্ষিপ্ত প্রাথমিক আলোচনার মধ্যে এবং এরপর কমরেড ম্যারিং, যিনি আমাদের কমিশনের সম্পাদক ছিলেন, তিনি, আমরা প্রবন্ধের মধ্যে যেসব পরিবর্তন এনেছি, সেগুলো সম্পর্কে আপনাদের কাছে বিশদ ব্যাখ্যা করেন। তারপর বলবেন কমরেড রায় যিনি প্রবন্ধের সম্পূরক দিকটির পরিকল্পনা করেছিলেন। আমাদের কমিশন সর্বসম্মতিক্রমে উভয় প্রবন্ধই গ্রহণ করেছে, প্রাথমিক ও সংশোধিত। এইভাবে আমরা প্রত্যেকটি প্রধান প্রধান বিষয়েই সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। আমি এখন গুটিকয়েক সংক্ষিপ্ত মন্তব্য রাখব।

প্রথমত: আমাদের প্রবন্ধগুলোর মূলগত ভাবটা কি? পার্থক্যটা হল নির্যাতিত ও নির্যাতনকারী রাষ্ট্রের মধ্যে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিপরীতে আমরা এই পার্থক্যের উপর জোর দিই। সাম্রাজ্যবাদের এই যুগে, প্রোলেতারিয়েত ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পক্ষে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হল সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক ঘটনা প্রতিষ্ঠিত করা এবং সর্বপ্রকার ঔপনিবেশিক ও জাতীয় সমস্যার দিকে সুস্পষ্ট বাস্তব দিক থেকে অগ্রসর হওয়া অবাস্তব ধারণা থেকে নয়।

সাম্রাজ্যবাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে, সারা পৃথিবীতে যেমন আমরা দেখছি বহু সংখ্যক নির্যাতিত রাষ্ট্র এবং গুটিকয়েক নির্যাতনকারী রাষ্ট্রের মধ্যে, শেষোক্তটির অধিকারে আছে অফুরন্ত সম্পদ ও শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী। বিশ্বের অধিবাসীর মধ্যে বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, এক

১০০ কোটির ওপর, সম্ভবতঃ ১২৫ কোটি, যদি আমরা বিশ্বের সর্ব-মোট জনসংখ্যাকে ১৭৫ কোটি ধরি, অন্যভাবে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ, নির্যাতিত জাতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যারা, হয় সরাসরি-ভাবে ঔপনিবেশিক পরাধীনতার মধ্যে অথবা আধা-উপনিবেশের মত, যেমন পারস্য, তুরস্ক, চীন, আর না হয় কোন বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা পরাজিত তারা ঐ শক্তির ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে শান্তি চুক্তির ফলে। পার্থক্যের এই চিন্তা অর্থাৎ জাতিসমূহকে নির্যাতিত ও নির্যাতন-কারী রাষ্ট্রের মধ্যে ভাগ করার কথাই প্রবন্ধের মধ্যে আলোচিত হয়েছে। আমার স্বাক্ষরযুক্ত প্রথম প্রবন্ধগুলোই যে প্রকাশিত হয়েছে তা নয়, কমরেড রায়ের প্রবন্ধগুলোও প্রকাশিত হয়েছে। শেষোক্তটি তৈরী করা হয়েছিল বৃটেন কর্তৃক নির্যাতিত ভারত এবং অন্যান্য বড় বড় এশীয় রাষ্ট্রের অবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে। এখানেই লুকিয়ে আছে আমাদের কাছে তাদের গুরুত্ব।

আমাদের প্রবন্ধের দ্বিতীয় মৌলিক চিন্তা হল এই যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পর বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে, জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সামগ্রিকভাবে বিশ্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদী জাতিসমূহের একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী কর্তৃক সোভিয়েত আন্দোলন এবং সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন সোভিয়েত রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দ্বারা নির্ধারিত হয়। আমরা যদি এটা মনে রাখি তাহলে আমরা একটাও জাতীয় অথবা ঔপনিবেশিক সমস্যাকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারব না, এমন কি যদি এটা বিশ্বের বাইরের কোন অংশও হয়। সভ্য ও পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রে সমানভাবেই কমিউনিস্ট পার্টিগুলো সঠিকভাবে রাজনৈতিক সমস্যাগুলোকে তুলে ধরতে পারে এবং সমাধান করতে পারে যদি ওরা এই নীতি থেকে যাত্রা শুরু করে।

তৃতীয়তঃ আমি পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রসমূহে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি বিশেষ জোর দিতে চাই। এটা এমনই একটা প্রশ্ন যা কিছু কিছু পার্থক্যের সৃষ্টি করেছে। আমরা তত্ত্ব ও নীতির দিক থেকে এটা সঠিক হবে অথবা ভুল হবে তা আলোচনা করেছি এটা দেখানোর জন্য যে কমিউ-নিস্ট আন্তর্জাতিক এবং কমিউনিস্ট পার্টিসমূহ অবশ্যই পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রসমূহের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সমর্থন করবে। আমাদের আলোচনার ফলে আমরা "বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক" আন্দোলনের চাইতে জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে বলবার জন্য সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি। এটা

সন্দেহের বাইরে যে, যে কোন জাতীয় আন্দোলনই কেবলমাত্র বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পরিণত হতে পারে যদি পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রসমূহের বিশাল জনসংখ্যা গঠিত হয় কৃষকদের দ্বারা যারা প্রতিনিধিত্ব করে বুর্জোয়া পুঁজিবাদী সম্পর্কের। এটা বিশ্বাস করা অসম্ভব যে এইসব পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রে প্রলেতারীয় পার্টিগুলো, যদি বাস্তবিকই ওরা ওদের মধ্যে প্রকাশিত হতে পারে, তাহলে কমিউনিস্ট কৌশল ও কমিউনিস্ট নীতি অনুসরণ করতে পারে কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ছাড়াই এবং একে কার্যকরী সহায়তাদান না করেই। যাইহোক প্রতিবাদ উত্থাপিত হয়েছিল যে আমরা যদি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কথা বলি তাহলে আমরা সংস্কারবাদী ও বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যেকার সমস্ত পার্থক্যই মুছে ফেলব। কিন্তু তবুও এই পার্থক্য সাম্প্রতিককালে পশ্চাৎপদ ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে সুস্পষ্টরূপে প্রকটিত হয়েছে যেহেতু সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া শক্তি সর্বপ্রকার চেষ্টা চালাচ্ছে নির্যাতিত জাতিসমূহের মধ্যেও সংস্কারবাদী আন্দোলনের অনুপ্রবেশ ঘটাতে। বুর্জোয়া ও শোষণকারী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে কিছুটা প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এবং উপনিবেশের ক্ষেত্রেও, যাতে প্রায়শঃই—সম্ভবতঃ প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই এই সমস্ত নির্যাতিত রাষ্ট্রসমূহের বুর্জোয়ারা, একদিকে জাতীয় আন্দোলনকে সমর্থন করে অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের সঙ্গে সম্পূর্ণ ঐকমত্য পোষণ করে অর্থাৎ সর্বপ্রকার বিপ্লবী আন্দোলন ও বিপ্লবী শ্রেণীসমূহের বিরোধী শক্তির সঙ্গে হাত মেলায়। এটা কমিশনের কাছে তর্কাতীতরূপে প্রমাণিত হয়েছিল এবং আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে একমাত্র সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী হল এই পার্থক্যকে হিসেবের মধ্যে ধরা এবং সর্বক্ষেত্রে "বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক" এই শব্দের বিকল্প হিসাবে "জাতীয় বিপ্লবী" শব্দটি ব্যবহার করা। এই পরিবর্তনের গুরুত্ব হল এই যে কমিউনিস্ট হিসাবে আমাদের উচিত বুর্জোয়া মুক্তি আন্দোলনের সমর্থন করা এবং আমরা তা করব উপনিবেশের ক্ষেত্রে একমাত্র তখনই যখন ওরা প্রকৃতই বিপ্লবী এবং যখন ওদের প্রবক্তারা বিশাল নির্যাতিত জনতা ও কৃষককুলকে বিপ্লবী অনুপ্রেরণা নিয়ে শিক্ষিত ও সংগঠিত করে তুলতে আমাদের বাধা দেবে না। যদি এইসব অবস্থা অনুপস্থিত থাকে তাহলে এইসব রাষ্ট্রের কমিউনিস্টরা অবশ্যই সংস্কারবাদী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়বেন যাদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নায়কবৃন্দ।

সংস্কারবাদী পার্টিগুলো পূর্ব থেকেই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রসমূহে অবস্থান করছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ওদের মুখপাত্ররা নিজেদের ঘোষণা করেন সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ও সমাজতন্ত্রী বলে। আমি যে পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছি তার সবকটাই আলোচিত হয়েছে এইসব প্রবন্ধে যার ফলে আমার ধারণা, আমাদের মতামত আরও সুস্পষ্টরূপে সূত্রায়িত হয়েছে।

এখন আমি কৃষকদের সোভিয়েত সম্পর্কিত বিষয়ের ওপর মন্তব্য করতে চাই। প্রাক্তন জারের উপনিবেশসমূহে বিশেষ করে তুর্কীস্তানের মত পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রে রুশ কমিউনিস্টদের বাস্তবমুখী কার্যাবলী আমাদের এই প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে অর্থাৎ প্রাক-পুঁজিবাদী অবস্থায় কেমন করে কমিউনিস্ট কৌশল ও নীতির প্রয়োগ করা হবে। এই সমস্ত রাষ্ট্রে প্রাক-পুঁজিবাদী সম্পর্কই এখনও গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান নির্দেশকে বৈশিষ্ট্য যার ফলে এইসব রাষ্ট্রে প্রকৃতপক্ষে কোন শিল্পগত প্রোলেতারিয়েত নেই। কিন্তু তাসত্ত্বেও সেখানেও আমরা নেতার ভূমিকাকে অনুমান করেছি এবং অবশ্যই করব। অভিজ্ঞতা আমাদের দেখিয়েছে যে এইসব রাষ্ট্রে সাংঘাতিক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে হবে। অবশ্য আমাদের বাস্তব ক্রিয়াকলাপের ফলাফল দেখিয়েছে যে এইসব অসুবিধা সত্ত্বেও আমরা জনসাধারণের মনে স্বাধীন রাজনৈতিক চিন্তা ও স্বাধীন রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম, এমন কি যেখানে প্রোলেতারিয়েতের কোন অস্তিত্বই নেই। এই কাজটা পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের কমরেডদের কাছে যতটা কঠিন হবে তার চাইতে আমাদের কাছে আরও বেশী কঠিন। কারণ রাশিয়াতে প্রোলেতারিয়েত পুরোপুরি ডুবে আছে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের কাছে। এটা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে আধা-সমাজতান্ত্রিক অবস্থায় বসবাসকারী কৃষকরা সহজেই সোভিয়েত সংগঠনের চিন্তাকে গ্রহণ করতে পারে এবং কার্যকরী করতে পারে। এটাও পরিষ্কার যে, যে বিশাল জনসাধারণ নির্যাতিত ও শোষিত কেবলমাত্র মহাজনী পুঁজির দ্বারাই নয় সমাজতন্ত্রীদের দ্বারাও এবং সামন্ততন্ত্র ভিত্তিক একটি রাষ্ট্রের দ্বারা, তারা এই অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারে এবং এই ধরনের সংগঠনকে প্রয়োগ করতে পারে তাদের অবস্থায়। সোভিয়েত সংগঠনের ধারণাটি খুবই সরল এবং প্রয়োগযোগ্য। শুধুমাত্র প্রোলেতারিয়েতদের ক্ষেত্রেই নয়, কৃষক, সামন্ততান্ত্রিক এবং আধা-

সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রয়োগযোগ্য। এই ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা এখনও যথেষ্ট নয়। অবশ্য কমিশনের বিতর্কে যেখানে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বেশ কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা বিশ্বাসযোগ্য রূপে প্রদর্শন করেছিলেন যে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রবন্ধের উচিত উল্লেখ করা যে কৃষকদের সোভিয়েত এবং শোষিতদের সোভিয়েত হল একটি অস্ত্রস্বরূপ, যাকে প্রয়োগ করা যায় শুধুমাত্র পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেই নয়, সেইসব রাষ্ট্রেও যেখানে প্রাক পুঁজিবাদী সম্পর্ক বিদ্যমান এবং এটা হল কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর ও কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে প্রস্তুত উপাদানগুলোর একমাত্র কর্তব্য, কৃষকদের সোভিয়েত অথবা শ্রমিকদের সোভিয়েতের অনুকূলে প্রচার চালানো, এর মধ্যে যুক্ত থাকবে পশ্চাৎপদ ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রসমূহ। যেখানেই এই অবস্থার সুযোগ পাওয়া যাবে, সেখানেই তাদের উচিৎ তৎক্ষণাৎ শ্রমিকদের সোভিয়েত গড়ে তুলতে চেষ্টা করা।

এর দ্বারা আমাদের বাস্তব ক্রিয়াকলাপের একটা আগ্রহোদ্দীপক ও গুরুত্বপূর্ণ দিক উন্মোচিত হয়। এতকাল পর্যন্ত এই ক্ষেত্রে আমাদের যুক্ত অভিজ্ঞতা বিশেষ প্রবাহিত হয় নি কিন্তু ক্রমশঃই আরও বহু তথ্য পুঞ্জিভূত হবে। এটা তর্কাতীত যে উন্নত রাষ্ট্রসমূহের প্রোলেতারিয়েতরা পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রের শ্রমজীবী শ্রেণীকে সাহায্য করতে পারেন এবং করা উচিত এবং পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রগুলো তাদের উন্নতির বর্তমান স্তর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে যখন সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের বিজয়ী প্রোলেতারিয়েতরা এইসব জনসাধারণের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় তাদের সাহায্য করার উপযুক্ত সময়।

এ প্রশ্নে কমিশনে একটি প্রাণবন্ত আলোচনা হয়েছিল, শুধুমাত্র আমার স্বাক্ষরিত প্রবন্ধগুলো সম্পর্কেই নয়, কমরেড রায়ের প্রবন্ধগুলো সম্পর্কে আরও বিশদভাবে, যার স্বপক্ষে তিনি এখানে বলবেন এবং যার সঙ্গে কিছু কিছু সংশোধন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল। প্রশ্নটি নিম্নলিখিত রূপে উত্থাপিত হয়েছিল : আমরা কি এই দৃঢ় ঘোষণাকে সত্য বলে বিবেচনা করব যে অর্থনৈতিক উন্নতির পুঁজিবাদী স্তর পশ্চাৎপদ জাতিসমূহের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী যারা এখন মুক্তিপথযাত্রী এবং যাদের মধ্যে যুদ্ধের পর থেকে প্রগতির দিকে অগ্রসর হওয়া লক্ষ্য করা যায় ? আমরা এর নেতিবাচক উত্তর দিয়েছিলাম। বিজয়ী বিপ্লবী প্রোলেতারিয়েত যদি ওদের মধ্যে সুসম্বদ্ধরূপে

প্রচারকার্য চালায় এবং সোভিয়েত সরকার যদি তাদের সর্বপ্রকার উপায় উপকরণ নিয়ে ওদের সাহায্য করতে আসে তখন এটা অনুমান করা ভুল হবে যে পশ্চাৎপদ জাতিসমূহকে অবশ্যম্ভাবীরূপে পুঁজিবাদী উন্নতির স্তরের মধ্যে দিয়েই যেতে হবে। আমরা উপনিবেশ ও পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রসমূহে কেবলমাত্র পার্টি সংগঠন ও পৃথক লড়াকু বাহিনীই গড়ে তুলব না, কেবলমাত্র এখনই কৃষকদের সোভিয়েত সংগঠনের পক্ষে প্রচার অভিযানে নামব না এবং ওদের প্রাক-পুঁজিবাদী অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করব না, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের উচিত যথার্থ তত্ত্বগত ভিত্তিসহ এই প্রস্তাব উত্থাপন করা যে উন্নত রাষ্ট্রসমূহের প্রোলেতারিয়েতদের সাহায্য নিয়ে পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রগুলো সোভিয়েত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে এবং উন্নতির নির্দিষ্ট স্তরসমূহের মধ্যে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদে এসে পৌঁছতে পারে পুঁজিবাদী স্তর অতিক্রম না করেই।

প্রয়োজনীয় উপায়ের কথা পূর্ব থেকেই উল্লেখ করা যায় না। এগুলো বিবৃত হবে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে। এটা অবশ্য সুস্পষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত যে সোভিয়েত বিষয়ক চিন্তা দূরতম রাষ্ট্রের শ্রমজীবী শ্রেণীর অধিকাংশই উপলব্ধি করতে পারে। সোভিয়েতগুলোকে প্রাক-পুঁজিবাদী সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে এবং কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের উচিত বিশ্বের সর্বত্র এই দিকে কাজ শুরু করা।

আমি কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী ক্রিয়াকর্মের গুরুত্বের উপর জোর দিতে চাই, শুধু মাত্র তাদের স্বদেশেই নয়, ঔপনিবেশিক দেশগুলোকেও এবং বিশেষ করে সৈন্যদলের মধ্যে, শোষক রাষ্ট্রগুলো যাদের নিয়োগ করেছে উপনিবেশগুলোর অধিবাসীদের অধীনস্থ করে রাখার জন্যে।

বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টির কমরেড কোয়েলচ এই বিষয়ে কমিশনে বক্তব্য রেখেছেন। তিনি বলেছেন যে সর্বস্তরের বৃটিশ শ্রমিকরা দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ দেশগুলোকে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানে সহায়তা করাকে দেশদ্রোহিতা বলে মনে করবে। সত্যিই বৃটেন ও আমেরিকার লড়াকু ও শভিনিস্ট মনোভাবাপন্ন শ্রমিক অভিজাতরা সমাজতন্ত্রের পক্ষে ভয়ঙ্কর বিপদস্বরূপ এবং এরাই হল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের শক্তি কেন্দ্র এখানে আমরা বুর্জোয়া আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত শ্রমিক ও নেতৃবৃন্দের বৃহত্তম বিশ্বাসঘাতকতার সম্মুখীন হই। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকেও ঔপনিবেশিক প্রশ্নের আলোচনা হয়েছে। এই বিষয়ে ব্যাসল ইস্তেহারও সুস্পষ্ট।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ বিপ্লবী ক্রিয়াকর্মে অংশগ্রহণ করবেন বলে শপথ নিয়েছিলেন কিন্তু তাঁরা নির্যাতনকারী রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে তাঁদের বিদ্রোহে প্রকৃত বিপ্লবী কাজ অথবা অধীনস্থ ও শোষিত জাতির প্রতি সাহায্যের কোন চিহ্নই দেখাতে পারেন নি। এটা আমার ধারণা, অধিকাংশ পার্টির ওপরেও প্রযোজ্য যারা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক থেকে সম্পর্ক ছেদ করেছে এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকে যোগ দিতে আগ্রহী। সকলকে জানাবার জন্যে আমরা এটা অবশ্য ঘোষণা করব, এটা অখণ্ডনীয়। আমরা দেখব একে অস্বীকার করার কোন চেষ্টা হয় কি না।

এই সমস্ত বিবেচনাই আমাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তি তৈরী করেছে, যা নিঃসন্দেহে খুবই দীর্ঘ কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি সুনিশ্চিত, এটা কার্যকরী বলে প্রমাণিত হবে এবং জাতীয় ঔপনিবেশিক প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত প্রকৃত বিপ্লবী ক্রিয়াকর্মের সংগঠন ও বিকাশের সহায়ক হবে। এটাই হল আমাদের প্রধান কর্তব্য।

*কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের*
*দ্বিতীয় কংগ্রেসের ৬নং বুলেটিন*
৭ই আগস্ট, ১৯২০

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ৩১,
পৃঃ ২৪০-৪৫

# একজন বিদেশী সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার
## ২০শে জুলাই, ১৯২০[১৪৮]

লেনিন, বিদেশী সাংবাদিকের কাছে নিম্নোক্ত বক্তব্য রেখেছিলেন :

"বৃটিশ প্রস্তাবটি[১৪৯] একটি ছেঁড়া কাগজ ছাড়া আর কিছু নাও হতে পারে। কিন্তু এটা সম্ভবতঃ পূর্ব ইউরোপে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। যদি বৃটিশ কূটনীতিবিদরা কল্পনা করে থাকেন যে তাঁরা আমাদের বোকা বানাতে পারবেন তাহলে তাঁরা একটা মস্ত ভুল করছেন : কেননা প্রতিটি কাগজে প্রস্তাবের জবাব দেব আমরা কাগজে প্রস্তাব দিয়ে এবং প্রকৃত ক্রিয়াকলাপের জবাব দেব ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে। বৃটিশ নীতি হল অস্থায়ী এবং অনবরত পরিবর্তনশীল। একদিকে লয়েড জর্জ এবং অপরদিকে আছেন চার্চিল, এই দুয়ের মধ্যে আছেন লর্ড কার্জন, যিনি রাশিয়াকে দুর্বলরূপে দেখতে চান। তার পরেই আছে বিশাল বৃটিশ জনসাধারণ যাদের সঙ্গে ওদের চলতে হবে। আমরা এই অধিকাংশ জনসাধারণের উপরই নির্ভর করি। বৃটেন ও রাশিয়ার মধ্যে শান্তি প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল আমাদের লালফৌজের শক্তির উপর এবং বৃটিশ প্রোলেতারিয়েতের দৃঢ়তার উপর।

মিত্রদের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে তিনি কি ভাবেন এই প্রশ্নের জবাবে লেনিন বলেছিলেন :

"হয় বৃটিশ প্রস্তাবটি একটি কৌশল অথবা বিখ্যাত আঁতাতের অস্তিত্ব ভবিষ্যতে অসম্ভব হবে। বৃটেন যে 'লাল' অর্থ গ্রহণ করছে এই সত্য ঘটনাটিই মিত্রদের বাধ্য করবে একই কাজ করতে। বৃটেন পূর্বে স্বাধীনভাবে কাজ করত এবং এটা অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে যে তার নীতি ছিল ফরাসী বিরোধী। লীগ অফ নেশন-এর মধ্যস্থতা ব্যতিরেকেই পারস্যের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

বৃটেনের তুরস্কনীতি ফ্রান্স ও ইতালির স্বার্থের পরিপন্থী। শেষ পর্যন্ত বৃটিশ প্রস্তাব রাশিয়ার কাছে পৌঁছল ফ্রান্সের ইচ্ছার বিরোধীরূপে। ফ্রান্স যদি পোল্যাণ্ডের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখে তাহলে এর ফলে বৃটেনের সঙ্গে বিবাদ এড়ানো অসম্ভব হবে। যাই হোক যদি সে পোল্যাণ্ডকে ভাগ্যের খেয়ালের উপর ছেড়ে দেয় তাহলে সে জার্মান বিরোধিতার সর্বশেষ মিত্রকে হারাবে।"

সাংবাদিক লেনিনকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন :

"রাশিয়া ও বৃটেনের সঙ্গে পারস্পরিক কোন সমঝোতা ঘটলে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক কি বিদেশে প্রচার কার্য চালানো বন্ধ করবে?" লেনিন জবাব দিয়েছিলেন :

"সোভিয়েত রাশিয়ার অস্তিত্বই হল সারা বিশ্বে কমিউনিজমের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচার।"

*"বার্লার টাগওয়াট"* নামক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়,
১৯২০ সালের ২১শে জুলাই

জার্মান ভাষা থেকে অনূদিত এবং সর্বপ্রথম ইংরাজীতে প্রকাশিত

# কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে বৃটিশ শ্রমিক পার্টিকে স্বীকৃতিদান প্রসঙ্গে প্রদত্ত ভাষণ ৬ই আগস্ট, ১৯২০[১৫০]

কমরেডগণ, কমরেড গ্যাল্‌চার এই বলে দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন যে আমাদের শত সহস্রবার সেই সব বাক্যই শুনতে বাধ্য হতে হচ্ছে যা কমরেড ম্যাকলেইন ও অন্যান্য বৃটিশ কমরেড অসংখ্যবার বক্তৃতা, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রে প্রকাশ করেছেন। আমার ধারণা দুঃখ প্রকাশের কোন প্রয়োজন নেই। পুরানো আন্তর্জাতিক এইসব প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট দেশের পৃথক পৃথক পার্টি'র কাছে সিদ্ধান্তের জন্যে পাঠানোর পদ্ধতি ব্যবহার করত। ওটা হল একটা মস্ত ভুল। আমরা কোন না কোন পার্টি'র অবস্থার সঙ্গে পরিচিত নাও থাকতে পারি কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা একটা কমিউনিস্ট পার্টি'র কৌশলের সম্পর্কে আলোচনা করছি। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের নামে আমরা এর সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গীকে উপস্থাপন করব।

প্রথমতঃ আমি কমরেড ম্যাকলেইনের ছোট্ট একটা ভুলের উল্লেখ করতে চাই যাকে মেনে নেওয়া যায় না। তিনি শ্রমিক পার্টি'কে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের রাজনৈতিক সংগঠন বলে উল্লেখ করেছেন এবং পরে সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন যখন তিনি বলেছেন যে শ্রমিক পার্টি' হল "ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত শ্রমিকদের রাজনৈতিক প্রকাশমাত্র"। আমি বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টির কাগজে একই মতকে বহুবার লক্ষ্য করেছি। এটা ভ্রমাত্মক এবং কিছুদূর পর্যন্ত সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত হলেও বৃটিশ বিপ্লবী শ্রমিকদের তরফ থেকে আংশিকভাবে বিরোধিতার কারণ। বাস্তবিকই "ট্রেড ইউনিয়নসমূহের রাজনৈতিক বিভাগ" অথবা "রাজনৈতিক প্রকাশ" ইত্যাদি ধারণাগুলো ভ্রমাত্মক। অবশ্য অধিকাংশ শ্রমিক পার্টির সদস্যরাই হলেন শ্রমজীবী।

যাই হোক পার্টিটা প্রকৃতই শ্রমিকদের রাজনৈতিক পার্টি কিনা তা শুধুমাত্র শ্রমিকদের সদস্যদের ওপরই নির্ভর করে না, তাঁদের ওপরও নির্ভর করে যাঁরা নেতৃত্ব দেন এবং কার্যাবলীর বিষয় ও রাজনৈতিক কৌশলের ওপরও নির্ভর করে। এই শেষোক্তটিই নির্ধারণ করে প্রকৃতই আমাদের সামনে প্রোলেতারিয়েতের একটি রাজনৈতিক পার্টি আছে কি না। এর থেকে বিচার করে আমরা যে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী পাই সেই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে "শ্রমিক পার্টি হল আগাগোড়া একটা বুর্জোয়া পার্টি"। কারণ শ্রমিকদের দ্বারা গঠিত হলেও পরিচালিত হয় প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা এবং এর মধ্যেকার জঘন্যতম প্রতিক্রিয়াশীলরা বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারেই কাজ করেন। এটা হল বুর্জোয়াদেরই একটি সংগঠন যার অস্তিত্ব আছে এবং যা ধারাবাহিকরূপে শ্রমিকদের প্রবঞ্চিত করে থাকে বৃটিশ নস্ক ও সিডম্যানদের সহায়তায়।

আমরা অপর একটি দৃষ্টিভঙ্গীর কথা শুনেছি যার সমর্থক ছিলেন কমরেড সিলভিয়া প্যাঙ্কহার্স্ট ও কমরেড গ্যালাচার যারা ঐ বিষয় সম্পর্কে তাঁদের অভিমত প্রকাশ করেছেন। গ্যালাচার ও তাঁর বহু বন্ধুবান্ধব যে বক্তৃতাগুলো দিয়েছিলেন তার সারমর্ম কি? তাঁরা আমাদের বলেছেন যে জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগটা যথেষ্ট নয়। কিন্তু তাঁরা বললেন বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টির উদাহরণ গ্রহণ করুন। এটা জনসাধারণের সঙ্গে আরও কম পরিমাণে যুক্ত এবং একটা দুর্বল পার্টি। কমরেড গ্যালাচার এখানে আমাদের বলেছেন কেমন করে তিনি এবং তাঁর সহযোগী কমরেডরা গ্লাসগো এবং স্কটল্যাণ্ডে প্রকৃতই বিস্ময়করভাবে বিপ্লবী আন্দোলন করেছেন এবং সংগঠন গড়ে তুলেছেন। তাঁদের যুদ্ধকালীন কৌশলে কেমন করে তাঁরা এই আন্দোলনকে দক্ষতার সঙ্গে চালিত করেছিলেন এবং কেমন করে তাঁরা পাতি-বুর্জোয়া শান্তিবাদী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ও স্নোডেনদের জোরালো সমর্থন দান করেছিলেন যখন ওরা গ্লাসগোতে এসেছিল এবং তাঁর সমর্থনের জোরে যুদ্ধবিরোধী একটা গণ-আন্দোলন সংগঠিত করেছিল।

আমাদের লক্ষ্য হল এই নতুন ও চমৎকার আন্দোলনকে, যে আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করেন কমরেড গ্যালাচার ও তাঁর বন্ধু বান্ধবরা, একটি কমিউনিস্ট পার্টিতে পরিণত করা যে পার্টি প্রকৃত কমিউনিস্ট অর্থাৎ মার্কসবাদী কৌশল অনুসরণ করে। এখন এটাই হল আমাদের কর্তব্য। একদিকে বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টি হল অত্যন্ত দুর্বল এবং জনগণের মধ্যে আন্দোলন পরি-

চালনা করতে অক্ষম, অপরদিকে আমাদের কাছে রয়েছে তরুণ বিপ্লবী উপাদানসমূহ যাদের বিশিষ্ট প্রতিনিধি হলেন কমরেড গ্যালাচার যারা জনগণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক পার্টি নয় এবং এই অর্থে বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টি'র চাইতেও দুর্বল এবং তাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সংগঠিত করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। এই সমস্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক কৌশল সম্পর্কে আমরা অবশ্যই অভিমত খোলাখুলিভাবে জ্ঞাপন করব। বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টি সম্পর্কে কথা প্রসঙ্গে কমরেড গ্যালচার বললেন যে এটা "নৈরাশ্যজনকভাবে সংস্কারবাদী" তখন তিনি নিঃসন্দেহে অতিরঞ্জন করেছিলেন। কিন্তু আমরা যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি তার সাধারণ ঝোঁক ও বিষয়বস্তুগুলো অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে দেখায় যে আমরা একটি পরিবর্তন চাই অর্থাৎ এই চিন্তা অনুসারী বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টির কৌশলগত পরিবর্তন। গ্যালাচার এবং তাঁর বন্ধুবান্ধবদের অবিলম্বে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করাই হবে একমাত্র সঠিক কৌশল যাতে এইখানে গৃহীত সিদ্ধান্তের মূল ধারার অনুসরণে কৌশলগুলোকে পরিবর্তন করে নেওয়া যায়। আপনার যদি এতই সমর্থক থাকে যার দ্বারা গ্লাসগোতে জনসভা সংগঠিত করা যায় তাহলে আপনার পক্ষে পার্টির মধ্যে দশ হাজারেরও অধিক ব্যক্তিকে সদস্য তালিকাভুক্ত করা কষ্টসাধ্য হবে না। তিন চারদিন আগে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টির অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি'র নাম গ্রহণ করার এবং এর কর্মসূচীতে একটি ধারা সংযোজিত হয়েছে পার্লামেন্টারী নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও শ্রমিক পার্টি'কে স্বীকৃতিদানের। ঐ অধিবেশন দশহাজার সংগঠিত সদস্যের প্রতিনিধিত্বমূলক ছিল। তাই স্কটিশ কমরেডদের পক্ষে "গ্রেট বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টি'র" মধ্যে দশ হাজারেরও বেশী বিপ্লবী শ্রমিককে টেনে আনা মোটেই অসুবিধাজনক হবে না যারা জনসাধারণের মধ্যে কাজ করার কৌশল সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং এইভাবে বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টি'র পুরানো কৌশলকে সংশোধন করে আরও উন্নততর আন্দোলন ও বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ সংগঠিত করতে পারেন। কমিশনে সিলভিয়া প্যাঙ্কহার্স্ট বার বার উল্লেখ করেছিলেন যে বৃটিশদের প্রয়োজন "বামপন্থাদের"। আমি অবশ্য জবাব দিয়েছিলাম যে কথাটা খুবই সত্যি কিন্তু তাই বলে কেউ যেন "বামপন্থী ক্রিয়াকলাপ" নিয়ে বাড়াবাড়ি না করেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে অগ্রবর্তীদল হিসাবে ওরা শ্রেষ্ঠতর কিন্তু সাময়িকভাবে ওরা দুরন্ত। আমি একে খারাপ অর্থে

গ্রহণ করছি না, ভাল অর্থেই নিয়েছি যেমন ওরা বিপ্লবী আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে যাবার পক্ষে শ্রেষ্ঠতর। আমরা এর মূল্য দিয়ে থাকি এবং দেওয়া উচিত। এই কথা আমরা আমাদের সমস্ত সিদ্ধান্তেই প্রকাশ করেছি, কারণ আমরা সব সময়ই জোর দিই যে আমরা একটি পার্টিকে তখনই শ্রমিকদের পার্টি বলে মনে করি যখন সে প্রকৃতই জনগণের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং পুরনো ও সম্পূর্ণ কদাচারী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করে, দক্ষিণপন্থী শভিনিস্টদের উভয় গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং তাদের বিরুদ্ধেও লড়াই করে যারা জার্মানীর দক্ষিণপন্থী স্বতন্ত্রদের মত একটি মধ্যবর্তী অবস্থান গ্রহণ করে। আমরা এই কথাটাকে আমাদের সমস্ত প্রস্তাবের মধ্যে হাজার বার বলেছি এবং দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছি, এর অর্থ হল এই যে আমরা পার্টি'র একটি আমূল রূপান্তর চাই, জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর করার জন্যে।

সিলভিয়া প্যাঙ্কহার্স্ট এটাও জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "একটি কমিউনিস্ট পার্টি'র পক্ষে কি অপর একটি রাজনৈতিক পার্টি'তে যোগদান করা সম্ভব যে এখনও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত?" তিনি জবাব দিয়েছিলেন যে এটা সম্ভব নয়। এটা অবশ্য আমাদের স্মরণ রাখতে হবে বৃটিশ শ্রমিক পার্টি একটি বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে আছে: এটা হল অত্যন্ত মৌলিক ধরনের একটা পার্টি অথবা একথা বরং বলা যায় যে সাধারণভাবে পার্টি বলতে আমরা যা বুঝি সেই অর্থে এটাকে পার্টিই বলা যায় না।

এটা গঠিত হয়েছে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যদের নিয়ে, এর মোট সদস্য সংখ্যা হল প্রায় চল্লিশ লক্ষ এবং সমস্ত স্বীকৃত রাজনৈতিক পার্টিগুলোকেই যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়ে থাকে। এইভাবে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিরাট সংখ্যক বৃটিশ শ্রমিক যারা জঘন্যতম বুর্জোয়া উপাদানের এবং সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাসঘাতকদের নেতৃত্ব অনুসরণ করে, যারা সিডম্যান, নোস্ক এবং ঐ ধরনের অন্যান্যদের চাইতেও নিকৃষ্টতর। সেই সঙ্গে অবশ্য শ্রমিক পার্টি, বৃটিশ সমাজ-তান্ত্রিক পার্টিকে, শ্রমিক পার্টির অধঃস্তন স্তরে তার নিজস্ব সংবাদ মুখপত্রকে প্রচারিত হতে দিয়েছে যার মধ্যে ঐ শ্রমিক পার্টি অবাধে এবং খোলাখুলি-ভাবে ঘোষণা করতে পারে যে পার্টি নেতৃবর্গ হল সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাসঘাতক। কমরেড ম্যাকলেইন বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টির বক্তব্য থেকে এই ধরনের উদাহরণ দিয়েছেন। আমি নিজেও বলতে পারি যে বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক

পার্টির মুখপত্র "দ্য কল" নামক পত্রিকায় এই রকম বক্তব্য দেখেছি যেখানে বলা হয়েছে শ্রমিক পার্টির নেতৃবৃন্দ হলেন সমাজতান্ত্রিক দেশপ্রেমিক এবং সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাসঘাতক। এর থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে শ্রমিক পার্টির দ্বারা স্বীকৃত একটি পার্টি শুধুমাত্র কঠোর সমালোচনা করতেই সক্ষম নয়, সুনির্দিষ্টভাবে এবং খোলাখুলিভাবে পুরানো নেতৃবর্গের নাম উল্লেখ করতেও সক্ষম এবং তাদের সামাজিক বিশ্বাসঘাতক বলারও ক্ষমতা রাখে। এটা হল একটা মৌলিক পরিস্থিতি: একটি পার্টি যে অসংখ্য শ্রমিককে সংযুক্ত করে যার ফলে একটি রাজনৈতিক পার্টি বলে মনে হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তার সদস্যদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়। কমরেড ম্যাকলেইন এখানে আমাদের বলেছেন যে শ্রমিক পার্টির অধিবেশনে বৃটিশ শিডম্যানপন্থীরা তৃতীয় আন্তর্জাতিকের স্বীকৃতির প্রশ্নটিকে খোলাখুলিভাবে উত্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিল এবং পার্টির সমস্ত শাখা ও অংশগুলোই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে বাধ্য হয়েছিল। এই ধরনের অবস্থায় এই পার্টিতে যোগ দেওয়া ভুল হবে।

ব্যক্তিগতভাবে আলাপ-আলোচনার সময় কমরেড প্যাঙ্কহার্স্ট আমাকে বলেছিলেন: "আমরা যদি প্রকৃত বিপ্লবী হই এবং শ্রমিক পার্টিতে যোগ দিই তাহলে এইসব ভদ্রলোক আমাদের বহিষ্কার করবে।" কিন্তু তা মোটেই খারাপ হবে না। আমাদের প্রস্তাবে বলছে, যে পরিমাণে শ্রমিক পার্টি সমালোচনার স্বাধীনতা মানবে সেই পরিমাণে আমরা স্বীকৃতির সপক্ষে। এই বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। কমরেড ম্যাকলেইন জোর দিয়েছিলেন যে বৃটেনে এখন যে পরিস্থিতি বিদ্যমান তা এমনই যে যদি এরকম আকাঙ্ক্ষিত হয়, তাহলে একটা রাজনৈতিক পার্টি একটি বিপ্লবী শ্রমিকদের পার্টি হয়েও থাকতে পারে এমনকি যদি এটা চল্লিশ লক্ষ সদস্যযুক্ত একটা বিশেষ ধরনের শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকে যার অর্ধেক ট্রেড ইউনিয়ন এবং অর্ধেক রাজনৈতিক ও শীর্ষস্থানে আছে বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দ। এই ধরনের অবস্থায় শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী উপাদানসমূহের পক্ষে অত্যন্ত ভুল হবে এই ধরনের একটি পার্টিতে থাকার জন্যে সম্ভাব্য সবকিছু করা। টমাস ও অন্যান্য সামাজিক বিশ্বাসঘাতকরা, যাদের আপনারা এই নামেই ডাকেন, যদি আপনাকে বহিষ্কার করতে চায় তো করুক। এর ফলে বৃটিশ শ্রমিকদের ওপর একটা চমৎকার প্রভাব পড়বে।

কমরেডরা জোর দিয়ে বলেছেন যে বৃটেনের শ্রমিক অভিজাততন্ত্র আর যে কোন দেশের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী। একথা সত্যি। যাই হোক, শ্রমিক অভিজাততন্ত্র বৃটেনে বিদ্যমান আছে কয়েক দশক ধরে নয়, কয়েক শতাব্দী ধরে। বৃটিশ বুর্জোয়ারা, যাদের প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে অর্থাৎ গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতা, অন্য যে কোন দেশের তুলনায়, তারা শ্রমিকদের ক্রয় করে নিতে সক্ষম হয়েছে এবং তাদের মধ্যে একটা বড় আকারের স্তর সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে যা অন্য যে কোন দেশের তুলনায় বৃহত্তর কিন্তু বিশাল শ্রমিকশ্রেণীর তুলনায় তত বড় নয়। এই স্তরটি পুরোপুরি ভরে আছে বুর্জোয়া কুসংস্কারে এবং অনুসরণ করছে সুনির্দিষ্টরূপে একটা বুর্জোয়া সংস্কারপন্থী নীতি। উদাহরণস্বরূপ, আয়ারল্যাণ্ডে দু লক্ষ বৃটিশ ফৌজ আছে যারা ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসমূলক কৌশল প্রয়োগ করছে আইরিশদের দমন করার জন্যে। বৃটিশ সমাজতন্ত্রীরা এইসব ফৌজের মধ্যে কোন বিপ্লবী প্রচার চালাচ্ছে না যদিও আমাদের প্রস্তাবে পরিষ্কারভাবে বলা আছে যে আমরা কেবলমাত্র তাদেরই কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে গ্রহণ করতে পারি যে সব বৃটিশ পার্টি প্রকৃত বিপ্লবী প্রচার চালাচ্ছে বৃটিশ শ্রমিক ও সৈন্যদের মধ্যে। আমি জোর করে বলতে পারি যে এখানে অথবা কমিশনে আমরা এই বিষয়ে কোন আপত্তির কথা শুনতে পাই নি।

কমরেড গ্যালাচার এবং সিলভিয়া প্যাঙ্কহার্স্ট এটা অস্বীকার করতে পারেন না। তাঁরা এই বক্তব্যকে খণ্ডন করতে পারেন না যে শ্রমিক পার্টি অধঃস্তন স্তরে, বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টি, এই কথা লিখবার যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করেন, যে, শ্রমিক পার্টির কোন কোন নেতা বিশ্বাসঘাতক ; এইসব পুরানো নেতৃবর্গ বুর্জোয়াদের স্বার্থেরই প্রতিনিধিত্ব করেন ; এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যে ওরা বুর্জোয়াদের অনুচর হিসাবে কাজ করেন। তাঁরা এইসব অস্বীকার করতে পারেন না কারণ এগুলো শাশ্বত সত্য। কমিউনিস্টরা যখন এই ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করে তখন তাদের কর্তব্য হল শ্রমিক পার্টিতে যোগদান করা যদি ওরা সমস্ত দেশের বিপ্লবীদের অভিজ্ঞতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে, কেবলমাত্র রুশ বিপ্লব নয় ( কারণ এখানে আমরা একটা রুশ কংগ্রেসের মধ্যে নেই, এমন একটায় আছি যা আন্তর্জাতিক।) কমরেড গ্যালাচার বিদ্রুপাত্মকভাবে বলেছেন যে, বর্তমান উদাহরণে, আমরা বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টি'র দ্বারা প্রভাবিত। এটা সত্য

নয়, সমস্ত দেশের সমস্ত বিপ্লবের অভিজ্ঞতাই আমাদের সুনিশ্চিত করেছে। আমরা মনে করি জনসাধারণের কাছে এই কথা বলা অবশ্য কর্তব্য। বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টি'র সেই স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা প্রয়োজন শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকদের সমালোচনা করার জন্যে ও তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করার জন্যে যারা অন্যান্য যে কোন দেশের তুলনায় বৃটেনে অধিকতর ক্ষমতাশালী। এটা অবশ্যই সহজেই উপলব্ধি করতে পারা যায়। কমরেড গ্যালাচারের পক্ষে এই বক্তব্যের ওপর জোর দেওয়া ভুল হয়েছে যে শ্রমিক পার্টি'র স্বীকৃতির সপক্ষে ওকালতি করে আমরা বৃটিশ শ্রমিকদের মধ্যেকার শ্রেষ্ঠ উপাদান-গুলোকে বিতাড়িত করব। অভিজ্ঞতার দ্বারা আমরা এর পরীক্ষা করব। আমরা সুনিশ্চিত যে, সমস্ত প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত যা আমাদের কংগ্রেসে গৃহীত হবে তা সমস্ত বৃটিশ বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে এবং সমস্ত শাখা এবং অংশই এই বিষয়ে আলোচনা করতে পারবে। আমাদের প্রস্তাবের সমগ্র বিষয়বস্তুই সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করে যে আমরা হলাম সমস্ত দেশের শ্রমজীবী শ্রেণীর বিপ্লবী কৌশলের প্রতিনিধি এবং আমাদের লক্ষ্য হল সংস্কারবাদ ও সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। ঘটনাগুলো প্রকাশ করে যে আমাদের কৌশলগুলো বাস্তবিকই পুরানো সংস্কারবাদকে পরাজিত করছে। ঐ ক্ষেত্রে শ্রমজীবী শ্রেণীর শ্রেষ্ঠতম বিপ্লবী উপাদান—যারা ধীর প্রগতির জন্যে অসন্তুষ্ট এবং বৃটেনের প্রগতি সম্ভবতঃ অন্যান্য রাষ্ট্রের চাইতে আরও ধীরে হবে, তারা সবাই আমাদের পক্ষ অবলম্বন করবে। প্রগতির গতি ধীর কারণ বৃটিশ বুর্জোয়ারা শ্রমিক অভিজাততন্ত্রের জন্যে উন্নততর অবস্থা সৃষ্টি করতে সক্ষম যার ফলে বৃটেনে বিপ্লবী আন্দোলন পিছিয়ে যাবে। সেইজন্যেই ব্রিটিশ কমরেডদের উচিত লড়াই করা, শুধুমাত্র জনগণকে বিপ্লবী ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত করার জন্যই নয়, ওরা এই কাজটা ভালভাবেই করছেন ( কমরেড গ্যালাচার যেমন দেখিয়েছেন ) একই সঙ্গে প্রকৃত শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি' গঠনের জন্যে অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। কমরেড গ্যালাচার ও কমরেড সিলভিয়া প্যাঙ্কহার্স্ট উভয়েই এখানে বলেছেন কিন্তু এখনও কমিউনিস্ট পার্টি'র অন্তর্ভুক্ত হন নি। ঐ চমৎকার প্রোলেতারীয় সংগঠনটি, অর্থাৎ দোকান পরিচালকদের আন্দোলন এখনও কোন রাজনৈতিক পার্টি'তে যোগ দেয় নি। আপনি যদি রাজনৈতিক দিক থেকে সংগঠিত হন তাহলে আপনি দেখবেন যে আমাদের কৌশলগুলো বিগত কয়েক দশকের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের সঠিক মূল্যায়নের ওপর প্রতিষ্ঠিত

এবং একটি প্রকৃত বিপ্লবী পার্টি তখনই গঠন করা যেতে পারে যখন সে বিপ্লবী শ্রেণীর শ্রেষ্ঠতম উপাদানগুলোকে আত্মভূত করে এবং প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগায় প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে লড়াই করতে, যেখানেই তাদের দেখা পাওয়া যায়।

বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টি যদি শ্রমিক পার্টির মধ্যে বিপ্লবী কায়দায় কাজ শুরু করে এবং হেণ্ডারসনরা যদি এই পার্টি বর্জন করতে বাধ্য হয় তাহলে এর দ্বারা বৃটেনের বিপ্লবী শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনের পক্ষে এবং কমিউনিস্টদের পক্ষে হবে একটা বিরাট জয়লাভ।

*কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেস* নামক পুস্তকে সর্বপ্রথম সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় ১৯২১ সালে। *আক্ষরিক প্রতিবেদন*।
প্রকাশক: কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল, পেত্রোগ্রাদ

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ৩১, পৃঃ ২৫৭-৬৩

# রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) নবম সারা রাশিয়া অধিবেশনে প্রদত্ত আর. সি. পি. (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক প্রতিবেদন থেকে
## ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯২০

### সংবাদপত্রের বিবরণ

ওয়ারশর প্রাচীরের কাছাকাছি আমাদের উপস্থিতি অপর একটি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল অর্থাৎ ইউরোপের বিপ্লবী আন্দোলনের ওপর একটি প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল বিশেষ করে বৃটেনে। যদিও আমরা ভিশ্চুলা নদীর অপর পারে পোল্যাণ্ডের শিল্পকেন্দ্রিক প্রোলেতারিয়েতদের প্রভাবিত করতে সক্ষম হই নি এবং ওয়ারশতে (এটা হল আমাদের পরাজয়ের একটা প্রধান কারণ), কিন্তু আমরা ব্রিটিশ প্রোলেতারিয়েতদের প্রভাবিত করতে এবং সেখানকার আন্দোলনকে একটা অভূতপূর্ব স্তরে উন্নীত করতে অর্থাৎ বিপ্লবের সম্পূর্ণ একটা নতুন স্তরে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছি। ব্রিটিশ সরকার যখন আমাদের কাছে একটি চরম পত্র দেন তখন এর থেকে বোঝা গেল যে সর্বপ্রথমে এই বিষয়ে ব্রিটিশ শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত। শেষোক্তটি, অর্থাৎ যাদের নেতৃবৃন্দের ৯/১০ ভাগই কট্টর মেনশেভিক, এই চরম পত্রের জবাব দিয়েছিল আঘাত হানার জন্যে একটি সংঘ গঠন[১৩১] করে।

এই সমস্ত ঘটনাবলীতে ভীত হয়ে ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলো হৈ-চৈ শুরু করে দিল যাকে বলা যায় "সরকারের দ্বৈত অস্তিত্ব" সম্পর্কে। এই কথা বলার যথেষ্ট যুক্তি ছিল। বৃটেন নিজেকে রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেই একই স্তরে দেখতে পেল যেমন রাশিয়া দেখেছিল ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারীর পর যখন সোভিয়েতগুলো বুর্জোয়া সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রতিটি ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে বাধ্য হয়েছিল। এই সংগ্রামী সংঘ পার্টি

নিরপেক্ষভাবে সমস্ত শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করল ঠিক আমাদের ঐ সময়কার সারা রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির মত যখন গোৎস, দান এবং অন্যান্যরা সংগঠনকে চালাচ্ছিলেন, এমন এক ধরনের সংঘ যা সরকারের সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলে এবং যার মধ্যে মেনশেভিকরা বাধ্য হয় আধা বলশেভিকদের মত কাজ করতে। ঠিক যেমন আমাদের মেনশেভিকরা শেষ পর্যন্ত তালগোল পাকিয়ে ফেলল এবং জনগণকে আমাদের পক্ষ অবলম্বন করতে সহায়তা করল, সংগ্রামী সংঘের অন্তর্ভুক্ত মেনশেভিকরা অবধারিত ঘটনা প্রবাহের চাপে বৃটেনের শ্রমিক জনসাধারণের জন্য বলশেভিক বিপ্লবের অনুকূলে পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। সুযোগ্য ব্যক্তিদের সাক্ষ্য অনুযায়ী মেনশেভিকরা তখনই নিজেদেরই সরকার বলে ভাবতে শুরু করেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে বুর্জোয়া সরকারের বদল ঘটাতে প্রস্তুত হয়েছে। ব্রিটিশ প্রলেতারীয় বিপ্লবের সাধারণ যাত্রাপথে এটাই হবে পরবর্তী পদক্ষেপ।

ব্রিটিশ শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনের গুরুতর পরিবর্তন একটা প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছে বিশ্ব শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনে এবং সকলের আগে এবং সব চাইতে বেশী পরিমাণে প্রভাবিত করেছে ফ্রান্সের শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনকে।

*প্রাভদা* ২১৬ নং সংখ্যা
এবং *ইজভেস্তিয়ার* VTsIK ২১৬ নং সংখ্যা
২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯২০

*সংগৃহীত রচনাবলী* খণ্ড-৩১,
পৃঃ ২৭৬-৭৭

## চর্মশিল্প শ্রমিকদের কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণ থেকে
## ২রা অক্টোবর, ১৯২০

আপনারা জানেন যে দেশ জয়ের কোন পরিকল্পনা আমাদের ছিল না। আমি আমার ভাষণের১৫২ প্রথমেই বলেছি যে ১৯২০ সালের এপ্রিলে আমরা মিনস্কের পূর্বদিকে অবস্থান করছিলাম এবং ঐ সকল শর্তে শান্তির প্রস্তাব দিয়েছিলাম অর্থাৎ যদি আমরা রুশ শ্রমিক-কৃষকদের একটা নতুন যুদ্ধ থেকে বাঁচাতে পারি। কিন্তু যেহেতু যুদ্ধ আমাদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তাই আমরা এই যুদ্ধ লড়ব জয়লাভে সমাপ্ত করা পর্যন্ত। ভার্সাই শান্তি কোটি কোটি মানুষকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। এই শান্তি জার্মানীর কয়লা অপহরণ করছে, দুধেল পশু অপহরণ করছে এবং তাকে নামিয়ে এনেছে ক্রীতদাসত্বের একটা নজীরহীন ও অভূতপূর্ব অবস্থায়। জার্মানীর কৃষক অধিবাসীর অত্যন্ত পশ্চাৎপদ অংশও ঘোষণা করেছে যে ওরা বলশেভিকদের পক্ষে অর্থাৎ ওরা বলশেভিকদের মিত্র; এটা খুবই স্বাভাবিক, কারণ তার অস্তিত্বের সংগ্রামে সারা বিশ্বের মধ্যে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রই হল একমাত্র শক্তি যা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে এবং এখনকার সাম্রাজ্যবাদের অর্থ হল বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার জোট। আমরা বর্তমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থলের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। লালফৌজ যখন পোল্যাণ্ডের সীমান্তবর্তী হল তখন লালফৌজের সাফল্যজনক অগ্রগতি একটা অভূতপূর্ব রাজনৈতিক সঙ্কটের সৃষ্টি করল। এই সঙ্কটের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে যখন ব্রিটিশ সরকার আমাদের যুদ্ধের ভয় দেখিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে আমরা যদি আরও একটুও অগ্রসর হই তাহলে তাঁরা আমাদের সঙ্গে লড়াই করবেন এবং আমাদের বিরুদ্ধে তাঁদের যুদ্ধ জাহাজ পাঠাবেন, তখন ব্রিটিশ শ্রমিকরা ঘোষণা করেছিল যে ওরা এই যুদ্ধ চলতে দেবে না। আপনারা জেনে রাখুন যে বলশেভিক মতবাদ ব্রিটিশ শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। অবশ্য কমিউনিস্টরা সেখানে আজ যেমন দুর্বল আছে ঠিক তেমনি দুর্বল ছিল

১৯১৭ সনের মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে যখন আমাদের পক্ষে অধিবেশন ও কংগ্রেসসমূহের ভোট ছিল ১/১০ অংশ মাত্র। ১৯১৭ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রথম সোভিয়েতসমূহের সারা রাশিয়া কংগ্রেসে আমাদের পক্ষে ১৩ শতাংশের বেশি ভোট ছিল না। গ্রেট বৃটেনেও ঐ একই রকম পরিস্থিতি বিদ্যমান: বলশেভিকরা সেখানে নগণ্য সংখ্যালঘু মাত্র। কিন্তু বিষয়টা হল এই যে ব্রিটিশ মেনশেভিকরা সর্বদাই বলশেভিক মতবাদের এবং প্রত্যক্ষ বিপ্লবের বিরোধী এবং বুর্জোয়াদের সঙ্গে মিত্রতার পক্ষপাতী। আজ অবশ্য ব্রিটিশ শ্রমিকদের দুজন নেতা দোদুল্যমান অবস্থায় পড়েছেন এবং তাঁদের মতের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন: তাঁরা শ্রমজীবী শ্রেণীর এক-নায়কত্বের বিরোধী ছিলেন কিন্তু এখন তাঁরা আমাদের পক্ষভুক্ত হয়েছেন। তাঁরা বৃটেনে একটি সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তুলেছেন। এটা বৃটিশ রাজনীতিতে একটা আমূল পরিবর্তন। সংসদের পাশাপাশি যা গ্রেট বৃটেনে এখন নির্বাচিত হয় সর্বজনীন ভোটাধিকারের দ্বারা ( ১৯১৮ সাল থেকে ) সেখানে জেগে উঠেছে একটা স্ব-নিযুক্ত সংগ্রাম পরিষদ যা সমর্থনের জন্যে নির্ভর করে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নগুলোর উপর যাদের সদস্য সংখ্যা ষাট লক্ষেরও বেশি। সরকার যখন সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতে চাইলেন তখন শ্রমিকরা ঘোষণা করল যে ওরা তা হতে দেবে না এবং এও বলল যে ওরা ফরাসীদেরও লড়াই করতে দেবে না কারণ ফরাসীরা ব্রিটিশ কয়লার উপর নির্ভরশীল এবং শিল্প যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ফ্রান্স একটা সাংঘাতিক ধাক্কা খাবে।

আমি পুনরায় বলব যে এটা হল ব্রিটিশ রাজনীতিতে একটা পরিবর্তনের সূচক। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লব আমাদের কাছে যতখানি গুরুত্বপূর্ণ, গ্রেট বৃটেনের কাছে এটাও ঠিক ততখানি গুরুত্বপূর্ণ। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লব জারতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করে রাশিয়াতে একটা বুর্জোয়া সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। গ্রেট বৃটেনে কোন সাধারণতন্ত্র নেই কিন্তু তার বুর্জোয়া রাজতন্ত্র টিকে আছে বহু শতাব্দী ধরে। শ্রমিকরা সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে পারে কিন্তু সর্বপ্রকার বিদেশ নীতি নির্ধারিত হয় সংসদের বাইরে কারণ ওটাই হল মন্ত্রিসভার কর্মক্ষেত্র। আমরা বহুদিন ধরে জানি যে ব্রিটিশ সরকার গোপনে গোপনে রুশ বিরোধী লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এবং ইউদেনিচ, কোলচাক ও দেনিকিনদের সাহায্য করছে। আমরা ব্রিটিশ

সংবাদপত্রে এই মর্মে সংবাদ দেখতে পাই যে গ্রেট বৃটেনের পক্ষে রাশিয়াতে একটি সৈন্য প্রেরণেরও অধিকার নেই। তাহলে কারা এই ব্যবস্থার পক্ষে ভোট দিয়েছিল? সংসদের কোন আইনের বলে তারা রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও ইউদেনিচ এবং কোলচাকদের সাহায্য করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন? এই ধরনের কোন আইন ছিল না এবং এই ধরনের ক্রিয়াকর্মের দ্বারা গ্রেট বৃটেন তার নিজস্ব সংবিধানকেই লঙ্ঘন করেছে। সংগ্রাম পরিষদটাই বা কি? সংসদের আওতার বাইরে সংগ্রাম পরিষদ শ্রমিকদের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে একটি চরমপত্র দিয়েছে। এটা হল একনায়কতন্ত্রের দিকে একটা পদক্ষেপ এবং এই পরিস্থিতিকে কাটিয়ে উঠবার আর কোন পথ নেই। গ্রেট বৃটেনে এটা ঘটছে, যে গ্রেট বৃটেন হল একটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র এবং যার উপনিবেশগুলোতে রয়েছে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ ৪০ থেকে ৫০ কোটি মানুষ। সে হল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র এবং যার নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে বিশ্বের অধিকাংশ জনসংখ্যা। পোল্যাণ্ডের দিকে অগ্রগমন ঘটনার মোড় এমনভাবে ফিরিয়েছে যার ফলে ব্রিটিশ মেনশিভকরা রুশ বলশেভিকদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েছে। আক্রমণের ফলে এইটাই ঘটেছে।

সমগ্র বুর্জোয়া সংবাদপত্র ঘোষণা করেছিল যে সংগ্রাম পরিষদের অর্থ হল সোভিয়েতসমূহ। তারা ঠিকই বলেছিল। সে এই নামে নিজেকে প্রচার করত না বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল তার নাম। এটা ছিল সেই একই ধরনের দ্বৈত শক্তি যা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি কেরেনস্কির শাসনকালে, ১৯১৭ সালের মার্চ-পরবর্তী সময়ে, এমন একটা সময়, যখন অস্থায়ী সরকারকেই একমাত্র সরকার বলে মনে হত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকদের সোভিয়েত এবং কৃষকদের ডেপুটিদের ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কিছুই করতে পারত না; এমন একটা সময় যখন আমরা সোভিয়েতগুলোকে বলেছিলাম: "সমস্ত ক্ষমতা অধিগ্রহণ কর। বৃটেনে ঠিক সেই ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং "সংগ্রাম পরিষদের" মেনশেভিকরা একটি শাসনতন্ত্র বিরোধী পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। এর থেকেই আপনি পোল্যাণ্ডের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধের তাৎপর্য সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারবেন। যদিও আন্তর্জাতিক বুর্জোয়ারা আমাদের তুলনায় অসীম শক্তিশালী এবং ব্রিটিশ সরকার সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিয়েছেন কামেনেভের ওপর ও গ্রেট বৃটেন থেকে বহিষ্কৃত করেছেন এবং পুনরায় ফিরে আসার

অনুমতি দেবেন না, কিন্তু এই ধরনের ভয় দেখানোটা অর্থহীন ও হাস্যকর, কারণ বৃটিশ ও আমেরিকান পুঁজির শ্রেষ্ঠ সংরক্ষক রূপে নরমপন্থী ব্রিটিশ শ্রমিক নেতৃবর্গ, দক্ষিণপন্থী মেনশেভিক ও দক্ষিণপন্থী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীরা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েছে যার ফলে গ্রেট বৃটেন এখন সংকটের সম্মুখীন। সে এখন কয়লা শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘটের মুখোমুখি। ধর্মঘটি শ্রমিকরা শুধুমাত্র উচ্চতর বেতনই দাবী করছে না, কয়লার দাম কমানোরও দাবী জানাচ্ছে। ধর্মঘটের ঢেউ একটার পর একটা আছড়ে পড়ছে গ্রেট বৃটেনে। ধর্মঘটিরা দাবী জানাচ্ছে উচ্চতর বেতনের। অবশ্য শ্রমিকরা যদি আজ দশ শতাংশ হারে বর্ধিত মজুরি পায় তাহলে আগামীকাল জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাবে শতকরা ২০ ভাগ। দাম বাড়ছেই এবং শ্রমিকরা দেখছে যে সংগ্রাম করে কিছু হচ্ছে না এবং মজুরি বৃদ্ধি সত্ত্বেও ওরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কারণ জিনিসপত্রের দাম অনেক চড়া। তাই শ্রমিকরা শুধু কয়লা শ্রমিকদের উচ্চ বেতনের দাবীই করছে না, কয়লার দাম কমানোর দাবী করছে। এর ফলে ব্রিটিশ বুর্জোয়া সংবাদ পত্রগুলো ভীত হয়ে পড়েছে, এত আতঙ্কিত যে লালফৌজ পোল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশের সময় যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল, তার চাইতেও বেশী।

*প্রাভদার* ২২৫ এবং ২২৬ নং সংখ্যা, ৯ই এবং ১০ অক্টোবর, ১৯২০

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ৩১, পৃঃ ৩০৬-০৮

# উইলিয়াম পলের[১৫০] সঙ্গে আলোচনার প্রতিলিপি

৬ই অক্টোবর, ১৯২০

তারপর লেনিন বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থা পর্যালোচনা করতে এগিয়ে গেলেন। তিনি বলেছিলেন যে শ্রমিক পার্টি, হেণ্ডারসন ও টমাস ইত্যাদিরা কমিউনিস্ট পার্টির আবেদন-পত্র গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বৃটেনে সোভিয়েত চিন্তা ও কমিউনিস্ট শক্তি সামর্থের প্রতি বিরাট সম্মান প্রদর্শন করেছে। এইসব বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন নেতৃবৃন্দ যে তাদের মধ্যে কমিউনিস্টদের অন্তর্ভুক্ত রাখতে আতঙ্ক বোধ করতেন এই সত্য ঘটনাটি প্রমাণ করে ঘটনাবলী কত দ্রুত ঘটে যাচ্ছিল ইংলণ্ডে। শ্রমিক পার্টির কমিউনিস্ট পার্টি-ভীতি ছিল একটা সংকেত স্বরূপ যে বৃটেনের কমিউনিস্টরা অবশ্যই বৃটেনে একটি সুসংহত ও দৃঢ় সংগঠন গড়ে তুলতে চেষ্টা করবেন। তিনি অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন যে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক বৃটেনে একটি সংযুক্ত কমিউনিস্ট আন্দোলন সুনিশ্চিত করার জন্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। অবশ্য শ্রমিক পার্টির স্বীকৃতির প্রশ্নের প্রতি কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গীর বিরাট পার্থক্য ছিল পুরানো বি. এস. পি-র অবস্থার তুলনায়। এদিকে শেষোক্তটি আবেদন করেছিল আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির জন্যে কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি সঠিকভাবেই জেদ ধরেছিল তার নীতি উল্লেখ করার জন্যে এবং শ্রমিক পার্টির অভ্যন্তরে ক্রিয়াকলাপের স্বাধীনতা দাবী করেছিল। এই মত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও শ্রমিক পার্টি কমিউনিস্ট পার্টির আবেদন প্রত্যাখ্যান করার সময় দেখিয়েছিল যে নতুন সংগঠনটি নিম্নতর স্তরে ভাল ভাল বিপ্লবী সংগ্রামীদের আকর্ষণ করতে পেরেছে।

লেনিন বলেছিলেন ব্রিটিশ কমিউনিস্টদের পক্ষে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়টি ছিল আগামী সাধারণ নির্বাচনের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গী। বিভিন্ন বিবরণ থেকে বোঝা যায় লয়েড জর্জ আগামী নভেম্বরে দেশের ওপর একটা নির্বাচন চাপিয়ে দিতে পারেন। কমিউনিস্টদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হল আন্দোলনের জন্যে এই নির্বাচনকে কাজে লাগানো। কমিউনিস্ট পার্টির উচিত সর্বাধিক সংখ্যক প্রার্থী দেওয়া যাতে জনসাধারণের কাছে পুঁজিবাদের আশাহীনতা ও সংসদীয় ব্যবস্থার অসারতাকে ব্যাখ্যা করা যায়।

নির্বাচনে অধিক সংখ্যক প্রার্থী দাঁড় করানো অসম্ভব, তাই কমিউনিস্টদের এমন একটা কৌশল বার করতে হবে যাতে বিরোধীদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে এই কথা প্রমাণ করার জন্যে যে সোভিয়েত নীতিই হচ্ছে একমাত্র নীতি যার দ্বারা আধুনিক পুঁজিবাদ-সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যাবলীকে যথার্থরূপে সমাধান করা যায়। বিপ্লবী রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ গড়ে ওঠে শত্রু অনুসৃত নীতিকে কাজে লাগিয়ে বিশেষ করে যদি তাদের নীতি তাদের নিজস্ব অপকর্মের ফলে ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। সংসদীয় ক্রিয়াকলাপ কমিউনিস্টদের শুধু যে চমৎকার প্রচার চালাতেই সক্ষম করেছে তা নয়, এটাকে ব্যবহার করা যেতে পারে বিরোধীদের ওপর চাপ দিয়ে একটা বিশেষ অবস্থায় এনে ফেলার উপায় হিসাবে ও যা তাদের অসারতাকেই প্রতিপন্ন করে। বৃটেনের বহু মানুষই এখন উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন যে পুঁজিবাদী ও সংসদীয় ব্যবস্থা এখন দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে। ওরা এটা উপলব্ধি করছে শুধুমাত্র মার্কসবাদী ও কমিউনিস্ট তত্ত্বগত যুক্তির কারণেই নয় অস্ত্র সংবরণের পর থেকে মিত্র সরকারের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ফল হিসাবেও। কেমন করে তাহলে ব্রিটিশ কমিউনিস্টরা সংসদীয় ব্যবস্থার পতন ত্বরান্বিত করবেন এবং জনগণের প্রতি এদের শাস্তিপূর্ণ আচরণ উদ্ঘাটন করবেন? অবশ্যই শ্রমিকদের নেতৃত্বের ওপর তত্ত্বগত যুক্তি ছুড়ে দিয়ে নয়। আমাদের তত্ত্বের কাজ হল বিপ্লবী ক্রিয়াকর্মের মধ্যে আমাদের পরিচালিত করা। আমাদের তত্ত্বসমূহের পরীক্ষাস্থল হল সংগ্রাম ক্ষেত্র। একজন কমিউনিস্টের প্রকৃত পরীক্ষা হল কোথায় এবং কখন মার্কসবাদী তত্ত্বকে কার্যে পরিণত করতে হবে তা জানা। যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিটি নির্বাচন কেন্দ্রেই প্রার্থী দাঁড় করাতে পারে না পুঁজিবাদ এবং

সামাজিক প্রতিনিধিত্বের অসার সংসদীয় ব্যবস্থার ওপর আক্রমণের নেতৃত্ব দেবার জন্যে, তাই তাকে অবশ্যই আত্ম-জিজ্ঞাসা করতেহবে অন্য কোন রাজনৈতিক পার্টিকে এই কাজ করার জন্যে কাজে লাগাতে পারবে কি না। লয়েড জর্জ, চার্চিল, বোনার ল ও অন্যান্যদের নিয়ে যে কোয়ালিশন পার্টি গঠিত হয়েছে তারা পূর্বেই তাদের অসারতা প্রতিপন্ন করেছেন, তাঁরা তাঁদের সুযোগ নষ্ট করেছেন এবং তাঁদের ক্ষমতাসীন থাকাকালে জনসাধারণের সর্ব স্তরে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল। শ্রমিক পার্টিই হল একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন যার এখনও পর্যন্ত অসংসদীয় ব্যবস্থার ভাঙন প্রদর্শনের সুযোগ হয়নি। আর্থার হেণ্ডারসন, টমাস ও তার অনুগামীদের ও অপরদিকে লয়েড জর্জ এবং বোনার ল-এর মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হল এই যে প্রথমোক্তরা এখনও সংসদীয় রূপ যন্ত্র পরিচালনার সুযোগ পায় নি। বৃটেনে কমিউনিস্টদের অবশ্যই উচিত এইসব ভদ্রলোকেদের সংসদীয় পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টির জন্যে সাহায্য করা। শ্রমিক পার্টিকে সাহায্য করা উচিত এটা প্রমাণ করার জন্যে যে, জনসাধারণ যে নিদারুণ সমস্যার সম্মুখীন তার সমাধানের জন্যে সে সংসদকে ব্যবহার করতে পারে না; তাকে সাহায্য করা উচিত এই বাস্তব প্রমাণ উপস্থাপনের জন্যে যে সোভিয়েত হল ইতিহাসগতভাবে উদ্ভূত একটি হাতিয়ার, যে একাই জনসাধারণের অভাব পূরণ করতে পারে। এক কথায়, বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টির উচিত শ্রমিক পার্টিকে সাহায্য করা যাতে সে তার নিজের সক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারে।

আমি লেনিনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি কি মনে করেন না যে এর ফলে বৃটেনের শ্রমিকরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে যদি কমিউনিস্ট পার্টি সরকারীভাবে দায়ী হয় শ্রমিক পার্টির জয়লাভে সাহায্য করার জন্যে। আমি যুক্তি দেখিয়েছিলাম যে আমরা সরকারীভাবে একটি সংগঠনের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে পড়ব যার ফলে এমন একটা সংকটের সৃষ্টি হবে যাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে জনগণের বিদ্বেষ। এই ধরনের সংকটে, শ্রমিকরা স্মরণ রাখবেন যে, আমরা সক্রিয়ভাবে শ্রমিক পার্টিকে সহায়তা করেছি এবং অভ্যুত্থানের সময় আমাদেরও ভেসে চলে যাওয়ার সমূহ বিপদ ছিল।

লেনিন মৃদু হেসে বলেছিলেন, বৃটেন ভাল ভাল কমিউনিস্ট সৃষ্টি করেছে এবং তাঁরা চমৎকার যোদ্ধাও বটে। তিনি যে সমস্ত ব্রিটিশ কমরেডদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন তাদের সম্পর্কে তাঁর ধারণা হল এই যে

তাঁদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা নেই। তিনি বলেছিলেন যে আমি যে অসুবিধার কথা উত্থাপন করেছি তা সহজেই দূর করা যেতে পারে যদি কমিউনিস্ট পার্টি সরকারীভাবে একটি ইস্তেহার প্রচার করে প্রতিটি নির্বাচন কেন্দ্রে যেখানে শ্রমিক পার্টি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এবং শ্রমিকদের বলতে হবে শ্রমিক পার্টির পক্ষে ভোট দিতে যাতে প্রমাণ করা যায় যে হেণ্ডারসন, টমাস, ম্যাকডোনাল্ড ও স্নোডেনরা পার্লামেন্টারী যন্ত্রের সাহায্যে সমাজের সামনে উপস্থিত নানারকমের সমস্যাকে সমাধান করতে পারেন নি। এই পদ্ধতি কমিউনিস্ট পার্টি'কে ঝামেলা থেকে মুক্ত রাখতে পারত বলে আমি মনে করেছিলাম। এই কৌশল নিয়ে আমরা কিছু আলোচনাও করেছিলাম। আমি আপত্তি উত্থাপন করে যেতে থাকলাম যতক্ষণ পর্যন্ত না লেনিন, একটা ভাল বিতর্কমূলক লড়াই-এর সম্ভাবনা অনুমান করে, ইংরেজ কমিউনিস্ট সংবাদপত্রে ঐ বিষয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্যে আমাকে আহ্বান করলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম কখন তিনি তাঁর প্রথম প্রবন্ধ প্রস্তুত করবেন। তিনি দুঃখিত হয়ে মাথা নেড়ে তাঁর সামনে জমে থাকা গুরুত্বপূর্ণ কাজের পাহাড়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। আমি তখন তাঁর দিক থেকে বিষয়টিকে লিখতে শুরু করলাম, যেমন আমি এই প্রবন্ধে করেছি এবং "কমিউনিস্ট" পত্রিকার পাঠকদের সামনে উপস্থিত করেছি। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে এর দ্বারা তাঁর সময় বাঁচবে এবং উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হবে।

ইংরাজী ভাষায় সর্বপ্রথম
প্রকাশিত হয়।

## উয়েজদ, ভোলস্ত ও মস্কো গুবের্নিয়ার গ্রাম পরিচালক সমিতিসমূহের চেয়ারম্যানদের অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ থেকে
## ১৫ই অক্টোবর, ১৯২০

বেশ কয়েক বছর ধরে বৃটেনের সমরসচিব চার্চিল, ব্রিটিশ আইনের দৃষ্টি থেকে বৈধ ও অবৈধ সর্বপ্রকার উপায়কে কাজে লাগিয়ে আসছেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে শ্বেতরক্ষীদের সাহায্য করার জন্যে যাতে ওদের সামরিক সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করা যায়। সোভিয়েত রাশিয়াকে তীব্র ঘৃণা করেন কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের ঘোষণার পরক্ষণেই বৃটেন ফ্রান্সের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়ল কারণ জার্মানীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্যে ফ্রান্সের প্রয়োজন শ্বেতরক্ষী রুশ সৈন্যদলের অথচ বৃটেনের এই ধরনের কোন রক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। বৃটেন, একটি বৃহৎ নৌশক্তি, সে এই ধরনের কোন কাজকে ভয় করে না কারণ তার শ্রেষ্ঠতম নৌ-বল আছে। এইভাবে, লীগ অফ নেশন, যে রাশিয়াকে অভূতপূর্ব উপায়ে ভয় দেখিয়েছিল, নিজে গোড়া থেকেই অসহায় হয়ে পড়েছিল। প্রতিটি পদক্ষেপেই লীগের সদস্য রাষ্ট্রদের মধ্যে স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুস্পষ্ট বিরোধ। ফ্রান্স চায় বৃটেনের পরাজয় এবং বৃটেন চায় ফ্রান্সের। কমরেড কামেনেভ যখন লণ্ডনে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছিলেন এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলেন, "ধরে নেওয়া যাক, আপনি যা বলেন প্রকৃতই আপনি তা করবেন, কিন্তু, ফ্রান্সের সম্পর্কে কী ?"

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে জবাব দিতে হয়েছিল যে ফ্রান্স তার নিজের পথেই চলবে। তিনি বলেছিলেন যে বৃটেন ফ্রান্সের পথকে অনুসরণ করতে পারে নি। এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে লীগ অফ নেশনের কোন অস্তিত্ব নেই পুঁজিবাদী শক্তিগুলির জোট হল নিছক শঠতা এবং প্রকৃতপক্ষে এটা হল দস্যুদলের জোট. প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছ থেকে কিছু একটা ছিনিয়ে নিতে চাইছে।

রীগায়[১৫৪] শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবার পর যখন আমরা আবিষ্কার করলাম কি কারণের জন্যে পোল্যাণ্ড, বৃটেন, ফ্রান্স ও র‍্যাঙ্গেলের মধ্যে মত-বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল এবং কেন ওরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে পারল না, তখন আমরা জানতে পারলাম যে ওদের স্বার্থ ছিল ভিন্ন ভিন্ন: বৃটেন উত্তরাধিকারসূত্রের ছোট ছোট রাষ্ট্র যেমন ফিনল্যাণ্ড, এস্তোনিয়া, লাতভিয়া ও লিথুয়ানিয়াকে নিজের দখলে এবং নিজের প্রভাবযুক্ত এলাকার মধ্যে রাখতে চেয়েছিল এবং জারতন্ত্রী শ্বেতরক্ষী অথবা বুর্জোয়া রাশিয়ার পুনঃ-প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও সে আগ্রহী ছিল না। সে এর থেকে ক্ষতি স্বীকারেও প্রস্তুত ছিল।

সেই কারণেই বৃটেন ফ্রান্সের স্বার্থের বিরোধী কাজ করেছিল এবং পোল্যাণ্ড ও র‍্যাঙ্গেলের সঙ্গে জোটবদ্ধ হতে পারে নি। ফ্রান্সের চিন্তা ছিল পোল্যাণ্ডের শেষ সৈনিকটি বেঁচে থাকা পর্যন্ত লড়াই করে যাওয়া তার সুদ ও আসল আদায়ের জন্যে। সে আশা করেছিল প্রাক্তন জার যে ২ হাজার কোটি ঋণ গ্রহণ করেছিলেন তা আমরা পরিশোধ করব, যে ঋণকে কেরেনস্কি সরকার স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। যে কোন কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষই উপলব্ধি করবেন যে ফরাসী পুঁজিপতিরা কখনও মুদ্রার রং দেখবে না; ফরাসী পুঁজি-পতিরা অনুভব করে যে ফরাসী শ্রমিক ও কৃষকদের দিয়ে লড়াই করানো যাবে না অথচ পোলিশ সৈন্য প্রচুর এবং লড়াইতে জুড়ে দেওয়া যায়—তাই ওরা মরুক এবং এর থেকেই ফরাসী পুঁজিপতিরা তাদের লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ফিরে পেতে পারে। অবশ্য পোলিশ শ্রমিকরাও দেখতে পায় যে ফরাসী, ব্রিটিশ এবং অন্যান্য অফিসার পোল্যাণ্ডে এমনভাবে ব্যবহার করে যেন ওরা একটা বিজিত রাষ্ট্রে অবস্থান করছে। ঐ কারণেই রীগা-আলোচনা চলাকালে আমরা দেখেছিলাম যে পোলিশ শ্রমিক-কৃষকদের পার্টি যা নিঃসন্দেহে দেশপ্রেমিক এবং নিঃসন্দেহে বলশেভিক মতবাদের বিরোধী ঠিক

আমাদের দক্ষিণপন্থী মেনশেভিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীদের মত, শান্তির সপক্ষে দাঁড়িয়েছিল এবং পোলিশ ভূম্যধিকারী ও পুঁজিপতিদের সরকারের বিরোধিতা করেছিল, যারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শান্তি চুক্তিকে বানচাল করে দেবার চেষ্টা করেছিল এবং এখনও তাই করতে চায় এবং আরও বহুদিন তাই করে যাবে। আমি এই বিষয়ে আলোচনা করব যখন আমি আমাদের দ্বারা সম্পাদিত প্রাথমিক শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হবে কি না এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব।

*প্রাভদা* ২৩২নং সংখ্যা
১৭ই অক্টোবর, ১৯২০

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ৩১,
পৃঃ ৩২৩-২৪

# জি. ভি. চিচেরিনের কাছে চিঠি

কমরেড চিচেরিন,

বৃটেন থেকে, বিশেষ করে ক্রাসিনের কাছ থেকে প্রাপ্ত সংবাদ ( সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত সংবাদসমূহের অংশসমূহ ) এবং বিশেষভাবে সেই সংবাদ যে আমেরিকা অবিলম্বে যোগদান করছে ( রাশিয়া ও বৃটেনের মধ্যে একটি বাণিজ্য চুক্তি ) তা বৃটেনের সঙ্গে[155] বাণিজ্য চুক্তির মত একটা অত্যন্ত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে তুলে ধরেছে।

এটা হল যুদ্ধ অথবা শান্তির প্রশ্ন,* এটা গ্রন্থিভুক্ত থাকা উচিত বাটুম ও জর্জিয়ার সঙ্গে[156] ।

তারপর, ঋণের প্রশ্নে আমাদের *চূড়ান্তরূপে সুনিশ্চিত* হওয়া উচিত যাতে আমাদের পরিশোধ করতে না হয়।

যদি একটা বাণিজ্য চুক্তি থাকে তাহলে *চূড়ান্ত বয়ানে* স্বাক্ষরদানের অধিকার থাকবে *কার?* একমাত্র ক্রাসিনেরই? অথবা গণ কমিশার-সমূহের সভার?

এই *প্রশ্নটিকে* সর্বাগ্রগণ্যরূপে সমস্ত দিক নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

কমিউনিস্ট অভিনন্দনসহ,

১১।১১ *লেনিন*

১৯২০ সালের ১১শে নভেম্বর তারিখে লিখিত।

প্রথম প্রকাশিত হয় *লেনিন মিসেল্যানি*, ৩৬তম খণ্ডে ১৯৫৯ সালে

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ৪৫, পৃঃ ৫৪

* পাণ্ডুলিপিতে শেষ তিনটি শব্দ ছিল ইংরাজিতে—সম্পাদক।

# ব্রিটেনের[১৬১] সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে সি. সি., আর. সি. পি. (বি)-র পলিটব্যুরোর জন্য খসড়া সিদ্ধান্ত

ব্রিটেনের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির প্রশ্নে পলিটব্যুরো কমরেড চিচেরিনের প্রস্তাব অনুমোদন করছে এবং নিম্নোক্ত বিষয়ের ওপর বিশেষভাবে জোর দিচ্ছে ;

যে ক্রাসিন, কেন্দ্রীয় কমিটির বিশেষ এবং সুস্পষ্ট অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনক্রমেই প্রচার ঋণের প্রশ্নে আমাদের ২৯ (৬) সংখ্যাযুক্ত পত্রের বয়ানের বাইরে যাবে না ;

শান্তি চুক্তি সম্পর্কে বিশেষ আলোচনার সময় বিশদভাবে পর্যালোচনা করা হবে।

উদ্দেশ্যমূলকভাবে র‍্যাঙ্গেলের প্রতি তাদের সাহায্যের কথা উল্লেখ করতে হবে।

১৯২০ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে লিখিত।
প্রথম প্রকাশিত হয় লেনিনের *বিবিধ প্রবন্ধাবলীর* ৩৬তম সংখ্যায়, ১৯৫৯ সালে

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ৪২, পৃঃ ২৩২

## সোভিয়েতসমূহের অষ্টম কংগ্রেসে আর. সি. পি. (বি) গোষ্ঠীর কাছে প্রদত্ত সুবিধা সম্পর্কে প্রতিবেদন থেকে
## ২১শে ডিসেম্বর, ১৯২০

বৃটেনে সংগ্রাম চলছে বহুদিন ধরে। আমরা নিতান্তই এই ঘটনাটির দ্বারা লাভবান হয়েছি যে যারা জঘন্যতম পুঁজিবাদী শোষণের প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে মদৎ জোগান। বৃটেনের সঙ্গে চুক্তি যেটা একটা বাণিজ্যিক চুক্তি তা এখনও স্বাক্ষরিত হয় নি। ক্রাসিন এখন সক্রিয়ভাবে লণ্ডনে এটা নিয়ে আলোচনারত আছে। ব্রিটিশ সরকার তার খসড়া পাঠিয়েছে আমাদের কাছে এবং আমরাও আমাদের পাল্টা খসড়া পেশ করেছি কিন্তু আমরা দেখছি যে বৃটিশ সরকার আলোচনা দীর্ঘায়িত করছে এবং সেখানে বিশেষভাবে কাজ করে চলেছে একটা প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক চক্র যারা বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করছে এবং এতদিন পর্যন্ত সফল হয়ে এসেছে। এটা হল আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ এবং আমাদের প্রথম কর্তব্য হল সব কিছু সমর্থন করা যা উভয় পক্ষকে জোরদার করবে এবং যে সব গোষ্ঠী চুক্তি সম্পাদনের পক্ষে কাজ করছে তাদের হাত শক্ত করবে। ভ্যান্দারলিপের মধ্যে আমরা এই রকম একজন সমর্থক খুঁজে পেয়েছি, আকস্মিকভাবে নয়, অথবা ভ্যান্দারলিপ বিশেষভাবে উদ্যোগী পুরুষ বলেও নয়, অথবা সাইবেরিয়া তাঁর নখদর্পণে বলেও নয়। কারণগুলো আরও গভীরে নিহিত রয়েছে এবং যুক্ত রয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের বিকাশের সঙ্গে যে সাম্রাজ্যবাদ অধিকার করে রেখেছে বিশাল সংখ্যক উপনিবেশ বৃটিশ ও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের

মধ্যে যে ফাটল দেখা দিয়েছে তা খুবই গভীর এবং আমাদের অবশ্য কর্তব্য হল এর ওপর ভিত্তি করা।

যে কমরেড বৃটেনের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি জানতে চান কেন ঐ রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর স্থগিত আছে। আমার উত্তর হল এই যে এটা বিলম্বিত হচ্ছে কারণ ব্রিটিশ সরকার দ্বিধাগ্রস্ত। বৃটেনের অধিকাংশ বাণিজ্য ও শিল্পগত বুর্জোয়ারা সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী এবং সুস্পষ্টরূপে অনুভব করেন যুদ্ধের জন্যে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের অর্থ দাঁড়াবে সাংঘাতিক ঝুঁকি নেওয়া এবং বিপ্লব ত্বরান্বিত করা। আপনাদের স্মরণ আছে যে আমাদের ওয়ারশ অভিযানের সময় বৃটিশ সরকার আমাদের চরমপত্র উপহার দিয়েছিল এবং এই বলে শাসিয়েছিল যে ওদের নৌবহর পেত্রোগ্রাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবে। আপনাদের স্মরণ আছে যে ঐ সময় বৃটেনের সর্বত্র সংগ্রাম সমিতি গড়ে উঠেছিল এবং ব্রিটিশ শ্রমজীবী শ্রেণীর মেনশেভিক নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেছিল যে ওরা যুদ্ধের বিরোধী এবং কিছুতেই যুদ্ধ হতে দেবে না। অপর দিকে বৃটিশ বুর্জোয়াদের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ ও রাজপরিষদের সামরিক চক্র যুদ্ধ চালু রাখার সপক্ষে ছিলেন। বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে বিলম্ব হওয়াকে নিঃসন্দেহে এদের প্রভাবের ফল বলা যায়। আমি বৃটেনের সঙ্গে এইসব বাণিজ্য চুক্তির সম্পর্ক বিশদভাবে আলোচনা করব না অথবা বৃটেনের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক বিষয়ে এই চুক্তি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করব না কারণ এর ফলে আলোচ্য বিষয় থেকে আমাকে অনেক দূরে সরে যেতে হবে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে এই সূক্ষ্ম ও জটিল সমস্যা সম্পর্কে সাম্প্রতিককালে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করতে হয়েছিল। আমরা বার বার এতে ফিরে এসেছি এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের নীতি ছিল সব চাইতে বেশি পরিমাণে নমনীয়। আমাদের এখনকার লক্ষ্য হল বৃটেনের সঙ্গে একটা বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করা যাতে আরও অধিক পরিমাণে ও নিয়মিতভাবে বাণিজ্য চালানো যায় এবং যত শীঘ্র সম্ভব জাতীয় অর্থনীতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে আমাদের বিরাট পরিকল্পনার জন্যে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করতে পারা যায়। যত তাড়াতাড়ি আমরা এটা করতে পারব, ততবেশী সুনিশ্চিত ও সুদৃঢ় হবে আমাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তি, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের আক্রমণের হাত থেকে। বর্তমানে রাশিয়ার

বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান চালিয়ে নিজেদের হাত পুড়িয়ে ফেলার দরুন ওরা এক্ষুণি যুদ্ধ শুরু করার কথা ভাবতে পারছে না। আমাদের অবশ্যই এই সুযোগকে গ্রহণ করতে হবে এবং সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাতে হবে বাণিজ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্যে এমনকি সর্বাধিক ছাড় দিতে হলেও, কারণ এক মুহূর্তের জন্যেও আমরা বিশ্বাস করতে পারি না যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে স্থায়ী বাণিজ্য সম্পর্ক থাকবে, আমাদের বিশ্রাম হবে সাময়িক। গুরুতর বিরোধ ও বিপ্লবের ইতিহাসের অভিজ্ঞতা আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে যুদ্ধের পর আরও যুদ্ধ, পর পর অনেকগুলো যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী রূপে আসবে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের পাশাপাশি সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের অস্তিত্ব অর্থাৎ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের দ্বারা ঘিরে থাকা একটি সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র, পুঁজিবাদীদের কাছে এতই অসহনীয় যে ওরা সুযোগ পেলেই আবার যুদ্ধ শুধু করবে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ফলে জনগণ বিরক্ত হয়ে উঠেছে এবং এই বলে ভয় দেখাচ্ছে যে যুদ্ধ যদি পুনরায় শুধু হয় তাহলে ওরা যুদ্ধের প্রতি ওদের তীব্র ঘৃণাকেই প্রকাশ করবে কিন্তু বছর কয়েকের মধ্যে পুঁজিবাদীদের পক্ষে পুনরায় যুদ্ধ শুরু করার সম্ভাব্যতাকে বাদ দেওয়া হয় নি। সেই জন্যেই আমরা সর্বপ্রকারে চেষ্টা করব এই সুযোগকে কাজে লাগাতে, যেহেতু এর অস্তিত্ব আছে এবং চুক্তি সম্পাদন করব। আমি এই কথাটি এখানে বলতে পারি (নথিভুক্ত করার জন্যে নয়)। আমার ধারণা আমরা শেষ পর্যন্ত শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত হব আমাদের এই দৃঢ় সিদ্ধান্তের ফলে যে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক একটি সরকারী সংস্থা নয়। এটা একমাত্র বৃটিশ বুর্জোয়াদের পক্ষেই তৃতীয় আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে দাঁড়ান কতটা হাস্যকর তা উপলব্ধি করা অধিকতর সম্ভব। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে। এর দ্বিতীয় কংগ্রেস বসেছিল ১৯২০ সালের জুলাই মাসে, এরপর মস্কোতে যে শর্তগুলো প্রস্তাবিত হয়েছিল তা পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রেই প্রচারিত হয়েছিল। একটি খোলাখুলি লড়াই চলল কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রতি আনুগত্যের জন্যে। সর্বত্রই কমিউনিস্ট পার্টির গঠনের সাংগঠনিক ভিত্তির অস্তিত্ব আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার জন্যে সুচিন্তিতভাবে আমাদের কাছে একটি চরমপত্র দেওয়ার যে কোন প্রচেষ্টাই অমার্জনীয়। যাই হোক যার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তার থেকেই বোঝা যায় কোথায় কাঁটা বিঁধছে এবং

আমাদের নীতির কোন অংশটা ওদের অসন্তুষ্ট করেছে। এমন কি ওটা বাদ দিলেও, আমরা জানতে পেরেছি আমাদের নীতির কোনটা ওদের পছন্দ নয়। প্রাচ্য হল ওপর একটি প্রশ্ন যার সম্পর্কে একমাত্র পার্টি'র সভাতেই বলা যায় এবং সেটাই বৃটেনকে ভাবিয়ে তুলেছে। শেষোক্ত রাষ্ট্র আমাদের আশ্বাস পেতে চায় যে আমরা প্রাচ্য খণ্ডে বৃটিশ স্বার্থ বিরোধী কোন কাজ করব না। আমরা এই ধরনের একটি প্রতিশ্রুতি দিতে প্রস্তুত এবং আগ্রহী। উদাহরণ-স্বরূপ আমি উল্লেখ করতে পারি যে প্রাচ্যের জনগণের কংগ্রেস অর্থাৎ একটি কমিউনিস্ট কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছিল আর. এস. এফ. এস. আর.-এ নয়, স্বাধীন আজারবাইজান সাধারণতন্ত্রের ব্যাকুতে। বৃটিশ সরকারের পক্ষে বৃটিশ স্বার্থ বিরোধী কাজ করা সম্পর্কে আমাদের বিরুদ্ধে দোষারোপ করার কোন কারণই থাকবে না। আমাদের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে ওদের অজ্ঞতার জন্যে ওরা আজারবাইজান সাধারণতন্ত্র ও রুশ সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের মধ্যে তাল-গোল পাকিয়ে ফেলে। এই বিষয়ে আমাদের আইনগুলো সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট এবং এর ফলে বৃটিশ মন্ত্রীদের মিথ্যা ব্যাখ্যাকে খণ্ডন করা সহজসাধ্য হবে। যাই হোক এই বিষয়ে আরও মতপার্থক্য আছে এবং ক্রাসিন এই দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনারত আছেন।

জুলাই মাসে পোল্যাণ্ড যখন চূড়ান্ত পরাজয়ের মুখে এবং লালফৌজ যখন তাকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলতে যাচ্ছে তখন বৃটেন চুক্তির পূর্ণ বয়ান উপস্থিত করল যাতে কার্যক্ষেত্রে বলা হয়েছিল যে আমরা কেবলমাত্র নীতিগত প্রশ্নেই ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছি যে আমরা সরকারীভাবে প্রচার অভিযান চালাব না অথবা প্রাচ্যে বৃটিশ স্বার্থ-বিরোধী কোন কিছুই করব না। এই কথাগুলো একটি পরবর্তী রাজনৈতিক অধিবেশনে লিপিবদ্ধ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু সেই মুহূর্তে ওরা একটা সুনির্দিষ্ট বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করল। ওরা জিজ্ঞাসা করল আমরা এই চুক্তি স্বাক্ষর করব কিনা। আমরা আমাদের সম্মতি জানালাম। আজ আমরা পুনরায় বলছি যে আমরা এই ধরনের চুক্তি স্বাক্ষর করব। রাজনৈতিক অধিবেশনই প্রাচ্যে বৃটিশ স্বার্থকে নির্দেশ করবে। প্রাচ্যদেশে আমাদেরও কিছু কিছু স্বার্থ আছে, আমরা ওগুলোকে বিশেষভাবে উত্থাপিত করব যখন দেখা দেবে। বৃটেন সরাসরিভাবে বলতে পারে না যে সে তার জুলাই প্রস্তাব বর্জন করছে, তাই সে টালবাহানা করছে এবং তার নিজের দেশবাসীর কাছে আলোচনার বিষয়বস্তুকে

গোপন রাখছে। আলোচনার ফলাফল অনিশ্চিত এবং আমরা নিশ্চয়তা দিতে পারি না যে একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। বৃটেনের অত্যন্ত ক্ষমতাশালী রাজদরবার এবং সামরিক চক্র এই চুক্তির বিরোধী। আমরা অবশ্য সর্বোচ্চ পরিমাণ সুবিধাদানের প্রস্তাব করছি এবং আমরা বিশ্বাস করি আমাদের স্বার্থেই একটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া উচিত যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রেলপথ পুনঃস্থাপনের জন্যে অত্যাবশ্যক সাজ-সরঞ্জাম ক্রয় করা যায়, (লোকো-ইঞ্জিন) যাতে শিল্প পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা করা যায় এবং বৈদ্যুতিকীকরণ সম্পন্ন করা যায়। এটা আমাদের কাছে অ র সব কিছুর চাইতে বেশী গুরুত্ব-পূর্ণ। আমরা যদি এই ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করি তাহলে কয়েক বছরের মধ্যে আমরা এতই শক্তিশালী হয়ে উঠব যে যদি চরম সংসদও উপস্থিত হয় এবং কয়েক বছরের মধ্যে সামরিক হস্তক্ষেপও ঘটে, তাহলে তা ব্যর্থ হবে কারণ আমরা তখন এখনকার চাইতে অনেক বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠব। কেন্দ্রীয় কমিটিতে আমরা যে নীতি অনুসরণ করছি তা হল বৃটেনকে সর্বাধিক পরিমাণ সুবিধাদান। যদি এই সব ভদ্রলোক মনে করেন যে তাঁরা চুক্তি ভঙ্গ করে আমাদের পাকড়াও করবেন, তা হলে আমরা ঘোষণা করব যে আমাদের সরকার, সরকারীভাবে কোন প্রচার চালাবে না এবং প্রাচ্য খণ্ডে বৃটিশ স্বার্থ বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করার কোন বাসনাই আমাদের নেই। এর থেকে যদি ওরা কিছু সুবিধা আদায়ের আশা করেন তা হলে তাঁরা তা করতে পারেন, আমাদের কোন ক্ষতি হবে না।

এখন আমি বৃটেন ও ফ্রান্সের সম্পর্ক বিষয়ে আসছি। এগুলো গোলমেলে। একদিকে বৃটেন এবং ফ্রান্স উভয়েই লীগ অফ নেশনের অন্তর্ভুক্ত এবং যুগ্ম-ভাবে কাজ করতে বাধ্য ; অপরদিকে যখন কোন সংকট দেখা দেয় তখন তারা যুগ্মভাবে কাজ করতে ব্যর্থ হয়। কমরেড কামেনেভ যখন ক্রাসিনের সঙ্গে যুক্তভাবে লণ্ডনে আলোচনা চালাচ্ছিলেন তখন বিষয়টা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ফ্রান্স সমর্থন করছিল পোল্যাণ্ড ও র‍্যাঙ্গেলের পক্ষ কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করলেন যে তাঁরা ফ্রান্সকে সমর্থন করবেন না। সুবিধাগুলো বৃটেনের কাছে যতখানি গ্রহণযোগ্য ফ্রান্সের কাছে ততখানি নয়, ফ্রান্সের আশা হল তার প্রদত্ত ঋণ ফিরে পাওয়া অথচ বৃটেনের সামান্যতম ব্যবসাবুদ্ধি-সম্পন্ন পুঁজিপতিরাও এই বিষয়টি সম্পর্কে আর চিন্তা করেন না। ঐ দৃষ্টি-কোণ থেকেও বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে এই মতবিরোধকে আমাদের সুবিধার

রাজনৈতিক সচেতনতা সম্পন্ন শ্রমজীবী শ্রেণীকে সহ্য করতে হয়েছিল তা এখন যথেষ্ট শক্তিশালী হয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধবাদী নীতির ধার ভোঁতা করে দিতে সক্ষম। আমাদের শান্তিনীতি অব্যাহত রেখে জুলাই মাসে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত প্রস্তাব সম্পর্কে আমাদের নীতি স্থিরিকৃত হয়েছে। অবিলম্বে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের জন্যে আমরা প্রস্তুত যদি সেই চুক্তি এখনও স্বাক্ষরিত না হয়ে থাকে তাহলে দোষ তাদের যারা ব্রিটিশ শাসকচক্রের অভ্যন্তরে ভিন্ন ভিন্ন মতের প্রতিনিধিত্ব করেন, যারা বাণিজ্য চুক্তিকে বানচাল করতে আগ্রহী এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরুদ্ধাচরণ করেন, শুধুমাত্র অধিকাংশ শ্রমিকদেরই নয়, অধিকাংশ বুর্জোয়াদেরও এবং রাশিয়াকে পুনরায় আক্রমণের অবাধ স্বাধীনতা চান। এটাই হল ওদের ব্যাপার।

বৃটেনের কিছু কিছু প্রভাবশালী চক্রের দ্বারা এবং সাম্রাজ্যবাদীচক্র ও মহাজনদের দ্বারা যত দীর্ঘদিন ধরে এই নীতি অনুসৃত হবে ততই অবনতির দিকে যাবে অর্থ নৈতিক অবস্থা, এই অসম্পূর্ণ চুক্তি যতই বিলম্বিত হবে, যা এখন বুর্জোয়া বৃটেন ও সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের পক্ষে আবশ্যিক হয়ে উঠেছে, ততই একটি পরিস্থিতির নিকটতর করবে যা ওদের বাধ্য করবে একটি পূর্ণ চুক্তি মেনে নিতে, কোন মতেই অর্ধ সমাপ্ত চক্তি নয়।

১৯২১ সালে "*সারা রাশিয়া সোভিয়েতসমূহের অষ্টম কংগ্রেস*" নামক পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়
আক্ষরিক প্রতিবেদন

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ৩১,
পৃঃ ৪৯২-৯৩

# কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসে আর. সি. পি-র থিসিস সম্পর্কে প্রতিবেদনের জন্যে একটি প্রবন্ধ থেকে

## ৪। রাশিয়ার প্রোলেতারিয়েত ও কৃষককুল

রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি এই রকম হওয়ায় শাসকশ্রেণী হিসাবে প্রোলেতারিয়েত যে দায়িত্বের সম্মুখীন তা হল সেইসব ব্যবস্থাকে ঠিক ঠিক ভাবে নির্ধারণ করা ও কার্যে পরিণত করা যা কৃষকদের এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে প্রয়োজন অর্থাৎ ওদের সঙ্গে একটা সুদৃঢ় মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করা, ধাপে ধাপে বৃহদাকার সামাজীকৃত ও যন্ত্রীকৃত কৃষি ব্যবস্থায় রূপান্তর সাধনে সাফল্য অর্জন করা। রাশিয়াতে এটা বিশেষরূপে কঠিন কাজ কারণ হল রাশিয়ার পশ্চাদ্‌পদতা এবং সপ্তবর্ষব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী গৃহযুদ্ধের ফলে নিঃস্ব ও বিধ্বস্ত অবস্থা। এইসব সুনির্দিষ্ট ঘটনা ছাড়াও সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ কাজও অত্যন্ত কঠিন যার সম্মুখীন হবে সমস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, সম্ভবতঃ ব্যতিক্রম থাকবে একমাত্র বৃটেন। যাই হোক বৃটেন সম্পর্কে একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, যেখানে স্বল্পসংখ্যক কৃষক প্রজারাই একটি ক্ষুদ্র শ্রেণী গঠন করে সেখানে শ্রমিক ও অফিস কর্মচারীবৃন্দ যারা পাতিবুর্জোয়া স্তরের জীবন ধারণের সুযোগ ভোগ করে, শতকরা হিসাবে তাদের হার অনেক উচ্চে, এর কারণ হল এই যে বৃটেনের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে ক্রীতদাসের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

তাই একটি মাত্র পদ্ধতি হিসাবে বিশ্ব প্রোলেতারীয় বিপ্লবের বিকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে রাশিয়া যে যুগের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তার গুরুত্ব আছে একটি

বাস্তব পরীক্ষা হিসাবে এবং পাতি-বুর্জোয়া জনসাধারণের প্রতি ক্ষমতাসীন প্রোলেতারিয়েতদের নীতির সত্যতা যাচাই-এর জন্যে।

প্রথম প্রকাশিত হয় সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ৩২,
Tezisy doklada o taktike R. K. P.
na III kongresse Kommunisticheskogo পৃঃ ৪৫৫-৫৬
Internatsionala, নামক পুস্তিকায়;
প্রকাশক কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রেস বিভাগ।
প্রকাশকাল : ১৯২১ সাল, মস্কো

# কমরেড টমাস বেলের প্রতি

প্রিয় কমরেড,

আপনার ৭ই আগস্ট তারিখের চিঠির জন্যে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিগত কয়েক মাসের ইংলণ্ডীয় গণ-আন্দোলন সম্পর্কে আমি কিছুই পড়িনি তার কারণ হল অত্যাধিক পরিশ্রমের ফলে আমার শারীরিক অসুস্থতা।

আপনি যা জানিয়েছেন তা অত্যন্ত আগ্রহোদ্দীপক। সম্ভবত: *কমিউনিস্ট অর্থে* গ্রেট বৃটেনে এটাই প্রকৃত প্রোলেতারীয় গণ-আন্দোলনের শুরু। আমার ধারণা ইংলণ্ডে কমিউনিজম প্রচারের জন্যে অত্যন্ত দুর্বল কয়েকটি সংস্থা আছে (বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টি সহ) কিন্তু প্রকৃত *গণভিত্তিক* কমিউনিস্ট আন্দোলন নেই।

যদি দক্ষিণ ওয়েলস খনি কর্মী ফেডারেশন ২৪শে জুলাই তারিখে ১২০-৬৩ ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অনুমোদন পাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন তাহলে সম্ভবতঃ একটা নবযুগের সূচনা হত। (ইংলণ্ডে খনিক কর্মীর সংখ্যা কত? ৫০০,০০০-এর অধিক? দক্ষিণ ওয়েলসেই বা কত? পঁচিশ হাজার? ১৯২১ সালের ২৪শে জুলাই কার্ডিফে *প্রকৃতপক্ষে* কতজন খনি কর্মীর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন?)

যদি এইসব খনি কর্মীরা খুব ক্ষুদ্র সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ না হন, যদি ওরা সৈন্যদের সঙ্গে ভ্রাতৃসুলভ মনোভাব রক্ষা করে একটি প্রকৃত "শ্রেণী সংগ্রাম" শুরু করেন তাহলে আমরা সম্ভাব্য সর্বপ্রকার উপায়ে এই আন্দোলনকে শক্তিশালী ও *বিকশিত* করে তুলতে অবশ্যই সাহায্য করব।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলো (যেমন সাম্প্রদায়িক লঙ্গরখানা) ভাল কিন্তু ইংলণ্ডে প্রোলেতারীয় বিপ্লব সফল হবার *আগে* ওগুলোর *এখন* তেমন গুরুত্ব নেই। *এখন* সব চাইতে যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল রাজনৈতিক সংগ্রাম।

ইংরেজ পুঁজিপতিরা হল চতুর ও বিচক্ষণ। ওরা সাম্প্রদায়িক সংবাদপত্রগুলোকে (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে) *সমর্থন করবে রাজনৈতিক লক্ষ্য থেকে* দৃষ্টি সরিয়ে দেবার জন্যে।

যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই (যদি আমি ভুল না থাকি):

(১) ইংলণ্ডের এই অঞ্চলে একটি ভাল ধরনের, প্রকৃত প্রোলেতারীয় ও প্রকৃত গণ-ভিত্তিক *কমিউনিস্ট পার্টি* গঠন করা, অর্থাৎ এমন একটা পার্টি যা দেশের এই অংশে *সর্বপ্রকার* শ্রমিক আন্দোলনের *নেতৃত্ব দানের প্রকৃত* প্রধান শক্তিতে পরিণত হবে। (সংগঠন ও পার্টি'র কার্যাবলী সম্পর্কে তৃতীয় আন্তর্জাতিকে[১১৮] গৃহীত প্রস্তাব দেশের এই অংশে প্রয়োগ করুন)।

(২) দেশের এই অংশে শ্রমিকশ্রেণীর জন্যে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করা।

এটাকে চালু করতে হবে ব্যবসা হিসাবে নয় (সাধারণত: পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহে যেমন সংবাদপত্র চালু হয়), বিরাট পুঁজি নিয়ে নয়, সাধারণ ও স্বাভাবিক ধারায়ও নয়, জনগণের সংগ্রামে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে।

হয় এই জেলার খনি কর্মিরা দৈনিক *অর্ধপেনি* খরচ করতে সক্ষম হবে তাদেরই সংবাদপত্র কেনার জন্যে (যদি আপনার পছন্দ হয় তা'হলে শুরুতে সাপ্তাহিক, ক্ষুদ্রকায় হলেও কিছু এসে যায় না)—"আর তা না হলে আপনার দেশের এই অংশে প্রকৃত কমিউনিস্ট) আন্দোন গড়ে ওঠার সূচনা হবে না।"

এই জেলার কমিউনিস্ট পার্টি' যদি প্রতিদিন কয়েক পাউণ্ড সংগ্রহ করতে না পারে ক্ষুদ্র *প্রচারপত্র* প্রকাশের জন্যে ও প্রকৃত *প্রোলেতারীয়* কমিউনিস্ট সংবাদপত্র প্রকাশের সূচনা হিসাবে যদি তাই হয়, যদি *প্রত্যেক* খনিকর্মী এর জন্য একটি পেনি ব্যয় না করে, তা হলে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রকৃত ও যথার্থ অনুমোদন লাভ করা যাবে না।

ইংরেজ সরকার চতুরতার সঙ্গে সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করবে এই ধরনের কাজকে শুরুতেই দমন করবার জন্যে। তাই আমাদের অবশ্যই (শুরুতে) বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করতে হবে।—শুরুতেই কাজটি যেন *অতিবিপ্লবী* না হয়ে পড়ে। যদি সম্ভব হয় তিনজন সম্পাদক নিযুক্ত করুন এবং এদের মধ্যে অন্ততঃ একজন অবশ্যই কমিউনিস্ট হবেন (অন্ততঃপক্ষে দুজন নিরলস কর্মী থাকবেন) যদি শ্রমিকদের ৯/১০ অংশই এই পত্রিকা না কেনে,

যদি ঔ অংশ $\left(\frac{১২০}{১২০+৬৩}\right)$ বিশেষ চাঁদা না দেয় (সপ্তাহে এক পেনি) তাদেরই পত্রিকার জন্যে তা হলে এটা শ্রমিকদের সংবাদ পত্র হবে না।

আমি এই বিষয় সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে কয়েক ছত্রের মন্তব্য জানতে পারলে খুব খুশী হব, আমি আমার স্বল্প ইংরাজী জ্ঞানের জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

কমিউনিস্ট অভিনন্দন সহ

*লেনিন*

১৯২১ সালের ১৩ই আগস্টে লিখিত। প্রথম প্রকাশিত হয় *শ্রমিকদের সাপ্তাহিকের* ২০৫নং সংখ্যায় ১৯২৭ সালে ২১শে জানুয়ারী। রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হয় প্রাভদার ২১নং সংখ্যায় ১৯২৭ সালের ২৭শে জানুয়ারী

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ৩২, পৃঃ ৫১০-১১

# ব্রিটিশ শ্রমিক পার্টির নীতি

( কমরেড চিচেরিনের প্রতি, কমরেড র‍্যাডেক
এবং রাজনৈতিক ব্যুরোর সমস্ত সদস্যের কাছে অনুলিপি )

ব্রিটিশ শ্রমিক পার্টি সম্পর্কিত তারবার্তায় দেখা যায় ক্রাসিন কি অদ্ভুত ধরনের সাদাসিধে ; আমি যেমন দেখছি তাতে মনে হয় দুই প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত : ( ১ ) বিভিন্ন ব্যক্তির স্বাক্ষরিত বহু প্রবন্ধ যাতে জর্জীয় সমস্যা সম্পর্কে তথাকথিত ইউরোপীয় গণতন্ত্রের মতামতকে বিদ্রূপ করা হয়েছে তা সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে হবে ; ( ২ ) কয়েকজন আলাদায়ক সাংবাদিককে অবিলম্বে নিযুক্ত করতে হবে চিচেরিনের পক্ষে ব্রিটিশ শ্রমিক পার্টির বক্তব্যের জবাবে একটি অতি-মার্জিত খসড়া রচনার জন্যে। এই রচনায় তিনি বিষয়টিকে সরলভাবে তুলে ধরবেন যে আমরা জর্জিয়া থেকে সৈন্য অপসারণ করে আনব এবং সেখানে গণভোট গ্রহণ করব এই প্রস্তাব অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত হবে এবং মেনে নেওয়া যেতে পারে যে এটা তাদের কাছ থেকেই আসছে যারা এখনও তাদের বুদ্ধি হারান নি এবং আঁতাতের উৎকোচের বশীভূত হন নি, যদি এটা বিশ্বের সমস্ত জাতির ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয় ; বিশেষ করে ব্রিটিশ শ্রমিক পার্টির নেতৃবৃন্দকে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বর্তমানকালের সাম্রাজ্যবাদী সম্পর্ক নিয়ে চিন্তা করতে বাধ্য করে, আমাদের বিশিষ্ট প্রস্তাব হল এই যে পার্টি নিম্নোক্তটিকে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করুক ; প্রথমতঃ আয়ারল্যাণ্ড থেকে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণ করা হোক এবং সেখানে একটা গণভোট গ্রহণ করা হোক ; দ্বিতীয়তঃ ভারতের ক্ষেত্রেও তাই করা হোক ; তৃতীয়তঃ সেই একই কাজ করা হোক কোরিয়া থেকে জাপানী সৈন্য অপসারণ করে ; চতুর্থতঃ সমস্ত রাষ্ট্রেই একই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক যেখানে বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সৈন্য আছে। এই পত্রে

অত্যন্ত ভদ্র ভাষায় এই ধারণাটির সম্পর্কেও বলবে যে, যে সব মানুষ আমাদের এই সব প্রস্তাব সম্পর্কে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সাম্রাজ্যবাদী সম্পর্কের ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করতে আগ্রহী তাঁরা হয়ত ব্রিটিশ শ্রমিক-পার্টির কাছে প্রদত্ত আমাদের প্রস্তাবসমূহের "আগ্রহোদ্দীপক" বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। মোটামুটিভাবে খসড়া পত্রটি অতি মার্জিত ও অত্যন্ত সহজবোধ্য ভাষায় রচিত হবে (যাতে দশ বছরের বালকেরও বোধগম্য হয়) যাতে ব্রিটিশ শ্রমিক পার্টির স্থূল মস্তিষ্ক নেতৃবৃন্দের কাছে শ্লেষাত্মক হতে পারে।

আমি প্রস্তাব করছি, রাজনৈতিক ব্যুরোই বিবেচনা করবেন ক্রাসিনের কাছে এই পত্রের অনুলিপি পাঠানো উচিত হবে কি না। ব্যক্তিগতভাবে আমি এর সপক্ষে।

*লেনিন*

১৯২১ সালে ২৭শে ডিসেম্বর টেলিফোনে বক্তব্য রেখেছিলেন।

প্রথম প্রকাশিত হয় *প্রাভদার* ২১ নং সংখ্যায়, ১৯৩০ সালের ২১শে জানুয়ারী।

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ৩৩, পৃঃ ১৮২-৮৩

# এফ. আর. ম্যাকডোনাল্ডের[১১] কাছে একটি খসড়া জবাব সহ এম. এম. লিৎভিনভের কাছে লেখা চিঠি

কমরেড লিৎভিনভ সমীপেষু ( অথবা কমরেড চিচেরিন )

অনুগ্রহ করে আমার জবাবটা পড়ে দেখবেন এবং এটাকে চমৎকার ইংরাজীতে অনুবাদ করাবেন ( ছোট খাটো পরিবর্তনগুলো আপনি নিজেই করবেন ; বড় বড়গুলো সম্বন্ধে আমরা টেলিফোনে আলোচনা করে নিতে পারি )। আমার নাম ঠিকানা ছাপা কাগজ ব্যবহার করে টাইপ করিয়ে নিন এবং আমার কাছে স্বাক্ষরের জন্যে পাঠিয়ে দিন।

প্রিয় ম্যাকডোনাল্ড মহাশয় !

আপনার সহৃদয়তাপূর্ণ পত্রেও আপনার প্রতি আমরা যে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছি তার সপ্রশংস উল্লেখে আমরা বাস্তবিকই খুব প্রীত হয়েছি এবং আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয়ে আপনার বিশিষ্ট ভূমিকা ও দক্ষতা সম্পর্কে আমি কমরেড ক্রাসিনের কাছ থেকে একটা আশাব্যঞ্জক বিবরণ পেয়েছি। এই ক্ষেত্রে আপনার বাস্তবসম্মত প্রস্তাবকে আমি আমাদের পক্ষ থেকে মূল্যবান বলে মনে করি। আমি অত্যন্ত দুঃখ বোধ করছি যে অসুস্থতার জন্যে আমি আপনাকে অভ্যর্থনা জানাতে অসমর্থ, ডাক্তাররা আমাকে কোন আলোচনা করতেও নিষেধ করেছেন। কমরেড চিচেরিন ও লেঝাভাকে একটি চিঠি লেখা আমার অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করি এবং তাতে আমি ওদের বলব বিষয়টির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেবার জন্যে এবং অত্যন্ত সুদক্ষ বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করার জন্যে যাতে আপনার অত্যন্ত বাস্তব প্রস্তাবগুলোর চটপট ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ

সমীক্ষা করা যায় যেগুলো আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর আগ্রহোদ্দীপক।

আমি আশা করি আমার অসুস্থতার জন্যে জবাব দিতে বিলম্ব হওয়ায় আপনি আমায় মার্জনা করবেন এবং আপনার বিশ্বস্ত সেবকের অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রতিশ্রুতিগুলো মেনে নেবেন।

২/১১-২২

*লেনিন মিসেলানি* ৩৬তম খণ্ডে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে

সর্বপ্রথমে ইংরাজীতে প্রকাশিত হয়।

# জি. ভি. চিচেরিনের কাছে চিঠি

৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২২

কমরেড চিচেরিন,

ক্রাসিনের কাছ থেকে ১৩।১১ তারিখ যুক্ত একটি তারবার্তায় ( ফাইল নং ১৪৬৬।সি ) বলছে ( লয়েড জর্জ ) : "সোভিয়েত সরকার যদি কান-এর প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকার করে তাহলে তা সমগ্র অধিবেশনকেই বানচাল করে দেবার উপক্রম করবে, যাই হোক না কেন পয়েনকেয়ারের পক্ষে বেরিয়ে আসা সহজতর করে তুলুন..."

এটাকে সঠিক বলার চাইতে "হুমকি দেখানোর মত" করে পরিকল্পিত হয়েছে বলা যায় !

কিন্তু সমস্ত ব্রিটিশ সংবাদপত্র, আমাদের পত্র-পত্রিকা দিয়ে বিচার করলে, এই মর্মে বহুবার বক্তব্য রেখেছে যে জেনোয়া অধিবেশনের জন্যে আমন্ত্রণে কান-এর শর্ত মেনে নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই এবং কোন দিন ছিল না এবং ফরাসীরা যে বিরোধী মত পোষণ করেন তা ভুল।

সমস্ত নথিপত্র সংগ্রহ করতেই হবে যাতে সুস্পষ্টরূপে ও সাধারণ অকাট্য ঘটনাগুলোকে প্রতিষ্ঠা করা যায়।

আমার ধারণা ঘটনাগুলো অকাট্য।

(১) আমরা যখন আমন্ত্রিত হয়েছিলাম তখন আমাদের পক্ষে সুস্পষ্টরূপে এবং সাধারণভাবে কান-এর শর্ত মেনে নেওয়ার ঘোষণা করার প্রয়োজন ছিল না।

(২) আমাদের জবাবে আমরা এই ধরনের কোন ঘোষণা করি নি এবং আমাদের জানানোও হয় নি যে আমাদের জবাব অসম্পূর্ণ।

(৩) ফরাসীদের সঙ্গে বিবাদে সমস্ত ব্রিটিশ সংবাদপত্র স্বীকার করেছিল যে প্রাথমিকভাবে কান-এর শর্ত মেনে নেওয়া আবশ্যিক ছিল।

কমিউনিস্ট অভিনন্দনসহ,

*লেনিন*

*লেনিন মিসেলেন্যানি* ৩৬তম খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ৪৫, পৃঃ ৪৬৯-৭০

# জি. ভি. চিচেরিনের কাছে চিঠি

( কমরেড কামেনেভের কাছে প্রতিলিপি )

কমরেড চিচেরিন,

আমি একটা প্রবন্ধ পাঠাতে পারছি না। অনুগ্রহ করে আমার ওপর মোটেই ভরসা করবেন না। আগে-ভাগেই সুনিশ্চিত হওয়া অপরিহার্য যে আমরা যা কিছু ইংরেজ সংবাদপত্রগুলোতে দিই সেই সম্পর্কে আমাদের একজন অত্যন্ত দায়িত্বশীল ও বুদ্ধিমান সম্পাদক আছেন। আমার আশঙ্কা আমরা যদি এই ধরনের একজন সম্পাদক নিযুক্ত না করি তাহলে *ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে* আমরা আবোল-তাবোল ছাড়া আর কিছুই দিতে পারব না এবং সেটা আমাদের ক্ষতিই করবে। এই রকম একটি সময়ে যখন ফরাসী কর্তৃক জেনোয়াতে গণ্ডগোল পাকানোর সমূহ সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে তখন আমাদের প্রবন্ধগুলো হবে সংগ্রামী বক্তব্যপূর্ণ অর্থাৎ রাশিয়াকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার একটি সুস্পষ্ট ও চূড়ান্ত পরিকল্পনা, সেই পরিকল্পনা হবে অ-পুঁজিবাদী ভিত্তিতে এবং ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দাবাদ বর্ষণ করতে হবে তাদের অসহায়তা, বিহ্বলতা ও নির্বুদ্ধিতার১৩০ জন্যে।

*লেনিন*

১৯২২ সালের ৮ই মার্চ
টেলিফোনের মাধ্যমে
বলা হয়েছিল।
*লেনিন মিসেল্যানি*, ৩৬তম
খণ্ডে প্রথম প্রকাশিত
হয় ১৯৫৯ সালে

সর্বপ্রথমে ইংরাজীতে
প্রকাশিত হয়।

# লেসলি উর্কুহার্টের[৯৭] সঙ্গে চুক্তি প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে আর. সি. পি. (বি) সি. সি-র পলিটব্যুরোর সদস্যদের জন্যে জে. ভি. স্তালিনের কাছে চিঠি।

১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯২২

কমরেড স্তালিন,

ক্রাসিন ও উর্কুহার্টের মধ্যে চুক্তির কথা পড়ে আমি এর অনুমোদনের ক্ষেত্রে আমার আপত্তি জানাচ্ছি। দুই তিন বছরের মধ্যে আমাদের আয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে উর্কু'হার্ট এক্ষুনি আমাদের অর্থ নিয়ে যাচ্ছে। এটা চূড়ান্ত-রূপে অনুমোদনযোগ্য। কমিশনের চেয়ারম্যান মিখাইলভ, যিনি উর্কু'হার্ট সুবিধা সম্পর্কে সরেজমিনে সমীক্ষা করেছিলেন, তিনি প্রমাণ করেছেন যে আমরা নই, বিদেশীরাই এই ধ্বংসের জন্যে দোষী। এবং এরপর আমাদেরই মূল্য দিতে হবে!! আমরা তথাকথিত সুবিধা পাব ১০ বছরের মধ্যে কিন্তু আমরা নিজেরাই এখন থেকেই পরিশোধ করা শুরু করেছি! আমি প্রস্তাব করছি এই সুবিধা প্রত্যাখ্যান করা হোক। এটা হল বন্ধন ও লুণ্ঠন।

আমি আপনাকে মিখাইলভ কমিশনের উপসংহারের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, সেটা ছিল সুবিধার বিরুদ্ধে।

একটাও 'গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি সংযুক্ত হয় নি। একে প্রত্যাখ্যান করা উচিত। আমি আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছি পলিটব্যুরো-সদস্যদের এটা জানিয়ে দেবার জন্যে।

কমিউনিস্ট অভিনন্দন সহ

*ভি. উলিয়ানভ ( লেনিন )*

পুনশ্চ: যদি বলা হয় এটা একটা নজির হয়ে থাকবে না তাহলে প্রতারণা করা হবে।

এটা একটা নজির হতে বাধ্য এবং হবেই। এবং এইভাবেই এটা সমস্ত কথা ও প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও তার স্বরূপ গড়ে তুলবে।

সাধারণভাবে মিখাইলভ কমিশন কর্তৃক যা কিছু উন্মোচিত হয়েছে সেই সম্পর্কে বিন্দুমাত্র নজর দেওয়া হয় নি। এই ধরনের সুবিধার বিরুদ্ধে বহু যুক্তি আছে।

লেনিন

*লেনিন মিসেল্যানি*
৩৬ খণ্ডে প্রথম প্রকাশিত হয়
১৯৫৯ সালে

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ৪৫,
পৃঃ ৫৬৫-৬৬

# ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানের প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষক মাইকেল ফার্বম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

১। প্রশ্ন : রুশ বিরোধী সংবাদপত্রসমূহ মস্কোতে হেরিয়টের অভ্যর্থনা ও রুশ-ফ্রান্স আলোচনাকে১৬২ সোভিয়েত রাশিয়ার বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন বলে অভিহিত করছে।

এটা কি সত্যি ? এটা কি সত্যি যে রাশিয়ায় মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ নীতিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান বলে বিবেচনা করে এবং ফ্রান্সের সঙ্গে ব্রিটিশ বিরোধী চুক্তি সম্পাদান প্রস্তুত ?

উত্তর : আমি মস্কোতে হেরিয়টের অভ্যর্থনা ও রুশ-ফ্রান্স আলোচনাকে পরিবর্তনরূপে চিহ্নিত করাকে সম্পূর্ণ অদতা বলে মনে করি। সোভিয়েত রাশিয়ার সাধারণ নীতি ও বিশেষ করে যৎসামান্য ব্রিটিশ বিরোধিতার ক্ষেত্রেও। আমরা সুনিশ্চিতভাবে মস্কোতে হেরিয়টের অভ্যর্থনা অথবা ফ্রান্সের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্যে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলোকে অথবা তার সঙ্গে আলোচনায় যেসব কাজ করা হয়েছে সেগুলোকে অত্যন্ত উচ্চ মূল্য দিই ; যা এখন সম্ভাব্যতায় পরিণত হয়েছে এবং আমার বিশ্বাস তা অত্যাবশ্যক। ফ্রান্সের সঙ্গে যে কোন একটা মীমাংসা আমাদের অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত বিশেষ করে এই পরিপ্রেক্ষিতে যে রাশিয়ার বাণিজ্যিক স্বার্থ আবশ্যকরূপে দাবী করে এই মহাদেশীয় শক্তির সঙ্গে নিবিড়তর সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু আমরা সুনিশ্চিত যে এই মীমাংসা কোনক্রমেই একথা বোঝায় না যে বৃটেনের প্রতি আমাদের নীতির অবশ্যই কোন পরিবর্তন ঘটাতে হবে। আমরা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি, উভয় শক্তির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন খুবই সম্ভব এবং সেটাই হল আমাদের লক্ষ্য। আমরা বিশ্বাস করি যে বাণিজ্য সম্পর্কের উন্নতি এই লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবীরূপে বহু দূর পর্যন্ত

প্রসারিত হবে। আমরা বিশ্বাস করি যথার্থভাবে উপলব্ধি করি ব্রিটিশ-ফ্রান্স স্বার্থ সমভাবে এই দিকেই ক্রিয়াশীল থাকবে। আমরা বিশ্বাস করি বৃটেন ও ফ্রান্সের পারস্পরিক স্বার্থ, যে যে বিষয়ে রাশিয়ার সঙ্গে ওদের সংযোগ আছে, তাতে কোন অবস্থাতেই এমন কোন উপাদান নেই যার ফলে ফ্রান্স ও বৃটেনের মধ্যে বিরোধ অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দিতে পারে। বিপরীতপক্ষে আমরা এও চিন্তা করি যে এইসব শক্তির সঙ্গে রাশিয়ার শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক হল একটা নিশ্চয়তা—( আমি একথা বলতেও প্রস্তুত যে এটা হল সব চাইতে শক্তিশালী নিশ্চয়তা ) বৃটেনের সঙ্গে ফ্রান্সের শান্তির সম্পর্ক দীর্ঘদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং এগুলো সবই সম্ভব এবং বর্তমান পরিস্থিতিতেও সম্ভব, ফ্রান্স ও বৃটেনের মধ্যে বিরোধিতার অত্যন্ত দ্রুত এবং সত্যিসত্যিই সুন্দর পরিসমাপ্তি ঘটবে।

২। প্রশ্ন: একদিক থেকে যাকে গ্রীক-তুর্কী যুদ্ধের অবসান বলা যায়, যাকে বৃটেন সমর্থন করেছিল সেটা কি ইংগ-রুশ চুক্তি সম্পাদনের পক্ষে একটা উপযুক্ত মুহূর্ত নয়?

উত্তর: অবশ্যই, গ্রীক-তুর্কী যুদ্ধের অবসান, যাতে বৃটেনের সমর্থন ছিল, তা একটা উপাদান, যা কতকাংশে ইঙ্গ-রুশ চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বলতর করে। আমরা এই ধরনের একটি চুক্তি সম্পাদনের দিকে চেয়েছিলাম যুদ্ধ শেষ হবার আগে থেকেই এবং এখন আমরা অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে এটা সম্পাদনের চেষ্টা চালাব। একথা সত্যি যে ঐ যুদ্ধ সমাপ্তির সংগে জড়িত কিছু কিছু সমস্যা নিয়ে আমাদের সঙ্গে বৃটেনের মতবিরোধ আছে। কিন্তু সর্বপ্রথমে আমাদের মতে গ্রীক-তুর্কী যুদ্ধের অবসানের ফলে সৃষ্ট অবস্থা সমগ্র আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এমন একটা সুযোগের সৃষ্টি করেছে যার জন্যে আমরা আশা করি সাধারণ অবস্থার উন্নতি ঘটবে অর্থাৎ যে অবস্থায় এটা পরিচালিত হয়েছিল, তার চাইতে। এটা গ্রীক-তুর্কী শান্তির ফলেই সম্ভব হল। দ্বিতীয়তঃ বৃটেনের সঙ্গে আমাদের মত বিরোধকে আমরা একদিক থেকে অলঙ্ঘ্য বলে মনে করি না। বিপরীত-পক্ষে আমরা আশা করি, মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা ভিন্ন ভিন্ন স্তরে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে নিকট ভবিষ্যতে আমরা দেখতে পাব কি পরিমাণে আমরা সঠিক ছিলাম এই আশা করে যে গ্রীক-তুর্কী যুদ্ধের অবসান বিরোধিতা ও মতদ্বৈতারও

অবসান ঘটাবে যা যুদ্ধকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির সামনে উপস্থিত করেছে। বৃটেনের সঙ্গে বিবাদ ও মতদ্বৈধতার অবসান ও যুদ্ধের পরিসমাপ্তির জন্যে আমরা সাধ্যমত সবকিছু করছি এবং আশা করি এই ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের আগ্রহও বৃদ্ধি পাবে কোন প্রকার নির্দেশ ব্যতিরেকে এবং রুশ বিরোধী সংবাদপত্রসমূহের অসত্য বক্তব্যের উর্ধ্বে থেকে।

৬। প্রশ্ন: উর্কুহার্টের সঙ্গে চুক্তি অনুমোদন করতে অস্বীকৃতি কি "বামপন্থী কমিউনিস্টদের" জয়লাভ বোঝাবে? বাস্তব শর্তগুলো কী, যা আলোচনা পুনরারম্ভ এবং উর্কুহার্টের[১৬৩] সঙ্গে চুক্তি অনুমোদনকে সম্ভব করে তুলবে?

উত্তর: উর্কুহার্টের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের প্রসঙ্গটি আমাদের সরকার কর্তৃক উপস্থাপিত হয়েছিল যখন আমি অসুস্থ ছিলাম এবং প্রশাসনিক ক্রিয়াকর্মে অংশগ্রহণে অসমর্থ ছিলাম। তাই বিষয়টি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ আমাকে এখনও সম্পূর্ণরূপে জানানো হয় নি। কিন্তু তাসত্ত্বেও আমি সুনিশ্চিতরূপে বলতে পারি যে বামপন্থী কমিউনিস্টদের জয়লাভের কোন প্রশ্ন নেই এবং থাকতে পারে না। আমি প্রশাসনিক বিষয়াবলীর প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ থেকে এটা জানি।

ঘটনাটির বিষয়বস্তু হল এই যে অধিবেশনে[১৬৪] আমাদের অংশগ্রহণের প্রতি অনিচ্ছা প্রকাশ করে বৃটেনের এই অবিচার রাশিয়ার অভ্যন্তরে এমনই ঘৃণার উদ্রেক করেছিল এবং এমন দৃঢ়সংবদ্ধ করেছিল কেবলমাত্র দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী ঐক্যই নয়, রাশিয়ার পার্টি বহির্ভূত বিশাল জনসাধারণকে ও শ্রমিক-কৃষককে যার ফলে মতদ্বৈধতার কোন প্রশ্নই বাম ও দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টদের কাছে পৌঁছতে পারে নি।

উর্কুহার্ট চুক্তি প্রত্যাখ্যানের জন্যে প্রদত্ত কারণ ছিল একটা প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি, কেউ হয়ত বলতে পারেন, সাধারণ পার্টি মনোভাবই নয় সমগ্র জনগণেরই মনোভাব অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে কৃষক ও শ্রমিকদের মনোভাব।

আলোচনা পুনরারম্ভ এবং পরবর্তীকালে উর্কুহার্টের সঙ্গে চুক্তির অনুমোদন প্রধানতঃ নির্ভর করে রাশিয়াকে মধ্যপ্রাচ্য সম্মেলনে অংশগ্রহণের অধিকার খর্ব করে বৃটেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে যে চরম অবিচার করেছে তাকে সংশোধনের ওপর। উর্কুহার্ট কর্তৃক আমাদের কাছে উপস্থাপিত বাস্তব শর্ত

সম্পর্কে আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খতিয়ে দেখার সময় পাই নি এবং শুধু এইটুকু বলতে পারি যে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই চুক্তির সমর্থক ও বিরোধীদের বক্তব্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের সংবাদপত্রে প্রকাশ করার, যাতে অত্যন্ত বাস্তব ও উদ্দেশ্যমূলক আলোচনা থেকে সার্বিক পর্যালোচনার জন্যে ও ভালমন্দ বিবেচনার জন্যে তথ্যাবলী পাওয়া যায় যাতে এমন ভাবে এই বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ায় যা রাশিয়ার স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

(৭) প্রশ্ন : বৃটেনের রুশ বিরোধী সংবাদপত্রসমূহের দোষারোপ কতদূর পর্যন্ত যুক্তিপূর্ণ যখন ওরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলে যে মস্কোতে সাম্প্রতিককালে শিল্পপতিদের গ্রেপ্তার নতুন অর্থনৈতিক নীতির সমাপ্তিকেই সূচিত করে এবং জাতীয়করণ ও বাজেয়াপ্তকরণের নীতিতে ফিরে আসাকেই বোঝায়?

উত্তর : রুশ বিরোধী ব্রিটিশ সংবাদপত্রে মস্কোর শিল্পপতিদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে আমাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে সেই প্রসঙ্গে আমি অবশ্যই বলব যে আমি আজ আমাদের সংবাদপত্রে (*ইজভেস্তিয়া*) "কালোবাজারীদের গ্রেপ্তার" এই শিরোনামে একটি সংবাদ পাঠ করেছি। কমরেড জেড. বি. কাৎসনেলসনের মত ব্যক্তি যিনি রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক প্রশাসনের অর্থনৈতিক বিভাগের প্রধান, তিনি এই প্রবন্ধে আমাদের বলেন যে শিল্পপতিদের গ্রেপ্তারের কোন প্রশ্নই ওঠে নি, "সোভিয়েত শক্তির শত্রুরা আর. এস. এফ. এস. আর-এর অভ্যন্তরে ও বিদেশে এই গুজব ছড়াচ্ছে যে এই গ্রেপ্তার ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ যা প্রকৃতপক্ষে অর্থহীন উদ্ভট আবিষ্কার যার মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক সম্পর্ককে তছনছ করার সুনির্দিষ্ট প্রতিবিপ্লবী উদ্দেশ্য যাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা চেষ্টা হচ্ছে পশ্চিম ইউরোপে।"

বাস্তবিকই যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা তথাকথিত কালোবাজারের মুনাফাখোর এবং আমাদের প্রশাসনের হাতে এমন তথ্য আছে যার দ্বারা এইসব কালোবাজারী মুনাফাখোরদের সঙ্গে মস্কোতে অবস্থিত বিদেশী দূতস্থানের কিছু কিছু কর্মীর যোগাযোগ প্রমাণিত হয়। এই প্রমাণ থেকে শুধু প্ল্যাটিনাম ও সোনার বার বিক্রির কথাই দেখা যাচ্ছে না, "এইসব

মূল্যবান নিষিদ্ধ সামগ্রীর বিদেশে পাচারকারী সংগঠনের কথাও দেখা যায়।"

এর থেকেই আপনি দেখতে পাবেন যে এই গুজব চূড়ান্ত ভিত্তিহীন যে আমরা নতুন অর্থ নৈতিক নীতির সমাপ্তি ঘটাচ্ছি এবং এও দেখতে পাবেন বৃটেনের রুশ-বিরোধী সংবাদপত্র যে অভিযোগ উত্থাপন করেছে তা কত মিথ্যা এবং সেই অশ্রুতপূর্ব বিকৃতি ও শঠতার দ্বারা আমাদের নীতিকে মিথ্যার আলোকে উপস্থিত করতে চাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে সরকারী মহলের কোন অংশেই নতুন অর্থ নৈতিক নীতি স্থগিত রাখা সম্পর্কে কোন উল্লেখ করা হয় নি এবং কোথাও বলা হয় নি যে পুরানো নীতিতে ফিরে যাওয়া হচ্ছে। ঘটনাক্রমে সারা রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির অধিবেশন চলাকালে সরকারের সর্ব প্রকার কাজের লক্ষ্য হল সবচাইতে অধিক পরিমাণে আইনগত অনুমোদন আদায় করা কারণ নতুন অর্থ নৈতিক নীতি হিসাবে যা পরিচিত তা হল এর থেকে বিচ্যুতির সর্বপ্রকার সম্ভাবনাকে দূরে রাখা।

২৭শে অক্টোবর, ১৯২২

*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ৩৩,
পৃঃ ৩৮১-৮৪, ৩৮৭-৮৯

*প্রাভদা*, ২৫৪ নং সংখ্যা
১০ই নভেম্বর, ১৯২২

টীকা

১। *অর্থনৈতিকতার একটি বৈশিষ্ট্য*—ভি. আই. লেনিনের প্রথম দিককার একটি রচনা, রচিত হয়েছিল ১৮৯৭ সালে। এখানে তিনি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করছেন সুইস অর্থনীতিবিদ সিসমণ্ডির শিক্ষাকে এবং দেখাচ্ছেন যে শেষোক্ত ব্যক্তির অভিমত পাতি-বুর্জোয়াদের আদর্শবাদকেই প্রকাশ করে যারা স্বপ্ন দেখে মধ্যযুগীয় জীবনধারায় ফিরে আসার এবং পুঁজিবাদের সমালোচনা করে একটি প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। পুঁজিবাদ থেকে এগিয়ে গিয়ে বৃহদাকার ও যৌথ সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনে নয় বরং ক্ষুদ্রাকার বিচ্ছিন্ন একক মালিকানার উৎপাদনে পিছিয়ে যাওয়া—এটাই হল সিসমণ্ডির "অর্থনৈতিক রোমান্টিকতার" মূল কথা। লেনিন দেখাচ্ছেন যে রুশ নারদনিকদের মতবাদ সিসমণ্ডির মতবাদের সঙ্গে মিলে যায় এবং প্রতিনিধিমূলক হয়ে ওঠে "ইউরোপীয় রোমান্টিকতার রুশ সংস্করণ হিসাবে।" পৃঃ ১

২। "বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব" অথবা "আধুনিক তত্ত্ব" এই পরিভাষাকে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে মার্কসবাদের পরিবর্তে। পৃঃ ১

৩। *শস্য আইন*—১৮১৫ সালে ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে জমিদারদের স্বার্থে শস্য আমদানীর ওপর উচ্চহারে শুল্ক ধার্যের আইন পাশ হয়। শস্য আইনে শস্য আমদানী নিষিদ্ধ করা হয়েছিল যখন ইংলণ্ডের বাজারে কোয়ার্টার প্রতি দাম ৮০ শিলিং-এর নীচে নেমে গিয়েছিল। করের বিরাট বোঝা চাপান হল অধিকতর গরীব স্তরের মানুষের ওপর, শিল্প মালিক বুর্জোয়াদের কাছেও অ-লাভজনক হয়ে উঠল কারণ তাঁরা শ্রমশক্তির দাম বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, দেশী বাজারের ক্ষমতার

সংকোচন করেছিলেন, এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের বিকাশে বাধা দিয়েছিলেন। ১৮৩০ সালের শেষ দিকে ইংরেজ বুর্জোয়ারা শস্য আইন বিরোধী লীগ গঠন করে যার নেতৃত্বে ছিলেন কবডেন ও ব্রাইট। বেশ কয়েক বছর ধরে ঐ লীগ শস্য আইন বাতিলের জন্যে লড়াই করেছিল যা কার্যকরী হয়েছিল ১৮৪৬ সালে। পৃঃ ১

৪। অবাধ বাণিজ্য সম্পর্কে মার্কসের বিবৃতির ইংরাজী অনুবাদ পরিশিষ্ট হিসাবে কার্ল মার্কসের "দ্য পভার্টি অফ ফিলসফি" গ্রন্থের ১৮০-৯৫ পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে, মস্কো, ১৯৬৬। পৃঃ ৭

৫। অবাধ বাণিজ্য সম্পর্কে মার্কসের প্রথম কথাগুলো এই রকম। পৃঃ ৯

৬। "দ্য কণ্ডিশন অফ দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যাণ্ড" নামক গ্রন্থের রচয়িতা হলেন ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস। মার্কস ও এঙ্গেলস-এর লেখা "অন বৃটেন" মস্কো, ১৯৬২, পৃঃ ১-৩৩৬ দেখুন। বাক্যটি দেওয়া আছে ৩০৪ পৃষ্ঠায়। পৃঃ ৯

৭। ১৮৪৫-৪৬ সালে মার্কস ও এঙ্গেলস লিখিত "দ্য জার্মান আইডিয়লজি" সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সর্বপ্রথম সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে। প্রকাশ করেন সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি'র কেন্দ্রীয় কমিটির মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শিক্ষা ভবন। এই রচনার একাংশ প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ সালে মার্কসের প্রবন্ধাবলীরূপে Westphalisches Dampfboot নামক মাসিক পত্রে, ১৮৯৯ সালে ঐগুলো পুনর্মুদ্রিত হয় জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি'র মুখপত্র Die Neue Zeit পত্রিকায়। পৃঃ ১০

৮। লেনিন মার্কসের "ক্যাপিটাল" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের উল্লেখ করেছেন। কার্ল মার্কস রচিত ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড, দেখুন, মস্কো, ১৯৬৫, পৃঃ ৬৭৭-৭৮। পৃঃ ১১

৯। নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হওয়ার ফলে ভি. আই. লেনিন এই উদ্ধৃতি থেকে কোন কোন শব্দের বিকল্প ব্যবহার করেছেন অথবা বর্জন করেছেন। এইভাবে তিনি "সামাজিক বিপ্লব ত্বরান্বিত করে" এবং "একমাত্র এই বিপ্লবী অর্থের" বদলে অনুবাদ করেছেন "একমাত্র এই অর্থে।" পৃঃ ১৬

১০। ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত কাউৎস্কির "দ্য এ্যাগ্রেরিয়ান কোয়েশ্চেন" নামক গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে এবং রুশ "বৈধ মার্কসবাদী" বুলগাকভ রচিত "এ কন্ট্রিবিউশন টু দ্য কোয়েশ্চন অফ দ্য ক্যাপিটালিস্ট এভল্যুশন অফ এগ্রিকালচার" নামক গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে যা প্রকাশিত হয়েছিল Nachalo (আরম্ভ) নামক পত্রিকার ১ম ও ২য় সংখ্যায়। ১৮৯৯ সালে সেন্ট পিতার্সবার্গ থেকে প্রকাশিত হয়। পৃঃ ২৪

১১। "অন কো-অপারেশন" (১৯২৩) নামক প্রবন্ধে লেনিন রবার্ট ওয়েনের যৌথ পরিকল্পনাকে নিম্নোক্ত রূপে বর্ণনা করেছেন।

"যৌথ উদ্যোগীদের পরিকল্পনা রবার্ট ওয়েনের পর থেকে উদ্ভট হয়ে দাঁড়াল কেন? কারণ তাঁরা স্বপ্ন দেখেছিলেন শান্তিপূর্ণভাবে সমকালীন সমাজকে পুনর্গঠন করবেন সমাজতন্ত্রে শ্রেণী সংগ্রাম শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল এবং শোষক শ্রেণীর শাসনের বিলোপ ঘটানোর মত মৌলিক প্রশ্নগুলোকে হিসাবের মধ্যে না ধরেই। সেইজন্যেই আমরা এই "সমবায়মূলক" সমাজতন্ত্রকে সম্পূর্ণ উদ্ভট, রোমান্টিক ও গতানুগতিক বলে সঠিক আখ্যাই দিয়েছি অর্থাৎ তাঁরা স্বপ্ন দেখেন শ্রেণী শত্রুকে রূপান্তরিত করবেন শ্রেণী সহযোগীতে এবং শ্রেণী সংগ্রামকে শ্রেণী শান্তিতে (তথাকথিত শ্রেণীগত শান্তি) শুধুমাত্র জনসংখ্যাকে সমবায় সমিতিতে সংগঠিত করে।

"বর্তমানকালের মৌলিক কর্তব্যের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমরা নিঃসন্দেহে সঠিক ছিলাম কারণ সমাজতন্ত্র কখনই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্যে শ্রেণী সংগ্রাম ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।"

পৃঃ ২৫

১২। A. N. Engelhardt and Gleb Uspensky—দুজন রুশ লেখক যাঁরা ১৮৬১ সালের দাসপ্রথা বিলোপের পর রুশ কৃষকদের জীবন যাত্রার বর্ণনা দিয়েছেন। পৃঃ ২৫

১৩। ভি. আই. লেনিন, *সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ৩, পৃঃ ১৬৯-৭০, ২২০, ২৭৪-৭৫। পৃঃ ২৭

১৪। *প্রুধোঁবাদ*—ফরাসী পাতি বুর্জোয়া সমাজতান্ত্রিক ও নৈরাজ্যবাদী

পিয়ের যোশেফ প্রুধোঁ (১৮০৯-১৮৬৫)-র মতবাদ। ১৮৪০ সালে প্রুধোঁ Qu est-ce que la Propriete (সম্পত্তি কি?) নামক তাঁর গ্রন্থ প্রকাশ করেন, যার মধ্যে তিনি আধুনিক সমাজের সমালোচনা করেছেন এবং শিরোনামের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন এই বক্তব্যের দ্বারা যে "সম্পত্তি হল চুরি"। সেই সঙ্গে তিনি পুঁজিবাদ এবং তার ভিত্তি পণ্য উৎপাদন রক্ষার পক্ষে দাঁড়িয়েছেন এটা কল্পনা করে নিয়ে যে পুঁজিবাদের "উন্নতি" ঘটানো সম্ভব এবং এর ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করা যাবে সংস্কার সাধনের দ্বারা তাঁর আদর্শ হল ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদকদের একটা সমাজ যেখানে নৈরাজ্য বিরাজ করে।

কার্ল মার্কস তাঁর "দর্শনের দারিদ্র্য"তে প্রুধোঁর তত্ত্বের সমালোচনা করেছিলেন এবং পুঁজিবাদের "উন্নতি জন্যে প্রুধোঁর পরিকল্পনার প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রকে উদ্ঘাটিত করেছিলেন। মার্কস দেখিয়েছিলেন যে প্রুধোঁর প্রধান ভুল নিহিত আছে এটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হওয়া যে দারিদ্র্য, অসাম্য মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ, সংকট ও বেকারত্ব ইত্যাদি পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিরই ফল এবং যার জন্যে এই সব ক্ষতিকারক বিষয়কে দূর করা যায় একমাত্র পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের বিলোপ সাধন করে, উৎপাদনের উপায়সমূহকে জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত করে এবং সমাজতন্ত্রে পৌঁছে।

প্রুধোঁ এবং তাঁর অনুগামীরা একটা ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন জাতীয় প্রশ্নের প্রতি। তাঁর নির্যাতিত জাতিসমূহের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন এবং এই কথার উপর জোর দিয়েছিলেন যে জাতিসত্তা ও জাতি ইত্যাদি বিষয়গুলো হল সেকেলে কুসংস্কার।" পৃ: ৩০

১৫। ফেড়রিখ এঙ্গেলস কৃত "দ্য পেজান্ট ওয়ার ইন জার্মানী" গ্রন্থের ভূমিকা দেখুন, (*নির্বাচিত রচনাবলী*, খণ্ড ২, মস্কো, ১৯৬৯, পৃ: ১৭০-৭১)। পৃ: ৩১

১৬। ১৮৭৮ সালে বিসমার্ক সরকার জার্মানীতে সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অস্বাভাবিক আইনের প্রবর্তন করেছিলেন। এই আইনের দ্বারা সমস্ত বৃহদাকার শ্রমিক সংগঠন, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি এবং

শ্রমিকদের সংবাদপত্র নিষিদ্ধ হয়েছিল। অগাস্ট বেবেল ও উইলহেলম লিবকনেখটের নেতৃত্বাধীন জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ ব্যাপক আকারে অবৈধ ক্রিয়াকলাপ শুরু করে যার ফলে পার্টির প্রভাব হ্রাস পাওয়ার বদলে প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধি পায়। ১৮৯০ সালে রাইখস্ট্যাগের নির্বাচনে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা ১৫০০০০ ভোট পায়। সরকার ঐ বছরই আইন বাতিল করতে বাধ্য হয়। পৃঃ ৩১

১৭। *মার্তিনভ*—অর্থনীতির একজন সমর্থক, এই অর্থনীতি হল উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনের একটি সুবিধাবাদী ধারা। অর্থনীতিবিদদের ধারণা ছিল যে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করবে প্রধানতঃ উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা, শ্রমিকরা নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখবে এই ধরনের অর্থনৈতিক দাবীর সংগ্রামের মধ্যে যেমন উন্নততর কাজের পরিবেশ, ও বর্ধিত বেতন ইত্যাদি। তাঁরা শ্রমিক পার্টি'র প্রধান ভূমিকা এবং শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনে বিপ্লবী তত্ত্বের গুরুত্ব অস্বীকার করেছিলেন। তাঁরা এই মত পোষণ করতেন যে এই আন্দোলনকে অবশ্যই স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠতে হবে। ১৯০২ সালে প্রকাশিত "কি করা উচিত?" নামক তাঁর গ্রন্থে এবং অন্যান্য রচনায় লেনিন দেখিয়েছেন যে অর্থনীতিবিদদের মতামত ছিল সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও ক্ষতিকারক। পৃঃ ৩২

১৮। *ইসক্রা* ( স্ফুলিঙ্গ )—প্রথম সমগ্র রাশিয়ার অবৈধ মার্কসবাদী সংবাদপত্র যা লেনিন কর্তৃক বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০০ সালের ডিসেম্বরে এবং গোপনে রাশিয়াতেও পাঠানো হত। এটা আদর্শগতভাবে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের ঐক্যবদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এবং স্থানীয় বিচ্ছিন্ন সংগঠনগুলোকে একটি বিপ্লবী মার্কসবাদী পার্টি'তে মিশে যাবার প্রাথমিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতেও বিশেষ অবদান রেখেছিল। পৃঃ ৩৩

১৯। "কি করা উচিত?" গ্রন্থের নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ সম্পর্কে লেনিন উল্লেখ করেছেন :

"আমাদের আন্দোলনের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে যাদের সামান্যতম পরিচয় আছে তারা এটা লক্ষ্য না করে পারবেন না যে মার্কসবাদের ব্যাপক বিস্তৃতির সঙ্গে জড়িত ছিল তত্ত্বগত স্তরের খানিকটা অবনমন। বেশ কিছুসংখ্যক ব্যক্তি তত্ত্বগত শিক্ষা ব্যতিরেকে অথবা অত্যন্ত স্বল্প জ্ঞান নিয়ে আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, তার কারণ হল এর বাস্তব গুরুত্ব এবং বাস্তব সাফল্য। আমরা সেখান থেকে বিচার করতে পারি *র‍্যাবোচেয়ে দিয়েলো* কত বুদ্ধিহীন যখন বিজয়ীর হাবভাব নিয়ে সে মার্কসের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেয় : 'ডজনখানেক কর্মসূচীর চাইতে প্রকৃত আন্দোলনের জন্য প্রতিটি পদক্ষেপ অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ'। তত্ত্বগত বিশৃঙ্খলার কালে এই কথাগুলোর পুনরুক্তি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় শোক জ্ঞাপনকারীদের প্রতি শুভেচ্ছা জানানোর মত। অধিকন্তু মার্কসের এই কথাগুলোকে নেওয়া হয়েছে গোথা কর্মসূচী সম্পর্কে তাঁর চিঠি থেকে যার মধ্যে তিনি তীব্রভাবে নীতি গঠনের ক্ষেত্রে নির্বাচনের নিন্দা করেছেন। মার্কস তাঁর পার্টি নেতৃবর্গের কাছে লিখেছিলেন, আপনারা যদি অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হন তাহলে আন্দোলনের বাস্তব লক্ষ্য অর্জনের জন্যে চুক্তিবদ্ধ হোন কিন্তু নীতি সম্পর্কে কোন দরকষাকষিকে মেনে নেবেন না এবং তত্ত্বের দিক থেকে কোন "সুবিধা" দেবেন না। এটাই ছিল মার্কসের চিন্তা কিন্তু তবুও আমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছেন যাঁরা তাঁর নাম উড়িয়ে তত্ত্বের গুরুত্বকে খাটো করতে চান।

বিপ্লবী তত্ত্ব ব্যতিরেকে কোন বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে ওঠে না। এই ধারণাটির ওপর সেই সময়ে খুব জোর দেওয়া যায় না যখন সুবিধাবাদের চটকদার প্রচার সংকীর্ণতম আকারের বাস্তব ক্রিয়া-কর্মের জন্যে মোহান্ধতা পাশাপাশি চলতে থাকে।" পৃঃ ৩৩

২০। এই চিঠি এবং তার পরেরটি যা ভি. আই. আউলিয়ানফ (ভি. আই. লেনিন) বৃটেনের শ্রমিক প্রতিনিধি কমিটির সম্পাদকের কাছে লিখেছিলেন, তা লিখিত হয়েছিল নিম্নোক্ত অবস্থায়। ১৯০৪ সালে রাশিয়ায় ধর্মঘটের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত লণ্ডনের রুশ সোশ্যাল ডেমো-ক্রাটরা ধর্মঘটীদের জন্যে সহায়ক সমিতি গঠন করেছিলেন যা ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নগুলোর কাছে একটি আবেদন পাঠিয়েছিল শ্রমিকদের

সহায়তা করার জন্যে। এই ধরনের একটি আবেদন শ্রমিক প্রতিনিধি কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছিল যে কমিটির সম্পাদক ছিলেন জে: র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড। ঐ কমিটির সঙ্গে আলোচনা চালান কে: এম. তাখতায়েভ ও এ. এম. আলেক্সেইয়েভ যারা ছিলেন লণ্ডনের রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সংগঠনের সদস্য। শ্রমিক প্রতিনিধি কমিটি এই আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন এবং এই অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে সংগৃহীত অর্থের একাংশ "রক্তাক্ত রবিবারে" ৯ই জানুয়ারী (২২), ১৯০৫ সালে নিহত শ্রমিকদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে যেন বণ্টন করে দেওয়া হয়। পৃঃ ৩৮

২১। ১৯০৫ সালের ৩১শে অক্টোবর (১৮ই) বলশেভিক সংবাদপত্র *প্রোলেতারীয়* ২৩নং সংখ্যায় "দ্য ব্রিটিশ লেবার মুভমেন্ট এণ্ড দ্য ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস" শিরোনামে স্বাক্ষরবিহীন একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেনিন অনুবাদটির পাণ্ডুলিপির সম্পাদনা করে দুটি টীকা সংযোজন করেন: একটি টাফ ভেলের সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত এবং অপরটি প্রবন্ধটির শেষাংশ সম্পর্কিত। পৃঃ ৪২

২২। ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রীদের একটি গোষ্ঠীর দ্বারা ১৮৮৪ সালে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠা হয়। এর নেতৃত্বে ছিলেন হিণ্ডম্যান, হ্যারি কোয়েলচ ও টমম্যান। অত্যন্ত স্বল্প সংখ্যক সদস্য নিয়ে গঠিত একটি সংগঠন, সব সময় সুসম্বদ্ধও ছিল না যদিও তারা মার্কসবাদী চিন্তাধারা অনুযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে প্রচারকার্য চালাত। ১৯০৮ সালে এর নতুন নামকরণ হয় সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি যা ১৯১১ সালে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে মিশে যায় ব্রিটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টি গঠনের জন্যে। পৃঃ ৪৪

২৩। লেনিন ১৮৮৬ সালের ২৯শে নভেম্বর তারিখযুক্ত সোর্জের কাছে লেখা এঙ্গেলসের চিঠির উল্লেখ করেছেন। এই চিঠির ইংরাজী অনুবাদ, পুস্তকে উল্লিখিত মার্কস ও এঙ্গেলসের *নির্বাচিত পত্রাবলীতে*, মস্কো, ১৯৬২; অন ব্রিটেন, মস্কো, ১৯৬২ এবং *নির্বাচিত রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, মস্কো, ১৯৫৮। পৃঃ ৪৪

২৪। "শ্রমিক কংগ্রেস" ও সম্প্রসারিত শ্রমিক পার্টির তত্ত্ব উত্থাপন করেছিল

অবলুপ্তিবাদীরা—একটি সুবিধাবাদী গোষ্ঠী যা ছড়িয়ে আছে মেনশেভিকদের মধ্যে ১৯০৫-০৭ সালের অসফল বিপ্লবের পর। এই অবলুপ্তিবাদীদের নেতা ছিলেন দারিন।

ওদের অবলুপ্তিবাদী বলা হত কারণ ওরা অবৈধ বিপ্লবী শ্রমজীবী শ্রেণীর পার্টি'র বিলুপ্তি দাবী করেছিল। ওরা জনগণের কাছে আবেদন করেছিল জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাম বর্জন করার জন্যে এবং চেয়েছিল "শ্রমিক কংগ্রেস" ধাঁচের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন গোষ্ঠীসহ ব্রিটিশ পার্টি'র দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন একটি বড় আকারের সুবিধাবাদী পাতি-বুর্জোয়া পার্টি গঠন করতে যার মধ্যে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী এবং নৈরাজ্যবাদীরা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অবলুপ্তিবাদীদের দৃষ্টিতে এই পার্টি'র বিপ্লবী শ্লোগান বর্জন এবং জারতন্ত্রী সরকার অনুমোদিত ক্রিয়াকর্মের মধ্যে আত্মনিয়োগ করার কথা ছিল। লেনিন সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টিকে দেউলিয়া করা এবং শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী অংশকে পাতি-বুর্জোয়া জনতার মধ্যে মিশিয়ে ফেলার জন্যে মেনশেভিকদের অত্যন্ত ক্ষতিকারক প্রচেষ্টাকে উদ্ঘাটিত করেছেন। অবলুপ্তিবাদীদের নীতি শ্রমিকদের দ্বারা সমর্থিত হয় নি। ১৯১২ সালের জানুয়ারীতে আর. এস. ডি. এল. পি-র প্রাগ অধিবেশনে অবলুপ্তিবাদীদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়। পৃঃ ৪৪

২৫। *মহান শ্রমিক নায়কবৃন্দের দল*—১৮৬৯ সালে ফিলাডেলফিয়াতে প্রতিষ্ঠিত আমেরিকান শ্রমজীবী শ্রেণীর একটি সংগঠন। ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত এটা অবৈধভাবে টিকে ছিল এবং আধা রহস্যাবৃত অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছিল। ঐ বছর সংগঠনটি গুপ্তাবস্থা থেকে বেরিয়ে এসেছিল কিন্তু কিছু কিছু গোপন পদ্ধতি রক্ষা করে চলছিল। শ্রমিক নায়কবৃন্দ সমবায়ের মাধ্যমে শ্রমিকদের মুক্তি অর্জনকে লক্ষ্য করেছিলেন। সদস্য পদ বাছ-বিচারহীন ভাবে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের সকলের জন্যেই খোলা ছিল, জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই এর সদস্য হতে পারত। ১৮৮০ সালে এই সংগঠনের কার্যাবলী চরম পর্যায়ে পৌঁছায় যখন জনসাধারণের চাপে নায়কবৃন্দের দল একটি ব্যাপক ধর্মঘট আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সেই সময় এই পার্টির সদস্য সংখ্যা ছিল ৭০০০০০ লক্ষেরও ওপর ৬০,০০০ হাজার নিগ্রো সহ। যাই হোক নেতৃবৃন্দের সুবিধাবাদী চিন্তা ধারার জন্যে, যে নেতৃবৃন্দ বিপ্লবী শ্রেণী সংগ্রামের বিরোধী, জনসাধারণের মধ্যে এই পার্টির ভাবমূর্তি ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হয়ে গেল এবং ১৮৯০ সালের শেষ দিকে এই পার্টির ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। পৃঃ ৪৫

২৬। *লাসালপন্থী*—জার্মান শ্রমিকদের সাধারণ সংগঠনের সদস্যবৃন্দ, প্রখ্যাত জার্মান সমাজতান্ত্রিক ফার্ডিনাণ্ড লাসাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৩ সালে। শ্রমিকদের নিয়ে বিস্তৃত আকারে রাজনৈতিক পার্টি সংগঠন নিঃসন্দেহে জার্মানীতে শ্রমিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে একটি পদক্ষেপস্বরূপ। লাসাল এবং তার অনুগামীরা অবশ্য প্রধান প্রধান তত্ত্বগত ও রাজনৈতিক প্রশ্নে একটি সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করতেন। তাঁরা সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্যে প্রুশীয় রাষ্ট্রকে কাজে লাগান সম্ভব বলে বিবেচনা করতেন এবং এই কাজ করার আশা পোষণ করতেন ঐ রাষ্ট্রের সহায়তায় উৎপাদকদের সমবায় প্রতিষ্ঠা করে। তাঁর প্রুশীয় সরকারের প্রধান বিসমার্কের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার চেষ্টা করেছিলেন মার্কস ও এঙ্গেলস যথাযথভাবেই এই কথা উল্লেখ করে তীব্র সমালোচনা করে বলেছিলেন, "বেশ কয়েক বছর ধরে ওরা প্রোলেতারিয়েতদের সংগঠনে বাধাস্বরূপ ছিল এবং সমাপ্ত হয়েছিল শুধুমাত্র পুলিশের হাতের পুতুল হয়ে।"

শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতি এবং অধিকতর সরকারী নির্যাতনের ফলে জার্মান শ্রমিকদের সাধারণ সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হল মার্কসবাদী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির সঙ্গে যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন উইলহেলম লিবকনেখট ও আগস্ট বেবেল। এটা সংঘটিত হয়েছিল ১৮৭৫ সালের গোথা কংগ্রেসে যখন জার্মানীর সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়। এই নতুন পার্টিতে লাসাল অনুগামীরাই ছিলেন সুবিধাবাদী গোষ্ঠী। পৃঃ ৪৭

২৭। এফ. মেহরিং কৃত "দ্য হিস্টরী অফ জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাসি" প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। পৃঃ ৪৯

২৮। লেনিন এখানে সোর্জে'র কাছে মার্কসের ১৮৭১ সালের ১১শে সেপ্টেম্বর তারিখের লেখা চিঠির উল্লেখ করেছেন। পৃ: ৪১

২৯। *বার্নস্তেইনের মতবাদ*—আন্তর্জাতিক সোশ্যাল ডেমোক্রাসির মধ্যে একটি মার্কসবাদ বিরোধী গোষ্ঠী যার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল জার্মানীতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে। এরা নাম সংগ্রহ করেছিল সুবিধাবাদী জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাট এডুয়ার্ড বার্নস্তেইনের কাছ থেকে। এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর বার্নস্তেইন খোলাখুলি ভাবে এমত অভিমত প্রচার করতে শুরু করলেন যাকে বুর্জোয়া উদারনৈতিকতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মার্কসের বিপ্লবী শিক্ষার সংশোধন বোঝায় (তাঁর প্রবন্ধ "প্রবলেমস্ অফ সোশ্যালিজম" এবং তাঁর পুস্তক "দ্য প্রেমিসেস অফ সোশ্যালিজম এণ্ড দ্য টাস্কস অফ সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি" দেখুন) এবং সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিকে সামাজিক সংস্কারপন্থী একটি পাতি-বুর্জোয়া পার্টিতে পরিণত করতে চেষ্টা করেছেন। পৃ: ৫০

৩০। জাহাজী কারবার অনুদানের প্রশ্নে জার্মান রাইখস্টাগের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক গোষ্ঠীর মধ্যে মতদ্বৈধতায় প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৮৪ সালের শেষে রাইখচ্যান্সেলার বিসমার্ক ঔপনিবেশিক প্রসারের জার্মান নীতির স্বার্থে দাবী করেছিলেন রাইখস্ট্যাগ যেন ব্যক্তিগত মালিকানার সংস্থাগুলোকে পূর্ব এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকাতে জাহাজী কারবার প্রতিষ্ঠা করতে সরকারী অনুদান অনুমোদন করে। রাইখস্ট্যাগে যখন প্রশ্নটি আলোচিত হল সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক গোষ্ঠীর দক্ষিণপন্থী অংশ পূর্ব এশিয়ায় ও অস্ট্রেলিয়ায় কারবার খোলার পক্ষে ভোট দেয় এবং এই শর্তের ওপর জোর দেয় যে এইসব দেশের সঙ্গে জাহাজী কারবার করতে হলে জার্মানীর জাহাজ নির্মাণ কারখানার তৈরি নতুন জাহাজ ব্যবহার করতে হবে। রাইখস্ট্যাগ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং একমাত্র তখনই সমগ্র গোষ্ঠীকে সর্ব প্রকার অনুদানের বিপক্ষে ভোট দেয়।

১৮৮৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সোর্জে'র কাছে লেখা চিঠিতে এঙ্গেলস সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক গোষ্ঠীর সুবিধাবাদী দক্ষিণপন্থী অংশটির নিন্দা করেছেন। পৃ: ৫১

৩১। *সম্ভাব্যতাবাদী*—পাতিবুর্জোয়া ধারার অনুগামী যা উদ্ভূত হয়েছিল ১৮৮০ সালে ফরাসী শ্রমজীবী আন্দোলনের শ্রেণীর মধ্য দিয়ে। এদের নেতা ছিলেন বি. ম্যালন ও পি. ব্রাউস। সম্ভাব্যতাবাদীরা প্রোলেতারিয়েতের বিপ্লবী পার্টির বিরোধী ছিলেন, তাঁরা শ্রমিকদের আহ্বান জানিয়েছিলেন বিপ্লবী সংগ্রাম শুরু না করার জন্যে এবং তাঁদের ধারণা ছিল পৌরসভার সহায়তায় ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রে রূপান্তর সম্ভব। কার্যক্ষেত্রে সুবিধাবাদ অনুসরণ করাই হল এর কারণ। তাঁদের সম্ভাবতার নীতি, যাকে গেসডি বিদ্রূপাত্মকভাবে বলেছেন সম্ভাব্যতাবাদী। ১৮৮০ সালের শেষ নাগাদ তাঁরা বিশেষ করে অন্যান্য দেশের সুবিধাবাদী উপাদানের সহায়তায় এবং হিণ্ডম্যানের সাহায্যে (ব্রিটিশ এস. ডি. এফ) আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনের নেতৃত্ব লাভের চেষ্টা করেছিলেন। অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক সংগঠন সম্ভাব্যতাবাদীদের নেতৃত্ব মানতে অস্বীকার করল এবং মার্কসবাদী কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করল প্যারিসে ১৮৮৯ সালের ১৭ই জুলাই থেকে ২০শে জুলাই পর্যন্ত। এই কংগ্রেসই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অস্তিত্বের সূচনা করল। পৃঃ ৫১

৩২। *বাকুনিনপন্থী*—নৈরাজ্যবাদী বাকুনিনের সমর্থকবৃন্দ, আন্তর্জাতিক শ্রমজীবীদের সঙ্গে যোগদান করার পর (প্রথম আন্তর্জাতিক) যা ১৮৬৪ সালে মার্কস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়, বাকুনিন আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনকে বানচাল করে দিতে চেষ্টা করেছিলেন মার্কসবাদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালিয়ে এবং প্রথম আন্তর্জাতিকের সঙ্গে তাঁর নিজস্ব সন্ত্রাসবাদীদের মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করে। হেগ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের দ্বারা (১৮৭২) বাকুনিন ও তাঁর অনুগামীরা প্রথম আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল। পৃঃ ৫২

৩৩। *বিপ্লবী সিণ্ডিক্যালিজমতবাদ*—একটি পাতি-বুর্জোয়া আধা-নৈরাজ্যবাদী গোষ্ঠী যারা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে পশ্চিম ইউরোপের বেশ কিছু সংখ্যক রাষ্ট্রে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সিণ্ডিক্যালবাদীদের ধারণা শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রামে জড়িত থাকার কোন প্রয়োজন নেই, তাঁরা শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনকে

পার্টির বিশিষ্ট ভূমিকার নিন্দা করলেন প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বেরও নিন্দা করলেন; তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে একটি সাধারণ ধর্মঘট সংগঠন করে ট্রেড ইউনিয়নগুলো (ফ্রান্সে সিণ্ডিকেট) বিপ্লব ছাড়াই পুঁজিবাদকে উৎখাত করতে পারে এবং উৎপাদনকে নিজের হাতে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ১৯১৭ সালে লেনিন লিখেছিলেন "সিণ্ডিক্যাল মতবাদ" হয় বিপ্লবী প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বকে বর্জন করে আর তা না হলে দায়িত্ব দেয় পেছনের সারিতে সাধারণ-ভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে এ যা করে থাকে। আমরা অবশ্য এটাকে সামনে তুলে ধরি।" লেনিন উল্লেখ করেছিলেন যে "বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিপ্লবী সিণ্ডিক্যাল মতবাদ হল সুবিধাবাদ, সংস্কারবাদ ও পার্লা-মেন্টারী নির্বুদ্ধিতার প্রত্যক্ষ ও অবশ্যম্ভাবী ফল।" পৃঃ ৫৬

৩৪। মার্কস ও এঙ্গেলস, *নির্বাচিত রচনাবলী* দেখুন, খণ্ড ৩, মস্কো, ১৯৭০, পৃঃ ২৭। পৃঃ ৫৭

৩৫। *ক্যাডেট*—নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক পার্টির সদস্যবৃন্দ, রাশিয়ার উদার-নৈতিক রাজতন্ত্রী বুর্জোয়াদের মুখ্য পার্টি যার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯০৫ সালের অক্টোবরে। ক্যাডেটরা ওদের পার্টিকে বলত "গণমুক্তি" পার্টি। প্রকৃতপক্ষে অবশ্য ওরা স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে একটা সমঝোতা করে ফেলতে চেয়েছিল। ওদের লক্ষ্য ছিল নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের আকারে জারতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখা।

১৯১৪-১৮ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ওরা দাবী করেছিল "যুদ্ধকে জয়লাভে সমাপ্ত করতে হবে।" ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর ওরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী ও পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের মেনশেভিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একটা জোট পাকাল এবং এর ফলে বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকারে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করল। সেখানে ওরা একটা প্রতিবিপ্লবী জনবিরোধী নীতি অনুসরণ করতে লাগল। মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর ওরা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের অনুচর ও ভাড়াটেদের ভূমিকা পালন করল এবং সক্রিয়ভাবে রাশিয়ার প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে সংগঠিত করতে চেষ্টা করল। লেনিন ক্যাডেট পার্টি'কে বলতেন সারা রাশিয়ার প্রতিবিপ্লবের সদর দপ্তর। পৃঃ ৫৭

৩৬। *ডেকাজেভিল ধর্মঘট*—১৮৮৬ সালের জানুয়ারীতে ডেকাজেভিলে সংঘটিত ফরাসী খনি-কর্মীদের ধর্মঘট যাকে সরকারী সৈন্যের দ্বারা দমন করা হয়। চেম্বার অফ ডেপুটিতে আমূল সংস্কারবাদীসহ বুর্জোয়া প্রতিনিধিরাও ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে সরকারের দমন পীড়নমূলক নীতির সমর্থনে এগিয়ে আসেন। যার ফলে শ্রমিকদের ডেপুটিরা আমূল সংস্কারবাদীদের ত্যাগ করেন এবং একটি স্বতন্ত্র শ্রমিকদল গঠন করেন। পৃঃ ৫৮

৩৭। *ডুমা*—জারতন্ত্রী রাশিয়াতে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সভা। সাধারণ-ভাবে এটা ছিল একটা আইন পরিষদ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর কোন ক্ষমতা ছিল না। ডুমার নির্বাচন প্রত্যক্ষ ছিল না, ক্ষমতাপূর্ণ ছিল না ও সার্বজনীনও ছিল না। শ্রমজীবী শ্রেণীর এবং রাশিয়ায় বসবাসকারী অ-রুশ জাতিদের নির্বাচনী অধিকার ছিল অত্যন্ত সংকুচিত। বিশাল সংখ্যক শ্রমিক ও কৃষকের কোন ভোটাধিকার ছিল না। ডুমার ডেপুটিদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন জমিদার ও পুঁজিপতি। পৃঃ ৬১

৩৮। স্টুটগার্ট কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহকে এই পুস্তকে উল্লেখ করা হয় নি। পৃঃ ৬৪

৩৯। *আর. এস. ডি. এল. পি র স্টকহলম কংগ্রেস*—আর. এস. ডি. এল. পি-র চতুর্থ (ঐক্য) কংগ্রেস যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল স্টকহলমে ১৯০৬ সালের এপ্রিল-মে মাসে, ঐ কংগ্রেসে কৃষি সমস্যা, বর্তমান পরিস্থিতি ও ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে সমীক্ষার আলোচনা করা হয়। এই ঘটনার ফলে যে ১৯০৫ সালে মস্কোতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পর বলশেভিকদের ওপর চরম অত্যাচার চালান হয় এবং বহু বলশেভিক সংগঠনই কংগ্রেসে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনি, মেনশেভিকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে প্রমাণিত হল (সত্যি, একটি ছোট ব্যাপার)। এর থেকেই ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কেন কংগ্রেস বিভিন্ন বিষয়ে, ট্রেড ইউনিয়ন এবং কৃষি কর্মসূচী সম্পর্কিত বিষয় সহ মেনশেভিকদের সিদ্ধান্তগুলোকেই গ্রহণ করেছিল। পৃঃ ৬৭

৪০। *সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী (এস. আর.)*—রাশিয়ায় একটি পাতি বুর্জোয়া পার্টি যার উদ্ভব ঘটেছিল ১৯০১ সালের শেষ দিকে ও ১৯০২

সালের প্রথমে বিভিন্ন নারদনিকচক্র ও উপদলের মিলনের ফলে। ১৯০৫ সালে অনুষ্ঠিত এই পার্টি'র প্রথম কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচী গঠিত হয়েছিল প্রাচীন নারদীয় মতবাদ ও শোধনবাদী কায়দায় বিকৃত মার্কসবাদের মিশ্রণে। এস. আর. প্রোলেতারীয় ও ক্ষুদ্র মালিকের মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্য লক্ষ্য করেন নি, তাদের চোখে পড়েছিল কৃষককুলের মধ্যেকার শ্রেণীগত বিরোধ এবং প্রোলে-তারিয়েতের একনায়কত্বের ধারণা ও বিপ্লবে প্রোলেতারিয়েতের প্রধান ভূমিকাকে বর্জন করেছিলেন। এস. আর. কর্তৃক উপস্থাপিত কৃষক আন্দোলনের প্রচলিত কথাই ছিল এই উদ্ভট দাবী পুঁজিবাদের অধীনে ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপের মাধ্যমে "ভূমির সামাজিকীকরণ" এবং "শ্রমনীতি"র ভিত্তিতে গ্রাম্য কমিউনের হাতে ভূমির হস্তান্তর এবং সমান অধিকারসম্পন্ন দখলীসত্ব (অর্থাৎ সেই পরিমাণ জমি প্রতিটি কৃষক পরিবারকে বন্টন করতে হবে যেখানে ওরা ভাড়াটে শ্রমিক নিয়োগ না করে চাষ-আবাদ করতে পারে)। এস. আর. সক্রিয় "নায়কদের" ও নিষ্ক্রিয় "জনতার" ভাবমুখী চিন্তার প্রচার করেছিলেন এবং ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের কৌশলকে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রধান উপায় বলে বিবেচনা করেছিলেন। এর দ্বারা তাঁরা ব্যাপক বিপ্লবী গণ-আন্দোলনের প্রচুর ক্ষতি করেছিলেন। ১৯০৫-০৭ সালের বিপ্লবের সময় এস. আর.-দের অবস্থাটা ছিল বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের মত। দক্ষিণপন্থী এস. আর. আধা ক্যাডেটদের ক্রদোভিক জনপ্রিয় সমাজতান্ত্রিক পার্টি খাড়া করেছিল এবং ১৯০৬ সালে ক্যাডেটদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এস. আর. সোশ্যাল-শভিনিস্ট নীতি অনুসরণ করেছিল। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সাফল্যের পর তাদের পার্টি'র মধ্যে তিনটি উপদলের সৃষ্টি হল যেমন দক্ষিণ-পন্থী, যাদের নেতৃত্বে ছিলেন ওরাই. ব্রেসকো-ব্রেসকভস্কায়া এবং কেরেনস্কি, মধ্যপন্থী, যাদের নেতৃত্বে ছিলেন ভি. চেরনভ এবং বামপন্থা, যাদের নেতৃত্বে ছিলেন এম. স্পিরিদোনোভা। দক্ষিণপন্থী ও মধ্যপন্থী নেতৃবর্গ বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকারের সদস্য হলেন যে

পদাধিকার বলে তাঁরা ক্যাডেট নীতিকে সমর্থন করেছিলেন এবং কর্নিলভ বিদ্রোহ সংগঠনে অংশগ্রহণ করেছিলেন রাশিয়াতে সামরিক-রাজতন্ত্রী একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে। স্পিরিদোনোর নেতৃত্বে বামপন্থীরা ১৯১৭ সালের ডিসেম্বরে বামপন্থী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীদের নিয়ে একটি স্বতন্ত্র পার্টি গঠন করলেন। অক্টোবর মাসের মহান বিপ্লবের সাফল্যের পর এস. আর. নিজেদের নিয়োগ করলেন প্রতিবিপ্লবী ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে এবং সমর্থন করতে থাকলেন হস্তক্ষেপকারীদের এবং সহযোগিতা করতে লাগলেন শ্বেতরক্ষী সরকারের সঙ্গে যারা ছিল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের অনুচর। হস্তক্ষেপ যখন দমন করা হল তখন এস. আর. সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তার কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে লাগলেন দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশে শ্বেতরক্ষী সমর্থকদের মধ্যে। কৃষক জনতার মধ্যে প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে বামপন্থী এস. আর. প্রথম সোভিয়েত সরকারে যোগ দেন ১৯১৭ সালের নভেম্বরে কিন্তু ব্রেস্ট শান্তিচুক্তি অনুমোদনের পর গণ-কমিশারগুলোর সভা থেকে সরে আসেন। ১৯১৮ সালের গ্রীষ্মে ওরা একটা বিদ্রোহ সংগঠিত করে যার লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে যুদ্ধের উস্কানী দেওয়া এবং সোভিয়েত সরকারের পতন ঘটানো। এই বিদ্রোহ দমন করার পর বামপন্থী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীদের পার্টি ভেঙে যেতে শুরু করে। পৃঃ ৬৭

৪১। *লণ্ডন কংগ্রেস*—আর.এস.ডি.এল.পি.-র পঞ্চম কংগ্রেসের অধিবেশন বসে লণ্ডনে ১৯০৭ সালের ৩০শে এপ্রিল থেকে ১৯শে মে পর্যন্ত (১৩ই মে এবং পয়লা জুন)। কংগ্রেস নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আলোচনা করেছিল: বুর্জোয়া পার্টিসমূহের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী, "শ্রমিক কংগ্রেস" ও পার্টি বহির্ভূত শ্রমিক সংগঠনসমূহ, ট্রেড ইউনিয়নসমূহ ও পার্টি এবং অন্যান্য বিষয়। কংগ্রেসের মধ্যে বলশেভিকরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল যারা নীতি বিষয়ক সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে বলশেভিক প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কিত প্রস্তাবে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই কংগ্রেস, পার্টি সেল ও ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সক্রিয় সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীদের স্মরণ

করিয়ে দিচ্ছে তাদের মধ্যেকার প্রাথমিক কর্তব্যসমূহের একটিকে যেমন ট্রেড ইউনিয়নসমূহ কর্তৃক সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির আদর্শগত নেতৃত্বকে মেনে নেওয়ার জন্যে কাজ করা এবং এর সঙ্গে সাংগঠনিক যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করা এবং স্থানীয় অনুকূল পরিস্থিতিতে একে কার্যকরী করার প্রয়োজনীয়তাকে। পৃঃ ৬৭

৪২। ১৯১৩ সালের ১০ই থেকে ২৫শে এপ্রিল (২৩শে এপ্রিল—৮ই মে) স্টকহলমে অনুষ্ঠিত আর. এস. ডি. এল. পি-র চতুর্থ কংগ্রেস সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। পৃঃ ৭২

৪৩। ১৮৯৩ সালের ১৮ই জানুয়ারী তারিখ সম্বলিত সোর্জের কাছে লেখা এঙ্গেলসের চিঠি দেখুন। পৃঃ ৭৩,

৪৪। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, "দ্য হাউসিং কোয়েশ্চেন" দেখুন, মস্কো, ১৯৭০ পৃঃ ৬৪। পৃঃ ৭৪

৪৫। ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে আর. এস. ডি. এল. পি.-র কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত *প্রোলেতারির* ২১নং সংখ্যায়, ১৩ই ফেব্রুয়ারী (২৬) ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হয়।

পার্টি সদস্যদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলোতে পার্টির গোষ্ঠী গড়ে তুলতে এবং এর মধ্যে থেকেই স্থানীয় পার্টি কমিটির নির্দেশ মত কাজ করে যেতে। যদি পুলিশী নির্যাতনের ফলে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন করা অসম্ভব হয় অথবা বাতিল সংস্থাগুলোর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না হয়, সেই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব হল ওদের মধ্যে পার্টির গোষ্ঠী ও ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে অবৈধভাবে সংগঠিত করা। পৃঃ ৭৮

৪৬। ১৯০৭ সালের ১৮ই থেকে ২৪শে আগস্ট স্টুটগার্টে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। পৃঃ ৭৯

৪৭। *জাস্টিস*—একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা, ১৮৮৪ সালে লণ্ডনে যার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় মুখপত্র হিসাবে। ১৯১১ সালে এই পত্রিকা ব্রিটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টির মুখপত্রে পরিণত হয়। যখন সমাজতন্ত্রী সমরবাদী সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশটি ১৯১৬ সালে বি. এস. পি. ত্যাগ করে তখন "জাস্টিস" তাদের

মুখপত্রে পরিণত হয় এবং ১৯২৫ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। "দি কল" বি. এস. পি.-র অনুমোদিত মুখপত্রে পরিণত হয়। পৃঃ ৮৮

৪৮। *"দ্য লেবার লীডার"*—১৮৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। এই পত্রিকা ১৮৯৩ সালে স্বতন্ত্র শ্রমিক পার্টির মুখপত্রে পরিণত হয়। ১৯২২ সালে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় "দ্য নিউ লীডার" যা ১৯৪৬ সালে রূপান্তরিত হয় "দ্য সোশ্যালিস্ট লীডার" নামে। পৃঃ ৮৮

৪৯। *স্বতন্ত্র শ্রমিক পার্টি ( আই. এল. পি. )*—একটি সংস্কারবাদী সংগঠন, যেমন কীর হার্ডি ও র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড সহ "নতুন ট্রেড ইউ-নিয়নে"র নেতৃবৃন্দের দ্বারা ১৮৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনীতি-গতভাবে বুর্জোয়া পার্টিগুলোর সঙ্গে সম্পর্কহীন এই দাবী করে আই. এল. পি. নেতৃবৃন্দ প্রকৃতপক্ষে শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনে উদার-নৈতিকতাবাদী নীতিকেই অনুসরণ করেছেন। ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আই. এল. পি. যুদ্ধ বিরোধী একটি ইস্তেহার প্রকাশ করেন ( ১৯১৪ সালের ১৪ই আগস্ট )। যাই হোক ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে আঁতাতভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের লণ্ডনে অনুষ্ঠিত সমাজতন্ত্রীদের অধিবেশনে সোশ্যাল-শভিনিস্ট প্রস্তাবটিকে সমর্থন করা হয়। তারপর থেকেই আই. এল. পি.-র নেতৃবৃন্দ শান্তিবাদী বুলি আউড়ে আসছেন প্রকৃতপক্ষে যা একটা সোশ্যাল-শভিনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গী, তাকে আড়াল করার জন্যে। ১৯১৯ সালে যখন কমিন্টার্ণ প্রতিষ্ঠিত হল তখন আই. এল. পি. জনগণের চাপের কাছে নতি স্বীকার করল এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক থেকে সরে এল। ১৯২১ সালে এই আই. এল. পি. তথাকথিত আড়াই আন্তর্জাতিকে যোগ দিল কিন্তু শেষোক্তটি ভেঙ্গে যাবার পর ফিরে এল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে। ১৯২১ সালের মার্চ মাসে আই. এল. পি.-র বামপন্থী অংশটি পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করল এবং নতুন গড়ে ওঠা গ্রেট বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিল। ১৯৩১ সালে আই.এল.পি.-র নেতৃবৃন্দের মধ্যে ম্যাকডোনাল্ড ও স্নোডেন পার্টি ত্যাগ করেন ওরা "জাতীয়" ( রক্ষণশীল ) সরকারে যোগ দেবার পর। পৃঃ ৮৮

৫০। ভি. আই. লেনিন রচিত "১৯০৫-০৭ সালের রুশ বিপ্লবে সোশ্যাল-

ডেমোক্রাটদের কৃষি কর্মসূচী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। (*সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ১৩, পৃঃ ২৪২-৭৬ দেখুন)। পৃঃ ৯১

৫১। ১৯০৫ সালের শেষে পারস্যে একটি বিপ্লব সংঘটিত হয়। শহরাঞ্চলের গরীব, শ্রমিক, বুর্জোয়াদের প্রগতিশীল অংশ এবং অধিবাসীদের ভিন্ন ভিন্ন স্তর স্বৈরাচারী শা সরকারের বিরুদ্ধে জেগে ওঠে, যে সরকার জনসাধারণকে চরম দুরবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল এবং দেশকে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে ফেলেছিল। ক্রমবর্ধমান বিপ্লবী আন্দোলনের ফলে ১৯০৬ সালে শা একটি শাসনতন্ত্র অনুমোদন করতে এবং মজলিশের অধিবেশন আহ্বান করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

১৯০৭ সালের আগস্টে রাশিয়ার জার সরকার ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন রুশ ও ব্রিটিশ প্রভাবযুক্ত অঞ্চলরূপে পারস্যকে ভাগাভাগি করে নিতে। ১৯০৮ সালের জুন মাসে একটি প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় কর্নেল লিয়াকভের নেতৃত্বে তেহরানে অবস্থিত রুশ কসাক বাহিনীর দ্বারা. এই লিয়াকভের যোগাযোগ ছিল শা-এর সঙ্গে। মজলিশ ভবনের ওপর কামানের গোলা নিক্ষেপ করা হয় এবং কিছু কিছু ডেপুটিকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। লিয়াকভকে তেহরানের সামরিক প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়।

যাই হোক গণ-আন্দোলন চলতে থাকল। বিপ্লবী সৈন্যদল তাব্রিজ ও রেস্ট দখল করল এবং ১৯০৯ সালের জুলাই মাসে তেহরানে প্রবেশ করল, লিয়াকভের কসাকদের পরাজিত করল এবং শা মোহাম্মদ আলীকে নির্বাসিত করল। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অবশ্য পারস্যের বড় বড় বুর্জোয়া ও জমিদারদের হাতে চলে গেল যারা বিপ্লবকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল।

১৯১১ সালের শেষ দিকে রুশ সৈন্যদল আজারবাইজান, গিলান ও খোরাসান দখল করল এবং ব্রিটিশ সৈন্য দক্ষিণ পারস্যে অবতরণ করল। বিপ্লবী জনসাধারণকে নির্মমভাবে দমন করা হল। বিপ্লবের অর্জিত সাফল্য মুছে গেল, শা-এর রাজত্ব ও সামন্ত প্রভুরা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। পৃঃ ৯৪

৪২। *কৃষ্ণ শত*—জারের অনুগত পুলিশের দ্বারা সংগঠিত রাজতন্ত্রী গুণ্ডা-বাহিনী বিপ্লবী আন্দোলন প্রতিরোধের কাজে নিযুক্ত হয়েছিল। ওরা বিপ্লবীদের গোপনে হত্যা করত, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের আক্রমণ করত এবং ইহুদি বিরোধী নিধন কার্য সংগঠিত করত। পৃঃ ১৫

৪৩। ঐক্য ও প্রগতি পার্টির সদস্যবৃন্দ এবং তরুণ তুর্কীদের নেতৃত্বে বিপ্লবের উল্লেখ করা হয়েছে, যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে। ঐক্য ও প্রগতি পার্টি, যারা সদ্য জেগে ওঠা তুর্কী বুর্জোয়াদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করত তারা সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল এবং তুরস্ককে কেন্দ্রীভূত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যে কাজ করেছিল। পৃঃ ১৫

৪৪। সংঘটিত বিপ্লবের দ্বারা যা দূরীভূত হয়েছিল, দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ সেই ১৮৭৬ সালের শাসনতন্ত্রকেই পুনঃ প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করলেন যা প্রকৃতপক্ষে ১৮৭৮ সালে বাতিল করা হয়েছিল যখন সুলতানের আদেশে পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া হয়। পৃঃ ১৫

৪৫। *"হ্যুমানিতে"*—ফরাসী সমাজতান্ত্রিক পার্টির মুখপত্র হিসাবে দৈনিক পত্রিকারূপে ১৯০৪ সালে জিন জরেস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পত্রিকাটি নিয়ন্ত্রিত হত চরম দক্ষিণপন্থী সমাজতান্ত্রিক পার্টির দ্বারা এবং এর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সোশ্যাল-শভিনিস্ট। টুর-কংগ্রেসে (১৯২০ সালের ডিসেম্বরে) সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিতে ফাটল ধরার পরই এবং ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হবার পর পত্রিকাটি পার্টির মুখপত্রে পরিণত হয়। এটা প্যারিস থেকে প্রকাশিত হতে থাকে এবং এখন ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র। পৃঃ ১৮

৪৬। *১৮৪৮ সালের জুনের কসাইবৃন্দ*—ক্যাভেইগনাক এবং অন্যান্য ফরাসী নেতৃবৃন্দ যারা ১৮৪৮ সালের জুন মাসে প্যারিস শ্রমিকদের বিদ্রোহকে চরম নৃশংসতার দ্বারা দমন করেছিলেন।

*গ্যালিফেৎ*—এই ফরাসী সেনাপতি যিনি প্যারিসের শ্রমিক ও প্যারি কমিউনের রক্ষকদের নির্মম দমনকার্য পরিচালনা করেছিলেন ১৮৭১ সালের মে মাসে। পৃঃ ১৯

৫৭। *আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক ব্যুরো ( আই. এস. বি. )*—১৯০০ সালে অনুষ্ঠিত প্যারিস কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের ফলে প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কার্যনির্বাহক কমিটি। ১৯০৫ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত ভি. আই. লেনিন, আই. এস. বি.-র একজন সদস্য ছিলেন রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি'র প্রতিনিধি হিসাবে। ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আই. এস. বি. একটি সোশ্যাল-শভিনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে এবং সমাজতান্ত্রিক পার্টি'গুলোর সুবিধাবাদী উপাদানসমূহের জমায়েত কেন্দ্রে পরিণত হয়। পৃঃ ১০৬

৫৮। এঙ্গেলস ১৮৯১ সালের ১০ই জুন, ১২ই মে এবং ১৮৯৪ সালের ১০ই নভেম্বর তারিখে সোর্জে'র কাছে লেখা চিঠিতে বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সংকীর্ণ চরিত্র সম্পর্কে লিখেছিলেন। পৃঃ ১১৭

৫৯। ১৩ই এপ্রিল (২৬) ১৯১১ সালে কারখানা ডাক্তার ও শিল্প প্রতিনিধিদের দ্বিতীয় সারা রাশিয়া কংগ্রেসে ট্রেড ইউনিয়ন (শ্রমিকদের) প্রতিনিধিদের অধিবেশন শুরু হবার পূর্বমুহূর্তে জার সরকারের আদেশে গ্রেপ্তার করা হয়। পৃঃ ১২১

৬০। *"ছোট ভাই"*—জনসাধারণ। জারতন্ত্রী রাশিয়ার উদারমতাবলম্বী সাহিত্যের একটি শব্দ। পৃঃ ১২২

৬১। *ব্রেন্টানো মতবাদ*—বুর্জোয়াদের দ্বারা মার্কসবাদের বিকৃতির একটি রূপ। এই নামকরণ হয়েছিল জার্মান বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ব্রেন্টানোর নাম অনুসারে, যিনি ছিলেন রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের একজন প্রবক্তা। তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে পুঁজিবাদের অধীনে সামাজিক সাম্য অর্জিত হ'তে পারে সংস্কার সাধন করে শ্রমিক ও পুঁজিপতিদের স্বার্থের মধ্যে আপস মীমাংসা করে। পৃঃ ১১৬

৬২। *ব্রিটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টি* (বি.এস.পি.)—১৯১১ সালে ম্যানচেস্টারে প্রতিষ্ঠিত হয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীসমূহের মিলনের ফলে। এদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন, হিণ্ডম্যান, হ্যারি কোয়েল্চ এবং টম ম্যান। বি. এস. পি. মার্কসবাদী চিন্তাধারা অনুযায়ী প্রচারকার্য চালিয়ে যায়। অবশ্য

এর স্বল্প সংখ্যক সদস্য এবং জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতা একে কিছুটা সংকীর্ণ চরিত্র সম্পন্ন করে তুলেছিল।

১৯১৪-১৮ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পার্টি'র মধ্যে তিনটি গোষ্ঠী ছিল: সোশ্যাল-শভিনিস্ট, মধ্যপন্থী এবং আন্তর্জাতিকতাবাদী। হিণ্ডম্যানের নেতৃত্বে সোশ্যাল-শভিনিস্ট গোষ্ঠী, ১৯১৬ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত বি. এস. পি. অধিবেশনে সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়ার জন্যে পার্টি' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু বি. এস. পি.-র বহু সদস্যই অবশ্য আন্তর্জাতিকতাবাদী গোষ্ঠীকেই সমর্থন করেছিলেন, এই আন্তর্জাতিকতাবাদী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছিলেন জন ম্যাকলীন, উইলিয়াম গ্যালাচার এবং অন্যান্যরা।

১৯১৮ সালের মার্চ মাসে বি. এস. পি. সম্মেলন রাশিয়ার মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে অভিনন্দন জানাল। বি. এস. পি. সদস্যবৃন্দ সোভিয়েত রাশিয়ার সমর্থনে এবং বিদেশী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করতে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯১৯ সালের এপ্রিলে ৮ম অধিবেশনের পর, পার্টি' সংগঠন প্রায় একবাক্যে (৯৮-৪ ভোটে) তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করল। সেই সঙ্গে বি. এস. পি. আলোচনা শুরু করল অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের সঙ্গে বৃটেনে একটিমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের ভিত্তি সম্পর্কে। ১৯২০ সালের জুলাই-এর শেষে এবং আগস্টের শুরুতে অনুষ্ঠিত প্রথম ঐক্য সম্মেলনে বি. এস. পি. শাখাসমূহের অধিকাংশই গ্রেট বৃটেনের সদ্য প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টি'র মধ্যে মিশে যায়। পৃ: ১৩৯

৬৩। ২৪ নং টীকা দেখুন। পৃ: ১৪২

৬৪। জার্মান কবি জর্জ হেরওয়েগ রচিত শ্রমিকদের গান থেকে উদ্ধৃত। রচনাকাল ১৮৬৪ সাল। পৃ: ১৫০

৬৫। *প্রাভদায়* প্রকাশিত এই অনুচ্ছেদে একটি ছত্র ছাপা হয় নি বলে অনুমিত হয়। লেনিন কর্তৃক বিশ্লেষিত খসড়া প্রস্তাবটিতে বলা হয়েছিল *ডেইলী হেরাল্ড* ও *ডেইলী সিটিজেন*-এর বিজ্ঞাপন ঝুলিয়ে দিতে যা ছিল সুবিধাবাদীদের হাতে, পার্টি' সংগঠনের দ্বারা অধিকৃত ভবনের ওপর।

ডেইলী হেরাল্ড লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১২ সালে। বেশ কয়েকটি সংখ্যায় এর নীতি বি. এস. পি. নীতির সমগোত্রীয় ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এটা এক সময় শ্রমিক পার্টি'র টি. ইউ. সি.-র মুখপত্রে পরিণত হয়। পত্রিকাটি এখন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে একটি পুঁজিবাদী সংস্থার দ্বারা, আশা করা যায় এর নীতি শ্রমিক আন্দোলনের অনুকূল হবে। পৃঃ ১৫৩

৬৬ লেনিনের মনে এই ধারণা ছিল: "আধুনিক রাষ্ট্রের প্রশাসক হল সমগ্র বুর্জোয়াদের সাধারণ ব্যবস্থাবলী পরিচালনার জন্যে একটি কমিটিমাত্র" ( মার্কস ও এঙ্গেলস রচিত *কমিউনিস্ট পার্টির ইশ্‌তেহার* দেখুন, মস্কো, ১৯৬৯, পৃঃ ৫১ ) পৃঃ ১৬৭

৬৭। *রাষ্ট্রীয় পরামর্শ সভা*—জারতন্ত্রী রাশিয়ার একটি পরামর্শ সভা, জার এর সদস্য নিযুক্ত করতেন। এই পরামর্শ সভা গঠিত হত প্রধানতঃ বড় বড় জমিদার ও জার অনুগামী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিয়ে। পৃঃ ১৬৭

৬৮। *রেচ* ( বক্তৃতা ) এবং *সোভরেমেনকা*—সোভরেমেনোয়েস্লোভো এই কথাটির সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ ( সমকালীন শব্দ ), এটা ছিল ক্যাডেটদের সংবাদপত্র। পৃঃ ১৭৪

৬৯। ১৯০৭ সালে হেগে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সম্মেলন প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৯৯-এর প্রথম হেগ সম্মেলনের মত এই সম্মেলনেও বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী সরকারের প্রতিনিধি, জারতন্ত্রী রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জর্মানী ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন। এই সম্মেলন কতকগুলো আন্তর্জাতিক প্রথার অনুমোদন করেন—স্থলযুদ্ধের নীতি ও প্রথা সম্পর্কে এবং নিরপেক্ষ শক্তিগুলোর অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে। পৃঃ ১৮৫

৭০। *কিট কিটাইচ* ( রুশ ভাষায় তিমিকে বলে "কিট" )—অস্ত্রোভস্কির "সোলডারিং এ্যাবাদার্স ট্রাবলস" নামক নাটকে একটি ধনী ব্যবসায়ীর ডাক নাম টিট টিটাইচ। লেনিন পুঁজিপতি ধনকুবেরদের এই নাম দিয়েছেন।

গুচকভ—একজন বৃহৎ পুঁজিপতি এবং অক্টোব্রিস্ট পার্টি'র নেতা। পৃঃ ১৯০

৭১। রোদিচেভ—রুশ উদারনৈতিক ও ক্যাডেট পার্টি'র সদস্য। পৃঃ ১৯১

৭২। ১৯০৩ সালের আইন অনুযায়ী আয়ারল্যাণ্ডে যে সংস্কার সাধিত হয় সেই প্রসংগে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সংস্কারের মূল কথা ছিল এই যে আইরিশ গরীব প্রজারা যে জমির ভাড়া দিত সেই জমি ওরা রাষ্ট্রের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে জমিদারদের কাছ থেকে কিনবে। এই সংস্কারের ফলে আইরিশ প্রজাদের পক্ষে বিশাল অংকের অর্থ জমিদারদের প্রদান করতে হল। পৃঃ ১৯৬

৭৩। "ব্রিটিশ উদারনৈতিকবৃন্দ ও আয়ারল্যাণ্ড" নামক প্রবন্ধের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। পৃঃ ১৯৮

৭৪। The Sozialistische Monatshefte (সমাজতান্ত্রিক মাসিক-পত্র)—জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যেকার সুবিধাবাদীদের পত্রিকা, বার্লিনে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৭ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত। পৃঃ ২১৮

৭৫। Nashe Dyelo (আমাদের উদ্দেশ্য)—মেনশেভিক অবলুপ্তিবাদীদের মাসিক পত্রিকা যা "নাশা জারিয়া" (আমাদের উষাকাল)-র পরিবর্তে ১৯১৫ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত পেত্রোগ্রাদ থেকে বৈধভাবে প্রকাশিত হয়; "নাশা জারিয়া" বন্ধ হয়েছিল ১৯১৪ সালের অক্টোবরে। রাশিয়াতে "নাশা দিয়েলো"কে ঘিরে অবলুপ্তিবাদী নেতৃত্ব গড়ে ওঠে। পৃঃ ২১৮

৭৬। Obshcho Dyelo-র অনুগামীবৃন্দ (সিরোকী সমাজতন্ত্রী হিসেবেও পরিচিত) বালগেরীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি'র সুবিধাবাদী ও সোশ্যাল-শভিনিস্ট মনোভাবাপন্ন অংশ। এরা Obshcho Dyelo (সাধারণ লক্ষ্য) নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করে।

Tesnyaki—বালগেরিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি'র মধ্যেকার একটি অংশ যা ১৯০৩ সালে পার্টি বিভক্ত হয়ে যাবার পর একটি স্বতন্ত্র বালগেরীয় শ্রমিকদের সমাজতান্ত্রিক পার্টি গঠন করে। এই পার্টি'র প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা ছিলেন দিমিত্রি ব্লাগোয়েভ। এই

Tesnyaki প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল, ১৯১৯ সালে ওরা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে যোগ দেয় বালগেরিয়া কমিউনিস্ট পার্টি নাম ধারণ করে। পৃঃ ২১৮

৭৭। ১৯১৫ সালের মে-জুন মাসে লেখা "দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বিপর্যয়" নামক প্রবন্ধে লেনিন সেই একই বিষয়ে বলছেন :

"বৃটেনে বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টি'র ⅓ অংশই আন্তর্জাতিকপন্থী (সর্বশেষ গণনায় দেখা যায় আন্তর্জাতিকতাবাদী প্রস্তাবের পক্ষে পড়েছে ৬৬টি ভোট আর বিপক্ষে ৮৪টি ভোট) অথচ সুবিধাবাদী গোষ্ঠীতে (শ্রমিক পার্টি + ফেবিয়ান + স্বতন্ত্র শ্রমিক পার্টি) আন্তর্জাতিকতাবাদীদের ⅐ অংশেরও কম" লেনিন প্রদত্ত সংখ্যা ৬৬ এবং ৮৪ আপাতদৃষ্টিতে উল্লেখ করে প্রতিনিধিবৃন্দের সমগ্র ভোট সংখ্যাকে যা প্রদত্ত হয়েছিল ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় সম্মেলনে বি. এস. পি.-র কেন্দ্রীয় হ্যাকনী-শাখার আন্তর্জাতিক প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে। পৃঃ ২১৮

৭৮। আঁতাতভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের সমাজতন্ত্রীদের লণ্ডন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯১৫ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী। এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন বৃটেন, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের সমাজতান্ত্রিক পার্টি'সমূহের শান্তিবাদী গোষ্ঠী ও সোশ্যাল-শভিনিস্টদের প্রতিনিধিবৃন্দ। ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যুদ্ধপন্থী শ্রমিক নেতৃবৃন্দ যেমন হেণ্ডারসন, ক্লাইনস, হজ এবং রবার্টস, আই. এল. পি. নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন কীরহার্ডি, র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড এবং ক্রস গ্রেসিয়ার এবং বি. এস. পি. (হিণ্ডম্যান অনুগামী) ড্যান আরভিং এবং ভিক্টর ফিশার। কীর হার্ডি সভাপতি ছিলেন।

বলশেভিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয় নি কিন্তু লেনিনের পরামর্শে এম. এম. লিতভিনভ (ম্যাক্সিমোভিচ) ঐ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আর. এস. ডি. এল. পি.-র কেন্দ্রীয় কমিটির একটি ঘোষণা পাঠ করার জন্যে। ঐ ঘোষণায় দাবী করা হয়েছিল বুর্জোয়া সরকার থেকে সমাজতন্ত্রীদের সরে আসার জন্যে, সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছেদ করার জন্যে, সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলোর বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম

পরিচালনার জন্যে এবং যুদ্ধ ব্যয়ের পক্ষে ভোট দানকে নিন্দা করার জন্যে। সভাপতি লিতভিনভকে বাধা দিয়েছিলো যখন তিনি ঘোষণাটি পাঠ করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত পড়তে বাধার সৃষ্টি করেছিলেন। লিতভিনভ ঘোষণাটি সভাপতিমণ্ডলীর কাছে হস্তান্তরিত করে সম্মেলন ত্যাগ করেন।

সম্মেলনে কতকগুলো প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল যাকে লেনিনের ভাষায় বলা যায় সোশ্যাল-শভিনিজমের আচ্ছাদন মাত্র। পৃঃ ২২১

৭৯। ম্যাক্স মাভিচের ঘোষণাটিকে এই পুস্তকে দেওয়া হয় নি। পৃঃ ২২১

৮০। *দ্য বাণ্ড*—(লিথুয়ানীয়া, পোল্যাণ্ড ও রাশিয়ার ইহুদি শ্রমিকদের সাধারণ সংঘ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৯৭ সালে। এর অধিকাংশ সদস্যই রাশিয়ার পশ্চিম প্রদেশের ইহুদি কুটীর শিল্পী। ১৮৯৮ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত আর.এস.ডি.এল.পি-র প্রথম কংগ্রেসে বাণ্ড নতুন পার্টিতে যোগ দেয়। অবশ্য আর.এস.ডি.এল.পি-র দ্বিতীয় কংগ্রেসে যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৭ই (৩০) জুলাই থেকে ১০ই (২৩) আগস্ট পর্যন্ত; বাণ্ডের সমর্থকরা এই দাবী উপস্থিত করেছিল যে বাণ্ডকে স্বীকৃতি দিতে হবে ইহুদি প্রোলেতারিয়েতদের একমাত্র প্রতিনিধি সভা হিসাবে। যখন এই দাবীর মধ্যে বাণ্ডের সাংগঠনিক জাতীয়তাবাদ প্রকাশ পেল তখন কংগ্রেস কর্তৃক তা প্রত্যাখ্যাত হয় এবং বাণ্ড সমর্থকরা পার্টি ত্যাগ করে।

১৯০৬ সালে ৪র্থ (ঐক্য) কংগ্রেসের পর বাণ্ড পুনরায় আর. এস. ডি. এল. পি-তে যোগদান করে। বাণ্ড-এর অনুগামীরা সব সময় মেনশেভিকদের সমর্থন করে গেছে এবং বলশেভিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। নিয়মানুসারে আর.এস.ডি.এল. পি-র অংশ হলেও বাণ্ড ছিল বুর্জোয়াদের জাতীয়তাবাদী ধরনের একটি সংগঠন।

*সংগঠন কমিটি* (ও.সি.)—মেনশেভিকদের একটি প্রধান সংগঠন। ১৯১২ সালের আগস্টে মেনশেভিক অবলুপ্তিবাদী ও অন্যান্য পার্টি বিরোধী গোষ্ঠী ও উপদলের একটি সম্মেলনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পৃঃ ২২২

৮১। Nashe Slovo (*আমাদের কথা*)—মেনশেভিক ও ত্রৎস্কিপন্থী সংবাদপত্র। পৃঃ ২২২

৮২। স্ত্রুভেবাদ—বুর্জোয়া উদারনৈতিকতাবাদ, রুশ বুর্জোয়া উদারনৈতিক স্ত্রুভের নাম অনুসারে এই মতবাদ পরিচিত। পৃঃ ২৩৭

৮৩। Lichtstrahlen (রশ্মি)—বামপন্থী জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের একটি গোষ্ঠীর মুখপত্র স্বরূপ মাসিক পত্র (জার্মানীর আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী) J. Borhardt-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত বার্লিন থেকে অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়।

Die Internationale—রোসা লুক্সেমবার্গ ও ফ্রাঞ্জ মেহরিং কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বামপন্থী জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের একটি পত্রিকা। ১৯১৫ সালের এপ্রিলের একটিমাত্র সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯২২ সালে মিউনিক থেকে Futurus নামে পুনরায় প্রকাশ শুরু হয়। পৃঃ ২৮৪

৮৪। "আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলন" আহ্বান করা হয়েছিল যুদ্ধের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনা করার জন্যে। এই সম্মেলন ১৯১৫ সালের ২৬শে থেকে ২৮শে মার্চ বার্নে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পঁচিশজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন বৃটেন (চারজন প্রতিনিধির মধ্যে দুজন ছিলেন আই. এল. পি-র), জার্মানী, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, ইতালি, রাশিয়া ও পোল্যাণ্ড থেকে। রুশ প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন এন. কে. ক্রুপস্কায়া ও ইনেসা আরমান্দ। পৃঃ ২৮৭

৮৫। ৭৮নং টীকা দেখুন। পৃঃ ২৪৭

৮৬। *ট্রিবিউনপন্থী*—ওলন্দাজ সমাজতান্ত্রিক পার্টির বামপন্থী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের একটি গোষ্ঠী যারা ১৯০৭ সালে De Tribune নামক সংবাদপত্রের প্রকাশ শুরু করে। ১৯০৯ সালে Tribune-পন্থীদের পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করা হয় এবং একটি স্বতন্ত্র পার্টি গঠন করা হয় (হল্যাণ্ডের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি) যা ওলন্দাজ শ্রমজীবী শ্রেণীর বামপন্থী আন্দোলন সংগঠিত করলেও সুসম্বদ্ধ রূপে বিপ্লবী ছিল না। ১৯১৮ সালে Tribune-পন্থীরা হল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে অংশ গ্রহণ করে। পৃঃ ২৪৭

৮৭। জিমেরওয়াল্ড ইশতেহার গৃহীত হয় জিমারওয়াল্ডে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক

সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনে ( সুইজারল্যাণ্ডে ) ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বরে। লেনিন এই সম্মেলনকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে মনে করবেন। এই অধিবেশনে রাশিয়া, জার্মানী, ফ্রান্স ও ইতালি সহ এগারটি ইউরোপীয় রাষ্ট্রের সমাজতন্ত্রীরা যোগ দিয়েছিলেন। ব্রিটেন থেকে কোন প্রতিনিধি যোগ দেন নি। বি. এস. পি. ও আই. এল. পি. এই অধিবেশনে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তাদের ছাড়পত্র মঞ্জুর করেন নি।

এই অধিবেশনে একটি ইশতেহার গৃহীত হয় যা বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার জন্যে দায়ী সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলোর নিন্দা করে, যদিও খুব জোরের সঙ্গে নয়। এই ইশতেহারটি ছিল তথাকথিত জিমারওয়াল্ড সঙ্ঘের ভিত্তি।

১৯১৬ সালের বি. এস. পি. অধিবেশন অধিকাংশের মতানুসারে জিমারওয়াল্ড সিদ্ধান্তসমূহের প্রতি সমর্থনের কথা ঘোষণা করেছিল।

জিমারওয়াল্ডের বামপন্থী গোষ্ঠী, যা ঐ অধিবেশনে গড়ে ওঠে লেনিনের নেতৃত্বে, অধিবেশনের অধিকাংশ সদস্যের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে তাঁদের কাউৎস্কিপন্থী অবস্থানের জন্যে এবং এই দাবী করে যে অধিবেশনের সিদ্ধান্তে উল্লেখ করতে হবে সোশ্যাল-শভিনিস্টদের সঙ্গে বিচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তার কথা এবং জনগণকে আহ্বান জানাতে হবে সাম্রাজ্যবাদী সরকারসমূহের বিরুদ্ধে একটি সংগ্রাম শুরু করার জন্যে।

জিমারওয়াল্ডের বামপন্থীরা একটি ব্যুরো নির্বাচিত করে যা অধিবেশন সমাপ্তির পর কাজ চালিয়ে যায় বিপ্লবী আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীগুলোকে সংবদ্ধ করার জন্যে। পৃঃ ২৪৯

৮৮। লেনিন, মার্কস এঙ্গেলসের ৭ই জুন, ১৮৬৬, ২০ই জুন ১৮৬৬, ২রা নভেম্বর ১৮৬৭ ও ৩০শে নভেম্বর ১৮৬৭ তারিখ সম্বলিত চিঠিপত্রের উল্লেখ করেছেন এবং ঐগুলো থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। পৃঃ ২৫৩

৮৯। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক প্রচার লীগের একটি প্রচারপত্রের জবাবে এই চিঠি, লেনিনের হস্তগত হয়েছিল ১৯১৫ সালের নভেম্বরে। পৃঃ ২৫৮

১০। ২১শে এপ্রিল ১৮৮৬ এবং ৭ই ডিসেম্বর ১৮৮৯ তারিখ সম্বলিত সোর্জের কাছে লেখা এঙ্গেলসের চিঠি দেখুন এবং Wischnewetzky-র কাছে লেখা এঙ্গেলসের চিঠিও দেখুন যার তারিখ হল ২৮শে ডিসেম্বর ১৮৮৬ এবং Schluter-এর কাছে লেখা ১১ই জানুয়ারী ১৮৯০ সালের চিঠি দেখুন। পৃ: ২৬১

১১। "চতুঃশক্তি আঁতাত"—বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইতালিকে নিয়ে একটি সাম্রাজ্যবাদী জোট। এর সৃষ্টি হল ১৯১৫ সালে ইতালি কর্তৃক ত্রিপাক্ষিক জোট বর্জন করার পর (জার্মানী, অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী ও ইতালী)। ত্রিপাক্ষিক আঁতাত গঠিত হয়েছিল ১৯০৭ সালে। পৃ: ২৬৩

১২। *চখেইদ্জে গোষ্ঠী*—৪র্থ দুমার মেনশেভিক গোষ্ঠী (১৯১২-১৭)। পৃ: ২৬৪

১৩। "১৮৯১ সালের খসড়া সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক কর্মসূচীর একটি সমালোচনা" নামক এঙ্গেলসের প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন লেনিন (মার্কস-এঙ্গেলসের নির্বাচিত রচনাবলীর ৩য় খণ্ড দেখুন, মস্কো, ১৯৭০, পৃ: ৪৩৫)। পৃ: ২৬৬

১৪। ১৯১২ সালের নভেম্বরে ব্যাসল-এর আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেস "ব্যাসল ইশতেহার" গৃহীত হয়। এটা ছিল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের জরুরী কংগ্রেস অধিবেশন, আহূত হয়েছিল বলকান যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্যে যা শুরু হয়েছিল এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছিল। কংগ্রেস একটি সিদ্ধান্ত অথবা ইশতেহার গ্রহণ করে এবং সমস্ত রাষ্ট্রের সমাজতন্ত্রীদের আহ্বান জানায় "যুদ্ধের সম্ভাবনা রোধ" করার জন্যে এবং ঘোষণা করে যে "প্রোলেতারিয়েতরা পুঁজিপতিদের মুনাফার জন্যে ভ্রাতৃহত্যাকে অপরাধ বলে গণ্য করে, এমন কি কোন বংশগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা অথবা কূটনৈতিকদের গোপন চুক্তির জন্যে হলেও"। "এইসব সত্ত্বেও যদি যুদ্ধ শুরু হয় তাহলে" "সমাজতন্ত্রীরা অবশ্যই হস্তক্ষেপ করবে এর দ্রুত সমাপ্তির জন্যে এবং যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটকে কাজে লাগাবে জনসাধারণকে জাগিয়ে তুলবার জন্যে এবং এর দ্বারা পুঁজিবাদী প্রাধান্যের দ্রুত অবসানের জন্যে।"

১৯১৪ সালে যখন যুদ্ধ শুরু হল তখন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের স্বীকৃতি প্রাপ্ত অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক পার্টির নেতৃবৃন্দ সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, ব্যাসল সিদ্ধান্ত বর্জন করেছিলেন এবং সাম্রাজ্যবাদী সরকারসমূহের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। লেনিনের নেতৃত্বে রুশ বলশেভিকরা, জার্মানীর লিবকনেখট ও লুক্সেমবার্গ গোষ্ঠী, বৃটেনের জন্য ম্যাকলীন এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিকতাবাদীরা এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক পার্টির কিছু কিছু উপদল যারা আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতির প্রতি যথার্থই শ্রদ্ধাশীল এবং ব্যাসল-এর সিদ্ধান্ত অনুসারে শ্রমিকদের আহ্বান জানিয়েছিলেন তাদের স্ব স্ব সাম্রাজ্যবাদী সরকার ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যে। পৃ: ২৬৮

৯৫। ৮০নং টীকা দেখুন। পৃ: ২৭১

৯৬। জি. ভি. প্লেখানভ সম্পর্কে বলা হয়েছে। পৃ: ২৮৪

৯৭। ২৮ নং টীকা দেখুন। পৃ: ৩০৩

৯৮। "সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার" এই শিরোনামে ভি. আই. লেনিনের প্রবন্ধের উল্লেখ করা হয়েছে; এটি রচিত হয়েছিল ১৯১৬ সালের শুরুতে। পৃ: ৩০৪

৯৯। "সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় নির্যাতন সম্পর্কে প্রবন্ধ" সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যা প্রকাশিত হয়েছিল পোলিশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের দ্বারা। পৃ: ৩০৭

১০০। ভি. আই. লেনিন কর্তৃক ১৯১৬ সালের গোড়ায় রচিত "সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার" প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। পৃ: ৩১০

১০১। "ভি. ইলিন"—ভি. আই. লেনিনের ছদ্মনাম। পৃ: ৩১০

১০২। কার্ল মার্কস রচিত "লুই বোনাপার্টির অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার"-এর "দ্বিতীয় সংস্করণে লেখকের ভূমিকা" দেখুন। (মার্কস-এঙ্গেলস রচিত "নির্বাচিত রচনাবলী", ১ম খণ্ড, মস্কো, ১৯৬৯, পৃ: ৩৯৪-৯৫)। পৃ: ৩১৮

১০৩। "ম্যানিলভের মতবাদ"—মধুর, শূন্যগর্ভ ও অর্থহীন বাক্যে

বকবকানি "মৃত আত্মা" নামক গ্রন্থে ম্যানিলভ একটি চরিত্র, গ্রন্থকার এন. গোগল। পৃঃ ৩৩৬

১০৪। "শ্রমিক বা শ্রমিকগোষ্ঠী' ( Arbeitsgemeinschaft )—একটি জার্মান মধ্যপন্থী সংগঠন যা ১৯১৬ সালের মার্চ মাসে রাইখস্ট্যাগ ডেপুটিদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল যে ডেপুটিরা স্বীকৃত সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক গোষ্ঠী থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। এটা ১৯১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত মধ্যপন্থী স্বতন্ত্র সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির মূল কাঠামো তৈরী করেছিল যারা কট্টর সোশ্যাল-শভিনিস্টদের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে চেয়েছিল এবং তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে চলার পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। পৃঃ ৩৩৮

১০৫। "সংখ্যালঘু অথবা লংগেট মতবাদের অনুগামী"—ফরাসী সমাজতান্ত্রিক পার্টিতে ১৯১৫ সালে সংখ্যালঘিষ্ঠ উপদলের সৃষ্টি হয়। লংগেট-পন্থীরা ( সমাজতন্ত্রী সংস্কারগামী জিন লংগেটের সমর্থক ) মধ্যপন্থা অনুসরণ করতেন এবং সমাজতান্ত্রিক শভিনিস্টদের সঙ্গে মতৈক্যের নীতি মেনে চলতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁরা সমাজতান্ত্রিক শান্তিকামী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন। ১৯২০ সালে তুরে অনুষ্ঠিত ফরাসী সমাজতান্ত্রিক পার্টি কংগ্রেসে, যেখানে বামপন্থী অংশ জয়ী হয়েছিল, সেখানে লংগেটপন্থীরা ছিল সংখ্যালঘু অথচ প্রত্যক্ষভাবে যারা সংস্কারবাদী তাদের সঙ্গে একযোগে ওরা পার্টি থেকে সরে আসে এবং তথাকথিত আড়াই আন্তর্জাতিক-এ যোগদান করে। শেষোক্তটি যখন খণ্ড খণ্ড হয়ে যায় তখন ওরা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে ফিরে আসে। পৃঃ ৩৩৮

১০৬। ইশতেহারটি এই পুস্তকে দেওয়া হয় নি। পৃঃ ৩৩৯

১০৭। "আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী" যা পরবর্তীকালে পরিচিত হয়েছিল স্পার্টাকাস লীগ হিসাবে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে এই গোষ্ঠী গঠিত হয়েছিল জার্মান বামপন্থী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক কার্ল লিবকনেখট, রোসা লুক্সেমবার্গ, ফ্রাঞ্জ মেহরিং, ক্লারা জেটকিন এবং অন্যান্যদের দ্বারা। "আন্তর্জাতিক" গোষ্ঠীটি জার্মান শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনের ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

১৯১৬ সালে অনুষ্ঠিত বামপন্থী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের জাতীয় অধিবেশনে এই গোষ্ঠীটি আন্তর্জাতিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কর্তব্য সম্পর্কে কতকগুলো প্রস্তাব গ্রহণ করে যা তৈরী করে দিয়েছিলেন রোসা লুক্সেমবার্গ। "আন্তর্জাতিক" গোষ্ঠীটি জনসাধারণের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিপ্লবী প্রচারকার্য পরিচালনা করে, জার্মান সাম্রাজ্যবাদের লুণ্ঠনমূলক নীতিকে উদ্ঘাটিত করে এবং সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের নেতৃবৃন্দের বিশ্বাসঘাতকতাকে প্রকাশ করে দেয়। তাহলেও এরা সাংঘাতিক ভুলও করেছিল তত্ত্ব ও নীতির মুখ্য বিষয় সম্পর্কে: উদাহরণস্বরূপ, মার্কসবাদীরা যেভাবে বোঝেন সেই অর্থে তাঁরা জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের নীতিকে প্রত্যাখ্যান করেন (অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার ও একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অধিকারসহ), তাঁরা সাম্রাজ্যবাদী যুগে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের সম্ভাব্যতাকে অস্বীকার করেছিলেন এবং বিপ্লবী পার্টির ভূমিকাকে খাটো করে দেখেছিলেন। ১৯১৭ সালে "আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীটি" জার্মানীর মধ্যপন্থী স্বতন্ত্র সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিতে যোগ দেয় যদিও ঐ পার্টির মধ্যে তার সাংগঠনিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। জার্মানীতে ১৯১৮ সালের নভেম্বর বিপ্লবের পর ঐ গোষ্ঠীটি "স্বতন্ত্র"দের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে এবং ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসেই জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়। পৃ: ৩৩৯

১০৮। Arbeiterpolitik—বামপন্থী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের ব্রেমেন-পন্থীদের দ্বারা ১৯১৬ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত বৈধভাবে প্রকাশিত একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। পৃ: ৩৪০

১০৯। "ট্রেড ইউনিয়নপন্থী"—একটি মাসিক পত্র, আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পন্ন, ১৯১৫ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত, লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। পৃ: ৩৪০

১১০। প্রথম আন্তর্জাতিকের আমেরিকান অংশ, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি এবং অন্যান্য আরও বহু সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীসমূহের মিলনের ফলে "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টির"

প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৭৬ সালে। পার্টি সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন বহিরাগত। মার্কিন এস. এল. পি. ছিল সংকীর্ণ চরিত্রবিশিষ্ট এবং প্রোলেতারীয় জনগণের সঙ্গে তার বহু বিস্তৃত সম্পর্ক ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এস.এল.পি. আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি ঝুঁকেছিল।

আমেরিকার সমাজতন্ত্রী পার্টি—একটি সংস্কারবাদী ও সুবিধাবাদী পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০১ সালে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পার্টির দক্ষিণপন্থীরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে এবং আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের নীতিকে সমর্থন করে। বামপন্থী বিপ্লবী অংশটি একটি আন্তর্জাতিকতাবাদী অবস্থান গ্রহণ করে যুদ্ধের বিরোধিতা করে। ১৯১৯ সালে এরা এস. পি থেকে সরে আসে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের উদ্যোক্তায় পরিণত হয় যে পার্টির মধ্যে এরাই ছিল মূল ভিত্তিস্বরূপ। ভাঙনের পর আমেরিকার এস. পি. একটি ক্ষুদ্র সংকীর্ণতাবাদী সংগঠনে পরিণত হয়। ১৯৫৭ সালের শুরুতে এস. পি. সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনের সঙ্গে মিশে যায় এবং একটি নতুন সংগঠন গড়ে তোলে যার সদস্য সংখ্যা ৫,০০০ হাজারের বেশী ছিল না এবং পরিচিত হয় সমাজতান্ত্রিক পার্টি ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন হিসাবে।

"আন্তর্জাতিকতাবাদী"—একটি সংবাদপত্র ও আমেরিকান 'সমাজতন্ত্রী পার্টির মুখপত্র', ১৯১৭ সালে বোস্টন থেকে সমাজতন্ত্রী প্রচার লীগ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। পৃঃ ৩৪০

১১১। ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস রচিত "১৮৯১ সালের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক কর্মসূচীর খসড়ার একটি সমালোচনা" দেখুন (মার্কস ও এঙ্গেলস কৃত "নির্বাচিত রচনাবলী", ৩য় খণ্ড, মস্কো, ১৯৭০, পৃঃ ৪৩২)। পৃঃ ৩৪৩

১১২। মার্কস ও এঙ্গেলসের "নির্বাচিত রচনাবলী", ১ম খণ্ড, মস্কো, ১৯৬২, পৃঃ ৯১ দেখুন। পৃঃ ৩৫৮

১১৩। "বামপন্থী কমিউনিস্ট"—রুশ কমিউনিস্ট পার্টি'র অভ্যন্তরে একটি সুবিধাবাদী গোষ্ঠী যা বুখারিনের নেতৃত্বে ১৯১৮ সালে গঠিত হয়। বামপন্থী কমিউনিস্টরা জার্মানীর সঙ্গে ব্রেস্ট শান্তি-চুক্তি সম্পাদনের বিরোধিতা করে, একজনের পরিচালনা ও শ্রমিক শৃঙ্খলা প্রবর্তনের

বিরোধিতা করে এবং সোভিয়েত শিল্পে বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের নিয়োগেরও বিরোধিতা করে। লেনিন তাঁর "বামপন্থী" ছেলেমানুষী ও পাতি-বুর্জোয়া মনোভাব নামক রচনায় এবং অন্যান্য প্রবন্ধাবলীতে বামপন্থী কমিউনিস্টদের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং ওদের পাতি-বুর্জোয়া প্রকৃতিকে উদ্‌ঘাটন করেছেন। পৃঃ ৩৬২

১১৪। মাফলার জড়ান ব্যক্তিটি—ঐ একই নামে চেকভের গল্পের একটি চরিত্র, একটি সংকীর্ণমনা ফিলিস্তিনীয়, যে, যা কিছু নতুন এবং উদ্যোগ প্রকাশমূলক তার থেকে দূরে থাকে। পৃঃ ৩৬৬

১১৫। ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা সংগঠিত চেকোস্লোভাক বাহিনীর প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহ যা মেনশেভিক ও সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী-দের দ্বারা সক্রিয়ভাবে সমর্থিত হয়েছিল সেই প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। চেকোস্লোভাক কোর গঠিত হয়েছিল প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের যুদ্ধ-বন্দীদের নিয়ে ১৯১৭ সালে রুশ বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকারের দ্বারা এবং লক্ষ্য ছিল জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে এদের ব্যবহার করা।

১৯১৭ সালের মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর রুশ প্রতিবিপ্লবীরা এবং ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা, এই কোরের প্রতিবিপ্লবী অফিসারদের সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে কাজে লাগায়। চেলিয়াবিনস্কে বিদ্রোহ শুরু হয় ১৯১৮ সালের মে মাসে। চেকোস্লোভাক কোরের সহায়তায় প্রতিবিপ্লবীরা উরাল ভোলগা অঞ্চল ও সাইবেরিয়া দখল করে। চেকোস্লোভাক বাহিনীর মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে মেনশেভিক ও সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীরা সামারাতে একটি শ্বেতরক্ষী এস. আর. সরকার এবং ওমস্কে একটি সাইবেরীয় শ্বেতরক্ষী সরকার গঠন করে।

১৯১৮ সালের অক্টোবরে লালফৌজ ভোলগা অঞ্চল মুক্ত করে। প্রতিবিপ্লবী চেকোস্লোভাক বিদ্রোহকে শেষ পর্যন্ত দমন করা হয়; ১৯১৯ সালের শেষ দিকে কোলচাক বাহিনী পরাস্ত হয়। পৃঃ ৩৬৭

১১৬। ১৯১৮ সালের ৬ই জুলাই তারিখে মস্কোতে বামপন্থী সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীদের দ্বারা সংগঠিত প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। একদিনের মধ্যে এটাকে দমন করা হয়। পৃঃ ৩৭৩

১১৭। The Dashnaktsutyun Party—জাতীয়তাবাদী আর্মেনীয় বুর্জোয়াদের একটি পার্টি। এই পার্টি ১৯১৮-২০ সালে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবী সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে। পৃঃ ৩৭৩

১১৮। অগ্রগামী তুর্কী বাহিনীর সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। পৃঃ ৩৭৪

১১৯। ১৯১৭ সালের ২৬শে অক্টোবর (৮ই নভেম্বর), অর্থাৎ রাশিয়াতে সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পরদিন, লেনিনের প্রতিবেদনের পর সোভিয়েতসমূহের দ্বিতীয় সারা রাশিয়া কংগ্রেস একটি শান্তির প্রস্তাব গ্রহণ করে যার মধ্যে সমস্ত যুদ্ধরত রাষ্ট্র ও জনগণের প্রতি প্রস্তাব দেওয়া হয় যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদনের এবং অবিলম্বে ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক শান্তির জন্যে আলোচনা শুরু করার যার মধ্যে দখলদারী ও ক্ষতিপূরণের কথা থাকবে না। যুদ্ধে অংশ-গ্রহণকারী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক সোভিয়েত প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হয়। পৃঃ ৩৮২

১২০। "ব্রেস্ট শান্তিচুক্তি"—এই শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় সোভিয়েত রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে ব্রেস্ট লিতভস্ক নামক স্থানে ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে এমন শর্তে যা প্রথমোক্তের পক্ষে গুরুভারস্বরূপ। এই চুক্তির ফলে সোভিয়েত রাশিয়া প্রয়োজনীয় হাঁফ ছাড়ার সুযোগ পায় এবং সংযুক্ত রুশ প্রতিবিপ্লবী শক্তি এবং বৃটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের সশস্ত্র হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করে ওদের পরাজিত করতে নিজেকে সক্ষম করে তোলে।

জার্মানীর বিপ্লবের পর (১৯১৮ সালের নভেম্বর) ব্রেস্ট শান্তি চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। পৃঃ ৩৮২

১২১। H. Ch. Carey কর্তৃক প্রেসিডেন্টের কাছে লেখা বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে ইউনিয়নের নীতি ও ফলাফল বিষয়ক চিঠিপত্রের এন. ভি. চারনিশেভস্কি কৃত সমীক্ষা থেকে লেনিন উদ্ধৃতি দিয়েছেন। পৃঃ ৩৯০

১২২। ভার্সাই শান্তিচুক্তির শর্তাবলী বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। পৃঃ ৩৯৫

১২৩। ১৮৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখে লেখা মার্কসের কাছে এঙ্গেলসের চিঠি। পৃঃ ৩০২

১২৪। ১৮৫৬ সালের ১৬ই এপ্রিল তারিখে লেখা এঙ্গেলসের কাছে মার্কসের চিঠি। পৃঃ ৩৬৩

১২৫। "বার্ন আন্তর্জাতিক"—সোশ্যাল-শভিনিজম ও মধ্যপন্থী পার্টিসমূহের অধিবেশনে ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বার্নে এই নামে একটি সংগঠন গড়ে ওঠে, যার উদ্দেশ্য ছিল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। পৃঃ ৪১৮

১২৬। "জুবাতভ"—আরক্ষী বাহিনীর একজন কর্নেলের নাম যিনি বিংশ শতাব্দীর শুরুতে তথাকথিত "পুলিশী সমাজতন্ত্র"-কে রাশিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন শ্রমিকদের দৃষ্টিকে বিপ্লবী ক্রিয়াকর্ম থেকে ভিন্ন দিকে সরিয়ে দেবার জন্যে। জুবাতভ মস্কো ও অন্যান্য শহরে পুলিশের দ্বারা পুষ্ট ভুয়া শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলেন যার মধ্যে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের উত্তেজিত করে তোলা হয় এবং বলা হয় জার তাদের কঠিন আর্থিক দুঃবস্থার উন্নতি বিধানে সাহায্য করবেন।

বিপ্লবী আন্দোলনের অভ্যুত্থান এইসব জুবাতভ সংগঠনগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। এইভাবে জার অনুগামী পুলিশের দ্বারা বিপ্লবী আন্দোলনকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। পৃঃ ৪২২

১২৭। "ইস্ক্রাইস্ত"—লেনিন প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্র ইস্ক্রার বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সমর্থকবৃন্দ। পৃঃ ৪২২

১২৮। শ্রমজীবীশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রতি ট্রেড ইউনিয়ন "নিরপেক্ষতার" সুবিধাবাদী শ্লোগানের কথাই এখানে বলতে চাওয়া হয়েছে। শ্রমিক আন্দোলনের সামগ্রিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে ট্রেড ইউনিয়ন নিরপেক্ষতার প্রকৃত অর্থ হল ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে বুর্জোয়া নীতির অধীন করে তোলা। পৃঃ ৪২৪

১২৯। "সিলভিয়া প্যাঙ্কহার্স্ট" প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটেনের কমিউনিস্ট আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯১৯ সালে তিনি লেনিনকে একটি চিঠি লেখেন এবং অনুরোধ করেন পার্লামেন্টে অংশ গ্রহণের সমস্যা সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানাতে। তাঁর চিঠিতে তিনি বৃটেনে অবস্থিত পার্টিসমূহ ও গোষ্ঠীগুলোর একটা বর্ণনা দেন এবং নিম্নোক্ত-

রূপে তাদের ভাগ করেন: (১) ট্রেড ইউনিয়নপন্থী ও পুরানো ধাঁচের শ্রমিক রাজনীতিজ্ঞ; (২) স্বতন্ত্র শ্রমিক পার্টি (৩) ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রী পার্টি (৪) বিপ্লবী শিল্পপতি (৫) সমাজতন্ত্রী শ্রমিক পার্টি (৬) সমাজতন্ত্রী শ্রমিক ফেডারেশন (৭) দক্ষিণ ওয়েলস সমাজতন্ত্রী সংঘ। লেনিন তাঁর জবাবে এই ভাগকে মেনে নিয়েছিলেন। ১৯২০ সালের ২২শে এপ্রিল "দ্য কল" নামক পত্রিকায় এই চিঠি প্রকাশিত হয়। পৃ: ৪৩৩

১৩০। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক কংগ্রেস সম্পর্কে বলা হয়েছে যা বার্লিনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯১৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বর থেকে ১৯১৯ সালের ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত। কার্ল লিবকনেখট এবং রোসা লুক্সেমবার্গ, জাতীয় আইনসভাসমূহের নির্বাচনে অংশ গ্রহণের পক্ষে ওকালতি করেছেন; এই ঘটনাটি সত্ত্বেও কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে (পক্ষে ৬২ এবং বিপক্ষে ২৩) একটি ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল অর্থাৎ নির্বাচনী প্রচারে অংশ গ্রহণ না করার জন্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। পৃ: ৪৩৫

১৩১। "শ্রমিকদের কমিটি, দোকান পরিচালকদের কমিটি"—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বৃটেনের কারখানাসমূহে শ্রমিকদের নির্বাচিত সংঘ। ওরা ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিখ্যাত ক্লাইড ধর্মঘটের নেতৃত্ব দেয় (ক্লাইড শ্রমিক সমিতির নির্দেশে), ১৯১৭ সালের মে মাসে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও এরা ধর্মঘট পরিচালনা করে। ১৯১৬ সালে এরা যুক্তভাবে জাতীয় দোকান পরিচালক ও কর্মী সমিতির আন্দোলন গঠন করে যার লক্ষ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল "শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে শ্রমিকদের জয় সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত একটি শ্রেণীভিত্তিক শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলা।" মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর দোকান পরিচালকদের আন্দোলন সোভিয়েত রাশিয়ার সমর্থনে এগিয়ে আসে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা সংগঠিত সোভিয়েত বিরোধী সামরিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে লড়াই-এর ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা অবলম্বন করে।

দোকান পরিচালকদের আন্দোলনের প্রধান প্রধান সদস্যদের

আর্থার ম্যাক ম্যানাস, উইলিয়াম গ্যালাচার, হ্যারি পলিট এবং অন্যান্যরা গ্রেট বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে অংশগ্রহণ করেন।

পৃঃ ৪৩৫

১৩২। "স্বতন্ত্র"—জার্মানী স্বতন্ত্র সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির সদস্যবৃন্দ ; মধ্যপন্থীদের দ্বারা Halle কংগ্রেসে এই পার্টি গঠিত হয় ১৯১৭ সালের এপ্রিলে। ( মধ্যপন্থীদের মধ্যে ছিলেন কাউৎস্কি, হ্যাসে ইত্যাদি)। ১৯২০ সালের অক্টোবরে Halle কংগ্রেসে ঐ পার্টির স্বতন্ত্রদের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দেয়, বামপন্থীরা জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয় ( ডিসেম্বর মাসে ) এবং দক্ষিণ-পন্থীরা একটি নতুন পার্টি গঠন করে এবং পুরানো নামে অর্থাৎ স্বতন্ত্র সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিরূপে ১৯২২ সাল পর্যন্ত নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখে। পৃঃ ৪৪২

১৩৩। ব্রিটিশ ও আমেরিকান হস্তক্ষেপকারী সৈন্যদলের মধ্যে বিতরিত ইংরাজী ভাষায় প্রচারিত সোভিয়েত সরকারের প্রচারপত্র এবং আবেদন প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। এইসব প্রচারপত্র থেকেই ব্রিটিশ ও আমেরিকান সৈন্যরা সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে সঠিক তথ্য এবং হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হয়। এখানে প্রচারপত্রটির শেষাংশ উল্লেখ করা হল। মিত্রপক্ষের, সমস্ত ব্রিটিশ সৈন্যদলের কাছে একটা আবেদন যার শিরোনাম ছিল "কেন তুমি মারম নস্কে এসেছ?"

"তোমরা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করবে না, তোমরা লড়াই করবে তোমাদেরই মত শ্রমজীবীদের বিরুদ্ধে।"

"ইতিহাসে এই প্রথমবার শ্রমজীবী মানুষ তাদের দেশের নিয়ন্ত্রণ-ভার পেয়েছে। সমস্ত রাষ্ট্রের শ্রমজীবীরাই এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে চেষ্টা করছে। সোভিয়েত রাশিয়াতে আমরা সফলকাম হয়েছি। আমরা জার, জমিদার ও পুঁজিপতিদের শাসনের অবসান ঘটিয়েছি। কিন্তু এখনও আমাদের প্রচণ্ড বাধা অতিক্রম করতে হবে। আমরা রাতারাতি একটা নতুন সমাজ গঠন করতে পারি না। আমরা একাই থাকতে চাই।"

"আমরা তোমাদের জিজ্ঞাসা করি তোমরা কি আমাদের ধ্বংস করতে যাচ্ছ? রাশিয়াকে জমিদার, পুঁজিপতি এবং জারের কাছে ফিরিয়ে দিতে সাহায্য করছ?

"তোমরা তোমাদের ট্রেড ইউনিয়নে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এসেছ, তোমরা জান এটা কি।

"কমরেডবৃন্দ!

"ইংরেজগণ।

"তোমরা যারা তোমাদের স্বাধীনতা প্রীতির জন্যে গর্ব অনুভব কর।

"কমরেডবৃন্দ! মহান খৃস্টের বংশধরগণ"! তোমরা সর্বদাই রুশ বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে এসেছ এবং তোমরাই শোষক ও নির্যাতনকারীদের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে শ্রমজীবী মানুষের প্রথম প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করার কাজে সাহায্য করতে যাচ্ছ?

"এটা তোমরা স্মরণ রেখো! যদি রুশ বিপ্লবকে ধ্বংস করা হয় তাহলে প্রতিটি রাষ্ট্রে পুঁজিপতিদের শক্তি অসম্ভব রকম বেড়ে যাবে এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার লড়াই এক শতাব্দীকাল পিছিয়ে যাবে।

"এন. লেনিন", সভাপতি, গণকমিশারসমূহের সভা।

G. Tchitcherine, বিদেশ বিষয়ক গণ-কমিশার। পৃঃ ৪৫৬

১৩৪। ১৯১৮ সালের নভেম্বরে ফরাসী নৌবহর কৃষ্ণ সাগরে প্রবেশ করে এবং ওদেসাতে অবতরণ করতে শুরু করে। ১৯১৮ সালের এপ্রিল মাসে ঐ নৌবহরের নাবিকদের মধ্যে একটা বিদ্রোহ দেখা দেয়। এরা দাবী করেছিল সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই থামাতে হবে। এই বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল এবং বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দকে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ফরাসী সামরিক প্রশাসনকে অবশ্য নৌবহর প্রত্যাহার করে নিতে হয়েছিল। পৃঃ ৪৫৭

১৩৫। এটা হল লেনিনের একটি অসম্পূর্ণ প্রবন্ধের শুরু। এর মধ্যে যে অভিমত ব্যক্ত হয়েছে, তা বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে

"'বামপন্থী' কমিউনিজম—একটি শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা" নামক পুস্তকে। পৃঃ ৪৫১

১৩৬। "ব্লাংকো-অনুগামী কমিউন প্রত্যাগতদের কর্মসূচী" নামক এঙ্গেলস রচিত প্রবন্ধ দেখুন। পৃঃ ৪৫০

১৩৭। ১৯২০ সালের এপ্রিলে লেনিন লিখেছিলেন "বামপন্থী কমিউনিজম—একটি শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা" এবং পরিশিষ্ট লিখেছিলেন ১৯২০ সালের ১২ই মে। ১৯২০ সালের ৮।১০ তারিখে পুস্তিকাটি রুশ ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং জুলাই মাসে প্রায় এক সঙ্গেই জার্মান, ফরাসী ও ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এটা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে সমস্ত প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল। এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল মস্কোতে ১৯২০ সালের ১৯শে জুলাই থেকে ৭ই আগস্ট পর্যন্ত।

"'বামপন্থী' কমিউনিজমের" পাণ্ডুলিপি যা সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শিক্ষাভবনের কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকারভুক্ত, তার গৌণ নাম ছিল "মার্কসবাদীপন্থা ও কৌশল সম্পর্কে জনপ্রিয় আলোচনা অনুষ্ঠানের চেষ্টা" এবং নিম্নোক্ত রূপে উৎসর্গীকৃত: "১৯২০ সালের ১৮ই মার্চ তারিখে তাঁর অভিভাষণের জন্যে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ পরম শ্রদ্ধাস্পদ মিঃ লয়েড জর্জের প্রতি আমি এই প্রবন্ধ উৎসর্গ করছি, যে অভিভাষণটি ছিল প্রায় মার্কসবাদী এবং সব দিক থেকেই সমগ্র বিশ্বের কমিউনিস্ট ও বলশেভিকদের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়।"

গৌণ শিরোনাম অথবা উৎসর্গ কোনটাই লেনিনের জীবদ্দশায় প্রকাশিত এই রচনার সংস্করণসমূহে দেখা যায় নি। কমন্স সভার উদারনৈতিক গোষ্ঠীর একটি সভায় লয়েড জর্জ ব্রিটিশ শ্রমিকদের বক্তৃতা করেছিলেন। এই বক্তৃতায় লয়েড জর্জ উৎসর্গে উল্লিখিত মধ্যে ক্রমবর্ধমান হারে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার প্রভাব বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে উদারনৈতিক ও রক্ষণশীলদের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। পৃঃ ৪৬৫

১৩৮। ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার অল্পকাল পরই দুমার

সমস্ত বলশেভিক ডেপুটিদে গ্রেপ্তার করে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয় ডুমার মঞ্চ থেকে জারতন্ত্রী সরকারের লুণ্ঠনমূলক উদ্দেশ্য উদ্ঘাটন করে দেওয়ার জ.ন্য এবং জনসাধারণের মধ্যে বিপ্লবী প্রচার চালানোর জন্যে। পৃঃ ৫৬৭

১৩৯। লেনিন এখানে জার্মান বামপন্থীদের "জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ভাঙন" নামক "পুস্তিকার" উল্লেখ করেছেন যেখান থেকে তিনি তাঁর "'বামপন্থী' কমিউনিজম—একটি শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা" নামক পুস্তকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন পঞ্চম পরিচ্ছেদে। পৃঃ ৪৭০

১৪০। "বিশ্বের শিল্প শ্রমিক" (I.W.W.)—১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত আমেরিকান শ্রমিকদের একটি সংগঠন। ড্যানিয়েল ডি লিয়ন, ইউজিন ডেবস্, বিল হেউড-এর মত শ্রমিক নেতারা, I.W.W. প্রতিষ্ঠার জন্যে একটি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এটা আমেরিকান ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে একটি বৃহৎ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় I.W.W. ব্যাপক আকারে আমেরিকান শ্রমিক ফেডারেশন ও দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রীদের প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃবৃন্দের নীতিকে উদ্ঘাটিত করে। বিল হেউড সহ I.W.W.-এর কিছু কিছু নেতা পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। সেই সঙ্গে I.W.W.-এর ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী সিণ্ডিকালপন্থী ছাপ ফুটে ওঠে। I.W.W. প্রোলেতারিয়েতের রাজনৈতিক সংগ্রামকে প্রত্যাখ্যান করে, পার্টির প্রধান ভূমিকা এবং প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে এবং আমেরিকান শ্রমিক ফেডারেশনের অনুমোদিত প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সদস্যদের মধ্যে কাজ চালিয়ে যেতেও অস্বীকার করে। পরবর্তীকালে I.W.W. একটি সংকীর্ণতাবাদী গোষ্ঠীতে পরিণত হয় এবং শ্রমিকদের ওপর তার কোন প্রভাব থাকে না।

পৃঃ ৪৭০

১৪১। ১৯০৩ সালে বৃটেনের "সমাজতন্ত্রী শ্রমিক পার্টি" (S.L.P.) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের একটি বামপন্থী গোষ্ঠীর দ্বারা যারা সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন থেকে বেরিয়ে এসেছিল। বেশ

কয়েকটা বিষয়ে ওদের অবস্থান ছিল সংস্কারবাদী সিণ্ডিক্যালপন্থী-দের কাছাকাছি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় S L.P. একটি আন্তর্জাতিকতাবাদী নীতি অনুসরণ করে। S L P.পন্থীরা দোকান পরিচালক-দের আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে এবং ক্লাইড শ্রমিক সমিতির সদস্য-তালিকাভুক্ত হয় যা ১৯১৫ সালে ক্লাইডের ওপর বিখ্যাত ধর্মঘটকে পরিচালনা করে। S L P. মার্কসবাদী সাহিত্য প্রকাশ করে এবং বিলি করে। আর্থার ম্যাক ম্যানাস ও টম বেলের মত সদস্য সহ S.L.P.-র শীর্ষস্থানীয়দের একটি গোষ্ঠী বৃটেনে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন সম্পর্কিত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে এবং S.L.P.-র মধ্যে থেকেই কমিউনিস্ট ঐক্যপন্থী গোষ্ঠীসমূহের শাখা স্থাপন করা হয় যা মিশে গিয়ে ১৯২০ সালের আগস্টে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করে।

দক্ষিণ ওয়েলস "সমাজতান্ত্রিক সমাজ" ছিল একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠী, প্রধানতঃ দক্ষিণ ওয়েলসের খনি শ্রমিকদের নিয়েই গঠিত। ১৯২০ সালে একটি বৃহত্তর সংগঠন, অর্থাৎ দক্ষিণ ওয়েলস কমিউনিস্ট সভা তার স্থান দখল করে যা পরিণত হয় গ্রেট বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টির অংশ রূপে।

১৯১৮ সালের মে মাসে প্রতিষ্ঠিত শ্রমিকদের "সমাজতান্ত্রিক ফেডারেশনটি" ছিল একটি ক্ষুদ্র সংগঠন যা গড়ে উঠেছিল নারী ভোটাধিকার লীগ থেকে। W.S F.-এর সদস্যরা প্রধানতঃ ছিলেন নারী। ১৯১৯ সালে এরা কমিউনিস্ট পার্টি নাম গ্রহণ করে যেটা ছিল তৃতীয় আন্তর্জাতিকের বৃটিশ অংশ (B.S.T.I.) এই B.S.T.I. ১৯২১ সালের জানুয়ারীর ঐক্য সম্মেলনে গ্রেট বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মিশে যায়। পৃঃ ৫৭১

১৪২। ১৯২০ সালের ১৭ই জুন বি.এস.পি-র সাপ্তাহিক পত্রিকা "দ্য কল"-এ ব্রিটিশ শ্রমিকদের কাছে লেখা চিঠি প্রকাশিত হয় এবং তারপর প্রকাশিত হয় শ্রমিকদের সমাজতান্ত্রিক ফেডারেশনের সাপ্তাহিক পত্রিকা "দ্য ওয়ার্কার্স ড্রেডনট"-এ, শ্রমিকদের পত্রিকা "দ্য ডেইলী হেরাল্ড"-এ, উদারনৈতিকদের "ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানে" এবং অন্যান্য পত্রিকায়। পৃঃ ৫০৩

১৪৩। উল্লিখিত প্রতিনিধিদলটি সোভিয়েত রাশিয়ায় পাঠানো হয়েছিল

১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে T.U.C.-এর বিশেষ সভা'র সিদ্ধান্তের ফলে এবং এর অন্তর্ভুক্ত ছিল T.U.C.-র সংসদীয় কমিটি এবং শ্রমিক পার্টি E.C.-র প্রতিনিধিবৃন্দ। পৃঃ ৫০৩

১৪৪। ১৯২০ সালের বসন্তকাল সোভিয়েতের বিরুদ্ধে আঁতাতের তথাকথিত তৃতীয় অভিযানের আরম্ভকে প্রত্যক্ষ করেছিল। ইংগ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করার জন্যে পোল্যাণ্ডের বুর্জোয়া সরকারকে প্রভাবিত করতে সফল হয়েছিল। ১৯২০ সালের এপ্রিলে পোলিশ ফৌজ ইউক্রেন আক্রমণ করে এবং মে মাসে কিয়েভ দখল করে। একই সঙ্গে তার অনুগামী র‍্যাঙ্গেল ক্রিমিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। যদিও ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার পোল্যাণ্ড ও র‍্যাঙ্গেলকে উদারভাবে অস্ত্রশস্ত্রের যোগান দিয়েছিলেন এবং প্রয়োজনীয় অর্থও যুগিয়েছেন কিন্তু তৎসত্ত্বেও লালফৌজ চূড়ান্ত জয়লাভ করেছিল ১৯২০ সালের শরৎকালে। তারা শ্বেতরক্ষী পোলদের দ্বারা অধিকৃত সবকটা শহরকেই মুক্ত করে পোলিশ এলাকার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে এবং ওয়ারশ'র কাছাকাছি এসে পৌঁছায়। পোলিশ সরকার ১৯২০ সালের অক্টোবরে একটি প্রাথমিক শান্তিচুক্তি সম্পাদনে বাধ্য হয়। র‍্যাঙ্গেলের সৈন্যবাহিনীকে ক্রিমিয়া থেকে বিতাড়িত করা হয়। পৃঃ ৫০৪

১৪৫। "বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টির যুক্ত অস্থায়ী কমিটির কাছ থেকে পাওয়া চিঠির উত্তর" বেতারযোগে প্রচারিত হয়েছিল এবং B.S.P.-র পত্রিকা "দ্য কল"-এ ১৯২০ সালের ২২শে জুলাই তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল। উত্তরটি পঠিত হয়েছিল ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্য সম্মেলনে যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২০ সালের ৩১শে জুলাই থেকে ১লা আগস্ট পর্যন্ত। পৃঃ ৫১৫

১৪৬। ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মধ্যপন্থী পার্টি ও গোষ্ঠীসমূহের সম্মেলনে ভিয়েনাতে তথাকথিত আড়াই আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা হয় যা বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন জনসাধারণের চাপে সাময়িকভাবে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। সংশ্লিষ্ট পার্টিসমূহ ১৯২৩ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে পুনরায় যোগদান করে। পৃঃ ৫২৫

১৪৭। ১৯১৮ সালের জানুয়ারীতে অস্ট্রিয়া-জার্মান কোয়ালিশন ও আঁতাতের মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের ভিত্তিস্বরূপ মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উইলসন কর্তৃক প্রকাশিত "চোদ্দ দফা" কর্মসূচীর উল্লেখ করা হয়েছে।

উইলসনের "চোদ্দ দফার" লক্ষ্য ছিল যুদ্ধরত রাষ্ট্রসমূহের ব্যাপক জনসাধারণের ওপর ১৯১৭ সালের ২৬শে অক্টোবর (৮ই নভেম্বর) তারিখে সোভিয়েতসমূহের দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিন প্রদত্ত প্রতি-বেদনের ওপর গৃহীত শান্তির নির্দেশের প্রভাবকে খর্ব করা যা এই সব রাষ্ট্রের সরকার ও জনসাধারণের কাছে প্রস্তাব করেছিল দখল-দারী ও ক্ষতিপূরণ বর্জিত শান্তি অবিলম্বে স্থাপন করার জন্যে।

উইলসনের "চোদ্দ দফায়" প্রস্তাবিত হয়েছিল অস্ত্রশস্ত্র ও সমুদ্রে চলাফেরার স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ এবং জাতিসংঘের গঠন। এর অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয় নি। পৃঃ ৫২৫

১৪৮। সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়েছিল সুইস সংবাদপত্র Burner Tagwacht-এ ১৯২০ সালের ২১শে জুলাই। সাক্ষাৎপ্রার্থী সাংবাদিকের নাম দেওয়া হয় নি। পৃঃ ৫৫২

১৪৯। ১৯২০ সালের ১লা জুলাই লণ্ডনে এল. বি ক্রাসিনের কাছে রুশ-বৃটেন বাণিজ্য চুক্তির একটি খসড়াসহ ব্রিটিশ সরকারের একটি স্মারকলিপি প্রদানের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। পৃঃ ৫৫২

১৫০। শ্রমিক পার্টি কর্তৃক কমিউনিস্ট পার্টিকে অনুমোদন দানের প্রশ্নটি ১৯২০ সালের ৬ই আগস্ট দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সমাপ্তি অধিবেশনে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রাথমিক কর্তব্য সম্পর্কিত লেনিনের প্রবন্ধে আলোচনার পর স্থিরিকৃত হয়। লেনিনের ভাষণের পর কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে (মোট ভোট সংখ্যা ৫৮, বিপক্ষে ২৪ এবং অনুপস্থিত ২) অনুমোদনের পক্ষে ঘোষণা করেন। সি. পি. জি. বি.-র পরবর্তী আবেদন অবশ্য শ্রমিক পার্টি'র নেতৃবৃন্দের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়। পৃঃ ৫৫৪

১৫১। ১৯২০ সালের ১০ই মে আঁতাতের নির্দেশে বুর্জোয়া পোল্যাণ্ড যথাশীঘ্র সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করে, লণ্ডনের ডক শ্রমিকরা পোল্যাণ্ডগামী "জলি জর্জ" নামক জাহাজে যুদ্ধ সরঞ্জাম বোঝাই

করতে অস্বীকার করে। এই ধর্মঘট বৃটিশ শ্রমিকদের সমর্থন পেয়েছিল। ১৯২০ সালের আগস্টে শ্রমিক পার্টি এবং ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সংসদীয় কমিটি একটি জরুরী জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে নিম্নোক্ত হুঁশিয়ারী দিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। "সংগঠিত শ্রমিকদের সমস্ত শিল্প ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে এই যুদ্ধ বন্ধ করার জন্যে" অর্থাৎ রুশ বিরোধী যুদ্ধ বন্ধের জন্যে।

এই সম্মেলন একটি জাতীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে এবং পরে খুব তাড়াতাড়ি ৩৫০টি স্থানীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।

এই সম্মেলন শুরু হবার বেশ কিছুদিন পূর্বে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ দাবী করেছিলেন যে লালফৌজ যেন পোলিশ রণাঙ্গনে আক্রমণাত্মক অভিযান থেকে বিরত থাকে এবং হুমকি দিয়েছিলেন যে বৃটিশ নৌবহরকে সক্রিয় করে তোলা হবে। বৃটিশ শ্রমিকদের শক্তিশালী আন্দোলন অবশ্য বৃটিশ সরকারকে তার আক্রমণাত্মক নীতিকে পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করেছিল। সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ সংগঠনের প্রধান হোতাদের অন্যতম উইনস্টন চার্চিল তাঁর স্মৃতিচারণে নিম্নোক্ত কথাগুলো লিখেছেন:

"ব্রিটিশ শ্রমিক পার্টি পোল্যাণ্ডকে যে কোন প্রকার সাহায্য-দানের বিরুদ্ধে সাংঘাতিক বিক্ষোভ জাগিয়ে তুলেছিল…বৃটেনের বহু অঞ্চলেই সংগ্রাম পরিষদ গড়ে উঠেছিল। পোলিশ বিপর্যয়ের পর যে ক্ষতিকারক ঘটনাগুলো ঘটবে সে বিষয়ে জনসাধারণের মনে সামান্যতম ধারণাও ছিল না। এইসব চাপের ফলে লয়েড জর্জ পোলিশ সরকারকে এই পরামর্শ দিতে অসুবিধে বোধ করেছিলেন যে 'রুশ শর্তসমূহ, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পোল্যাণ্ডের জাতিগত সীমান্তের কোন ক্ষতি সাধন করছে না, এবং যদি ওগুলো প্রত্যাখ্যান করা হয় তাহলে ব্রিটিশ সরকার রাশিয়ার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। পৃ: ৫৬২

১৫২। লেনিন তাঁর ভাষণের প্রথমাংশের উল্লেখ করছেন যেখানে তিনি বলছেন: "আপনারা অবশ্যই স্মরণ রাখবেন যে গত এপ্রিলে যখন পোলিশ আক্রমণ শুরু হয় নি তখন রণাঙ্গনের সৈন্যবাহিনী ছিল

আরও পূর্ব দিকে, বহুস্থানে অধিকতর পূর্বাভিমুখী, বর্তমানের চাইতে। তখন যেমন ছিল, সৈন্য শ্রেণী বিনষ্ট ত্যাগ করে পোলিশদের হাতে চলে গেল; পোলিশ সৈন্যরা সমগ্র বিয়েলো-রুশিয়' দখল করল। শুধুমাত্র গণ-কমিশারগুলোর সভাই নয় সারা রাশিয়া কেন্দ্রীয় পরিচালক সমিতির সর্বোচ্চ পরিষদ নিজেও অর্থাৎ আর. এস. এফ. এস. আর-এর মধ্যে সর্বোচ্চ সংস্থা—পোলিশ জনগণের কাছে একটি ইস্তেহারে অনাড়ম্বরভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁরা শান্তির প্রস্তাব দিচ্ছেন এবং বিয়েলোরুশিয়ার ভাগ্য অস্ত্র-শক্তির দ্বারা নির্ধারণের চিন্তাকে বাতিল করে দিয়েছিলেন যা কখনই পোলিশ চিন্তা প্রসূত ছিল না এবং যার কৃষক অধিবাসীরা পোলিশ ভূমাধিকারীদের হাতে নিপীড়িত হয়েছে এবং নিজেদের পোল-দেশীয় বলে মনে করে না। কিন্তু তাসত্ত্বেও পরিষ্কার ভাষায় ও সুস্পষ্টরূপে আমরা ঐ সময়কার সৈন্যাবস্থানের ভিত্তিতে শান্তি প্রস্তাবের কথা ঘোষণা করেছিলাম, যেহেতু আমরা শ্রমিকদের ওপর অনেক উচ্চমূল্য আরোপ করেছিলাম যাতে যুদ্ধ বাধলে ওদের জীবন দিতে না হয় যা তুলনামূলকভাবে আমাদের কাছে সব চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পৃঃ ৫৬৪

১৫৩। বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টি'র প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য উইলিয়াম পলের সঙ্গে লেনিনের কথাবার্তা পল নিজেই রেকর্ড করেছিলেন। বৃটিশ কমিউ-নিস্ট পার্টি'র *"দ্য কমিউনিস্ট"* নামক পত্রিকায় ১৯২০ সালের ২রা ডিসেম্বর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পৃঃ ৫৬৮

১৫৪। ১৯২০ সালের অক্টোবরে রীগাতে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে একটি প্রাথমিক শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। ১৯২১ সালে পোল্যাণ্ড ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পৃঃ ৫৭৩

১৫৫। ১৯২১ সালের ১৬ই মার্চ বৃটেনের সঙ্গে সোভিয়েত সরকারের একটি বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হয়। পৃঃ ৫৭৫

১৫৬। বৃটেন, জর্জিয়ার মেনশেভিক সরকারের সঙ্গে একমত হয়ে ব্রিটিশ সৈন্যের সাহায্যে বাটুম অধিকারের কথা চিন্তা করছিল। ১৯২০

সালের ১৬ই নভেম্বর বিদেশ সম্পর্কিত গণ-কমিশারের জর্জি চিচেরিন তুর্কীয় সরকারের কাছে একটি বার্তা পাঠান এবং একটি বেতারবার্তা পাঠান ব্রিটিশ বৈদেশিক সচিব কার্জনের কাছে। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে সোভিয়েত সরকার বাটুম অধিকারকে ককেশাস অঞ্চলে অপর একটি যুদ্ধ বাধানোর চেষ্টা বলে বিবেচনা করেন এবং সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের প্রতি প্রত্যক্ষ হুমকি বলে গণ্য করেন। এর ফলে যে গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে তার প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং এই কথার ওপর জোর দেন যে এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব বর্তাবে দখলকারী ও তাদের সহায়কদের ওপর। পৃঃ ৫৭৫

১৫৭। ১৯২০ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর আর. সি. পি. বি, কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরো কর্তৃক এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পৃঃ ৫৭৬

১৫৮। ১৯২১ সালের জুন ও জুলাই মাসে মস্কোতে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। পৃঃ ৫৮৮

১৫৯। কর্নেল এফ. আর ম্যাকডোনাল্ড, যিনি বিভিন্ন শিল্পগত ও অর্থনৈতিক উদ্যোগের সংগঠক ও অংশগ্রহণকারী, তিনি আপাতদৃষ্টিতে ক্রয়েড অর্ডের প্রতিনিধি স্বরূপ সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরে এসেছিলেন এবং লেনিনের কাছে একটি আবেদন পত্র লিখেছিলেন। তিনি বন ও কৃষি সম্পর্কে রেগাই-এর জন্যে আগ্রহী ছিলেন এবং রেল ইঞ্জিন মেরামতের জন্যে রেল সংস্থার ভিন্ন ভিন্ন অংশকে কাজে লাগানোর জন্যে সুবিধা আদায়ের জন্যেও আগ্রহী ছিলেন। ম্যাকডোনাল্ডের চিঠি সম্বলিত খামের ওপর ভি. আই. লেনিন কর্তৃক লিখিত ছিল: "কমরেড লিতভিনভ ও চিচেরিনের প্রতি। তাদের কাছে আমার চিঠি লেখা আছে খামের চিঠির উল্টো পিঠে। কমরেড সম্পাদক, অনুগ্রহ করে সুনিশ্চিত করবেন যে এই চিঠি প্রাপকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে এবং তাড়াতাড়ি জবাব পাওয়া যাবে, স্বাক্ষর দানের জন্যে চিঠিটাকে আমার কাছে পাঠাতে হবে। 2/II "লেনিন।"

লেনিনের খসড়ার ভিত্তিতে এম. এম. লিতভিনভ ম্যাকডোনাল্ডকে দেবার জন্যে একটি জবাব তৈরী করেন যা শেষোক্ত জনের কাছে

পাঠিয়ে দেওয়া হয় ১৯২২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লেনিনের সচিব এল. এ. ফোতিয়েভা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হবার পর।

ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে আলোচনায় কোন কার্যকরী ফল লাভ হয় নি। পৃঃ ৫১২

১৬০। এই দলিলটি হল জি. ভি. চিচেরিনের চিঠির জবাব যার মধ্যে শেষোক্তজন লেনিনকে বলেছিলেন "দ্য ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানের" অতিরিক্ত সংখ্যার জন্যে একটি প্রবন্ধ পাঠাতে, কারণ ঐ সংখ্যাটি পুরোপুরি রাশিয়া সম্পর্কিত।

১৯২২ সালের ৮ই মার্চ তারিখে আর. সি. পি. (বি) কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর সিদ্ধান্তের দ্বারা "দ্য ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানের" জন্যে নির্দিষ্ট প্রবন্ধগুলি সম্পাদনার ভার দেওয়া হয় জি. ভি. চিচেরিন ও কার্ল র‍্যাডেকের ওপর। পৃঃ ৫১৬

১৬১। উর্কুহার্টের সঙ্গে চুক্তি সম্পর্কিত বিষয়, ১৬৩নং টীকা দেখুন। পৃঃ ৫১৭

১৬২। এডুয়ার্ড হেরিয়ট, একজন বিখ্যাত ফরাসী রাষ্ট্রনায়ক ও র‍্যাডিক্যাল সমাজতন্ত্রী পার্টির নেতা, সোভিয়েত রাশিয়া সফর করেন এবং মস্কোতে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করেন ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বরে। তাঁর সফর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ফ্রান্সের মধ্যে বাণিজ্যিক ও অন্যান্য সম্পর্কের উন্নতি ঘটানোর ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। পৃঃ ৫১৯

১৬৩। ব্রিটিশ শিল্পপতি লেসলি উর্কুহার্ট যিনি বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়াতে বহু সংখ্যক সংস্থার মালিক ছিলেন, তিনি ১৯২২ সালে সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে তাঁর পূর্বেকার সম্পত্তিকে রেয়াই হিসাবে কাজে লাগানোর সম্ভাব্যতা বিষয়ে আলোচনা করেন। একটি খসড়া চুক্তি প্রস্তাবিত হয় কিন্তু গণ-কমিশারগুলির পরামর্শ সভা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। পৃঃ ৬০১

১৬৪। নিকট প্রাচ্য সম্পর্কিত সম্মেলনের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যার তোড়জোড় চলছিল এবং পরবর্তীকালে লাউসানে অনুষ্ঠিত হয় (১৯২২-এর নভেম্বর—১৯২৩-এর জুলাই)।

বৃটেন, ফ্রান্স ও ইতালীর উদ্যোগে এটি আহূত হয়; এতে অংশগ্রহণ

করে জাপান, রুমানিয়া, যুগোস্লাভিয়া, গ্রীস, বালগেরিয়া এবং তুরস্ক। পর্যবেক্ষকরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন।

সোভিয়েত রাশিয়ারও ঐ সম্মেলনে অংশগ্রহণের কথা ছিল কিন্তু ১৯২২ সালের ১৪ই অক্টোবর ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করলেন যে, সমস্ত বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে রাশিয়া অংশ নিতে পারবে না একমাত্র প্রণালী সম্পর্কিত বিষয় ছাড়া ( দার্দানেলিস ও বসফরাস )।

সোভিয়েত প্রতিনিধিদল বসফরাস, মর্মরাসাগর এবং দার্দানেলিসে জাহাজ চলাচলের পূর্ণ স্বাধীনতাদানের প্রস্তাব দিলেন এই শর্তে যে যুদ্ধ ও শান্তি উভয় সময়েই দার্দানেলিস ও বসফরাসকে সর্ব-প্রকার যুদ্ধ জাহাজ ও সামরিক বিমানের কাজে ব্যবহার করা যাবে একমাত্র তুরস্কের পক্ষেই খোলা থাকবে। সোভিয়েত প্রতিনিধি-দলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয় এবং যুদ্ধ জাহাজের অবাধ গতিবিধি মেনে নেওয়ার জন্যে ব্রিটিশ পরিকল্পনাটি গৃহীত হয়। পৃঃ ৬০১